দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে

সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলী

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে

সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলী

আর্মি জেনারেল

এস. এম. স্তেমেংকো

মনীষা

অনুবাদক
সমরেন্দ্র ঘোষ

প্রচ্ছদ
পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

প্রকাশক
মণি সান্যাল
মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৫৪এ, হরি ঘোষ স্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

মুদ্রক
শম্ভুনাথ চক্রবর্তী
লক্ষ্মী নারায়ণ প্রেস
৪৫ / ১ এইচ / ১৪ মুরারি পুকুর রোড,
কলিকাতা-৫৪

দাম : কুড়ি টাকা

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

ভূমিকা

কি যে গভীর আবেগানুভূতি নিয়ে এই কাহিনীর ইতি টানলাম! কি জানি, সব লেখকেরই হয়তো এমন হয়। এতো যে বিচলিত হয়ে পড়েছি তার আসল কারণ বোধ হয় এই যে এ ধরনের বিষয়ের উপরে লেখা এটাই আমার প্রথম বই। হয়তো বা শেষ বইও। যে পাঠক সমালোচকের চোখ নিয়ে পড়বেন এ-বই কেমন লাগবে তার কাছে?

অন্য যাঁরা এভাবে নিজেদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন তাঁরা কোন রণাঙ্গনের, সেনাবাহিনীর, নৌবহর বা বিমানবহরের নেতৃত্বে ছিলেন, নিজেদের ডিভিশন, রেজিমেন্ট বা জাহাজ নিয়ে আক্রমণের নেতৃত্ব দিয়েছেন, শত্রুর লাইনের পেছনে গেরিলা যুদ্ধ এবং পার্টির গোপন কাজকর্ম পরিচালনা করেছেন। বিধি আমার জন্য ভিন্নতর ব্যবস্থা করেছিলেন—আমি কাজ করতাম জেনারেল স্টাফ-এ।

সাহিত্যে ঠাঁই পাবার দিক থেকে জেনারেল স্টাফ-এর ভাগ্য খুব প্রসন্ন তা বলতে পারি না। জেনারেল হেড-কোয়ার্টার্স-এর (স্টেভ্কা) মতো সে-ও রয়েছে একান্তভাবেই সাহিত্যে উপেক্ষিতা। যে সব গ্রন্থে হয়তো বা একটু ঠাঁই মিলেছে সেখানেও চোখে পড়ে প্রতিকূল সব মন্তব্য যার মানে হলো জীবন থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন কিছু লোক জমকালো অফিসে বসে ভূগোলকের দিকে তাকিয়ে যুদ্ধটা পরিচালনা করার চেষ্টা করছে।

ভাগ্যক্রমে ব্যাপারটা ঠিক তা ছিল না। সর্বোচ্চ কম্যাণ্ডের সেনাপতিমণ্ডলীর সদর দপ্তর এবং তার কার্যকরী সংস্থা জেনারেল স্টাফের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রন ছিল নানা অভিযানের পরিকল্পনা রচনা এবং সেই পরিকল্পনা রূপায়ণের গতিপ্রকৃতি এই দুটোর উপরেই। তারাই নির্ধারণ করতো কিভাবে রিজার্ভ বাহিনীকে কাজে লাগাতে হবে। যুদ্ধকবলিত বিশাল এলাকার ঘটনাপ্রবাহের উপরেও তারাই কড়া নজর রাখতো। যে কোন একটি বা একাধিক সেনাবাহিনীর কোন কাজই এদের অজান্তে ঘটা সম্ভব ছিল না। সেনাদলগুলির সঙ্গে এদের কার্যকরী যোগাযোগ মুহূর্তের জন্যেও ছিন্ন হতো না। জেনারেল স্টাফ ও তার

সদর দপ্তরের প্রতিনিধিরা রণক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিতে সর্বদাই সেনাবাহিনীর সঙ্গে থাকতো, সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের নির্দেশগুলি যথাযথ পালিত হচ্ছে কিনা সে দিকে নজর রাখতো আর যুদ্ধের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতো।

যুদ্ধের ফলাফল দেখিয়ে দিয়েছে যে জেনারেল স্টাফ ও তার সদর দপ্তর তাদের কাজে সফল হয়েছিল। ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞান ও পরিচালন দক্ষতার দিক দিয়ে তারা কুখ্যাত তৃতীয় রাইখ-এর সেরা সামরিক নেতাদের সঙ্গে টক্কর দিয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে।

কিন্তু কিভাবে তা অর্জিত হলো? জেনারেল স্টাফ, বিশেষতঃ যে সব সেনাপতি ও অফিসারেরা পরিকল্পনা রূপায়ণের দায়িত্বে ছিলেন তাঁরা যুদ্ধের দিনগুলিতে কিভাবে দিন যাপন ও কাজ করেছেন সে কাহিনী বর্ণনা করাই আমার বর্তমান গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য। এটা এক ঐক্যবদ্ধ সংগঠনের কাহিনী, কারণ সমষ্টিগত মন ও অভিজ্ঞতাবিশিষ্ট এমনি এক সংগঠনই কেবল পারে যুদ্ধের সমগ্র ঘটনাবলীকে অনুধাবন করতে, সশস্ত্র বাহিনীগুলি যেসব অবিশ্বাস্য কঠিন সমস্যাবলীর মুখোমুখি হয় তার সমাধান খুঁজে বের করতে। আবার ব্যক্তিকে নিয়েই তো সমষ্টি—যে 'ব্যক্তি' আদেশ দেয় কিংবা আদেশ পালন করে। তখন যেসব মানুষের ঘনিষ্ঠতম সান্নিধ্যে এসেছি তাদের ব্যক্তিগত কার্যকলাপকে উপেক্ষা করার কোন অধিকার আমার নেই এটা আমি অনুভব করি।

পাঠককে আগেভাগেই সতর্ক করতে চাই যে বর্তমান গ্রন্থের নামটিকে আক্ষরিক অর্থে নেয়াটা ঠিক হবে না। জেনারেল স্টাফের সর্বতোমুখী কার্য-কলাপের বিস্তৃত ও ব্যাপক বর্ণনা এটা নয়। এমন কোন বিশাল কাজে আমি আদপেই হাত দেইনি। জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স-এর বহুমুখী কাজ-কর্মের দলিল রচনাও এটা নয়। হিটলারী জার্মানী ও তার লেজুড়দের বিরুদ্ধে সোভিয়েত জনগণের সশস্ত্র সংগ্রামের কালানুক্রমিক বর্ণনাও এই গ্রন্থে পাওয়া যাবে না, যদিও এই সংগ্রামই আমার এই স্মৃতিকথার ভিত্তি। বিশেষ পদে অধিষ্ঠিত থাকার ফলেই গ্রন্থকার প্রতিটি রণাঙ্গনের প্রতিটি ঘটনা সম্পর্কেই ওয়াকিবহাল ছিলেন কিন্তু তাঁর এই প্রথম প্রয়াসটিতে তিনি কেবলমাত্র সেগুলিই বর্ণনা করেছেন যেগুলি তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল।

যত সুস্পষ্টই হোক না কেন কোন মানুষেরই স্মৃতি অতীতকে সম্পূর্ণ নিখুঁতভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম পুরোপুরি এই বিশ্বাস রাখা যায় না। সেই জন্যেই এই গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে তথ্যসূত্র হিসেবে নানা দলিলের উল্লেখ করেছি। এই দলিলগুলি আমার বিশেষ প্রিয় কারণ এগুলির অধিকাংশই আমার ও আমার সহকর্মীদের সেই সময়ের যৌথ প্রয়াসের ফল যে সময়টা জেনারেল স্টাফের সদস্য হিসেবে আমাদের পক্ষে মোটেই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। অনেকগুলি দলিলই আবার, সত্যি কথা বলতে কি, আমার নিজের হাতে লেখা।

গ্রন্থকার

প্রথম পরিচ্ছেদ

যুদ্ধের আগে

নিজে যে পথ আমি নির্বাচন করিনি ।। জেনারেল স্টাফ একাডেমিতে আমার শিক্ষক ও সহপাঠীরা ।। পশ্চিম ইউক্রেনের মুক্তি ।। রণক্রিয়া বিভাগে আবেক্ষাধীন ।। জেনারেল স্টাফে নিয়োগ ।। ১৯৪১-র মে-জুন ।। নিয়তি নির্দিষ্ট একটি রাত ।। যুদ্ধে আমাদের প্রস্তুতির মাত্রা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা ।। যান্ত্রিক বাহিনীগুলির অবস্থা ।। বিমান বাহিনী ।। নৌবহর ।। যে সব প্রশ্নের জবাব মেলেনি ।।

লালফৌজের মোটরায়ন ও যন্ত্রায়ন আকাডেমির পাঠ সাঙ্গ ক'রে আমি সবে বৎসরাধিককাল হলো প্রথমে খারকভ ও পরে ঝিটোমির-এ একটি ভারী ট্যাংক প্রশিক্ষণ ব্যাটেলিয়নের অধিনায়কত্ব করছি। টি-৩৫, টি-২৮ প্রভৃতি লৌহবর্ম-ভূষিত শুকনো জমির ট্যাংকগুলি নিয়ে আমাদের বেশ গর্ব। লালফৌজের ভারী ট্যাংক ব্রিগেডের অংশ হিসেবে এগুলিকে নিয়ে প্রত্যেক বছর মস্কোতে আমরা কুচকাওয়াজও করেছি।

টি-৩৫ ট্যাংকের ছিল পাঁচটি কামান রাখার গম্বুজ এবং তিনটি করে কামান ও পাঁচটি মেশিনগান-এ তা সুসজ্জিত ছিল। এর ওজন ছিল ৫০ টন। প্রত্যেকটির এগারজন লোক-লস্করের মধ্যে দুজন থাকতো মাঝারী সারির অফিসার—একজন লেফটেন্যাণ্ট ও একজন ট্যাংক ইঞ্জিনীয়ার। ব্যাটেলিয়ানটিতে মোট শ'খানেক অফিসার ছিল এবং এভাবেই গড়ে উঠেছিল আমাদের ঐক্যবদ্ধ ঠাসবুনোট এক সমষ্টি।

নিজের কাজে আমি ছিলাম পুরোপুরি তৃপ্ত প্রবল উৎসাহে কাজে আত্ম-নিয়োগ করেছি। উচ্চাকাঙ্ক্ষা বলতে আমার তখন একটাই—যে ইউনিটটাকে এতো ভালোবেসে ফেলেছি যত বেশীদিন সম্ভব তার অধিনায়কত্বে বহাল থাকা। ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন জেলা সদর দপ্তর থেকে এলো এক তারবার্তা যার সারমর্ম হলো যে আমি এবং ব্রিগেড প্রধান মেজর এন. এন. রাদকেভিচ (আমরা মোটরায়ন আকাডেমিতে সহপাঠী ছিলাম) জেনারেল স্টাফ আকাডেমিতে প্রবেশাধিকার পেয়েছি। আমাদের কারোরই—আমার নিজের তো নয়ই—বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না এতো তাড়াতাড়ি আবার পড়াশুনা আরম্ভ করার। আমরা তাই রেহাই পাবার ফিকির খুঁজতে লাগলাম।

বরাত ভালো, পার্শ্ববর্তী প্রশিক্ষণ রেজিমেন্ট থেকে এক বছরের শিক্ষাক্রম পাশ করানোর জন্য যে জেলা কমিশন ছিল তার চেয়ারম্যান হিসেবে আমার কাজ ছিল কিয়েভ সামরিক জেলার ট্যাংক ও যান্ত্রিক বাহিনীর অধিনায়ক ব্রিগেড কম্যাণ্ডার ওয়াই. এন. ফেদোরেংকোকে পরীক্ষার ফলাফলগুলি জানানো। একাজ করতে এসে এক ফাঁকে ব্রিগেড কম্যাণ্ডারকে অনুরোধ করলাম আমার বদলে অন্য কাউকে আকাডেমিতে পাঠাতে। যা ভেবেছিলাম তার উল্টোটাই ঘটলো। তিনি তৎক্ষণাৎ সায় দিয়ে জোর গলায় বললেন: "নিজের কাজ করে যাও, কিচ্ছু ভেবো না, কোথাও যেতে হবে না তোমাকে।"

সেটা ছিল ১৯৩৮-এর আগস্ট মাস। সেপ্টেম্বরে এম. ওয়াই. কাতুকভ-এর ব্রিগেডের কুচকাওয়াজের সময় আমি যখন সংযোগরক্ষাকারী অফিসার হিসেবে কাজ করছিলাম সেই সময় জরুরী আদেশ এলো নিজের ইউনিটে ফিরে ব্যাটেলিয়নের দায়িত্ব হস্তান্তর করার। অবিলম্বে আকাডেমিতে হাজিরা দেবার জন্য মস্কো হুকুম দিয়েছে। তিনদিন পরে আমি ও রাদকোভিচ রওনা হয়ে গেলাম। আকাডেমির জন্য যারা নির্বাচিত হয়েছিল তাদের মধ্যে আমরাই যে এই মনোভাবের দিক দিয়ে ব্যতিক্রম ছিলাম না তা বোঝা গেল। ভর্তি-বোর্ড-এর সামনে হাজির হবার পর এদের অনেকেই ভর্তি হতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে এই ভয়ে যে পাঠক্রম শেষ ক'রে বেরোনোর পরে অধিনায়কত্ব তাদের ভাগ্যে জুটবে না। সেকালে জেনারেল স্টাফ আকাডেমি মান পর্যন্ত শিক্ষিত লোকের সংখ্যা হাতে গোনা যেতো এবং আমরা ধরেই নিতাম যে এই পাঠক্রমের শেষ পরিণতি হলো দপ্তরের কাজ।

কর্ণেল এস. এস. বিরমুজভ ছাড়া আর সবার আপত্তি নাকচ হয়ে গেল। ডেপুটি পিপলস কমিশার ওয়াই. এ. শ্চাদেংকোর সাহায্যে তিনি মস্কো ছেড়ে গেলেন এবং পরে একটা ডিভিশনের অধিনায়কত্ব পেলেন।

এই সময়ে জেনারেল স্টাফ আকাডেমি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যুগের চাহিদা অনুসারেই এর প্রতিষ্ঠা। যদিও লালফৌজ পুরোদস্তুর আধুনিক এক সেনাবাহিনী তবুও প্রধান রণনীতি ও রণকৌশলে অতি উচ্চমানের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী এখানে বেশী ছিল না। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত রণক্রিয়া বিভাগের অফিসারেরা ফ্রুনজ্ আকাডেমিতে মাত্র এক বছরের কোর্স পড়তেন। একটা সময় পর্যন্ত এটাই যথেষ্ট ছিল কিন্তু ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি নাগাদ জীবন অবিরাম এই চাহিদা জানাতে শুরু করেছিল যে, সামরিক কর্মীদের

আরো অনেক ব্যাপক ও মৌলিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে প্রশিক্ষণ নিতে হবে। তা ছাড়া রণক্রিয়ার সমগ্র কলাকৌশলেরই বিকাশ ঘটানোর প্রয়োজন ছিল এবং তা ঠিকভাবে করার মতো সঙ্গতি ফ্রুনজ আকাডেমির ছিল না।

তখন আমাদের যে কজন সমরতত্ত্ববিশারদ ছিলেন সব এসে মিলেছিলেন জেনারেল স্টাফ আকাডেমিতে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ভি. এ. সেলিকভ, ডি. এম. কার্বিশেভ, এন্. এন্. স্ভারৎস্, ; এ. আই. গস্ট্রোভ্‌ৎসেভ ; জি. এস. আইজারসন, এ. ভি. কিরপিচনিকভ, এন. এ. লেভিৎস্কি, এন. আই. ক্রুবেৎস্কয়, এফ. পি. শ্যাফালোভিচ, ওয়াই. এ. শিলভস্কি এবং পি. পি. আয়োনভ।

দিমিত্রি মিখাইলোভিচ কার্বিশেভ আমাদের সবচেয়ে প্রিয় শিক্ষকদের মধ্যে একজন ছিলেন বলেই আমার মনে হয়। তিনি ছিলেন ইঞ্জিনীয়ার ও বিজ্ঞানী যিনি জানতেন কিভাবে একটা নীরস বিষয়কে দক্ষতার সঙ্গে মৌলিক ও সহজভাবে উপস্থিত করতে হয় যাতে দুরূহ সূত্রগুলিকেও স্মরণে রাখতে তা আমাদের সহায়ক হয়। ঘাঁটির চারপাশে কাঁটাতারের বেড়া দেবার জন্য প্রয়োজনীয় লোক ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জামের হিসেবের জন্য যে বাস্তব সূত্রটি তিনি শিখিয়েছিলেন তা অবিস্মরণীয়ঃ এক ব্যাটেলিয়নঃ এক ঘণ্টাঃ এক কিলোমিটারঃ এক টনঃ এক সারি। জনৈক রসিক ব্যক্তি একে একটু উল্টেপাল্টে বানিয়েছিলঃ একজন পথ পরিষ্কারকঃ একটি কুঠারঃ একটি দিনঃ একটি গাছের গোড়া। রসিকতাটা কার্বিশেভের কানে পৌঁছেছিল কিন্তু এতে তিনি কিছু মনে করেন নি। ঠাট্টা-তামাসা তিনি খুব পছন্দ করতেন—কোনদিন এমন হতো না যে নিজের বক্তৃতায় এক আধটা ঠাট্টাও তিনি না করতেন।

প্রধান রণকৌশল ও রণনীতি বিষয়ে জি. এস. আইজারসনের বক্তৃতা এবং এ. ভি. গলুবেভ-এর উন্নত ব্যূহ রচনার কৌশল সম্পর্কে আলোচনা বেশ গুরু-গম্ভীর, হয়তো বা কিছুটা পুঁথিগতও হতো, তবু তা ছিল যেমন গভীর তেমনি সারবান। এ. ভি. কিরপিচ্‌নিকভ, ভি. কে. মর্দভিনভ, ওয়াই. এ. শিলভস্কি এবং এস. এন. ক্রাসিলনিকভ-এর মতো শিক্ষকদেরও আমি স্মরণ করি গভীর কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে। এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন শিক্ষক হিসেবে যেমন চমৎকার, তেমন নিজের নিজের বিষয়ের উপরে তাঁদের ছিল সম্পূর্ণ দখল।

আকাডেমির সমর ইতিহাসবিদেরাও ছিলেন খুব ভালো। তাঁরা জানতেন বিষয়টাকে কিভাবে উপস্থিত করলে সেনাবাহিনী ও যুদ্ধোপকরণের ক্রমোন্নতির মূল

ধারাটিই যে কেবল স্পষ্ট চোখে পড়বে তাই নয়, সেই সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে উঠবে অতীতের কোন্ কোন্ বিষয়গুলিকে আমরা বর্তমানে কাজে লাগাতে পারি সেটাও। ভি. এ. সেলিকভ, যিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস পড়াতেন এবং আক্ষরিক অর্থেই বিষয়টির প্রেমে পড়েছিলেন, তিনিও এই ব্যাপারে খুব পারদর্শী ছিলেন। কখনো কখনো তিনি এমন নিবিষ্ট হয়ে পড়াতেন যে ইজেলে টাঙানো নক্সার দিকে তাকিয়ে শ্রোতাদের দিকে পেছন ফিরে তীব্র আকর্ষণীয় কাহিনী বলে যেতেন। ঘণ্টা পড়ে যাবার পরেও আমাদের মধ্যে পাঁড় ধূমপায়ীটি পর্যন্ত নিজের আসনে নিশ্চল হয়ে বসে থাকতো। যখন পরের ক্লাসের শিক্ষক উপস্থিত হতেন তখনই কেবল মার্নের রণক্ষেত্র কিংবা অগাস্টোর চার পাশের বনভূমির নাটকীয় ঘটনাবলী থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হতাম।

অধ্যাপক এন. এ. লেভিংস্কি রুশ-জাপান যুদ্ধ সম্পর্কে একই রকম উৎসাহের সঙ্গে বক্তৃতা দিতেন। বিষয়বস্তুকে যথাযথভাবে উপস্থাপনা করার সেই একই ক্ষমতা তাঁরও ছিল। যুদ্ধ ও অভিযানে বিচিত্র সব ভাগ্যপরিবর্তনের ঘটনার বিস্তৃত বর্ণনায় এমনভাবে ছাত্রদের আগ্রহের উদ্রেক করতেন যে যুযুধান দুই সেনাপতির পরস্পরের মন ও ইচ্ছাশক্তির মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্বটিও যেন আমাদের কাছে জীবন্ত হয়ে উঠতো।

শিক্ষকদের মধ্যে আমাদের সমবয়সী ও পদের মানুষও ছিলেন। যেমন গোলন্দাজী বিদ্যার শিক্ষক আই. এস. গ্লোভ ও রাসায়নিক শিক্ষক লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল স্কোরোবোগাৎকিন। সেই বছরেই, মানে ১৯৩৮ সালে তাঁরা আকাডেমি থেকে বেরিয়েছেন। রণকৌশলে আমাদের দলনায়ক ও তদারককারীরা ছিলেন আই. কে. ব্যাগ্রামিয়ান, ভি. ভি. কুরাসভ এবং এ. আই. গাস্তিলোভিচ এবং একথা বলতেই হবে যে সেই তখনই এদের অসাধারণ যোগ্যতার বিষয়ে আঁচ করা যেত। তাঁরা যে ছাত্রদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা লাভ করেছিলেন তার প্রথম কারণ তাঁদের পাণ্ডিত্য, দ্বিতীয় কারণ, উচ্চতম মানের সঙ্গে আমাদের প্রতি পুরোপুরি কমরেডজনোচিত দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয় ঘটানোর বিচক্ষণ ক্ষমতা।

১৯৩৯-এর আগস্টের একেবারে শেষে আমি নিজে সহ বিরাট এক ছাত্রদলকে তলব করা হলো আমাদের পাঠক্রমের প্রধান ভি. ওয়াই. সেমিওনভের সঙ্গে দেখা করার জন্য। ব্যাপারটা কি অবাক হয়ে এটা ভাবতে ভাবতে আমরা তাঁর দপ্তরে হাজিরা দিলাম এবং জানলাম যে আমাদের সবাইকে পরদিন জেনারেল স্টাফের রণক্রিয়া বিভাগে হাজির হতে হবে। সেমিওনভ ব্যাপারটা ভাঙলেন না—হয়তো

নিজেই তিনি এবিষয়ে কিছু জানতেন না।

ঐ সব দিনগুলি ছিল উদ্বেগে ভরা। ফ্যাসিস্টদের হাতে প্রজাতন্ত্রী স্পেনের কবলিত হওয়ার ঘটনা অথবা অসহায় আবিসিনিয়ার বিরুদ্ধে মুসোলিনীর মার-কাট্‌ আক্রমণের ধাক্কা, ক্রোধ ও ঘৃণায় ভরা বিশ্ববাসীর মন সামলে নেবার আগেই হিটলার গ্রাস করলো অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং লিথুয়ানিয়ার ক্লাইপেড়া অঞ্চল। শেষের এই জায়গাটাকে তারা পোলাণ্ড আক্রমণের জন্য ঝাঁপ খাওয়ার জায়গায় পরিণত করেছিল। মানুষ যখন অশ্রুতপূর্ব এইসব গুণ্ডামীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছে তখন মিউনিক তোষণকারীরা কার্যতঃ ফ্যাসিস্ট নেতাদের নতুন নতুন অপরাধে প্ররোচিত করে চলেছে। আমাদের পূর্বসীমান্ত অঞ্চলগুলিতেও পরিস্থিতি অশান্ত হয়ে পড়েছিল, যেখানে ইতিমধ্যেই জাপ সমরবাদীদের সঙ্গে আমাদের দুইবার সংঘর্ষ ঘটে গেছে—প্রথমে খাসান হ্রদে এবং তারপরে খালখিনগল-এ। ব্রিটেন, ফ্রান্স ও সোভিয়েত রাশিয়ার সামরিক মিশনগুলির মধ্যে আলোচনা ব্যর্থ হবার ফলে আমরা সতর্ক হয়ে পড়েছিলাম। এক কথায়, বাতাসে ছিল অশনি সংকেত এবং এই পরিস্থিতিতে সব কিছুর মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এমনি অনুভূতি নিয়েই আমরা জেনারেল স্টাফ-এ হাজির হলাম।

রণক্রিয়া বিভাগের সহকারী প্রধান ব্রিগেড কম্যাণ্ডার এ. এফ. আনিসভ আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। তিনি বললেন যে কিয়েভ বিশেষ সামরিক জেলায় খুব শিগগিরই বড়ো ধরনের মহড়া আরম্ভ হবে এবং এতে আমাদের অংশ নিতে হবে। "এভাবে আপনারা নিজেদের আরো যোগ্য, আরো অভিজ্ঞ করে তুলতে পারবেন," উপসংহারে এই কথা বললেন আনিসভ।

আকাডেমিতে ফিরে আমরা জানলাম যে একই রকম মহড়া হবে বাইলোরুশিয়ার বিশেষ সামরিক জেলাতেও এবং আমাদের আকাডেমি থেকে একদল ছাত্র সেখানেও যাচ্ছে।

যথারীতি, নিজেদের মধ্যে ঘটনার ধারা নিয়ে আলাপ আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বুঝতে চেষ্টা করতাম এগুলি কিভাবে আমাদের জীবন ও আশু সম্ভাবনাগুলিকে প্রভাবিত করবে। ইতিমধ্যেই আমাদের অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল বিশ্বের ঘটনাবলী সহ বিভিন্ন ঘটনার বিশ্লেষণ করা। মোদ্দা কথা, যাঁরা ইতিমধ্যেই স্পেন এবং দূর প্রাচ্যের যুদ্ধের স্বাদ নিয়ে এসেছেন এমন সব লোকের সঙ্গেই তো আমরা গা ঘষাঘষি করতে চলেছি।

আমরা ভালোমত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী শিক্ষালাভ করেছিলাম এবং এবিষয়ে বেশ সচেতন ছিলাম যে পুঁজিবাদী দেশগুলি আমাদের দেশকে পরিবেষ্টন ক'রে রয়েছে। অবশ্য এটাও আমরা উপলব্ধি করেছি যে সোভিয়েত রাশিয়ায় সাম্যবাদ গঠনের লক্ষ্য নিয়ে পরিচালিত আমাদের সবগুলি পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা এমন ভাবে পরিকল্পিত হয়েছিল যাতে কখনো বাধ্য হয়ে যুদ্ধ করতে হলে আমাদের অর্থনৈতিক প্রাধান্য সুনিশ্চিত থাকে। দেশে মোটর গাড়ি, ট্র্যাক্টর ও বিমান শিল্পের মতো উৎপাদনের উন্নত শাখাগুলি গড়ে উঠেছিল। তৈল নিষ্কাশন ও শোধনেও যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছিল। লালফৌজের জন্য অস্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের উৎপাদনও পরিমাণ ও গুণগত উভয় দিক থেকেই যথেষ্ট উন্নত হয়েছিল। আমরা জানতাম যে 'কে ভি' এবং 'টি-৩৪' নামের আধুনিকতম সোভিয়েত ট্যাংকগুলি চমৎকার এবং এগুলি আর মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই সেনাবাহিনীর হাতে এসে যাবে। আমাদের বিমান, জাহাজ, বিশেষতঃ ডুবোজাহাজেরও উন্নতি ঘটছিল। গোলন্দাজবাহিনী ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে নিখুঁত করে তোলার জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপও নেওয়া হচ্ছিল। ১৯৩০-এর তুলনায় ১৯৩৯-এ আমাদের ছিল ট্যাংক ৪৩ গুণ, বিমান ৬.৫ গুণ ও আগ্নেয়াস্ত্র ৭ গুণ বেশী। এবং আমরা অবশ্যই বিশেষত কারিগরী বিভাগগুলিতে সেনা-বাহিনীর জনবল বৃদ্ধির কথাও জেনেছিলাম। ঐ আট-নয় বছরের মধ্যেই আমাদের পদাতিক বাহিনীর আকার হয়েছিল দ্বিগুণ এবং ট্যাংক ও যান্ত্রিক বাহিনীগুলির বৃদ্ধি ঘটেছিল ১২ গুণ।

সশস্ত্র বাহিনীতে নিয়োগ পদ্ধতিরও পরিবর্তন ঘটেছিল। অঞ্চল ভিত্তিতে সেনাবাহিনী সংগঠনের নীতি পরিত্যক্ত হয়েছিল। সর্বজনীন সামরিক চাকুরী চালু করার জন্য একটি নতুন আইন রচিত হচ্ছিল। এইভাবে সৈন্যদল ও নৌবহরকে নিয়মিত বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার নীতি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একই সঙ্গে সেনাবাহিনীতে চাকুরীর মেয়াদও বাড়িয়ে দেওয়া হলো। সংকটকালে মাতৃভূমির প্রতিরক্ষার জন্য সম্ভাব্য সবকিছুই পার্টি ও সরকার করছিলেন।

নিজেদের শক্তির উপর বেশ একটা আস্থার ভাব নিয়েই মহড়া দিতে বেরোলাম। অপ্রত্যাশিত এই কাজটা আমাদের বেশ ভালো লেগেছিল কারণ আকাডেমিতে এক বছর পড়াশোনায় যে জ্ঞান অর্জন করেছিলাম প্রয়োজনের মধ্য দিয়ে তার আকর্ষণীয় বাস্তব অভিজ্ঞতালাভের প্রতিশ্রুতি এতে

ছিল। প্রবল উৎসাহ নিয়েই সবাই কিয়েভগামী ট্রেনে দঙ্গল বেঁধে উঠে পড়লাম।

কিন্তু আমাদের এই ভ্রমণকালে এমন কিছু ঘটলো যার ফলে আমাদের এই মেজাজ কিছুটা চটে গেল। ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯, সকাল বেলায় নাৎসী জার্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলো। পথের স্টেশনগুলি থেকে যে সব স্থানীয় পত্রিকা সংগ্রহ করেছিলাম তার থেকে কি যে ঘটছে সে-বিষয়ে পরিষ্কার কোন ধারণাই করা গেল না। কিন্তু কেবলমাত্র পোল্যাণ্ডের ভূখণ্ডে জার্মানীর অভিযান ও অগ্রগতির দ্রুতহারের ঘটনাটিই আমাদের বুঝিয়ে দিলো সম্ভাব্য পরিণতিটা কি, আর সেটা খুবই মারাত্মক বলে মনে হলো।

সেই সব বছরগুলিতে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর অফিসারেরা পোল্যাণ্ডের বাহিনীকে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে অনুধাবন করতো এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে এদের খুবই পরিষ্কার ধারণা ছিল। সাজ-সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষণ এই উভয় দিক থেকেই ধনবাদী পোল্যাণ্ড, যাকে আধুনিক মান বলে বিবেচনা করা যায় তার অনেক পেছনে পড়েছিল। এর অনেকটাই ছিল দেখনশোভা। অপরপক্ষে জার্মান বাহিনীর ক্ষমতা সম্পর্কে বাড়িয়ে ভাবতেও আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। তখনো পর্যন্ত তারা সত্যিকারের লড়াই যাকে বলে তা করেনি।

চলমান রেলের চাকার ছন্দ চিন্তার খুব সহায়ক। স্বাভাবিক ভাবেই পশ্চিম সীমান্তের বিরাট এই মহড়াকে খাসান হ্রদ ও খালখিন-গল-এর ঘটনার সঙ্গে আমরা মিলিয়ে দেখলাম এবং বুঝতে আরম্ভ করলাম আমাদের কেন কিয়েভ ও বাইলোরুশিয়ার বিশেষ সামরিক জেলায় পাঠানো হচ্ছে।

কিয়েভে আমরা জেলা দপ্তরের প্রধান এন. এফ. ভাতুতিনের কাছে হাজিরা দিলাম এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে দপ্তরের বিভিন্ন শাখায় আমাদের ভাগ করে দিলেন। ট্যাংক অফিসার হিসাবে আমাকে জেলা সাঁজোয়া বাহিনীর অধিনায়ক ওয়াই. এন. কেদোরেংকোর হেফাজতে দেওয়া হলো।

নতুন পরিবেশ ও নতুন লোকজনের সঙ্গে চট করেই আমরা মানিয়ে নিলাম। পোল্যাণ্ডের সামরিক ঘটনাবলী যে একটা চরম অবস্থার দিকে মোড় নিচ্ছে এই সত্যটা কেউ আমাদের কাছে গোপন করেনি। এটা মেনে নেওয়া হয়েছিল, ঘটনা এভাবে চললে আমাদের দেশের উপরেও যে বিপদের সম্ভাবনা ঘনিয়ে আসবে একথা অস্বীকার করা যায় না এবং সেক্ষেত্রে সোভিয়েত বাহিনীর দিক থেকে 'চরম অবস্থা' অবলম্বনের প্রয়োজন হতে পারে।

ইতিমধ্যে সোভিয়েত রাশিয়ার সর্বোচ্চ সোভিয়েত মস্কোতে ১লা সেপ্টেম্বর এক জরুরী অধিবেশনে মিলিত হলো এবং সর্বজনীন সামরিক চাকুরী সংক্রান্ত আইনটি পাশ করলো।

সেপ্টেম্বরের তিন তারিখ বৃটেন ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো এবং জেলা সদর দপ্তর প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত জনগণের কমিশারের কাছ থেকে তার-বার্তায় এই আদেশ পেলেন যে লালফৌজের যে সব কর্মীর চাকুরীর মেয়াদ শেষ হয়েছে তাদের কাউকে যেন ছেড়ে দেওয়া না হয়। অফিসারদের ছুটিও বাতিল করা হলো। লেনিনগ্রাদ, কালিনিন, মস্কো, খারকভ প্রভৃতি সামরিক জেলা এবং কিয়েভ ও বাইলোরুশিয়া এই দুটি সামরিক জেলার সমস্ত ইউনিট, ঘাঁটি এবং সমগ্র যোগাযোগ ব্যবস্থাটিকে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত রাখা হলো।

যুদ্ধে বৃটেন ও ফ্রান্সের যোগদান অবশ্য হিটলারকে উদ্দীপ্ত করেছিল এবং পোল্যাণ্ডের ফলাফলকেও ত্বরান্বিত করেছিল। কিন্তু অতঃপর? জার্মানী কি তার সেনাবাহিনীকে পশ্চিম দিকে ফেরাবে, নাকি।...সেই মুহূর্তে তারা পূবে এগিয়ে আসছিল।

দুইদিন পরে নিশ্চিতভাবে বলা গেল যে পোল-জার্মান রণক্ষেত্রের দক্ষিণ পাশে বুর্জোয়া পোল্যাণ্ড সেনাবাহিনীর মূল অংশ পরাজিত হলো এবং নাৎসী জার্মানীর ট্যাংক বাহিনী ওয়ারশ-র দিকে এগিয়ে চললো। সমস্ত মজুত সৈন্যসহ পুরোদস্তুর মহড়া জমায়েতের ব্যবস্থা করার জন্য কিয়েভ সামরিক জেলার সদর দপ্তরে আদেশ এলো। এই জমায়েত হবার কথা ৭ই সেপ্টেম্বর।

ইতিমধ্যে পোল রণাঙ্গনের পতন অব্যাহত রইলো। মস্কিস্কি সরকার পলায়ন করলো। পোল বাহিনীর প্রধান সেনাপতি স্মিগলি রিজ ৭ই সেপ্টেম্বর ওয়ারশ পরিত্যাগ করলেন। পরবর্তী দিনের অবসানে আমরা জানালাম যে জার্মান ট্যাংক পোল রাজধানীর প্রাচীর পর্যন্ত পৌছে গেছে। শ্রমজীবী মানুষেরা অদম্য উৎসাহে রাজধানীকে রক্ষা করতে লাগলো কিন্তু অন্যান্য এলাকার পরিস্থিতি হয়ে পড়লো নৈরাশ্যজনক। যে সব ইউক্রেনীয় এবং বাইলোরুশীয় পোল্যাণ্ডে বাস করতো তাদের অবস্থা আগেই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল, এখন তাদের অবস্থার আরো অবনতি ঘটলো।

প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত জনগণের কমিশার কিয়েভ সামরিক জেলার অধিনায়ককে পশ্চিম ইউক্রেনে একটি যুদ্ধাভিযানের প্রস্তুতির জন্য সজাগ করে দিয়েছিলেন। কিয়েভ সামরিক জেলাকে সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল এস. কে. টিমোশেংকোর

অধিনায়কত্বে ইউক্রেনিয় 'ফ্রন্ট' * হিসেবে সন্নিবেশিত করা হলো। পার্শ্ববর্তী বাইলোরুশীয় সামরিক জেলাকেও এম. পি. কোভালেভ-এর অধীনে একটি 'ফ্রন্ট'-এ পরিণত করা হলো।

সেই মুহূর্ত থেকেই দিনরাতের মধ্যে কোন সময়ে আর আমাদের শান্তি রইলো না। আমাদের পরীক্ষা করতে হতো সৈন্য সমাবেশ, অস্ত্র ও রসদ সরবরাহ এবং সমাবেশের এলাকায় শিবির স্থাপন ইত্যাদি বিষয়। পঞ্চদশ স্বয়ম্ভর পদাতিক বাহিনীর পার্গা, ওলেভ্স্ক, বেলোকরভিচি অঞ্চলে, পঞ্চম বাহিনীর নোভোগরোদ-ভলিন্স্কি, স্লাভুতা, শেপেতোভ্কা অঞ্চলে, ষষ্ঠ বাহিনীর কুপেল, সতানোভ, প্রসকুরভ অঞ্চলে এবং দ্বাদশ বাহিনীর গুসিয়াতিন, কামেনেৎস-পদলস্কি, নোভায়া উশিৎসা, ইয়ার মলিনৎসি অঞ্চলে সন্নিবেশ ঘটলো। ত্রয়োদশ বাহিনীর সমাবেশ করা হলো সীমান্তের রুমানীয় বিভাগে। 'ফ্রন্ট' সদর নিয়ে যাওয়া হলো প্রসকুরভ-এ। এই সময়ে আমি যুক্ত হয়েছিলাম রণক্রিয়া বিভাগের প্রধান জেনারেল ভি. এম. জেলাবিন-এর সঙ্গে।

খবর এলো যে পোল সরকার অভিজাত শাসনাধীন রুমানিয়ায় আশ্রয় নিয়েছে। এর ফলে পরিস্থিতির সঙ্গে এসে যুক্ত হলো নতুন নতুন সব উপাদান। পোল্যাণ্ড যে আর কখনো পশ্চিম থেকে অগ্রসরমান হিটলারের বাহিনীকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রতিরোধ করতে পারবে সেই সম্ভাবনা লোপ পেলো। বুর্জোয়া পোল রাষ্ট্র ও তার সেনাবাহিনী তার দেশের জনগণের নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করতে অপারগ ছিল।

এই সংকটজনক মুহূর্তে সোভিয়েত সরকার পশ্চিম ইউক্রেন ও পশ্চিম বাইলোরুশিয়ার জনগণের শান্তিপূর্ণ জীবন সুরক্ষার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। গোটা দুনিয়াকেই তা জানিয়ে দেওয়া হলো। এটাও জানিয়ে দেওয়া হলো যে এই দুর্ভাগ্যজনক যুদ্ধের হাত থেকে পোলিশ জনগণকে উদ্ধার লাভে সাহায্য করার জন্য সম্ভবপর সব কিছুই করা হবে।

সামরিক ব্যবস্থাদি অবলম্বনের মাধ্যমে সোভিয়েত সরকারের সিদ্ধান্তকে মদত যোগানো হলো। ইউক্রেনীয় 'ফ্রন্ট' এইমর্মে এক নির্দেশ-নামা পেলে যে ১৬ই সেপ্টেম্বরের অবসানে তার বাহিনীগুলিকে প্রস্তুত রাখতে হবে জোরালো আক্রমণের

* এখানে 'ফ্রন্ট' সাংগঠনিক দিক দিয়ে পশ্চিমী 'army group' বা 'সেনাবাহিনী-মণ্ডলী' এই অর্থ অনেকটা বহন করে। কোন সেনাসংগঠন সম্পর্কে 'দল' শব্দটিকে (যেমন 'উত্তর দল' বা 'কৃষ্ণসাগর দল') বুঝতে হবে তা কোন ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত এবং অধস্তন।

জন্য এবং ১৭ই সেপ্টেম্বর তাদের সীমান্ত অতিক্রম করতে হবে। আই. জি. সোভেংনিকভের অধিনায়কত্বে শেপেতোভ্‌কা বাহিনীকে আদেশ দেওয়া হলো রোভনো এবং লুট্‌স্ক-এর দিকে অগ্রসর হবার এবং দ্বিতীয় দিনের শেষে লুট্‌স্ক অধিকার করার জন্য। এফ. আই. গলিকভের নেতৃত্বাধীন ভলোসিস্ক বাহিনীর লক্ষ্য হলো টারনোপোল ও ল্‌ভোভ। ১৮ই সেপ্টেম্বরের অবসানে তাদের দখল করতে হবে বাস্ক এবং পেরেমিশলিয়ানি। অর্থাৎ ল্‌ভোভ-এর উপর আঘাত হানার মতো দূরত্বে তাদের আসতে হবে। আই. ভি. টিউলেনেভ-এর নেতৃত্বাধীন কামেনেৎস-পদল্‌স্কি বাহিনীকে অগ্রসর হতে হবে চেরৎকভ-এর দিকে এবং দ্বিতীয় দিনে স্তানিস্লাভ দখল করতে হবে।

পোল সীমান্ত থেকে খবর এলো যে ছিন্নবিচ্ছিন্ন পোলবাহিনীর নিরবচ্ছিন্ন স্রোত ল্‌ভোভ-টারনোপোল সড়ক বরাবর পূর্বদিকে এবং রুমানিয়া অভিমুখে চলেছে। যে সব সেনাদল অটুট রয়ে গেছে তাদের রয়েছে অস্ত্রাভাব, তারা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। জার্মানরা ল্‌ভোভ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে এবং দক্ষিণ দিক থেকে শহরটিকে বিপন্ন করে তুলেছে। উত্তর অঞ্চলে তারা পশ্চিম বাগ্‌-এ লড়ছে। অবশ্য ওই অবস্থাতেও আমাদের দিক থেকে যে কোন সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছিল। সোভিয়েত সীমান্তে পোল হুসারদের আবির্ভাব ঘটেছিল। পদ্‌ভলোসিস্ক-এর নিকটবর্তী সীমান্ত ঘাঁটিতে মেশিনগানগুলি বসানো হয়েছিল।

১৬ই সেপ্টেম্বর রাতে আমি ছিলাম ষষ্ঠ সেনাবাহিনীর পর্যবেক্ষণ ঘাঁটিতে। মস্তো কোন ঘটনা সংঘটিত হবার ঠিক প্রাক্কালে যেমনটি হয়—আবহাওয়া উত্তেজনায় টান টান। মিনিটে মিনিটে টেলিফোন বেজে চলেছে। বিভিন্ন ডিভিশন থেকে বার্তাবহেরা একের পরে এক আসছে যাচ্ছে। তবুও মনে হচ্ছে সময় যেন এক বর্ণনাতীত ধীরগতিতে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে চলেছে।

শেষ পর্যন্ত সীমান্ত অতিক্রমের জন্য নির্ধারিত শূন্য ঘণ্টা এসে গেল। কাঁটায় কাঁটায় ০৫'০০ টার সময় হুকুম জারী হলো আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো অগ্রগমন। অবিলম্বে আরম্ভ হলো উদ্বেগপূর্ণ সন্ধানী প্রশ্ন পাঠানো এবং পোল এলাকা থেকে তথ্যাদি আসা :

"কোন রকম সংগঠিত প্রতিরোধের সম্মুখীন হইনি।"

"সেনাদল সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। পোল সেনাবাহিনীর বহু অফিসার ও লোকজন, মেশিনগান ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম পদভলোদিস্ক স্টেশনে দখল করা

হয়েছে।”

“সর্বত্র উদ্বাস্তুর ভিড়—এর মধ্যে সামরিক বাহিনীর লোকেরাও রয়েছে।” ষষ্ঠ বাহিনীর সদর দপ্তরও অগ্রসর হলো। দিনের শেষে আমি ফিরে এলাম ‘ফ্রন্ট’-এর সদর দপ্তরে অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট করার জন্য।

জে ্বাবিন আমাকে ঘরে ডেকে না নেওয়া পর্যন্ত রাতের খাবার হিসেবে কিছু মুখে দেওয়া আমার ভাগ্যে ঘটেনি।

“শেপেতোভ্কা দলের উপর ন্যাস্ত দায়িত্বে সামান্য একটু পরিবর্তন হচ্ছে।”

পরিবর্তনটা তিনি আমাকে মানচিত্রে দেখিয়ে দিলেন, বললেন যে ওদের সদর দপ্তর আছে রোভ্নোতে। তারপরে আমাকে একটা সীলমোহর করা প্যাকেট দিলেন।

আমি বিদায় নেবার আগে তিনি বললেন, “তোমার যাবার পথটা ভালোভাবে বুঝে নাও। সীমান্ত ঘাঁটি থেকে একজন নির্ভরযোগ্য পথপ্রদর্শক ও রক্ষীকে সঙ্গে নেবার কথা মনে রেখো। ওখানে সকালের মধ্যেই কিন্তু পৌছাতে হবে।”

একখানা ফোর্ডগাড়িতে রওনা হলাম এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই সীমান্তবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। তারা আমাকে সঙ্গে করে তাদের ঘাঁটিতে নিয়ে গেল। সেখান থেকে পথপ্রদর্শক হিসাবে মেশিনগান সহ একজন সার্জেন্ট-মেজরকে দেওয়া হলো। দ্বিতীয় একটি সাব-মেশিনগান আমাকে দেওয়া হলো এবং তার অতিরিক্ত আমরা প্রত্যেকে তিনটে করে গ্রেনেড পেলাম। এই সাবধানতার ব্যাপারটা মোটেই বাড়াবাড়ি কিছু ছিল না। হুসারদের ছড়ানো-ছিটানো টুকরো সব দল ও ডাকাতেরা তখন পথে ঘাটে বিচরণ করছিল।

সার্জেন্ট-মেজর গাড়ির সামনের দিকে মেশিনগানটা বসিয়ে নিতে একটুও দেরী করলো না। তারপরে সে ড্রাইভারের পাশে বসলো। আমি আমার সাব-মেশিনগান নিয়ে পেছনে বসলাম। সীমান্ত পার হতে হতেই অন্ধকার নেমে এলো। একটু বাদেই টের পাওয়া গেল যে গোরিন নদীর ওপারে তিন-চার কিলোমিটার পথ মাত্র পথপ্রদর্শকটি চেনে। ফলে আমাদের মানচিত্রের উপরেই নির্ভর করতে হলো এবং একটু পরেই আমরা পথ হারালাম। পথটা আমার মুখস্থ ছিল বটে কিন্তু মনে হচ্ছিল যেন মানচিত্রের তুলনায় এখানে পথের সংখ্যা দ্বিগুণ। তার উপরে অন্ধকার। যেটা আমার কাছে সঠিক মনে হলো সেটাই বেছে নিয়ে সেই পথেই গাড়ি ছুটিয়ে চললাম। শেষ পর্যন্ত

পৌছালাম অন্ধকার পাণ্ডববর্জিত এক জায়গায় আপাতদৃষ্টিতে পরিত্যক্ত এক গোলাবাড়িতে।

সময় বড়ই সংক্ষিপ্ত এবং আমার সামনে রয়েছে খবর পৌছাতে দেরী হয়ে যাবার সম্ভাবনা। সোভিয়েত ইউনিয়নে বড়ো বড়ো গ্রামের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম যেসব জায়গায় সর্বদাই এমন কাউকে পাওয়া যায় যে পথঘাট চেনে। এখানে কিন্তু না আছে গ্রাম, না লোকজন।

যাই হোক, আমি ঠিক করলাম খামার বাড়িগুলো থেকে কাউকে খুঁজে বের করা এবং কিভাবে রোভ্‌নো যেতে হবে সেটা জেনে নেওয়াই হবে একমাত্র করণীয়। আমরা একটা খামার বাড়িতে গিয়ে চেঁচামেচি করলাম, দরজা ধাক্কালাম, কিন্তু কেউ কোন সাড়া দিলো না। আরেকটায় গেলাম যার জানালায় ক্ষীণ আলোর রেখা লক্ষ্য করেছিলাম। যেই না আমরা সেখানে পৌছালাম অমনি আলোটা নিভে গেল। আমাদের সামনে উঁচু বেড়া, প্রকাণ্ড এক ফটক যার পেছনে দুর্গের মতো দেখতে কাঠের কুঁদো দিয়ে তৈরি এক বাড়ি। রাস্তার দিকে তার একটি মাত্র জানালা।

কড়া নাড়লাম। সাড়া নেই। আবার কড়া নাড়লাম। নাঃ, কোন সাড়া নেই।

"জানালা দিয়ে ঢোক।" সার্জেন্ট মেজরকে হুকুম দিলাম।

আমরা জানালা খুলে ফেলে ভিতরে টর্চ-এর আলো ফেললাম। কেউ নেই। হাঁক দিলাম। তবুও সাড়া নেই।

'ঢুকে পড়ো'—আমি আবার বললাম।

কিন্তু আমরা তা করার আগেই এক বৃদ্ধ দরজার কাছে এলো এবং নিঃশব্দে তার কম্পিত হাতদুটি তুললো।

আমার পোল ভাষার জ্ঞান সামান্যই। আমি কেগতোভ্‌স্কির লালফৌজ ক্লাবের তৃতীয় অশ্বারোহী ডিভিশনের কিছু ক্লাস করেছিলাম, তা-ও মাত্র একটা শীতকালে অনেকদিন আগে, সে-ই ১৯৩১-এ। এই ভাষার প্রায় ভুলে যাওয়া কিছু টুকরো-টাকরা মনে করার চেষ্টা করলাম। আমাকে কষ্ট দেবার জন্যেই বোধ হয় আমার যা দরকার তার কিছুই আমার স্মরণে এলো না। শেষ পর্যন্ত কোন মতে বুড়ো লোকটিকে বোঝাতে পারা গেল যে আমরা রোভ্‌নো যাবার রাস্তাটা খুঁজছি।

লোকটির আতংক একটু কাটলো এবং ইউক্রেনীয় ও পোল ভাষায় এক

খিচুড়ীতে সে অনর্গল বকে গেল, সঙ্গে নানারকম উত্তেজিত ভঙ্গী। সে মানচিত্র বোঝে না, আমি বুঝি না তার ভাষা, এদিকে সময় দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে! লোকটাকে বললাম আমাদের সঙ্গে গাড়িতে যেতে। যে কোন কারণেই হোক সে জানালার কাছে এসে জানালা দিয়ে বেরোবার চেষ্টা করলো। সার্জেন্ট-মেজর ও আমি তাকে সাহায্য করলাম এবং গাড়িতে এনে তুললাম। প্রায় চল্লিশ মিনিট পরে বনের মধ্যে খানিক জটিল পথ পরিক্রমার পর আমরা শেষ পর্যন্ত রোভনোর রাস্তায় গিয়ে উঠলাম। সে আমাদের অভিবাদন ও ধন্যবাদ জানাতে শুরু করলো, আমরাও তাই করলাম।

দুই ঘণ্টা পরে আমরা রোভনোতে পৌছালাম। সম্প্রতি যে বাড়িটায় একটা মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল দেখলাম সেটাই বর্তমানে সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর। আমাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালিত হলো।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেরার পালা। আহ! দিবালোকে এই ভ্রমণে কি যে স্বস্তি! এর চেয়ে পরিষ্কার কি আর থাকতে পারে। দেখা গেল মানচিত্রটা যাই হোক বেশ ভালই—মনে হলো, কই, রাস্তার সংখ্যা তো খুব বেশি নয়! দুপুর নাগাদ আমি 'ফ্রন্ট'-এর সদর দপ্তরে ফিরে এলাম।

এর পরেও কিন্তু আমার বিশ্রাম জুটলো না। আমাকে এবং সাঁজোয়া বাহিনীগুলির সহ-অধিনায়ক কর্নেল ভারমাশফিনকে বলা হলো রণক্রিয়া বিভাগের প্রধানের কাছে হাজিরা দেবার জন্যে। এবার আমাদের যেতে হবে টারনোপোলে —যে অতিরিক্ত ট্যাংকবাহিনী সেখানে পৌছাচ্ছে তাদের প্রয়োজনীয় তেল ভরে নেবার ব্যবস্থাদি করতে হবে। বাড়তি দায়িত্ব হিসেবে বলা হলো আমাদের সেনাবাহিনীর পেছনের অংশকে যেন আমরা শহরে অবস্থান করতে না দেই।

বাহিনীর অগ্রবর্তী অংশ টারনোপোল ছেড়ে এগিয়ে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সেখানে পৌছালাম। তাদের পেছন পেছন এসে হাজির হলো পঞ্চম অশ্বারোহী ডিভিশন, যার অধিনায়কত্বে ছিলেন তখনকার দিনের অত্যন্ত খ্যাতিমান ওয়াই. এস. শারাবুরকো। নির্দেশ অনুযায়ী এই বাহিনীকে শহরে ঢুকতে দিতে আমরা অসম্মতি জানালাম। ফলে একটা ঝগড়া বেঁধে গেল। ডিভিশনের অধিনায়ক আমাদের প্রচণ্ড গালাগালি দিতে লাগলো। ভারমাশফিন তার নাকের ডগায় আমাদের কাগজপত্রগুলো তুলে ধরলো। এই সব দলিলপত্রে সুসজ্জিত হওয়া সত্ত্বেও অদম্য অশ্বারোহীটির সঙ্গে পাল্লা দেবার ব্যাপারে কেমন যেন অসহায় মনে হলো নিজেদের। তার তেজ কেবলমাত্র তখনই ঠাণ্ডা হলো যখন আমরা

টিব্রোশেংকোর নাম উল্লেখ করলাম। এর পরে অশ্বারোহীবাহিনী শহরের চারপাশে বেষ্টন করে রইলো।

ইতিমধ্যে ট্যাংকগুলো এসে গেল কিন্তু জ্বালানী তখনো পৌছায়নি। ট্যাংক অধিনায়ক তেল চায়, এবার তার আক্রমণের মোকাবিলা করতে হবে। যাহোক, শেষ পর্যন্ত একসারি জ্বালানী ভরা ট্রাকের পুরোভাগে এসে উপস্থিত হলেন একজন ক্যাপ্টেন। রাস্তায় যান-জট-এ পড়ে গিয়ে তাঁর ঢুকটা দেরি হয়ে গিয়েছিলো।

ট্যাংকগুলিতে জ্বালানী ভরা শেষ হবার পরে আমরা দ্বিতীয় দায়িত্ব পালনের জন্য বেরিয়ে পড়লাম অর্থাৎ বাহিনীর পেছনের অংশকে শহর থেকে বের ক'রে দেওয়া। কাজটা খুবই ভয়ানক। রাত নেমে আসছে…সকালের আগে কেউ একপাও নড়তে চাইবে না।

হঠাৎ শহরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা একটা গীর্জার ভিতর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি বেরিয়ে এসে রাস্তা ভরে ফেললো। ঘোড়াগুলোর হ্রেষাধ্বনি, মানুষের ছুটোছুটি…। জবাবে এদিক থেকেও গুলি চললো—ভোরের আগে থামলো না। শহরের বিভিন্ন অংশে এটা ছড়িয়ে পড়লো। সকালে গীর্জার ভিতরে আমরা স্তূপাকৃতি কার্তুজের খোল আবিষ্কার করলাম, যদিও যে লোকটা গুলি চালিয়েছিলো তাকে ধরা গেল না। অনেকে বলাবলি করলো যে, লোকটা স্থানীয় পুরোহিত, গোপন কোন পথে হয়তো সে সরে পড়েছে।

টারনোপোল-এ আরেকদিন কাটিয়ে আমরা 'ফ্রন্ট' সদর দপ্তরে ফিরলাম, যে দপ্তর অবিলম্বেই ল্ভোভ-এ স্থানান্তরিত হলো। আগে যে জায়গাটা সমর শিক্ষার্থীদের অধীনে ছিল এখন 'ফ্রন্ট' দপ্তর তা দখল করলো।

শহরটা পরিচ্ছন্ন এবং তার একটা নিজস্ব চাকচিক্য আছে। প্রশস্ত রাজপথের দুপাশে রমণীয় প্রাসাদশ্রেণী। কিন্তু শহরের সীমানা থেকে দশ-বারো কিলোমিটার দূরের গ্রামগুলি হতশ্রী, দারিদ্র্যপীড়িত। গ্রামবালকেরা দু'তিনদিনের মধ্যেই আমাদের সঙ্গে বেশ সড়গড় হয়ে উঠলো এবং দেখা গেল আর পাঁচটা জায়গার ছেলেদের মতোই ওরাও খুব বাক্যবাগীশ। তারা সৈন্যদের কুচকাওয়াজ হাঁ করে দেখতো, তারপর হঠাৎ রাস্তার ধারে সার বেঁধে মাথায় ভর দিয়ে খুঁটির মতো খাড়া হয়ে থাকতো বেশ কিছুক্ষণ। প্রথম প্রথম অবাক হয়ে ভাবতাম, ব্যাপারটা কি? তারপরে আবিষ্কার করা গেল যে, এটা হলো পেন্সিল চাইবার একটা কায়দা। যা কিছু মজুত ছিল সব নিয়ে অফিসাররা সাড়া দিতে এগিয়ে এলো। অবস্থা শেষ

পর্যন্ত এমন দাঁড়ালো যে মানচিত্রে চিহ্ন দেবার মতো ছুটো একটা পেন্সিলও আর রইলো না।

সেদিনের পোল্যাণ্ডে আমাদের সেনাবাহিনীর অগ্রগতি সাময়িকভাবে থেমে গেলো কোভেল, ভ্লাদিমির ভলিনস্কি, স্ভোভ তিশকোভনিৎসা, স্ত্রিজ নদী, ভলিনা এই লাইন বরাবর। পশ্চিম ইউক্রেনের মুক্তির ব্যাপারে ইউক্রেনীয় 'ফ্রন্ট'-এর কার্যকলাপ সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রণক্রিয়া বিভাগে অতিক্রুত রচিত হলো। এ কাজ যখন শেষ হলো তখন এন. এফ. ভাতুতিন-এর কাছে আমার ডাক পড়লো এবং হুকুম হলো এই প্রতিবেদনটি জেনারেল স্টাফকে পৌছে দেবার।

'কিয়েভ পর্যন্ত বিমানে,' তিনি বললেন, 'তারপর বাকিটা যাবে রেলে। দলিলপত্র আর মানচিত্রের এই ফোল্ডারটার জন্য কিন্তু তোমার জান কবুল থাকলো। জেনারেল স্টাফ-এ ব্রিগেড অধিনায়ক ভ্যাসিলেভ্স্কি-র হাতে তুমি নজে এগুলো পৌছে দেবে।'

বিমানক্ষেত্রে একখানা পিও-২ বিমান আমার জন্য অপেক্ষা করছিল, যার চালক বিমান বাহিনীর একজন তরুণ লেফটেন্যান্ট।

'পথ চেনো তো?' আমি জিজ্ঞেস করি।

সে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই জবাব দিলো যে সে চেনে।

তার মানচিত্রে একবার চোখ বোলাই। সব ঠিক আছে। গতিপথ চিহ্নিত আছে, সেই সঙ্গে দূরত্ব এবং পৌছানোর আনুমানিক সময়। আমরা রওনা হতে পারি।

আধঘণ্টা পরে আমাদের বিমান ঘন কুয়াশার মধ্যে পড়লো। আমরা উপরে উঠে গিয়ে এর থেকে পরিত্রাণ পাবার চেষ্টা করলাম। এক হাজার মিটার উচ্চতায় পরিষ্কার আকাশ পাওয়া গেল কিন্তু ইতিমধ্যে ভূমিরেখা আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেছে।

'আমরা ঠিক রাস্তায় চলেছি তো?' বেশ উদ্বেগের সঙ্গে আমি প্রশ্ন করি।

'সম্পূর্ণ ঠিক পথে!' পাইলট জবাব দিলো।

প্রায় বিশ মিনিট পরে ভূমিরেখা আবার নজরে এলো, কিন্তু যে রেলপথ বরাবর আমরা উড়ে চলেছিলাম তার চিহ্ন পাওয়া গেল না। সেটা অদৃশ্য হয়ে গেছে।

পাইলট আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলে, 'এটা প্রায় বিশ কিলোমিটার উত্তরে রয়েছে।'

'তাহলে সেদিকেই যাও।'

কিন্তু উত্তরে গিয়ে কিছুই পাওয়া গেল না। তখন ঝপ করে দক্ষিণ দিকে ঘুরে গেলাম। সেখানেও রেলপথের কোন চিহ্ন নেই। আমি সত্যি সত্যি খুব চিন্তায় পড়লাম যে, সীমাচিহ্নের ওপারে জার্মানদের হাতে গিয়ে না পড়ি।

শেষ পর্যন্ত ছলনাময় রেলপথের দেখা পাওয়া গেল এবং আমরা পরবর্তী স্টেশন পর্যন্ত তাকে অনুসরণ করে গেলাম। অনেক নিচুতে স্টেশনের উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় নামটা পড়লাম, 'নারকেভিচি।' তার মানে আমরা তখন টারনোপোল এবং প্রসকুরভ-এর মাঝামাঝি। এখানে কোন জার্মান নেই।

বাকি পথটুকুতে আর বিশেষ কিছু ঘটলো না। প্রসকুরভ-এ তেল নিয়ে আমরা নিরাপদে কিয়েভে উড়ে গেলাম। পরদিন মস্কো পৌঁছে আমি ভ্যাসিলেভ্স্কি-র হাতে সংবাদের বাক্সটা অর্পণ করলাম। তাঁর কাছে জানলাম যে, আমার আর 'ফ্রন্ট' সদর দপ্তরে ফিরে যাবার দরকার নেই। আকাডেমীর সব ছাত্রকেই বাহিনী থেকে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে পড়াশুনা চালিয়ে যাবার জন্য।

আরো কয়েক মাস আমরা আকাডেমীর ক্লাশ করলাম, তারপরে আবার আমাদের জেনারেল স্টাফ-এ ডেকে পাঠানো হলো। ফিনল্যাণ্ডের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। আকাডেমীর বড়ো এক ছাত্রদলকে নেয়া হলো জেনারেল স্টাফ-এর রণক্রিয়া বিভাগকে সাহায্য করার জন্য। আমি এদেরই একজন।

আমাদের কাজ হলো সংবাদ সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, রণক্রিয়ার মানচিত্র একেবারে বর্তমান মুহূর্ত পর্যন্ত তথ্যসন্নিবিষ্ট রাখা। রণক্রিয়ার প্রতিবেদন প্রস্তুত করা এবং বিভিন্ন আদেশ-নির্দেশ রণক্ষেত্রে সৈন্যদের কাছে পাঠানো। এক কথায়, আমরা পুরোপুরি বৈচিত্র্য ও গভীরতাসহ রণক্রিয়াসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ শিখছিলাম। যে নবম বাহিনী স্যুয়োম্সালমি খণ্ডে লড়াই করছিল আমার কাজ হলো প্রথমে তাদের সঙ্গে, তারপরে পেৎসামো খণ্ড থেকে ফেরত নিয়ে আসা চতুর্দশ বাহিনীর সঙ্গে। এই উভয় খণ্ডই অবশ্য গুরুত্বের দিক দিয়ে গৌণ ছিল। মূল লড়াই চলছিল কারেলিয় ইসমাসে আর লাগোদা হ্রদ এলাকায়।

যেহেতু অবিরাম কাজ করতে হবে, সেজন্য আমাদের সংগঠিত করা হলো দুটো শিফটে, প্রত্যেকটি ২৪ ঘণ্টা করে। ১৯'০০ টার সময় ছুটি হবার
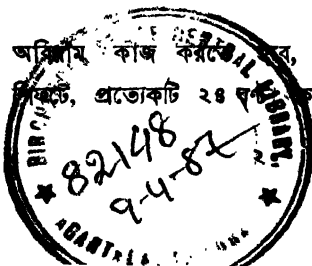
সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই সোজা বিছানায় চলে গেলাম। সেকালে আমরা বিছানায় শুতে যাবার কথা বলতে একটুও ভয় পেতাম না এবং এর বদলে আরো চতুর কথা 'বিশ্রাম নেওয়া' তখনও চালু হয় নি।

নিয়মমাফিক পরের গোটা দিনটা আমরা আকাডেমিতে ক্লাশ করি এবং সন্ধ্যায় জেনারেল স্টাফ-এ আবার হাজিরা দেই চব্বিশ ঘণ্টা মেয়াদী কাজের জন্য। বেশ কঠিন ব্যাপার হলেও আমাদের কোন নালিশ ছিল না। কাজের আকর্ষণ ছিল, তাছাড়া একটা যুদ্ধ তো চলছে! আমরা তখন শক্তিতে ভরপুর তরুণ—কোন চিন্তাই আমাদের বেশিক্ষণ উদ্বেগাচ্ছন্ন রাখতে পারতো না।

১৯৪০-এর শীতকালটা ছিল অপ্রত্যাশিতভাবে তীব্র। কঠিন তুষারপাত নেমে এলো। গভীর তুষারে সৈন্য চলাচল যথেষ্ট ব্যাহত হলো। নবম ও চতুর্দশ বাহিনীকে পথে অনেকটা ছড়িয়ে দেওয়া হলো, তারা ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো, যে স্কিবাহিত ফিনিশবাহিনীগুলি তাদের পশ্চাদ্ভাগে আক্রমণ চালাচ্ছিল তাদের হঠিয়ে দিতে দিতে। একমাত্র ক্যারেলিয় ইসমাস-এর রণক্ষেত্র তুষারমুক্ত ছিল, এখানে কে. এ. মেরেৎস্‌কভ-এর নেতৃত্বে সপ্তম বাহিনী রণক্রিয়া চালাচ্ছিল।

খোলাখুলি বলা ভালো যে সেই সময় ফিনিশ রণাঙ্গনের যে অবস্থা ছিল সেই পরিস্থিতিতে সেখানে যুদ্ধ চালানোর প্রস্তুতি আমাদের সৈন্যদলগুলির ছিল না। হ্রদ ও বন, পথঘাটহীন গ্রামাঞ্চল আর তুষার এসবগুলি ছিল মারাত্মক বাধা। যে ৪৪শ পদাতিক বাহিনী ইউক্রেন থেকে এসেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছিল, বিশেষ করে তার অবস্থা খুব শোচনীয় ছিল। এর নেতৃত্বে ছিলেন এ. আই. ভিনোগ্রাদভ।

স্টালিনের নির্দেশে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ বিভাগের জনগণের কমিশার এল. জেড. মেখলিসকে নবম বাহিনীতে পাঠানো হলো পরিস্থিতি সম্পর্কে তদন্ত ও পরিবেষ্টিত বাহিনীটির ত্রাণের জন্য। তাঁর প্রতিবেদনগুলি অনেক সময় আমার হাত দিয়ে যেতো এবং পরবর্তীকালে থেকে যেতো তার এক তিক্ত স্বাদ। এগুলিতে থাকতো রাত্রির অন্ধকার। তাঁর হাতে যে অগাধ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল তার সুযোগ নিয়ে তিনি ডজন ডজন লোককে বাহিনীর নেতৃত্ব থেকে বরখাস্ত করতেন এবং সেই সব জায়গায় বসাতেন তাঁর সঙ্গের লোকদের। তিনি দাবি করলেন যে, ডিভিশনের অধিনায়ক ভিনোগ্রাদভকে তার বাহিনীর উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলার জন্য গুলি করা হোক। ভিনোগ্রাদভ গ্রেপ্তার

হলেন যদিও ব্যাপারটা গুলি করা পর্যন্ত পৌঁছালো না। পরবর্তীকালে আমি একাধিকবার মেখলিস-এর সংস্পর্শে এসেছিলাম এবং এই সিদ্ধান্তে এসেছিলাম যে, এই লোকটি আগে থেকেই কঠিনতম শাস্তি দেবার জন্য তৈরী থাকতেন।

১৯৪০-এর ১২ই মে ফিনিশীয় যুদ্ধ শেষ হবার পরে জেনারেল স্টাফ আকাডেমীর ছাত্রেরা রুটিনমাফিক পড়াশোনার মধ্যে আবার ফিরে গেল। আমাদের দলটা চলে গেল ভিন্নিৎসায় মাসখানেকের জন্যে। এখানে নানারকম রণক্রিয়া ও রণকৌশলগত অভিক্রিয়া এবং সারিবদ্ধ সৈন্য পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়গুলির অভ্যাস চলছিল। শেষের এই ব্যাপারটায় ছাত্রকে নির্দিষ্ট একটা যাত্রাপথ বলে দেওয়া হতো, সাধারণতঃ সেটা হতো গ্রাম্য পথ বরাবর। একটা গাড়িতে উঠে তাকে ঐ পথ ধরে দল পরিচালনা করা হতো—যে গাড়িতে সে চলেছে তার পেছনেই সারিবদ্ধ সৈন্যদলের অস্তিত্ব কল্পনা করে নিয়ে। সাধারণতঃ রাতেই আমরা চলাচল করতাম। পরিচালক বসতো ড্রাইভারের পাশে, তাদের পেছন পেছন চলতাম আমরা বাকি সবাই, যে কোন মুহূর্তে নেতা বদলের জন্য প্রস্তুত হয়ে।

এই সব অভিযান ছিল আকর্ষণীয় ও শিক্ষাপ্রদ, যদিও মাঝে মধ্যে কিছু অঘটন যে না ঘটতো তা নয়। অনেক সময় আমাদের মধ্যে কেউ দলটাকে সুদূর এমন কোন প্রান্তে নিয়ে ফেলতো যেখান থেকে সমবেত চেষ্টায় উদ্ধার পেতে পেতে রাত পুইয়ে যেতো।

সাম্প্রতিক যুদ্ধ থেকে সোভিয়েত হাইকম্যাণ্ড যে সব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল সেগুলি আকাডেমীর উপরে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করছিল। শৃঙ্খলাকে যথেষ্ট পরিমাণে কঠোর করা হয়েছিল। সেকেলে উপাদানগুলি থেকে পাঠ-পরিকল্পনাকে মুক্ত করা হয়েছিল। কার্যক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ও জটিল ধরনের রণক্রিয়া ও যুদ্ধের উপরে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছিল। প্রশিক্ষণ পদ্ধতিরও সংস্কার করা হচ্ছিল আমাদের সেই ধরনের অধিনায়ক তৈরি করার জন্য যারা যে কোন জরুরী পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সক্ষম।

নতুন এইসব দাবি পূরণের জন্য আমাদের কোমর বেঁধে লাগতে হলো। এটা যে দরকার, সেনাদলের লড়াই ও রাজনৈতিক প্রশিক্ষণের গোটা কাঠামোটাকেই নতুন করে পর্যালোচনা করা হচ্ছে, যুদ্ধের প্রয়োজনের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া হচ্ছে, আমাদের পরবর্তী কার্যকালে তা যে আমাদের প্রভূত উপকারে লাগবে, আমরা সবাই তা উপলব্ধি করলাম।

শরৎকালে আমরা রাষ্ট্র পরিচালিত পরীক্ষায় বসলাম। পাশ করার আগেই জানতে চাওয়া হলো কি ধরনের কাজকে আমরা অগ্রাধিকার দেবো। আমি একটা অধিনায়কত্ব চাইলাম। অধিনায়কত্বের কাজটা কোন জেলায় হবে সে প্রশ্ন ছিল অবান্তর, সত্যি বলতে কি আমাদের কোন আঞ্চলিক দাবি ছিল না।

বিদায়ী অনুষ্ঠানে জেনারেল স্টাফ-এর পক্ষে এ. এম. ভ্যাসিলেভ্স্কি উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাদের অভিনন্দন জানালেন এবং ঘোষণা করলেন যে, ফিনিশীয় যুদ্ধের সময় যারা জেনারেল স্টাফ-এ কাজ করেছে তারা সম্ভবতঃ সেখানেই স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হবে। পরদিন আমি ও নিকোলাই আন্তোসেনকভ, দুটো আকাডেমীতেই সে আমার বন্ধু, সরকারীভাবে অনুরোধ পেশ করলাম আমাদের যেন জেনারেল স্টাফ-এ নিযুক্ত না করে যে-যান্ত্রিক বাহিনী তখন গঠিত হচ্ছিল সেখানে পাঠানো হয়। আন্তোসেনকভ-এর অনুরোধ মঞ্জুর হলো কিন্তু আমাকে এ. এ. গ্রীজলভ, এস. এম. ইয়েনেইউকভ, ভি. ভি. উৎকিন, জি. ভি. আইভানভ এবং অন্যান্যদের সঙ্গে লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল ভি. এম. ক্লোবিন-এর অধীনে জেনারেল স্টাফ-এর রণক্রিয়া বিভাগে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

শিগগিরই ক্লোবিনের জায়গায় এলেন লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল এন. এফ. ভাতুতিন। এই পদে কয়েক মাস থাকার পরে তাঁকে জেনারেল স্টাফ-এর সহ-প্রধান নিযুক্ত করা হলো। রণক্রিয়া বিভাগে তাঁর জায়গা নিলেন লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল জি. কে. ম্যালান্দিন। যুদ্ধ শুরু পর্যন্ত তিনি রণক্রিয়া বিভাগের দায়িত্বে রইলেন। এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে এভাবে তাড়াহুড়ো ক'রে নির্বাচন ও পুনর্নিয়োগের ফলাফল কখনোই শুভ হতে পারে না।

মেজর জেনারেল এম. এন. শারোখিন ছিলেন আমার ঠিক উপরের পদে। আমাকে তাঁর সিনিয়র সহকারী করা হলো। জেনারেল স্টাফ-এর কাজে আমার বিতৃষ্ণার কথা মোটমুটি তাঁকে জানানো হয়েছিল এবং তিনি তৎক্ষণাৎ সতর্ক করে দিয়ে বললেন যে এইসব আপত্তি-টাপত্তি মাথা থেকে নামিয়ে আমাকে কাজে লেগে যেতে হবে। যা অনিবার্য তাকে বাধা দেবার চেষ্টা বৃথা এটা উপলব্ধি করে আমি ঠিক করলাম যে তাঁর সদুপদেশ আমি মেনে নেবো এবং দপ্তরের কাজে আপাততঃ আত্মনিয়োগ করবো। তখন কি বুঝতে পেরেছিলাম যে এটাই হবে আমার সারাজীবনের পেশা?

মধ্য-পূর্বাঞ্চলের সতর্ক পর্যবেক্ষণ ও তার সামরিক ভৌগোলিক বিবরণ রচনার কাজে ১৯৪০-এর শরৎ ও ১৯৪১-এর শীতকালটা কেটে গেল। মার্চ-এ আমরা শুরু করলাম বাহিনী ও দপ্তরের যে মহড়াগুলি মে মাসে ট্রান্স-ককেশিয়া ও মধ্য এশিয়ার সামরিক জেলাগুলিতে সংঘটিত হবার কথা সেগুলির পরিকল্পনা রচনার কাজ।

এপ্রিলে লেনিনগ্রাদ সামরিক জেলায় বাহিনী ও দপ্তর অভিক্রিয়া পরিচালনা করলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল এন. এফ. ভাতুতিন এবং আমি সেখানে ভ্রমণ করলাম রিপোর্ট দেবার জন্য। কোন রকম সংঘাত ছাড়াই ব্যাপারটা মিটলো— প্রায় বিনা মন্তব্যেই ভাতুতিন আমাদের পরিকল্পনাটি অনুমোদন করলেন এবং আমি বিদায় নেবার আগে জানালেন যে ট্রান্স-ককেশিয়া সামরিক জেলার অভিক্রিয়া জেনারেল স্টাফ-এর প্রধান অথবা তিনি নিজেই পরিচালনা করবেন।

মে মাসের শেষে আমাদের অধিকাংশ শাখা ৎভিলিসি রওনা হয়ে গেল, অন্য শাখাগুলি আমাদের সঙ্গে চললো। আমাদের সঙ্গে ছিলেন কর্নেল এস. আই. গুনেইয়েভ, লেফটেন্যান্ট কর্নেল জি. ভি. আইভানভ এবং ভি. ডি. উৎকিন ও এম. এ. ক্রাসকোভেৎস্ এই দুই মেজর। আমাদের রওনা হবার ঠিক আগে এটা স্পষ্ট হলো যে, জেনারেল স্টাফ-এর প্রধান কিম্বা তার ডেপুটি কেউই মস্কো ছাড়তে পারবেন না, অভিক্রিয়া পরিচালনা করবেন জেলাগুলির অধিনায়কেরা: ট্রান্স-ককেশিয়া সামরিক জেলায় ডি. টি. কোজলভ এবং মধ্য এশিয়া সামরিক জেলায় এস. জি. ত্রোফিমেংকো। অবশ্য ৎভিলিসিতে আমরা পৌছাবার পরদিন লেফটেন্যান্ট জেনারেল কোজলভকে জরুরী তলব দেওয়া হলো মস্কোতে। মনে হলো সেখানে অস্বাভাবিক কিছু ঘটছে।

মেজর জেনারেল এম. এন. শারোখিন অভিক্রিয়ার দায়িত্ব নিলেন, তাঁর সেনানীবৃন্দের প্রধান হিসেবে আমাকেই কাজ করতে হলো। ফ্রন্ট-এর অধিনায়কত্ব করলেন সামরিক জেলার সহ-অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল পি. আই. বাতোভ। মেজর জেনারেল এফ. আই. তোলবুখিন ছিলেন তাঁর সেনানীমণ্ডলীর প্রধান।

ট্রান্স-ককেশাসের অভিক্রিয়ার পর্যালোচনা শেষে আমরা বাকু থেকে ক্রাসনোভদস্ক পর্যন্ত জাহাজে ভ্রমণ করলাম এবং সেখান থেকে রেলে মেরীতে যেখানে আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল এস. জি.

ত্রোফিমেংকো এবং তাঁর সেনানীমণ্ডলীর প্রধান মেজর জেনারেল এম. আই. কাজাকভ। অভিক্রিয়া চলাকালীন রণক্রিয়ার এলাকাটি পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে আমি সীমান্ত বরাবর সেরাখস্ থেকে আশখাবাদ পর্যন্ত ভ্রমণ করলাম, তারপর কিজিল-আত্রেক ধরে সেই গাসান-কুলী পর্যন্ত।

বেশ খুশি মনে আমরা মস্কোয় ফিরলাম—অভিক্রিয়ার ব্যাপারটা বেশ ভালোভাবেই মিটেছে।

২১শে জুনের সকালে আমাদের ট্রেন কাজান স্টেশনে থামলো। দিনটা কেটে গেল বিভিন্ন দলিল রচনা এবং হস্তান্তরের কাজে। আমাদের মধ্যে যারা অভিক্রিয়ায় অংশ নিয়েছিল তাদের জন্য দুদিনের বিশ্রামের অনুমতি আদায় করলেন এম. এন. শারোখিন। এই দুদিন হলো জুনের ২২শে, রবিবার এবং ২৩শে, সোমবার।

আমাদের ভাগ্যে কিন্তু বিশ্রাম ছিল না। ২২শে জুন ভোর ঠিক দুটোয় আমার বাসায় একজন দূত এলো সতর্ক থাকার খবর নিয়ে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমি জেনারেল স্টাফ-এ হাজির।

যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল।

নিয়তি নির্দিষ্ট সেই রাত্রি থেকে কয়েকদশক পেরিয়ে আসার পর আমাদের সেই সময়কার সশস্ত্র বাহিনীর অবস্থা সম্পর্কে বহু বিচিত্র সব মূল্যায়ন প্রকাশিত হয়েছে। কারো বক্তব্য এই যে, অভিযানের প্রতিরোধের ব্যাপারে আমরা পুরোপুরি অপ্রস্তুত ছিলাম, সহজে জয়লাভ করতে পারে এমন ক'রেই আমাদের বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। যদিও এসব বিবৃতি সাধারণতঃ অসামরিক লোকজনের কাছ থেকে এসেছে, তবু সেগুলো দুর্বোধ্য পারিভাষিক শব্দের দুর্ভেদ্য বাধায় পরিকীর্ণ। যেমন দাবি করা হয় যে যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ের চরিত্র ও বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করতে ব্যর্থ হবার ফলেই আমাদের সৈন্যদের এই পর্যায়ের যুদ্ধের পক্ষে ভুল শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। এই দাবি সাহস ও অজ্ঞতা দুয়েরই পরিচায়ক। 'যুদ্ধের প্রথম পর্যায়'-এর ধারণা এমন এক রণকৌশলগত বিভাগের অন্তর্ভুক্ত যার কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব সৈন্যদের, তাদের কোম্পানী, রেজিমেণ্ট বা এমনকি ডিভিশনের উপরেও নেই। কোন যুদ্ধের যে কোন পর্যায়েই সৈন্যেরা, কোম্পানী, রেজিমেণ্ট এবং ডিভিশনগুলি

মোটামুটিভাবে একই রকমভাবে ক্রিয়াশীল। তারা অবশ্যই হবে আক্রমণে দৃঢ়সংকল্প, প্রতিরোধে কঠিন, আর যুদ্ধের শুরুতে বা শেষে লড়াইটা যখনই সংঘটিত হোক না কেন সবক্ষেত্রেই সমানভাবে কুশলী পরিচালনায় সক্ষম। সারণীতে এবিষয়ে কখনোই কোন বিধিনিষেধ ছিল না। এখনো তা নেই।

প্রায়ই এই মর্মে আলোচনা করতে শোনা যায় যে, জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধের বিপদকে আমরা খাটো করে দেখেছিলাম। এই ভুল প্রতিপাদ্যের সমর্থনে অসম্ভব সব যুক্তি হাজির করা হতো, যে যুক্তি অনুসারে পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের প্রহরা ও প্রতিরক্ষার দায়িত্বে থাকা সেনাদলকে সামারঞ্চ জেলাগুলিতে স্থানান্তরিত করাটা ছিল অবিবেচনা প্রসূত। কেন অবিবেচনাপ্রসূত? কারণ, এটা দাবি করা হলো, সীমান্ত জেলাগুলিতে অবস্থিত বিশাল বাহিনীগুলিকে সীমান্তে সন্নিবেশ না করে করা হয়েছিলো সীমান্ত থেকে কিছু দূরে। তত্ত্ব ও প্রয়োগ উভয় দিক থেকেই কিন্তু এটা প্রমাণিত যে, যে কোন রকম লড়াইতে সেনাদলের মূল অংশকে অবশ্যই সোপানশ্রেণীর আকারে ক্রমে ভিতরের দিকে সন্নিবেশ করা দরকার। কোথায় বেশি সৈন্য থাকবে অথবা কতোটা গভীর সোপানশ্রেণীর আকারে তা সন্নিবিষ্ট হবে এসব প্রশ্ন খুবই জটিল এবং তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে পরিস্থিতি ও প্রধান সেনাপতির উদ্দেশ্যের উপরে।

প্রাক্‌যুদ্ধকালীন সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সারণীর সেই সুপরিচিত মূলনীতি আক্রমণের তুলনায় আত্মরক্ষার ভূমিকা গৌণ—কিছু কমরেড তার মধ্যেও ত্রুটি খুঁজে পান। প্রাথমিক সামরিক বিষয়গুলি সম্পর্কে অজ্ঞতাই এরও কারণ। এই কমরেডদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার যে, 'এই মূলনীতিটি আজো বহাল রয়েছে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, অনেক ক্ষেত্রেই যে সব লোক যুদ্ধ সম্পর্কে রায় দেন আমার মতে তাঁরা ভুল পথে পা দেন, কারণ যে বিষয়টির সমালোচনা তাঁরা করতে যান সেই বিষয়টির অত্যাবশ্যক দিকগুলির পর্যালোচনা করার শ্রম তাঁরা স্বীকার করেন না। ফলে ১৯৪১-এ যে ব্যর্থতা আমাদের বরণ করতে হয়েছিল তার কারণ অনুসন্ধানের প্রশংসনীয় আকাঙ্ক্ষা পর্যবসিত হয় তার বিপরীতে, সৃষ্টি হয় অত্যন্ত ক্ষতিকারক এক বিশৃঙ্খলার। বিসদৃশ ধারণা ও ঘটনাবলীকে সদৃশ বলে মনে করা হয়। যেমন লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে উড্ডয়নে বিমানবাহিনীর সম্মতি, গোলাবর্ষণ শুরু করতে গোলন্দাজ বাহিনীর এবং শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে পদাতিক বাহিনীর তৎপরতা প্রভৃতিকে শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে সামগ্রিকভাবে

দেশ ও সেনাবাহিনীর যুদ্ধ আরম্ভ করার আগ্রহের সঙ্গে একাকার করে ফেলা হয়।

এই প্রসঙ্গে আমার নিজের দৃষ্টিভঙ্গীর উল্লেখ করতে চাই, যদিও বিচার-বুদ্ধির পরিপূর্ণতা বা মৌলিকত্ব কোনটার দাবিই আমি করি না। আমি কেবল ইতিহাসের সুপরিচিত তথ্য, কাণ্ডজ্ঞান এবং জেনারেল স্টাফ-এ আমার কাজের অভিজ্ঞতার উপরেই আমার যুক্তিগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।

শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো অন্তর্নিহিত ক্ষমতা কি আমাদের দেশের ছিল? হ্যাঁ, ছিল। অশুভাকাঙ্ক্ষী ছাড়া আর কেউ কি একথা অস্বীকার করতে পারে যে চল্লিশের দশকের সূত্রপাতে সোভিয়েত ইউনিয়ন অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা থেকে প্রকৃত ক্ষমতাবান সমাজতান্ত্রিক দেশে উন্নীত হয়েছিল?

অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির কল্যাণেই যে কোন শত্রুকে পরাজিত করার জন্য যে বৈষয়িক ও প্রযুক্তিগত পূর্বশর্ত থাকা দরকার তা আমাদের ছিল। স্বয়ং যুদ্ধই তা প্রতিপন্ন করেছে। এমন এক ধাতুশিল্প আমরা গড়ে তুলেছিলাম যা তখনকার মান অনুসারে ছিল শক্তিশালী এবং লোহা ও ইস্পাত উৎপাদনে তা জার্মানীর খুব কাছাকাছি পৌঁছেছিল। ১৯৪০-এ সোভিয়েত ইউনিয়ন ১ কোটি ৮০ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদন করেছে যেখানে জার্মানীর উৎপাদন ১ কোটি ৯০ লক্ষ টনের সামান্য বেশী। আমরা ১ কোটি ৫০ লক্ষ টন লৌহপিণ্ড উৎপাদন করেছি, সেখানে জার্মানী করেছে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টন। বিদ্যুৎ উৎপাদনে তৃতীয় রাইখ আমাদের চেয়ে কিছু এগিয়ে ছিল (তাদের ছিল ৬ কোটি ৩০ লক্ষ কিলোওয়াট, আমাদের ৪ কোটি ৮০ লক্ষ কিলোওয়াট), অন্যদিকে তৈল নিষ্কাশনে তারা ছিল আমাদের চেয়ে পেছনে। আমাদের তৈলশোধন শিল্প, যা ছাড়া সোভিয়েত ট্যাংক ও বিমানগুলি নির্ঘাৎ অচল হয়ে পড়তো, অনেক প্রসারিত হয়েছিল। আমরা নিজেদের যন্ত্র নির্মাণ, বিমান, ট্র্যাক্টর ও হাতিয়ার নির্মাণশিল্প গড়ে তুলেছিলাম। ব্যাপকভাবে যৌথ-খামার গড়ার ভিত্তিতে "কৃষিরও মৌলিক" পুনর্গঠন চলছিল। সোভিয়েত ব্যবস্থায় ব্যাপক সাংস্কৃতিক সিদ্ধি অর্জিত হয়েছিল, যার ফলে সম্ভব হয়েছিল বিজ্ঞানী, নক্সাকার, ইঞ্জিনীয়ার, শ্রমিক এবং অবশ্যই সাধারণ সৈনিক থেকে মার্শাল পর্যন্ত লড়িয়ে মানুষ, যারা ইতিমধ্যেই বিশ্বকে স্তম্ভিত করে তুলেছিল তাদের সবাইকে প্রশিক্ষণ দেওয়া।

বহু লক্ষের নিয়মিত সেনাবাহিনী গড়ে তোলার কাজ প্রাক্ যুদ্ধকালেই বিশেষভাবে আরম্ভ হয়েছিল। এটা ছিল একমাত্র সেই ধরনের সেনাবাহিনী যা যথাযথভাবে শত্রুর সম্মুখীন হতে পারবে। সেই সঙ্গে তাদের দেওয়া হচ্ছিল নূতন ধরনের অস্ত্র। নৌ ও বিমানবহরেও একই ঘটনা ঘটছিল। সাংগঠনিক ও প্রযুক্তিগত দিক থেকে সমগ্র সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীকে আধুনিক যুদ্ধের চাহিদামুগ করে গড়ে তোলা হচ্ছিল।

বিশেষতঃ আমাদের ট্যাংক বহরগুলি আরো বেশি বেশি করে শক্তিশালী হয়ে উঠছিলো। কেবল ১৯৪০ সালেই ৯টি যান্ত্রিক কোর গঠিত হয়েছিল এই ঘটনাতেই তা প্রতিপন্ন হয়। ১৯৪১-এর ফেব্রুয়ারী-মার্চ-এ আমরা আরো ২০টি যান্ত্রিক কোর (প্রতিটিতে দুটি ট্যাংক ও একটি ক'রে মোটরায়িত পদাতিক ডিভিশন) গড়তে আরম্ভ করেছিলাম। ট্যাংক উৎপাদনের হার বেড়ে চলেছিল। ১৯৪১-এ এই শিল্প ৫৫০০টি ট্যাংক উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছিল। অবশ্য যুদ্ধের শুরুতে শত্রুর তুলনায় আমাদের অনেক কম সংখ্যক আধুনিক ট্যাংক ছিল। সেনাবাহিনীকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে পুনর্সজ্জিত করার সময় আমাদের ছিল না। ইতিমধ্যে গঠিত বা গড়ে ওঠার মুখে ছিল যে যান্ত্রিক কোর সেগুলিকে শক্তিশালী কে ভি এবং টি-৩৪ ট্যাংক সরবরাহ করা—এমন কি বালটিক, পশ্চিম ও কিয়েভ বিশেষ জেলা এবং ওডেসা জেলা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত জেলাগুলিতেও তা করার সময় আমাদের ছিল না। এই সব জেলা, যেগুলি নাৎসী জার্মানীর আক্রমণের পুরো ধকল সয়েছিল, তাদের খুবই অল্প সংখ্যক আধুনিক ট্যাংক ছিল। আসন্ন রণক্রিয়াগুলির গতিপথকে চূড়ান্তভাবে প্রভাবিত করা পুরানো মডেলগুলির পক্ষে সম্ভব ছিল না, তাছাড়া নিয়মমাফিক যা থাকা দরকার তার মাত্র অর্ধেক চালু অবস্থায় ছিল। আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমাদের বাহিনীগুলির হাতে খুব কমসংখ্যক কে ভি ও টি-৩৪ ট্যাংক ছিল। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের ট্যাংকবাহিনী বিকাশের অন্তর্নিহিত ক্ষমতার দিক থেকে বলতে গেলে যুদ্ধের কালপর্বের মধ্যে শত্রুকে ছাড়িয়ে যাবার ক্ষমতা তার ছিল।

এবার বিমান বহরের অবস্থাটা দেখা যাক। সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৩৮-এ ৫,৪৬৯টি, ১৯৩৯-এ ১০,৩৮২টি এবং ১৯৪০-এ ১০,৫৬৫টি বিমান উৎপাদন করেছিল। একই বছরে জার্মানীর উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ৫,২৩৫, ৮,২৯৫ এবং ১০,৮২৬টি, সব ধরনের বিমান মিলিয়ে।

১৯৩৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিমানশিল্পের উৎপাদনভিত্তিকে সুদৃঢ় করার

জন্য কতকগুলি অসাধারণ ব্যবস্থা গ্রহণ করলো—নক্সা সংগঠনগুলির সম্প্রসারণ, সব রকমের সামরিক বিমান তৈরি এবং সেগুলির প্রচুর উৎপাদন। যুদ্ধের আগে বিমান উৎপাদনের অবস্থা অনেকটা ট্যাংক-এর মতোই ছিল। এই শিল্প প্রচুর সংখ্যায় বিমান উৎপাদন করেছিল ঠিকই কিন্তু বিমানের প্রখ্যাত সোভিয়েত নক্সাকার এ. এস. ইয়াকোভলেভ যেমন বলেছেন, কৌশল ও প্রযুক্তি উভয় দিক দিয়েই সেগুলি ছিল কিছুটা সেকেলে এবং কিছুটা যুদ্ধের চাহিদার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। ছোট পাল্লার ধীরগতি বোমারু বিমানকে অত্যধিক প্রাধান্য দেওয়া হতো এবং লড়াকু বিমানের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার প্রায় কোন ব্যবস্থাই ছিল না।

সেকালের মান অনুযায়ী চমৎকার একটি বিমানশিল্প—এই আসল জিনিসটি থাকায় সোভিয়েত ইউনিয়ন স্বল্প নোটিশেই তার পরিপূরক বিমান পুনর্গঠনের কাজে এগিয়ে এলো। আমাদের দুর্ভাগ্য যে একাজের পক্ষে যথেষ্ট সময় ছিল না যদিও আমরা অসম্ভব দ্রুতগতিতে কাজ করছিলাম। ১৯৪০ সালে আমরা ৬৪টি ইয়াক-১ এবং ২০টি মিগ-৩ লড়াকু বিমান তৈরি করতে পারলাম, আর পিই-২ ছোঁমারা বোমারু বিমান ছিল মাত্র দুটি। কিন্তু ১৯৪১-এর প্রথমার্ধে আধুনিকতম ইয়াক-১, মিগ-৩ এবং এল এ জি জি-৩ লড়াকু বিমানের উৎপাদন উঠে এলো ১,৯৪৬টিতে, এদিকে পিই-২ বোমারু বিমান ৪৫৮টি, আই আই-২ আক্রমণ বিমান ২৪৯টি, এই সব মিলিয়ে মোট বিমানের সংখ্যা দাঁড়ালো ২,৬৫০টি।

১৯৪১-এর ২৫শে ফেব্রুয়ারী পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের কমিশারদের কাউন্সিল লালফৌজের বিমানবহর পুনর্গঠন সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। এই সিদ্ধান্তে বিমানবহরের ইউনিটগুলিকে আবার অস্ত্রসজ্জিত করা, নতুন বিমান রেজিমেন্ট এবং বিমান-বিধ্বংসী অস্ত্রসজ্জিত প্রতিরক্ষা অঞ্চল গড়ে তোলা, নতুন যন্ত্রপাতি ব্যবহার সম্পর্কে বিমানকর্মীদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি সম্পর্কিত পরিকল্পনাটিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে! এই দলিলটি নিঃসন্দেহে যুদ্ধের জন্য বিমানবহরের প্রস্তুতিকে ত্বরান্বিত করেছিল।

যুদ্ধের অনেক আগেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ব্যাপক এক ছত্রীবাহিনী গড়ে তুলেছিল যেমনটি বিশ্বের অন্য কোন সেনাবাহিনীরই ছিল না। এ বিষয়ে আমাদের সাফল্য কিছু পরিমাণে প্রদর্শিত হয়েছিল ১৯৩৫-এ কিয়েভ সামরিক জেলার অভিক্রিয়াতে এবং পরে বাইলোরুশিয়ায় এবং এগুলি বিদেশী পর্যবেক্ষকদের বিস্ময় উৎপাদন করেছিল। ১৯৪০-এ ছত্রীবাহিনীর সংখ্যা দ্বিগুণ করা হয়েছিল।

নৌবহরও উন্নতির পথে দীর্ঘ পদক্ষেপ নিয়েছিল। দুটো পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে পাঁচশ'রও বেশী নানা শ্রেণীর জাহাজ এজন্য তৈরি হয়েছিল আমাদের নিজস্ব জাহাজ নির্মাণ কারখানায়। নৌবহরের যুদ্ধক্ষমতা যুদ্ধের আগে বিশেষ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছিল। হিটলারী জার্মানী আমাদের আক্রমণ করার সময়ে আমাদের নৌবাহিনীর ছিল ৩টি যুদ্ধজাহাজ, ৭টি ক্রুজার, ৫৯টি ডেস্ট্রয়ার, ২১৮টি ডুবোজাহাজ, ২৬৯টি টর্পেডো বোট এবং ২,৫০০টিরও বেশি বিমান।

১৯৩৩-এর ২৫শে জুলাই থেকে উত্তরে যে ক্ষুদ্র নৌবহরের অস্তিত্ব ছিল ১৯৩৭-এর ১১ই মে তার সংস্কার সাধন করে রূপান্তরিত করা হলো পূর্ণাঙ্গ নৌবহরে। জাহাজ নির্মাণে ক্রমবর্ধমান এই ঝোঁক-এর দৌলতে এই কনিষ্ঠতম নৌবহরটি যুদ্ধ শুরু হবার সময়ে ডুবোজাহাজ, জাহাজ, উন্নত বিমানবহর এবং তটভূমি প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাসহ এক উল্লেখযোগ্য শক্তির অধিকারী হয়েছিল। আমাদের পুরানো নৌবহরগুলির, যেমন লালপতাকা বাল্টিক নৌবহর, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন করা হয়েছিল। তালিন, হ্যাংকো ইত্যাদি জায়গায় তারা নতুন ঘাঁটিও লাভ করেছিল, তাদের প্রত্যেকেই এই অঞ্চলের যুদ্ধে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল।

অগ্রসর সমরবিজ্ঞান সোভিয়েত বিমানবহরকে মদত দিয়েছে। প্রচুর সংখ্যায় ট্যাংক, বিমান, গোলন্দাজ ও বিমানবাহিত সেনাদলের প্রয়োগসহ রণক্রিয়ার তত্ত্বকে আমরা গভীর প্রজ্ঞার সঙ্গে প্রয়োগ করেছিলাম। এই তত্ত্বের মূল ছিল সেই ত্রিশের দশকে। আমাদের সমাজতান্ত্রিক দেশকে রক্ষার জন্য যে সামরিক মতবাদ পরিকল্পিত হয়েছিল, যেখানে ছিল সেনাবাহিনীর সমস্ত শাখার সমবেত প্রয়াসকে যুক্ত করে সুষ্ঠু উদ্দেশ্যমূলক এক যুদ্ধব্যবস্থা, তা সেই সময়ের পক্ষে যথেষ্ট অগ্রসর ছিল। সামগ্রিকভাবে বাহিনীগুলির বিভিন্ন অংশের এবং পৃথকভাবে তাদের শাখাগুলির ভূমিকা এবং তাদের সক্রিয়ভাবে ব্যবহারের নীতিগুলি এই সবই মূলতঃ নির্ভুলভাবে বর্ণিত হয়েছিল।

একথা সত্য যে, যুদ্ধের গতিপথে কিছু বিষয়ের পরিবর্তন করা হয়েছিল, কিছু ধারণা সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়েছিল, কিন্তু তার কারণ হলো প্রয়োগ সর্বদাই তত্ত্বের সংশোধন ঘটায়। মোটের উপর আমাদের সামরিক মতবাদ ও সমরবিজ্ঞান অপরিবর্তিত ছিল এবং তা নিয়মিত বাহিনীর প্রশিক্ষণের চমৎকার ভিত্তি রচনা করেছিল। এই বাহিনী দক্ষতায় নাৎসী সেনাপতিমণ্ডলী ও তার সশস্ত্রবাহিনীকে (Wehrmacht) অনেক পেছনে ফেলে দিয়েছিল।

অবশ্য আমাদের সেনাবাহিনী ও দেশের পক্ষে এটা খুবই দুর্ভাগ্যের কথা যে যুদ্ধের গোড়ায় আমরা আমাদের বহু অভিজ্ঞ সামরিক নেতার থেকে বঞ্চিত হয়েছিলাম। তার ফলে তরুণদের পক্ষে অবস্থাটা খুবই কঠিন হয়ে পড়েছিল। যুদ্ধকালের মধ্যেই তাদের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়েছিল, যার জন্ত প্রায়ই অপরিসীম মূল্য দিতেও হয়েছে। কিন্তু তারা শিখেছিল কিভাবে শত্রুকে শেষ পর্যন্ত বুদ্ধি কৌশলে ও যুদ্ধে পরাস্ত করতে হয়।

শেষতঃ, এই ধরনের আরো একটা প্রশ্ন আমাদের, মানে সামরিক লোকদের সামনে রাখা হয়—এবং কতকগুলো কারণে যে প্রশ্নটির উত্তর আমরা এড়িয়ে যেতেই চাই। জার্মানী ১৯৪১ সালে আমাদের আক্রমণ করবে এমন একটা সম্ভাবনা পর্যন্ত কি আমরা স্বীকার করেছিলাম এবং সেই আক্রমণ প্রতিহত করার জন্ত বাস্তব কিছু কি আদৌ করা হয়েছিল? হ্যাঁ, এই সম্ভাবনা আমরা স্বীকার করেছিলাম। হ্যাঁ, কিছু করা হয়েছিল।

যুদ্ধ শুরু হবার ঠিক আগে কঠোরতম গোপনীয়তার মধ্যে সীমান্ত জেলাগুলিতে অতিরিক্ত বাহিনীগুলিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। পাঁচটি আর্মি—জেনারেল এফ. এ. ইয়ারশাকভ-এর অধীনে ২২শ, এফ. এন. রেমেজভ-এর অধীনে ২০শ, ভি. এফ. গেরাসিমেংকোর অধীনে ২১শ; আই. এস. কোনেভ-এর অধীনে ১৯শ এবং এম. এফ. লুকিন-এর অধীনে ১৬শ—এদের অভ্যন্তর থেকে পশ্চিম অঞ্চলগুলিতে বদলী করা হচ্ছিল। রণক্রিয়া বিভাগের একদল অফিসার মস্কো সামরিক জেলা থেকে ভিন্নিৎসা রওনা হলেন, এখানে তাঁরা গঠন করলেন দক্ষিণ 'ফ্রন্ট'-এর রণক্রিয়া বিভাগ। নৌবাহিনী সংক্রান্ত জনগণের কমিশারিয়েট পাহারা ও নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য নির্দেশজারী করলো এবং বাল্টিক নৌবহরের ঘাঁটি লিবাভা ও তালিন থেকে সরিয়ে নিরাপদ বন্দরে নিয়ে গেল। তাছাড়া যুদ্ধের ঠিক আগে বাল্টিক, উত্তর ও কৃষ্ণসাগর নৌবহরগুলিকে সতর্ক করে দেওয়া হলো।

এই সব ব্যাপার কি ভোলা যায়? শত্রুকে প্রতিহত করার জন্ত দেশ ও সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করতে পার্টি ও সরকার যুদ্ধের ঠিক আগে যে বিপুল পরিমাণে কাজ করেছিল তাকে কেউ নস্যাৎ করতে পারে কিভাবে? আমাদের সামনে যে দায়িত্ব এসে উপস্থিত হয়েছিল সময়ের অভাবে আমরা তার মোকাবিলা করতে সক্ষম ছিলাম না এটা অন্ত কথা।

সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণে নাৎসী জার্মানীর প্রস্তুতির কথা বুঝতে যে ভুল করা হয়েছিল তার অবশ্য কিছুটা ভূমিকা ছিল। যখন আমরা হিটলারী

জার্মানীর সেই সমর-যন্ত্রের বিরুদ্ধে একক সংগ্রামে অবতীর্ণ হলাম যে সমর-যন্ত্রের আওতায় ছিল ইউরোপের অধিকাংশ দেশের আর্থিক ও সামরিক সম্পদ, তখন এইসব ভুল আমাদের অবস্থাকে নিঃসন্দেহে কঠিন করে তুলেছিল। যাই হোক, নাৎসী বাহিনী সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড ক্ষয়-ক্ষতি বরণ করতে লাগলো এবং ছয় মাসের মধ্যে তার আঘাতকারী ডিভিশন ও কোরগুলি মস্কোয় চূড়ান্ত পরাজয় বরণ করলো। তারপর থেকেই যুদ্ধ মূলগতভাবে এক নূতন দিকে মোড় নিলো। পরিশেষে আমাদের দেশের অভ্যুদয় ঘটলো অপরাজেয় শক্তি হিসাবে, অন্যদিকে নাৎসীবাদ ধূলায় নিক্ষিপ্ত হলো।

ইতিহাসের এটাই শিক্ষা, সর্বদাই তা স্মরণে রাখা উচিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আশা-নিরাশায় ভরা দিনগুলি

জেনারেল স্টাফ-এ শান্ত দক্ষতা ।। রণক্রিয়া বিভাগের অফিসারদের কোন ত্রুটি নয়, তাদের দুর্ভাগ্য ।। দক্ষিণ-পশ্চিম খণ্ড ।। মস্কোর উপরে প্রথম বিমান হামলা ।। রণক্রিয়া বিভাগ আত্মগোপন করলো ।। যুদ্ধের কঠিনতম দিনগুলোর একটি ।। রাজধানীর প্রতিরক্ষায় ভিয়াজ্‌মা ও তুলার অবদান ।। বিপ্লব দিবসে চিরাচরিত কুচকাওয়াজ ।। যুদ্ধের প্রথম ছয় মাসের ফলাফল ।। বি, এম, শাপোশনিকভ-এর সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ ।।

জেনারেল স্টাফ-এর পরিবেশ প্রথম থেকে যদিও ছিল উত্তেজনায় কঠিন তবু তা ছিল ব্যবসায়ীসুলভ। আমাদের মধ্যে কারো সন্দেহ ছিল না যে হিটলার-এর অতর্কিত আক্রমণের কৌশল তাকে সাময়িকভাবে সামরিক সুবিধে দিতে পারে মাত্র। অধ্যক্ষেরা এবং তাঁদের অধস্তন লোকজন সকলেই স্বাভাবিক প্রত্যয়ের সঙ্গে কাজ করতেন। উত্তর-পশ্চিম, পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমের শাখাগুলির কমান্ডররা বাহিনীগুলির কাছে নির্দেশ পাঠাতেন এবং যে সামরিক জেলাগুলি এখন হয়ে উঠেছিল 'ফ্রন্ট' সদর দপ্তর তাদের সেনানীবৃন্দের সঙ্গে বোদো টেলিগ্রাফ মারফৎ সংযোগ রক্ষা করতেন। অবশিষ্ট শাখাগুলি প্রাত্যহিক কাজকর্ম চালিয়ে যাবার চেষ্টা করতো কিন্তু যুদ্ধ তাদের আড়ালে ঠেলে দিয়েছিল। তাছাড়া তাদের লোকজনও তখন অনেক কম কারণ তাদের কিছু অফিসারকে সেই সব শাখায় পাঠানো হয়েছিল যেগুলি সক্রিয়ভাবে কাজে নিযুক্ত ছিল।

বিদ্যুৎবেগে ঘটনাবলীর বিকাশ ঘটছিল। শত্রু আমাদের বাহিনীগুলিকে আকাশ থেকে হিংস্রভাবে আক্রমণ করছিল, আমাদের 'ফ্রন্ট'গুলির যোগাযোগ বন্ধ করার জন্য লেলিয়ে দিচ্ছিল শক্তিশালী প্যাঞ্জার বাহিনীগুলিকে। জেনারেল ভি. আই. মরোজভ পরিচালিত বাম-পার্শ্বস্থ ১১শ বাহিনী এবং পি. পি. সোপেন্নিকভ পরিচালিত পার্শ্ববর্তী অষ্টম বাহিনীর অত্যন্ত সংকটজনক অবস্থা সম্বন্ধে রিপোর্ট আসছিল। শেষোক্তটির পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকায় বাধ্য হয়ে সে রিগার দিকে সরে পড়েছিল। এ. এ. কোরোকভের যে ৪র্থ বাহিনী পশ্চিম 'ফ্রন্টের' বাম-পার্শ্বে প্রতিরক্ষা যুদ্ধে নিয়োজিত ছিল তার অবস্থাও কিছু ভালো ছিল না। শত্রুর ট্যাংক আক্রমণের আসল আঘাতটাই এই বাহিনী গ্রহণ

করেছিল। মারাত্মকভাবে পিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ভেঙেপড়া সম্মুখভাগ নিয়েই তারা প্রতিরোধ চালাচ্ছিল। পেরিমিশ্ল অঞ্চলের দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টেও দারুণ লড়াই চলছিল কিন্তু পেরিমিশল টি্ঁকে রইলো। ফিনল্যাণ্ড ও রুমানিয়ায় কেন্দ্রীভূত জার্মান ডিভিশনগুলি তখনও পর্যন্ত ছিল দ্রুত গতিশীল অবস্থায়।

আমাদের সবচেয়ে বড়ো অসুবিধে ছিলো 'ফ্রন্ট'গুলির বিশেষতঃ পশ্চিম ফ্রন্টের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা। যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব নির্ভরযোগ্য ছিল না আর প্রায়ই তা ভেঙ্গে পড়ায় যথেষ্ট বিস্তৃতভাবে আমরা পরিস্থিতি জানতে পারতাম না। ফ্রন্টের সেনানীমণ্ডলীও সন্তোষজনক যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব সম্পর্কে অনুযোগ করতেন।

কাজ এবং উদ্বেগের মধ্যে আমরা এভাবে ডুবে গিয়েছিলাম যে টেরও পাইনি যুদ্ধের প্রথম দিনটি কখন শেষ হয়ে গেছে। মানচিত্রের বুকে জেগে উঠেছে অসংখ্য নীলরঙা তীরচিহ্ন, তারা বিপজ্জনকভাবে দেশের একেবারে মর্মস্থলের দিকে নির্দেশ করছে।

২৩শে জুন জানা গেল জনগণের কমিশারদের কাউন্সিল ও পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটি সোভিয়েত ইউনিয়নের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বোচ্চ কম্যাণ্ডের একটি সাধারণ সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত করেছে। তার অন্তর্ভুক্ত হলেন এস. কে. টিমোশেংকো, প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত জনগণের কমিশার (চেয়ারম্যান), জি. কে. জুকভ, সেনানী-মণ্ডলীর প্রধান, জে. ভি. স্তালিন, ভি. এম. মলোটভ, কে. ওয়াই. ভরোশিলভ, এস. এম. বুদিওন্নি এবং এন. জি. কুজনেৎসভ, নৌবাহিনী সংক্রান্ত জনগণের কমিশার। জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স-এর স্থায়ী উপদেষ্টামণ্ডলীও গঠিত হলো। তার সদস্যদের মধ্যে রইলেন বি. এম. শাপোশনিকভ, কে. এ. মেরেৎস্কভ, এন. এফ. ভাতুতিন, এন. এন. ভরোনভ, এ. আই. মিকোয়ান, এন. এ. ভজ্নেসেনস্কি এবং এ. এ. ঝ্দানভ।

রণক্রিয়া বিভাগেও আমাদের দায়িত্ববণ্টনে রদবদল করা হলো। বলতে গেলে আমরা প্রায় সবাই রণনৈতিক গুরুত্ব সম্পন্ন পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম খণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজ করছিলাম। যোগাযোগ সহজতর করার জন্য আমরা সম্মেলন ঘরটিতে সরে গেলাম। দেয়াল বরাবর আমাদের টেবিলগুলি পাতা হলো, পাশের ঘরেই টেলিগ্রাফ। প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত জনগণের কমিশার ও জেনারেল স্টাফ প্রধানের দপ্তরও রইলো কাছাকাছি। টাইপিস্টরা আমাদের সঙ্গে হলঘরেই রইলো। এখানে ভিড় ও গোলমাল রইলো বটে কিন্তু আমরা সবাই কাজে খুব মনোযোগী

ছিলাম।

গোলন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক এন. এন. ভরোনভ, মস্কো সামরিক জেলার সহ-অধিনায়ক এম. এস. গ্রোমাদিন, মুখ্য গোলন্দাজী বিভাগের প্রধান এন. ডি. ইয়াকভ্‌লেভ, সিগন্যাল বিভাগের প্রধান এন. আই. গ্যাপিচ এবং সামরিক যোগাযোগ বিভাগের প্রধান এন. আই. ক্রুবেৎস্কর এঁরা সবাই জেনারেল স্টাফ-এ প্রায় সর্বক্ষণ হাজির থাকতেন। আমরা যারা রণক্রিয়া বিভাগের অফিসার তাদের এই সব বিভাগের বিশেষতঃ সামরিক যোগাযোগ বিভাগের সঙ্গে সংযোগ রাখতে হতো কারণ ভেতরের জেলাগুলি থেকে অগ্রবর্তী অংশে সৈন্য চলাচলের জন্য অবিরাম তদারকীর দরকার হতো।

সেনাবাহিনীর ট্রেনগুলি পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমের দিকে অবিরাম স্রোতে প্রবাহিত হচ্ছিল। যে সব স্টেশনে সৈন্যদলকে নামানো হচ্ছিল সেখানে সর্বদাই আমাদের কাউকে না কাউকে পাঠানো হতো। পরিস্থিতির জটিলতা ও অনিশ্চয়তার জন্য অনেক সময় অবতরণ বাতিল করে ট্রেনটিকে অন্য স্টেশনে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। অনেক সময় কোন ডিভিশনের অধ্যক্ষ এবং সেনানীদের এক জায়গায় নামিয়ে দিয়ে তাদের রেজিমেন্টগুলিকে অন্য জায়গায়, এমনকি পরস্পর থেকে অনেক দূরে দূরে নানা জায়গায় অবতরণ করানো হতো। সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে যেসব আদেশ ও নির্দেশনামা পাঠানো হতো লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানোর আগেই কখনো কখনো সেগুলো তামাদি হয়ে যেতো। একজন রণক্রিয়া অফিসারকে এ-সবকিছুই লক্ষ্য রাখতে এবং যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হতো। আমরা পরিস্থিতির মানচিত্র রাখতাম, বাহিনীগুলিকে বাড়তি নির্দেশ পাঠাতাম, তাদের কাছ থেকে নতুন খবরগুলি গ্রহণ করতাম এবং স্মারকলিপি ও প্রতিবেদন লিখতাম। ভি. ভি. কুরাসভ-এর নেতৃত্বে অফিসারদের একটি দল এই সব মাল-মশলা বিশ্লেষণ ক'রে জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স-এর জন্য প্রতিবেদন তৈরি করতো।

প্রায়ই আমাদের রণক্ষেত্রে সেনাবাহিনীতেও পাঠানো হতো। এটা সাধারণতঃ করা হতো আমাদের প্রতিরক্ষার অগ্রবর্তী লাইনের প্রকৃত অবস্থা পরীক্ষা করে দেখার জন্য অথবা শত্রুপক্ষ এখানে সেখানে কোন জনবসতিপূর্ণ এলাকা দখল করে নিয়েছে কিনা তা নির্ণয় করার জন্য। এসব ক্ষেত্রে অফিসারটি একটি এস. বি. বিমানে উঠে তার লক্ষ্যস্থলের দিকে উড়ে যেতো।

পশ্চিম 'ফ্রন্ট', যেখানে পরিস্থিতি ক্রমবর্ধমান হারে কঠিন হয়ে উঠছিল এবং যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থিতিশীল হতে পারেনি, সেদিকেই এই ধরনের উড্ডয়ন

খুব বেশি হতো। ২৮শে জুন মিন্‌স্ক্‌-এর পতন ঘটলো এবং আমাদের ডিভিশন-গুলির মধ্যে এগারোটি অসহায় অবস্থায় শহরের পশ্চিম অংশে আটকা পড়ে শত্রুর পশ্চাদভাগে লড়াই অব্যাহত রাখতে বাধ্য হয়েছিল। এই খবরটা জেনারেল-স্টাফ তৎক্ষণাৎ জানতে পারেনি।

যুদ্ধের গোড়ার এই দিনগুলি জেনারেল স্টাফে নানা স্তরে সাংগঠনিক কাঠামোর ত্রুটিগুলিকে প্রকট করে তুলেছিল। শান্তির সময় যেগুলিকে বেশ ভালই মনে হতো তারা আর কোন মতেই বর্তমান পরিস্থিতির চাহিদা পূরণে সক্ষম নয়। আমাদের এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে এগুলির পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন ছিল।

আগেই উল্লেখ করেছি যে সক্রিয়ভাবে রণক্রিয়া আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শাখাগুলির মূল্যে উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিম শাখাগুলিকে আমরা গড়ে তুলেছিলাম। পরবর্তীকালে এই শাখা ব্যাপারটাকেই পুরোপুরি বাদ দিতে হলো। যতোদিন না গুরুত্বপূর্ণ খণ্ডগুলির প্রত্যেকটিতে কয়েকটি 'ফ্রন্ট'কে নিয়োগ করা হয়েছিল ততদিন পর্যন্ত এগুলি কমবেশি কার্যকরী ছিল। তারপর থেকে ক্রমেই পরিষ্কার হয়ে উঠলো যে সেকেলে সংগঠনগুলির আর কোন বাস্তব উপযোগিতা নেই। প্রত্যেকটি 'ফ্রন্ট'-এর জন্য বরাদ্দ করা হলো একজন করে অভিজ্ঞ অধিনায়কের অধীনে রণক্রিয়া অফিসারদের বিশেষ এক একটি দলকে। এতে কাজ সহজ হয়ে উঠলো এবং রণনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ প্রধান খণ্ডগুলির জন্য যে সব শাখা ছিল ১৯৪১-এর আগস্ট-এ তাদের বাতিল করে দেওয়া হলো। কিন্তু এবিষয়ে সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ সংগঠনের জন্য আমাদের বাড়তি অসুবিধে হয়েছে।

কিছু অন্য জটিলতাও ছিল। একদিন জানা গেল যে সেনাবাহিনীর উপরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলার জন্য পশ্চিম 'ফ্রন্ট'-এর অধিনায়ক ডি. জি. পাভলভ, তাঁর সেনানীমণ্ডলীর প্রধান ভি. ওয়াই. ক্লিমোভস্কিখ এবং রণক্রিয়ার প্রধান মেজর জেনারেল আই. আই. সেমিওনোভকে তাঁদের পদ থেকে অপসারিত করা হয়েছে। এর কিছু পরেই জেনারেল স্টাফেও দায়িত্ব পুনর্বণ্টন করা হলো। পশ্চিম 'ফ্রন্ট'-এর সেনানীমণ্ডলীর প্রধানের পদে ভি. ওয়াই. ক্লিমোভস্কিখ-এর জায়গায় পাঠানো হলো জি. কে. ম্যালান্দিনকে। জেনারেল স্টাফ-এর প্রধান জি. কে. জুকভকে পশ্চিম ফ্রন্ট-এর অধিনায়কত্ব দেওয়া হলো। মার্শাল বি. এম.

শাপোশনিকভ ফিরে এলেন জেনারেল স্টাফে। ভি. এম. জে্লাবিনকে রণক্রিয়া বিভাগের প্রধান করা হলো। জেনারেল স্টাফ সংক্রান্ত জনগণের কমিশার এন. আই. গুসেভ তাঁর জায়গা ছেড়ে দিলেন এফ. ওয়াই. বোকভকে।

যুদ্ধের প্রথম কদিনেই উঁচু পর্যায়ের এই সব পরিবর্তনের সত্যি কোন ব্যাখ্যা নেই। এ সম্পর্কে বেশি কিছু কথাবার্তা না হলেও এতে আমরা উত্তেজিত হয়েছিলাম, এটা আমাদের ভেতরে একটা প্রতিবাদের ভাব জাগিয়ে তুলেছিল।

রণক্ষেত্রের সাময়িক বিপর্যয়ের প্রভাবে কিছু অফিসার স্পষ্টতঃই অতিমাত্রায় সন্দেহপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন। এই বিষাদময় অবস্থা জেনারেল স্টাফকেও কিছুটা প্রভাবিত করেছিল। কর্নেল এ. এ. গ্রিজলভকে একদিন মানচিত্রে কর্মরত অবস্থায় দেখতে দেখতে নব-নিযুক্ত একজন অফিসার তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন যে তিনি শত্রুর ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেখছেন। ভাগ্যক্রমে পার্টি সংগঠন যথেষ্ট পরিপক্কতার পরিচয় দিয়ে এই বাজে অভিযোগকে প্রত্যাখ্যান করলো। কর্নেল এম, এন, বোরাজিন, যিনি সন্থ পার্টি ব্যুরোর সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাঁকে ধন্যবাদ, অনেকটা তাঁর জন্যেই এটা ঘটেছিল। যথেষ্ট বুদ্ধি ও সাহসের অধিকারী এই ব্যক্তি নিজেও ছিলেন একজন অভিজ্ঞ রণক্রিয়া অফিসার—মূল সমস্যাগুলি নিয়ে কাজ করার সময় কমিউনিস্টদের ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষমতাও তাঁর ছিল।

ত্রুটি নয়, এটা আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমাদের সেনাবাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণে বিস্তৃত খবরাখবর সব সময় আমরা পেতাম না। প্রসঙ্গতঃ, শত্রুর খবরাখবর পাওয়া সহজ ছিল না। কত কৌশলই যে করতে হতো আমাদের! একদিনের ঘটনা মনে আছে, কিছুতেই ঠিক করতে পারছিলাম না তারা পশ্চিম ফ্রন্টের কোন এক খণ্ডের কোন্‌দিকে আছে। ফিল্ড টেলিফোনের লাইন খারাপ ছিল, তাই একজন রণক্রিয়া অফিসার ঠিক করলো যে ওই এলাকার একটি গ্রাম সোভিয়েতে সাধারণ লাইনে ফোন করবে। এতে আমাদের আগ্রহ সৃষ্টি হলো। সোভিয়েতটির চেয়ারম্যান সাড়া দিলেন। আমরা প্রশ্ন করলাম গ্রামে আমাদের কোন সেনাদল আছে কি না। তিনি বললেন যে তা নেই। আর জার্মান? না, কোন জার্মানও নেই, তবে তারা কাছাকাছি কিছু গ্রাম আগে দখল করেছিল বটে। চেয়ারম্যান নামগুলিও বললেন। ফল এই হলো যে আমাদের রণক্রিয়া মানচিত্রে সেই তথ্যগুলির আবির্ভাব হলো যেগুলি এই অঞ্চলের উভয় পাশের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য চিত্র বলে পরবর্তীকালে সমর্থিত হয়েছিল।

পরবর্তীকালেও যখনই সংবাদ সংগ্রহ ব্যাহত হয়েছে তখন আমরা পরিস্থিতি যাচাই-এর জন্য এই পদ্ধতি নিয়েছি। প্রয়োজনের সময় আমরা জেলা পার্টি কমিটি, জেলা কার্যকরী সমিতি এবং গ্রাম সোভিয়েতগুলিতে খোঁজ নিতাম এবং প্রায় সর্বদাই প্রয়োজনীয় সংবাদ তাদের কাছ থেকে পেতাম।

যুদ্ধের প্রথম মাসগুলির স্মৃতিচারণকালে যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাবাহিনীতে বদলী হবার জন্য আমরা যে অসংখ্য প্রয়াস চালিয়েছিলাম সেকথাও উল্লেখ করতে আমি বাধ্য এটা অনুভব করি। চরিত্রগতভাবে এই আকাঙ্ক্ষাটি হলো পুরোপুরি পরার্থপর, তীব্র ভাবপ্রবণতাই এর ভিত্তি। কিন্তু জেনারেল স্টাফ-এ কাজ করার জন্য তো কাউকে থাকতেই হবে। সেই পার্টি সংগঠনকেই এখানটিতেও কর্তৃত্বের সবটুকু ওজন নিয়ে করতে হয়েছে ব্যাখ্যা ও তর্ক, আমাদের রাজি করাতে হয়েছে। তা সত্ত্বেও, আমাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে নাছোড়বান্দা তারা কখনো কখনো সিদ্ধিলাভ করতো—যেমন এ. এ. গ্রেচকো। সপ্তাহ দুয়েকের বেশি সে আমাদের সঙ্গে কাজ করেনি, জেনারেল স্টাফের প্রধানের কাছে ব্যক্তিগত আবেদন করায় তাকে ৩৪শ অশ্বারোহী ডিভিশনের অধিনায়ক নিযুক্ত করা হলো, তাকে নিজেই সে গুছিয়ে নিলো, তারপর ফ্রন্টে চলে গেল।

যাহোক, আমাকে পাঠানো হলো দক্ষিণ-পশ্চিম শাখায় সাহায্যের জন্য। এই খণ্ডে চলছিল দুর্দান্ত লড়াই। কে. কে. রকোসোভস্কির অধীনে ৯ম, জি. আই. রিয়াবিকোভ-এর অধীনে ৮ম এবং এন. ভি. ফেকলেংকোর নেতৃত্বাধীন ১৯শ এই তিনটি যান্ত্রিক বাহিনী লুট্স্ক, ব্রডি ও রোডনো এলাকায় প্রচণ্ড প্রতিরোধ চালাচ্ছিল। তাদের অদূরেই লড়ছিল সপ্তম যান্ত্রিক বাহিনী, আর মেজর-জেনারেল এম. আই. পোতাপভের নেতৃত্বাধীন পঞ্চম সেনাবাহিনী পলেসিয়ের উপর দখল দৃঢ়ভাবে বজায় রেখেছিল, হিটলারের সেনাপতিদের দেহে তারা কাঁটার মতো বিঁধে ছিল। এই বাহিনী দুর্দান্তভাবে প্রতিরোধ করেছিল এবং শত্রুর যা ক্ষতি করেছিল তা উল্লেখ করার মতো। নাৎসী বাহিনী এই অঞ্চলটি দ্রুত ভেদ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। পোতাপভের ডিভিশন যখন তাদের লুট্স্ক-রোডনো-ঝিটোমির সড়ক থেকে বিতাড়িত করলো তারপরেই কিয়েভের উপর অবিলম্বে আক্রমণ ঘটানোর পরিকল্পনা তাদের পরিত্যাগ করতে হয়েছিল।

শত্রুর কিছু কিছু আকর্ষণীয় স্বীকারোক্তিকে সংরক্ষণ করা হয়েছে। হিটলার

তাঁর ১৯শে জুলাইয়ে নির্দেশনামা নম্বর ৩৩-এ এই তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন যে দক্ষিণ আর্মি গ্রুপের উত্তর পাশের অগ্রগমন রুদ্ধ হয়েছে কিয়েভের চারপাশের প্রতিরক্ষাব্যূহ এবং ৫ম সোভিয়েত বাহিনীর রণক্রিয়ার দরুন। ৩০শে জুলাই বার্লিন থেকে সুনির্দিষ্ট একটি আদেশ আসে: 'লালফৌজের পঞ্চম সেনাবাহিনী, যে কিয়েভের উত্তর-পশ্চিমের জলাভূমি অঞ্চলে রণক্রিয়া চালাচ্ছে, তাকে অবশ্যই বাধ্য করতে হবে নীপরের পশ্চিমে যুদ্ধ করতে এবং সেই যুদ্ধের সময়ে তাকে ধ্বংস করতে হবে। প্রিপেট ভেদ ক'রে উত্তরাভিমুখে তার অগ্রগমনের বিপজ্জনক প্রয়াসকে আগেই পণ্ড করতে হবে।' এবং তারপরে আবার: 'ওভরুচ ও মোজিয়ার-এর প্রবেশমুখ দখলের সঙ্গে সঙ্গে রুশ পঞ্চম আর্মিকে অবশ্যই পুরোপুরি ধ্বংস করে ফেলা চাই।'

শত্রুর সমস্ত মতলব ব্যর্থ করে দিয়ে পোতাপভের সৈন্যদল বীরের মতো লড়াই করে চললো। হিটলার ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। ২১শে আগস্ট তাঁর স্বাক্ষর নিয়ে নতুন এক দলিলের আবির্ভাব হলো। এতে স্থলবাহিনীর প্রধান সেনাপতিকে আদেশ দেওয়া হয়েছে আর্মি গ্রুপ কেন্দ্র থেকে যথেষ্ট সৈন্য এখানে নিয়োগ করে রুশ পঞ্চম আর্মিকে মুছে ফেলতে।

১৯৪১-এর সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত পঞ্চম আর্মি টিঁকে রইলো। এ হলো সেই বাহিনী যে কিয়েভের পূর্বদিকের প্রচণ্ড লড়াইকে সয়েছিল এবং এই সব যুদ্ধে সে যে ত্যাগ স্বীকার করেছিল তা-ও ব্যর্থ হয়নি। পরবর্তীকালের বিজয়গুলির অন্যতম ভিত্তিপ্রস্তর তারাই স্থাপন করেছিল।

২২শে জুলাই শত্রুবিমান মস্কোতে প্রথম বোমা বর্ষণ করে। আমরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি, দেখতে থাকি আকাশের বুক চিরে শত শত সন্ধানী আলো, বিমান বিধ্বংসী কামানের গোলা ফাটে তার পশ্চাৎপটে। জেনারেল স্টাফ-এর বাড়িটার তলায় বিমান হামলার একটা আশ্রয়স্থল তৈরি হয়েছিল, যারা কর্মরত নয়, বিমান হামলার সময় তাদের ওখানে যেতে হতো।

সেনাবাহিনীর কর্মীদের পরিবারবর্গকে মস্কো থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। প্রথম আক্রমণের পরে আমি ও আমার স্ত্রী, মা ও দুই সন্তানকে নোভোসিবির্স্ক-এ পাঠিয়ে দিলাম। যাবার মতো কোন ঠিকানা তাদের ছিল না, তারা এটাও জানতো না কে তাদের আশ্রয় দেবে।

কাজান স্টেশনে বিরাজ করছিল অন্ধকার। হাজার হাজার মানুষ তার মধ্যে যেন ঘানিতে পেশাই হচ্ছে। আমি আমার পরিবারকে কায়দা মতো একটা

গাড়িতে কোন মতে ঠেসে দিলাম। আমার ছোট্ট মেয়েটা জানালা দিয়ে ঢুকলো কারণ দরজা সম্পূর্ণ আটকা ছিল।

আমি লেফটেন্যান্ট জেনারেল ভি. এম. জে_াবিনকে লেখা একটা চিঠি আমার স্ত্রীকে দিয়েছিলাম। এক সময় আমরা সহকর্মী ছিলাম এবং এখন তিনি সাইবেরিয় সামরিক জেলার সহ-অধিনায়ক। পরে জেনেছিলাম আমার স্ত্রী জে_াবিনের সঙ্গে দেখা করতে পারেন নি। শহর পার্টি কমিটির মহিলা সংগঠককে ধন্যবাদ, সাধ্য মতো সবাইকে তিনি সাহায্য করেছেন। যেভাবেই হোক, আমার পরিবারকে একটা বাসা তিনি ঠিক করে দিয়েছিলেন।

ক্রমেই রণক্ষেত্রের পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটেছিল। প্রকৃতপক্ষে গোটা দেশটাই যুদ্ধের অসহ্য বোঝাটাকে অনুভব করছিল। ৩০শে জুন স্তালিনের সভাপতিত্বে রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটি গঠিত হলো এবং চূড়ান্ত ক্ষমতা হাতে নিলো। ১০ই জুলাই এই কমিটি রণনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ নিম্নলিখিত খণ্ডগুলির জন্য তিনটি হাইকম্যাণ্ড গঠন করে ডিক্রী জারী করলো : উত্তর-পশ্চিম, যার প্রধান সেনাপতি কে. ওয়াই. ভরোশিলভ, পশ্চিম, যার নেতৃত্বে এম. কে. টিমোশেংকো, এবং এস. এম. বুদিওন্নির নেতৃত্বে দক্ষিণ-পশ্চিম খণ্ড। হাই কম্যাণ্ডের সদর দপ্তরকেই সর্বোচ্চ কম্যাণ্ডের এবং কিছু পরে, ৮ই আগস্ট সর্বোচ্চ হাইকম্যাণ্ডের সদর দপ্তরে পরিণত করা হলো। স্তালিন হলেন সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক।

সেই সময় আমাদের সব চিন্তা ও মনোযোগ স্মলেনস্ক-এ কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। এই অঞ্চল থেকে আমরা যথেষ্ট মজুত সৈন্য সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম, মস্কোর দুয়ারেই শত্রুর অগ্রগতিকে রুদ্ধ করেছিলাম, সেই সঙ্গে মারাত্মক প্রতি-আক্রমণ। খাস স্মলেনস্ক-এর পতন যদিও ঘটেছিল ১৬ই জুলাই, তবু তার পূর্ব-দিকে বিস্তৃত রণক্ষেত্রে আরো একমাস পর্যন্ত লড়াই আরো দুর্বার হয়ে উঠেছিল। যে ক্যাটিউশা (রকেট মর্টার) পরবর্তীকালে এতো খ্যাতি অর্জন করেছিল সেগুলি প্রথম এখানেই সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছিল।

মস্কোয় বোমাবর্ষণ তীব্রতর হয়ে উঠলো। প্রায় প্রতি রাতেই সতর্ক-সংকেত শোনা যেতো। কোন কোন সময় জেনারেল স্টাফের খুবই কাছে বোমা পড়তো। ঠিক উপযুক্ত না হলেও ভূগর্ভের আশ্রয়স্থলটিকেই এখন আমাদের কাজের জন্যেও ব্যবহার করতে হলো। অবিলম্বে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে জেনারেল স্টাফ বাইলোরুশস্কায়া ভূগর্ভ স্টেশনে রাতগুলো কাটাবে। এখানে

একটি কম্যাণ্ড পোস্ট এবং যোগাযোগ কেন্দ্র তৈরি হয়েছিল। অর্থাৎ, প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় বাক্সে কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে আমাদের রওনা দিতে হতো বাইলোরুশস্কায়া স্টেশনের দিকে। প্ল্যাটফর্মের আধখানায় সারারাত কেন্দ্রীয় পরিচালনা ঘাঁটির কাজ চলতো, আর প্লাইউডের আড়াল দিয়ে আমাদের থেকে পৃথক করা বাকি আধখানা গোধূলিতে এসে ভরে ফেলতো রুশরা—তাদের বেশির ভাগই নারী ও শিশু। আমাদের মতো তারাও সতর্ক সংকেতের জন্য অপেক্ষা না করেই এখানে এসে আশ্রয় নিতো, রাতের জন্য বিছানা তৈরি করতো। এরকম পরিস্থিতি অবশ্য কাজের পক্ষে বিশেষ উপযোগী নয়, তবে তার চেয়েও বাজে ব্যাপার ছিল এই যে প্রত্যেক দিন যাওয়া-আসায় আমাদের মূল্যবান সময় অনেকটা নষ্ট এবং দৈনন্দিন কর্মসূচী ব্যাহত হতো।

শিগগিরই এই কর্মপদ্ধতি আমরা পরিত্যাগ করলাম এবং কিরভ স্ট্রিট-এর একটা বাড়িতে উঠে গেলাম। কিরভ ভূগর্ভ স্টেশনটিকেও আমাদের হাতে সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়া হলো। কোন ট্রেন এখানে দাঁড়াতো না। যে প্ল্যাটফর্ম আমরা দখল করেছিলাম তাকে উঁচু প্লাইউডের দেয়াল দিয়ে রেল লাইন থেকে আড়াল করা হলো। এক জেলায় ছিল যোগাযোগ কেন্দ্র, অন্যদিকে স্তালিনের জন্য একটা অফিস। যে সব ডেস্কে আমরা কাজ করতাম সেগুলি মাঝখানে সার দিয়ে সাজানো হলো। সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের ঠিক পাশেই রইলো জেনারেল স্টাফ প্রধানের টেবিল।

শরৎ আসছে। মস্কো ও লেনিনগ্রাদের প্রবেশমুখে, ইউক্রেনে, সমগ্র রণক্ষেত্র জুড়ে শত্রুর চাপ তীব্র হয়ে উঠছে।

দলিলপত্রে এখন সমর্থিত হয়েছে যে লেনিনগ্রাদ দখল, উত্তরে ফিনদের সঙ্গে একটা সাধারণ ফ্রন্ট গঠন এবং দক্ষিণে কিয়েভ এলাকায় আমাদের বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন—আগে এসব না করে নাৎসী জার্মানীর পক্ষে মস্কো অধিকার করা সম্ভব ছিল না। সামরিক প্রশ্ন ছাড়াও নাৎসী জার্মানীর কাছে ইউক্রেন অধিকারের বিরাট অর্থনৈতিক তাৎপর্য ছিল। ১৯৪১-এর সেই ৪ঠা আগস্টেই হিটলার বরিসভ-এ আর্মি গ্রুপ কেন্দ্রের সেনাপতিদের এক সভা করেছিলেন এবং পরবর্তী আক্রমণাত্মক রণক্রিয়ায় এই বিশেষ গতিপথ সম্বন্ধে তাঁরা একই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। কাজেই প্রধানতঃ পশ্চিমখণ্ডের লড়াইয়ের ফলাফল

নির্ভর করছিল আগের চেয়ে অনেক বেশি করে লেনিনগ্রাদ ও কিয়েভের লোকদের একনিষ্ঠতার উপরে।

আমাদের কাছে ১৯৪১-এর সেপ্টেম্বর ছিল যুদ্ধের কঠোরতম মাসগুলির একটি। স্পষ্টতঃই মস্কোয় তখন লোক অনেক কম। পুরুষেরা চলে গেছে সেনাবাহিনী ও হোমগার্ড-এ। নারী ও শিশুরা হয় অপসারিত হয়েছে, নয়তো পুরুষদের জায়গায় কলকারখানায় কাজ করছে। তাদের মধ্যে অনেকেই রাজধানীর প্রতিরক্ষাব্যুহ গড়ে তুলছিল, শহরের ভিতরের রাস্তাগুলিতে গড়ে উঠলো ট্যাংক প্রতিরোধী ব্যবস্থা ও পদাতিক সেনা প্রতিরোধী কাঁটাতারের বেড়া। সরকারের একটা অংশ কুইবিশেভ-এ অপসারিত হয়েছিল কিন্তু রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটি ও সেনানীমণ্ডলীর সদর দপ্তরের লোকজন তখনও মস্কোয় রইলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা সম্পর্কে সংবাদ সরবরাহ ব্যবস্থার আবার অবনতি ঘটেছিল। আমরা সেনাদল ও সদর দপ্তরের খোঁজখবর নেবার জন্য আবার এস-বি ও পি-ও-২ বিমানে ছুটোছুটি করছিলাম। এমনি এক বিমানযাত্রায় আমার মতোই ডন অঞ্চলের লোক এবং দুটো আকাডেমিতেই আমার সহপাঠী লেফটেন্যান্ট-কর্নেল জি. ভি. আইভানভ আহত হলেন।

নাৎসী বাহিনী বাধা ঠেলে লেনিনগ্রাদের দিকে অগ্রসর হয়েছিল কিন্তু লেনিনগ্রাদ 'ফ্রন্ট', লালপতাকা বাল্টিক নৌবহর ও লেনিনগ্রাদের নাগরিকেরা শপথ নিয়েছিল যে বিপ্লবের এই সুতিকাগারকে তারা কিছুতেই শত্রুর হাতে পড়তে দেবে না। এই শপথ তারা গৌরবের সঙ্গে রক্ষা করেছিল। চারদিক থেকে অবরুদ্ধ হয়েও সহরটি টিঁকে রইলো। ফিনদের সঙ্গে একই রণক্ষেত্রে মিলিত হবার শত্রুপক্ষীয় পরিকল্পনাও ব্যর্থ হলো। জার্মানীর ৪র্থ প্যাঞ্জারবাহিনী, যেটা ছিল লেনিনগ্রাদ আক্রমণের ব্যাপারে ঢেঁকিযন্ত্র বিশেষ, পরাজিত ও মারাত্মক দুর্বল হয়ে পড়লো। লড়াইয়ের পরবর্তী ঘটনাবলীর উপরে এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল কারণ শত্রুপক্ষ চেয়েছিল লেনিনগ্রাদের পরে মস্কোতে ট্যাংকগুলি পাঠাতে।

দক্ষিণে অদ্ভুত এক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটলো। তাঁর মস্কো অভিমুখীন কেন্দ্রীয় বাহিনীর দক্ষিণের ডান পাশের অংশকে নিরাপদ করার জন্য হিটলার বাধ্য হলেন গুডেরিয়ানের দ্বিতীয় প্যাঞ্জার বাহিনীকে সাময়িকভাবে মস্কো থেকে কিয়েভে সরিয়ে আনতে। সেপ্টেম্বরে ক্লিষ্ট ট্যাংক বাহিনী এবং ২য়, ৬ষ্ঠ ও ১৭শ বাহিনীগুলি প্রচুর বিমান সহযোগিতায় ইউক্রেনের রাজধানীর উপরে আক্রমণ

চালালো। কিন্তু এখানেও ঘটলো দুর্দান্ত প্রতিরোধ। হোমগার্ড-এর সাহায্যপুষ্ট পুনর্গঠিত ৩৭শ বাহিনী এবং সোভিয়েত বাহিনীর যে অংশ হঠে আসতে পেরেছিল তারা সবাই মিলে কিয়েভ রক্ষাকারীদের দ্বারা ইরপেন নদী বরাবর তৈরি প্রতিরক্ষা লাইনে গড়ে তুললো ৭০ দিন ব্যাপী এক মরণপণ প্রতিরোধ।

শত্রু বাধ্য হলো মুখোমুখি আক্রমণ এড়াতে এবং আমাদের লাইনে ফাঁক খোঁজার জন্য কৌশল অবলম্বন করতে। ১৫ই সেপ্টেম্বরের মাত্র গুডেরিয়ান ও ক্লিষ্ট-এর ট্যাংক বাহিনী লখ্ভিৎস্কি এলাকায় সম্মিলিত হতে পারলো উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়ে কিয়েভকে অতিক্রম করে। কিয়েভের পূর্বদিকের বিশাল ভূমিখণ্ডে ৫ম, ৩৭শ ও ২৬শ বাহিনীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এবং ২১শ ও ৩৮শ বাহিনীর একাংশ পরিবেষ্টিত হয়ে পড়লো। দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রণ্টের সেনাপতিদের ভাগ্যেও পরিবেষ্টিত বাহিনীগুলির বাকি অংশের মতো একই ভয়ানক অবস্থা ঘটলো। তারা শেষ পর্যন্ত লড়াই করলো। ফ্রণ্টের অধ্যক্ষ কর্নেল-জেনারেল এম. পি. কিরপোনোসের মৃত্যু হলো। স্টাফ প্রধান লেফটেন্যান্ট-জেনারেল ভি. আই. তুপিকভ এবং ডিভিশনের কমিশার ও সামরিক কাউন্সিলের সদস্য ওয়াই. পি. রাইকভও নিহত হলেন। আর্মি কম্যাণ্ডার এম. আই. পোতাপভ গুরুতরভাবে আহত এবং অন্যান্য কম্যাণ্ডারদের সঙ্গে বন্দী হলেন। যে সব সেনাপতি রক্ষা পেলেন রণক্রিয়া প্রধান মেজর-জেনারেল আই. কে. ব্যাগ্রামিয়াম তাদের অবরোধমুক্ত করলেন।

লেনিনগ্রাদের দৃঢ় প্রতিরোধের মতোই কিয়েভ এলাকার যুদ্ধেরও একটা ইতিবাচক ফল হয়েছে। এর ফলেই যে ২য় প্যাঞ্জার বাহিনীকে মস্কো আক্রমণের জন্য চিহ্নিত রাখা হয়েছিল তা মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি বরণ করেছিল। উপরন্তু, কিয়েভের যুদ্ধ দক্ষিণ-পশ্চিম খণ্ডের উপর হিমানী-সম্প্রপাতের মতো নেমে আসা অভিযানকারী সেনাবাহিনীর গতিরোধ করে আমাদের নতুনভাবে প্রতিরক্ষা লাইন গড়ে তুলবার সময় দিয়েছিল।

এই সময়ে আমরা সেনা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে আরেকবার পুনর্বিন্যাস করলাম। বিভিন্ন রণনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ খণ্ডে পৃথক হাইকম্যাণ্ড প্রতিষ্ঠার পরীক্ষাটি সুফল দেয়নি। এগুলি হয়ে দাঁড়ালো জেনারেল হেড্ কোয়ার্টার্স ও ফ্রণ্টের মাঝামাঝি একটা অনাবশ্যক মধ্যবর্তী স্তর। হাতে যথেষ্ট লোকজন, যোগাযোগের উপায় অথবা মজুতের উপরে নিয়ন্ত্রণ না থাকায় এই হাইকম্যাণ্ডগুলি রণক্রিয়ার গতিপ্রকৃতির উপরে সত্যিকারের কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। সুতরাং, আগস্ট ও

সেপ্টেম্বরের মধ্যে এগুলো তুলে দেওয়া হলো। কিন্তু পরবর্তীকালে সাময়িকভাবে কয়েকটি হাইকম্যাণ্ডকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল (যেমন, ১৯৪২-এর ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে ৫ই মে পর্যন্ত পশ্চিম এবং ১৯৪১-এর ২৪শে ডিসেম্বর থেকে ১৯৪২-এর ২৩শে জুন পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম) এবং প্রকৃতপক্ষে নতুন একটি গঠিতও হলো (১৯৪২-এর ২৬শে এপ্রিল থেকে ২০শে মে পর্যন্ত উত্তর ককেশীয়), কিন্তু যুদ্ধের বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলে পরবর্তীকালে এগুলিকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করা হলো।

১৯৪১-এর সেপ্টেম্বরের শেষদিকে সাধারণ রণনৈতিক পরিস্থিতি আমাদের অনুকূলে ছিল না। যেদিক দিয়েই দেখা যাক না কেন—নাৎসী বাহিনী লেনিনগ্রাদের ঘনিষ্ঠ হয়েছিল, পশ্চিম খণ্ডে তারা ভাইটেবস্ক এবং স্মলেন্স্ক অধিকার করে নিয়েছিল, আর দক্ষিণে তারা হাজির হয়েছিলো মেলিটোপোল-জাপোরোঝিয়ে-ক্রাসনোগ্রাদ লাইন বরাবর। অনবরত রিপোর্ট আসছিলো যে শত্রু তার বাহিনীগুলিকে দুখভশ্চিনা, ইয়ারৎসেভো, স্মলেন্স্ক, রোজলাভল্, শোসংকা এবং গ্লুকভ অঞ্চলগুলিতে পুনর্গঠিত ও কেন্দ্রীভূত করছে। স্পষ্টতঃই মস্কোর উপরে একটা প্রত্যক্ষ আক্রমণের আয়োজন চলছিল। জেনারেল স্টাফের জানা ছিল যে হিটলার এই উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন ফিল্ড মার্শাল বাক-এর নেতৃত্বে আর্মি গ্রুপ সেণ্টারকে, এতে ছিল দশ লক্ষ লোক, ১৭০০টি ট্যাংক, এ্যাসল্ট গান, আর ছিল প্রচুর বিমান সহযোগিতা। এই খবর পরবর্তীকালে সমর্থিত হয়েছিল।

রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটি এবং সর্বোচ্চ হাইকম্যাণ্ডের সেনানীমণ্ডলীর সদর দপ্তরও অনুরূপ পাল্টা ব্যবস্থাদি গ্রহণ করলো। যে রিজার্ভ ফ্রন্ট এস. এম. বুদিওন্নির নেতৃত্বে জুলাই মাসে গঠিত হয়েছিল তার মূল বাহিনীগুলিকে পশ্চিম ফ্রণ্টের পশ্চাদ-ভাগে সন্নিবিষ্ট করা হলো, এতে প্রতিরক্ষা লাইনের বিস্তৃতি বেড়ে গেল। জুলাই মাসে স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্য থেকে যে মস্কো হোমগার্ড গঠিত হয়েছিল তার কতকগুলি ডিভিশনকে মস্কোর প্রবেশমুখে কিছু দূরে লড়াইয়ের জন্য মোতায়েন করা হলো। রিজার্ভ বাহিনীগুলি, যার অস্তিত্ব একমাত্র সেনানী-মণ্ডলীর সদর দপ্তর ও জেনারেল স্টাফের অল্প কিছু সংশ্লিষ্ট লোক ছাড়া আর কারোই জানা ছিল না, তাদের দেশের সুদূর অভ্যন্তরে কঠোর গোপনীয়তার মধ্যে গঠন করা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। ট্রান্সবৈকাল এলাকা ও দূর প্রাচ্য থেকে কয়েকটি সুশিক্ষিত ডিভিশনকে পশ্চিমে বদলীর জন্য প্রস্তুত করা

হচ্ছিল। ভিয়াজ্‌মা ও মোবাইস্ক-এর সুরক্ষিত এলাকাগুলির নির্মাণের কাজ ত্বরান্বিত করা হলো। বুলভার রিং পর্যন্ত এবং তাকে অন্তর্ভুক্ত করে উপকণ্ঠ ও আশপাশের অঞ্চলকে বেষ্টন করে যা তৈরি হচ্ছিল তা পরবর্তীকালে মস্কো প্রতিরক্ষা অঞ্চল নামে পরিচিত হয়েছিল।

জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স সেনাবাহিনীগুলিতে তার প্রতিনিধিদের পাঠাতো সরেজমিন তদন্ত, বিভিন্ন সৈন্য সমাবেশ ও ট্যাকটিকাল গ্রুপের অধিনায়কদের সঙ্গে মস্কো প্রতিরক্ষার সমস্যা মোকাবিলার শ্রেষ্ঠ উপায় নিয়ে আলোচনার জন্য। সদর দপ্তরের যে কমিশন অক্টোবর মাসে পশ্চিম ফ্রণ্ট পরিদর্শন করেছিল তার একজন সদস্য ছিলেন এ. এম. ভ্যাসিলেভস্কি।

মস্কো, তুলা এবং অন্য যে সব সহর রাজধানী আক্রমণের সম্ভাব্য পথের উপর অবস্থিত ছিল সেখানকার পার্টি সংগঠনগুলি সেনাবাহিনীর সমর্থনে ব্যাপক গণঅভ্যুত্থান সংগঠিত করছিল। আরো বেশি বেশি করে স্বেচ্ছাসেবকেরা এসে যোগ দিলো হোম গার্ড, ছত্রী প্রতিরোধী ডিটাচমেণ্ট, ফায়ার ব্রিগেড এবং অন্যান্য আধা-সামরিক সংগঠনগুলিতে। শিল্পকে ঘুরিয়ে দেওয়া হতে লাগলো সমর সম্ভার উৎপাদনের কাজে।

সর্বত্র বালক বৃদ্ধ নির্বিশেষে সোভিয়েত জনগণের মধ্যে যে খাঁটি গণ-বীরত্ব দেখা যেত সেই পটভূমিতে আলেখেই তেতেরিন নামে লালফৌজের একজনের বিশেষ একটা বীরত্বপূর্ণ কাজের কথা আমার মনে পড়ে। চমৎকার এই নবীন বালকটি রিয়াজান অঞ্চলের খারিনো গ্রামের লোক, গত বসন্তেই সে এসেছে। প্রতিরক্ষাসংক্রান্ত জনগণের কমিশারের প্রহরী ব্যাটেলিয়নে সে কাজ করতো। শত্রু যেহেতু মস্কোর উপরে নৈশ আক্রমণ তীব্রতর করে তুলেছিল সেইজন্য এই ব্যাটেলিয়নের সব কর্মীর উপরে আগুনে বোমার আগুন নেভাবার অতিরিক্ত দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। ২০শে সেপ্টেম্বর রাতে একটি আগুনে বোমা জেনারেল স্টাফের ছাদ বিদীর্ণ করে চিলেকোঠায় গিয়ে পড়লো। তেতেরিন তার হেলমেট দিয়ে বোমাটাকে ঢেকে দিলো, কিন্তু তবু তার মশলার স্ফুলিঙ্গ থেকে অগ্নিকাণ্ড ঘটার বিপদ রয়ে গেল। তখন তেতেরিন নিজে বোমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং নিজের জীবনের বিনিময়ে তাকে নিবিয়ে দিলো।

সেপ্টেম্বরের শেষদিকে রণক্রিয়া বিভাগে একটি নিয়মমাফিক পার্টি সভা অনুষ্ঠিত হলো। কাজের প্রচণ্ড চাপ সত্ত্বেও জেনারেল স্টাফের প্রধান বি. এম. শাপোশনিকভ সহ প্রায় প্রত্যেকে যোগ দিলেন। একটিমাত্র প্রশ্নই

আলোচ্য ছিল—'বর্তমান' পরিস্থিতি ও কমিউনিস্টদের কর্তব্য।' রিপোর্ট পেশ করলেন এ. এম. ভ্যাসিলেভ্স্কি।

পরিস্থিতিকে সাজিয়ে বলার কোন চেষ্টাই ভ্যাসিলেভ্স্কি করলেন না। তিনি সরাসরি ঘোষণা করলেন যে পরিস্থিতি অত্যন্ত বেশি গুরুতর এবং আমাদের দেহের শেষ বিন্দু পর্যন্ত শক্তি, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত সে দাবী করে। আরো খারাপ সময় আসার সম্ভাবনা আছে, তবে হতাশার কোন কারণ নেই। লেনিনগ্রাদ দৃঢ়ভাবে আত্মরক্ষা চালাচ্ছে, শত্রু তাকে ভাঙতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে এটা অনুমান করা চলে যে মস্কোর উত্তরে কোন নতুন ফ্রণ্টের আবির্ভাব ঘটবে না এবং যে রিজার্ভকে আমরা একান্ত জরুরী অবস্থার জন্য রাখছিলাম তা অটুট থাকবে।

রিপোর্টটির প্রতিটি শব্দ অগ্রিমে আমাদের বিজয় এবং পার্টি ও সোভিয়েত সরকারের বিজ্ঞতা সম্পর্কে সুগভীর বিশ্বাসে ভরপুর। এই সভাটি ছিল আমার জীবনের উজ্জ্বলতম পৃষ্ঠাগুলির অন্যতম। এটি আমাকে এবং অন্য যাঁরা স্টাফে আমার সহকর্মী ছিলেন তাঁদের নতুন করে যোগান দিয়েছে আনন্দ ও সাহস।

৩০শে সেপ্টেম্বর শত্রু আক্রমণ শুরু করলো মস্কোর উপরে। প্রচণ্ড ও রক্তাক্ত এক যুদ্ধে পরিণত হলো তা। অক্টোবরের শুরুতে নাৎসীবাহিনীর অগ্রবর্তী অংশগুলি আমাদের প্রতিরক্ষার অনেকটা ভিতরে প্রবেশ করতে সক্ষম হলো। ৩রা অক্টোবর শত্রুর ট্যাংকগুলি ওরেল-এ প্রবেশ করলো। ৬ই অক্টোবর ব্রিয়ানস্ক ও ১২ই কালুগার পতন হলো। ১৯শ, ২০শ, ২৪শ এবং ২৩শ বাহিনীগুলির একটা বড়ো অংশ এবং পশ্চিম, রিজার্ভ এবং ব্রিয়ানস্ক ফ্রণ্টেরও কিছু বাহিনী ভিয়াজমা ও ব্রুবচেভস্ক এলাকায় পরিবেষ্টিত হলো। কিন্তু পরিবেষ্টিত হওয়া সত্ত্বেও তারা মারাত্মক লড়াই করে এবং আটাশটি শত্রু ডিভিশনকে এক পক্ষকাল আটক রাখে।

ভিয়াজমায় সোভিয়েত বাহিনীর এই আত্মোৎসর্গমূলক লড়াই আরেকটি দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল—এর ফলে আমরা মোঝাইস্কের দুটি প্রতিরক্ষা লাইনে সৈন্য সমাবেশ ও রাজধানীর অন্যান্য প্রবেশ মুখগুলিতে শত্রু প্রতিরোধের জন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতি শেষ করার জন্য ঠিক প্রয়োজনীয় সময়টুকু পেলাম।

তুলার অবদানও একই রকম মূল্যবান। গুডেরিয়ানের প্যাঞ্জার বাহিনীর অগ্রগামী ইউনিটগুলি অক্টোবরের শেষ দিকে এই এলাকা ভেদ করলো কিন্তু তাদের শহর দখল করার যাবতীয় প্রয়াস ব্যর্থ হলো। প্রতিরক্ষার কাজে জনগণ লালফৌজের সঙ্গে সামিল হলো। তুলা শ্রমিকদের একটি রেজিমেণ্ট গঠিত হলো

এ. পি. গরশ্‌কভকে অধ্যক্ষ ও জি. এ. এগেইয়েভকে কমিশার করে।

জার্মানরা শহরটিতে গোলাগুলি ও বোমাবর্ষণ অব্যাহত রাখলো। কোন কোন দিন পরিস্থিতি হতাশজনক হয়ে উঠতো। কিন্তু প্রতিরোধকারীদের দৃঢ়তা ও সাহস যে জার্মান অস্ত্রের চেয়ে শক্তিশালী তা প্রমাণিত হলো।

নভেম্বরের গোড়ার দিনগুলিতে সবগুলি খণ্ডেই শত্রুকে রুখে দেওয়া হলো, মস্কোর উপর জার্মানদের প্রথম সর্বাত্মক হামলা ঠেকিয়ে দেওয়া হলো।

যে কোন পরিস্থিতিতে নির্ভরযোগ্য সৈন্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাটিকে সুনিশ্চিত করার জন্য সর্বোচ্চ হাইকম্যাণ্ডের জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স সিদ্ধান্ত করলেন যে দুটি স্তরে জেনারেল স্টাফকে ভাগ করা হবে, প্রথমটিকে মস্কোতে আর দ্বিতীয়টিকে শহরের বাইরে রাখা হবে। মার্শাল বি. এম. শাপোশনিকভকে দ্বিতীয়টির দায়িত্ব দেওয়া হলো। যাত্রার তদারকীর জন্য আমি তাঁর সঙ্গে গেলাম।

১৭ই অক্টোবর সকালে আমরা একটা ট্রেনে আলমারীগুলি বোঝাই করতে আরম্ভ করলাম। ট্রেন ছাড়ার কথা ১৭-০০ টার সময়। পাশ ছাড়া কাউকে ট্রেনে উঠতে দেয়া হলো না যদিও অসামরিক লোকজনে প্ল্যাটফর্মটা ছিল বোঝাই। এই অসামরিক লোকদের মধ্যে একজন সাহায্যের জন্য আমার কাছে আবেদন করলেন, অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি নিজের পরিচয় দিলেন, 'জার্মান নাৎসীবিরোধী লেখক উইলি ব্রেডেল।' এঁকে আমি জেনারেল স্টাফের ট্রেনে উঠিয়ে দিতে পারলাম না, একটা হাসপাতাল ট্রেনে তুলে দেবার চেষ্টা করলাম—ট্রেনটা এই স্টেশন থেকে দেশের ভিতরের অংশে যাত্রা করছিল।

১৮ই অক্টোবর আমরা গন্তব্যস্থলে পৌছলাম আর দায়িত্ব শেষ করে ১৯শে সকাল বেলায় দ্রুত ফিরলাম ব্যবস্থা মতো এ. এম. ভ্যাসিলেভস্কির গ্রুপে কাজ করার জন্য। মোটর গাড়িতেই ফেরা হলো। আমরা গাড়ি করে মস্কো পর্যন্ত গেলাম রাতে, তখন শত্রুর বিমান হামলা চলেছে পুরোদমে। নানা রঙের আলোর ঝলকে রোশনাইতে শহরটিকে দেখাচ্ছিল ভয়ংকর মহিমান্বিত। ডজন ডজন সন্ধানী আলো নীল ছোরার মতো অন্ধকারের বুক চিরে দিচ্ছে। বিমান বিধ্বংসী কামানের গোলা লালচে ঝলক তুলে ফেটে গিয়ে তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হচ্ছে। কামানের মঞ্চগুলি থেকে উৎসারিত রক্তবর্ণ শিখায় দিগন্ত কম্পমান।

রণক্রিয়া গ্রুপের জীবন, জেনারেল স্টাফের প্রথম স্তরটিকে তা-ই বলা হতো, ছিল অসম্ভব কঠিন। দিন রাতের তফাৎ সম্পূর্ণ ঘুরে গিয়েছিল। আমাদের কাজ করতে হতো একটানা দিনরাত। কিন্তু যেহেতু একেবারেই না ঘুমিয়ে

কোন মানুষ বাঁচতে পারে না। আমাদের ভূগর্ভস্থ স্টেশনে একটি ট্রেনকে ডরমিটরী হিসেবে দেওয়া হলো। প্রথম প্রথম আমরা বসেই ঘুমোতাম, কারণ পুরনো ধরনের এই কামরাগুলোয় শোবার জায়গা ছিল না। পরে আমাদের প্রথম শ্রেণীর রেলগাড়ি দেওয়া হয়েছিল যেখানে আমরা স্বচ্ছন্দ হতে পারলাম।

জেনারেল স্টাফের বহু অফিসারকে রণক্ষেত্রে নিয়োগ করা হলো। এ. এন. শারোখিন, ভি. ভি. কুরাসভ এবং পি. আই. কোকোরেভ প্রভৃতি শাখা প্রধানেরা ফ্রন্ট ও বাহিনীর চিফ অব স্টাফ হলেন। আমাদের, তরুণদের, তাদের জায়গায় বসানো হলো। আমাকে করা হলো মধ্য-পূর্ব শাখার প্রধান।

স্তালিন তাঁর ভূগর্ভস্থ অফিসে একদিনও আসেন নি, কিন্তু কিরভ ষ্ট্রিটের যে বিরাট বাড়িটা জেনারেল স্টাফ নিয়েছিল তার উঠোনের সংলগ্ন অংশে তিনি কখনো কখনো বসতেন। তিনি সেখানে কাজ করতেন এবং রিপোর্ট শুনতেন।

ইতিমধ্যে মস্কোয় বোমাবর্ষণ অনেক বেশি তীব্র হচ্ছিল। একক আক্রমণ-কারীরা দিনের বেলাতেও ঢুকে পড়তো। ২৮শে অক্টোবরের রাতে আমাদের বাড়িটার উঠোনে উচ্চ ক্ষমতার একটি বোমা পড়লো। অনেকগুলো গাড়ি নষ্ট হলো, তিনজন ড্রাইভার মারা গেলেন এবং পনের জন অফিসার আহত হলেন। কয়েকজনের আঘাত গুরুতর। আই. আই. ইলচেংকো, তিনি কি না হামলার সময় ছিলেন ভারপ্রাপ্ত ডিউটি অফিসার. বিস্ফোরণের ধাক্কায় ছিটকে বাড়ির ভেতর থেকে বাইরে পড়লেন এবং তাঁর মুখে সাংঘাতিক চোট লাগলো। কাচের টুকরো এবং ছুটন্ত জানালার ফ্রেমে অন্য প্রায় সবাই আহত হলেন, এই আহতদের মধ্যে ভ্যাসিলেভস্কিও ছিলেন। কিন্তু তিনি কাজ করে চললেন।

বিস্ফোরণের সময় আমি একটা দরদালান বরাবর হেঁটে যাচ্ছিলাম। কি ঘটেছে তা উপলব্ধি করার আগেই বিপদ কেটে গেছে। ভূমিকম্প যেন বাড়িটাকে ঝাঁকিয়ে দিলো। কাচ ভাঙার শব্দ। সামনে-পেছনে দরজার আছাড়ি-পিছাড়ি। বন্ধ দরজাগুলো কব্জা বরাবর ছুটে গেল। তারপরে মুহূর্তের এক ভগ্নাংশের জন্য পরিপূর্ণ এক নৈঃশব্দ—যতক্ষণ না আমার কান মোটামুটি চিনে নিতে পারলো বিমান বিধ্বংসী কামানের গর্জন আর ঘরের ভিতর থেকে রক্তাক্ত মুখে লোকগুলির টলতে টলতে বেরিয়ে আসার সময় কাচ ভাঙার আওয়াজ।

এই ঘটনার পরে আমরা আস্তানা নিলাম ভূগর্ভে। পাঁচ দিন পর্যন্ত রান্না করা কোন খাবার পাওয়া গেল না কারণ আমাদের ভোজনশালা ও রান্নাঘর

বিস্ফোরণে সাংঘাতিক জখম হয়েছিল। এগুলি মেরামত হবার সময় আমাদের স্যাণ্ডুইচ দিয়েই চালিয়ে নিতে হল। সুপ্রীম কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ-এর ব্যক্তিগত নির্দেশে ঝুড়িতে করে এগুলি আমাদের কাছে আসত। আমাদের প্রত্যেকের জন্য তিনটে ক'রে স্যাণ্ডুইচ। যুদ্ধের সম্ভবতঃ কঠিনতম সেই দিনগুলিতে, কি অসম্ভব আশা আর নিরাশায় ভরা দিনগুলিতে, এই ছিল আমাদের জীবন। যুদ্ধের আগে মস্কোবাসীরা যে সব প্রিয় জায়গাগুলিকে রবিবারের ভ্রমণের জন্য ব্যবহার করেছে সে সব জায়গায় নাৎসী ট্যাংক ও সাব-মেশিনগান চালকেরা হাজির হয়েছে, এই চিন্তা ছিল আমাদের কাছে বড় তিক্ত। তবে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে এ বিজয় ক্ষণস্থায়ী।

শত্রুবাহিনীগুলি নিজের অগ্রগতির ফলেই নিজেদের নিঃশেষ করে ফেলেছিল। নিজের রক্তেই তার শ্বাসরোধ হচ্ছিল এবং আমরা সবাই আশা করছিলাম ঠিক এর ফলেই শেষ পর্যন্ত তারা পরাজয় স্বীকার করবে।

পরিস্থিতি ছিল অস্বাভাবিক রকম জটিল ও পরস্পরবিরোধী, কিন্তু এখন এ সম্পর্কে খবর যোগাড় করা ছিল সহজতর, অন্ততঃ মূল খণ্ড সম্পর্কে। সাধারণতঃ কয়েকজন স্টাফ অফিসার খুব ভোরে গাড়িতে চাপতেন, চলে যেতেন পারখুশকোভোতে, যেখানে পশ্চিম ফ্রন্টের সদর দপ্তর করা হয়েছিল, তারপরে যেতেন সেনাবাহিনীদের সদর দপ্তরগুলিতে যেগুলি মস্কো থেকে এখন মাত্র কুড়ি কিংবা ত্রিশ কিলোমিটার দূরে। রণক্রিয়া বিভাগের প্রধানের কাজের মানচিত্রে সব কিছুই তখন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মিলিয়ে দেখা যেত।

৬ই নভেম্বর বিপ্লবের স্মরণে মস্কোতে শ্রমজীবী মানুষদের প্রথাসিদ্ধ এক সভা হল। অবশ্য বলশয় থিয়েটারে নয়, এটা হল মায়াকোভস্কি ভূগর্ভ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। ৭ই নভেম্বর সকালে চিরাচরিত কুচকাওয়াজের অনুষ্ঠান হল রেড স্কোয়ারে। চূড়ান্ত গোপনীয়তার মধ্যে এর জন্য প্রস্তুতি নেয়া হয়েছিল। এমন কি যে সব লোক এতে অংশ গ্রহণ করেছে তাদেরও বলা হয়নি কি কারণে তারা এসব "অভ্যাস করছে।" নানারকম অনুমান করা হয়েছে, কিন্তু বেশির ভাগ মানুষ ধরে নিয়েছে "যুদ্ধের জন্য ইউনিটগুলিকে একত্র করা হচ্ছে।" কুচকাওয়াজ পরিচালনা করলেন লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল পি. এ. আর্তেমিয়েভ, তিনি ছিলেন মস্কো সামরিক জেলার কম্যাণ্ডার ও

মস্কো প্রতিরক্ষা এলাকার ভারপ্রাপ্ত।

ইতিহাসে অভূতপূর্ব এই কুচকাওয়াজে সুপ্রীম কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ অনুপ্রেরণাময় এই বিদায়কালীন বাণী জানালেন তাঁর সৈন্যদের :

'সমগ্র বিশ্ব জার্মান দস্যুবাহিনীকে ধ্বংস করতে সক্ষম একটি শক্তি হিসেবেই তোমাদের গণ্য করে। ক্রীতদাসে পরিণত ইউরোপের জনগণ তোমাদের মনে করে তাদের ত্রাণকর্তা। তোমাদের উপর ন্যস্ত হয়েছে মুক্তিদানের মহান কর্তব্য। তোমরা এই কর্তব্য সাধনের যোগ্য হও!'

এই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে তাঁর বক্তৃতা শেষ হল :

'আলেকজান্দার নেভ্স্কি, দিমিত্রি ডনস্কয়, কুজ্মা মিনিন, দিমিত্রি পোঝারস্কি, আলেকজান্দার সুভোরভ, মিখাইল কুতুজভ প্রমুখ তোমাদের মহান পিতৃপুরুষদের মহান এই নায়কেরা এই যুদ্ধে তোমাদের উদ্দীপ্ত করুন। মহান লেনিনের বিজয়-পতাকা তোমাদের অনুপ্রাণিত করুক!'

স্তালিন বলছিলেন পার্টির নামে, সোভিয়েত সরকারের নামে, তাঁর এই আবেদন দেশব্যাপী অনুরণিত হল।

ঠিক এক সপ্তাহ পরেই হিটলারী বাহিনী নতুন করে মস্কোর উপর আক্রমণ শুরু করল। এবার মূল আঘাত হানা হল,কালিনিন ফ্রন্টের ৩০শ বাহিনীর ও পশ্চিম ফ্রন্টের ১৬শ বাহিনীর সেক্টরে। লড়াই ডিসেম্বর পর্যন্ত টেনে নেওয়া হল তবু শত্রু উল্লেখযোগ্য কোন সাফল্য অর্জন করতে পারল না। কেবল তাদের দক্ষিণপার্শ্ব কাশিরা পর্যন্ত পৌছাল এবং বামপার্শ্ব ইয়াখ্রোমা এলাকায় মস্কো-ভল্গা খাল পর্যন্ত অগ্রসর হল। একটি জায়গায় তারা খাল অবরোধে সফল হল, তবে বেশি দিনের জন্য নয় এবং শেষ পর্যন্ত তাদের আক্রমণ কোনাকোভো, দিমিত্রভ, দেবোভস্ক, কুবিংকা সারপুকভ, তুলা, সেরেব্রিয়ানিয়ে প্রুদি এই লাইন বরাবর স্তিমিত হয়ে থেমে গেল। মস্কোর উপর জার্মানীর দ্বিতীয় দফা আক্রমণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল।

ইতিমধ্যে জেনারেল হেডকোয়ার্টার্সের সাবধানে রক্ষা করা রিজার্ভ বাহিনীগুলিকে রাজধানীতে নিয়ে আসা হচ্ছিল। প্রথম 'শক' বাহিনী এবং ২০শ বাহিনীর আবির্ভাব ঘটল উত্তরে, ১০ম এবং ৬১তম বাহিনীগুলি আর তৎসহ ১ম গার্ডস ক্যাভালরী কোর এল দক্ষিণ-পূর্বে। একই সময়ে তাজা কতকগুলি বাহিনীকে সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের অন্যান্য খণ্ডে পাঠান হল যেখানে তখনো শত্রুর চাপ ছিল প্রবল।

যুদ্ধের সৌভাগ্যলক্ষ্মী এবার আমাদের কৃপাকটাক্ষ করতে আরম্ভ করলেন। এবার আমরা এই পরিকল্পনাটি তৈরি করতে পারলাম: আমাদের মস্কোর সাফল্যকে কাজে লাগিয়ে লেনিনগ্রাদ থেকে রোস্তভ পর্যন্ত গোটা রণাঙ্গনে অবশ্যই আমাদের পাল্টা আক্রমণ চালাতে হবে, পশ্চিম খণ্ডে কেন্দ্রীভূত করতে হবে মূল আক্রমণ। ২৬শে নভেম্বর এই পরিকল্পনা সফল করে দক্ষিণ ফ্রন্টের বাহিনীগুলি রোস্তভের মুক্তি ঘটাল। ডিসেম্বরের ৫-৬ তারিখে মস্কোর চার-পাশের মূল বাহিনীগুলি পাল্টা অভিযান আরম্ভ করল।

শত্রু কিন্তু এজাতীয় ব্যাপার আশা করেনি। পরবর্তীকালে জানা গিয়েছিল যে তারা মস্কোর উত্তরে দুটি বাহিনীর সমাবেশ সম্পর্কেও আদৌ সজাগ ছিল না। এই অজ্ঞতার দরুন অবশ্যই তারা চূড়ান্ত মূল্য দিয়েছিল।

১৯৪১-৪২এর শীতকালে আমাদের জয়সূচক পাল্টা অভিযানের অগ্রগতি ও ফলাফলের কথা যথেষ্ট বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, তার পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই। আমি কেবল কতকগুলি অত্যন্ত সাধারণ সিদ্ধান্তের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করব প্রথম ছয় মাসের যুদ্ধ শেষে যে সব সিদ্ধান্তে আমরা আসতে পেরেছিলাম।

প্রথমতঃ, ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণকে লালফৌজ প্রতিহত করেছে।

দ্বিতীয়তঃ, নাৎসীবাহিনীর অপরাজেয়তার কল্পকাহিনীকে সে চূর্ণ করেছে, কাজে প্রমাণ করেছে যে তাদের মার দেওয়া এবং শেষ পর্যন্ত পরাজিতও করা যায়।

তৃতীয়তঃ, আমরা হিটলারের তড়িৎজয়ের আশায় ছাই দিয়েছি। যুদ্ধের গতি আমাদের অনুকূলে ঘুরে গেছে, আমরা এবার মুখোমুখি হয়েছি এক সুদীর্ঘ ও কঠিন সংগ্রামের যে সম্ভাবনাটি শত্রুর পক্ষে অত্যন্ত প্রতিকূল।

চতুর্থতঃ, আমাদের দেশের অবস্থা এখনো অত্যন্ত গুরুতর: শত্রু কেড়ে নিয়েছে আমাদের শত শত শহর ও নগর, সহস্র সহস্র গ্রাম, অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ বহু এলাকা—বাল্টিক প্রজাতন্ত্রগুলি, বাইলোরুশিয়া, ইউক্রেনের এক বিরাট অংশ আর ডনবাস সবই আক্রমণকারীর পদদলিত। ক্রিমিয়া অধিকৃত, লেনিনগ্রাদ্ অবরুদ্ধ, সেবাস্তপোলও তাই। শত্রুর যুদ্ধের ক্ষমতা তখনও যথেষ্ট, তাকে পরাজিত করতে আমাদের অনেকটাই প্রয়াসের দরকার।

পঞ্চমতঃ, আমাদের ক্ষমতা কোনভাবে হ্রাস পায়নি, বরং প্রতিদিন তা বাড়ছে।

যে সব শিল্পকে পূর্বদিকে অপসারিত করা হয়েছিল তার দ্রুত উন্নতি ঘটছে, দেশের অভ্যন্তরে বিরাট মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলা হচ্ছে, আর শত্রুর অবস্থানের পেছনে পার্টিজানদের কার্যকলাপ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ষষ্ঠতঃ, আমাদের বাহিনীগুলি পোড় খেয়ে উঠেছে, যুদ্ধের কিছু অভিজ্ঞতা তারা অর্জন করেছে, অনেক বেশি দক্ষতা ও প্রত্যয়ের সঙ্গে তারা কাজ করছে। নির্ভরযোগ্য সৈন্যচলাচল ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

অর্ধবর্ষের ঘটনাবলী, বিশেষতঃ মস্কোর যুদ্ধ আবার দেখিয়ে দিয়েছে অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করতে ও তার রূপ দিতে কমিউনিস্ট পার্টি কতখানি ফলপ্রসূ, সংকটমুহূর্তে কিভাবে সে মাতৃভূমিকে রক্ষার কাজে সমগ্র জনগণের সমাবেশ ঘটাতে পারে।

মস্কোর বিজয়ের আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াও ঘটেছিল যথেষ্ট। সোভিয়েত রাশিয়াকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার সব নাৎসী চক্রান্তকেই তা নস্যাৎ করে দিয়েছিল। ১৯৪২-এর ১লা জানুয়ারী নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতায় সম্মতি জানিয়ে একটি ঘোষণাপত্রে ছাব্বিশটি দেশ স্বাক্ষর করে।

জেনারেল স্টাফ-এ কি কোন পরিবর্তন হয়েছিল? হ্যাঁ, অবশ্যই। তার দ্বিতীয় স্তরটি ডিসেম্বরে মস্কোয় ফিরে এল, আগের জায়গায় রইল একটি রিজার্ভ যোগাযোগ কেন্দ্র আর সামান্য জনকয়েক অপারেটর।

আমাদের বিভাগ এবং সামগ্রিকভাবে জেনারেল স্টাফ আগের চেয়ে আরো সুষ্ঠু কর্মধারা আয়ত্ত করেছিল। বি. এম. শাপোশনিকভ ও এ. এম. ভ্যাসিলেভস্কি এবার গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলির দিকে মনোযোগ দিতে এবং পরিস্থিতির গভীরতর বিশ্লেষণ করতে পারলেন। তাঁরা রিপোর্ট করার জন্য প্রতিদিন একবার কিংবা দুইবার জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে যেতেন। শাখাগুলি বাকি কাজকর্ম করত। যেমন, আমাদের শাখাকে ইরানে অবস্থিত সোভিয়েত বাহিনীগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বেশির ভাগ সমস্যাই দেখাশোনা করতে হত। এই দায়িত্বটা খুব সহজ ছিল না। একটা সময়ে আমাদের তিনটে বাহিনী ইরানে ছিল—৫৩-তম স্বয়ন্তর মধ্য এশিয় এবং ৪৭শ ও ৪৪শ বাহিনীদ্বয়। ১৯২১ সালে ইরান ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত একটি চুক্তির ভিত্তিতে ১৯৪১-এর আগস্টের শেষদিক নাগাদ ওদের আমরা সেখানে রেখেছিলাম। সোভিয়েত স্বার্থের ক্ষতি হতে পারে ইরানের ভূখণ্ডকে অন্য কোন দেশের ব্যবহারের

বিপদকে প্রতিরোধের উদ্দেশ্যেই চুক্তিতে এই ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বনের সুযোগ ছিল। ইরানকে এমন একটি জায়গা হিসেবে হিটলার গভীরভাবে চিন্তা করছিলেন যেখান থেকে সোভিয়েত ট্রান্সককেশাস-এর উপরে ভবিষ্যতে হামলা চালান যায়, বলকান থেকে জার্মান ডিভিশনগুলির ভারতবর্ষে ঝাঁপ দেবার জায়গা হিসেবে ব্যবহার করা যায়। ঠিক এখানেই আমাদের মিত্র গ্রেট বৃটেনের স্বার্থও ক্ষুন্ন হচ্ছিল এবং সেও দক্ষিণ ইরানে সৈন্য পাঠিয়েছিল। এর ফলে জেনারেল স্টাফ-এর বাড়তি অসুবিধে হল কারণ বিদেশ-সংক্রান্ত জনগণের কমিশারিয়েতের সঙ্গে অনেক প্রশ্নেরই মীমাংসা করার প্রয়োজন দেখা দিল।

ইরানের পরিস্থিতির উপর সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের তীক্ষ্ণ নজর ছিল এবং আমার দায়িত্ব ছিল এ বিষয়ে বি. এম. শ্যাপোশনিকভকে নিয়মিতভাবে রিপোর্ট করা। বরিস মিখাইলোভিচ শ্যাপোশনিকভ একজন আনন্দময় পুরুষ, আমাদের মত তরুণ কর্নেলদের প্রতি তাঁর আচরণ ছিল সত্যিই পিতার মত স্নেহময়। কোন ভুল করলে তা নিয়ে কখনো গজ্‌গজ্‌ করতেন না। এমনকি গলাটাও চড়াতেন না।

"খোকা, কেমন করে এটা তুমি পারলে," বকুনীর সুরে অস্ফুটে তিনি বলতেন।

কিন্তু এইটুকুই যথেষ্ট ছিল, আমরা কামনা করতাম, 'ধরণী দ্বিধা হও।' বহুকাল পর্যন্ত ভুলটির কথা আমাদের মনে থাকত, আর কখনোই তার পুনরাবৃত্তি ঘটত না।

একদিন মাঝরাতের অনেক পরে শ্যাপোশনিকভের অফিসে আমার ডাক পড়ল। ডেস্কের পাশে তিনি বসেছিলেন, গায়ে সাদা শার্ট, কাঁধের উপরে লাগান গেলিস্‌। তাঁর টিউনিকটি একটা চেয়ারে ঝুলছে।

'বসো হে ছোকরা।' এটা যেন তাঁর বাড়ি এমনভাবে বললেন।

আমাদের যা কাজ ছিল শিগগিরই তা মিটে গেল কিন্তু মনে হল জেনারেল স্টাফ প্রধান এত তাড়াতাড়ি আমাকে ছাড়তে চান না। সে রাতে তিনি খুবই খোশমেজাজে ছিলেন, মানচিত্রটা খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ তিনি স্মৃতিচারণ করতে লাগলেন সে সব দিনের যখন তিনি নিজে কাজ করতেন মধ্য এশিয়ায়। এই এলাকার রণক্রিয়াসংক্রান্ত সমস্ত বৈশিষ্ট্য তাঁর মুখস্থ এবং তিনি এই ভূখণ্ডটিকে নিখুঁতভাবে স্মরণ করতে

পারলেন। এই এলাকা আমারও মুখস্থ—তাই আমাদের খুব জমাট গল্প চলল।

পরবর্তীকালে আমাদের মধ্যে একাধিকবার এমনি কথাবার্তা হয়েছে, এর থেকে আমি অনেক শিখেছি যা আমার শাখা এবং ব্যক্তিগতভাবে আমার অনেক কাজে লেগেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১৯৪২

ফ্রন্টের স্থিতিশীলতা ।। একটি অসফল পরীক্ষা ।। ক্রিমিয়ার ঘটনাবলী ।। স্তালিন ও মেখ্‌লিস-এর মধ্যে তারবার্তা বিনিময় ।। খারকভ-এ চূড়ান্ত সংকটজনক পরিস্থিতি ।। বিপন্ন ককেশাস ।। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ আমার প্রথম রিপোর্ট ।। ট্রান্সককেশাস-এ বিশেষ কার্যভার নিয়ে যাত্রা ।। উত্তর আর্মি গ্রুপ ।। বাকু খণ্ড ।। প্রতিদিন নব্বুই হাজার ।। গিরিপথগুলি বন্ধ করতেই হবে ।। কৃষ্ণসাগর উপকূলের জন্য একটি ঢাল ।। শত্রুর গতিরোধ ।।

১৯৪২-এর নববর্ষ আমরা উদ্‌যাপন করিনি তবু সবার হৃদয়ভরা আনন্দ। মস্কোকে ঘিরে সৈন্যদের সাফল্যে আমরা আনন্দ করছিলাম। উল্লাস আরো বেড়ে গেল ফেব্রুয়ারীর ২৩ তারিখ। লালফৌজের ২৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য প্রতিরক্ষাসংক্রান্ত জনগণের কমিশারের জারি করা একটি আদেশই এর কারণ। এই আদেশে স্তালিন প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন যে লালফৌজ শত্রুকে চূর্ণ করবে এবং লাল পতাকা সোভিয়েত ভূমির সর্বত্র আবার উড্ডীন হবে সেই দিনটি আর দূরবর্তী নয়।

যাই হোক, বসন্তাগমে রণাঙ্গন স্থিতিশীল হয়ে পড়ল এবং ১লা এপ্রিল নাগাদ তা প্রসারিত হল লেনিনগ্রাদ থেকে ভলখোভ নদী বরাবর, স্টারায়া রুশা-র পুবে, তারপরে দেমিয়ানস্ক এলাকার পুবদিকে বেঁকে চলে গেল খোলম, ভেলিঝ, দেমিদভ এবং বেলি-র মধ্য দিয়ে, তৈরি করল তখনো শত্রু কবলিত র্‌ঝেভ-ভিয়াজমা স্ফীতিমুখ, কিরভ, সুখিনিচি, বেলেভকে অন্তর্ভুক্ত করে পৌঁছাল মিৎসেনস্কে, নভোসিল, তিম এবং ভলচানস্ককে আমাদের অংশে রেখে বালাক্লেইয়া, লোজোভায়া, বারভেনকোভো এলাকায় শত্রুর দিকে একটি স্ফীতিমুখ গঠন করে, ক্রাসনি লিমান, দেবালৎসেভো এবং কুইবিশেভোকে বিচ্ছিন্ন করে মিয়াস নদী ধরে চলে গেল দক্ষিণে।

ঠিক এই সময়ে আরো একটি পরীক্ষা চালান হল জেনারেল স্টাফ-এ। হঠাৎ আমাদের বলা হল যে সেক্টরগুলি ভবিষ্যতে এমন সব লোকের দায়িত্বে দেওয়া হবে যাঁরা কোন ফ্রন্ট বা আর্মি পরিচালনা করেছেন অথবা অন্ততঃ পক্ষে আর্মি স্টাফ-এর প্রধান ছিলেন। উদ্দেশ্যটা ছিল এই যে এই নতুন প্রধানেরা তাঁদের ক্ষমতা এবং অভিজ্ঞতার বলে আরো কার্যকরী হবেন এবং

রণক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর সঙ্গে আরো ভালভাবে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবেন। তাঁদের ব্যক্তিগতভাবে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে রিপোর্ট করার অধিকারও মঞ্জুর করা হল। আমরা যারা এখনো পর্যন্ত সেক্টরগুলির ভারপ্রাপ্ত ছিলাম কখনোই সরাসরি জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে রিপোর্ট করিনি।

সিদ্ধান্ত একবার গৃহীত হবার পরে নতুন সেক্টর প্রধানদের জন্য অবশ্যই অফিসের বন্দোবস্ত হওয়া দরকার। যেহেতু আমাদের নিজস্ব কোন অফিস ছিল না, অধস্তনদের সঙ্গে একই ঘরে আমরা কাজ করতাম অতএব আমাদের গুটিয়ে যেতে হল। আরো বিপদ, নতুন প্রধানদের অ্যাডজুট্যান্টদের জন্যেও জায়গার ব্যবস্থা করতে হল, অর্থাৎ, আমাদের আরো স্থানাভাব।

অবিলম্বেই নতুন প্রধানেরা হাজির হলেন এবং শুরু করে দিলেন "ব্যাপারটার ভিতরে ঢোকার।" সোজা ব্যাপার নয়। তাঁদের অনেকে সারা জীবনে কখনোই স্টাফ-এ কাজ করেন নি, কেউবা কিছুটা করে থাকলেও তা এত আগের কথা যে অভ্যেস চলে গেছে। কাজেই নতুন এই বুদ্ধিটা প্রায় জন্মের আগেই মারা পড়ল।

দেখা গেল যে এই সব 'সংস্কার'গুলির ফলে সময়ের নিদারুণ অপচয় ঘটছে। এতে পরিস্থিতি সম্পর্কে সংবাদ জেনারেল স্টাফ প্রধানের কাছে পৌঁছাতে অনেক সময় লাগত। আগের নিয়ম ছিল, টেলিগ্রাফ অফিস থেকে আমরা খবরগুলি নিজেরা সংগ্রহ করতাম, তৎক্ষণাৎ সেগুলি মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত করতাম, তারপরে রিপোর্ট করার জন্য সরাসরি জেনারেল স্টাফ প্রধান অথবা তাঁর ডেপুটির কাছে যেতাম। এখন নতুন একটি মধ্যবর্তী স্তর দেখা দিল। ডেপুটি চিফ অর্থাৎ আমরা, যারা প্রাক্তন সেক্টর প্রধান, টেলিগ্রাফ থেকে খবর সংগ্রহ করব, তারপরে তা পেশ করব নতুন সেক্টর প্রধানের কাছে। তিনি নিজে সেগুলি পর্যালোচনা করবেন, তারপরেই কেবল তিনি জেনারেল স্টাফ প্রধানের কাছে যাবেন এবং তা রিপোর্ট করবেন। স্তরের এই সংখ্যাধিক্য স্বভাবতঃই দক্ষতা বৃদ্ধি নয়, হ্রাসই ঘটাত। পরিস্থিতি সম্পর্কে যেসব দীপ্ত চিন্তা ও সিদ্ধান্তগুলি নতুন প্রধানদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা গিয়েছিল তার কিছুই বাস্তবায়িত হল না। তাঁরা জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে একবার মাত্র রিপোর্ট করতে গিয়েছিলেন বলেই আমার বিশ্বাস। কিংবা, হয়ত বার দুই।

তারপরেই মেনে নেওয়া হল যে পুরোনো পদ্ধতিটাই ভাল ছিল। মাস-খানেক বাদে আমরা ওতেই ফিরে গেলাম।

মে মাসে যে সব ঘটনার সূত্রপাত হল তা সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে এক পরিবর্তন ঘটাল যা আমাদের অনুকূল নয়। এগুলি আমার স্মৃতিতে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে আছে কারণ এগুলি আমার সেক্টরে ঘটেছিল। সর্বপ্রথমে, ক্রিমিয়ার ফ্রন্ট মারাত্মকভাবে পরাজিত হল। ক্রিমিয়াকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে ১৯৪২-এর গোড়ায় এই ফ্রন্ট-এর পত্তন হয় এবং মে মাসে সে সংকীর্ণতম বিন্দু, মানে, তথাকথিত আক-মোনাই অবস্থানে কার্চ উপদ্বীপটি রক্ষা করছিল। এই ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত ছিল ৪৪শ, ৫১শ এবং ৪৭শ বাহিনীগুলি এবং রিইনফোর্স-এর কিছু সুবিধা। এর অধিনায়ক ছিলেন লেফটেন্যান্ট-জেনারেল ডি. টি. কোজলভ, সামরিক পরিষদের সদস্য এম. এ. শামানিন, ডিভিশন্যাল কমিশার, এবং মেজর-জেনারেল এফ. আই. তোলবুখিন, চিফ অব স্টাফ।

ফেব্রুয়ারী ও এপ্রিল-এর মধ্যে কৃষ্ণসাগর নৌবহরের সহযোগিতায় ক্রিমিয়া ফ্রন্ট তিনবার ব্যর্থ প্রয়াস চালাল জার্মান প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করার এবং বাধ্য হল আত্মরক্ষামূলক অবস্থান নিতে। মার্চ-এ জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স এল. জেড. মেখলিসকে প্রতিনিধি হিসাবে সেখানে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন জেনারেল স্টাফ-এর মেজর জেনারেল পি. পি. ভেকনী! তাঁরা একত্রে ফ্রন্টের কম্যাণ্ডকে সেবাস্তোপোলের সাহায্যার্থে একটি রণক্রিয়ার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া ও তা ঘটানর জন্য সাহায্য করবেন। নিজের স্বাভাবিক কর্মপদ্ধতি অনুসারেই মেখলিস সাহায্য করার বদলে প্রবীণ কর্মীদের অদলবদল ঘটান আরম্ভ করলেন। তাঁর প্রথম পদক্ষেপটি হল ফ্রন্টের চিফ অব স্টাফ তোলবুখিনকে সরিয়ে সে জায়গায় মেজর-জেনারেল ভেকনীকে বহাল করা।

যাহোক, ফ্রন্টের রণক্রিয়াগত কাঠামোটি প্রতিরক্ষার উপযোগী ছিল না। বাহিনীগুলি আক্রমণাত্মক কায়দায় সাজান ছিল। কৃষ্ণসাগর সংলগ্ন বামপার্শ্বটি ছিল দুর্বল। এই অবস্থার সমর্থনে কম্যাণ্ডার দাবি করলেন, যে মুহূর্তে আরম্ভস্থলগুলির অবস্থার উন্নতি ঘটবে অমনি ফ্রন্টকে আক্রমণ আরম্ভ করতে হবে। কিন্তু বারবার আক্রমণ মুলতুবী রাখা হল এবং জেনারেল স্টাফ-এর নির্দেশ সত্ত্বেও প্রতিরক্ষাকে শক্তিশালী করা হল না। মেখলিস কম্যাণ্ডারের সঙ্গে ঝগড়া ছাড়া আর কিছুই করলেন না।

ইতিমধ্যে, পরিস্থিতি সম্পর্কে পূর্ণ সজাগ শত্রু আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল

যার লক্ষ্য ছিল সোভিয়েত বাহিনীগুলিকে কার্চ উপদ্বীপ থেকে বিতাড়িত করা যাতে পরবর্তীকালে সেবাস্তোপোলের সাহসী প্রতিরোধকারীদের বিরুদ্ধে আঘাত হানার জন্য জার্মানদের সম্পূর্ণ শক্তিকে সংহত করা যায়। ৪৪-শ বাহিনীর উপকূল পার্শ্বের দুর্বল স্থানটিকে তারা নিখুঁতভাবে খুঁজে বের করল, তাকে শক্তিশালী ট্যাংক, বিমান ও তৎসহ সমুদ্রপথে আক্রমণের লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করল। এই এলাকাবিদ্ধ এবং তৎপরবর্তী উত্তর ও উত্তর-পূর্বে চাপ দিতে পারায় শত্রু ক্রিমিয় ফ্রন্টের বাহিনীগুলিকে পেছনে ঠেলে দিতে সক্ষম হবে।

জার্মানদের আক্রমণাত্মক প্রস্তুতি আমাদের অনুসন্ধানীদের চোখ এড়ায়নি—তারা আসন্ন আক্রমণের সঠিক তারিখটি অনুমান করতে পেরেছিল। আগের দিনই বাহিনীগুলিকে এবিষয়ে অবহিত করা হয়েছিল কিন্তু জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের প্রতিনিধি কিংবা ফ্রন্ট কম্যাণ্ডার কেউ উপযুক্ত ব্যবস্থা নিলেন না।

৮ই মে জার্মানরা ফ্রন্টের দুর্বল উপকূল খণ্ডে আঘাত হানল, আমাদের অবস্থানগুলি ভেদ করল এবং তাদের এই সাফল্যকে অতি দ্রুত কাজে লাগাতে আরম্ভ করল। পেছনে কোন রিজার্ভ না থাকায় প্রতিরক্ষায় আর কোন ভারসাম্য রইল না; সৈন্যদের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গেল এবং বিশৃঙ্খলার মধ্যে পুবদিকে হঠে যাওয়া হল। আমাদের সৈন্যদের নির্ভীকতা সত্ত্বেও এই পরিস্থিতিতে বার দিন যুদ্ধের পর ক্রিমিয় ফ্রন্ট অত্যন্ত মারাত্মক পরাজয় বরণ করল। এর ফলে সেবাস্তোপোলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় এবং ক্রিমিয়ার পরবর্তী যুদ্ধে দারুণ অবনতি দেখা দিল। ১৯৪২-এর ৪ঠা জুলাই সেবাস্তোপোলের শক্ত ঘাঁটির পতনের সঙ্গে সঙ্গে গোটা ক্রিমিয় উপদ্বীপ শত্রুর হাতে চলে গেল।

মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের বিবরণীর মধ্যে দুটি চূড়ান্ত বাকচাতুর্যে ভরা দলিল সুরক্ষিত আছে। তাদের একটি ৮ই মে তারিখে এল. জেড. মেখলিসের সুপ্রীম কম্যাণ্ডার-ইন-চিফকে পাঠান টেলিগ্রাম। মেখলিস লিখেছেন :—

'এখন যদিও নালিশ জানাবার সময় নয়, তবু আমায় রিপোর্ট করতেই হবে যাতে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স বুঝতে পারেন ফ্রন্টের কম্যাণ্ডারটি কি চিজ। ৭ই মে, অর্থাৎ শত্রুর আক্রমণের ঠিক প্রাক্কালে কোই-আসান দখলের আসন্ন রণক্রিয়ার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনার জন্য কোজলভ সমর-পরিষদকে ডাকেন। আমি সুপারিশ করেছিলাম যে এই পরিকল্পনা মুলতুবী রাখা হোক এবং শত্রুর প্রত্যাশিত আক্রমণ সম্পর্কে অবিলম্বে বাহিনীগুলির কাছে নির্দেশ পাঠান হোক। ফ্রন্ট কম্যাণ্ডার তাঁর সই করা এক আদেশের কয়েক জায়গায় উল্লেখ করলেন

যে ১০ই থেকে ১৫ই মে-র মধ্যে আক্রমণের আশংকা করা হচ্ছে। তিনি প্রস্তাব করলেন, ১০ই মে-র আগে পর্যন্ত সমস্ত প্রবীণ কর্মী, বিভিন্ন দলের কম্যাণ্ডার ও আর্মি-স্টাফ বাহিনীগুলির প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে বিস্তৃত পরিকল্পনা রচনা ও অনুধাবন করবেন। এটা করা হল যখন সদ্য-বিগত দিনটির সমগ্র পরিবেশ বুঝিয়ে দিয়েছিল যে আগামী প্রভাতেই শত্রু-আক্রমণ ঘটবে। আমার পীড়াপীড়িতে তারিখ সম্পর্কে ভুল হিসেব সংশোধন করা হল। ৪৪শ বাহিনীর সেক্টরে অতিরিক্ত সৈন্য আমদানীরও বিরোধিতা করেছেন কোজলভ।'

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স প্রতিনিধির দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার এই প্রয়াসটি সুপ্রীম কম্যাণ্ডার-ইন-চিফকে ফাঁকি দিতে পারেনি এবং তিনি উত্তর হিসেবে যে টেলিগ্রাম পাঠালেন সেটিও কম উল্লেখযোগ্য নয়:

'আপনি নিছক দর্শকের এমন এক 'আশ্চর্য ভূমিকায় নিজেকে রেখেছেন যিনি ক্রিমিয় ফ্রন্টের ঘটনাবলীর দরুন কোনই দায়িত্ব বহন করেন না। এই ভূমিকাটি আরামদায়ক হতে পারে কিন্তু তা একেবারেই বস্তাপচা। ক্রিমিয় ফ্রণ্টে আপনি নিছক দর্শকমাত্র নন, বরং জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের একজন দায়িত্বশীল প্রতিনিধি যিনি ফ্রণ্টের সাফল্য ও ব্যর্থতার দরুন কৈফিয়ৎযোগ্য এবং কম্যাণ্ডের দ্বারা অনুষ্ঠিত ভুলগুলিকে সেখানেই সংশোধন করতে দায়বদ্ধ। ফ্রণ্টের বামপার্শ্ব সম্পূর্ণভাবে অরক্ষিত ছিল এজন্য আপনি ও কম্যাণ্ডার উভয়েই দায়ী। যদি 'সমগ্র পরিবেশ বুঝিয়ে দিয়েছিল যে আগামী প্রভাতেই শত্রু-আক্রমণ ঘটবে' এবং আপনি যদি প্রতিরোধ সংগঠনে সম্ভাব্য সমস্ত ব্যবস্থা না নিয়ে নিষ্ক্রিয় সমালোচনাতেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখে থাকেন তবে তা আপনার পক্ষে শুভ হবে না। তার অর্থ এই যে আপনি এখনও বুঝতে পারেন নি আপনাকে ক্রিমিয় ফ্রণ্টে একজন স্টেট ইনস্পেক্টর হিসাবে নয়, পাঠান হয়েছে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর দায়িত্বশীল প্রতিনিধি হিসেবে।'

"আপনার দাবি হিণ্ডেনবার্গের মত কাউকে কোজলভের জায়গায় বদলী করি। আপনার কিন্তু অবশ্যই জানা উচিত যে আমাদের কোন হিণ্ডেনবার্গ মজুত নেই। ক্রিমিয়াতে আপনার কাজ বিশেষ জটিল ছিল না, আপনি নিজেই তার বিলি-ব্যবস্থা করতে পারতেন। যদি আপনি জঙ্গী বিমানকে ফালতু হিসেবে ব্যবহার না করে শত্রুর ট্যাংক ও পদাতিকের বিরুদ্ধে করতেন তবে তা ফ্রন্টকে বিদীর্ণ করত এবং তাদের ট্যাংকও অনুপ্রবেশ করতে পারত না। ক্রিমিয় ফ্রণ্টে দুমাস যাবৎ হাজির থাকার পর এই সামান্য

বিষয়টা বোঝার জন্য কাউকে হিণ্ডেনবার্গ হতে হয় না।"

আমি যতদূর জানি এই টেলিগ্রামটি হল প্রথম দলিল যাতে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স প্রতিনিধির কর্তব্য ও তাঁর দায়িত্বের পরিমাণকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ মেখলিসকে ক্রিমিয় ফ্রন্টে পরাজয়ের জন্য অবিলম্বে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়েছিল, প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত জনগণের ডেপুটি কমিশারের দায়িত্ব থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হল এবং তাঁর পদাবনতি ঘটল। আর কোনদিন তাঁকে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের প্রতিনিধি হিসেবে রণক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর কাছে পাঠান হয়নি।

জেনারেল কোজলভ এবং অন্য যে সব উচ্চপদস্থ অফিসারেরা কার্চ-এর পরাজয়ের জন্য দায়ী তাদেরও নিজ নিজ পদ থেকে সরিয়ে নিচের পদে নামিয়ে দেওয়া হল। তিনটি বাহিনীর যে সব সৈন্য টি*কে রইলো তারা অতি কষ্টে প্রণালী অতিক্রম করে হঠে গেল এবং তামান উপদ্বীপে উপস্থিত হল। এর পরে উপদ্বীপটির প্রতিরক্ষার জন্য ৪৭শ বাহিনীর সমাবেশ এবং ৫১তম-র শক্তিবৃদ্ধি করা হল। এটি হল দক্ষিণ ফ্রন্টের অংশ। ৪৪শকে প্রত্যাহার করা হল মাথাচকালা এলাকায় প্রতিস্থাপনের জন্য। ক্রিমিয় ফ্রন্টের স্টাফ-এর ভিত্তিতে উত্তর ককেশীয় নামে একটি নতুন ফ্রন্টের প্রতিষ্ঠা হল ১৯৪২-র ২০শে মে। এর সেনাপতি হলেন এস. এম. বুদিয়নি। বুদিয়নির কাজ হল আজভ সাগরের পূর্ব উপকূল, কার্চ প্রণালী এবং লাজারেভস্কায়া পর্যন্ত কৃষ্ণসাগরের উপকূল ভাগকে রক্ষা করা। রণক্রিয়ার দিক থেকে তাঁর অধীনে রইল সমগ্র কৃষ্ণসাগরীয় নৌবহর এবং আজভসাগরীয় ক্ষুদ্র নৌবহর।

কার্চ উপদ্বীপে যখন যুদ্ধ চলছিল সেই সময়ে দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের বাহিনীগুলি খারকভের উপর আক্রমণের সূত্রপাত করল। জেনারেল স্টাফ গভীর অমঙ্গলা-শংকায় এই রণক্রিয়ার অগ্রগতি লক্ষ্য করছিল যেটি ফ্রন্ট কম্যাণ্ডের উদ্যোগে হাতে নেওয়া হয়েছিল। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স ফ্রন্টকে সতর্ক করে দিয়েছিল যে এই রণক্রিয়ার জন্য তাকে অতিরিক্ত কোন সৈন্য, অস্ত্র-শস্ত্র কিংবা জ্বালানী কিছুই সে দিতে পারবে না কারণ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যথেষ্ট সংখ্যক রিজার্ভ এবং মাল-মশলা নেই। কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের সমর-পরিষদ এসব ছাড়াই সাফল্যের নিশ্চয়তা দিয়েছিল।

যাহোক, ঘটনাবলী অভাবনীয় দিকে মোড় নিল। আমাদের সৈন্যরা এগিয়ে গেলে শত্রু শক্তিশালী ট্যাংক বহরকে নিয়োজিত করে প্রতিশোধ নিল

এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রণ্টের তিনটি বাহিনীকে পরাজিত করল।

পরিস্থিতি ক্রমশঃই কঠিন হতে হতে শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত সংকটজনক হয়ে উঠল। সাহায্যের জন্য সমর-পরিষদের অনুরোধের জবাবে সুপ্রীম কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ উত্তর দিতে বাধ্য হলেন :

'যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নতুন কোন ডিভিশন জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের হাতে নেই…। আমাদের অস্ত্র-শস্ত্রের সঙ্গতি সীমিত, আপনাদের বোঝা দরকার যে আপনারা ছাড়া অন্য ফ্রন্টগুলিও আছে…। যুদ্ধ জিততে হবে সংখ্যা নয়, দক্ষতা দিয়ে। যদি আরো ভালভাবে সৈন্য পরিচালনার শিক্ষা আপনাদের না হয়ে থাকে তবে দেশ যা কিছু অস্ত্র উৎপাদনে সক্ষম তার সবটুকুও আপনাদের পক্ষে যথেষ্ট হবে না। যদি আদৌ শত্রুকে পরাজিত করতে চান তবে এসব কিছুকেই আপনাদের হিসেবের মধ্যে আনতে হবে।'

দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রণ্টে উদ্ভূত পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটার কারণ, যুদ্ধের ফলে দুর্বল দক্ষিণ ফ্রণ্টের এমন অবস্থা আর রইল না যে দনেৎস অববাহিকার যেটুকু অংশ আমাদের হাতে রয়েছিল তা বজায় রাখে। ওদিকে ভরোনেঝ ও ভলগার দিকে শত্রুর অগ্রগমন রোধ করার ক্ষমতা ব্রিয়ান্স্ক ফ্রণ্টের ছিল না। ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল যেন দনেৎস অববাহিকা পেরিয়ে যুগপৎ আক্রমণ করলে জার্মানরা দক্ষিণ ফ্রন্টকে ডনের নিম্ন অববাহিকা অঞ্চলে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবে। সেখান থেকে হাত বাড়ালেই ককেশাস। আমরা নিঃসন্দেহ ছিলাম যে তেল, শস্য ও অন্যান্য সম্পদে সমৃদ্ধ ককেশাসকে (এশিয়ায় আরো আক্রমণের সুযোগও এতে আসবে) দখল কবার প্রয়াস তারা করবে। মে-র শেষ দিক থেকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই অঞ্চলের প্রবেশ পথগুলির প্রতিরক্ষার কথা, সবচেয়ে ভাল কোন্ কোন্ লাইনে আমাদের সৈন্য সমাবেশ করা যায়, যুদ্ধ প্রস্তুতির সম্ভাবনা এবং এই অঞ্চলের প্রতিরক্ষা সংগঠিত করার সঙ্গে যুক্ত যাবতীয় ব্যাপার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আমরা বিচার বিবেচনা করছিলাম।

দুর্ভাগ্যবশতঃ, বাস্তবিক যা ঘটল তা আমাদের নিকৃষ্ট কল্পনাকেও ছাড়িয়ে গেল। ১৯৪২-এর গ্রীষ্মে শত্রু সফল হল ভরোনেঝ-এ প্রবেশ করতে, ডন-এর মধ্যাংশে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে ও স্তালিনগ্রাদের নিকটবর্তী হতে। বেষ্টনী এড়াবার জন্য জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স দক্ষিণ ফ্রন্টকে আদেশ দিল রোস্তভ পরিত্যাগ করতে এবং ডনের ওপারে হঠে যেতে। ২৫শে জুলাই নাগাদ তার সৈন্যেরা নদীর পূর্বতীরে এল কিন্তু অবলম্বেই ট্যাংক, বিমান ও গোলন্দাজী

শক্তির যথেষ্ট প্রাধান্যের ফলে তারা এই লাইনও পরিত্যাগ করতে বাধ্য হল। তুমুল লড়াইয়ের মধ্যে তারা ককেশাসের নিম্নদেশের পাহাড়াঞ্চলে সরে পড়ল।

জেনারেল স্টাফ-এর পক্ষেও এটা সুসময় মোটেই ছিল না। অত্যধিক স্বাস্থ্যহীনতার ফলে ১৯৪২-এর জুন মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল বি. এম. শ্যাপোশনিকভ তাঁর জেনারেল স্টাফ প্রধানের পদ থেকে অবসর নিতে বাধ্য হলেন। তিনি উচ্চতর সামরিক বিদ্যালয়ের নিঝঞ্ঝাট কাজ নিলেন। তাঁর জায়গায় এলেন কর্নেল-জেনারেল এ. এম. ভ্যাসিলেভস্কি, ইনি আগে ছিলেন রণক্রিয়া বিভাগের প্রধান। ভ্যাসিলেভস্কির প্রস্থানে এই অগ্রগণ্য বিভাগটির কাজকর্মে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া ঘটল। ছয়মাস কালের মধ্যে আমাদের একসারি নতুন প্রধান এলেন। পি. আই. বোদিন এই পদে অধিষ্ঠিত হলেন, এ. এন. বোগোলিউবভ হলেন বার দুই, তারপরে এলেন ভি. ভি. আইভানভ। এইসব নিয়োগের ফাঁকে ফাঁকে এই বিভাগটি পরিচালনা করলেন পি. জি. টিখোমিরভ, পি. পি. ভেখনী এবং এস. এন. ভেনিয়াতুলিন প্রমুখ ভারপ্রাপ্ত প্রধানেরা।

আরো ব্যাপার, সুপ্রীম কম্যাণ্ডারের নির্দেশে ভ্যাসিলেভস্কিকে তাঁর সময়ের একটা বড় অংশ ব্যয় করতে হল রণাঙ্গনে এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে জেনারেল স্টাফ কমিশার এফ. ওয়াই. বোকভের দায়িত্বে থাকত। তিনি ছিলেন চমৎকার একজন মানুষ ও পার্টিকর্মী কিন্তু ঠিক রণক্রিয়ার কাজকর্মের প্রশিক্ষণ তাঁর ছিল না।

জেনারেল স্টাফ প্রধানের রণাঙ্গনে দীর্ঘযাত্রা এবং রণক্রিয়া বিভাগের নেতৃত্বে ঘন ঘন রদবদল এমন এক নার্ভাস আবহাওয়ার সৃষ্টি করে যা প্রায়ই দক্ষতা-হীনতার দিকে নিয়ে যায়। বিভাগটির দায়িত্বে দুএক মাস থাকাটা বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করা এবং পরিস্থিতি অনুধাবন করার ব্যাপারে মোটেই যথেষ্ট নয়। নতুন প্রধানদের মধ্যে কেউ আস্থার সঙ্গে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ রিপোর্ট করতে সক্ষম হলেন না। নেহাৎ যদি দরকার হয় তাই বিভিন্ন সেক্টরের ভারপ্রাপ্ত অফিসারদের তাঁরা হাতের কাছে রাখতেন, যে কোন অপ্রত্যাশিত প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য তারা প্রস্তুত থাকত। কাজেই এই 'প্রাক-স্টীমার ঘর'টি, রণক্রিয়া প্রধানের অপেক্ষা-ঘরকে আমরা তাই বলতাম, সর্বদাই মানুষে ঠাসা থাকত। কেউ কেউ অপেক্ষা করতে করতে কাগজপত্রের উপর ঝুঁকে পড়ে কাজ করার চেষ্টা করত. তাদের বেশির ভাগই বসার আসনগুলিকে ক্ষয় করতে করতে তাদের

সময়ের অপচয় করত। কোন কোন সময় জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স থেকে ফোন আসত, অফিসারদের একজন প্রশ্নের উত্তর দিত, তারপর আমরা সবাই আবার অপেক্ষমান অবস্থায় ফিরে যেতাম।

এটা যখন স্পষ্ট হয়ে উঠল যে নাৎসী বাহিনী কাস্পিয়ান উপকূল বরাবর ও ককেশাস পর্বতমালা পেরিয়ে অবধারিত ভাবে দক্ষিণে অনুপ্রবেশ করবার চেষ্টা করবে তখন আমরা ত্বরিতে এই নতুন এবং অপরিহার্য প্রশ্নটির সম্মুখীন হলাম,—ওদের তুর্কী সমর্থকেরা ওদের পক্ষে যোগ দেবে কিনা। তুলনামূলকভাবে ইরানের অবস্থা চলছিল ভালই কিন্তু তুরস্কের কথা আলাদা। ১৯৪২-এর মাঝামাঝি কারো পক্ষে এ গ্যারান্টি দেওয়া সম্ভব ছিল না যে তারা জার্মানীর পক্ষ নেবে না। নেহাৎ অকারণে ছাব্বিশটি তুর্কী ডিভিশনকে সোভিয়েত-ট্রান্সককেশিয়ার সীমান্তে স্থাপন করা হয়নি।

সোভিয়েত-তুর্কী সীমান্তে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করতে হল এবং আকস্মিক আক্রমণরোধে সেখানে ৪৫শ বাহিনীকে মোতায়েন করা হল। ইরানের মধ্য দিয়ে যদি তুর্কী আক্রমণ ঘটে সেজন্য ইরান-তুর্কী সীমান্তেও আগেই সতর্কতা নেওয়া হল: এখানে ছিল আমাদের ১৫শ অশ্বারোহী বাহিনী যার শক্তিবৃদ্ধি করছিল একটি পদাতিক ডিভিশন ও একটি ট্যাংক ব্রিগেড।

উল্লেখযোগ্য যে শান্তির সময়েও ট্রান্সককেশিয়ার সুরক্ষার জন্য একটি পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল। ইরানে আমাদের বাহিনী পাঠানর পরে এটি ১৯৪১-এ পরীক্ষিত ও সংশোধিতও হয়েছিল কিন্তু যে মনোযোগ প্রাপ্য ছিল তা সে পায়নি। ১৯৪১-এর শেষদিকে জার্মানরা যখন রোস্তভ দখল করেছে এবং ককেশাস ভেদ করার প্রথম প্রয়াস চালাচ্ছে তখন প্রয়োজন হল পরিকল্পনাটির আমূল সংস্কারের, কেবলমাত্র তুরস্কের দিক থেকেই নয়, উত্তর দিক থেকেও ট্রান্সককেশিয়াকে বন্ধ করে দেবার প্রয়োজনীয়তার কথাটা হিসেবের মধ্যে রেখে। উপরন্তু, এই পরিস্থিতিতে উত্তর খণ্ড অগ্রাধিকার পেল।

ট্রান্সককেশিয় ফ্রন্ট, যেটি ১৯৪১-এ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, মূলতঃ গঠিত ছিল ৪৫শ, ৪৬শ বাহিনী এবং ইরানে অবস্থিত সৈন্যদের নিয়ে। জুনে পরিপূরক হিসেবে তার সঙ্গে যুক্ত হল ৪৪-শ বাহিনী, মাখাচকাল্লা অঞ্চলে যার শক্তিবৃদ্ধি করা হয়েছিল। উত্তর ককেশিয় ফ্রন্টের বাহিনীগুলির দ্বারাও ট্রান্সককেশিয়া রক্ষিত হল। কিন্তু স্পষ্টতঃই এই বাহিনীগুলি যথেষ্ট ছিল না এবং জেনারেল স্টাফের পরামর্শে মধ্য এশিয়া এবং অন্যত্র থেকে দ্রুত সৈন্য বদলী করা শুরু হল।

২৩শে জুন ট্রান্সককেশিয় ফ্রন্টের সমর-পরিষদ ট্রান্সককেশিয়ার প্রতিরক্ষার জন্য একটি সংশোধিত পরিকল্পনা মস্কোকে পেশ করল। এতে কেবল অসম্পূর্ণতাগুলিই প্রকট হয়ে উঠল। সৈন্যের অভাবটা স্বাভাবিকভাবেই তাদের ব্যবহার করার দিক থেকে পরিকল্পনাটিকে প্রভাবিত করেছিল। যেখানে ৪৪শ বাহিনীকে তেরেক নদী অঞ্চলে সরিয়ে নিয়ে বাকু সেক্টরকে সঠিকভাবেই শক্তিশালী করা হচ্ছিল, ফ্রন্টের নেতৃত্ব সেখানে সমগ্র মূল ককেশাস পর্বতশ্রেণীকে অরক্ষিত রাখলেন। এই দায়িত্ব রাখা হল শক্তিতে ঊন ৪৬শ বাহিনীর উপর। ফল হল, যেমন ধরুন, মারুখ গিরিপথের প্রতিরক্ষায় নিযুক্ত থাকল কেবলমাত্র একটি পদাতিক কোম্পানী, তার সঙ্গে একটি মর্টার প্লেটুন ও এক প্লেটুন ইঞ্জিনীয়ার, ওদিকে ক্লুখর রক্ষিত হল দুটি পদাতিক কোম্পানী ও একটি ইঞ্জিনীয়ার প্লেটুনের সাহায্যে।

এই শক্তি নিয়ে গিরিপথগুলি দখলে রাখার প্রশ্নই অবশ্য ওঠে না। ফ্রন্টের কম্যাণ্ডারকে জেনারেল স্টাফ এই সব ত্রুটির দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে দেখালেন এবং ট্রান্সককেশিয়ার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ঠেক্না দেবার কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে রিজার্ভ-এর খোঁজ করতে লাগলেন। আগস্ট মাসের মধ্যে ১৫ম ও ১১শ রক্ষী পদাতিক বাহিনী এবং তৎসহ ১১টি স্বয়ন্তর পদাতিক ব্রিগেডকে সেখানে পাঠান হল। এদের নিয়ন্ত্রণকে সহজতর করার জন্য উরুখ এবং তেরেখ নদীর প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত সৈন্যদের তথাকথিত উত্তরদল-এর মধ্যে আই. আই. ম্যাসলেনিকভ-এর নেতৃত্বে একত্রিত করা হল। এর অন্তর্ভুক্ত রইল ৪৪শ বাহিনী, মানে, জেনারেল ভি. এন. কুরদিউমভ-এর সৈন্য যা ৯ম বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এবং ৩৭শ বাহিনী যেটি দনেৎস উপত্যকা ও দন থেকে পশ্চাদপসরণ করেছিল। জেনারেল ম্যাসলেনিকভ-এর উপর ভার রইল বাকু খণ্ড ও ককেশাস পর্বতশ্রেণী অতিক্রম করে প্রধান পথটি, অর্থাৎ জর্জিয় সামরিক সড়ক, এগুলি বন্ধ করে দেওয়া।

উত্তর ককেশিয় ফ্রন্টে সাংগঠনিক ব্যবস্থাদিও নেওয়া হল। ২৮শে জুলাইতেই একে পরিপূরণ করা হয়েছিল দক্ষিণ ফ্রন্টের সেই বাহিনীগুলির দ্বারা যেগুলি ককেশাসে হঠে গিয়েছিল এবং পুনর্গঠিত হয়েছিল। দুটি টাস্ক ফোর্স গঠিত হল—লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল আর. ওয়াই. ম্যালিনোভস্কির নেতৃত্বে ডন দল এবং কর্নেল জেনারেল ওয়াই. টি. চেরেভিচেংকোর নেতৃত্বে উপকূল দল।

জুলাই-এর শেষে এবং আগস্ট-এর প্রথমার্ধ জুড়ে কুবান এলাকায় চলল তুমুল

প্রতিরক্ষার লড়াই। সোভিয়েত সৈন্যরা নির্ভীকভাবে লড়াই করল কিন্তু শত্রু তাদের চেপে ধরে এক-পা এক-পা করে এগিয়ে চলল এবং আগস্টের শেষদিক নাগাদ তেরেক-এ পৌছাল। এখানে ট্রান্সককেশিয় ফ্রন্টের উত্তর দল যুদ্ধে নামল। তার এফিলিসের গোড়ালী * ছিল অস্ত্রাভাব। যেমন, ১০ই আগস্ট তারিখে ৪১৭তম পদাতিক ডিভিশনের মাত্র ৫০০টি রাইফেল ছিল। ১৫১তম ডিভিশন ছিল অস্ত্রে অর্ধসজ্জিত, তার রাইফেলগুলিও ছিল বিদেশে তৈরি। এমন কি এরকম রাইফেলেও পদাতিক ব্রিগেডগুলির মধ্যে একটিতে শতকরা ৩০ জন মাত্র মানুষ সজ্জিত ছিল এবং ব্রিগেডটির কোন মেশিনগান কিংবা কামান ছিল না।

এসব কিছুর ফলে আমরা দারুণ আশংকিত হয়ে পড়লাম, আর তা অকারণে নয়। সংক্ষিপ্ত এক হঠাৎ আক্রমণে ক্লুখর গিরিপথ অধিকার করতে শত্রু সফল হয়েছিল যেকথা ৪৬শ বাহিনীর সদর দপ্তর জানতে পারে এটি ঘটার দুদিন পরে।

জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স-এ আমি প্রথম যে রিপোর্টটি দিয়েছিলাম তার স্মৃতির সঙ্গে ট্রান্সককেশিয়ার প্রতিরক্ষার ব্যাপারটি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। যা ঘটেছিল তা হল এই: একদিন রাতে এ. এফ. বোকভ ক্রেমলিন থেকে ফোন করে কর্নেল কে. এফ. ভাসিলচেংকো ও আমাকে আদেশ দিলেন কাজের মানচিত্রগুলি নিয়ে তৎক্ষণাৎ যেতে। যে-গাড়ি পাঠান হয়েছিল সেই গাড়িতেই আমরা গেলাম। ক্রেমলিনে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটল যে লেফটেন্যান্ট কর্নেলের সঙ্গে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। তিনি আমাদের দোতলায় স্তালিনের এ্যান্টি-রুম পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। দুজনেই আমরা নার্ভাস ছিলাম কারণ আমরা উপলব্ধি করেছিলাম যে আমাদের সেক্টরগুলির পরিস্থিতি সম্বন্ধেই জানতে চাওয়া হবে। কয়েক মিনিট পরে ডাক পড়ল সুপ্রীম কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ-এর অফিসে। দেয়ালের দিকে পেছন দিয়ে প্রকাণ্ড একটা টেবিলে বসেছিলেন মলোটভ, ম্যালেনকভ ও মিকোয়ান। টেবিলের ওদিকে ছিলেন এফ. ওয়াই. বোকভ, পি. আই. বোদিন, যিনি সবেমাত্র রণক্রিয়া প্রধান নিযুক্ত হয়েছেন, আর ছিলেন ওয়াই. এন. ফেদোরেংকো। স্তালিন ঘরে পায়চারী করছিলেন। আমরা আত্মপরিচয় দিলাম।

---

* অর্থাৎ দুর্বল স্থান।

"স্তালিনগ্রাদের আশপাশ ও দক্ষিণের অবস্থা সম্পর্কে কি আপনারা রিপোর্ট করতে পারেন ?" স্তালিন আমাদের জিজ্ঞেস করলেন।

আমরা একসঙ্গে সামরিক কায়দায় জবাব দিলাম যে আমরা পারি।

কে. এফ. ভ্যাসিলচেংকো আরম্ভ করলেন স্তালিনগ্রাদ সম্পর্কে তাঁর রিপোর্ট। সৈন্যদের অবস্থান ও অবস্থা সম্পর্কে, কোন্ লাইন ও ইউনিটগুলি হঠে যাচ্ছে, অপসৃয়মান সৈন্যদের নেতৃত্ব কে দিচ্ছে, দ্বিতীয় সারি ও রিজার্ভদের কোথায় নিয়োগ করা হচ্ছে, সৈন্য চলাচল ও সরবরাহ পরিস্থিতি কেমন ইত্যাদি বিষয়ে সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক প্রশ্ন করলেন। ভ্যাসিলচেংকো সবই জানতেন। তিনি চমৎকার রিপোর্ট করলেন।

এরপরে আমার পালা এল। আমি ম্যাপ খুললাম এবং বললাম কোন্ সৈন্যরা তেরেক রক্ষা করছে, অন্য কাদের সেখানে আনা যায় এবং কিভাবে বাকু ও জর্জিয় সামরিক সড়কের দুয়ার বন্ধ করা যেতে পারে। মূল ককেশাস পর্বতশ্রেণীর গিরিপথগুলির প্রতিরক্ষারত দুর্বল সৈন্যদল, নভোরসিস্ক ও তুয়াপ্‌সে সেক্টরের সংকট এবং প্রতিরক্ষা লাইন নির্মাণের কাজ দ্রুততর করার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি সব বিষয়ের উল্লেখ করতেও অবহেলা করলাম না।

কোনরকম বাধা না দিয়ে স্তালিন আমার কথা শুনলেন। প্রশ্ন শুরু হল কেবল তখনই যখন আমি আমার বক্তব্য শেষ করেছি।

'অন্য আর কোন্ কোন্ সৈন্যদল ট্রান্সককেশিয়ায় রয়েছে ?'

আমি তাঁকে বললাম।

'মধ্য এশিয়া থেকে কিছু কি আনা যেতে পারে ?'

'মেজর-জেনারেল লুচিনস্কির নেতৃত্বাধীন ৮৩-শ পাহাড়ী পদাতিক ডিভিশনকে," আমি বলি, সেই সঙ্গে যোগ করি : 'এর পক্ষে সেরা অবস্থানটি হবে তুয়াপ্‌সে সেক্টর। আরেকটি ডিভিশনও আছে যাকে আনা যায়।'

'ইরান থেকে কি আনা যেতে পারে ?' সুপ্রীম কম্যাণ্ডার জিজ্ঞেস করলেন।

'একটি কিংবা দুটি ডিভিশনের বেশি নয়।' কেন সেটা আমি ব্যাখ্যা করি।

'বাকু সেক্টরের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিন", পি. আই. বোদিনকে সম্বোধন করে স্তালিন বললেন।

সুপ্রীম কম্যাণ্ডারের আচরণ ছিল খুবই খোলামেলা ও আন্তরিক, ফলে আমাদের প্রাথমিক জড়তা ক্রমে কেটে গেল। রিপোর্টের শেষদিকে ভ্যাসিলচেংকো এবং আমি দুজনেই বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করলাম।

'যাবার সময় আপনাকে এই কর্নেলদের সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে', বিশেষ কাউকে সম্বোধন না করে স্তালিন বললেন।

এবং ব্যাপারটার এখানেই ইতি। আমাদের বিদায় নেবার অনুমতি দেওয়া হল। কয়েকদিন পরে, মানে, সঠিকভাবে বলতে গেলে ২১শে আগস্ট পি. আই. বোদিন আমাকে বললেন, 'আপনি অবশ্যই তৈরি থাকবেন। কাল ০৪'০০ টায় আপনি আমার সঙ্গে বিমান বন্দরে যাবেন। একজন সংকেতলিপি পাঠক কেরানী এবং আপনার সেক্টর নিয়ে কাজ করেন এমন কিছু অফিসারকে সঙ্গে নেবেন।'

আমার প্রস্তুতি নেবার বিশেষ দরকার ছিল না। আমার সেক্টর সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য আমার মুখস্থ, আর কাজের জায়গাতেই, মানে কিরভ স্ট্রিট-এ আমরা থাকতাম। পরদিন সকালে নির্দিষ্ট সময়ে বোদিনের গাড়িতে চড়ে আমরা কেন্দ্রীয় বিমানঘাঁটিতে গেলাম। একটি এস আই-৪৭ বিমান আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। তার ক্যাপ্টেন কর্নেল ভি. জি. গ্রাচভ এগিয়ে এলেন এবং বোদিনকে রিপোর্ট করলেন।

আমরা মধ্য এশিয়ার পথে ৎবিলিসির দিকে উড়ে চললাম। সরাসরি পথটি ইতিমধ্যেই জার্মানরা ছিন্ন করে দিয়েছে। আমরা সন্ধ্যায় ক্রাসনোভদস্ক-এ অবতরণ করলাম এবং যখন বেশ অন্ধকার হয়ে এল তখন কাস্পিয়ান পেরিয়ে বাকু এবং তারপরে ৎবিলিসির দিকে উড়লাম।

প্রায় মধ্যরাত্রিতে ৎবিলিসিতে নেমে বিমানঘাঁটি থেকে সোজা চলে গেলাম ফ্রন্ট সদর দপ্তরে। শহরের চোখে তখনো ঘুম নেই। অনেক রাস্তা তখনো আলোকস্নাত জনপূর্ণ।

বোদিন তখনই চিফ অব স্টাফ এ. আই. সুবোতিন-এর রিপোর্ট শুনলেন এবং আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করলেন। উদ্দেশ্য কয়েকটি: অকুস্থলেই পরিস্থিতি অনুধাবন করা, ট্রান্সককেশিয়ার প্রতিরক্ষাকে শক্তিশালী করার জন্য অতিরিক্ত ব্যবস্থাদি ঠিক করা এবং তা কার্যকরী হচ্ছে কিনা তা দেখা, উত্তর থেকে যে সব সেনাদল ট্রান্সককেশিয়ায় হঠে গেছে বা এখনো যাচ্ছে তাদের মধ্য থেকে এবং স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্য থেকেও নতুন অংশ সংগঠিত করে একটি রিজার্ভ বাহিনী গঠন করা এবং সর্বশেষে প্রতিরক্ষা লাইন গড়ে তোলার কাজ, বিশেষতঃ বাকু সেক্টরে, ত্বরান্বিত করা। উপসংহারে ফ্রন্ট কম্যাণ্ডারকে বোদিন বললেন: 'আপনি কি অবগত আছেন যে আমাদের সংকটাবস্থার সুযোগ নিতে এবং ট্রান্সককেশিয়ায় বৃটিশ ফৌজ পাঠানর জন্য আমাদের সম্মতি পেতে চেষ্টা করছে

মিত্রপক্ষ? এটা অবশ্যই মেনে নেওয়া যায় না। রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটি বিবেচনা করে যে ট্রান্সককেশিয়ার প্রতিরক্ষা হল একটি অত্যাবশ্যক ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় কাজ। শত্রুর আক্রমণ রুখবার জন্য সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া, তাকে ক্ষয় করা এবং তারপরে পরাজিত করা আমাদের একটি কর্তব্য। হিটলারের আশা এবং মিত্রদের আকাঙ্ক্ষা এদের সমাধি দিতে হবে…'

আমাদের কার্যকলাপের প্রথম বাস্তব ফল হল এই, ২৪শে আগস্ট ট্রান্সককেশিয়ায় জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হল। যে সব সৈন্যদল ভাল অবস্থায় উত্তর থেকে হঠে গিয়েছিল তাদের সবাইকে প্রতিরক্ষার জন্য মোতায়েন করা হল তেরেক, ককেশাস পর্বতশ্রেণীর নিম্নাংশের পাহাড়ী অঞ্চলে এবং নোভোরসিস্ক ও তুয়াপসে সেক্টর-এ। আগের লড়াইতে যে সব ইউনিট এবং দলগুলি প্রচণ্ড মার খেয়েছিল, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও অস্ত্রশস্ত্র হারিয়েছিল তাদের পেছন দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হল। ২৮শে আগস্ট বাকু খণ্ডে ৫৮তম বাহিনী গঠনের প্রথম পদক্ষেপগুলি নেওয়া হল। কিজ্লিয়ার অঞ্চলে একটি পাঁচমিশেলী অশ্বারোহী কোর-কে সন্নিবিষ্ট করা হল।

পরিস্থিতির পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করার পর আমরা সামরিক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলির জন্য প্রতিরক্ষা অঞ্চল গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিলাম। সবশুদ্ধ এরকম তিনটি অঞ্চল ছিল—বাকু স্পেশ্যাল, গ্রোজ্নী ও ভ্লাদিকাভকাজ্। এই সব অঞ্চলের প্রবেশপথগুলির প্রতিরক্ষায় রত বাহিনীগুলির উপাধ্যক্ষদের সমান অধিকার মঞ্জুর করা হল এই অঞ্চলগুলির প্রধানদের।

একটা গোটা পদাতিক ডিভিশনকে মোতায়েন করা হল জর্জিয় সামরিক সড়কের প্রতিরক্ষার জন্য। তার মূল বাহিনীগুলি ওরজ্বনিকিভ্খি-র পথ আগলে রইল। গোরি থেকে আরো একটি ডিভিশনকেও এই অঞ্চলে পাঠানো হচ্ছিল।

বাকু সেক্টর আমাদের অনেক ঝঞ্ঝাট দিল। এক পরিদর্শন সফরের সময় আমরা আবিষ্কার করলাম যে প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরির কাজ খুব ঢিমে তালে চলছে। স্পষ্টতঃই শ্রমিকের অভাব। ১৬ই সেপ্টেম্বর, সামরিক বিভাগের এক প্রতিনিধিত্বের ফলে মাখাচকালা, ডারবেন্ট ও বাকু অঞ্চলে প্রতিরক্ষা ব্যূহ নির্মাণের জন্য স্থানীয় জনসাধারণের মধ্য থেকে প্রতিদিন ৯০০০০ মানুষের হাজির হওয়া সম্বন্ধে রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটি এক প্রস্তাব গ্রহণ করল। এর পরে জোর কদমে কাজ এগিয়ে চলল। ট্রেঞ্চ ও ট্যাংক প্রতিরোধী গর্ত খোঁড়া হল, দিন-রাত ট্যাংক-রা অস্ত্রশস্ত্র বসান হল। অধিকন্তু, ২৯শে সেপ্টেম্বর জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স

অন্যান্য আরো কিছু ব্যবস্থা অবলম্বনের আদেশ দিল এবং বিশেষভাবে এই অঞ্চলের জন্য একশ'টি ট্যাংক পাঠাল।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর তুয়াপ্সের দিকেও প্রচুর মনোযোগ দেওয়া হল। আগস্ট মাসের গোড়া থেকেই এটি সর্বক্ষণ জেনারেল স্টাফ-এর দৃষ্টিসীমার মধ্যে ছিল। যদি শত্রু ঢুকে পড়ে তুয়াপ্সে পর্যন্ত আসতে পারে তবে তারা ট্রান্সককেশিয়ার প্রতিরক্ষারত বাহিনীগুলির পেছনে উত্তর দিক থেকে আঘাত হানার মত অবস্থায় এসে পড়বে এবং উপকূল বরাবর সুখুমী ও সচি-র দিকে সহজতম পথটি পেয়ে যাবে। শত্রুর পরিকল্পনা ছিল বড় মাপের কিন্তু ভাগ্যে তার সাফল্য লেখা ছিল না। ৭ই আগস্ট জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স এবিষয়ে একটি বিশেষ নির্দেশনামা জারী করল যার পরবর্তী ফল হিসেবে দশ দিনব্যাপী তুমুল লড়াইয়ের পর তুয়াপসে থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে মূল ককেশিয় পর্বতশ্রেণীর উত্তরের ঢালে এসে শত্রুর গতিরোধ হল। যাই হোক, এর পরেও সেখানকার অবস্থা অত্যন্ত সংকটপূর্ণ রইল।

তামান উপদ্বীপ ও নভোরসিস্ক, যেখানে আমাদের নৌঘাঁটি ছিল, সেখানেও কিছু কম জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি। এটা হল সেই জায়গা যেখান থেকে তুয়াপ্সের উপরে হামলাকে শত্রু মদত যোগাতে চেয়েছিল। এখানে তাদের সাফল্য অনেক বেশি উল্লেখযোগ্য। যখন আগস্ট মাস এসে সেপ্টেম্বরে বিলীন হল তারা উপদ্বীপটি এবং নভোরসিস্ক-এর একটা বড় অংশ দখল করে নিল। যে ৪৭-শ বাহিনী কৃষ্ণসাগরের এই গুরুত্বপূর্ণ বন্দরটি রক্ষা করছিল তার অবস্থা সংকটজনক হয়ে পড়ল। ফলাফল নির্ভর করছিল সৈন্যদের টিকে থাকার ক্ষমতা, সেনাপতিদের দক্ষতা ও সাহস, গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির নির্ভুলতা ও যে দৃঢ়প্রত্যয়ের সঙ্গে এগুলিকে কার্যকরী করা হয়েছে এসবের উপর। আমাদের বিশ্বাস ছিল যে এই অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন নির্ভরযোগ্য সৈন্য নিয়ন্ত্রণ। ১লা সেপ্টেম্বর উত্তর ককেশিয় ফ্রন্টের যা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাই নিয়ে গঠিত হল কৃষ্ণসাগর দল যা ট্রান্সককেশিয় ফ্রন্টের অধীনস্থ হল। দিনকয়েক পরে লেফটেন্যান্ট-জেনারেল আই. ওয়াই. পেত্রভ এই দলের নেতৃত্ব নিলেন। ট্রান্সককেশিয় ফ্রন্টের সমর পরিষদ এ. এ. গ্রেচকোকে ৪৭-শ বাহিনী এবং সমগ্র নভোরসিস্ক প্রতিরক্ষা অঞ্চলের কম্যাণ্ডার করার এবং রিয়ার-এ্যাডমিরাল এস. জি. গোর্শকভকে নভোরসিস্ক প্রতিরক্ষার প্রত্যক্ষ কম্যাণ্ড দেবার প্রস্তাব করল। এই প্রস্তাব জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স অনুমোদন করল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার ফল পাওয়া গেল। ১০ই সেপ্টেম্বর

সোভিয়েত বাহিনী শত্রুকে নভোরসিস্ক-এর পূর্ব অংশে সিমেন্ট কারখানাগুলির মাঝখানে রুখে দিল এবং তাদের আত্মরক্ষার দিকে ঠেলে দিল।

মূল ককেশিয় পর্বতশ্রেণী কৃষ্ণসাগর অথবা উত্তর কোন দলের রণক্রিয়া অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। যে ৪৬শ বাহিনী একে রক্ষা করছিল তাকে সরাসরি ফ্রন্ট কম্যাণ্ডের অধীনস্থ বলেই গণ্য করা হত। কিন্তু পরবর্তীকালে ফ্রন্ট হেড-কোয়ার্টার্স-এ দেখা দিল 'ককেশাস পর্বতশ্রেণীর প্রতিরক্ষারত বাহিনীর সদর দপ্তর' নামের একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হলেন স্বরাষ্ট্র বিষয়ক জনগণের কমিশারিয়েটের জেনারেল জি. এল. পেত্রভ। স্পষ্ট করেই বলা দরকার যে এটা ছিল কম্যাণ্ডের অপ্রয়োজনীয়, বানিয়ে তোলা মধ্যবর্তী একটা স্তর যা কার্যতঃ ৪৬-শ বাহিনীর সদরদপ্তরের কর্তব্যগুলিতেই হস্তক্ষেপ করেছিল।

পর্বতশ্রেণীর প্রতিরক্ষায় স্পষ্টতঃই কোন ভ্রান্তি ছিল। ফ্রন্ট কম্যাণ্ড তাদের অনধিগম্যতাকে অতিরঞ্জিত করেছিল এবং তার মূল্য দিতে হল ক্লুখর গিরিপথ হারিয়ে। যে কোন মুহূর্তে মারুখ গিরিপথেরও পতনের সম্ভাবনা যা জার্মানদের দক্ষিণ ও কৃষ্ণসাগরের পথ খুলে দেয়। অতি দ্রুত এইসব ভুলের সংশোধন করা হল। পর্বতারোহী ও স্থানীয় পাহাড়ী মানুষদের, বিশেষতঃ স্ভানদের নিয়ে জরুরী ডিটাচমেণ্ট গঠন করে গিরিপথগুলি রক্ষার জন্য তাদের পাঠান হল। অতিরিক্ত নিয়মিত বাহিনীও নিয়ে আসা হল। কর্নেল পিয়াশোভ-এর অধীনে বড় একটি ডিটাচমেণ্ট সমুদ্রের দিকে শত্রুর পথ রোধ ক'রে ক্রাসনায়া পলিয়ানা অঞ্চল এবং তার পূর্বদিকে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান নিল। শ্রমিকদের সশস্ত্র ডিটাচমেণ্টগুলিকেও পর্বতে মোতায়েন করা হল। ককেশিয় জনগণের বহুজাতিক সমগ্র পরিবারটির অভ্যুত্থান ঘটল জার্মানদের বিরুদ্ধে। লড়াইয়ের লাইনে এবং শত্রুর পেছনে শুরু হল এক লড়াই যা আক্রমণকারীদের পক্ষে বিপর্যয়কর হল। জনসমূহের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের পরীক্ষা হয়ে গেল আর শত্রুর হিসেব-নিকেশ মিথ্যে হয়ে গেল।

এটা হল সেই সময় যখন মারুখ গিরিপথের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি ঘটেছিল। অত্যন্ত কঠিন অবস্থার মধ্যে তার বীর প্রতিরোধকারীরা জার্মান পার্বত্য ডিটাচমেণ্টের গিরিপথটি দখল এবং মূল ককেশিয় পর্বতশ্রেণীতে অনুপ্রবেশ করার সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ করে দিল। তারা শেষ পর্যন্ত সৈনিকের কর্তব্য পালন করেছে।

হিংস্র লড়াই আরম্ভ হল তেরেক-এ যেখানে শত্রুর ১ম প্যাঞ্জার বাহিনী ও কয়েকটি আর্মি কোর আক্রমণ চালাচ্ছিল। এই আঘাতের উদ্দেশ্য ছিল যুগপৎ

কাস্পিয়ান উপকূল ও জর্জিয় সামরিক সড়কে অনুপ্রবেশ করা। কিন্তু কোন দিকেই জার্মানরা সফল হতে পারল না। ওরঝনিকিৎঝি এবং গ্রোজনীর প্রবেশ পথের লড়াই শেষ হল তাদের সম্পূর্ণ ব্যর্থতা ও অপরিসীম ক্ষয়-ক্ষতির মধ্যে। তাদের ক্ষিপ্ত প্রয়াস গ্রোজনী ও বাকুর তেলের দিকে তাদের মোটেই এগিয়ে দিল না। সেই সঙ্গে তাদের নিকট প্রাচ্যের নাগাল পাবার উদ্দেশ্যেও ব্যর্থ হল।

কৃষ্ণসাগর খণ্ডেও তাদের অবস্থা এর চেয়ে ভাল ছিল না যদিও এ জায়গায়, বিশেষতঃ তুয়াপ্সেতে তারা অসম্ভব চেষ্টা করেছিল। সেপ্টেম্বরের শেষে মৌলিক অদল-বদলের পরে তারা দ্বিতীয় আক্রমণ শুরু করল, স্পষ্টতঃই তাদের উদ্দেশ্য ১৮শ বাহিনীর মূল সৈন্যদলগুলিকে বেষ্টন ও ধ্বংস করা। আরো একবার উপকূল ভাগ বিপন্ন হল। এই পরিস্থিতির মধ্যে জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স ও ফ্রন্টের সমর-পরিষদ নতুন রিজার্ভ দিয়ে বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করল এবং তার অধিনায়কত্ব করার জন্য অক্টোবর মাসে জেনা'রল এ. এ. গ্রেচকোকে পাঠাল। রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপও তীব্র করা হল। কঠিন চাপের মুখে সোভিয়েত বাহিনী তুয়াপসের প্রবেশ পথে পর্বতের শেষ শৈলশিরা আঁকড়ে ছিল, কিন্তু তারা শত্রুকে কোণঠাসা করে রাখল। তারপরে এল পাল্টা আক্রমণের পালা যার ফলে শত্রু প্শিশ্ নদীর ওপারে বিতাড়িত হল। গুরুত্বপূর্ণ এই লাইনে শক্তির ভারসাম্য দাঁড়াল প্রায় সমান সমান, তারপর তা আমাদের দিকে ঝুঁকল এবং নভেম্বরের মাঝামাঝি জার্মানরা যখন তৃতীয় বার চেষ্টা করল বাধা চূর্ণ করে তুয়াপ্সের দিকে অগ্রসর হবার, তখন সে প্রয়াসে কোন কাজ দিল না। আক্রমণকারী কিছু সৈন্যদল পরিবেষ্টিত ও ধ্বংস হল।

এরপরে তুয়াপসের উপরে আর শত্রুর আক্রমণ ঘটেনি। ককেশিয় পর্বতশ্রেণী দখল করতেও জার্মানরা ব্যর্থ হল যদিও একটি সুশিক্ষিত পাহাড়ী পদাতিক কোর এই অঞ্চলে লড়ছিল। এলব্রুজ শৃঙ্গ শত্রু কেবলমাত্র 'এগারজনের আশ্রয়স্থল' দখল করল, আর এগোতে পারল না।

ট্রান্সককেশিয়ায় কাজ করার সময় আমরা গভীর আস্থা রেখেছিলাম জেনারেল স্টাফ অফিসারদের উপর যাদের রণাঙ্গনে পাঠান হয়েছিল। অসংখ্য সফরে তারা আমাদের সঙ্গে গেছে, পরিস্থিতি সংক্রান্ত সংবাদগুলির বিশ্লেষণে এবং জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ প্রাত্যহিক রিপোর্ট তৈরিতে সাহায্য করেছে, আমাদের পুনর্গঠনের কাজে সক্রিয় অংশ নিয়েছে। আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণ করি এন. ডি. সালতিকভ, এ. এন. তাম্ররাজোভ এবং অন্য অনেক কমরেডকে।

একমাস পরে আমরা মস্কোয় ফিরলাম। জার্মান আর্মি গ্রুপ-এর কম্যাণ্ড কর্তৃক প্রচারিত সোভিয়েত প্রতিরোধ শিগগিরই চূর্ণ হবে এই সদম্ভ বিবৃতির উল্টোটাই—ট্রান্সককেশিয়ার অবস্থান স্থিতিশীল হল। কিন্তু লেফটেন্যাণ্ট-জেনারেল বোদিন আর আমাদের সঙ্গে ছিলেন না, তিনি ট্রান্সককেশিয় ফ্রন্টের চিফ-অব-স্টাফ নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ পদটি বেশিদিন অধিকার করে থাকা তাঁর ঘটেনি। ১লা নভেম্বর বোদিন নিহত হন। অরজোনিকিদজের কাছে বোমা বর্ষণের মধ্যে পড়ে তিনি গররাজি হয়েছিলেন সতর্কতা হিসেবে সটান শুয়ে পড়তে। এরই মূল্য হিসেবে তাঁকে প্রাণ দিতে হয়।

মস্কোয় ফিরে আমরা কর্নেইচুকের নাটক 'দি ফ্রন্ট'-এর কথা শুনলাম। অপ্রত্যাশিতভাবে এটি প্রাভদায় প্রকাশিত হয় এবং বাহিনীর প্রত্যেক অফিসার এটি নিয়ে উত্তেজিত ছিল। জেনারেল স্টাফ-এ আমাদের মধ্যে ব্যস্ততম লোকটিও নাটকটি পড়েছিল যদিও আমাদের মুহূর্তের অবকাশও ছিল না। আমরা ছিলাম পুরোপুরি মেজর-জেনারেল ওগনেভ-এর পক্ষে। ফ্রন্ট কম্যাণ্ডার গোরলভ-কে আমরা অপছন্দ করতাম।

কিন্তু প্রত্যেক নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে। জেনারেল স্টাফ ও তার বাইরে এই উভয় জায়গাতেই, এমন কি অত্যন্ত সম্মানিত সামরিক নেতাদের মধ্যেও অনেকে ছিলেন যাঁরা 'দি ফ্রন্ট' কে মনে করতেন লালফৌজের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতমূলক একটি কাজ। জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স বেশ কিছু টেলিগ্রাম পেয়েছিলেন যাতে প্রাভদায় এটির ধারাবাহিক প্রকাশ বন্ধ করা হয় এবং 'অত্যন্ত ক্ষতিকর' নাটক হিসেবে মঞ্চে নিষিদ্ধ করার দাবী জানান হয়েছিল। সুপ্রীম কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ এমনি এক টেলিগ্রামের জবাব দিয়েছিলেন :

নাটকটি সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন ভুল। লালফৌজকে এবং তার কম্যাণ্ডারদের শিক্ষাদানে এটি বিশেষ গুরুত্ব পাবে। নাটকটি সঠিকভাবেই লালফৌজের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলির দিকে নির্দেশ করেছে, এগুলির দিকে চোখ বন্ধ করে রাখা ভুলই হবে। ভুল-ত্রুটিকে স্বীকার করা এবং সেগুলিকে দূর করার সাহস থাকা উচিত। লালফৌজকে উন্নত ও ত্রুটিহীন করার এই হল একমাত্র পথ।

আমরা, জেনারেল স্টাফের তরুণেরা, মানে, যদি তার মাঝারী সারির অফিসারদের এভাবে বর্ণনা করা যায়, 'দি ফ্রন্ট'কে গণ্য করতাম পার্টি নীতির প্রকাশ হিসেবে, সামরিক দক্ষতা ও নেতৃত্বের পদ্ধতির মানোন্নয়নের জন্য তার আবেদন হিসেবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিরাট এক পরিবর্তন

উত্তর ককেশাসে আক্রমণাত্মক অভিযানের পূর্বাভাষ ।। কৃষ্ণসাগর দলের প্রতি সুপ্রীম কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ-এর মনোযোগ নিবদ্ধ ।। অশ্বারোহী বাহিনী কি গঠন করা হবে? ফ্রন্টের প্রতি নির্দেশনামাগুলি স্তালিন বলে দিতেন ।। "পর্বত" পরিকল্পনা ও "সমুদ্র" পরিকল্পনা ।। শত্রু কেন তামান সেতুমুখ চেয়েছিল? নভোরসিস্ক-এর কাছে দুটি অবতরণ স্থান ।। কুবান এলাকায় মার্শাল জুকভ ।। কুবানের আকাশে শত শত বিমান ।। নীল রেখা ও তার ধ্বংস ।।

স্তালিনগ্রাদের মহান বিজয় সোভিয়েত জনগণের সবচেয়ে গর্ব করার মত সিদ্ধিগুলির অন্যতম। আমরা জানি হিটলারী বাহিনীর মূল সমাবেশ, যা সেখানে ১৯৪২-এর ২৩শে নভেম্বর পরিবেষ্টিত হয়েছিল, ১৯৪৩-এর ২রা ফেব্রুয়ারী সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হল। আত্মরক্ষা ও আক্রমণমূলক এইসব রণক্রিয়ায় উভয় পক্ষেই চূড়ান্ত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল, তার ফলে স্তালিনগ্রাদে জার্মানী হারাল পনের লক্ষেরও বেশি মানুষ ও বিপুল পরিমাণে জিনিসপত্র এবং পরবর্তী ঘটনাবলীতে বোঝা গেছে যে মহান দেশপ্রেমমূলক যুদ্ধে আমাদের পূর্ণ জয়ের পথে এটি ছিল কঠিন এক ধাপ। তিন মাসের মধ্যে এমন বিশাল এক বাহিনীর লোপ পাওয়া, বিশেষতঃ বিজয়ী পক্ষে সংখ্যা ও সাজ-সরঞ্জাম উভয় দিক থেকেই যখন সাধারণভাবে শ্রেষ্ঠতার অভাব, এরকম আরেকটি দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আজও মিলবে না।

স্তালিনগ্রাদের বিজয়ের তাৎক্ষণিক ফল হল উত্তর ককেশাসের মুক্তি। জেনারেল স্টাফ-এ আমার পদাধিকার বলে এই আক্রমণ অভিযানে আমি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলাম।

ভ্যাসিলেভস্কি বহুদিন স্তালিনগ্রাদে আটকা রইলেন। ১৯৪২-এর শেষ ও ১৯৪৩-এর শুরু এই সময়টা তিনি প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবে সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টের এই গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে রইলেন।

আমাদের রণক্রিয়া বিভাগের প্রধানের অনুপস্থিতিতে সুপ্রীম কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ প্রায়ই রণক্রিয়া বিভাগেই ফোন করতেন পরিস্থিতি সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেওয়া এবং

তাঁর নির্দেশগুলি বলার জন্য। আমাদের, বিশেষতঃ আমাকে, তখন আমি রণক্রিয়া বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি চিফ*, অফিসে অষ্টপ্রহর সতর্ক থাকতে হত।

শত্রু যখন বাধা ছিন্ন করে এগিয়েই চলেছিল আর সোভিয়েত বাহিনী সম্ভাব্য সব উপায়ে তাকে রুখবার চেষ্টা করছিল সেই সময়েই জেনারেল হেডকোয়ার্টস´ ও জেনারেল স্টাফ ভবিষ্যৎ আক্রমণের পরিকল্পনা রচনা করছিল—যা ছিল সেই চূড়ান্ত রণক্রিয়ার ভিত্তি যা শত্রুকে স্তালিনগ্রাদ ও উত্তর ককেশাসে পরাজিত করেছিল। সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের ১৯৪২-এর ১৫ই অক্টোবরের হুকুমনামাটি আমার বিশেষভাবে মনে পড়ে। তেরেক-এ প্রতিরক্ষার লড়াই যখন তুঙ্গে তখন এই হুকুমনামায় ট্রান্সককেশিয় ফ্রন্ট ও কৃষ্ণসাগর দল-এর কম্যাণ্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল:

'আপনার ঘন ঘন উত্তর দলের সেনাবাহিনীগুলি পরিদর্শন এবং এ যাবৎকাল তাকেই অধিকাংশ সৈন্য সরবরাহ করা এসব থেকে জেনারেল হেড কোয়ার্টাস´ অনুমান করছে যে আপনি কৃষ্ণসাগর দলের তাৎপর্য ও কৃষ্ণসাগর উপকূলের রণনৈতিক ভূমিকাকে খাটো করে দেখছেন।'

যে দলিলের থেকে এই উদ্ধৃতি দেওয়া হল তার নির্দেশগুলি কার্যকরী করার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ব্যক্তি হিসেবে আমি খুব ভালভাবেই জানি যে এটা মূলতঃ ভবিষ্যৎ আক্রমণ অভিযানের সঙ্গে যুক্ত ছিল। ঐ মাসের শেষদিকে আরো কিছু ঘটল যা আমাকে স্থির নিশ্চিত করল যে জেনারেল হেড কোয়ার্টাস´ এই ধরনের বিষয় নিয়ে আরো বেশি করে মাথা ঘামাচ্ছে। একদিন রাতে এফ. ওয়াই. বোকভ আমাকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন উত্তর ককেশাসে একটি অশ্বারোহী বাহিনী গঠন করার ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমি কি মনে করি। 'এ বিষয়ে স্তালিনেরও আগ্রহ আছে,' তিনি যোগ করলেন।

৪র্থ গার্ডস্ অশ্বারোহী কোর-কে একটি অশ্বারোহী 'আর্মি'-তে পরিণত করার প্রস্তাবটি এসেছিল ট্রান্সককেশিয় ফ্রন্টের কম্যাণ্ডার আই. ভি. তায়ুলেনেভের কাছ থেকে। সাংগঠনিক দিক থেকে এর অন্তর্ভুক্ত থাকবে সাতটি অশ্বারোহী ডিভিশন—৯ম ও ১০ম কুবান গার্ডস ডিভিশন, ১১শ ও ১২শ ডন গার্ডস ডিভিশন এবং ৩০শ, ৬৩শ ও ১১০শ ডিভিশনগুলি। স্তালিন এ বিষয়ে অস্বাভাবিক আগ্রহ

* এস. এম. শ্তেমেংকোর এইপদে নিয়োগকে অনুমোদন করা হয় ১৯৪৩-এর ২রা এপ্রিল। —সম্পাদক

প্রকাশ করলেন।

'সত্যিই আমাদের একটা অশ্বারোহী আর্মি থাকা দরকার তাই না?' তিনি বোকভকে প্রশ্ন করলেন এবং তৎক্ষণাৎ জেনারেলকে আদেশ করলেন প্রশ্নটিকে বিশ্লেষণ করতে। উপরন্তু, স্তালিন ব্যক্তিগতভাবে ৪র্থ গার্ডস ক্যাভালরী কোর-এর কম্যাণ্ডার এন. ওয়াই. কিরিচেংকোর মতামতও জানতে চাইলেন।

চিন্তাটি বেশ প্রলুব্ধ করে। এটির রূপায়ণের জন্য যা কিছু দরকার উত্তর ককেশাস যেন সব কিছুই যুগিয়ে দিচ্ছে। ঘোড়া আছে, কুবান ও ডন কশাকদের মধ্যে রয়েছে চমৎকার ঘোড়সওয়ার, আর অশ্বারোহী বাহিনীর বিশাল আয়তনের অনুপাতে রয়েছে মহড়া দেবার মত প্রচুর জায়গা। তার উপরে, লাল অশ্বারোহীদের দুঃসাহসী নজিরগুলির প্রতি প্রগাঢ় সম্মান জানাতে আমরা সবাই অভ্যস্ত ছিলাম। তবুও, গৃহযুদ্ধের থেকে এই যুদ্ধের পরিস্থিতি লক্ষণীয়ভাবেই আলাদা, এটাও বিবেচনা করে দেখতে হবে।

আধুনিক যুদ্ধে অশ্বারোহী বাহিনীর ভূমিকা, তার সংগঠন ও প্রয়োগের উপায় ইত্যাদি বিষয়ে নানা মত আছে। কিছু লোক মনে করে যে অশ্বারোহী বাহিনীর দিন একটা ছিল বটে, কিন্তু শত্রু এলাকার গভীরে আক্রমণ কিংবা দুঃসাহসী আঘাত হানতে সে আর সক্ষম নয় স্বয়ংক্রিয় গোলাগুলির দ্বারা তার সহজভেদ্যতা শত্রুর বহু সংখ্যক ট্যাংক, পশুখাদ্য সরবরাহের অসুবিধা এবং আরো নানা কারণে। এটাও দেখান হয় যে আধুনিক যুদ্ধে প্রায়ই প্রয়োজন ঘটে অতিক্রত প্রতিরক্ষাত্মক যুদ্ধে ফিরে আসার। পদাতিক বাহিনী, ট্যাংক ও কামান ছাড়া অশ্বারোহী বাহিনীর পক্ষে দৃঢ়ভাবে প্রতিরক্ষা বজায় রাখা সম্ভব নয়। সুতরাং সেনাবাহিনীর অন্যান্য অঙ্গের সাহায্য তার দরকার এবং এর ফলেই সে হারিয়ে ফেলে যেটি তার সপক্ষে সবচেয়ে বড়ো কথা—তার গতিশীলতা। ব্যাপারটা যখন এই তখন অশ্বারোহী বাহিনীর সপক্ষে কোনই যুক্তি নেই।

অন্যদের ঝোঁক এই অভিমতের দিকে, অশ্বারোহী বাহিনীকে অস্থায়ী যন্ত্রায়িত অশ্বারোহী বাহিনী হিসেবে বিমান সহযোগিতা সহ ট্যাংক ও যন্ত্রায়িত বাহিনীগুলির সঙ্গে একযোগে ব্যবহার করা উচিত। জেনারেল স্টাফ-এর মতে এটাই হল অশ্বারোহী বাহিনী সংক্রান্ত সমস্যাটির ঠিক সমাধানের সবচেয়ে কাছাকাছি। এতে থাকছে পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে উপযুক্ত মাত্রায় বিভিন্ন অঙ্গগুলির সমন্বয়ের সুযোগ।

সবশেষে 'বিশুদ্ধরূপে' অশ্বারোহী বাহিনীর অস্তিত্ব বজায় রাখার সমর্থকেরা

ছিলেন। অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই মতের বিরোধ ছিল যে অভিজ্ঞতা সর্বদাই সত্যের মানদণ্ড। প্রকৃত বীরত্বপূর্ণ আক্রমণে অশ্বারোহী বাহিনীকে যখনই বাড়তি সহায়তা ছাড়াই ব্যবহার করা হয়েছে, যেটুকু সীমিত ফল পাওয়া গেছে তার তুলনায় তখনই তার ক্ষতির পরিমাণ হয়েছে অত্যন্ত বেশি। কোন কোন ক্ষেত্রে এমনকি শত্রুর পেছনে আকাশ থেকে ওট সরবরাহ করে তাকে রক্ষা করতে করতে হয়েছে যে অবস্থা থেকে অশ্বারোহী দলটির পক্ষে নিজের চেষ্টায় রক্ষা পাওয়া কোন মতেই সম্ভব ছিল না।

অশ্বারোহী বাহিনী সৃষ্টির প্রশ্নটি পরীক্ষা করার সময় এই সব কিছুই হিসেব করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত জেনারেল স্টাফ একটি নেতিবাচক সিদ্ধান্তে পৌছাল এই কারণে যে এই অসুবিধাজনক সংগঠনটি মাটি ও আকাশ দুই ধরনের আক্রমণের মুখেই হবে অতি মাত্রায় সহজভেদ্য এবং তার উপরে ন্যস্ত আশা পূর্ণ হবে না। সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক আমাদের যুক্তিগুলি মেনে নিলেন।

১৯৪২-এর ডিসেম্বরের ম্যানস্টাইনের পরাজয়ের পরে উত্তর ককেশাসের পরিস্থিতি চূড়ান্তভাবে আমাদের অনুকূলে চলে এল। যে জার্মান আর্মি গ্রুপ-'এ' তেরেক, ককেশাস পর্বতশ্রেণী ও নভোরসিস্ক-এ নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল এখন দক্ষিণ (ভূতপূর্ব স্তালিনগ্রাদ) ফ্রন্টের সামনে সত্যিকারের সুযোগ এল তার পশ্চাদ্‌ভাগে আঘাত হানার এবং ডন ও দনেৎস অববাহিকা পেরিয়ে তার অত্যন্ত সম্ভাব্য পলায়ন পথটি কেটে দেবার। কোটেলনিকভস্কি শহরটির মুক্তি ঘটল ২৯শে ডিসেম্বর। এখান থেকে শীতের স্তেপভূমি সোজা চলে গেছে বাটাইস্ক্ ও রোস্তভে। ট্রান্সককেশিয় ফ্রন্টেও বিস্তৃত আক্রমণাত্মক রণক্রিয়ার সময় এসে গেছে।

আগে থেকেই এইসব ঘটনার আঁচ করে জেনারেল স্টাফ পরামর্শ দিল যে দক্ষিণ ফ্রন্ট রোস্তভ-এর উপরে তার মূল প্রয়াস কেন্দ্রীভূত রেখে ও তার কিছু সৈন্যকে দিয়ে তিখোরেৎস্কায়ার অভিমুখে আক্রমণ চালানর কথা বিবেচনা করতে পারে। তিখোরেৎস্কায়ার দখল শত্রুর ককেশিয় সৈন্যদের রোস্তভ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে এবং রুশ বাহিনীকে নিয়ে ফেলবে জার্মানদের ১ম প্যাঞ্জার বাহিনীর পশ্চাদ্-ভাগে। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স এই পরামর্শ মেনে নিলেন। নববর্ষের প্রাক্কালে দক্ষিণ ফ্রন্টের জন্য আরো রণক্রিয়ার পরিকল্পনা অনুমোদিত হল।

একই সময়ে তামান উপদ্বীপ, যেখানে ক্রিমিয়ার সঙ্গে সংযোগ ছিল, সেই পথ দিয়ে উত্তর ককেশাস থেকে শত্রুর পশ্চাদপসারণ রোধ করার জন্যেও ব্যবস্থা

নেওয়া হল। এটা করতে হবে ট্রান্সককেশিয় ফ্রন্টের কৃষ্ণসাগর দলকে যে ক্রাসনোডর ও তিখোরেৎস্কায়ার উপর আঘাত হানবে এবং দক্ষিণ ফ্রন্টের বাহিনী-গুলির সঙ্গে যুক্ত হবে। উত্তর দলকে দেওয়া হল বর্তমান প্রতিরক্ষা লাইনে শত্রুকে আটকে রাখার ছোট্ট ভূমিকা যাতে তারা পালাতে বা মহড়া নিতে না পারে।

এইভাবে ১৯৪৩-এর গোড়ায় জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স চূড়ান্ত পরিকল্পনা রচনা করল যাতে পরবর্তীকালে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে শত্রুকে উত্তর ককেশাসে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা যায়। ভরোনেজ থেকে মজদক পর্যন্ত যে শৃঙ্খল অভিযান ঘটাবার কথা সোভিয়েত বাহিনীর এই ব্যবস্থাগুলি হল তারই একটা আঙটা মাত্র। স্তালিন-গ্রাদের বিজয় অন্যান্য ফ্রন্টের ক্ষেত্রেও প্রভূত সম্ভাবনা এনে দিয়েছিল। ভরোনেজ ফ্রন্ট আঘাত হানবে খারকভ-এ, দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্ট লিসিচাস্‌স্ক, ক্রাসনোআর্মিস্কয়ে এবং মারিয়ুপোল-এ আর রোস্তভের পার্শ্ব অতিক্রম করার জন্য দক্ষিণ ফ্রন্ট হানবে শ্যাখটিতে। এই সমন্বিত আঘাতগুলির পরিকল্পনা করা হয়েছিল নানা জায়গায় শত্রুর ফ্রন্টকে চূর্ণ করা, তাদের মূল বাহিনীগুলির পশ্চাদভাগকে বিপন্ন করা এবং নাৎসী কমাণ্ডকে বাধ্য করা যাতে তাদের সৈন্যেরা এলোমেলো হয়ে পড়ে এবং পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ইতস্ততঃ করে।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য ট্রান্সককেশিয় ফ্রন্ট কৃষ্ণসাগর দলের ক্রাসনোডর ও নভোরসিস্ক রণক্রিয়ার পরিকল্পনা ছকে ফেলল। প্রথম রণক্রিয়াটি মূলতঃ ৫৬শ বাহিনী দ্বারা কার্যকরী হবে, পরেরটি ৪৭শ বাহিনী ও নৌবহর দ্বারা। অপরিহার্যরূপেই এটা আমাদের প্রচুর উদ্বেগের কারণ ঘটাল। জেনারেল স্টাফ এ খবর পৌঁছেছিল যে নভোরসিস্কে রণক্রিয়ার প্রস্তুতির কথা শত্রুরা জেনে ফেলেছে। তারা এমনকি নেবেরষায়েভস্কায়া গিরিপথের মধ্য দিয়ে মূল আক্রমণের গতিপথ ও সমুদ্র থেকে যুগপৎ অবতরণের কথাও নাকি জানত। যদি বাস্তবিকই তাই হয় তবে আমাদের পরিকল্পনা পাল্টাতেই হবে এবং চটপট। যাই হোক, আরো অনুসন্ধানে একথার সমর্থন মিলল না যে আমাদের মতলব ফাঁস হয়েছে। রণক্রিয়ার প্রস্তুতি আগের মতই চলতে লাগল।

শত্রু কিন্তু আমাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা পর্যন্ত অপেক্ষা করল না। যে মুহূর্তে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স তিখোরেৎস্কায়ার উপর আক্রমণের হুকুমনামা

জারী করল, ঠিক তখন থেকেই নাৎসী কম্যাণ্ড তার প্রথম প্যাঞ্জার বাহিনীকে তেরেক থেকে উত্তর-পশ্চিমে অপসারিত করতে আরম্ভ করল, কারণ দক্ষিণ ফ্রন্ট তার পশ্চাদভাগকে অবধারিতভাবে বিপন্ন করে তুলেছিল। ঘটনা কোন্ দিকে এগোচ্ছে তা বোঝার জন্য খুব একটা সামরিক দূরদর্শিতার দরকার ছিল না।

প্রথম প্যাঞ্জার বাহিনী চেষ্টা করছিল ম্যানস্টাইনের ৪র্থ প্যাঞ্জার বাহিনীর সঙ্গে নিজের পার্শ্বদেশকে যুক্ত করতে এবং এভাবে মানিচ নিম্নমুখে দক্ষিণ ফ্রন্টের অগ্রগতি রোধ ও রোস্তভ-এর দিকে তার অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে। বাস্তবিক পক্ষে শত্রু তার দুটি প্যাঞ্জার বাহিনীর সাহায্যে একটি বর্মাবৃত প্রতিরোধ গড়ে তুলছিল। স্তেপ পরিবেশে ট্যাংকগুলি সহজেই মহড়া দিতে পারে, সংক্ষিপ্ত নোটিসে গড়ে তুলতে পারে শক্ত গতিশীল জোট এবং কঠিন আঘাত হানতে পারে। উপরন্তু, সেই সময়ে প্রথম প্যাঞ্জার বাহিনী ছাড়াও শত্রুর আয়ত্তে তখনো ছিল মরু ও স্তেপ যুদ্ধে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তথাকথিত এফ* কোর নামে একটি বিশেষ বাহিনী। এই কোর-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল তিনটি মোটরায়িত ব্যাটেলিয়ন, একটি প্যাঞ্জার ব্যাটেলিয়ন এবং একটি ইঞ্জিনীয়ার ব্যাটেলিয়ন, হানাদার গোলন্দাজী ইউনিটগুলি এবং একটি বিমান ডিটাচমেণ্ট। তুলনায় আমাদের ছিল অল্প ট্যাংক, সেগুলিকেও আবার শত্রুর প্রাধান্যের সঙ্গে খানিকটা সমতা আনার উদ্দেশ্যে অশ্বারোহী বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করার দরকার ছিল।

প্রথম প্যাঞ্জার বাহিনীর মূল দলগুলি আমাদের উত্তর দলের কবল থেকে সরে পড়তে সক্ষম হল—যে-দল শত্রুকে অনুসরণের কাজটি আরম্ভ করেছিল দেরিতে, বিশ্রী রকম অসংগঠিতভাবে। আমাদের সিগন্যাল যোগাযোগ ব্যবস্থা আক্রমণাত্মক রণক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তৈরি ছিল না। ফল হল এই যে অনুসরণের প্রথম দিনেই তার ইউনিটগুলি একাকার হয়ে গিয়েছিল। তাদের সৈন্যদের সঠিক অবস্থান ও হাল কি সেনানীবৃন্দ তা বুঝতে পারল না। ৫৮তম বাহিনী পার্শ্ববর্তীদের থেকে পিছিয়ে পড়তে পড়তে ক্রমশঃ দ্বিতীয় সারির অংশ বিশেষ হয়ে পড়ল। পঞ্চম রক্ষী ডন অশ্বারোহী কোর এবং ট্যাংকগুলি পদাতিক বাহিনীর অগ্রবর্তী হতে পারল না। ফ্রন্টের কম্যাণ্ড সব ঠিকঠাক করতে চেষ্টা করল তবে বিশেষ সফল হল না।

অন্যদিকে কৃষ্ণসাগর দলের রণাঙ্গনে কোন রকম পশ্চাদপসরণ লক্ষ্য করা গেল

---

* এই কোরটি গঠন করেছিলেন জেনারেল ফেলমি, ফলে 'এফ' এই নাম।

—সম্পাদক

না। শত্রু এখানে একরোখা প্রতিরোধ এবং নিজেদের অবস্থান বজায় রাখার জন্য সব রকম চেষ্টা চালাচ্ছিল। তারা স্পষ্টতঃই উপলব্ধি করেছিল ক্রাসনোডর, তিখোরেৎস্কায়া ও তামান উপদ্বীপ অভিমুখে সোভিয়েত বাহিনীর অগ্রগমনের ফলে তাদের কি বিপদ ঘটবে।

ট্রান্সককেশিয় ফ্রন্টের কম্যাণ্ড পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন করেনি। তখনো সে অধিকাংশ মনোযোগ কেন্দ্রীভূত রেখেছিল উত্তর দলের উপরে যদিও ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে সামনা-সামনি অনুসরণ শত্রুকে কেবল বাইরের দিকেই ঠেলে দিচ্ছে। উপকূল ভাগের পরিস্থিতিতে ছিল অনেক বেশি প্রতিশ্রুতি। কিন্তু ফ্রন্টের কম্যাণ্ড এখানে তাৎপর্যপূর্ণ কোন লড়াই চালাচ্ছিল না।

৪ঠা জানুয়ারী ১৩'৩০ মিঃ-এ জেনারেল স্টাফ স্তালিনের একটি টেলিফোন পায়। 'এটা লিখে নিন এবং ফ্রন্টকে পাঠিয়ে দিন', তিনি আমাকে বললেন এবং একটি হুকুমনামা বলতে আরম্ভ করলেন। তিনি ধীরে ধীরে বললেন, যেন নিজের সূত্রায়িত বক্তব্য নিয়ে ভাবছেন :

'প্রথম। শত্রু রসদ ভাণ্ডার পুড়িয়ে ও রাস্তাঘাট উড়িয়ে দিয়ে উত্তর ককেশাস থেকে সরে আসছে। ম্যাসলেনিকভ-এর উত্তর দল একটি রিজার্ভ দলে পরিণত হচ্ছে যার কাজ দাঁড়িয়েছে সহজভাবে অনুসরণ চালিয়ে যাওয়া। শত্রুকে উত্তর ককেশাসের বাইরে ঠেলে দেওয়া আমাদের পক্ষে লাভজনক নয়। আমরা লাভবান হব যদি তাকে ওখানে আটকে রাখতে পারি যাতে কৃষ্ণসাগর দলের একটি আঘাতে তারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ে। তার জন্যেই ট্রান্সককেশিয় ফ্রন্টের রণক্রিয়ার ভরকেন্দ্র কৃষ্ণসাগর দলের এলাকায় সরে যাচ্ছে। এটা এমন একটা ব্যাপার যা ম্যাসলেনিকভ কিংবা পেত্রভ কেউ উপলব্ধি করছেন না।

দ্বিতীয়। উত্তর দল থেকে তৃতীয় পদাতিক কোর-কে অবিলম্বে গাড়িতে চাপাও এবং তাকে যত দ্রুত সম্ভব কৃষ্ণসাগর দলের এলাকায় নিয়ে যাও। ম্যাসলেনিকভ ৫৮তম বাহিনীকে ব্যবহার করতে পারে, এটি তার রিজার্ভ দলগুলির মধ্যে পড়ে আছে। আমাদের সফল অগ্রগমনের পরিবেশে সে অনেক উপকারে আসবে।

'কৃষ্ণসাগর দলের প্রধান কাজ হল তিখোরেৎস্কায়ায় পৌছানো এবং এভাবে পশ্চিমদিকে শত্রুর সমরসম্ভার চালান দেওয়া আটকান। এই ব্যাপারে আপনি ৫১তম বাহিনী এবং সম্ভবতঃ, ২৮তম বাহিনীরও সাহায্য পাবেন।

'আপনার দ্বিতীয় ও প্রধান কাজ হল কৃষ্ণসাগর দল থেকে একটি শক্তিশালী

সৈন্যদলকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া, বাটাইস্ক ও আজভ দখল করা, পুবদিক থেকে রোস্তভ এ ঢুকে পড়া এবং শত্রুকে বন্দী কিংবা ধ্বংস করার লক্ষ্য নিয়ে শত্রুর উত্তর ককেশাস দলকে এভাবে আটকে ফেলা। এই বিষয়ে আপনি ইয়েরেমেংকোর দক্ষিণ ফ্রন্টের বামপার্শ্বের সাহায্য পাবেন, তাদের উপর ভার আছে রোস্তভ-এর উত্তর দিক দিয়ে ঢোকার।...'

এই জায়গায় স্তালিন তাৎপর্যপূর্ণভাবে একটু বিরাম দিলেন, তারপর আবার আরম্ভ করলেন :

'তৃতীয়। পেত্রভকে আদেশ দিন এক ঘণ্টাও দেরি না করে এবং সমস্তগুলি রিজার্ভ বাহিনীর হাজির হবার জন্য অপেক্ষা না করে ঠিক সময়ে আক্রমণ শুরু করতে। পেত্রভ বরাবর রক্ষণাত্মক লড়াইতে ছিল। আক্রমণাত্মক লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা তার বিশেষ নেই। তাকে বুঝিয়ে দিন যে তাকে অবশ্যই আক্রমণাত্মক লড়াইয়ের মেজাজ আনতে হবে, প্রতিটি দিন ও প্রতিটি ঘণ্টার মূল্য বুঝতে হবে।'

সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক শেষে একটি পয়েণ্ট যোগ করলেন—তিনি হুকুম করলেন যে ফ্রণ্টের কম্যাণ্ডকে অবিলম্বে কৃষ্ণসাগর দলের লড়াইয়ের এলাকায় চলে যেতে হবে। এইভাবে দুদিক থেকেই সমর্থিত হল যে এটাই হল সেই জায়গা যেখানে ট্রান্সককেশিয় ফ্রন্টের মূল বাহিনীগুলিকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে। এটা আর অনুমানের বিষয় রইল না, পরিস্থিতি নিজেই সর্বাধিক যুক্তিসঙ্গত এই কর্মধারার দিকে ইঙ্গিত করছিল।

রণক্রিয়ার ভরকেন্দ্র কৃষ্ণসাগর দল এলাকায় বদল অবশ্য উত্তর দলের কার্যকলাপে কোন রকম শ্লথতা সূচিত করে না। যাই ঘটুক না কেন, সে ইতিমধ্যেই শত্রুর অনুসরণ করছিল, তার অবস্থা ছিল উল্লেখযোগ্য রণনৈতিক ফলাফলের প্রতিশ্রুতিতে ভরা।

দলটির দক্ষিণ পার্শ্ব ২০ কিলোমিটার এগিয়ে ছিল। সে ছিল সগুলিয়াফিন লাইনে যেখানে আমাদের ৪র্থ গার্ডস অশ্বারোহী কোর জার্মান 'এফ' কোরের মুখোমুখি হয়েছিল। আমাদের ৪৪শ বাহিনী ৩য় ও ১৩শ প্যাঞ্জার ডিভিশনের রক্ষী বাহিনীকে অগ্রাহ্য করে সুনঝেন্স্কি-র পশ্চিমে ২০ কিলোমিটার ঢুকে পড়েছিল। এই এলাকায় ৫ম গার্ডস অশ্বারোহী কোর এবং জেনারেল জি. পি. লোবানভ-এর ট্যাংক দলও ছিল (তিনটি ট্যাংক ব্রিগেড, একটি ট্যাংক রেজিমেণ্ট, একটি পৃথক ট্যাংক ব্যাটেলিয়ান এবং দুটি ট্যাংক-প্রতিরোধী রেজিমেণ্ট, মোট ১০৬টি ট্যাংক ও

২৪শ সাঁজোয়া গাড়ি)। কেন্দ্রস্থলে, ৫৮তম বাহিনা ৩রা জানুয়ারী মজদক দখল করে এবং প্রক্লাডনায়া অভিমুখে অগ্রসর হয়ে ১১১তম ও ৫০তম জার্মান পদাতিক ডিভিশনের ইউনিটগুলিকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে। আরো বাঁদিকে নবম বাহিনী শত্রুর ৩৭০তম পদাতিক ডিভিশন ও ৫ম লুফ্‌ৎওয়াফে পদাতিক ডিভিশনের রক্ষী বাহিনীগুলিকে পেছনে ফেলে দিয়েছিল এবং ২৪ ঘণ্টায় ৩০ কিলোমিটারের বেশি অগ্রসর হয়েছিল। এই বাহিনীর এলাকায় ছিল লেফটেন্যান্ট-কর্নেল ডি. আই. ফিলিপ্পভ-এর ট্যাংক গ্রুপ (তিনটি ট্যাংক ব্রিগেড ও দুটি ট্যাংক ব্যাটেলিয়ন, মোট ১২৩টি ট্যাংক, তাছাড়া একটি পদাতিক ব্রিগেড আর দুটি ট্যাংক প্রতিরোধী রেজিমেন্ট)। বামপার্শে, ৩৭শ বাহিনী স্টেইনবয়ার-এর কোর গ্রুপের ইউনিটগুলিকে অনুসরণ করে নলচিক দখল করেছে এবং উত্তর-পশ্চিমে অগ্রসর হচ্ছে।

উত্তর দলের দক্ষিণ পার্শ থেকে বিস্তৃত অঞ্চলটি হল খোলা স্তেপভূমি যেখানে গতিশীল বাহিনীগুলি অত্যন্ত কার্যকরী। জেনারেল স্টাফ-এর মতে মধ্য অংশে ও বামপার্শে শত্রুকে খোঁড়া করে দেওয়া যায় পিয়াতিগরস্ক-এ ৩৭শ বাহিনী দিয়ে একটা ধাক্কা দিতে পারলে আর যদি তার সঙ্গে যুক্ত হয় গেওর্গিয়েভস্ক-এ ৯মবাহিনীর অগ্রগতি। এতে শত্রুর মূল রক্ষী বাহিনীগুলি চূর্ণ হবে এবং পরবর্তী আক্রমণাত্মক অভিযান ত্বরান্বিত হবে। নেভিনোমিস্ক জয় করে উত্তর দল মূল ককেশিয় পর্বতমালার পর্বতগুলিতে জার্মান বাহিনীগুলির পেছনে আঘাত হানতে সক্ষম হবে।

একই সঙ্গে আমরা উপলব্ধি করলাম যে উত্তর দল শত্রুর মূল বাহিনীর পশ্চাদ্‌-ভাগে আঘাত হানা দূরে থাক গতিশীল বাহিনী নিয়ে তার পাশ কাটাতেও সক্ষম হবে না। আমাদের অশ্বারোহী কোরগুলি বড়োই কমজোরী। যেমন, অনুসরণ আরম্ভ হবার সময় আমাদের দশম অশ্বারোহী গার্ডস ডিভিশন-এর ছিল দুহাজারেরও কম লোক, ৭৬মি. মি. দুটো এবং ৪৫ মি. মি. চারটে বন্দুক আর চারটে ভারি মেশিনগান। নবম গার্ডস অশ্বারোহী ডিভিশনের ছিল ২৩১৭ জন লোক, বিভিন্ন ক্যালিবারের সাতটি বন্দুক আর আটটি ভারি মেশিনগান। এদিক থেকে অন্যান্য ডিভিশনগুলির অবস্থা মন্দের ভালো। ঘোড়াগুলোর হাল? তারা এতো শ্রান্ত যে দৈনিক ২০ বা ২৫ কিলোমিটারের বেশি মার্চ করা তাদের সইবে না। এমনি সব ডিভিশন ট্যাংক ও বিমানের সাহায্য ছাড়া অবশ্যই শত্রুর ১ম প্যাঞ্জার বাহিনী ও 'এফ' কোরের বিরুদ্ধে কার্যকরীভাবে লড়তে পারে না।

তবু, কিছু করার জন্য আমরা ব্যগ্র ছিলাম, শত্রুকে তা পরাজিত করতে না

পারুক, আংশিক পরাজয় ও তার বন্দুক-মালপত্র দখলের দিকে অন্ততঃ নিয়ে যাক। আঘাত হানার মত কোন একটা শক্তি বামপার্শ্বে সৃষ্টি করতেই হবে। অশ্বারোহী কোরগুলিকে ট্যাংক দিয়ে শক্তিশালী করে শত্রুর অপসরণ পথে সেগুলিকে ব্যবহার করার প্রস্তাব দিল জেনারেল স্টাফ।

বিষয়টি সম্পর্কে জেনারেল স্টাফ-এর ধারণাগুলিকে সমস্যার শ্রেষ্ঠ সমাধান খুঁজে পাবার একটা পরীক্ষামূলক চেষ্টা হিসেবে ফ্রণ্টের সমর পরিষদকে পাঠিয়ে দেওয়া হল। ফ্রণ্ট কিন্তু তার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিল না। ৫ই জানুয়ারী উত্তর দল যে রণক্রিয়া সংক্রান্ত নির্দেশনামাটি জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সকে পেশ করল এবং যার সঙ্গে ফ্রণ্ট কম্যাণ্ড স্পষ্টতঃই একমত ছিল সেটিতে বেশ কিছু মারাত্মক ত্রুটি ছিল। সাধারণভাবে এতে শত্রুকে বাইরে ঠেলে দেবার পুরানো লাইনটিকেই চালিয়ে যাওয়া হয়েছে, সৈন্যদের বিশেষ করে অশ্বারোহী কোর ও ট্যাংকের প্রয়াসের অপচয় করার ঝোঁক রয়েছে এবং এতে রয়েছে অত্যন্ত বেশিরকম জটিল মহড়ার ব্যাপার যা তাদের অগ্রগতিকে শ্লথ করে ফেলবে।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স অবশ্য এরকম একটা পরিকল্পনা মঞ্জুর করল না। জেনারেল স্টাফকে আদেশ দেওয়া হল উত্তর দলের গতিবিধি বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করার পর সিদ্ধান্তগুলি ঐ দলের এবং ট্রান্সককেশিয় ফ্রণ্টের কম্যাণ্ডারকে জানিয়ে দিতে। আমরা তাই করলাম। জেনারেল স্টাফ-এর ৭ই জানুয়ারীর স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হল যে দলটির বাহিনীগুলিকে অবাস্তব কাজের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, কুবান অশ্বারোহী কোর-কে আদেশ দেওয়া হয়েছে ৯ই জানুয়ারীর মধ্যে ভরোশিলোভস্ক দখল করতে যা এই কোরের বর্তমান অবস্থান থেকে ২০০ কিলোমিটার দূরে। ৫৮তম বাহিনীকে আদেশ দেওয়া হয়েছে দুদিনের মধ্যে লড়াইয়ে ১০০ কিলোমিটার এগিয়ে যেতে। ৪৪তম বাহিনীর জন্য যে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে তা-ও অবাস্তব। অন্যদিকে ৯ম বাহিনী, যার অগ্রগতি ছিল সবচেয়ে বেশি, তাকে ইচ্ছে করে তিন দিন আটকে রেখে এখন রিজার্ভ বাহিনীর মধ্যে নির্বাসন দেওয়া হচ্ছে।

জেনারেল স্টাফ প্রস্তাব করল অগ্রবর্তী রক্ষী হিসাবে তিনটি ট্যাংক ব্রিগেড-এর সাহায্যে গেওর্গিয়েভস্ক ও মিনারেলনিয়েভে নবম বাহিনীর অগ্রগতি অব্যাহত থাক, বাকি গতিশীল বাহিনীগুলিকে দক্ষিণ পার্শ্বে বদলী করা হোক এবং নেভিনোমিস্ক বা আরো ভেতরে শত্রুর পশ্চাদপসরণ পথে তাদের ব্যবহার করা হোক। বামপার্শ্বে শুধু অল্প সৈন্য রাখা হোক মূল ককেশাস পর্বতশ্রেণীর নিম্নস্থ পাহাড়ী অঞ্চল থেকে শত্রুকে

ঠেলে না দেবার এবং ভবিষ্যতে দায়সারাভাবে পুনর্বিন্যস্ত হওয়া এড়াবার জন্য। ৫৮তম বাহিনীকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হোক সৈন্য সমাবেশের দ্বিতীয় সারিতে। উপরন্তু, বাস্তব ভিত্তির উপর রণক্রিয়ার পরিকল্পনা রচনার উপরে আমরা জোর দিলাম যাতে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় যে সৈন্য চলাচল ও সরবরাহ ব্যবস্থায় কোন রকম বৈকল্য নেই।

ঠিক যেদিন আমাদের সুপারিশগুলি পাঠানো হল সেই দিনই উত্তর দলের দক্ষিণ পার্শ্বে ট্যাংক ও অশ্বারোহী বাহিনীর সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন হয়ে গেল। কোন সদর দপ্তরই তাদের বাহিনীগুলির সঠিক অবস্থানের কথা কিছুই বলতে পারল না।

ট্রান্সককেশিয় ফ্রণ্টের ৭ই জানুয়ারীর রণক্রিয়ার রিপোর্ট পড়ার পরে স্তালিন ৮ই জানুয়ারী ০৩·৫৫টায় আই. আই. ম্যাসলেনিকভকে পাঠানর এবং আই. ভি. টিয়ুলেনেভকে তার নকল দেবার জন্য একটি টেলিগ্রামে বললেন। এবারেরটি বেশ ক্রোধে ভরা:

'আপনি আপনার সৈন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন এবং তাদের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছেন। এই সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে উত্তর দলে শৃঙ্খলা ও যোগাযোগের এই রকম অভাবের ফলে আপনার গতিশীল ইউনিটগুলি পরিবেষ্টিত হয়ে পড়বে···

'এই পরিস্থিতি অসহ্য।

'উত্তর দলের গতিশীল ইউনিটগুলির সঙ্গে যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং আপনার ফ্রণ্টের অবস্থা সম্পর্কে নিয়মিতভাবে, প্রতিদিন দুবার, জেনারেল স্টাফকে রিপোর্ট করার জন্য আপনাকে আমি আদেশ করছি।

'এটা হলো আপনার ব্যক্তিগত দায়িত্ব।'

পরবর্তী কয়েকদিনে উত্তর দলে সৈন্য নিয়ন্ত্রণে কিছু উন্নতি দেখা গেল এবং অনুসরণ চলল আগের চেয়ে বেশি সংগঠিতভাবে, প্রধানতঃ রেলপথ ধরে আরমাভির-এর দিকে। কিন্তু রণক্রিয়ার গতিপথে সুনিশ্চিত কোন পরিবর্তন ঘটল না। শত্রু তার পাশ কাটিয়ে যেতে দিতে কিংবা আর্মি গ্রুপ-'এ'-র পশ্চাদভাগে পৌছাতে দিতে রাজি ছিল না। অবশ্য এটা ঠিক, আমাদের অগ্রগমন রোধ করতে সে পারেনি, আর লড়াইটাও ছিল অস্বাভাবিক রকমের তীব্র।

কৃষ্ণসাগর দলকেও, যা এখন হয়ে পড়েছে ফ্রণ্টের মূল কার্যকলাপের কেন্দ্রবিন্দু, কতকগুলি চূড়ান্ত পরিবর্তন করতে হল। ১৯৪২-এর নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকেই তারা তথাকথিত মাইকোপ রণক্রিয়ার প্রস্তুতি চালাচ্ছিল। কিন্তু

১৯৪৩-এর জানুয়ারী নাগাদ এই রণক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গিয়েছিল। নতুন পরিস্থিতি দাবী করল ক্রাসনোডর ও নভোরসিস্ক-এর দিকে আক্রমণ অভিযান। সব কিছুরই যথাসম্ভব দ্রুত পরিবর্তন অত্যাবশ্যক ছিল।

ফ্রন্ট কম্যাণ্ড, যা স্তালিনের নির্দেশে মলোদিওভ্ নয়তে (তুয়াপ্সের কাছে) কৃষ্ণসাগর দলের কম্যাণ্ড ঘাঁটিতে এসে উপস্থিত হয়েছিল, দুটি নতুন রণক্রিয়ার পরিকল্পনা রচনার জন্য আই. ওয়াই. পেত্রভ-এর সঙ্গে একত্রিত হল। এ দুটির সাংকেতিক নাম গোরি '(পর্বত) ও' "মোরিয়ে" '('সমুদ্র')। * সেই সঙ্গে আরো সৈন্য বিশেষতঃ গোলন্দাজী, নিয়ে আসা হল ক্রাসনোডর ও নভোরসিস্ক-এর দিকে। পার্বত্য পথে এই সব সৈন্যচলাচলের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল প্রচুর অসুবিধে।

রণক্রিয়া দুটির পরিকল্পনা জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সকে পেশ করা হয়েছিল, ৮ই জানুয়ারী ওগুলি সেখানে পরীক্ষা করা হল।

'পর্বত' পরিকল্পনায় মূল ভূমিকা দেওয়া হল ৫৬তম বাহিনীর উপর, একে জেনারেল এ. এ. গ্রেচকোর নেতৃত্বাধীন করা হল। নভোরসিস্ক প্রতিরক্ষা অঞ্চলে এবং তারপরে তুয়াপসে যেখানে ককেশাস প্রতিরক্ষার সেই সংকটপূর্ণ দিনগুলিতে শত্রুকে রুখে দেওয়া হয়েছিল, সেখানে ১৮শ বাহিনীর কম্যাণ্ডার হিসেবে তিনি নিজের চমৎকার যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ৫৬তম বাহিনী ছিল একটি শক্তিশালী সেনাদল যার অন্তর্ভুক্ত ছিল পাঁচটি পদাতিক ডিভিশন, সাতটি পদাতিক ব্রিগেড, ট্যাংক ও অন্যান্য সহযোগী।

রণক্রিয়াটির মধ্যে থাকল পরিষ্কার দুটি ধাপ। প্রথম ধাপে (জানুয়ারী ১৪ থেকে ১৮) ৫৬তম বাহিনীর সম্মুখীন সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ, ক্রাশনোডর দখল ও কুবান নদীর সংযোগস্থল নিরাপদ করতে হবে। দ্বিতীয় ধাপে (জানুয়ারী ১৯ থেকে ৩০) তিখোরেৎস্কায়া-কানেভস্কায়া লাইন অধিকারের জন্য ক্রাসনোডর এলাকা থেকে তিখোরেৎস্কায়ার দিকে আক্রমণ চালাতে হবে। পরিকল্পনাটিতে বাটাইস্ক-এর দিকে আরো অগ্রসর হবার কোন উল্লেখ ছিল না।

'এই ব্যাপারে বেশ হৈ চৈ হবে,' আমরা ভাবলাম, যদিও সত্যিকথা বলতে কি, আমাদের মধ্যে কেউ নিশ্চিত ছিল না যে কৃষ্ণসাগর দল বাটাইস্ক দূরে থাক, আদৌ তিখোরেৎস্কায়া পর্যন্তই ঢুকতে পারবে কিনা। উত্তর দলের সামনে যে শত্রুরা

---

* সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক নিজেই এই সাংকেতিক নামগুলি প্রস্তাব করেছিলেন। অপারেশন "মাউন্টেনস" হবে ক্রাসনোডর এবং তারপরে তিখোরেৎস্কায়ার দিকে। অপারেশন 'সী'-র উদ্দেশ্য ছিল নভোরসিস্ক দখল।

পশ্চাদপসরণ করছে তারা ওখানে নিঃসন্দেহে আগে পৌছাবে। কিন্তু সর্বোচ্চ-সর্বাধিনায়ক এই সংঘর্ষের অন্তিম লক্ষ্য হিসেবে বাটাইস্ক-এর নাম করেছেন, আর তিনি নিজের নির্দেশগুলি কথনো ভোলেন না, অন্যকেও তা ভুলতে দেন না।

অপারেশন 'সী'. কৃষ্ণসাগর নৌবহরের সহযোগিতায় যেটিকে কার্যকরী করতে হবে, তার তিনটি ধাপ। প্রথমটির মধ্যে (১২ থেকে ১৫ জানুয়ারী) লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল এফ. এম. কামকোভ-এর নেতৃত্বাধীন ৪৭তম বাহিনীকে অবিনস্কায়া অঞ্চলে শত্রুর প্রতিরোধ ভেদ করে ক্রিমস্কায়া অধিকার এবং এভাবে স্থলপথে নভোরসিস্ক দখল ও তামান উপদ্বীপের গভীরে আক্রমণ সৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে। দ্বিতীয় ধাপে (জানুয়ারী ১৬ থেকে ২৫) ৪৭তম বাহিনীর স্থলপথে আক্রমণ এবং যুঝনায়া ওজারিকা অঞ্চল থেকে সমুদ্রবাহিত আক্রমণের মাধ্যমে নভোরসিস্ক বন্দর ও নগরটি মুক্ত করতে হবে। তৃতীয় ধাপের অন্তর্ভুক্ত ছিল তামান উপদ্বীপের মুক্তি এবং ১লা ফেব্রুয়ারীর মধ্যে তা করতে হবে।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স 'সমুদ্র' পরিকল্পনা বিনা আপত্তিতে অনুমোদন করল কিন্তু পর্বত পরিকল্পনা কিছু ঝামেলা বাধাল। যা আমরা আগেই ভেবেছিলাম, বাটাইস্ক-এর উপর আক্রমণের বিষয়টিকে উপেক্ষা করার জন্য সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক বিতৃষ্ণা ও ক্রোধ প্রকাশ করলেন। ৮ই জানুয়ারী ১৪'০০ টার সময়, জেনারেল স্টাফ স্তালিনের কাছ থেকে আরেকটি ফোন পেল, ট্রান্সককেশিয় ফ্রন্ট ও কৃষ্ণসাগর দলের কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্য আমি নিম্নলিখিত নির্দেশগুলি লিখে নিলাম।

'প্রথম। আপনাদের রণক্রিয়ার পরিকল্পনা পেলাম। এতে রণক্রিয়ার দুটি স্তর নিয়ে কারবার করা হয়েছে: প্রথম স্তরে রয়েছে ক্রাসনোডর লাইনের দিকে অগ্রগমন এবং দ্বিতীয় স্তরে তিখোরেৎস্কায়ার দিকে। কিন্তু আপনাদের পরিকল্পনায় বাটাইস্ক-এর দিকে অগ্রসর হওয়া সম্পর্কে আমার নির্দেশ অনুযায়ী তৃতীয় স্তরের কোন প্রতিফলন নেই।

'আমি জানতে চাই রণক্রিয়ার তৃতীয় স্তরটিকে ছাঁটাই করেছেন আপনারা কি উদ্দেশ্যে।

'এটা খুবই সম্ভব যে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের আক্রমণ অভিযানের ফলে কৃষ্ণসাগর দলের একাংশের পক্ষে বাটাইস্ক-এর দিকে এগিয়ে যাবার মতো অনুকূল

পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। এই রকম সম্ভাব্য ঘটনার জন্য যদি এখনই প্রস্তুত না হন তবে ঘটনাই আপনাদের অপ্রস্তুত করে দিতে পারে।

'রণক্রিয়ার তৃতীয় স্তরটিকে কাজে পরিণত করার জন্য কোন্ সেনাদলগুলির উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করবেন সে বিষয়ে জেনারেল স্টাফকে জানাবার জন্য এই সূত্রে আপনাকে অনুরোধ করি।

দ্বিতীয়। প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরগুলি সম্পর্কে আপনাদের রণক্রিয়া-পরিকল্পনা অনুমোদিত হল।

তারপরে সেনা নিয়ন্ত্রণ হারানোর ব্যাপারে ম্যাসলেনিকভ-এর যে টেলিগ্রামটি কাল রাতে তিনি আমাকে বলেছিলেন যেন তা মনে পড়ে যাওয়ায় তিনি আমাকে ফ্রন্টের সমর পরিষদের জন্য তৃতীয় একটি মাত্র পয়েন্ট যোগ করতে বললেন :

'ম্যাসলেনিকভ যে তার ইউনিটগুলির সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলে তাদের নেতৃত্ব না দিয়ে বেসামাল নাকানিচোবানি খায়, তার দিকে নজর রাখুন।'

পর্বত-পরিকল্পনায় বাদ পড়া অংশটুকু অবিলম্বে পেশ করা হল এবং ১১ই জানুয়ারী জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স এটিকে পুরোপুরি অনুমোদন করল।

কৃষ্ণসাগর দলের এলাকায় সৈন্যদের পুনর্বিন্যাস ও জমায়েতের কাজ দারুণ ত্বরায় চলল। কেবলমাত্র ১ম প্যাঞ্জার বাহিনীর অব্যাহত অপসরণ-ই নয়, এর প্রয়োজন ঘটেছিল মূল ককেশাস পর্বত শ্রেণীর গিরিপথগুলি থেকে জার্মান পশ্চাদপসরণের জন্যেও যা আরম্ভ হয়েছিল ৫ই জানুয়ারী থেকে।

পরিকল্পনার ছক অনুসারে রণক্রিয়ার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করার জন্য সম্ভাব্য যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা করা গেল না। আবহাওয়ার সম্পূর্ণ অবনতি ঘটল, চলল বৃষ্টি ও তুষারপাত। সৈন্য ও সাজসরঞ্জাম আটকা পড়ল। বিশেষ করে গোলন্দাজ বাহিনীর এল দারুণ দুঃসময়। ফ্রন্টের কম্যাণ্ড পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট করল এবং এখন স্তালিন খুব নরম হলেন। ১৩ই জানুয়ারী ১১.৫০-টায় জেনারেল স্টাফ-এ রণক্রিয়ার কর্তব্যরত অফিসার এস. এস. ব্রনেভস্কি মারফৎ ফ্রন্টের কম্যাণ্ডারকে তিনি জবাব পাঠালেন : 'রণক্রিয়া শুরু ও চালিয়ে যাবার সময়সীমাকে ধ্রুব ও অপরিবর্তনীয় একটি রাশি হিসাবে ধরার দরকার নেই। যদি আবহাওয়া খারাপ থাকে তবে অপারেশন 'মাউন্টেন' এবং অপারেশন 'সী' বাঁধা সময়ের থেকে দু'একদিন পেছিয়ে আরম্ভ করতে পারেন।'

এই টেলিগ্রামের ভিত্তিতে ৫৬শ ও ৪৭শ বাহিনীর আক্রমণ অভিযান আরম্ভ হল ১৬ই জানুয়ারী, কিন্তু তখনো তার সৈন্য সমাবেশ সম্পূর্ণ হবার অনেক বাকি ছিল। আর দেরী করা যায় না কারণ কৃষ্ণসাগর দলের খণ্ডে এবং তার ডানদিকের প্রতিবেশী ৪৬শ ও ১৮শ বাহিনীগুলির পরিস্থিতির মধ্যে কিছু অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন ঘটেছে। নেফ্‌তেগোরস্ক আপশেরোনস্কি এবং মাইকোপ-এর উপর আঘাত করে আসল ব্যাপার থেকে শত্রুর দৃষ্টিকে বিক্ষিপ্ত করার লঘু দায়িত্ব নিয়ে ৪৬শ বাহিনী ১১ই জানুয়ারী তার আক্রমণ অভিযান আরম্ভ করেছিল। যাই হোক, কাজটা সে এমন উৎসাহে চালাল যে তার প্রতিপক্ষ বাধ্য হল উত্তর দিকে হঠতে, ফলে বিপন্ন হয়ে পড়ল বাঁদিক থেকে ১৮শ বাহিনীর মুখোমুখি পড়ে যাওয়া শত্রুপক্ষ। সেখানেও সরে যাওয়া আরম্ভ হল। ১৮শ বাহিনী অনুসরণ আরম্ভ করল, রণাঙ্গনকে সরিয়ে দিল উত্তর পশ্চিমে। এতে অন্যদিক থেকে ৫৬শ বাহিনীর আক্রমণ অভিযানের সুবিধে হল। ১৬ই জানুয়ারী সে শত্রুকে আক্রমণ করল, সাতদিন তুমুল লড়াইয়ের পর তাদের ব্যূহ ভেদ করে ক্রাসনোডর অভিমুখে অগ্রসর হল এবং ক্রাসনোডর ও কুবান নদীর মুখে গিয়ে পৌঁছাল।

৪৭শ বাহিনী, ইতিমধ্যে যে ক্রিমস্কায়াতে মূল আঘাত হানল, কোন সাফল্য অর্জন করতে পারল না, এদিকে ৫৬শ বাহিনীর এলাকায় শত্রুর প্রতিরোধ বৃদ্ধি পেল এবং শিগগিরই তা হয়ে উঠলো অনতিক্রম্য। শক্তির ভারসাম্য সমান সমান হয়ে পড়ল এমন কি তা শত্রুর দিকে ঝুঁকে পড়ার ঝোঁক দেখা গেল।

যুদ্ধের অপ্রতিরোধ্য দ্বান্দ্বিকতা টের পাওয়া গেল। নাৎসী বাহিনীর অবস্থার সাধারণভাবে অবনতি, বিশেষতঃ বাটাইস্ক ও রোস্তভ-এ, তাদের কম্যাণ্ডকে বাধ্য করে ক্রাসনোডর ও নভোরসিস্ককে ঘিরে তাদের আত্মরক্ষার সমস্ত সম্ভাবনাকে জোরদার করে তুলতে এবং দনেৎস উপত্যকা ও ক্রিমিয়ার দিকে তাদের পলায়ন পথটি যে কোন মূল্যে রক্ষা করতে। মনে রাখতে হবে, কৃষ্ণসাগর দল যখন ক্রাসনোডর-এর প্রবেশ মুখে পড়ছিল তখন দ্বিতীয় গার্ডস বাহিনী এবং দক্ষিণ ফ্রন্টের ৫১শ ও ২৮শ বাহিনীগুলি ইতিমধ্যেই বাটাইস্ক-এর আট কিলোমিটারের মধ্যে ছিল, এদিকে ট্রান্সককেশিয় ফ্রন্টের উত্তর দল পেসচাঙ্কোপস্কয়ে, ক্রোপটকিন ও আরমাভির এলাকায় অনুপ্রবেশ করেছে। এভাবে শত্রুর উপরে এক নয়া স্তালিনগ্রাদ-এর বিপদ ঘনিয়ে আসছিল, অবশ্যই তারাও সব রকম পাল্টা ব্যবস্থা নিচ্ছিল।

২৩শে জানুয়ারী তারিখের এক বিশেষ নির্দেশে সর্বোচ্চ হাই-কম্যাণ্ড উত্তর

ককেশাসে শত্রুকে অবরোধ করার ব্যাপারে দক্ষিণ ফ্রন্টের প্রধান ভূমিকার কথা কথা উল্লেখ করল।

'আমাদের বাহিনী কর্তৃক বাটাইস্ক দখলের', নির্দেশে বলা হল 'বিরাট ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে। বাটাইস্ক নেওয়া গেলে শত্রুকে আমরা উত্তর ককেশাসে বোতলে পুরতে পারব এবং ২৪টি জার্মান ও রুমানীয় ডিভিশনের রোস্তভ, টাগানরগ, ডনবাস এলাকায় হাজির হওয়াকে আটকাতে পারব।

'উত্তর ককেশাসে শত্রুকে পরিবেষ্টন এবং ধ্বংস অবশ্যই করতে হবে ঠিক যে-' কিনা তাদের স্তালিনগ্রাদে ঘিরে ফেলা হয়েছে এবং ধ্বংস করা হচ্ছে।

'উত্তর ককেশাসে শত্রুর ২৪টি ডিভিশনকে রোস্তভ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতেই হবে দক্ষিণ ফ্রন্টকে, এদিকে ট্রান্সককেশিয় ফ্রন্টের কৃষ্ণসাগর দল তার দিক থেকে তামান উপদ্বীপের দিকে শত্রু ডিভিশনগুলির নির্গমন বন্ধ করবে।

এখানে মুখ্য ভূমিকা থাকছে দক্ষিন ফ্রন্টের, ট্রান্সককেশিয় ফ্রন্টের উত্তর দলের সহযোগিতায় যাকে উত্তর ককেশাসে শত্রুবাহিনীকে ঘেরাও এবং দখল অথবা শুধুমাত্র দখল করতেই হবে।'

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স দক্ষিণ ফ্রন্টকে আদেশ করল ম্যানিচ এলাকা এবং ডনের দক্ষিণে অবস্থিত সৈন্যদের অবিলম্বে বাটাইস্ক পর্যন্ত নিয়ে যেতে এবং বাটাইস্ক ও আজভ অধিকার করতে। এই আদেশ গৃহীত ও তদনুযায়ী কাজ করা হল কিন্তু বাটাইস্ক এলাকায় আমাদের সৈন্যদের হানা প্রধানতঃ ট্যাংক ও বিমানের অসংখ্য আক্রমণের ফলে প্রতিহত হল। স্পষ্টতঃই বাটাইস্ক দঙ্গলকে চূর্ণ ও রোস্তভ অভিমুখে শত্রুর পলায়ন পথ বিচ্ছিন্ন করার মত শক্তির অভাব দক্ষিণ ফ্রন্টের ছিল।

এই সন্ধিক্ষণে ট্রান্সককেশিয় ফ্রন্টে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটল। এর উত্তর দলের জঙ্গম ইউনিটগুলি দক্ষিণ ফ্রন্টের ২৮শ বাহিনীর বামপার্শ্বের সঙ্গে যুক্ত হল এবং ব্রেড্‌ন-যোগোয়লিক, পেসচানোকোপস্কয়ে লাইনে পৌছাল, ওদিকে ৪৪শ, ৫৮শ, ৯ম ও ৩৭শ বাহিনীগুলি তিখোরেৎস্কায়ার দূরবর্তী প্রবেশ মুখগুলিতে অনুপ্রবেশ করল। এখন এইদিকে কৃষ্ণসাগরদলের প্রয়াসকে লাগানর পক্ষে কোন যুক্তিই রইল না। নতুন সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হল, তা আসতেও দেরী হল না। ২৩শে জানুয়ারী কৃষ্ণসাগর দল নির্দেশ পেল :

'(১) ক্রাসনোডর এলাকার দিকে এগিয়ে যাও, কুবান নদীর দুই তীরকে শক্ত কব্জা কর, তার উপকূল ভূমিকে অবরোধ কর এবং মুক্ত সৈন্যদের পরিচালিত

কর নভোরসস্কি ও তামান উপদ্বীপ দখলের জন্য যাতে শত্রু তামান উপদ্বীপে আবদ্ধ হয়ে পড়ে ঠিক যেমন দক্ষিণ ফ্রন্ট শত্রুকে বাটাইস্ক ও আজভ-এ আবদ্ধ করছে।

'(২) ভবিষ্যতে কৃষ্ণসাগর দলের মূল কাজ হবে কার্চ উপদ্বীপ দখলকে কার্যকরী করা।'

একই দিনে, ২৩শে জানুয়ারী জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স থেকে এক সমন পেয়ে এ. এম. ভাসিলেভস্কি মস্কোয় হাজির হলেন। ফ্রন্টগুলির কাজকর্মের মধ্যে তিনি সমন্বয় সাধন করছিলেন এবং উত্তর ককেশাসের পরিস্থিতির পর্যালোচনা করছিলেন। ফ্রন্টগুলির উপরে দেওয়া তাঁর রিপোর্টের ভিত্তিতে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স ট্রান্সককেশিয় ফ্রন্টের উত্তর দলকে স্বতন্ত্র উত্তর ককেশিয় ফ্রন্টে রূপান্তরিত করে একটি সিদ্ধান্ত নিল। তার অন্তর্ভুক্ত হল ৯ম, ৩৭শ, ৪৪শ এবং ৫৮শ বাহিনীগুলি, কুবান ও ডন রক্ষী অশ্বারোহী কোর এবং অন্যান্য সমস্ত দল, ইউনিট ও প্রতিষ্ঠান যেগুলি ইতিপূর্বে উত্তর দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আই. আই. ম্যাসলেনিকভই এর অধিনায়ক থাকলেন। ২৪শে জানুয়ারীর একটি হুকুমনামায় তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হল :

'...(১) লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল কিরিচেংকোর গতিশীল যন্ত্রায়িত অশ্বারোহী দলটিকে বাটাইস্ক-এর দিকে পাঠান শত্রুর রোস্তভ-বাটাইস্ক দলের পশ্চাদভাগে আক্রমণ করার জন্য। লক্ষ্য, দক্ষিণ ফ্রন্টের বাম পার্শ্বের সহযোগিতায় শত্রুকে পরাজিত করা এবং বাটাইস্ক, আজভ ও রোস্তভ দখল করা।

'(২) তিখোরেৎস্কায়া, কুশ্‌চেভস্কায়া অভিমুখে অগ্রসরমান ৪৪শ ও ৫৮শ বাহিনীগুলিকে শত্রুর প্রথম প্যাঞ্জার বাহিনীর পলায়মান ইউনিটগুলিকে ছত্রভঙ্গ করার এবং বাটাইস্ক, আজভ, য়েইস্ক লাইন ভেদ করার কাজ দিতে হবে। অতিরিক্ত কাজ হিসেবে, টাগানরোগ উপসাগর সবলে অধিকার ও ক্রিভায়া কোসা, বুদিয়নোভকা অঞ্চলে উত্তর উপকূলে বেরিয়ে আসার জন্য প্রস্তুত হোন।

'(৩) ৯ম বাহিনী টিমাশেভস্কায়ায় আঘাত হানবে, ৩৭শ বাহিনী ক্রাসনোডরে এবং ট্রান্সককেশিয় ফ্রন্টের কৃষ্ণসাগর দলের সঙ্গে যৌথ ক্রিয়ায় শত্রুকে অবরুদ্ধ ও ধ্বংস অথবা বন্দী করবে।

ফেব্রুয়ারীর গোড়ার দিনগুলিতে শত্রু তিখোরেৎস্কায়ার উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম স্তেপভূমি থেকে বিতাড়িত হল এবং আজভ থেকে প্রিমোরস্কো-আখটার্স্ক পর্যন্ত আজভ উপকূল মুক্ত হল। আমাদের সৈন্য চেপেগিনস্কায়া এলাকা দখল করল

এবং কয়েনেভস্কায়ার দিকে ধাবিত হল। অবশ্য প্রমাণিত হল যে বাটাইস্ক আক্রমণ সম্ভব নয়। রোস্তভ-এর প্রবেশমুখের এই এলাকা তখনো বর্মাবরণে সুরক্ষিত ছিল।

নভোরসিস্ক-এও আমাদের সাফল্য এল না। প্রস্তুতির অভাবে অবিনস্কায়া ও ক্রিমস্কায়ার দিকে ৪৭শ বাহিনীর অগ্রগমন প্রতিহত হল। যথেষ্ট সৈন্য সমাবেশ করা হয় নাই, ব্যূহভেদ ঠিকভাবে সংগঠিত করা হয় নাই, তাই শিগগিরই আক্রমণ ফুরিয়ে গেল। ইয়ুঝনায়া ওজারিকায় সমুদ্র পথে অবতরণের ব্যাপারটা অশান্ত সমুদ্রের জন্য ব্যর্থ হল।

কৃষ্ণসাগর দলের ডানপার্শ্বের বাহিনীগুলির গতিক কিছুটা ভাল ছিল। তারা সাফল্যের সঙ্গে শত্রুকে অনুসরণ করছিল, তাদের প্রচণ্ড ক্ষতিসাধনও করছিল। ৪৬শ বাহিনী সবলে কুবান অধিকার ও উস্ট্-ল্যাবিন্স্ক দখল করল। ১৮শ বাহিনী শত্রুকে কুবানে উপযুক্ত জবাব দিয়েছিল। ৫৬শ বাহিনী ক্রাসনোডর-এর প্রবেশ মুখে দৃঢ়ভাবে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল, তারপরে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর নির্দেশ অনুসারে ৪৭শ বাহিনীকে সাহায্যের জন্য গিয়েছিল এবং নোভি ঝেগোনাই, ল্ভোভস্কায়া এবং ক্রিমস্কায়া অভিমুখে পার্শ্বদেশে আঘাত হেনেছিল। দুই দিন পরে এই ধাক্কাটি আরো জোরদার করেছিল ১৮শ বাহিনী। কিন্তু কোন লাভ হল না। পরিকল্পনা মাফিক কৃষ্ণসাগর দলের দক্ষিণ পার্শ্বেও লক্ষ্য পৌছান গেল না। সাজ সরঞ্জামের অভাব, আক্রমণ অভিযানের প্রস্তুতির জন্য সীমিত সময়, এসবের ফল ফলছিল। কিন্তু ঝঞ্ঝাটের মূল কারণ হল যে, জার্মানরা ১৭শ বাহিনীর মূল দলগুলিকে লাগিয়েছিল এবং আগেই জোরদার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। ফলে ১৯৪৩-এর ফেব্রুয়ারী নাগাদ জার্মানদের তথাকথিত তামান লম্ফভূমি-র (স্প্রিং বোর্ড) জন্ম হল। এর ফলে ভবিষ্যতে আমাদের প্রচুর ভোগান্তি হয়েছিল। জেনারেল স্টাফ-এ প্রায়ই আমরা নিজেদের প্রশ্ন করেছি এই স্প্রিংবোর্ডের কারণ সম্পর্কে। এটা কি জার্মানদের উপর চাপিয়ে দেওয়া, নাকি এটা ইচ্ছাকৃত? অবশ্য তাদের ১৭শ বাহিনী ডন বরাবর অপসরণে ব্যর্থ হয়ে আমাদের আক্রমণে আটকা পড়েছিল এবং উপদ্বীপের দিকে হঠে যেতে বাধ্য হয়েছিল। অন্যদিকে, জার্মানরা উপদ্বীপটির সামরিক গুরুত্ব নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছিল। সেখানে একবার প্রতিষ্ঠিত হলে নিম্ন ডন ও ককেশাসে আমাদের সৈন্যদের পশ্চাদভাগকে তারা বিপন্ন করতে পারে এবং আজভ সাগরে সোভিয়েত নৌবহরের রণক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। সর্বশেষে, তামান উপদ্বীপ
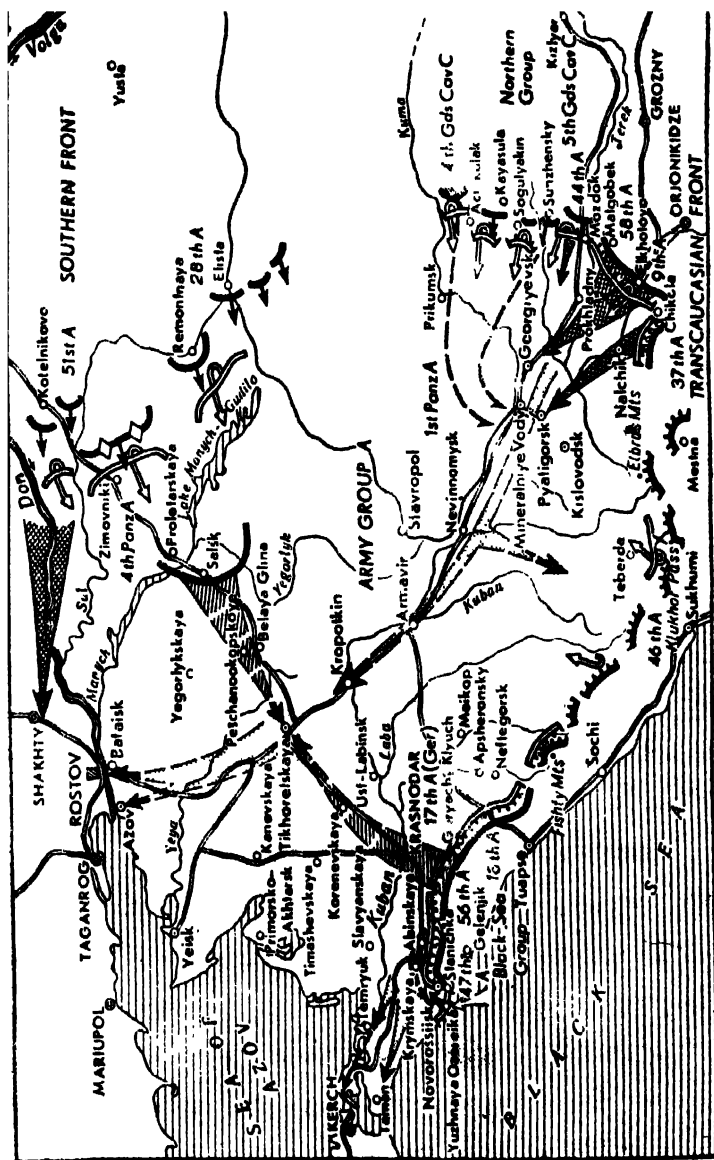
উত্তর ককেশাস থেকে শত্রুকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর পরিকল্পনা

ক্রিমিয়াকে সমুদ্রবাহিত আক্রমণ থেকে রক্ষা করত। এদিক থেকে মনে হয় শত্রু যেন ইচ্ছে করেই উপদ্বীপটিতে গেড়ে বসেছিল। সে যা হোক, আমরা শেষের সিদ্ধান্তটিকেই সমর্থন করলাম এবং নিশ্চিত হলাম যে তামান স্প্রিংবোর্ডকে অদম্য প্রতিরোধ করা হবে এবং তাদের নিশ্চিহ্ন করা সহজ হবে না।

উত্তর ককেশিয় ও ট্রান্সককেশিয় ফ্রন্ট আগের যুদ্ধে একত্র হয়েছিল এবং তাদের মূল সৈন্যদের তামান স্প্রিংবোর্ডের বিরুদ্ধে পরিচালিত করেছিল। তাদের কাজ যখন একই তখন তাদের সৈন্যদের দুটি ফ্রন্ট কম্যাণ্ডের অধীনে রাখার কোন অর্থ হয় না। কাজেই, ৫ই ফেব্রুয়ারী জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স কৃষ্ণসাগর দলকে উত্তর ককেশিয় ফ্রন্টে বদলী করল, কৃষ্ণসাগর নৌবহরকেও রণক্রিয়া প্রসঙ্গে তার নিয়ন্ত্রণে রাখল। একই সঙ্গে উত্তর ককেশিয় ফ্রন্ট ৪৪শ বাহিনী ও কিরিচেংকোর গতিশীল দলটিকে হারাল, তারা রণক্রিয়া ও অঞ্চলগত দুদিক থেকেই দক্ষিণ ফ্রন্টের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল।

এইভাবে উত্তর ককেশিয় ফ্রন্ট তার সম্পূর্ণ মনোযোগ সরিয়ে আনল শত্রুর তামান জোটকে ধ্বংস করার দিকে, এদিকে ট্রান্সককেশিয় ফ্রন্ট ফিরে গেল ট্রান্স-ককেশিয়ার সীমানার মধ্যে তার আগের প্রতিরক্ষামূলক দায়িত্বে।

কিন্তু এই পুনর্বিন্যাসের প্রাক্কালে নভোরসিস্ক রণক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করা হল। এর পরিকল্পনাটি মূলগতভাবে একই রইল। ৪৭শ বাহিনী ও সমুদ্রবাহিত আক্রমণকারী দলের পরস্পর সহযোগিতামূলক ক্রিয়ার সাহায্যে শত্রুকে নভোরসিস্ক এলাকায় ঘেরাও ও চূর্ণ করতে হবে। যে সময় সমুদ্রবাহিত সেনা দুই জায়গায় অবতরণ করবে, মূল বাহিনী অবতরণ করবে য়ুঝনায়া ওজেরিকা এলাকায়, আর সহায়ক সেনা করবে স্টানিচ্‌কা অঞ্চলে, সেই সময় ভূমিসেনাকে উত্তর-পশ্চিমে শহরকে বেষ্টন করতে হবে। ৪৭শ বাহিনীর অগ্রগতির উপরে অবতরণের সময়টিকে নির্ভরশীল রাখা হল। নভোরসিস্ক-এর উত্তরে প্রতিরক্ষা ব্যূহে ভূমিসেনা একটি ছিদ্র সৃষ্টি এবং মারকোট্‌খ গিরিপথ দখল করার পরেই এটি ঘটবে।

১লা ফেব্রুয়ারী ৪৭শ বাহিনী আক্রমণ শুরু করল, কিন্তু কোন সাফল্য এল না। তা সত্ত্বেও ট্রান্সককেশিয় ফ্রন্টের অধিনায়ক সমুদ্রবাহিত সৈন্যদের অবতরণ করতে আদেশ দিল। উপযুক্ত প্রস্তুতি ছাড়াই ৪ঠা ফেব্রুয়ারী চেষ্টা চলল। নৌসেনা ও আক্রমণকারী দলের মধ্যে সহযোগিতার অভাব, বিশেষতঃ শত্রুর কামানগুলিকে নৌবোমাবর্ষণের দ্বারা চূর্ণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় মারাত্মক ফল হল। মূল আক্রমণকারী দলের ছোট্ট এক ভগ্নাংশ, মাত্র ১৪০০-র মত লোক য়ুঝনায়া

প্রেরিকায় তীরে পৌছাল। তারা অবশ্য অবতরণ অঞ্চলে টিকতে পারল না এবং উত্তরকালে ক্রানিচ্কায় সহায়ক অবতরণ দলের গুরুতর ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে তাদের প্রচণ্ড লড়াই করে এগোতে হল। সাগরতীর থেকে তুলে নেওয়া হল মূল অবতরণ দলের টিকে যাওরা কয়েক ডজন লোককে।

মেজর টি. এল. কুনিকভ-এর অধিনায়কত্বে সহায়ক দলের প্রায় ৯০০জন মানুষ সবাই তীরে পৌছাল। দারুণ দক্ষতা ও সাহসের সঙ্গে কাজ করে তারা একটি বেলামুখ অধিকার করতে সক্ষম হয় যেখানে কয়েকটি পদাতিক ও নৌব্রিগেড এবং ১৬শ পদাতিক কোর-এর সদর দপ্তরটিকেও অবতরণ করান হয়। এরপরে তারা বেলামুখটির সম্প্রসারণ করে মিসথাকো পর্বত পর্যন্ত, প্রায় পাঁচটি শত্রু ডিভিশনকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য ক'রে সোভিয়েত বাহিনীর জন্য গৌরব অর্জন করে। তবু, এসব সত্ত্বেও নভোরসিস্ক তখনও দখল হল না।

প্রায় একই সঙ্গে, ফেব্রুয়ারী ৯ থেকে ২২, ক্রাসনোডর এলাকায় আরেকটি আক্রমণাত্মক রণক্রিয়া আরম্ভ হল। ৫৮শ ও ৯ম বাহিনী ডানপার্শ্বে কাজ করছিল, ৩৭শ ও ৪৬শ মধ্যে এবং নভোরসিস্ক-এর উত্তরে বামপার্শ্বে জনপূর্ণ করা হল সেই একই ৪৭শ বাহিনীর দ্বারা যার কথা ইতিমধ্যেই বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। ভারেনিকভস্কায়ের দিকে আঘাত হানা হল একই কেন্দ্রের দিকে। ১৮শ ও ৫৬শ বাহিনীদ্বয় যারা ক্রাসনোডর-এর ঠিক মুখোমুখি ছিল তারা, যে সব ফ্রণ্ট সৈন্য শহর অধিকার করে আছে তাদের বেষ্টন ও চূর্ণ করার লক্ষ্য নিয়ে আক্রমণ করল।

ভূখণ্ডটি আমাদের পক্ষে প্রতিকূল ছিল। ৪৭শ বাহিনীকে অতিক্রম করতে হবে একটি শৈলশিরা এবং ৫৮শ, ৯ম ও ৩৭শ বাহিনীগুলি অগ্রসর হচ্ছিল অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ, খাঁড়ি, হ্রদ এবং ঝরণা অতিক্রম করে বছরের ঐ সময়ে যেগুলি ছিল প্লাবিত। রাস্তাঘাটের অবস্থা স্মরণ করলেও আতংক হয়—অগম্য কর্দমাক্ত ভূমি, যা আক্ষরিক অর্থেই পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনী এবং বিশেষ করে পেছনের দলগুলিকে আটকে ধরল। শত্রু অবশ্য, কর্তৃত্ব করার মত উচ্চতায় কায়েম থাকার ফলে, প্রত্যেকটি ঘণ্টাকে ব্যবহার করেছে নিজেদের আরো নিরাপদে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে। আমাদের পথ জুড়ে যে সব প্রাকৃতিক বাধা ছিল তার সঙ্গে মাইন পাতার মত মনুষ্যসৃষ্ট প্রতিবন্ধকগুলিও তারা যোগ করছিল।

ফ্রন্ট-এর কম্যাণ্ড উভয় সংকটে পড়ল। হয় তারা বূহভেদের জন্য উপযুক্ত

প্রস্তুতি ও তা করতে গিয়ে সময়ের ব্যয় করবে, অথবা বিরামহীন চাপ দিয়ে চলবে এভাবে শত্রুকে তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কোন উন্নতি করবার সুযোগ না দিয়ে। দ্বিতীয় বিকল্পটিকেই বেছে নেওয়া হল এবং পাঁচদিন মাত্র সময় দেওয়া হল রণক্রিয়ার প্রস্তুতির জন্য।

৯ই ফেব্রুয়ারী উত্তর ককেশিয় ফ্রণ্টের সৈন্যেরা বেইসুগ এবং কুবান নদীর লাইন থেকে নির্ভয়ে বেরিয়ে এসে কোরেনেভস্কায়ার কাছে শত্রুব্যূহ ভেদ করল। দুই দিন যুদ্ধের পর আমাদের ৩৭শ বাহিনী পশ্চিমদিকে ২৫ থেকে ৩০ কিলোমিটার ঢুকে পড়ে। পাশকোভস্কায়ার কাছে ১৮শ বাহিনীর ডানপার্শ্বে কুবান অধিকৃত হল এবং কিছু অগ্রগতি ঘটল। প্রতিবেশীর সাফল্যে সুবিধা হয়ে যাওয়ায় ৪৬শ বাহিনীও অগ্রসর হল। ১২ই ফেব্রুয়ারী যৌথ চেষ্টায় শত্রুকে তারা ক্রাসনোডর-এর বাইরে তাড়িয়ে দিল এবং পরের গোটা দিনটা অনুসরণ করে চলল—৭০ কিলোমিটার গভীরে ঢুকে গিয়ে। এতে দক্ষিণ পার্শ্বের এবং ক্রাসনোডর-এর দক্ষিন-পশ্চিম দিকে অবস্থার কিছু উন্নতি ঘটল, কিন্তু নভোরসিস্ক-এলাকায় ৪৭শ বাহিনী এবং মিসখাকোর নায়কদের সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত হল।

ফেব্রুয়ারীর দ্বিতীয়ার্ধ, মার্চ ও এপ্রিলের প্রথমার্ধ জুড়ে কোন উল্লেখযোগ্য সাফল্য বিনাই আক্রমণ অব্যাহত রইল। কুরকা ও কুবান নদীর লাইন থেকে শুরু প্রিকুবান্স্কি পর্যন্ত আদাগাম নদীতে ক্রাসনী পর্যন্ত, ক্রিমস্কায়া ও নেবেরজায়েভস্কায়ার চতুষ্পার্শ্বের উচ্চভূমিতে শত্রুকে ঠেলে দেওয়া হল, কিন্তু তারা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হল না। এর অনেকগুলি কারণ ছিল যার প্রধান একটি ছিল আমাদের সৈন্যদলগুলির ত্রুটিপূর্ণ নেতৃত্ব। অতিরিক্ত সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেবার জরুরী প্রয়োজন ছিল।

১৬ই মার্চ জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স কৃষ্ণসাগর দলের সদর দপ্তর তুলে দিল এবং তার কর্মীদের উত্তর ককেশিয় ফ্রণ্টের সদর দপ্তরকে শক্তিশালী করার কাজে লাগাল। কয়েকদিন আগেই ১৮শ বাহিনীর সদর দপ্তর নভোরসিস্ক এলাকায় সরানো হয়েছিল এবং যে সৈন্যদলগুলি মিসখাকো উপদ্বীপ এবং দোলগায়া পর্বতে কাজ করছিল তাদের সঙ্গে একে একই কম্যাণ্ডের অধীনে আনা হল। এদিকে ক্রাসনোডর এলাকায় থেকে যাওয়া ডিভিশনগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হল ৪৬শ ও ৫৬শ বাহিনীর।

ইতিমধ্যে শত্রু লক্ষণীয়ভাবে মাটি, সমুদ্র ও আকাশে আরো সক্রিয় হল।

এপ্রিলে নভোরসিস্ক-এ তাদের সেনাদলগুলিকে গঠিত করল এবং যেটি এখন 'মালায়া জেমলিয়া' ('ছোট্ট দেশ') নামে পরিচিত সেই মিসখাকোর প্রতিরক্ষীদের বিরুদ্ধে এবং শহরের উত্তর দিকেও চূড়ান্ত এক শক্তিশালী পাল্টা আক্রমণ হানল। কারো সন্দেহ ছিল না যে আমাদের বেলামুখকে মুছে ফেলার জন্যেই জার্মানরা তৈরি হচ্ছে।

আমাদের অন্যান্য বাহিনীর উপরেও আঘাত হানা হল। ১৫ই এপ্রিল আমাদের ৫৬শ বাহিনীর বিরুদ্ধে স্থলপথে পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ করল। জার্মান বিমানগুলি কেবল তামান বিমানক্ষেত্র নয়, ক্রিমিয়া, এমনকি ইউক্রেনের বিমানক্ষেত্র থেকে আসত। তারা আকাশে প্রায় আধিপত্য বিস্তার করল। কুবানের আকাশে যুদ্ধ বাধল যাতে সাম্প্রতিকতম জার্মান এম ই—১০৯ জি-২ এবং এম ই-১০৯ জি-৪ লড়াকু বিমান অংশ নিল।

আমাদের বিমানবহর লক্ষণীয়ভাবে কম লড়াইয়ের উদ্যোগ দেখাল। যেমন ৯ই এপ্রিল শত্রু ৭৫০টি আক্রমণ ঘটিয়েছে, আমরা সেখানে ৩০৭শ, ১২ই এপ্রিল আমাদের ৩০০টির জায়গায় তাদের ৮৬২টি, ১৫ই এপ্রিল তাদের ১৫৬০, আমাদের ৪৪৭, এপ্রিল ১৭ তাদের ১৫৬০ আমাদের ৫৩৮টি। সমুদ্রে শত্রু গেলেন্দ্ঝিক উপসাগরে অবরোধ সৃষ্টি করল।

পরিস্থিতি এইভাবে প্রতিকূল দিকে মোড় নেওয়ায় জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স লক্ষ্য রাখল যেন উত্তর ককেশিয় ফ্রন্টের শক্তিবৃদ্ধি ঘটে। নতুন বিমান ইউনিট এবং গার্ডস মর্টারদের যুদ্ধে নিয়োগ করা হল, বাড়তি ট্রেন অস্ত্রশস্ত্র ও জ্বালানী পৌঁছে দিল ফ্রন্টে। ফ্রন্টের রিজার্ভ বাহিনীতে রাখা হল ৪৭শ বাহিনী, দুটি পদাতিক কোর এবং একটি ডিভিশন। বাহিনীগুলিতে রিজার্ভ গড়ে তোলা হল। পশ্চাৎ অংশগুলির কাজকর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হল।

উত্তর ককেশাসে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল সে বিষয়ে বিস্তৃত অনুসন্ধান করে ১৭ই এপ্রিল জেনারেল স্টাফ তার সিদ্ধান্তগুলি সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ককে রিপোর্ট করল। সেই সঙ্গে উত্তর ককেশিয় ফ্রন্টের লোক ও সাজসরঞ্জাম এবং অদূর ভবিষ্যতে আর যা কিছু সেখানে পৌঁছাবে তাদের ব্যবহার করবার সম্ভাব্য পথনির্দেশ করে পরিকল্পনাও হাজির করল। স্তালিন জি. কে. জুকভ-এর সঙ্গে পরামর্শ করলেন যিনি সম্প্রতি বেলগোরদ অঞ্চল থেকে এসেছেন। জুকভ বললেন

যে জার্মান কম্যাণ্ড তামান উপদ্বীপে গেড়ে বসা ১৭শ বাহিনীকে ১৯৪৩-এর বসন্ত ও গ্রীষ্মে আক্রমণাত্মক রণক্রিয়ায় ব্যবহার করার চেষ্টা করতে পারে এই সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তিনি মনে করেন যে এই বেলামুখটিকে মুছে ফেলা এবং শত্রুকে ক্রিমিয়ায় তাড়িয়ে দেওয়াটাই সবচেয়ে ভাল হবে।

স্তালিন এটা মুহূর্তখানেক বিবেচনা করলেন এবং জুকভকে বললেন: 'আপনি গিয়ে অকুস্থলে সবকিছু খুঁটিয়ে দেখলে মন্দ হয় না। হালে ম্যাসলেনিকভ-এর ব্যাপার-স্যাপারে কিছু গোলমাল চলেছে। ফ্রন্ট যে সব প্রয়াস চালাচ্ছে তা কোন বাস্তব ফল দিচ্ছে না···। জেনারেল স্টাফ থেকে স্তেমেংকোকে আপনার সঙ্গে নিন এবং তাদের সঙ্গে দেখা করুন···।'

তারপরে সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক অনুমতি দিলেন তামানের যুদ্ধে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর রিজার্ভ থেকে এন. কে. ভি. ডি. (অভ্যন্তরীণ বিষয়ক জনগণের কমিশারিয়েট) বিশেষ ডিভিশনকে নিয়ে ব্যবহার করতে। এর অধিনায়ক সেই ব্যক্তি যার সঙ্গে পাঠক ইতিমধ্যেই পরিচিত হয়েছেন—কর্নেল পিয়াশেভ। ডিভিশনটি তখন ১১০০০ লোকসহ তার পূর্ণশক্তিতে ছিল।

পরদিন সকালে, ১৮ই এপ্রিল আমরা ক্রাসনোডর-এর উদ্দেশ্যে উড়লাম। যাত্রায় আমাদের সঙ্গী হবার জন্য জকভ আমন্ত্রণ করেছিলেন বিমান বাহিনীর কম্যাণ্ডার এ. এ. নোভিকভ এবং নৌবহর সংক্রান্ত জনগণের কমিশার এন. জি. কুজনেৎসভকে।

রোস্তভে আমরা জ্বালানী নিলাম এবং ক্রাসনোডর-এর দিকে উড়লাম সারাপথ প্রায় মাটি ঘেঁসে, কারণ কুবান-এর উপরে শত্রুবিমান ব্যাপক ধ্বংস চালাচ্ছিল আর তীব্র বিমানযুদ্ধ চলছিল। উড্ডয়নটি চলছিল মারাত্মকভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে তবুও নিদেন পক্ষে আমরা তাজা সবুজ মাঠ আর ফলন্ত ফলবাগিচার চমৎকার দৃশ্য পেলাম।

ক্রাসনোডর বিমানবন্দরে ম্যাসলেনিকভ আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন এবং তাঁর সদর দপ্তরে আমাদের নিয়ে গেলেন যেখানে ৫৮শ, ৯ম ও ৩৭শ বাহিনীর অধিনায়কেরা ইতিমধ্যেই একত্রিত হয়েছিলেন। এই বাহিনীগুলি ছয় কিলোমিটার অথবা তার বেশি চওড়া এক খণ্ড প্লাবিত জলাভূমিতে এসে অচল হয়ে পড়েছে। জলাভূমির ভেতরকার সংকীর্ণ পথগুলি শত্রু নিরাপদে রক্ষা করে ছিল, কেবলমাত্র বিশেষভাবে সজ্জিত ছোট্ট ডিটাচমেন্ট-এর পক্ষেই এই এলাকায় কাজ করা সম্ভব।

জুকভ বাহিনী অধিনায়কদের কথা সব শুনলেন এবং বললেন: 'আমরা সমস্যাটির সমাধান খুঁজব কুবান-এর দক্ষিণে। কাল আমরা সরেজমিন অনুসন্ধানের জন্য বের হব।

কুবান-এর দক্ষিণের অবস্থা ছিল এরকম। ৫৬শ বাহিনী মূল লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছিল, মূল আঘাত সে হানছিল ক্রিমস্কায়া ঘুরে পাশ কাটিয়ে চলার পথে দক্ষিণ দিক থেকে, ওদিকে সহায়ক আরেকটি আক্রমণ, এটিও পাশ কাটিয়ে চলার সময়, সে হানছিল উত্তর দিক থেকে। শত্রু পদাতিক ও ট্যাংকের নতুন বাহিনী ও বেশ কিছু বিমান এনে হাজির করেছিল। ফলে, ৫৬শ বাহিনী ক্রিমস্কায়ার প্রবেশমুখে পৌছাল বটে কিন্তু তাকে জয় করতে পারল না। আক্রমণকারী ডিভিশনগুলি অস্ত্রশস্ত্রের গুরুতর অভাব টের পাচ্ছিল। কামান ও ট্যাংক ছিল কম। ১৮শ বাহিনীরও সময় অত্যন্ত খারাপ যাচ্ছিল। এটা হল দ্বিতীয় দিন যে মিসখাকো এলাকায় সাংঘাতিক আক্রমণ সে প্রতিহত করছিল।

১৯শে এপ্রিলের সকালে অবিনস্কায়ার বাইরে ৫৬শ বাহিনীর পরিচালনা ঘাঁটিতে আমরা পৌছলাম। পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে অধিনায়ক এ. এ. গ্রেচকো বেশ খোলাখুলিভাবেই বললেন যে, পরদিন যে আক্রমণ শুরু হবার কথা ঠিক আছে তার জন্য কোন প্রস্তুতি-ই হয়নি। জুকভ তাঁর মতটি মেনে নিলেন এবং বাহিনীটির আক্রমণ অভিযান পাঁচ দিনের জন্য, অর্থাৎ ২৫শে এপ্রিল পর্যন্ত পেছিয়ে দিলেন। আশা করা হল যে এর মধ্যে সর্বোচ্চ হাই-কম্যাণ্ড-এর মজুত থেকে অস্ত্রশস্ত্র, জ্বালানী এবং কামানের সরবরাহ এসে যাবে সর্বোপরি, যেগুলি সদ্য এসে পৌছেছে সেগুলি সহ সমস্ত বিমানকে ব্যবহার করা সম্ভব হয়ে উঠবে যার ফলে আকাশের কর্তৃত্ব আমাদের হাতে এসে যেতে পারে। এন. কে. ভি. ডি. ডিভিশনটিরও এই সময় এসে যাবার কথা। ফ্রন্টের নিষ্ক্রিয় অঞ্চলগুলি থেকে আনা গার্ডস মর্টার সহ কামানের সাহায্যে ৫৬শ বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করতে হবে। এসব কিছু ছাড়াও জুকভ কোর ও ডিভিশনগুলি ব্যক্তিগতভাবে পরিদর্শন করতে ও আক্রমণ শুরু হবার আগে সবকিছু নিজে দেখে নিতে চাইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ৫৬শ বাহিনীর কম্যাণ্ড ঘাঁটির কাছে কতকগুলি খোঁদল তৈরির আদেশ দিলেন যাতে মূল দিকে রণক্রিয়ারত সৈন্যদের কাছে আমরা থাকতে পারি আর ক্রাসনোডর থেকে আসা-যাওয়া করে সময় নষ্ট না করি। তিনি প্রস্তাব করলেন যে ম্যাসলেনিকভও যেন এই বাহিনীর সঙ্গেই তাঁর পর্যবেক্ষণ ঘাঁটি রাখেন।

পরবর্তী কয়েকটি দিনের অধিকাংশ সময় আমরা সৈন্যদের সঙ্গে কাটালাম, কোর ও ডিভিশন কম্যাণ্ডারদের চিনলাম, পরিস্থিতির সব খুঁটিনাটি পর্যালোচনা করলাম এবং অকুস্থলেই সমন্বয় সাধন করলাম। বাহিনী কম্যাণ্ডারের পর্যবেক্ষণ ঘাঁটি, যেটি রণক্ষেত্রের লাইন থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে, সেখান থেকেই আমরা ঠিক করলাম কোথায় এবং কিভাবে এন. কে. ভি. ডি. বিশেষ ডিভিশনকে কাজে লাগাব।

৫৬শ বাহিনীর অভিযানের প্রস্তুতি চালাবার সময়েই জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স প্রতিনিধি মিসথাকোতে ১৮শ বাহিনীর অবতরণ দলকে শক্তিশালী করার এবং যাতে সে অব্যাহত সরবরাহ পায় তা সুনিশ্চিত করার ব্যাপারে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করলেন। ২০শে এপ্রিল অবতরণদলের সম্মুখীন শত্রু সৈন্যের উপরে দুটি দলবদ্ধ বিমান আক্রমণ করা হল। প্রত্যেকটি আক্রমণে ২০০টি করে বিমান ছিল। এর পরেই শত্রু তার আক্রমণে বিরাম দিল এবং গেড়ে বসতে আরম্ভ করল। জুকভ-এর নির্দেশে নৌবহর অতিরিক্ত জাহাজ বরাদ্দ করল মালায়া জেমলিয়াতে পরিবহণের জন্য। ৎসেমেসকায়া উপসাগরে ১৮শ বাহিনীর গোলন্দাজী শক্তিবৃদ্ধি ঘটল আর কামানের অগ্নিসংযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হল।

২০শে এপ্রিল রাত্রিতে দূরপাল্লার বিমান, উত্তর ককেশিয় ফ্রণ্টের বিমান ইউনিটগুলি ও কৃষ্ণসাগর নৌবহর একত্রিত হল আনাপায় শত্রুর বিমানক্ষেত্র, নভোরসিস্ক-এর নিয়ন্ত্রণাধীন অংশবিশেষ এবং তারপরে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে তার অবস্থানগুলিকে চূর্ণ করার জন্য। প্রমাণিত হল যে এইসব হানাদারী খুবই কার্যকরী।

সেই সময় যে সাংগঠনিক ব্যবস্থাদি নেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে দুটি বোধ হয় উল্লেখযোগ্য। এগুলি হল ৫৮শ বাহিনীর স্টাফকে আজভ সাগর উপকূলে বদলী করে সেই সঙ্গে তার ডিভিশনগুলি ৯ম বাহিনীকে হস্তান্তরিত করা এবং ৫৮শ বাহিনীর তিনটি রক্ষী পদাতিক ডিভিশনকে মিলিয়ে ১১শ রক্ষী পদাতিক কোর গঠন করা।

একদিন রাতে মস্কোয় পাঠানর জন্য হাল রিপোর্ট শেষ করে সেটি আমি জুকভ এর কাছে তাঁর স্বাক্ষরের জন্য নিয়ে গেলাম। তিনি তাঁর খোঁদলে বসেছিলেন সামনে বিছানো মানচিত্রটিতে গভীর চিন্তায় ডুবে। প্রায় বিনা সংশোধনেই রিপোর্টটি তিনি সই করলেন এবং তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে জিজ্ঞেস করলেন: 'এখন কি করবেন?' ভোর হতে আর দেরী নেই এটা অনুভব করে জবাব দিলাম,

'এই রিপোর্টটি পাঠাব, তারপরে শুতে যাব।'

'এটাই বোধ হয় ঠিক কাজ হবে।'

এরপর আমরা বিদায় নিলাম।

রিপোর্ট পাঠাতে আমার বেশি সময় লাগল না। আধঘণ্টা পরে আমি আমার বাসায় ফিরলাম। শুতে যাব, ঠিক তখন এ্যাকর্ডিয়নের মৃদু আওয়াজ শুনলাম। কেউ ছোট্ট একটি করুণ সুর বাজাচ্ছে যে সুরটি সেকালে আমরা সবাই জানতাম। দরজার বাইরে তাকিয়ে জুকভকে দেখতে পেলাম। নিজের খোঁদলের ধাপটিতে বসে হালকাভাবে একটি এ্যাকর্ডিয়ন বাজাচ্ছেন। প্রথমটির পরে দ্বিতীয় তারপরে তৃতীয় একটা সুর, একই রকম প্রাণভরা। এসবগুলিই হল যুদ্ধকালীন সেইসব সুন্দর গান যেমনটি আমাদের অনেক ছিল। সঙ্গীতজ্ঞটির দক্ষতার কিছু অভাব ছিল কিন্তু তিনি বাজনায় যে অনুভূতির সঞ্চার করেছিলেন তাতে এই ক্ষতিপূরণ হয়ে গিয়েছিল। কত-ক্ষন নিস্পন্দ হয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে রইলাম!

২১শে এপ্রিল সকালে আমরা ছিলাম ১৮শ বাহিনীর সঙ্গে, যে বাহিনীটি ছিল নভোরসিস্ক এলাকার প্রতিরক্ষার জন্য। এর অধিনায়ক কে. এন. লেসেলিঝ-এর রিপোর্ট আমরা শুনলাম এবং তাঁর অনুরোধগুলি বিবেচনা করলাম। আমরা বাহিনীটিকে বিমান দিয়ে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলাম, লেসেলিঝ এগুলির কাজকর্মের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। এটা হল সেই জায়গা যেখানে আমি প্রথম এল. আই. ব্রেজনেভের সাক্ষাৎ পাই। তিনি ছিলেন এই বাহিনীর রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান।

সন্ধে নাগাদ ফেরার পথে তৃতীয় পদাতিক কোর-এর অধিনায়ক এ. এ. লুচিনস্কির পর্যবেক্ষন ঘাঁটিতে গেলাম। এই কোরটি অবস্থান করছিল ৫৬শ বাহিনীর বামপার্শ্বে। লুচিনস্কির পর্যবেক্ষন ঘাঁটি থেকে নেবেরজয়েভস্কায়া পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল, এটি শত্রুর অন্যতম সুরক্ষিত এলাকা। জার্মান বিমানগুলি কোর-এর অবস্থানের উপরে বোমাবর্ষন করল, তারপরে একেবারে পর্যবেক্ষন ঘাঁটির উপরেই। আক্রমন শেষে আমরা কোর-এর কর্মপরিকল্পনা পরীক্ষা করতে লাগলাম। স্থির হল যে নেবেরজয়েভস্কায়া এলাকায় শত্রুকে ধ্বংস করার এবং নভোরসিস্ক-এর দিকে সমগ্র আক্রমণাত্মক রণক্রিয়া চালানর জন্যেও কোরকে ব্যবহার করা দরকার।

২২শে এপ্রিল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স প্রতিনিধি ৫৬শ বাহিনীর অধিনায়কদের সঙ্গে কাজ করলেন। তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হল যে ফ্রন্টের মূল আঘাত এই বাহিনীকেই হানতে হবে, তাদের আপাতলক্ষ্য হল ক্রিমস্কায়া অঞ্চলে শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করা এবং প্রতিরোধের এই কেন্দ্রটিকে চূর্ণ করা। তারপরে অভিযান এগিয়ে যাবে গ্রাদকোভস্কায়া ও ভেরখ্‌নে-বাকানস্কির দিকে, নভেরসিস্ক-এর চারপাশে যে জার্মান বাহিনী কেন্দ্রীভূত হয়েছে তার পশ্চাদ্‌ভাগে। এটা হল সেই জায়গা যেখানে মূল বিমানশক্তিকে নিয়োগ করা হবে। অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারে এই এলাকাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

অন্যান্য বাহিনীগুলির লক্ষ্যও নির্ধারণ করা হল। কে. এ. করোতেইয়েভের অধীনস্থ ৯ম বাহিনী, যা রণক্ষেত্রের দক্ষিণপার্শ্ব গঠন করেছিল, স্লাপেরস্কির উত্তর পূর্বাঞ্চল থেকে সক্রিয় হয়ে তাকে কুবান নদী অবরোধ করতে এবং ভারেনি-কোভ্‌স্কায়া দখল করতে হবে, তারপর অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে হবে তামান উপদ্বীপের অন্তঃস্থলে জিগিসস্কোয়ের দিকে এবং তার বাহিনীর কিছু অংশকে তেমরিউক-এর দিকেও। পি. এম. কোজলভের অধীনে ৩৭শ বাহিনীকে পশ্চিম দিক থেকে আক্রমণ করতে হবে প্রাইকুবানস্কি ও রেমেথোভ্‌স্কি এবং ভারেনিকোভ্‌স্কায়ার দিকেও। ১৮শ বাহিনীকে মিসখাকোতে তার অবস্থানটির পুনরুদ্ধার করতে হবে যেটি শত্রু বেদখল করেছিল।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স এই রণক্রিয়ার পরিকল্পনাটিকে বিনা সংশোধনে অনুমোদন করল। কিন্তু বাস্তব জীবনই তার সংশোধন ঘটিয়ে দিল। অভিযান মুলতুবী রইল আরো কয়েকদিনের জন্য, ২৯শে এপ্রিল আমাদের সমস্ত সৈন্য ও সাজসরঞ্জাম সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হওয়া পর্যন্ত।

আবহাওয়া ছিল উষ্ণ ও সূর্যস্নাত। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত আমরা ডিভিশন ও রেজিমেন্টগুলি সফর করতাম, প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখতাম এবং সচেষ্ট থাকতাম যাতে কিছুই নজর না এড়ায়। মাঝরাত পেরিয়ে বাসায় ফিরতাম। রাতের খাওয়া সেরেই আমি যথারীতি বসে যেতাম জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর জন্য রিপোর্ট লিখতে, তারজন্য অপেক্ষা করতে করতে জুকভ এদিকে বাহিনীর কম্যাণ্ডারদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতেন। শুতে যাবার আগে তিনি প্রায়ই এ্যাকর্ডিয়ন বাজাতেন, অবশ্য যখন তাঁর সব কাজ সারা হত আর তিনি সম্পূর্ণ একা থাকতেন।

অবশেষে এল এপ্রিল ২৯। আমরা অবস্থান নিলাম ৫৬শ বাহিনী

অধিনায়কের পর্যবেক্ষণ ঘাঁটিতে। কামানের গোলাবর্ষণ শুরু হল ০৭'৪০টায়। ১০০ মিনিট ধরে ফ্রন্টের সমস্ত কামান ও বিমান শত্রুব্যূহে আঘাত হেনে চলল।

যখন গোলাবর্ষণ আরো ভিতরে এগিয়ে গেল তখন পদাতিক বাহিনী আক্রমণ শুরু করল, উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে ক্রিমস্কায়ার উপর তারা চেপে এল। জায়গাটি আমাদের পর্যবেক্ষণ ঘাঁটি থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। এটা ছিল প্রতিরোধের মূল কেন্দ্র। শত্রু বেপরোয়া প্রতিরক্ষা গড়ে তুলেছিল। মাটিতে ভয়ংকর লড়াই ছাড়াও মাথার উপরে গতিশীল বিমানযুদ্ধ লড়া হচ্ছিল কোন কোন সময় একসঙ্গে একশ' বিমানের। আমাদের বিমানবাহিনীর সেরা টেক্কাগুলি —এ. আই. পক্রিশকিন, জি. এ. রেচকালভ এবং দিমিত্রি ও বরিস গ্লিনকা ভ্রাতৃদ্বয়, সেখানে সক্রিয় ছিল।

স্পষ্টতঃই শত্রু গ্রেচকোর পর্যবেক্ষণ ঘাঁটিটিকে চিহ্নিত করতে পেরেছিল, কারণ আমরা শিগগিরই কামানের গোলাবর্ষণের মধ্যে পড়লাম। যে খোঁদলের মধ্যে আমরা সবাই আশ্রয় নিয়েছিলাম সেখান থেকে ছয় কিংবা সাতশ' মিটার দূরে কয়েকটি গাড়ি দাঁড়িয়েছিল, সেগুলো গুঁড়িয়ে গেল কিন্তু খোঁদলটা একটুও ক্ষতিগ্রস্ত হল না। আমরা সেখানে চব্বিশ ঘণ্টারও বেশি সময় কাটালাম, সেখানেই মে-দিবসকে অভিবাদন জানালাম। কিন্তু ১৪'০০ টার সময় আমরা বাহিনীর কম্যাণ্ড ঘাঁটিতে সরে এলাম, এখানে গ্রেচকো আমাদের ডিনার দিলেন খাতে প্রাচুর্য না থাকলেও সত্যিকারের উৎসবের মেজাজ ছিল।

২৬শ বাহিনীর এলাকায় তীব্র লড়াই চলল কয়েকদিন। শত্রু ঘন ঘন ও সংকল্প কঠিন পাল্টা আক্রমণ হানল বিশেষ করে দক্ষিণপার্শ্বে যেখানে প্রতিদিন সাত কিংবা আটটি পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত করতে হয়েছে। প্রতিদিন দেড় বা দুই কিলোমিটারের বেশি গড় অগ্রগতি হয়নি।

রণক্রিয়ার পঞ্চম দিনে পিয়াশেভ-এর নেতৃত্বে এন. কে. ভি. ডি. ডিভিশনকে বহাল করা ঠিক হল। জুকভ, যিনি এই ডিভিশনের উপরে বিরাট আশা রাখতেন, আমাদের আদেশ দিলেন পিয়াশেভ-এর সঙ্গে নির্ভরযোগ্য টেলিফোন যোগাযোগ রক্ষা করতে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমাকে নির্দেশ দিলেন যুদ্ধ চলাকালীন তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে।

ডিভিশনটিকে রণাঙ্গনের লাইনে রাতে নিয়ে যাওয়া হল। পরদিন সকালে সে ক্রিমস্কায়ার দক্ষিণে আক্রমণ আরম্ভ করল এবং তৎক্ষণাৎ শত্রুর প্রচণ্ড বিমান আক্রমণের মুখে পড়ল। সৈন্যরা আড়াল নিল এবং অগ্রগতির পথে একটি বাধার সৃষ্টি হল।

জুকভ, ৫৬শ বাহিনীতে যাঁর উপস্থিতি কনস্টানটিনভ এই সাংকেতিক নামের আড়ালে গোপন করা হয়েছিল, আমাকে এই বার্তাটি পাঠাবার জন্য দিলেন:

'পিয়াশেভকে অবশ্যই এগোতে হবে! তারা কেন আড়াল নিয়েছে?'

আমি ডিভিশন কম্যাণ্ডারকে টেলিফোন করলাম।

'কনস্টান্টিনভ আপনাদের আক্রমণ চালিয়ে যাবার জন্য জোর দিচ্ছেন।'

ফলটা হল আশাতীত। পিয়াশেভ রাগে ফেটে পড়লেন: 'তিনি কোন্ হরিদাস? সবাই যদি হুকুম ফলায় তবে কিছুই হবে না। ওকে পাঠিয়ে দিন—' এবং ঠিক কোথায় সে জায়গাটা আমাকে বললেন।

ইতিমধ্যে জুকভ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'পিয়াশেভের কি বলার আছে?' আমি ডিভিশনের কম্যাণ্ডারকে শুনিয়ে যথেষ্ট জোরে বললাম। 'কমরেড মার্শাল, পিয়াশেভ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছেন।'

এটাই যথেষ্ট বোঝা গেল। কর্নেল উপলব্ধি করলেন যে কনস্টান্টিনভ কে এবং তারপর থেকে বিনা প্রশ্নে তাঁর নির্দেশ কার্যকরী হয়েছে।

৪ঠা মে-র শেষে একটি সাঁড়াশী অভিযানে শেষ পর্যন্ত ক্রিমস্কায়া থেকে শত্রু উৎখাত হল। তৎক্ষণাৎ আমরা সেখানে গেলাম জার্মান ব্যূহ পরীক্ষা করে দেখার জন্য। এটা ছিল আসল দুর্গ। ট্রেঞ্চ-এর ঘন জাল ছাড়াও খোঁদল ও হালকা ধরনের আশ্রয়, সমস্ত ইঁটের তৈরি দালানের মাটির তলার ঘর ইত্যাদিকে নভোরসিস্ক-এর সিমেন্ট দিয়ে সুরক্ষিত করে ফেলা হয়েছে। তার উপরে শহরের প্রবেশ মুখটিকে আড়াল করা হয়েছে মাটিতে ট্যাংকগুলিকে পুঁতে রেখে।

পরবর্তী দিনগুলিতেও অভিযান সমান অসুবিধাজনক ছিল। কিয়েভস্কয়ে এবং মলদাভানস্কয়ে এলাকাতে আমাদের সৈন্যদের বিশেষ করে খারাপ সময় পড়ল এবং এই জায়গাগুলি দখল করা হল না। সমস্ত অগ্রগতি এসে থামল একটি লাইনে যা কুরকা এবং কুবান নদী বরাবর এবং কিয়েভস্কয়ে, মলদাভানস্কয়ে এবং নেবের-জয়েভস্কায়ার মধ্য দিয়ে গেছে। আমাদের অনুসন্ধানীরা রিপোর্ট দিল যে আমাদের সামনে রয়েছে আরেকটি সুরক্ষিত এলাকা যেখানে পশ্চাদপসরণকারী শত্রু গেড়ে বসেছে এবং মজুতদেরও আনা হয়েছে। আসলে এটাই হল

তথাকথিত 'নীল রেখা'। বিশেষ চেষ্টা ছাড়াই একে নেবার চেষ্টা ব্যর্থ হল। আমাদের দিক থেকে আরো চাপ হত অর্থহীন, কাজেই ১৫ই মে রণক্রিয়া বন্ধ করা হল। নতুন এই প্রতিরক্ষা লাইন ভাঙার জন্য আরেকটি রণক্রিয়া পরিচালনা করতে হবে, তারজন্য সময়ের রদবদল করার দরকার হবে।

এবিষয়ে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর প্রতিনিধির কিছু করার ছিল না। জুকভ ও আমরা বাকি সবাই মস্কো ফিরে গেলাম। আমরা ফিরলাম ঝিমিয়ে পড়া মেজাজে তামান উপদ্বীপকে মুক্ত করার কাজ তখনো অপূর্ণ রেখে। আমরা আগেই জানতাম যে স্তালিন অখুশি হবেন এবং তাঁর বকুনির সম্মুখীন হবার জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু সবকিছুই অপেক্ষাকৃত কম অপ্রীতিকর অবস্থাতে শেষ হল। সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখলেন ফ্রন্ট কম্যাণ্ডার পরিবর্তনের মধ্যে। ম্যাসলেনিকভ-এর জায়গায় পেত্রভকে নিয়োগ করা হল এবং পেত্রভ এর পরিচালনায় পাঁচ মাস পরে সোভিয়েত বাহিনী তামান উপদ্বীপকে শত্রুমুক্ত করল।

১৯৪৩-এর গোটা আগস্ট মাস ও সেপ্টেম্বরের শুরুটা লেগে গেল 'নীল রেখা' চূর্ণ করার জন্য উত্তর ককেশিয় ফ্রন্টের প্রস্তুতিতে। এবার জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর প্রতিনিধিত্ব করলেন এস. কে. টিমোশেংকো।

'নীল রেখার' গঠন ছিল জটিল. এটা ছিল উপদ্বীপময় ছড়ানা বৃত্তাংশ আকৃতির সুরক্ষিত ধারাবাহিক কতকগুলি বলয় যার ভিত্তি কর্তৃত্ব করার মত উচ্চতা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক যেমন নদী, অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ এবং জলাভূমি। সম্ভবতঃ নভোরসিস্ক অঞ্চলই ছিল সমগ্র প্রতিরক্ষার চাবিকাঠি। এটির দখলের ফলে আমাদের সৈন্যেরা সক্ষম হবে এরকম কয়েকটি বলয়ের পার্শ্বদেশগুলিতে এবং কিয়েভস্কয়ে, মলদাভানস্কয়ে, নেবেরজয়েভস্কায়া ও ভের্খনে-বাকানস্কিতে তৈরি প্রতিরোধের কেন্দ্রগুলিতে, যেখানে শত্রুর মূল সৈন্যেরা অবস্থান করছিল তার পশ্চাদভাগে আঘাত করতে।

ভারেনিকোভস্কায়া, কিয়েভস্কয়ে ও মলদাভানস্কয়েতে নিযুক্ত নাৎসী সৈন্যদের পশ্চাদভাগে অনুবর্তনসহ ১৮শ বাহিনী, কৃষ্ণসাগর দল এবং বিমান বহরের যুক্ত প্রয়াসে নভোরসিস্ক দলের ধ্বংসের বিষয়টি বিবেচিত হল নতুন আক্রমণাত্মক রণক্রিয়া পরিকল্পনায়। একই সঙ্গে ৯ম ও ৫৬শ বাহিনীকেও পূর্বদিক থেকে মূল

শত্রুসৈন্যের বিরুদ্ধে নাক্-বরাবর আক্রমণ হেনে তাদের ভেদ ক'রে বেষ্টন ক'রে খণ্ডে খণ্ডে ধ্বংস করতে হবে। তিনটি বাহিনীর আক্রমণ এসে তামানে মিলিত হবে।

রণক্রিয়াটির সূত্রপাত করা হল ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩, রাতে সেই সব এলাকায় নিবিড় বিমান ও গোলন্দাজী আক্রমণসহ যেখানে সমুদ্রবাহিত আক্রমণ করা হবে। তারপরে ঘটল নভোরসিস্ক এলাকায় কৃষ্ণসাগরে নৌবহর ও ১৮শ বাহিনীর দুঃসাহসী কার্যকলাপ। আকাশ ও মাটিভিত্তিক গোলন্দাজী সহায়তায় নাবিকেরা মাইন-ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে পথ কেটে তাদের জাহাজগুলিকে ঠিক ৎসেমেসকায়া উপসাগরে নিয়ে এল, সেখানে তারা অবতরণ করল, বেলাভূমি দখল করল এবং খাস শহরের উপরেই আক্রমণ হানতে শুরু করল। ১৮শ বাহিনী তুয়াপসে শহর ও মালায়া জেমলিয়া থেকে শহরের উত্তর দিকে আক্রমণ চালিয়ে তাদের সহায়তা করল।

একদিন পরে ৯ম বাহিনী কর্তৃক মূল ব্যূহমুখের দক্ষিণ পার্শ্বে আক্রমণ শত্রু রিজার্ভদের এখানে লড়াইতে টেনে আনল, ফলে অন্যান্য খণ্ডে তাদের ব্যবহার বন্ধ হল।

১৪ই সেপ্টেম্বর ৫৬শ বাহিনী কিয়েভস্কয়ে ও মলদাভানস্কয়ের প্রতিরোধ কেন্দ্রগুলিতে প্রত্যক্ষ আঘাত হানল এবং জার্মান ব্যূহে একটি কীলক প্রবেশ করাতে সক্ষম হল। মাটি, নৌ ও বিমান বহরের এইসব সুনির্ধারিত সময়মাফিক আক্রমণগুলি এমন গতি ও শক্তির সঙ্গে হানা হয়েছিল যে জার্মানরা আলাদাভাবে তাদের মোকাবিলা করতে পারল না।

১৬ই সেপ্টেম্বর নৌসহযোগিতায় জেনারেল লেসেলিদ্যে-এর ডিভিশনগুলি নভোরসিস্ক-এ শত্রুকে চূর্ণ, শহরটিকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং নেবেরজায়েভস্কি গিরিপথের উপরে আক্রমণ করল, সেই সঙ্গে বন্দরটির উত্তর-পশ্চিমে আট-দশ কিলোমিটার ভিতরে এগিয়ে গেল। এতে মূল শত্রু বাহিনীগুলির পশ্চাদ্‌ভাগ স্পষ্টতঃই বিপন্ন হল যারা ৯ম ও ৫৬শ বাহিনীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করছিল। নাৎসী কম্যাণ্ড বাধ্য হল নীলরেখা থেকে সৈন্য সরিয়ে নেওয়া আরম্ভ করতে। উত্তর ককেশিয় ফ্রন্ট মধ্যবর্তী লাইনে ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে আসা শত্রুর বাধা অতিক্রম করে অনুসরণ আরম্ভ করল। শত্রুর পশ্চাদ্‌ভাগে অতিরিক্ত সমুদ্রবাহিত সৈন্য অবতরণের ফলে শত্রু অপসরণ ঘাঁটি থেকে বঞ্চিত হল। এখন সোভিয়েত বিমানবহরের ছিল আকাশের পূর্ণ কর্তৃত্ব এবং তারা কেবল জার্মান বাহিনীরই গুরুতর ক্ষতি
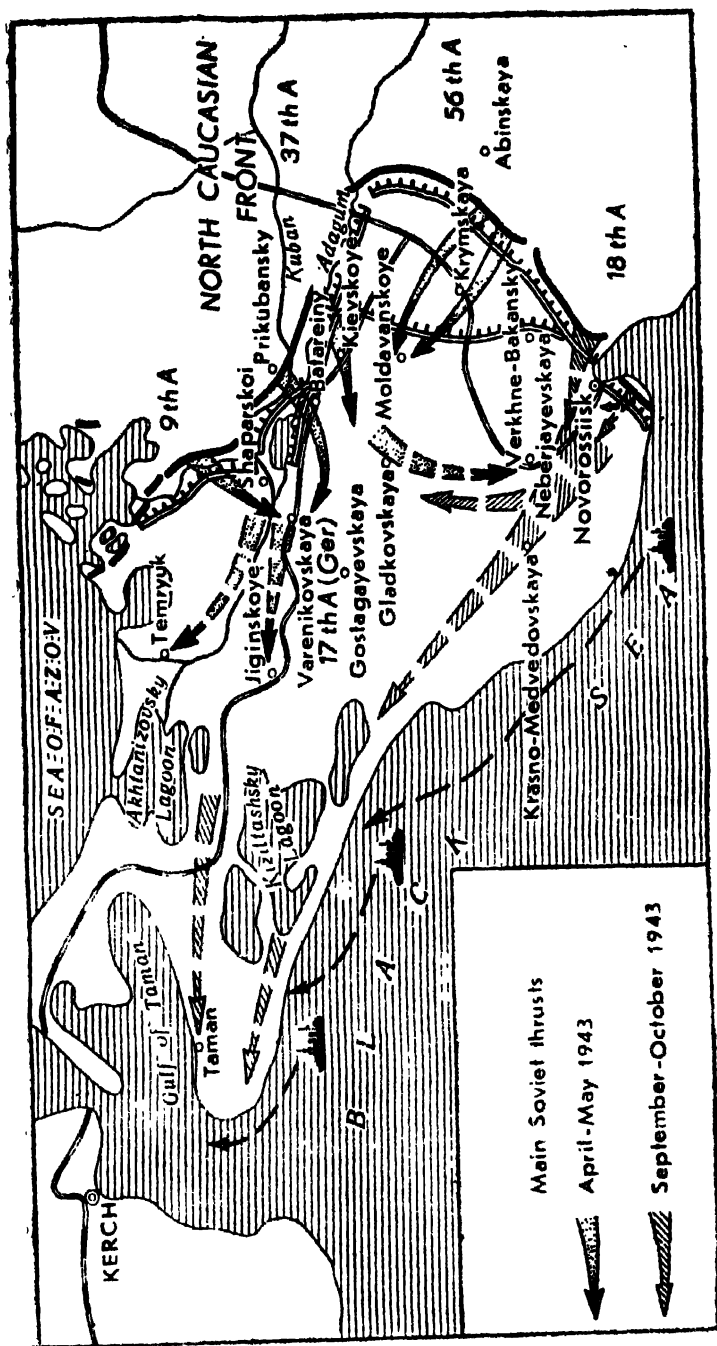
১৯৪৩ সালের এপ্রিলে তামান শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করার পরিকল্পনা

করছিল তাই নয়, ক্রিমিয়ায় ১৭শ বাহিনীর বিক্ষিপ্ত অবশেষগুলি যে জাহাজে ক্রিমিয়ায় পলায়ন করছিল সেই জাহাজগুলিরও ক্ষতি করছিল।

তামান উপদ্বীপের উপর শেষ কটি গুলি বর্ষিত হল ৯ই অক্টোবর। এক মাসের তীব্র লড়াইয়ের মধ্যে শুধু বন্দী হিসেবেই শত্রু হারাল ৪০০০ লোক। প্রায় ১৩০০টি কামান ও মর্টার এবং ১২টি ট্যাংক অধিকৃত হল।

নীপারের দিকে অগ্রসরমান আমাদের মূল বাহিনীগুলির পেছনে যে ছোরা উদ্যত হয়েছিল এখন তাকে আঘাত ক'রে শত্রুর কব্জা থেকে বিচ্যুত করা হয়েছে। জেনারেল স্টাফ এবার যুদ্ধকে খাস ক্রিমিয়া ভূমিতে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা বিবেচনা করতে আরম্ভ করল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যুদ্ধের দ্বিতীয় শীতকাল ঃ

জার্মান ২য় বাহিনীর চূড়ান্ত পরাজয় ।। রণক্রিয়া নায়ক ।। রিজার্ভ নিয়ে ঝঞ্ঝাট ।। হিসেব ও বেহিসেব ।। মধ্যখণ্ডে পরিবর্তন ।। ভিয়াজমা-র্ঝেভ লক্ষের ইতি ।। কুরস্ক স্ফীতিমুখের উত্তর কিনারার সৃষ্টি ।। ভরোনেজ রণাঙ্গনে নতুন জটিলতা ।। দক্ষিণ কিনারার সৃষ্টি ।। ১৯৪৩-এর শীতাভিযানের ফল ।।

স্মৃতি আমাকে বার বার ফিরিয়ে নিয়ে যায় ভরবিন্দুর মতো যুদ্ধের সেই বছরটির শীতকালীন ঘটনাবলীতে। সরবরাহে অসুবিধার দরুন ভরোনেজ, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ ফ্রন্টে রণক্রিয়ার অগ্রগতিতে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল। এই ফ্রন্টগুলির সরবরাহ স্তালিনগ্রাদে পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতিকালের মত সেই একই পথে পাঠান হচ্ছিল। কিন্তু সৈন্যেরা পশ্চিমে বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল, তারা এখন পার্শ্বিক রেলপথ থেকে ২৫০, ৩০০ এমন কি ৩৫০ কিলোমিটার দূরে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

স্তালিনগ্রাদ থেকে কামেনেস্ক পর্যন্ত রেলপথ বরাবর ও দনেৎস অববাহিকার মধ্য দিয়ে বাহিনীগুলির পেছনে সরবরাহ পাঠানয় আমরা বাধা পাচ্ছিলাম ভন পাউলাস-এর বেষ্টিত বাহিনীর জন্য যে স্তালিনগ্রাদে এই লাইনের দুধারে অবস্থান করছিল। ভরোনেজ-মিলেরোভো লাইন এই ব্যাপারে উপযুক্ত হত কিন্তু এর লিস্‌কি-কান্‌তেমিরোভকা অংশটি তখনো ছিল শত্রুর হাতে। জেনারেল স্টাফ-এ আমরা আরো বেশি নিশ্চিত হচ্ছিলাম যে এই রেলপথটি অধিকার না করে নতুন আর কোন ব্যাপক আক্রমণাত্মক রণক্রিয়া চালান সম্ভব নয়। সর্বোচ্চ কম্যাণ্ড জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সও, যে সর্বদাই সতর্ক থাকত সক্রিয় ফ্রন্টগুলিকে জীবন ও যুদ্ধের প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলি ভালভাবে পূরণের জন্য, সে-ও সুনিশ্চিতভাবে একই সিদ্ধান্তের দিকে এগোচ্ছিল। কবে সেই ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৪২ তারিখেই স্তালিন ভরোনেজ ফ্রন্টে একটি রণক্রিয়া প্রস্তুতির আদেশ দিয়েছিলেন যার লক্ষ্য ছিল অস্ত্রোগোঝস্ক-রোসোশ শত্রুদলকে চূর্ণ করা এবং লিসকি-কন্‌তেমিরোভকা রেলপথের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়া।

ভরোনেজ ফ্রন্টের সেনাপতি জেনারেল এ. আই. গোলিকভ রণক্রিয়া

পরিকল্পনায় অংশ নিয়েছিলেন। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স এই কর্মপরিকল্পনাটিকে আশীর্বাদ জানাল, রণক্রিয়া পরিকল্পনাটি অনুমোদন করল এবং জানুয়ারীর গোড়ায় রণক্রিয়াটির সরাসরি নিয়ন্ত্রণভার হাতে তুলে নিল। ঝুকভ ও ভ্যাসিলেভস্কি ভরোনেজ রণাঙ্গনে চলে গেলেন।

পরিকল্পনাটি চূড়ান্ত দুঃসাহসী, যাতে ছিল ঝেঁটিয়ে এনে অস্ত্রোগোঝস্ক, আলেক্সিয়েভকা, রোসোশ এলাকায় হাঙ্গেরীয় দ্বিতীয় বাহিনীকে ঘিরে ফেলা। কানতেমিরোভকা এলাকা, যেখানে আমাদের শেষ আক্রমণের পরে এখনো পর্যন্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাগুলির পুরোপুরি পুনরুদ্ধার হয়নি, তাকে আলাদা করে চিহ্নিত করা হল শত্রুর প্রতিরক্ষার দুর্বল স্থান হিসেবে এবং এটা হল সেই জায়গা যেখানে তৃতীয় ট্যাংক বাহিনী তার আঘাত হানল, ওদিকে ৪০শ বাহিনী ভরোনেজের দক্ষিণে আক্রমণ করল।

শত্রুর উপরে ভরোনেজ ফ্রন্টের সাধারণভাবে প্রাধান্য ছিল না তবু মূল আক্রমণের জন্য লোকজন ও সাজসরঞ্জামে ব্যাপক শক্তি গড়ে তোলার জন্য নিজের দুর্বল খণ্ডগুলিকে দুর্বল করার ঝুঁকি সে সাহসের সঙ্গে নিল। স্তালিনগ্রাদে অবরুদ্ধ শত্রুবাহিনীর সঙ্গে কারবারের অভিজ্ঞতাটুকুও হিসেবের মধ্যে আনা হল এবং এই দলের ধ্বংস ত্বরান্বিত করতে আমরা ১৮শ স্বয়ন্তর পদাতিক কোরের সাহায্যে বিদারণক্ষম এক ঘা দেবার পরিকল্পনা করলাম যা নিখুঁতভাবে রূপায়িত হল।

১৯৪৩-এর শীতকালটি ছিল অস্বাভাবিক রকম শীতল। তীব্র বাতাস আর ভারী তুষারপাত। কিন্তু এটা ছিল যুদ্ধকালীন দ্বিতীয় শীতকাল, তাই আবহাওয়া পরিস্থিতিতে কেউ আর উদ্বেগ বোধ করত না।

১৫ই জানুয়ারী রণক্রিয়া আরম্ভের পরিকল্পনা হয়েছিল। আসলে, তা আগেই শুরু হল। দুদিন আগেই একটি লড়িয়ে অনুসন্ধানীদলকে মূল আক্রমণের জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। ৪০শ বাহিনীর খণ্ডে অনুসন্ধানী দলগুলি এমন উৎসাহে কাজ করল যে শত্রু তার অবস্থান থেকে উৎখাত হয়ে সরে পড়তে আরম্ভ করল। বাহিনীর কম্যাণ্ড ব্যাপারটি লক্ষ্য করল এবং তৎপরতার সঙ্গে মূল বাহিনীকে আক্রমণে পাঠাল। দিনের শেষে সাত কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করা হল। পরদিন সকালে এই অগ্রগতির অনুবর্তন করা হল এবং পরিস্থিতি আমাদের অত্যন্ত অনুকূলে এল। সপ্তাহ পার হবার আগেই শত্রুর মূল বাহিনী দুটি এলাকায় খণ্ডিত ও পরিবেষ্টিত হল—রোসোশ ও

আলেক্সিয়েভকা। শত্রুকে সংহত হবার কোন সময় না দিয়ে সোভিয়েত বাহিনী তাকে গতি বৃদ্ধিতে বাধ্য করল এবং ২৫শে জানুয়ারী নাগাদ পনেরটি শত্রু ডিভিশনের অস্তিত্ব লোপ পেল এবং ছয়টি চূড়ান্ত পরাজয় বরণ করল। রেলপথের লিসকি-কান্তেমিরোভকা অংশটি আমাদের হাতে চলে এল। গাড়ি আবার চালু করার জন্য অপেক্ষাকৃত কম খাটুনীর দরকার হল।

অস্ত্রোগোঝ স্ক রোসোশ রণক্রিয়ার চমৎকার ফলাফল ঘটনার এমন শৃঙ্খল-প্রতিক্রিয়া ঘটাল যা স্পষ্ট, বিস্তৃতভাবে কখনোই আগে জানা যায়নি। পরাজয় এল এত দ্রুত যে নাৎসী কম্যাণ্ড জার্মান ২য় বাহিনীর দক্ষিণপার্শ্বকে রক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতেও পারল না। এই বাহিনী ভরোনেজে বাঁধা পড়েছিল। আরখানগেলস্কয়ে-রেপহয়েভকা লাইন হারাবার ফলে এই বাহিনী ব্রিয়ানস্ক ও ভরোনেজ ফ্রন্ট দ্বারা ভয়ানক পাশকাটান অবস্থায় নিজেকে দেখতে পেল। তার অভিক্ষিপ্ত অংশের দক্ষিণ কিনারায় লোক রাখা হয়েছিল তাড়াহুড়োতে, সুরক্ষা ব্যবস্থা ছিল দুর্বল; মজুতেরও ছিল অভাব। রোসোশ-এর পরিবেষ্টনীতে শেষ শত্রু সৈন্যটির হস্তার্পণের জন্য অপেক্ষা না করেই একটা নতুন রণক্রিয়ার প্রস্তুতি ও তাকে কাজে পরিণত করে অবিলম্বে এই অনুকূল সুযোগের সদ্ব্যবহার করার চিন্তা এল। এবং ঠিক তাই আমরা করলাম।

নতুন ভরোনেজ-ক্যাসটরনয়ে রণক্রিয়ায় দুই ফ্রন্টেরই সৈন্য ব্যবহার করা হল: ব্রিয়ানস্ক ফ্রন্ট যে তার বামপার্শ্বটি দিল, আর ভরোনেজ ফ্রন্ট, যে ৬০তম ও ৪০শ বাহিনীগুলির সাহায্যে মূল আঘাত হানল। তারা ২৪শে জানুয়ারী আক্রমণ করল, আর ২৯শে জানুয়ারী এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে জার্মান দ্বিতীয় বাহিনী চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়েছে, তার প্রতিরক্ষা ব্যূহ কয়েক জায়গায় বিদ্ধ হল, কয়েকটি ডিভিশন ক্যাস্টরনয়েতে প্রকাণ্ড 'কড়াই'-এর মধ্যে পড়ল, অন্যেরা অপেক্ষাকৃত ছোট কড়াইয়ের ভেতরে পড়ল অন্যান্য জায়গায়। এইসব পরিবেষ্টিত সৈন্যদের ধ্বংস করার জন্য দরকার ছিল কিছু অত্যন্ত কঠিন লড়াইয়ের এবং প্রক্রিয়াটি মধ্য ফেব্রুয়ারীর আগে সম্পূর্ণ হল না। একদা দুর্ধর্ষ জার্মান দ্বিতীয় বাহিনীর কেবল করুণ কিছু অবশেষ মাত্র এই সাধারণ বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেল এবং বেষ্টনী ভেঙে বেরিয়ে দ্রুত পশ্চিমে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল।

এই দুটি জানুয়ারী রণক্রিয়াকে ধন্যবাদ, শত্রুর ফ্রন্ট মারাত্মকভাবে দুর্বল হল। ইতিমধ্যে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স এবং জেনারেল স্টাফ আরো আক্রমণ অভিযানের পরিকল্পনা ভেবে ফেলেছিল। মতলবটা ছিল ক্যাস্টরনয়ে-স্টারোবেলস্ক

লাইনে শত্রুর আকস্মিক দুর্বলতার সুযোগ নেওয়া এবং কুর্স্ক, বেলগোরদ, খারকভ এবং যে দনেৎস কয়লাখনিগুলি শত্রুর এত দরকার দ্রুত সেগুলির অধিকার কায়েম করা।

নিম্ন ডন ও ককেশাসের নিম্নপর্বত শ্রেণীতে দক্ষিণ ও উত্তর ককেশিয় ফ্রন্টের রণক্রিয়ার সঙ্গে একত্রে কুর্স্ক ও খারকভের বিরুদ্ধে ভরোনেজ ফ্রন্টের ও দনেৎস অববাহিকায় দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের আক্রমণ অভিযান শত্রু বাহিনীর সমগ্র দক্ষিণ পার্শ্বকে পরাজিত করার দিকে নিয়ে যাবে এটাই ছিল তখন সাধারণ মত। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স ঐ সময় লিখেছিল, 'দনবাস, ট্রান্সককেশিয় ও কৃষ্ণসাগর শত্রুদলকে পরিবেষ্টন ও টুকরো টুকরো করে ধ্বংস করে ফেলার মত একটি অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। মধ্যাখণ্ডেও বিপুল সম্ভাবনা খুলে যাচ্ছে যেখানে সর্বোচ্চ কম্যাণ্ডের ডন ফ্রন্টকে কাজে লাগাবার ইচ্ছা—যারা স্তালিনগ্রাদে শত্রুদের খুঁটে খুঁটে মেরেছিল।

আজকের তরুণ পাঠকদের কাছে ১৯৪৩-এর জানুয়ারী-মার্চ-এর সামরিক ঘটনাবলী যাতে সহজে বোধগম্য হয় সেজন্য সেই সময় পর্যন্ত অর্জিত ফলাফল সম্পর্কে জেনারেল হেড কোয়র্টার্স-এর মূল্যায়ন সংক্ষেপে বলব। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স হিসেব করেছিল যে ভল্গা, ডন এবং উত্তর ককেশাস, ভরোনেজ, ভেলিকিয়ে লুকি অঞ্চলে এবং লাদোগা হ্রদের দক্ষিণে সোভিয়েত বাহিনী ১০২টি শত্রু ডিভিশনকে চূর্ণ করেছিল। ২০০০০০ এর বেশি অফিসার ও সৈন্য, ১৩০০০টি অস্ত্র, অন্যান্য সাজসরঞ্জামের কথা বাদ দিলেও, আটক করা হয়েছিল। একই সময়ে আমাদের কয়েক নিযুত দেশবাসীকে ফ্যাসিস্ট দাসত্ব থেকে মুক্ত করা হয়েছিল, আমাদের স্বদেশের বিশাল ভূমিখণ্ড দখলদার বাহিনীর কবলমুক্ত করা হয়েছিল। আমাদের সৈন্যেরা প্রায় ৪০০ কিলোমিটার অগ্রসর হয়েছিল।

চূড়ান্ত প্রভাবশীল এই সংখ্যাগুলি, যেগুলি সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৪৩-এর আদেশে প্রকাশ করা হয়েছিল, একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ভিত্তি রচনা করেছিল: বিস্তৃত এক রণাঙ্গনে শত্রুর প্রতিরক্ষা চূর্ণ হয়েছে এবং এখন সেখানে রয়েছে বহু ফাঁক ও খণ্ড যা কেবল মাত্র ছড়ানো-ছিটানো সৈন্য ও লড়িয়ে দলের সাহায্যে রক্ষিত হচ্ছে। তার মজুত সৈন্য নিঃশেষিত, যেটুকুও বা অবশিষ্ট রয়েছে তাকেও কোন রকম সমন্বয় ছাড়াই সোজা রণক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

ভরোনেজ ও সুদূর কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত শত্রুর সাধারণ আচরণের তখন বহু ফ্রন্ট

সেনাপতি ও জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স এই মূল্যায়ন করেছিলেন যে নীপার পেরিয়ে এটা বাধ্যতামূলক পশ্চাদপসরণ যার উদ্দেশ্য দুর্দান্ত এই জলজ বাধার পশ্চিম তীরে সংহত হওয়া। এটা তর্কাতীত বলে বিবেচনা করা হয়েছিল যে স্তালিনগ্রাদে যে উদ্যম আমাদের কব্জায় এসেছে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে যা রক্ষা করা হচ্ছে শত্রুর পক্ষে তার পুনরুদ্ধারের কোনই সুযোগ নেই। অধিকন্তু এটা আদৌ সম্ভাব্য নয় বলে মনে করা হল যে অদূর ভবিষ্যতে হিটলারী বাহিনী নীপারের পূবে অথবা সামরিক গুরুত্বপূর্ণ রণাঙ্গনের কেন্দ্রে কোন তাৎপর্যপূর্ণ পাল্টা অভিযান ঘটাবে।

পরিস্থিতির এই মূল্যায়ন বিরামহীন আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে গেল কারণ আমাদের দিক থেকে কোন রকম সময়ের অপচয় বর্তমানে অধিকৃত লাইনে আরো দৃঢ়ভাবে গেড়ে বসতে শত্রুকে সুযোগ দেবে। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর নির্দেশে ভরোনেজ ফ্রন্ট খারকভ শিল্পাঞ্চল দখলের জন্য একটি ক্র্যাশপ্লান তৈরি করল। এই রণক্রিয়ার সাংকেতিক নাম দেওয়া হল 'তারা'। ২৩শে জানুয়ারী মাঝরাতে স্তালিন এটা অনুমোদন করলেন এবং নিজে বোকভকে নির্দেশনামা বললেন।

ইতিমধ্যে ভরোনেজ ফ্রন্ট থেকে জুকভ মস্কোয় ফিরলেন। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর কাছে তাঁর রিপোর্টের আলোয় অন্য একটি দিক—কুর্স্ক-এ একটি ধাক্কা দেবার সম্ভাবনা হিসেব করল জেনারেল স্টাফ। তিন দিন পরে, ২৬শে জানুয়ারী, ভরোনেজ ফ্রন্ট অতিরিক্ত দায়িত্বভার পেল সাধারণভাবে ক্যাস্টরনয়ে, কুর্স্ক-এর দিকে তার ডান পার্শ্ব দিয়ে আক্রমণ এবং কুর্স্ক এলাকার দখলদার সমস্ত বিরুদ্ধ বাহিনীকে চূর্ণ করার।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স ও জেনারেল স্টাফ অবশ্য উপলব্ধি করেছিল যে একটি ফ্রন্টের পক্ষে যুগপৎ দুটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যে আক্রমণ চালান সহজ কাজ নয়। এটা আগেই জানা যে অটল প্রতিরোধ না করে শত্রু কুর্স্ক বা খারকভ সমর্পণ করবে না। ওদিকে, পরিস্থিতি ছিল আমাদের অনুকূলে এবং বরাদ্দ দায়িত্বে কোন রকম রদবদল করা হল না।

পরবর্তী ঘটনাবলীতে উদ্ঘাটিত হল যে দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের সুযোগকে আমরা বাড়িয়ে হিসেব করেছিলাম এবং সব কিছুকে আমরা হিসেবে আনি নাই।

অপারেশন 'স্টার' শুরু করার কথা ছিল ১লা ফেব্রুয়ারী। এতে ছিল প্রায় ২৫০ কিলোমিটার ঢুকে পড়ার ব্যাপার। তখনকার কালে আমাদের সাধারণ

তত্ত্ব অনুযায়ী এধরনের যে কোন কাজ, যাতে দরকার সৈন্যদের অনেকখানি দৃঢ় ও ক্রমবর্ধমান প্রয়াস তা হওয়া উচিত গভীর রণক্রিয়ামূলক সৈন্য সমাবেশের সাহায্যে। ভরোনেজ ফ্রন্ট কিন্তু লাইনে তার বাহিনীগুলির সাহায্যেই আক্রমণ করল এবং প্রায় কোন রিজার্ভ ছাড়াই।

জেনারেল ভাতুতিন-এর অধীনস্থ দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের ব্যাপারও ছিল একই রকম। সুতরাং একটি সাফল্যের কোন রকম অনুবর্তন অথবা এই ধরনের পরিস্থিতিতে অভাবনীয় কোন ঘটনার উদ্ভবকে ঠেকানো স্বভাবতঃই একটা কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করত। এই সমস্যা জেনারেল স্টাফকে উদ্বিগ্ন করল এবং রণনৈতিক ও রণক্রিয়া দুদিক থেকেই রিজার্ভ-এর ব্যাপার নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স'কে একটা রিপোর্ট পাঠান হল। ঘটনার সম্ভাব্য অগ্রগতির দিক থেকে রিজার্ভ হওয়া দরকার ছিল যথেষ্ট বড় এবং তার অন্তর্ভুক্ত থাকার দরকার ছিল সব রকম অস্ত্র, বিশেষ করে ট্যাংক।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স জেনারেল স্টাফ-এর যুক্তির সঙ্গে একমত হল এবং প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হল। ১৯৪৩-এর ২৯শে জানুয়ারী নিচের এই নির্দেশটি ফ্রন্টগুলিতে পাঠিয়ে দেওয়া হল :

"১। এবছর ফেব্রুয়ারী থেকে পদাতিক ডিভিশন ও ব্রিগেডগুলিকে তুলে বিশ্রামের জন্য ফ্রন্টরিজার্ভ-এ নিতে হবে, তাদের শক্তির পুনরুদ্ধার করতে হবে, তারপরে তাদের লড়াইয়ে পাঠিয়ে তাদের জায়গায় রিজার্ভ-এ নিয়ে আসতে হবে অন্য দুর্বলতম দলগুলিকে।

"২। যে সব পদাতিক ডিভিশন ও ব্রিগেডকে একই সঙ্গে অপসারণ করতে হবে তাদের সংখ্যা ও তাদের শক্তি পুনরুদ্ধারের সময়সূচী ফ্রন্ট অধিনায়কেরা ঠিক করবেন রণক্রিয়ার পরিস্থিতি ও অপসারিত ডিভিশনগুলির শক্তি পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ পাওয়ার ভিত্তিতে।..."

একদিন আগে রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটি ১ম ট্যাংক আর্মি গঠন সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল যেটি হবে সর্বোচ্চ কম্যাণ্ডের রিজার্ভের একটি অংশ। ১৩ই মার্চ জেনারেল এম. এ. রীটার-এর অধিনায়কত্বে একটি বিশেষ রিজার্ভ ফ্রন্ট গঠন করা হল।

রিজার্ভ আর্মির ফর্মেশন ও ইউনিটগুলি সৃষ্টি করা—যার অন্তর্ভুক্ত ট্যাংক, মোটরায়িত ও গোলন্দাজী ইউনিট—রণনৈতিক ও রণক্রিয়ামূলক রিজার্ভ গঠনের পরবর্তী এই সুশৃঙ্খল কাজটি হল অত্যাবশ্যক উপাদানগুলির অন্যতম যা ছাড়া

আমরা ঐতিহাসিক বিজয়গুলি অর্জন করতে পারতাম না।

এবার ভরোনেজ রণাঙ্গনের ঘটনাবলীতে ফিরে আসা যাক। প্রথমে অপারেশন 'স্টার'-এর চমৎকার অগ্রগতি ঘটল। তরুণ ও চন্‌মনে জেনারেল আই. ডি. চেরনিয়াখোভ্‌স্কির নেতৃত্বাধীন ৬০তম বাহিনী ৮ই ফেব্রুয়ারী কুর্স্ক মুক্ত করল। ইতিমধ্যে ফ্রন্টের মূলবাহিনী খারকভের প্রবেশমুখে পৌঁছে গিয়েছিল যেখানে তাদের প্রতিরোধ করল পশ্চিম ইউরোপ থেকে আনা একটি এস. এস. প্যান্জার কোর।

এই অভিযানকালে আমাদের বাহিনী ক্ষতিগ্রস্ত হল। যত তারা এগিয়ে গেল ততই তারা অস্ত্র ও জ্বালানীর অভাব বেশি করে বোধ করল কারণ পশ্চাদভাগের অংশগুলি পিছিয়ে পড়ছিল। বিমানবহরও রণক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর সঙ্গে তাল রেখে তার ঘাঁটিগুলি সরিয়ে নিতে পারছিল না।

ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি, যখন ভরোনেজ ফ্রন্টের বাহিনীগুলি খারকভ-এ পৌঁছাল, আক্রমণ অভিযান শ্লথ হয়ে এল কিন্তু ফ্রন্ট কম্যাণ্ডার এফ. আই, গোলিকভ জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সকে রোজ রিপোর্ট করছিলেন যে বিপুল সংখ্যক শত্রুসেনা পশ্চিমদিকে হঠে যাচ্ছে। একই খবর আসছিল দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্ট থেকে যে দনেৎস অববাহিকায় শত্রুসেনার বিরুদ্ধে খারকভের দক্ষিণে ব্যাপক আক্রমণ চালিয়েছিল। শত্রু আচরণকে নীপার পেরিয়ে পলায়ন বলেও জেনারেল ভাতুতিন মূল্যায়ন করেছিলেন।

বাস্তবে অবশ্য সেনাদলকে নীপারের ওপারে সরিয়ে নেবার কোন অভিলাষই জার্মান কম্যাণ্ডের ছিল না। লড়াই ক'রে এই হঠে যাওয়ার মধ্যেই শত্রু প্রস্তুতি নিচ্ছিল পাল্টা আক্রমণের। কোটেলনিকোভোর পরাজয় তাদের বাধ্য করেছিল কেবলমাত্র ব্যাপক সক্রিয় রণক্রিয়া সাময়িকভাবে পরিত্যাগ করতে। তারা স্তালিনগ্রাদের প্রতিশোধ নেবার মতলব আদৌ ছেড়ে দেয়নি, কিংবা রণনৈতিক উদ্যোগ ফিরে পাবার আশা। ওদিকে ডন-স্তেপে বিরাট পরাজয় বরণ করা ভরোভেজ-এ আর্মিগ্রুপ-বি'র উৎখাত হওয়া এবং তার পরিণাম হিটলারের সেনাপতিদের প্ররোচিত করেছিল অস্বাভাবিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে।

ব্যাপক আক্রমণ অভিযান আরম্ভ করার জন্য ঠিক পেছনেই যথেষ্ট রিজার্ভ-এর অভাব থাকায় শত্রু চেষ্টা করল সৈন্য পুনর্বিন্যাস এবং পশ্চিম ইউরোপ থেকে সৈন্য এনে একটি আক্রমণাত্মক বাহিনী গড়ে তুলতে। কিন্তু এজন্য দরকার সময়। এই সময় পাবার জন্য, ডনবাসকে কব্জায় রাখার জন্য এবং পাল্টা অভিযান শুরু

করার মত সুবিধাজনক একটা জায়গা পাবার জন্য জার্মানরা উত্তর দনেৎস এবং ডনের নিম্নাংশে তাদের অগ্রবর্তী অবস্থানের সাহায্যে প্রতিরোধ করতে শুরু করল। মূল লড়াইয়ের এলাকা হল মিউস নদীকে কেন্দ্র করে। ম্যানস্টাইন-এর অধীনে এখানে অবস্থিত সেনাদল ছিল আর্মি গ্রুপ ডন-এর * অংশ। এখানে প্রতিরক্ষার সারভাগ গড়ে উঠেছিল সেই বাহিনীগুলির দ্বারা যারা ইতিপূর্বে স্তালিনগ্রাদ অভিমুখে রণক্রিয়া চালিয়েছিল এবং যারা উত্তর ককেশাস থেকে এসেছিল। ৪র্থ ও ১ম প্যাঞ্জার বাহিনী, যা একটা শক্তিশালী কুশলী বাহিনী গঠন করেছিল, তাকে এই লাইনে রাখা হয়েছিল এবং ম্যানস্টাইনের বহু সংখ্যক বিমানও ছিল। এগুলি সুবিধা মত বিমান বন্দরে ঘাঁটি করেছিল আর তাদের প্রচুর জ্বালানী সরবরাহ ছিল।

ডন আর্মি গ্রুপ-এর প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি গ্রহণের ব্যাপারটিও ঠিক সময়ে আবিষ্কৃত হয়নি। পুনর্বিন্যাসের সময় শত্রুর কনভয়ের চলাচলকে তখনো মনে করা হচ্ছিল সোজা পলায়ন এবং সম্ভব হলেই নীপার-এর পশ্চিম তীরের অংশে এবং ডনবাসে যুদ্ধ এড়ানর প্রয়াস বলে। দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের কম্যাণ্ড দৃঢ়ভাবে এই ভুল দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করত যদিও যেসব তথ্যে তারা সতর্ক হয়ে যেতে পারত সেগুলি ইতিমধ্যেই প্রকট হয়ে পড়েছিল।

জেনারেল ভাতুতিনের ব্যক্তিগত মতামতকে জেনারেল স্টাফ-এ অত্যন্ত শ্রদ্ধা করা হত এবং অবশ্যই তা ডনবাসে সোভিয়েত রণক্রিয়ার পরিকল্পনাকে দারুণ প্রভাবিত করেছিল। আমরা সবাই ভাতুতিনকে ভালই জানতাম এবং সঙ্গত কারণেই তাঁকে একজন প্রতিভাবান ও মৌলিক রণনীতি বিশারদ বলে বিবেচনা করতাম যাঁর স্বভাবে রয়েছে রোমান্টিক ভাবের কড়া মিশ্রণ। তিনি ছিলেন সর্বদাই প্রাণশক্তিতে ভরপুর, বেপরোয়াভাবে কঠিন কাজ করতে প্রস্তুত। এখনো মনে পড়ে কিভাবে ১৯৪২-এর গ্রীষ্মে জেনারেল স্টাফ-এ তাঁর দূরপ্রাচ্য বিষয়ক ডেপুটি চিফ থাকাকালীন ভাতুতিন রাতের পর রাত শেষ করে দিতেন অন্যান্য দিকের রণক্রিয়া মানচিত্রগুলিতে নিজেকে ঢেলে দিয়ে, সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে আমাদের সৈন্যদের জন্য আরো অনেক বিকল্প কর্মধারা রচনা করে। আমরা আনন্দের সঙ্গে তাঁর খসড়াগুলি গ্রহণ করতাম এবং তার মধ্যে যেগুলিকে কাজে লাগান সম্ভব তা লাগাতাম। একদিন তিনি যখন জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ ছিলেন সেখানে এ. এম. ভ্যাসিলেভস্কি ভরোনেজ ফ্রন্টকে বিভক্ত করার

* ১৯৪৩-এর ১২ই ফেব্রুয়ারী থেকে এটি আর্মি গ্রুপ দক্ষিণ নামে পরিচিত হয়েছে।

প্রয়োজনীয়তার উপর তাঁর রিপোর্ট পেশ করছিলেন। ভাতুতিন তাঁকে রণক্ষেত্রে সেনাবাহিনীতে পাঠাবার এবং একটি ফ্রন্টের অধিনায়কত্ব দেবার জন্য বললেন। তাঁর অনুরোধ মঞ্জুর হল এবং ১৯৪২-এর ১৪ই জুলাই যখন ভরোনেজে একটা অত্যন্ত সংকটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তখন ভাতুতিন ভরোনেজ ফ্রন্টের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করলেন। তিন মাস পরে তিনি দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের অধিনায়কত্বে নিযুক্ত হলেন। স্তালিনগ্রাদ ও ডন ফ্রন্টের সঙ্গে একযোগে এই ফ্রন্টের সৈন্যেরা তাঁর অধিনায়কত্বে শত্রুর আঘাতকারী বাহিনীকে ভল্গায় আটকে দিয়েছিল। এর পরে তারা মধ্য ডন-এ ইতালীয় অষ্টম বাহিনীকে উৎখাত করল এবং খারকভের দক্ষিণে ও উত্তর দনেৎস-এ অনুপ্রবেশ করল।

আমাদের সৈন্যেরা যখন স্টারোবেল্স্ক, লিসিচান্স্ক, ভরোশিলভ্গ্রাদ এলাকায় হাজির হল, ডনবাসে নিজেদের প্রাধান্য ও শত্রু ফ্রন্টের স্টারোবেলস্ক খণ্ডে ওদের দুর্বলতার সুযোগ নেবার চিন্তাটা ভাতুতিনকে পেয়ে বসল। তাঁর ইচ্ছে ছিল একটি শক্তিশালী গতিশীল দলকে স্টারোবেল্স্কের মধ্য দিয়ে মারিয়ুপোল-এ পাঠিয়ে ডনবাস থেকে বাইরের সব পলায়ন পথকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া, ওদিকে অন্যান্য খণ্ডে অনুসরণ অব্যাহত রাখা।

ভাতুতিন তাঁর চিন্তার কথাটা জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সকে রিপোর্ট করলেন এবং ১৯শে জানুয়ারী যখন এটা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল যে রোসোবা এলাকায় অবরুদ্ধ নাৎসী বাহিনীর ধ্বংস অনিবার্য তখন তিনি ডনবাস-এ তাঁর ভাবনা মত আক্রমণ অভিযান চালানর অনুমতি পেলেন। এর নাম হল 'লম্ফ রণক্রিয়া'। এর লক্ষ্য ও তা অর্জনের উপায়কে এভাবে সূত্রায়িত করা হল: দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের বাহিনীগুলি পোক্রোভস্কয়ে-স্টারোবেল্স্ক লাইন থেকে স্তালিনো, ভলনোভাখা ও মারিয়ুপোলের অভিমুখে ক্রামাটোরস্কায়া-আর্তিওমোভস্ক লাইন পর্যন্ত এবং তা পেরিয়ে মূল আঘাত হানবে, কামেনেস্ক-এর দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে স্তালিনোর অভিমুখ পর্যন্ত এই অঞ্চলেও প্রচণ্ড আঘাত হেনে ডনবাস অঞ্চলে ও রোস্তভ এলাকায় সমস্ত শত্রুদলকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে, তারপরে তাদের বেষ্টন ও ধ্বংস করবে—নিষ্ক্রমণ বা সম্পত্তি পার করবার কোনরকম সুযোগ না দিয়ে।

ধরে নেওয়া হল যে আক্রমণের সপ্তম দিনে মারিয়ুপোল এলাকায় পৌছান যাবে। যুগপৎ নীপারের সংযোগস্থলগুলির নিরাপত্তা বিধান করতে হবে। রণক্রিয়াটি চালাতে হবে দক্ষিণ ফ্রন্টের সহযোগিতায় যাদের আজভ সাগরের উপকূল বরাবর এগোতে হবে।

'এই পরিকল্পনা, যেটি শত্রুর কার্যকলাপের ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তি থেকে উদ্ভূত, বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খায় বলেই মনে হচ্ছিল। কিন্তু সেই সময়ে ফ্রন্ট, জেনারেল স্টাফ এবং এমনকি জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স নিজেদের হিসেব ও মূল্যায়নের নির্ভুলতা সম্পর্কে দৃঢ়নিশ্চিত ছিল। এটা অবশ্যই ক্ষমার অযোগ্য, কিন্তু এটাই বাস্তব সত্য। রণাঙ্গন থেকে ক্রমাগত আসা বিজয় বার্তাগুলি জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স ও জেনারেল স্টাফ উভয়েরই সতর্ক দৃষ্টিকে ভোঁতা করে দিয়েছিল যদিও সেই সঙ্গে সত্যের খাতিরে এটাও যোগ করতে হবে যে আমাদের কিছুটা সন্দেহ ছিল, ভাতুতিনকে এ ব্যাপারে বলেওছিলাম এবং পরবর্তীকালে মার্শাল জুকভ-এর উপস্থিতিতে সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ককেও বলেছিলাম। কিন্তু স্পষ্টতঃই এই রিপোর্ট হয়েছিল অত্যন্ত দেরীতে।

দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের বাহিনীগুলি কোন মতেই এই রকম জটিল রণক্রিয়া চালানর অবস্থায় ছিল না যা কিনা পরিকল্পিত হয়েছিল স্তালিনগ্রাদের চাইতেও বড় শত্রুবাহিনীকে পরিবেষ্টিত করার জন্য। তা ছাড়াও, ডনবাসের দিকে হঠে আসার ফলে শত্রু তার দূরবর্তী ঘাঁটিগুলির কাছাকাছি চলে এল, অথচ আমাদের দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্ট ক্রমেই তার ঘাঁটিগুলি থেকে আরো বেশি দূরে সরে যেতে লাগল। সৈন্যদল ও নিকটতম রেলওয়ে সরবরাহ কেন্দ্রের মধ্যেকার দূরত্ব কোন কোন ক্ষেত্রে ৩০০ কিলোমিটারেরও বেশি ছিল। সড়ক পথে সরবরাহ পাঠাতে হত, লরীগুলি ছিল জরাজীর্ণ ও সংখ্যায় কম। ঐ অঞ্চলে মাত্র ১৩০০টি লরী এবং ৩৮০টি ট্যাংক লরী মাত্র লভ্য ছিল, তারা মাত্র ৯০০ টন জ্বালানী বহন করতে পারত যেখানে বাহিনীগুলির চাহিদা ছিল ২০০০ টন। আর, জ্বালানী ছাড়াও, ফ্রন্টের পাওয়া দরকার ছিল অস্ত্রশস্ত্র, খাদ্য ও পশুখাদ্য।

যেহেতু এটা ধরে নেওয়া হয়েছিল যে শত্রু পলায়মান, বাহিনীগুলিতে কোন রকম যৌগিক পুনর্বিন্যাসের কাজ চালান হয়নি, বাহিনীগুলি তাদের আগের অঞ্চলে আগের গড়ন অনুসারেই রণক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছিল যা ছিল প্রধানতঃ রৈখিক। ফ্রন্টের কোন দ্বিতীয় সারি ছিল না এবং তার রিজার্ভ ছিল ডানপার্শ্বে কেন্দ্রীভূতা সাকুল্যে দুটি ট্যাংক কোর নিয়ে। বিমান সহযোগিতা সামান্য। অল্পই ওড় হয়েছিল তারও বেশির ভাগই দূরবর্তী ঘাঁটি থেকে। এই পরিস্থিতিতে শত্রুভেদের যে কোন প্রয়াস ব্যর্থ হতে বাধ্য।

যে গতিশীল দলটির মারিয়ুপোলের দিকে গভীর ধাক্কা দেবার কথা সেটি লেফটেন্যান্ট-জেনারেল এম. এম. পোপোভ-এর অধীনে গড়া হয়েছিল, তিনি

ছিলেন ফ্রন্টের সহকারী সেনাপতি। তার স্টাফ এলোমেলো রেডিও সেট ও অন্যান্য যোগাযোগ-যন্ত্রপাতি দ্বারা তাড়াহুড়োয় সজ্জিত হয়েছিল। এটি গঠিত হয় ২৭শে জানুয়ারী, আর রণক্রিয়া শুরু হয় দুই দিন পরে।

গতিশীল দলটির অন্তর্ভুক্ত ছিল ৪টি ট্যাংক কোর (৩য় ও ৪র্থ গার্ডস্ এবং ১০ম ও ১৮শ) আর তিনটি পদাতিক ডিভিশন (৫৭শ গার্ডস, এবং ৩৮শ ও ৫২শ)। সর্বমোট তাদের ছিল প্রায় ১৮০টি ট্যাংক, আরেকবার ভর্তি করার মত জ্বালানী এবং এক বা দুই দফা অস্ত্রশস্ত্র। পদাতিক ডিভিশনগুলির জ্বালানী ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ ছিল আরো কম। রণক্রিয়া চলাকালীন এসব ঠিক হয়ে যাবে ফ্রন্ট অধিনায়কের এই আশা ছিল, কিন্তু তাঁর আশা পূর্ণ হয়নি।

যা ভাবা গিয়েছিল, পরিস্থিতির সংস্কারগ্রস্ত মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে যে রণক্রিয়াটি পরিকল্পিত হয়েছিল তা প্রতিকূল দিকে গড়াল। যদিও এটাকে গতিশীল দল বলেই মনে করে নেওয়া হয়েছে, বাস্তবে তা খুব গতিশীল ছিল না। ট্যাংক কোরগুলি পরস্পর থেকে উল্লেখযোগ্য দূরত্বে নানাদিক দিয়ে গভীর বরফের মধ্য দিয়ে পথ করে এগোচ্ছিল। তারা ঘন ঘন শত্রুবিমান দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছিল, আকাশ তখন তাদের কব্জায়। আর, ভূমি-সেনার পাল্টা আক্রমণ। মাঝে মাঝে জ্বালানীর অভাব তাদের গতিরোধ করছিল।

পদাতিক বাহিনীর সাফল্যও হল খুব সীমিত কারণ তারা এখন এসে পড়ল বেশ তৈরি শত্রু প্রতিরক্ষার মধ্যে। আমাদের সৈনিক, অফিসার ও সেনাপতিরা দারুণ সাহসিকতা প্রদর্শন করলেন, কিন্তু তাই যথেষ্ট ছিল না। আমাদের কিছু ডিভিশন ও কোর যারা শত্রুব্যূহে কীলক প্রবেশ করিয়েছিল তারা বাধ্য হল পরিবেষ্টিত অবস্থায় লড়তে। ৯ম গার্ডস ট্যাংক ব্রিগেড এবং ৪র্থ গার্ডস কান্তেমিরোভস্কা ট্যাংক কোর যেমন নিজেদের দেখতে পেল এই অবরুদ্ধ-বী অবস্থায়। ১১ই ফেব্রুয়ারী তারা ক্রাসনোআরমেইস্কয়ের সড়ক ও রেলপথের গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থলটি দখল করে নিয়েছিল এবং শত্রুর যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। শত্রুও পাল্টা আমাদের সরবরাহ লাইন কেটে দিল এবং আমাদের ট্যাংকগুলিকে লড়তে বাধ্য করল এমন সময় যখন তাদের জ্বালানী, অস্ত্র ও খাদ্যের নিদারুণ অভাব।

দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের সমস্ত বাহিনীর মধ্যে যে ৬ষ্ঠ বাহিনী খারকভের ডানপার্শ্বে অগ্রসর হচ্ছিল কেবল তারাই কিছু উন্নতি বজায় রাখল। তার কারণ, এই খণ্ডে জার্মানরা ভরোনেজ ফ্রন্টের কাছে পরাস্ত হয়েছিল, যে তার মুমূর্ষু অবস্থায় ১৬ই ফেব্রুয়ারী খারকভ জয় করেছিল। কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের অধিনায়ক ভাতুতিন

অন্ত রকম চিন্তা করেছিলেন। স্পষ্টতঃই তিনি ৬ষ্ঠ বাহিনীর সাফল্যকে বাড়িয়ে হিসেব করেছিলেন। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ পাঠানো তাঁর রিপোর্টে তখনো আশীর্বাদ ধ্বনিত হচ্ছিল যা আরেকটু উস্কে উঠলো ক্রাসনোআর্মেইস্কয়েতে অনুপ্রবেশে। ভাতুতিন বিশ্বাস করতেন যে শত্রুর সব প্রতিরোধ অবিলম্বেই চূর্ণ হবে। এফ. আই. গোলিকভ একই সর্বনাশা ভ্রান্তির মধ্যে পরিশ্রম করছিলেন যা ফ্রন্টের সেনাপতিদের কাছ থেকে জেনারেল স্টাফ আবার জেনারেল স্টাফ থেকে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ ছড়িয়ে পড়েছিল। মস্কোয় এটাও ধরে নেওয়া হয়েছিল যে এই আক্রমণাত্মক রণক্রিয়াগুলি কমবেশি পরিকল্পনামাফিক চলছে। এসব কিছুকে ছাপিয়ে গেল ৮ই ফেব্রুয়ারী দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টকে পাঠানো এক নির্দেশ যার মর্ম হল শত্রুকে কিছুতেই নীয়েপ্রোপেট্রোভস্ক ও জাপোরোঝিয়ে-র দিকে হঠতে দেওয়া চলবে না এবং তার দনেৎস দলকে অবশ্যই ক্রিমিয়ায় অনুসরণ করতে হবে। ভরোনেজ ফ্রন্ট, যে তার সৈন্যক্ষয় সম্পর্কে বড় একটা উদ্বেগ প্রকাশ করেনি, তারপেলো তার ডান পার্শ্বকে ল্গোভ, গ্লুখোভ, চেরনিগোভ-এ এবং বামপার্শ্বকে পোলটাভা ও ক্রেমেনচুগের দিকে এগিয়ে দিল আক্রমণ চালাতে।

তাঁকে দেওয়া জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর নির্দেশগুলি পালন করে ভাতুতিন তাঁর ৬ষ্ঠ বাহিনী ও সমস্ত রিজার্ভকে—২৫শ ট্যাংক ও ১ম গার্ডস ট্যাংক কোরকে নিক্ষেপ করলেন নীপার-এর অগভীর পারাপারের জায়গাগুলিতে। ১৮-১৯শে ফেব্রুয়ারী তাঁর অগ্রগামী ইউনিটগুলি পৌছাল নীয়েপ্রোপেট্রোভস্ক ও জাপোরোঝিয়েতে এবং তৈরি হল নদী অবরোধের জন্য, কিন্তু পুরো দায়িত্ব পালনে তারা ব্যর্থ হল। তাদের ছিল জ্বালানীর অভাব, এবং তার চেয়েও বড় কথা শত্রু তাদের সম্পূর্ণ হতভম্ব করে পাল্টা আক্রমণ চালাল।

প্রকৃতপক্ষে এটা অবাক কাণ্ড একথা পুরোপুরি ঠিক নয়। দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের কম্যাণ্ড জানত যে সে নীপ্রোপেট্রোভস্ক এলাকায় শত্রুর শক্তিশালী রিজার্ভ-এর মুখে গিয়ে পড়তে পারে, তারা এমন কি অধস্তন কর্মীদের এ বিষয়ে সতর্কও করে দিয়েছিল তবু সে ক্রমবর্ধমান শত্রু প্রতিরোধের ব্যাপারে সাম্প্রতিকতম রিপোর্ট ও তার সামনে তাজা ইউনিটগুলির আবির্ভাব সম্বন্ধে ৬ষ্ঠ বাহিনীর রিপোর্ট এসবের উপরে নিজের ব্যাখ্যা চাপালো। ফ্রন্টের কম্যাণ্ড এসব কিছুকেই নাৎসী ফৌজের সোজা পলায়ন বলে তার প্রিয় যুক্তিটি দিয়েই ব্যাখ্যা করেছিল। এমন কি ২১শে ফেব্রুয়ারী যখন এটা পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল যে কয়েকটি এস. এস. ডিভিশন আক্রমণ করছে তখনো তারা এই যুক্তিটির কোন

১৯৪৩ সালে শীতকালে সোভিয়েত বাহিনীর আক্রমণ

পরিবর্তন করেনি। গতিশীল দলের অধিনায়ক এম. এম. পোপোভকে সেদিন যে নির্দেশ পাঠান হয়েছিল তাতে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হয়েছিল: "নীপার অতিক্রম করে শত্রু তার সব সৈন্যকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করায় যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য দৃঢ় ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।"

আজও এটা ধাঁধা রয়ে গেছে যে ভাতুতিন, যাঁর অবশ্যই উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা ছিল সবদিকে নজর রাখার, যিনি অনুসন্ধানের উপর যথেষ্ট নজর দিতেন, এই ঘটনায় তাঁর ফ্রন্টের পথে যে এমন মারাত্মক বাধার সৃষ্টি হয়েছে তা উপলব্ধি করতে এত দেরী করলেন। এর একটি মাত্র ব্যাখ্যা এই মনে হয়, তাঁর অটুট বিশ্বাস ছিল যে চূড়ান্ত জয়ের জন্য সৈন্যদের পুনর্বিন্যাস করতে শত্রু আর সক্ষম নয়। বাস্তবে অবশ্য সেই সময়টি ছিল বহু দূরবর্তী। আমাদের অনায়াস জয় মঞ্জুর করার কোন্ বাসনাই হিটলারের সেনাপতিদের ছিল না। যে রণনৈতিক উদ্যোগ তারা স্তালিনগ্রাদে হারিয়েছিল তার পুনরুদ্ধারের জন্য সাধ্যমত সব কিছুই তারা করছিল।

সিউস নদীতে আমাদের বাহিনীর গতিরোধ হল। একই সঙ্গে শত্রু খারকভ-এর দক্ষিণ-পশ্চিমে সংগঠিত হয়ে নিল এবং ১৯শে ফেব্রুয়ারী নাগাদ দুটি বর্শামুখ তৈরি করে ফেলল—একটি এস. এস. বাহিনী নিয়ে গঠিত ক্রাসনোগ্রাদ এলাকায়, যেমন, টোটেনকফ্ এবং এ্যাডলফ হিটলার প্যাঞ্জার ডিভিশন আর রাইথ মোটরায়িত ডিভিশন, এবং অন্যটি ক্রাসনোআরমিস্কয়েতে মূলতঃ ৪র্থ ও কিছুটা পরিমাণে প্রথম প্যাঞ্জার বাহিনী নিয়ে গঠিত।

৬ষ্ঠ বাহিনী ও এম. এম. পোপোভ-এর দলের পার্শ্বগুলি এবং পশ্চাদভাগে শত্রুর আক্রমণ আমাদের সৈন্যদের বাধ্য করল লড়াই করে খারকভের দক্ষিণে ও বারভেনকোভোতে এবং তারপরে উত্তর দনেৎস পেরিয়ে হঠে যেতে। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স হুকুম করল যে ভরোনেজ ফ্রন্ট তার প্রতিবেশীকে সাহায্য করবে। সাংঘাতিকভাবে দুর্বল ৬৯তম ফিল্ড আর্মি ও ৩য় ট্যাংক বাহিনীকে দক্ষিণে ফেরান হল কিন্তু তারাও শত্রুর সংহত আক্রমণ সামলাতে পারল না। ৪ঠা মার্চ নাগাদ শত্রু পুনর্বিন্যাস করল এবং খারকভ-বেলগোরোদ-এর দিকে প্রবল ধাক্কা দিল। প্রতিদিন নিয়মিতভাবে পরিস্থিতি খারাপ হয়ে চলল এবং শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত রকম সংকটজনক হয়ে উঠল।

এই সন্ধিক্ষণে মধ্যখণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটল।

সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের এই খণ্ডটির প্রতি জেনারেল স্টাফ ও জেনারেল

হেড কোয়ার্টার্স-এর সর্বদাই বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এখানে আমরা মুখোমুখি হলাম শত্রুর সবচেয়ে শক্তিশালী সংহত বাহিনীর—'আর্মি গ্রুপ কেন্দ্র'-র। সুনির্মিত প্রতিরক্ষা অবস্থানের উপর ভিত্তি করে এটি তখনো দীর্ঘ পুব ছোঁয়া বুঝেভ-ভিয়াজমা স্ফীতিমুখ থেকে মস্কোকে বিপন্ন করে তুলছিল। রঝেভ-এর উত্তরে আমাদের সৈন্যদের উপরে আঘাত হানার পক্ষে এটি ছিল সুবিধাজনকভাবে অবস্থিত।

পশ্চিম ফ্রন্টের অসংখ্য লড়াই এবং ছোটখাটো ব্যর্থ রণক্রিয়ার অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিয়েছিল যে এই স্ফীতিমুখের উপরে জার্মানদের রয়েছে শক্ত কব্জা, আর একে অপসারিত করতে হলে দরকার কয়েকটি ফ্রন্টকে নিয়ে একটি ব্যাপক রণক্রিয়া।

আমাদের দিকে আরেকটি স্ফীতিমুখ ও তথাকথিত ওরেল স্ফীতিমুখ ছিল অপ্রীতিকর। এর ওপরে শত্রুর একই রকম শক্ত কব্জা ছিল।

জেনারেল স্টাফ অনেকদিন পর্যন্ত এই দুটি স্ফীতিমুখের সমস্যার মৌলিক সমাধানের প্রস্তাব দেবার কোন সুযোগলাভ থেকে বঞ্চিত ছিল। শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহে সরাসরি প্রবেশ লাভ করতে গেলে প্রচুর লোক ও সাজসরঞ্জামের দরকার, কিন্তু ভরোনেজ ও কুর্স্ক-এ শত্রুর পরাজয়ের ফলে পরিস্থিতির একটা মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছিল। কুর্স্ক-এর উত্তরে শত্রুর পার্শ্বদেশের একটা বড় অংশ উন্মুক্ত হয়ে পড়ে যেটা আগে আর্মি গ্রুপ-বি দ্বারা রক্ষিত ছিল। যেহেতু ঐ দলের অস্তিত্ব আর ছিল না, সোভিয়েত বাহিনীর পক্ষে পার্শ্বদেশ ঘুরিয়ে এনে শত্রুর ওরেল ও ব্রিয়ান্স্ক দলের পশ্চাদ্দেশে ঢুকে পড়া এবং যদি সব ঠিকঠাক চলে তবে স্মলেন্স্ক, ভাইটেব্স্ক, ওরশা অঞ্চলের কোন জায়গায় আর্মি গ্রুপ কেন্দ্রের যোগাযোগ ব্যবস্থায় আঘাত করার বিষয়টি আর প্রশ্নাতীত ছিল না।

এমনি একটা মস্ত কৌশলপূর্ণ কাজ কেবল মাত্র পারম্পর্য রেখেই করা যায়। প্রথমত শত্রুকে ওরেল অঞ্চলেই চূর্ণ করতে হবে, তারপরে এইভাবে দখল করা লাইনকে ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করে আরো অভ্যন্তরে আক্রমণ ছড়িয়ে দেওয়া যাবে। প্রথম পর্যায়ের জন্য সৈন্য দরকার হবে—পশ্চিম ব্রিয়ান্স্ক ও ভরোনেজ ফ্রন্ট-এর সৈন্যদলগুলি নাগালের মধ্যেই রয়েছে। কিন্তু অনুবর্তনের জন্য দরকার হবে রিজার্ভ যা ঐ মুহূর্তে লভ্য ছিল না। ২রা ফেব্রুয়ারীর আগে শত্রু ভল্গায় আত্মসমর্পণ করেনি এবং তখনই সত্যিকার সম্ভাবনা ঘটল ডন ফ্রন্টকে মধ্যখণ্ডে বদলী করার।

৫ই ফেব্রুয়ারী রাতে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স রকোসোভ্স্কিকে দায়িত্ব দিলেন কুর্স্ক-এর উত্তরে কোন এক জায়গায় ঘাঁটি সরিয়ে নিতে, তাঁর সৈন্যদের ব্রিয়ান্স্ক ও ভরোনেজ ফ্রন্ট-এর মাঝখানে মোতায়েন করতে আর মাসের ১৫ তারিখে রোসলাভ্ল-স্মলেন্স্ক অভিমুখে একটি আক্রমণ শুরু করতে। ইতিমধ্যে রণক্রিয়ার ডেপুটি চিফ এস. আই. তেতেশকিন-এর উদ্ভাবিত রণক্রিয়া পরিকল্পনা অনুসারে পশ্চিম ও ব্রিয়ান্স্ক ফ্রন্ট-এর উচিত আর্মি গ্রুপ কেন্দ্রের প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করা। তাদের সাফল্যের সুযোগ নিয়ে রকোসোভস্কির সৈন্যরা তারপর অগ্রসর হবে, রোসলাভ্ল্ ও স্মলেন্স্ক এবং সেনাদলের একাংশের সাহায্যে ওরশা দখল করবে—এভাবে শত্রুকে প্রায় পরিবেষ্টিত অবস্থায় এনে ফেলবে। কাজটির মহড়া তারা নিতে পারবে এ বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্য মধ্যফ্রন্টকে দেওয়া হল ২য় ট্যাংক আর্মি ও কয়েকটি অশ্বারোহী দল।

রণক্রিয়ার প্রস্তুতিটি স্তালিন নিজে পরীক্ষা করলেন এবং ব্রিয়ান্স্ক ফ্রন্ট-এর অধিনায়ক যখন প্রস্তাব করার চেষ্টা করলেন যে রণক্রিয়াটি একদিনের জন্য স্থগিত থাকুক তখন তাঁকে আচ্ছা ক'রে কড়কে দিলেন।

রকোসোভ্স্কি সম্পর্কে তিনি একটু উদার ছিলেন। হয়তো তিনি নিজেই দেখেছেন যে স্তালিনগ্রাদের কাছ থেকে সৈন্য সরানোর ব্যাপারটি কি দারুণ অসুবিধায় ভরা। রেল তাঁকে স্পষ্টতঃই পথে বসাচ্ছিল এবং তিনি জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সকে বললেন ১৫ থেকে ২৪শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত মধ্যফ্রন্ট-এর অভিযান মুলতুবী রাখতে। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স মত দিলেন।

কিন্তু মূল্যবান এই দিনগুলি নষ্ট হবার একটা ফলও ছিল। শত্রু র্‌ঝেভ-ভিয়াজমা স্ফীতিমুখ থেকে ডিভিশনগুলিকে সরিয়ে নিচ্ছিল, এখানে আমরা তখনো আক্রমণ করিনি। সে তাদের ওরেল ও ব্রিয়ানস্ক-এ অপসারিত করছিল। এই অঞ্চলে পশ্চিম ইউরোপ থেকেও সৈন্য আমদানী করা হচ্ছিল।

কিন্তু ষোলটির মতো শত্রু ডিভিশনকে ভিয়াজমা ও র্‌ঝেভ এলাকা থেকে টেনে আনার পরে আর্মি গ্রুপ কেন্দ্রের কম্যাণ্ডের পক্ষে এই গুরুত্বপূর্ণ স্প্রিং বোর্ডটি পরিত্যাগ না করে উপায় রইল না। ২রা মার্চ শত্রু র্‌ঝেভ-ভিয়াজমা অবস্থানগুলি পরিত্যাগ করতে আরম্ভ করে। তৎক্ষণাৎ পশ্চিম ও কালিনিন ফ্রন্ট অনুসরণ শুরু করে। কুড়ি দিনে তারা ১৫০ কিলোমিটার অগ্রসর হয়, অধিকার করে বহু বন্দী ও বিপুল পরিমাণ সাজসরঞ্জাম। ২২শে মার্চ স্লিবশেভো, স্তাকোনোভো, মিলিয়াতিনো লাইনে শত্রু তাদের গতিরোধ করে।

ইতিমধ্যে ওরেল-এ ব্রিয়ানস্ক ফ্রন্ট তার দুরূহ আক্রমণ অভিযানে নিয়োজিত ছিল, এখানে সে কয়েক কিলোমিটার মাত্র শত্রুকে ঠেলে দিতে পেরেছিল। অবশেষে মধ্যফ্রন্ট-এর সৈন্যদের সংহত করার কাজ শেষ হল এবং ২৬শে ফেব্রুয়ারী সেও ব্রিয়ানস্ক অভিমুখে আক্রমণ শুরু করল। যেমনটি ভাবা গিয়েছিল, শত্রু একটি দৃঢ় ও সুসংগঠিত প্রতিরোধ করল। আমাদের ৬৫তম ফিল্ড আর্মি ও ২য় ট্যাংক আর্মি সীমিত সাফল্যমাত্র অর্জন করল কিন্তু অশ্বারোহী ও পদাতিক দল স্টারোডাব, নোভোজিবকভ এবং মোগিলেভ-এর দিকে ফ্রন্ট-এর বামপার্শ্বে আক্রমণ করে একটু একটু করে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে গেল ১০০ থেকে ১২০ কিলোমিটার পর্যন্ত এবং নোভগোরদ-সেভেরস্কি-র উত্তরে দেস্নায় পৌঁছাল। আর্মি গ্রুপ কেন্দ্রের যোগাযোগ ব্যবস্থায় সত্যিকার এক বিপদ ঘনিয়ে এল। দুর্ভাগ্যের কথা, এমন কিছুই ছিল না যার সাহায্যে এই সাফল্যকে সংহত করা যায় বা তার সুযোগ গ্রহণ করা যায়।

স্বভাবসিদ্ধ তেজ ও সাহসের সঙ্গে সোভিয়েত অশ্বারোহী বাহিনীর ব্যূহভেদ দারুণভাবে শত্রুর টনক নড়িয়ে দিল। নয়টি শত্রু ডিভিশনকে আমাদের অশ্বারোহী ও পদাতিক দলের উপরে নিক্ষেপ করা হল—যার অন্তর্ভুক্ত ছিল কেবল দুটি অশ্বারোহী ডিভিশন ও তিনটি স্কি ব্রিগেড। হিংস্র লড়াইয়ের পরে আমাদের অশ্বারোহী ও স্কিকে ২০শে মার্চ ঠেলে দেওয়া হল সেভস্ক অঞ্চলে, আর ২১শে মার্চ গোটা মধ্যফ্রন্ট মিতসেনস্ক, নোভোসিল, সেভস্ক, রিলস্ক লাইনে আত্মরক্ষা নিল, এইভাবে বিখ্যাত কুর্স্ক স্ফীতিমুখ-এর উত্তর কিনারা গঠিত হল।

কাজেই আমাদের আর্মি গ্রুপ কেন্দ্রকে উৎখাত করার আশা এখনো অপূর্ণ রইল। অবশ্য আমাদের আক্রমণ শত্রুর প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি করে এবং তাদের মোটামুটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভূমি বিসর্জন দিতে হয়। আমরা রণাঙ্গনকে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার সংক্ষিপ্ত করে ফেলতে সফল হয়েছিলাম। কিন্তু নাৎসী ফৌজ ওরেল-এ সুবিধাজনক অবস্থানে তাদের দখল বজায় রেখে দিল।

ইতিমধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম ও ভরোনেজ ফ্রন্টের ব্যাপার কেমন চলছিল? অবিরাম লড়াই আমাদের তৃতীয় ট্যাংক ও ৬৯তম যে বাহিনী খারকভ এলাকায় কাজ করছিল তাদের একটা চূড়ান্ত পরিশ্রান্ত অবস্থায় এনে ফেলেছিল। তারা এস. এস. ডিভিশনের আক্রমণ সহ্য করার মত অবস্থায় ছিল না। এই বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল এক নতুন ধরনের ট্যাংক-এর ব্যাটেলিয়নগুলি, যুদ্ধক্ষেত্রে যে ট্যাংকের আবির্ভাব

এই প্রথম এবং পরবর্তীকালে যেগুলি টাইগার নামে পরিচিত হয়েছিল।

অসম লড়াইতে সোভিয়েত ট্যাংক দল নতুন করে ক্ষতিগ্রস্ত হল এবং ১৬ই মার্চ তাদের খারকভ থেকে সরে যেতে বাধ্য করা হল। শত্রু বেলগোরোদ সড়কের দিকে ব্যূহভেদ করল এবং উত্তরমুখী চলল।

বেলগোরোদ অঞ্চলে জার্মান অনুপ্রবেশ ভরোনেজ ফ্রন্ট-কে আরো সংকটজনক করে তুলল এবং মধ্য ফ্রন্টের পশ্চাদভাগকে শত্রুসৈন্য পরিবেষ্টিত করে ফেলবে এই বিপদ দেখা দিল। নতুন করে বিপর্যয় ঠেকানর জন্য কিছু একটা করা আশু প্রয়োজন হয়ে পড়ল।

মার্চের সেই ১৩ই ২১শ বাহিনীকে মধ্যফ্রন্ট থেকে নিয়ে লড়াইতে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই বাহিনীর কাজ ছিল মূল ওবোইয়ান সড়কটি কেটে দেওয়া এবং দক্ষিণ দিক থেকে কুর্স্ক-এর প্রবেশমুখ বন্ধ করা। একই সঙ্গে আমাদের প্রথম ট্যাংক বাহিনী, যে কুর্স্ক-এর দক্ষিণ-পূর্বে জড়ো হচ্ছিল এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে উত্তর দিকে ঠেলে আসা শত্রুকে চূর্ণ করার উদ্দেশ্যে, তাকে আড়াল করাও তার কাজ ছিল।

২০শে মার্চ ২১শ বাহিনী তার জন্য বরাদ্দ লাইনটি দখল করল। শত্রু কিন্তু ইতিমধ্যেই বেলগোরোদ-এ ছিল ১৮ তারিখের সন্ধ্যায় শহরটির দখল সম্পূর্ণ করে।

এই যে দিনগুলি যা ভরোনেজ ফ্রন্ট-এর পক্ষে ছিল অত সংকটপূর্ণ, গোলিকভ-এর রিপোর্ট থেকে তার বস্তুমুখী চিত্র রচনা করা ছিল অসম্ভব। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স জুকভ ও ভাসিলেভস্কিকে সেখানে পাঠাল তার প্রতিনিধি হিসেবে। তাঁদের সঠিকভাবে নির্ণয় করতে হবে উভয় পক্ষের অবস্থা, ঘটনার গতিকে ব্যাখ্যা করতে হবে এবং শত্রুর আর কোন সাফল্যকে ঠেকাবার জন্য অকুস্থলেই ব্যবস্থা নিতে হবে।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর প্রতিনিধিরা পরের গোটা দিনটি, মানে, ১৯শে মার্চ, কাটালেন তামারোভকার উত্তরে রণাঙ্গনের লাইনে। ফ্রন্ট-এর পরিচালনা পদ্ধতির কতকগুলি প্রধান ত্রুটি আবিষ্কার এবং আংশিকভাবে সেগুলির নিরাময় করতে তারা সক্ষম হলেন। তাঁরা একে তার সদরদপ্তর ওবোইয়ান অঞ্চলে সরিয়ে নিতে আদেশ দিলেন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা, শত্রুর মতলব সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে একে সাহায্য করলেন। জুকভ ও ভাসিলেভস্কির সূত্রে, যা সেই রাত্রিতে সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ককে রিপোর্ট করা হয়েছিল,

বিপুল ট্যাংক সহযোগিতা সহ সর্বাধিক শক্তিশালী জার্মান বর্শামুখগুলির একটির দ্বারা বেলগোরদ-কুর্স্ক অভিমুখে আক্রমণ অভিযানের আশংকা করা যেতে পারে।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর প্রতিনিধিরা পর্যালোচনা করলেন আরেকটি বিপজ্জনক এলাকার অবস্থাও—পশ্চিম ও মধ্যফ্রন্ট-এর মাঝের সীমারেখা। এখানেও মারাত্মক বিপদাশংকার যথেষ্ট ভিত্তি ছিল। বেশি দিন হয়নি যে ব্রিয়ানস্ক ফ্রন্টকে তুলে দেওয়া হয়েছিল ওরেল শত্রুদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত সেনাদলগুলির নেতৃত্বকে কেন্দ্রীভূত করার জন্য। যাই হোক, পরিস্থিতির যখন অবনতি ঘটে এবং আক্রমণ থেকে রক্ষণাত্মক লড়াইতে ফিরে যেতে আমরা বাধ্য হই, তখন এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে ওরেল-তুলাখণ্ডকে অবশ্যই বিশেষভাবে সুরক্ষিত করতে হবে। কিন্তু যেহেতু এটা ছিল পশ্চিম ও মধ্য উভয় ফ্রন্টেরই দূরতম পার্শ্বদেশে, সকোলোভস্কি বা রকোসোভস্কি একজনের পক্ষেও এখানে যথেষ্ট নজর রাখা সম্ভব ছিল না। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর প্রতিনিধিরা ঠিক করলেন যে এই খণ্ডে একটি স্বয়ন্তর ফ্রন্টের সৃষ্টি করতে হবে। তারা এর অধিনায়ক হিসেবে গোলিকভকে সুপারিশ করলেন, তাঁর বর্তমান কম্যাণ্ডে তাঁর জায়গায় যাবেন ভাতুতিন।

নতুন ফ্রন্টকে প্রথমে বলা হল কুর্স্ক ফ্রন্ট। কিন্তু এরই মধ্যে ২৫শে মার্চ আবার তার নাম রাখা হল ওরেল ফ্রন্ট এবং পরে তার আসল নাম, ব্রিয়ানস্ক ফ্রন্ট ফিরে এল। এটা কিন্তু নেহাৎ লেবেল পাল্টানর ব্যাপারই ছিল না। এই নাম-করণগুলির মধ্য দিয়ে কিছু পরিমাণে প্রতিফলিত হয়েছে পরিস্থিতি মূল্যায়নে আমাদের অস্থিরতা এবং শত্রুর পক্ষে কি করার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি সে বিষয়ে আমরা কি ভাবতাম—তারা কি ওরেল থেকে পূর্বদিকে আক্রমণ করবে, নাকি কুর্স্ক-এর উপর আক্রমণ করবে, বেলগোরোদ থেকে আসা আরেকটি আক্রমণের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য। সেই অনুসারে আগেই নির্দিষ্ট একটি খণ্ডে সৈন্যদলের ভার অর্পণ ও তার নামের সঙ্গে ফ্রন্ট-এর সমতা আনার উদ্যোগ নেওয়া হল।

ওবোইযানে ২১শ বাহিনীর অপসারণ, কুর্স্ক-এর দক্ষিণ-পূর্বে ১মট্যাংক বাহিনীকে কেন্দ্রীভূত করা এবং সেনাদলগুলির অন্যান্য পুনর্বিন্যাস এবং শেষতঃ, ভরোনেজ ফ্রন্ট-এর কম্যাণ্ডকে শক্ত করা এবং জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর প্রতিনিধি জুকভ ও ভ্যাসিলেভস্কির মত অমন অভিজ্ঞ দুজন প্রতিনিধির বাস্তব সাহায্য দান এই সব কিছু ব্যবস্থার ফলে সম্ভব হল শত্রুকে প্রথমে বাধা দেওয়া এবং ২৭শে মার্চ নাগাদ

গ্যাপোনোভো, ভ্রেফিলোভ্কা, বেলগোরোদ, ভলচান্স্ক লাইনে সম্পূর্ণ গতিরোধ করা। এইভাবে কুস্ক´ স্ফীতিমুখের দক্ষিণ কিনারাটি সৃষ্টি হল।

ভুল হিসেবে ও অসফল আশা সত্ত্বেও ১৯৪৩-এর শীতাভিযানটি সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর পক্ষে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। স্তালিনগ্রাদে ভন পাউলাসের তিনলক্ষ সৈন্যের পরিবেষ্টিত বাহিনীকে খেদানোর কাজ শেষ হয়েছে। পূর্ব রণাঙ্গনে হিটলারের ইতালীয় মিত্রের পাঠান সৈন্যেরা উৎখাত হয়েছে। নাৎসী জার্মানীর অন্যান্য মিত্রেরাও গো-হারা হেরেছে।

ঐ শীতকালের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল লেনিনগ্রাদের অবরোধকে বিদ্ধ ক'রে ঐ ঐতিহাসিক শহরটির সঙ্গে স্থলপথে সংযোগ প্রতিষ্ঠা। দেমিয়ানস্ক এলাকা এবং রঝেভ ও ভিয়াজমার আশপাশে তার অবস্থানগুলি থেকে শত্রু বিতাড়িত হয়েছে এবং অনেক পেছনে ডানপার্শ্বে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। সোভিয়েত বাহিনী মাতৃভূমির ৪৮০০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা মুক্ত করেছে আর কোন কোন খণ্ড অগ্রসর হয়েছে ৬০০ থেকে ৭০০ কিলোমিটার পর্যন্ত। শত্রুর পরবর্তীকালের সাক্ষ্যে যা সত্য বলে প্রমাণিত—একা জার্মানী সেই শীতে রাশিয়ায় হারিয়েছিল ১২০০০০০ অফিসার ও লোক। লেজুড় বাহিনীগুলিকে ধরলে শত্রুর ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭০০০০০। যে সাজসরঞ্জাম দখল ও ধ্বংস করা হয়েছিল তার অংকটি বিরাট: ২৪০০০ বন্দুক, ৭৪০০ ট্যাংক ও ৪৩০০ বিমান!

উপরে যে সব ব্যর্থতার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সেগুলি না ঘটলে আমাদের সাফল্য আরো অনেক বেশি ছাপ ফেলতে পারত। এইসব ব্যর্থতার মূলে কি ছিল? আমার মনে হয় যে মস্কো ও স্তালিনগ্রাদে বিরাট জয়গুলির প্রভাবে কিছু সামরিক নেতা, যার মধ্যে ছিলেন জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স ও জেনারেল স্টাফের কিছু লোক, শত্রুর অন্তর্নিহিত শক্তিকে খাটো করে দেখেছিলেন। কিছু রণক্রিয়া প্রস্তুতির উপরে এর একটা অশুভ প্রভাব পড়েছিল, খারকভে এবং নীয়েপ্রোপেট্রোভস্ক ও মারিয়ুপোলের দিকে আমাদের অভিযানকে গোলমেলে অবস্থার মধ্যে এনে ফেলেছিল। স্পষ্টতঃই সেই জানুয়ারীতেই ভরোনেজ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্ট-এর আক্রমণ অভিযান থামিয়ে দেওয়া, সাময়িকভাবে রক্ষণাত্মক লড়াইতে চলে যাওয়া, পশ্চাদংশকে এগিয়ে আনা, ডিভিশনগুলির শক্তিবৃদ্ধি করা এবং সাজসরঞ্জামের সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলা—এসব বিজ্ঞতার পরিচায়ক হত।

১৯৪৩-এর শীতে এই দুই ফ্রন্টের আক্রমণ অভিযানের চূড়ান্ত পর্যায়ে আমাদের সেনাদলগুলি খুব বাজে রকমভাবে যুক্ত ছিল। প্রকৃতপক্ষে মূল আঘাত হানার মত শক্তিশালী কোন বর্শামুখ আদপেই ছিল না।

শেষতঃ, গোয়েন্দা বিভাগ আমাদের বিশ্রীভাবে পথে বসিয়েছিল, আমরা শত্রুর অভিপ্রায় অনুমান করতে বিপর্যয়কর সব ভুল করেছিলাম।

আমার মতে এগুলিই ছিল ১৯৪৩-এর শীতে আমাদের ব্যর্থতা ও অসফল আশার আসল কারণ। যদিও, আমি আবার জোর দিতে চাই, মোটামাট শীতকালীন অভিযানের ফলাফল হয়েছিল সাফল্যজনক। সোভিয়েত বাহিনীর আক্রমণের শক্তি তৈরি হয়েছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জেনারেল স্টাফ অফিসারেরা এবং তাদের কাজকর্ম

"চটজলদি কাজ" থেকে পরিকল্পনা ।। ভ্যাসিলেভস্কি থেকে আণ্টোনভ ।। আমার সহকর্মীরা ।। রণক্রিয়া বিভাগের প্রাণকেন্দ্র ।। চব্বিশ ঘণ্টা কর্তব্যরত ।। সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ককে প্রভাতী রিপোর্ট ।। সান্ধ্য রিপোর্ট ।। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ নিশীথ সাক্ষাৎ ।। জেনারেল স্টাফ-এর অফিসার কোর ।। ফ্রন্টগুলির চিফ অব স্টাফেরা ।।

আগের পরিচ্ছেদগুলিতে আমি জেনারেল স্টাফ-এর একজন সদস্যের দৃষ্টিকোণ থেকে সামরিক ঘটনাবলীর কয়েকটির পর্যালোচনা করার চেষ্টা করেছি। এ পর্যন্ত অবশ্য জেনারেল স্টাফ-এর অভ্যন্তরে প্রবহমান যে জীবন সেবিষয়ে বড় একটা উল্লেখ করিনি এবং এখানে যাঁরা কাজ করতেন কেবলমাত্র প্রসঙ্গতঃই তাদের কথা উল্লেখ করেছি। তবু কিন্তু বিষয়টি অনুসন্ধানের খুবই যোগ্য।

এখন আমি বর্ণনা করতে চাই যুদ্ধের বছরগুলিতে কিভাবে আমরা থাকতাম এবং কাজ করতাম, বিশেষ করে চাই প্রিয় সেই বন্ধু ও সহকর্মীদের স্মরণ করতে যাঁরা যুদ্ধকালীন জেনারেল স্টাফ-এর চূড়ান্ত বিচিত্র ও মোটামুটিভাবে পুরস্কার সম্ভাবনাহীন কাজের বোঝা বহন করেছেন। পুরস্কার সম্ভাবনাহীন কারণ দাদামশায়দের সেকেলে ঐতিহ্য দাবি করে যে একজন স্টাফ অফিসার এক ধরনের দপ্তর কেরানী হিসেবেই পরিগণিত হবে। যাই হোক না কেন, এমন কি আজও কিন্তু খুব কম লোকই আছে যাঁরা একজন স্টাফ অফিসার এবং একজন একই সারি ও পদের ফিল্ড কম্যাণ্ডারকে একই স্তরের মানুষ বলে মানবে।

সে যাক, অত্যন্ত স্পর্শকাতর এই প্রশ্নটির ভেতরে আর না গিয়ে আমি বরং আমার স্মৃতিচারণের মধ্যে আবার ফিরে যাই।

যেকথা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি, যুদ্ধের একেবারে প্রথম দিনেই জেনারেল স্টাফ-এর আকারগত ত্রুটিগুলি আক্ষরিক অর্থেই প্রকট হয়েছিল। কতকগুলি জিনিস বাড়তি এবং একেবারেই অনাবশ্যক প্রমাণিত হল, আবার অন্যগুলি যদিও দারুণ প্রয়োজনীয়, তার একান্ত অভাব। যুদ্ধ সবকিছুকেই স্বস্থানে বসিয়ে দিল ঃ

প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যাপারগুলিকে অগ্রাহ্য করা হল, ঘাটতি পূরণ করা হল। ১৯৪২-এর প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত জেনারেল স্টাফ-এর সাংগঠনিক গড়নটি করণীয় কাজের ধরনের সঙ্গে খাপ খেয়েছিল। এর মধ্যেও আমাদের কর্মীরা বেশ গুছিয়ে বসেছিল। "চটু জলদি কাজ" তখন হয়ে গেছে অতীতের ব্যাপার। নিয়মের প্রতিষ্ঠা হয়েছে যার ফলে সম্ভব হয়েছে আমাদের সামনে হাজার পরিস্থিতি ও সমস্যাগুলি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করা, সময় ও দূরত্বের হিসেব করা, এবং প্রত্যেকটি রণক্রিয়া প্রকল্পকে, প্রত্যেকটি প্রস্তাবকে, শক্ত ভিত্তির উপর স্থাপন করা।

জেনারেল স্টাফ হল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর কার্যকরী সংস্থা এবং একমাত্র সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের অধীনস্থ। এমন কি সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের প্রথম ডেপুটিরও জেনারেল স্টাফ-এর ব্যাপারে কোন ক্ষমতা নেই।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স এবং জেনারেল স্টাফ উভয়েই অত্যন্ত কঠিন পরিশ্রম করত আর তাদের কার্যকলাপ কেবল চারদেয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। আমরা সদা রণক্ষেত্রের সেনাবাহিনীর নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করতাম। আমরা তার সঙ্গে কেবলমাত্র টেলিগ্রাফ বা টেলিফোনের তার দিয়েই যুক্ত ছিলাম না। সেনাবাহিনী তাদের স্টাফ এবং ফ্রন্ট কম্যাণ্ডের সঙ্গে প্রাণময় সম্পর্ক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অবিচ্ছিন্নভাবে রক্ষা করা হয়েছিল।

প্রত্যেক সামরিক খণ্ডের হাই-কমাণ্ড অবলুপ্ত হবার পরে ফ্রন্টগুলির সঙ্গে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স ও জেনারেল স্টাফ-এর জীবন্ত সম্পর্ক রাখা আরো জরুরী হয়ে পড়ল। ফ্রন্টগুলির লড়াইয়ের মধ্যে সমন্বয়সাধন, সর্বোচ্চ কম্যাণ্ডের নির্দেশগুলির অনুবর্তন, ফ্রন্টগুলিকে পরিকল্পনা রচনা, গুরুত্বপূর্ণ রণক্রিয়ার প্রস্তুতি ও প্রয়োগ-এর ব্যাপারে সহায়তার কাজ এসব কিছুর জন্য প্রয়োজন ছিল এমন দায়িত্বশীল অফিসারদের নিয়মিতভাবে ফ্রন্ট লাইন পরিদর্শন যাঁদের ক্ষমতা আছে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবার এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবার। এটা হল সেই সময় যখন জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স প্রতিনিধি প্রথাটি শুরু হল।

রণক্ষেত্রে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর প্রতিনিধিত্ব সাধারণতঃ করতেন সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের প্রথম ডেপুটি জি. কে. জুকভ ও জেনারেল স্টাফের প্রধান এ. এম. ভ্যাসিলেভস্কি। তখনকার কিছু ফ্রন্ট কম্যাণ্ডার তার পর থেকেই অভিযোগ করেছেন যে তাঁদের সদর দপ্তরে জুকভ বা ভ্যাসিলেভস্কির অবিরাম উপস্থিতি তাদের সৈন্য পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করেছে। এই সমালোচনায় (বেশির ভাগই যুদ্ধোত্তর-

কালীন) এক আধ ফোঁটা সত্য থাকতে পারে। আমার কিন্তু মনে হয়, মোটামুটিভাবে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর কাজকর্ম তার মূল্য প্রমাণ করেছে। পরিস্থিতি দাবী করত রণাঙ্গনে এমন লোকের উপস্থিতি যাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবার মতো অভিজ্ঞতা ও ক্ষমতা আছে, যে সিদ্ধান্ত নেবার এক্তিয়ার ফ্রন্ট কম্যাণ্ডারদের অনেক সময়েই থাকতো না। রণাঙ্গনের মূল খণ্ডে জুকভের দীর্ঘায়িত কাজকর্ম সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের প্রথম ডেপুটি হিসাবে তাঁর পদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ভ্যাসিলেভস্কির অবশ্য জেনারেল স্টাফ-এ আরো বেশি সময় কাটানো উচিত ছিল। কিন্তু সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক এ ব্যাপারে কারোরই পরামর্শ চাইতেন না। আপাতদৃষ্টে ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক বিবেচনা করেই স্টালিন যখনই ভ্যাসিলেভস্কি বা জুকভকে রণাঙ্গন থেকে ফিরে আসতে দেখতেন অমনি তাঁদের জিজ্ঞেস করতেন যে আবার তাঁদের কবে রণাঙ্গনের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ার ইচ্ছে।

জেনারেল স্টাফ-এর কাজ কখনোই সহজ ছিল না, যুদ্ধের সময়ে তো অবশ্যই নয়। আমাদের কাজের বেশিটাই ছিল তথ্য ও রণাঙ্গনের সাম্প্রতিক রিপোর্ট সংগ্রহ এবং তার মূল্যায়ন, এগুলি থেকে উদ্ভূত বাস্তব প্রস্তাব ও নির্দেশাবলীকে বিশদ করা, আশু রণক্রিয়াগুলির ধারণা ও পরিকল্পনা, সাধারণভাবে পরিকল্পনা রচনা, ফ্রন্টগুলির অস্ত্রশস্ত্র ও সমর সম্ভার ও অন্যান্য সাজসরঞ্জামের সরবরাহ সুনিশ্চিত করা এবং রিজার্ভ গঠন করা। এর সবগুলিই অত্যন্ত জটিল, অনেক সময়েই ইচ্ছামতো এগুলি করা হয়ে উঠতো না।

স্টালিন জেনারেল স্টাফ-এ চব্বিশ ঘণ্টা কাজের নিয়ম প্রবর্তন করলেন। তিনি নিজে ব্যক্তিগত ভাবে প্রধান কর্মচারীদের ডিউটি নিয়ন্ত্রিত করতেন। যেমন, জেনারেল স্টাফ-এর ডেপুটি চিফ, যে পদে এ. আই. আন্তোনভ এসেছিলেন ১৯৪২-এর ডিসেম্বরে, তাঁকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সতের বা আঠারো ঘণ্টা কাজে হাজির থাকতে হতো। বিশ্রামের জন্য যে সময় তাঁকে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল তা হল সকাল পাঁচটা কিংবা ছয়টা থেকে দুপুর পর্যন্ত। আমার ব্যাপারে, ১৯৪৩ এর মে মাসে আমি রণক্রিয়া বিভাগের প্রধান হবার পরে, আমাকে বিশ্রাম নিতে দেওয়া হত ১৪.০০টা থেকে ১৮.০০টা কিংবা ১৯.০০টা পর্যন্ত। অন্যান্য নেতৃস্থানীয় কর্মচারীদের বেলাতেও কাজ ও বিশ্রামের সময়সূচী একই রকম ছিল।

সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের কাছে রিপোর্ট দেওয়া হতো সাধারণতঃ দিনে তিনবার। প্রথমটা হতো ১০.০০ থেকে ১১.০০ টার মধ্যে সাধারণতঃ টেলিফোনে। এটা

ছিল আমার কাজ। সন্ধ্যায় ১৬·০০টা থেকে ১৭·০০ টার মধ্যে, জেনারেল স্টাফ-এর ডেপুটি চিফ রিপোর্ট করতেন। রাতে আমরা দুজনেই জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ যেতাম দিনের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট নিয়ে। তার আগেই পরিস্থিতিটি ১ : ২০০,০০০ মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত করতে হত, সৈন্যদের অবস্থান—প্রত্যেকটি সোভিয়েত ডিভিশন এবং কোন কোন সময় এমনকি রেজিমেণ্ট-এর দেখানোর জন্য একটা আলাদা মানচিত্র প্রত্যেক ফ্রন্টের জন্য ব্যবহার করা হত। যদিও আমরা জানতাম গত ২৪ ঘণ্টায় কোথায় কি ঘটেছে তবুও আমরা প্রত্যেকবার জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ যাবার আগে দুই তিন ঘণ্টা ব্যয় করতাম—বিভিন্ন স্টাফ কম্যাণ্ডার ও স্টাফ প্রধানদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে সতর্কতার সঙ্গে পরিস্থিতি যাচাই করতাম, যে সব রণক্রিয়া করা হয়েছে কিংবা যেগুলি কেবল পরিকল্পনার স্তরেই রয়েছে তাদের সঙ্গে সেগুলিকে পরীক্ষা করতাম, আমাদের অনুমানের নির্ভুলতা পরীক্ষা করতাম তাদের মাধ্যমে, আলোচনা করতাম, ফ্রন্ট থেকে আসা অনুরোধ ও দরখাস্তগুলি নিয়ে বিচার বিবেচনা করতাম, আর সময়ান্তে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর যে আদেশনামা ও নির্দেশগুলি সই করতে হবে সেগুলির সম্পাদনা করতাম।

সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের সম্মতি দরকার এমন সব বিষয় আগেই বাছাই করা হত এবং তিনটি ভিন্ন রংয়ের ফোল্ডারে রাখা হত। যে সব দলিলের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার, যা প্রথমেই পেশ করতে হবে, সেগুলি যেতো লাল ফোল্ডারে। এগুলি প্রায়শঃই হত আদেশ, নির্দেশনামা ও নির্দেশাবলী এবং রণক্ষেত্র ও রিজার্ভ বাহিনীগুলির জন্য অস্ত্রবিলির পরিকল্পনা। নীল ফোল্ডারটি অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রের জন্য। সাধারণতঃ নানা অনুরোধ। সবুজ ফোল্ডারের কারবার ছিল কেবলমাত্র অনুকূল পরিস্থিতিতে। কখনো কখনো আমরা একাদিক্রমে তিন চার দিন এটি খুলতাম না। এটা ওটা প্রশ্ন রিপোর্ট করার জন্য সঠিক পরিস্থিতিটি বিচার করার চেষ্টা করতাম, কালেভদ্রে আমাদের ভুল হত। স্তালিন কিন্তু শিগগিরই আমাদের মতলবটা বুঝে ফেললেন। অনেক সময় তিনি নিজেই আমাদের সতর্ক করে দিতেন :

"আজ আমরা কেবল জরুরী দলিলগুলি নিয়ে কাজ করব।"

কিংবা অন্য সময় তিনি বলতেন :

"আচ্ছা, এবার আপনাদের সবুজটায় কি আছে শোনা যাক।"

তাঁর সম্পর্কে সুবিচার করতে হলে বলতেই হবে যে স্তালিন জেনারেল স্টাফ

অফিসারদের অত্যন্ত মূল্য দিতেন এবং রণক্ষেত্রে সর্বাধিক দায়িত্বশীল কম্যাণ্ডগুলিতে তাঁদের নিয়োগ করতেন। একেবারে প্রথম মাসগুলিতে জি. কে. জুকভ, যিনি তখন ছিলেন জেনারেল স্টাফ প্রধান, একটি ফ্রন্ট-এর অধিনায়ক হলেন। তাঁর ডেপুটি ভাতুতিন হলেন চিফ অব স্টাফ এবং তারপরে একটি ফ্রন্ট-এর কম্যাণ্ডার। জি. কে. ম্যালাণ্ডিন ও এ. পি. আনিসভ প্রভৃতি বিভাগীয় প্রধানেরা, শাখা প্রধান ভি. ভি. কুরাসভ, এম. এন. শারোখিন, পি. আই. কোকোরেভ, এফ. আই. শেভচেংকো এবং অন্যান্যরা ফ্রন্ট ও আর্মির চিফ অব স্টাফ নিযুক্ত হলেন এবং তাদের অনেকে পরবর্তীকালে বাহিনী পরিচালনায় যোগ্যতা দেখিয়েছেন। দুয়েকজন, যেমন ভি. ডি. কারপুখিনকে, ডিভিশনের অধিনায়কত্ব দেওয়া হয়েছিল।

প্রচলিত ঐতিহ্যের বিপরীতে স্তালিন বিশ্বাস করতেন যে একজন ভাল স্টাফ অফিসার কখনই নিজেকে কম্যাণ্ডার হিসেবে নামিয়ে আনবে না, আর, ভাল স্টাফ অফিসার হতে গেলে তাকে অবশ্যই রণাঙ্গনের জীবনকে জানতে হবে। এই কারণে কোন রকম ব্যতিক্রম না করে প্রায়শঃই এবং অনেক সময়ে দীর্ঘকালের জন্য আমাদের রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই অভ্যাসের ফলে জেনারেল স্টাফ লক্ষ্যণীয়ভাবে ফাঁকা হয়ে যেত এবং দৈনন্দিন কাজে অতিরিক্ত অসুবিধার সৃষ্টি করত। এই ব্যাপারেও অবশ্য সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের নিজস্ব দৃঢ়বদ্ধ মত ছিল ; তিনি বিশ্বাস করতেন যে, স্পষ্টতঃই অকারণে নয়, জেনারেল স্টাফ সর্বদাই "একটা উপায় বের করবে", অথচ রণাঙ্গনের অভিজ্ঞতা আমাদের সবার পক্ষেই মঙ্গলজনক।

সেই সঙ্গে সর্বদাই আমরা জেনারেল স্টাফ-এর সম্মানের ব্যাপারে তাঁর উদ্বেগের বিষয়ে সচেতন ছিলাম। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ ফ্রন্ট কম্যাণ্ডারেরা যখন রিপোর্ট করতেন তখন স্তালিন এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করতেন, "জেনারেল স্টাফ-এর মত কি ?" অথবা, "জেনারেল স্টাফ কি এবিষয়টা বিবেচনা করেছে ?" এবং জেনারেল স্টাফ সর্বদাই অভিমত প্রকাশ করত। অনেক ব্যাপারেই ফ্রন্ট কম্যাণ্ডারদের মতামতের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য থাকতো না, তবু যেহেতু জানতে চাওয়া হয়েছে, তাকে মতামত দিতেই হত।

তথ্যের সামান্যতম বিকৃতি কিংবা অবলুপ্তি তিনি সহ্য করতেন না, তা করতে গিয়ে কেউ ধরা পড়লে তাকে কঠিন শাস্তি দিতেন। আমার বেশ মনে পড়ে ১৯৪৩-এর নভেম্বরে প্রথম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের চিফ অব স্টাফ কিভাবে বরখাস্ত

হলেন। কোন একটি গুরুত্বপূর্ণ জনাকীর্ণ এলাকা শত্রু দখল করে নেবার কথাটা রিপোর্ট থেকে তিনি বাদ দিয়েছিলেন এই আশায় যে আমরা তা পুনর্দখল করায় সফল হব।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে পাঠানো রিপোর্টগুলিতে স্বভাবতঃই আমরা খুব সাবধান থাকতাম সূত্রায়ণের ব্যাপারে। আমাদের এটা নিয়ম হয়ে গিয়েছিল যে আমরা কখনোই যাচাই না করা বা সন্দেহজনক তথ্যাদি রিপোর্ট করবো না যেমনটি অঢেল পাওয়া যায়। যেমন, সংবাদগুলোয় হামেশাই এরকম বাক্যবন্ধের দেখা মিলতো, "সৈন্যেরা 'এন' পয়েন্ট ভেদ করেছে," অথবা "আমাদের সৈন্যেরা 'এক্স' পয়েন্টের সংলগ্ন অঞ্চলগুলি দখল করে আছে।" এই সবক্ষেত্রে আমরা সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ককে রিপোর্ট করতাম, "আমাদের সৈন্যের পয়েন্ট 'এন' বা পয়েন্ট 'এক্স'-এর জন্য লড়ছে।"

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ রিপোর্ট করার পদ্ধতি কঠোর ভাবে একটা নক্সা মেনে চলতো। টেলিফোনে তলব পাবার পর আমরা একটা গাড়ীতে উঠতাম, জনশূন্য মস্কোর মধ্য দিয়ে গাড়ী চালিয়ে যেতাম ক্রেমলিন অথবা 'কাছের বাড়ী'—কুন্তসেভোতে স্তালিনের পল্লীভবনে। আমরা সর্বদাই ক্রেমলিনে প্রবেশ করতাম বোরোভিৎস্কি ফটক দিয়ে, ইভানোভস্কায়া স্কোয়ার পেরিয়ে ইউ. এস. এস. আর-এর সর্বোচ্চ সোভিয়েতের বাড়ীটা ঘুরে তথাকথিত "কোণায়" পৌঁছতাম যেখানে ছিল স্তালিনের বাসা এবং পাঠকক্ষ। পোসক্রিয়োবাইশোভ-এর অফিস হয়ে আমরা প্রবেশ করতাম সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের দেহরক্ষী প্রধানের অধিকৃত ছোট্ট ঘরে এবং শেষ পর্যন্ত আমরা স্বয়ং স্তালিনের কাছে পৌঁছাতাম।

ঘরের বাঁ-হাতি অংশে ছিল একটা লম্বা আয়তাকার টেবিল, ঘরটির ধনুকাকৃতি খিলান, দেয়ালগুলিতে পাতলা ওকের প্যানেল। এই টেবিলের উপর আমরা মানচিত্রগুলি বিছিয়ে দিতাম, যার থেকে আমরা আলাদা করে প্রত্যেক ফ্রন্ট সম্বন্ধে রিপোর্ট করতাম, আরম্ভ করতাম সেই খণ্ড দিয়ে যেখানে সেই মুহূর্তে মূল ঘটনাগুলি ঘটছে। কোন নোট আমরা ব্যবহার করতাম না—পরিস্থিতিটি আমাদের মুখস্থ থাকতো এবং মানচিত্রেও তা দেখান হত।

টেবিলটা যেখানে শেষ হয়েছে ঠিক সেখানে থাকতো একটা বড়ো ভূগোলক। এটা অবশ্য উল্লেখ করতেই হবে যে রণক্রিয়াগত বিষয়গুলি বিবেচনাকালীন আমি কোনদিন কাউকে ঐ ভূগোলক ব্যবহার করতে দেখিনি। রণাঙ্গনের বিষয়ে কথাবার্তা ভূগোলকের সাহায্য নিয়ে চলছে এটা একেবারেই ভিত্তিহীন।

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্যেরা এবং জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর সদস্যেরা সাধারণতঃ রিপোর্ট-এর সময়ে উপস্থিত থাকতেন।

গোলন্দাজ বাহিনীগুলির অধিনায়ক এন. এন. ভরোনভ, বর্মাবৃত ও যন্ত্রান্বিত বাহিনীগুলির অধিনায়ক ওয়াই. এন. ফেদোরেংকো, বিমান বাহিনীর অধিনায়ক এ. এ. নোভিকভ, ইঞ্জিনীয়ারদের প্রধান এম. পি. ভরোবিয়ভ, মূল গোলন্দাজ বিভাগের প্রধান এন. ডি. ইয়াকভলেভ, লালফৌজের রিয়ার সার্ভিসেস প্রধান এন. ভি. খ্রুলেভ এবং অন্যান্যদের প্রয়োজন হলে ডাকা হত বিশেষ ক্ষেত্রগুলিতে রিপোর্ট বা প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য।

পলিটব্যুরোর সদস্যরা সাধারণতঃ দেয়ালের দিকে টেবিলের একদিকে বসতেন আমাদের, মানে, সামরিক লোকদের এবং ঘরের উল্টোদিকে টাঙানো স্যুভোরভ ও কুতুজভ-এর প্রকাণ্ড দুটো প্রতিকৃতির দিকে মুখ করে। স্তালিন আমাদের দিকে পায়চারী করতে করতে রিপোর্ট শুনতেন। কখনো কখনো তিনি তাঁর ডেস্ক-এ যেতেন, যেটি ছিল ঘরের পেছন ঘেঁসে ডাইনে, দুটো হারসেগোভিনা ফ্লোর সিগারেট বের করে ভেঙে তাঁর পাইপে ভরতেন। ডেস্ক-এর ডান দিকে একটা বিশেষ দণ্ডের উপরে কাঁচের আবরণীর মধ্যে রাখা ছিল সাদা প্লাষ্টারে লেনিনের মুখের ছাঁচ।

আমাদের বাহিনীগুলির গত ২৪ ঘন্টার কার্যকলাপের বর্ণনা দিয়ে আমাদের রিপোর্ট সাধারণতঃ শুরু হতো। ফ্রন্ট, আর্মি এবং ট্যাংক ও যন্ত্রান্বিত কোরগুলিকে তাদের অধিনায়কদের নামে উল্লেখ করা হতো, আর ডিভিশনগুলিকে নম্বর দিয়ে। এই নিয়ম চালু করেছিলেন স্তালিন। আমরা এতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম এবং জেনারেল স্টাফ-এ ও একই নিয়ম অনুসরণ করতাম।

এর পরে আসতো খসড়া আদেশনামাগুলির পালা যেগুলি সৈন্যদের উপর জারী করতে হবে। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর আদেশ নামাগুলিতে স্বাক্ষর করতেন সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক এবং তাঁর প্রথম ডেপুটি অথবা জেনারেল স্টাফ-এর প্রধান। যখন জুকভ বা ভ্যাসিলেভস্কি দুজনের কেউ মস্কোয় থাকতেন না তখন দ্বিতীয় স্বাক্ষরটি যোগ করতেন এ. আই. আন্তোনভ। কম গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশগুলি শেষ হতো এই বাক্যবন্ধ দিয়ে—"জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর নির্দেশে", যার পরে থাকত হয় এ- এম. ভ্যাসিলেভস্কি অথবা এ. আই. আন্তোনভের স্বাক্ষর। এই সব নির্দেশ অনেক সময়েই তাৎক্ষণিকভাবে প্রস্তুত হত। স্তালিন মুখে বলতেন আর আমি তা লিখতাম। তারপরে তিনি আমাকে দিয়ে সেগুলি ফিরে পড়াতেন, তারপরে

সংশোধন করতেন। প্রায়শঃই এইসব দলিল টাইপ না করে মূল অবস্থাতেই দেওয়া হত যোগাযোগকেন্দ্রে এবং তৎক্ষণাৎ ফ্রন্টগুলিতে পাঠান হয়ে যেত।

ইতিমধ্যে আমরা নীল ফোল্ডার বের করতাম এবং ফ্রন্ট-এর অনুরোধগুলি রিপোর্ট করতে আরম্ভ করতাম। তাদের বেশির ভাগই অস্ত্র, সাজসরঞ্জাম ও জ্বালানী বদলী বা বিলির জন্য। তাদের প্রত্যেকটি অবশ্য জেনারেল স্টাফ আগেই বিবেচনা করেছে যাতে অংশ নিয়েছেন বিভিন্ন সারভিস প্রধানেরা।

ভোর তিনটে-চারটের আগে আমরা জেনারেল স্টাফ-এ ফিরতাম না।

কোন কোন সময় চব্বিশ ঘণ্টায় দুবারও আমাদের জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ যেতে হত।

কাজের যে আয়াসসাধ্য নিয়ম স্তালিন জেনারেল স্টাফ-এর জন্য বেঁধে দিয়েছিলেন তার কেউ পরিবর্তন করতে পারতো না। কাজের বিপুল পরিমাণ ও তার তাড়া সব মিলিয়ে জেনারেল স্টাফ-এর চাকরী ছিল নিদারুণ শ্রান্তিজনক। শেষ বিন্দু পর্যন্ত আমরা কাজ করতাম, আগেই জানতাম যে সামান্যতম ভুলের জন্যেও আমরা কঠোর শাস্তি পাব। সবাই এই চাপ সইতে পারত না। আমার কোন কোন সাথী এর পর বহুদিন পর্যন্ত স্নায়বিক বৈকল্য ও হৃদরোগে ভুগেছে। তাদের অনেকে যুদ্ধশেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে অবসর নিয়ে রিজার্ভ-এ চলে গেছে তাদের চাকুরী কাল শেষ হবার আগেই।

একথাও বলতেই হবে যে যুদ্ধকালীন নিয়ম জেনারেল স্টাফ-এ প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থাতেই স্তালিনের মৃত্যুকাল পর্যন্ত বজায় ছিল। তখনো আমাদের কাজের দিন শেষ হত ভোর তিনটে-চারটেয়, আর, আমাদের আবার কাজে ফিরতে হত বেলা দশটা-এগারোটায়।

যেভাবেই হোক এটা মেনে নেওয়া হয়েছে যে আমরা যখন সৃজনশীল বুদ্ধিগত কাজে নিযুক্ত লোকের কথা বলি তখন আমরা বোঝাতে চাই শিল্পী, লেখক, কালেভদ্রে প্রযুক্তিবিদদের, কিন্তু প্রায় কথনোই সামরিক কাজকে নয়।

তবু কিন্তু যুদ্ধের আর্টটিও দাবী করে সৃজনী প্রেরণা এবং অত্যন্ত বিকশিত বুদ্ধি। সামরিক লোকদের সিদ্ধান্ত টানা ও মীমাংসায় পৌছানোর জন্য প্রায়ই কারবার করতে হয় অন্য বিশেষজ্ঞদের তুলনায় অনেক বেশি মৌলিক উপাদান ও খণ্ডাংশগুলি নিয়ে।

একথা অবশ্য প্রাথমিকভাবে উচ্চ সামরিক কর্মচারীদের বেলাতেই সত্য। উপরের লোকদের সামরিক সমস্যাগুলি সম্পর্কে ভালোর চেয়েও বেশি কিছু জ্ঞান এবং সেগুলির বিকাশের ঝোঁকটি বুঝবার ক্ষমতা থাকা অত্যাবশ্যক। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সমস্যাবলীর জটিলতার মধ্যেও আচরণটি ঠিক রাখতে হবে, এগুলিকে নির্ভুলভাবে বুঝতে হবে, সাময়িক তত্ত্ব ও প্রয়োগ, সামগ্রিক ভাবে যুদ্ধ এবং রণক্রিয়া ও লড়াইয়ের উপরে তাদের সম্ভাব্য প্রভাব আগে থাকতেই অনুমান করতে হবে।

এইসব গুণাবলী বিশেষ করে জেনারেল স্টাফ প্রধানের পক্ষে অত্যাবশ্যক। তাঁর কাজকর্মের পরিধি সত্যি বিপুল। শান্তির সময়ে সশস্ত্র বাহিনীগুলির প্রশিক্ষণ এবং যুদ্ধে সঠিকভাবে তাদের কাজে বহালের গুরুতর দায়িত্ব তিনি বহন করেন। কারো পক্ষে যদি দূরদর্শিতা অত্যাবশ্যক হয় তবে সে তিনি।

কিন্তু জেনারেল স্টাফ প্রধান যতই গুণবান হোন না কেন, তিনি নিজে নিজে যুদ্ধে জিততে পারেন না। আর সব কিছু বাদেও তাঁর আশপাশের বিশেষভাবে নির্বাচিত, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং সুসংগঠিত কর্মীদলের উপর নির্ভর করার ক্ষমতা তাঁর থাকা চাই। অভিজ্ঞ ডেপুটি ও সহকারীবৃন্দ, যাদের সৃজনধর্মী অন্তর্দৃষ্টি আর অসাধারণ সংগঠন ক্ষমতা রয়েছে, যারা তাঁর বোঝার একাংশ বইতে পারে তাঁদের না হলে তার চলে না।

যুদ্ধের সময়ে জেনারেল স্টাফের কাজকর্মের বিষয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে আমাকে অবশ্যই তার দুজন অসাধারণ প্রধান—এ. এম. ভ্যাসিলেভস্কি ও এ. আই. আন্তোনভের কথা বিস্তৃতভাবে বলতেই হবে। প্রথম জন ১৯৪২-এর মাঝামাঝি থেকে ১৯৪৫-এর ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত জেনারেল স্টাফ-এর প্রধান ছিলেন। পরের জন এই উচ্চপদটি যুদ্ধের শেষে গ্রহণ করেন কিন্তু তার অনেক আগে থেকেই রণক্ষেত্রে ভ্যাসিলেভস্কির ঘন ঘন ও দীর্ঘস্থায়ী সফরের সময় ডেপুটি চিফ অব স্টাফ হিসেবে সাফল্যের সঙ্গে ভ্যাসিলেভস্কির কাজগুলি চালিয়ে গেছেন।

তাহলে, আলেকজাণ্ডার মিখাইলোভিচ্ ভ্যাসিলেভস্কি-কে দিয়েই আরম্ভ করা যাক। তাঁর সঙ্গে নানান মাত্রার অধীনস্থ পদে কাজ করেছি, যাকে কেউ বর্ণনা করতে পারে চাকুরীর শ্রেণী বিভাগরূপ মইয়ের সঙ্গে তারই বিভিন্ন রঙ্গভূমিতে। ১৯৪০-এ তিনি রণক্রিয়া বিভাগের ডেপুটি প্রধান ছিলেন, আমি ছিলাম একটি শাখা প্রধানের প্রবীন সহকারী। পরে তিনি হলেন রণক্রিয়াবিভাগের প্রধান, আমি একটা সেক্টর-এর প্রধান। এর অল্পদিন পরেই ভ্যাসিলেভস্কি জেনারেল

স্টাফের প্রধান নিযুক্ত হলেন এবং আমি তাঁর পূর্ববর্তী অপারেশন বিভাগের প্রধানের পদ গ্রহণ করলাম। সবশেষে, যুদ্ধের পরে প্রায় চার বছর আমি ছিলাম জেনারেল স্টাফ এর প্রধান আর ভ্যাসিলেভস্কি যুদ্ধমন্ত্রী। এই ঘনিষ্ঠ ও কিছুটা দীর্ঘকালব্যাপী সহযোগীরূপে থাকায় আমি পেরেছিলাম তাঁর ব্যক্তিগত গুণাবলীকে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে। যতই তাঁকে জেনেছি ততই আরো বেশি করে সৈনিকসুলভ আন্তরিকতা, অফুরাণ বিনয় ও সহৃদয়তা ভরা এই মানুষটিকে, শব্দটির সুন্দরতম অর্থে—একজন সামরিক নেতাকে শ্রদ্ধা করেছি।

যাই হোক, পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে আমি জেনারেল স্টাফ-এ ও রণাঙ্গনে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর প্রতিনিধিরূপে, ফ্রন্ট কম্যাণ্ডার এবং কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ হিসাবে দূর প্রাচ্যে যা তিনি ছিলেন—ভ্যাসিলেভস্কির কাজকর্মে ঘন ঘন উল্লেখ করব। এখানে তাঁর কয়েকটিমাত্র ব্যক্তিগত গুণের কথাই আমি বলব।

প্রথম, সামরিক ব্যাপারে তাঁর গভীর জ্ঞান।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভ্যাসিলেভস্কি ছিলেন এবং লালফৌজের প্রথম নিয়মিত ইউনিট সংগঠিত করা ও গৃহযুদ্ধের সময়ে কাজের অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল। আভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লবীরা উৎখাত হবার পরে এবং হস্তক্ষেপকারী বাহিনীগুলি সোভিয়েত ভূমি থেকে বিতাড়িত হবার পর তিনি একটি রেজিমেণ্টের অধিনায়ক হিসেবে সাত বছর কাটিয়েছেন। এই গোটা সময়টা তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন এবং নিজেকে একজন চিন্তাশীল উদ্যোগী ও উদার দৃষ্টিসম্পন্ন অফিসার হিসেবে প্রতিপন্ন করেছেন। তাঁর উপরওয়ালারাও তাঁর বিনয় ও কর্মক্ষমতা লক্ষ্য করেছেন।

তিনি প্রখ্যাত সোভিয়েত সমরতত্ত্ববিদ্ লালফৌজের তদানীন্তন ডেপুটি চিফ-অব স্টাফ ভি. কে. ট্রিয়াণ্ডাফিলভ-এর নজরে পড়েন, যাঁর সুপারিশে ভ্যাসিলেভস্কি বদলী হলেন লালফৌজের লড়াই প্রশিক্ষণ বিভাগে যেখানে প্রাক্তন রেজিমেণ্ট অধিনায়কের সামনে নতুন দিগন্ত খুলে গেল। এখানে ভ্যাসিলেভস্কি মুখ্য রণকৌশলগত সমস্যাবলী সমাধানে অংশ নিতেন, তথাকথিত "যুদ্ধবিগ্রহের গভীরে" রণকৌশল সংক্রান্ত নির্দেশমূলক দলিলপত্র সংকলন করতেন এবং নানা সামরিক প্রকাশনায় প্রবন্ধ দিতেন।

১৯৩৬-এ ভল্গা সামরিক জেলায় সংক্ষিপ্ত সময়ের চাকরীর পরে ভ্যাসিলেভস্কিকে জেনারেল অ্যাকাডেমীতে পাঠান হল। এখানে তিনি প্রধান রণকৌশলের সমস্যাবলীর মোকাবিলায় তাঁর জ্ঞান বাড়ালেন, কর্মপদ্ধতির উন্নতি করলেন এবং সৃজনশীল কাজের জন্য ব্যাপকতর সুযোগ লাভ করলেন। অ্যাকাডেমী থেকে

তিনি একজন ব্রিগেড কম্যাণ্ডার হিসেবে স্নাতক হলেন এবং জেনারেল স্টাফ-এ নিযুক্ত হলেন। সেখানে তিনি রণক্রিয়া শাখার প্রধানের সহকারী হিসেবে কাজ আরম্ভ করলেন এবং ১৯৩৯-এর মাঝামাঝি যখন রণক্রিয়া বিভাগ গঠিত হল তার সহকারী হলেন আর তারপরে পশ্চিমের জন্য রণক্রিয়া বিভাগের ডেপুটি চিফ। এই পদে মূল রণকৌশলে ভ্যাসিলেভস্কির প্রতিভা আগের চেয়ে আরো দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা পেল এবং সোভিয়েত হাই কম্যাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনাগুলি বিশদ করার কাজে তিনি একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি হয়ে দাঁড়ালেন।

তারপরে এল মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধ। ১৯৪১-র ২৫শে আগষ্ট মেজর জেনারেল ভ্যাসিলেভস্কি রণক্রিয়া বিভাগের প্রধান নিযুক্ত হলেন আর সেই সঙ্গে হলেন জেনারেল স্টাফ-এর ডেপুটি চিফ। এই সব ক্ষমতায় তিনি শত্রুর আক্রমণ রোধ ও মস্কোর প্রবেশমুখে তাদের সৈন্যদের উৎখাত করার উদ্দেশ্য রচিত রণক্রিয়া পরিকল্পনার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন।

আমি ইতিমধ্যেই বর্ণনা করেছি যে সেই সব দিনে পরিস্থিতি কেমন ছিল—সহজেই কল্পনা করা যায় তা ভ্যাসিলেভস্কির পক্ষে কতখানি কঠিন ছিল। কিন্তু ঈর্ষণীয় স্থৈর্য ও চমৎকার আত্মসংযমের সঙ্গে তিনি সব বাধাই অতিক্রম করলেন। যুদ্ধের প্রকৃতি সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান, জটিলতম রণক্রিয়াগুলিরও গতিধারা ও ফলাফল সম্বন্ধে পূর্বাহ্নেই বুঝতে পারার ক্ষমতা দ্রুত তাঁকে সামনের সারির সোভিয়েত সামরিক নেতাদের মধ্যে নিয়ে এল।

ভ্যাসিলেভস্কিকে যা সর্বদাই স্বতন্ত্র করে তুলেছে তা হল অধস্তনদের প্রতি যে আস্থা তিনি স্থাপন করতেন, মানুষ ভাইদের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও তাদের মানবিক মর্যাদার প্রতি তাঁর খেয়াল। এটা তিনি পুরোপুরি বুঝতেন, যে যুদ্ধ আমাদের প্রতি অতখানি নির্দয় অবস্থায় শুরু হয়েছে তার সংকটজনক প্রাথমিক অবস্থায় সুসংগঠিত ও কর্মদক্ষ থাকা কত শক্ত, আর তিনি চেষ্টা করতেন আমাদের একটা দল হিসেবে একত্রিত করতে, এমন এক কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করতে যেখানে কর্তৃত্বের চাপ অনুভব হবে না বরং অনুভব হবে একজন প্রবীন ও বেশি অভিজ্ঞ কমরেডের দৃঢ় স্কন্ধ যেখানে, প্রয়োজন হলে, ভর দেয়া যেতে পারে। তাঁর মানবিক উষ্ণতা, সংবেদনশীলতা আর আন্তরিকতার মূল্য আমরা দিতাম বস্তুতে—জেনারেল স্টাফ সদস্যদের মধ্যে ভ্যাসিলেভস্কি কেবল যে সর্বোচ্চ শ্রদ্ধাই অর্জন করেছিলেন তাই নয়, তিনি পেয়েছিলেন সার্বজনীন ভালোবাসা ও স্নেহও।

যুদ্ধের একেবারে প্রথম মাসগুলি থেকেই ভ্যাসিলেভস্কি স্তালিনের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে

ছিলেন। আমি আগেই উল্লেখ করেছি স্তালিন মোটামুটি উত্তর বা আন্দাজ বরদাস্ত করতেন না এবং প্রায়ই অকুস্থলে ব্যক্তিগতভাবে পরিস্থিতি যাচাই দাবী করতেন। ভ্যাসিলেভস্কির রণাঙ্গনে বিশেষ কাজে যাত্রার অনেক সময়েই ছিল তাঁর জীবন সংশয় কিন্তু তা সর্বদাই পালিত হত সঠিক সময়ে ও ত্রুটিহীন নির্ভুলতার সঙ্গে, আর জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ তাঁর রিপোর্টগুলি হত তাদের স্পষ্টতা ও সম্পূর্ণতার জন্য উল্লেখযোগ্য। এই দিক দিয়ে সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক তাঁর মূল্য উপলব্ধি করতেন এবং তিনি তাঁকে আরো ঘন ঘন রণাঙ্গনে পাঠাতেন যখনই প্রয়োজন হত গভীরভাবে কোন সমস্যার বিশ্লেষণ, তৈরী প্রস্তাবের আকারে তার শ্রেষ্ঠ সমাধান নিরূপণ ও সূত্রায়নের।

প্রকৃতি ভ্যাসিলেভস্কিকে দিয়েছিল পদক্ষেপের সময় প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি আক্ষরিকভাবে অনুমান করে নেবার, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার এবং বিশেষ স্পষ্টতার সঙ্গে ঘটনার পরবর্তী গতিধারা বুঝবার বিরল গুণ। তিনি অবশ্য কখনই এসব জাহির করেন নি। অন্যদিকে, তিনি সর্বদাই অন্যের ধারণা ও মতামতের কথা সতর্ক মনযোগের সঙ্গে শুনতেন। কখনো তিনি বাধা দিতেন না, এমন কি প্রকাশিত মতামতের সঙ্গে নিজে একমত না হলেও। তার বদলে তিনি ধৈর্যের সঙ্গে নিজের মতে আনার উদ্দেশ্যে তর্ক করতেন এবং সাধারণতঃ শেষ পর্যন্ত বিরুদ্ধ পক্ষকে জয় করে নিতেন। সেই সঙ্গে, তিনি জানতেন কিভাবে সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের সামনে নিজের মতামতকে সমর্থন করতে হবে। খুব কৌশল কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি এটা করতেন।

ভ্যাসিলেভস্কির রণক্রিয়ারীতির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিকগুলি হল স্থিরনিশ্চিত এক পরিকল্পনার ধারণা, শত্রুকে মুড়ে ফেলা এবং তার পলায়নপথ কেটে দেওয়া অথবা তাদের বাহিনীগুলিকে বিভক্ত করে ফেলার একটা প্ররোচনা যাতে রণক্রিয়ার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তারা আরো বর্ধিতহারে বিচ্ছিন্ন হবার বিপদে পড়ে। অস্ত্রোগোঝস্ক-রোসোশ, স্তালিনগ্রাদ, বাইলোরুশীয়, মেমেল এবং আরো বহু রণক্রিয়ার এগুলি ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক যেগুলির প্রস্তুতি ও প্রয়োগে ভ্যাসিলেভস্কি ব্যক্তিগতভাবে জড়িত ছিলেন। পূর্ব প্রাশিয়ার রণক্রিয়াও স্থিরসংকল্পের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছাপ বহন করে। আই. ডি. চের্নিয়াখোভস্কি, যিনি ১৯৪৫-এর ফেব্রুয়ারীতে নিহত হন, তাঁর বদলে এই রণক্রিয়ায় ভ্যাসিলেভস্কি নিজে তৃতীয় বাইলোরুশীয় ফ্রন্টের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। আত্মদোষস্খালনের চেষ্টামাত্র না করে ভ্যাসিলেভস্কি সর্বদাই তৈরী থাকতেন দেশকে নিজের কাজের জবাবদিহি করার

জন্য। এ এমন এক গুণ যা একজন সেনাপতির সাহসের সর্বোচ্চ প্রকাশ বলেই স্বীকৃত। নিজের সাফল্যের জন্য তিনি কখনো দম্ভ করতেন না। তাঁকে সাজিয়ে তোলার সব রকম প্রয়াসের একজন শত্রু ভ্যাসিলেভস্কি সাফল্যের ক্ষেত্রে কখনোই নিজের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন না যদিও এতে তাঁর ভূমিকা প্রায়ই হত চূড়ান্ত।

ভ্যাসিলেভস্কি পুরোপুরি উপলব্ধি করেছিলেন প্রায়শঃ তাঁর অনুপস্থিতি জেনারেল স্টাফ-এর কাজকর্মে কি দারুণ খারাপ প্রভাব ফেলছে এবং একজন উপযুক্ত ডেপুটি খুঁজে বের করার জন্য কি চেষ্টাই না তিনি করেছেন। ১৯৪২-এর ১১ই ডিসেম্বর আমরা জানলাম যে ভ্যাসিলেভস্কির সুপারিশে ট্রান্সককেশির ফ্রন্টের প্রাক্তন চিফ অব স্টাফ এ. আই. আন্তোনভ রণক্রিয়া বিভাগের প্রধান এবং জেনারেল স্টাফ-এর ডেপুটি প্রধান নিযুক্ত হলেন।

আমাদের অনেকে আন্তোনভকে জানতো এবং তাঁর বেশ সুনাম ছিল। অবশ্য কিছু উন্নাসিক লোক ছিল যারা বিশ্বাস করত যে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ দুই তিন খেপ যাতায়াতের পরেই কেবল মাত্র জেনারেল স্টাফ-এ তাঁর কাজের যোগ্যতা আমরা বিচার করতে সক্ষম হব। সেখানে যে কি এক দ্রষ্টব্য তিনি হলেন! তাঁর প্রায় সব পূর্বগামী সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের কাছে দুয়েকবার রিপোর্ট দেবার পরেই তাঁদের পদ থেকে খালাস পেয়েছেন।

আন্তোনভ কাজ করেছেন অত্যন্ত বিজ্ঞতার সঙ্গে। বিভাগের লোকদের জানলেন, রণক্রিয়াগত পরিস্থিতির আগাগোড়া পর্যালোচনা করলেন। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ রিপোর্ট করতে যাবার ব্যাপারে কোন তাড়াহুড়ো নেই। তিনি ক্রেমলিনে রওনা হলেন দিন ছয়েক পরে যখন জেনারেল স্টাফের ব্যাপার-স্যাপার ও বিভিন্ন রণাঙ্গনের অবস্থা এই দুটো বিষয়ই তিনি পুরোপুরি কব্জা করে ফেলেছেন। সব কিছুই বেশ ভালোভাবে চলল, এমন কি সন্দেহ প্রবণেরাও উপলব্ধি করলো যে রণক্রিয়া বিভাগের নতুন প্রধান হলেন সেই মানুষ ঠিক যেমনটি দরকার ছিল। ক্রমে চিফ অব স্টাফ এর অপেক্ষা ঘরে আমাদের রাত্রি জাগরণ বন্ধ হয়ে এল। আন্তোনভ-এর সাহায্যে সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক জেনারেল স্টাফ-এ কঠোর ও অনমনীয়, তবে মোটামুটি ভাবে প্রয়োজনীয় এবং গ্রহণযোগ্য একটি কাজের সময়সূচী প্রতিষ্ঠিত করলেন যা বহু বছর ধরে বহাল রইল। আন্তোনভ আমাদের সঙ্গেই কাজের যাবতীয় বোঝা ভাগ করে নিয়েছেন।

জেনারেল স্টাফ-এ আন্তোনভের নিয়োগের পরে একমাসও হয়নি তাঁকে জেনারেল

হেড কোয়ার্টার্স-এর প্রতিনিধির চূড়ান্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজ দেওয়া হল, ভরোনেজ, ব্রিয়ানস্ক এবং কিছু পরে মধ্য ফ্রন্ট-এর পরিস্থিতি অনুসন্ধান করার জন্য যার উদ্দেশ্য তাদের বাহিনীগুলিকে আরো ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করা। ১৯৪৩-এর জানুয়ারী থেকে মার্চ পর্যন্ত তাঁর এই মিশন স্থায়ী হল। আমরা সবাই উপলব্ধি করেছিলাম,-এটা হল নতুন রণক্রিয়া বিভাগের প্রধানের চরিত্রের চূড়ান্ত পরীক্ষা। সর্বোচ্চ কম্যাণ্ড সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছে যে সমর বিভাগের একটি প্রধান পদে সে ঠিক লোককেই নির্বাচিত করেছে।

১৯৪৩-এর ১০ই জানুয়ারী আন্তোনভ মস্কো ত্যাগ করলেন। ভরোনেজ ও ব্রিয়ানস্ক ফ্রণ্টের বাহিনীগুলি আক্রমণের ব্যাপারে এক ধরনের সংকটের মধ্যে ছিল যা তীব্রতর হয়েছিল কঠোর শীতের অবস্থার দরুণ। চমৎকার কয়েকটি জয়লাভের পরে তারা গতি হারিয়ে ফেলেছিল এবং বাধ্য হয়েছিল তাদের অগ্রগতি বন্ধ করতে। আন্তোনভ ভাসিলেভস্কির তদারকীতে কাজ করলেন ফলে তাঁর কাজ সহজ কয়ে গেল। এদিকে এমন একজন নির্ভরযোগ্য ও দক্ষ সহকারী পেয়ে ভ্যাসিলেভস্কি নিজেও উপকৃত হয়েছিলেন। তাঁদের যুক্ত প্রয়াসের ফলে এবং অবশ্যই ফ্রন্ট কম্যাণ্ডগুলির সক্রিয় সহযোগিতায় তাঁরা ওরেল-কুর্স্ক খণ্ডের ভবিষ্যৎ পরিস্থিতির সম্পর্কে অত্যন্ত সঠিক হিসাবে উপনীত হয়েছিলেন যা ঐ সময় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির অন্যতম ছিল।

তত্ত্বের উপর আন্তোনভের দখল, তাঁর সংগঠন ক্ষমতা, মনের স্বচ্ছতা ও অসম্ভব স্থৈর্য আর সেই সঙ্গে প্রধান রণকৌশলের ব্যাপারে অসাধারণ ক্ষমতাই মনে হয় আন্তোনভকে দীর্ঘকালের জন্য রণক্রিয়া বিভাগের চূড়ায় থাকার যোগ্যতা এনে দিয়েছিল। কিন্তু ভ্যাসিলেভস্কির অনুপস্থিতিতে—যা ক্রমেই আরো ঘন ও দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছিল—আন্তোনভকে জেনারেল স্টাফের প্রধানের অসহ্য বোঝাও বহন করতে হত। এমন কি তিনি পর্যন্ত ঐরকম দুটি মাত্রাধিক কাজের সঙ্গে, বিশেষতঃ যুদ্ধের সময়, তাল রাখতে পারতেন না। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স এটা উপলব্ধি করল এবং তাঁকে রণক্রিয়া বিভাগের প্রত্যক্ষ তদারকী থেকে মুক্তি দিল। এতে কার্যতঃ তাঁকে জেনারেল স্টাফ-এর দায়িত্বে বসান হল যা তিনি অবশ্য পরিচালনা করতেন ভ্যাসিলেভস্কির ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় সে সব ব্যাপারে কিছু এসে যায় এমন সবকিছু সম্পর্কেই তাঁকে অনবরত ওয়াকিবহাল করতেন এবং প্রত্যুত্তরে নির্দেশ উপদেশ ও সমর্থন লাভ করতেন।

কঠোর পরিশ্রমের ক্ষমতা, তৎসহ স্টাফ ব্যাপারে অসাধারণ জ্ঞান নিয়ে লক্ষ

লক্ষ সৈন্যের বাহিনীগুলিকেও নিয়ন্ত্রণের সবগুলি সূত্র আন্তোনভের আঙুলের ডগায় থাকত। তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ও যৌবনসুলভ শক্তিকে ধন্যবাদ তিনি অনিন্দ্যনীয়-ভাবে কাজটি চালিয়েছিলেন। যখন জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের প্রতিনিধিরা তাঁদের রিপোর্ট সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ককে পেশ করতেন তখন "কমরেড আন্তোনভ"কে সম্বোধন করে একটি কপি পাঠাতে কখনোই ভুলতেন না। তাঁরা সবাই জানতেন যে আন্তোনভ ঝটপট ও দক্ষ জবাবই দেবেন।

জীবন সম্পর্কে বিশেষতঃ সামরিক ব্যাপারে আন্তোনভের পরিশীলিত দৃষ্টিভঙ্গী, স্বতঃই ব্যক্ত হয়েছে জেনারেল স্টাফ-এর কাজ-কর্মের সবদিকে তাঁর প্রসারতা ও গভীরতায়, যা কিছু তিনি বলতেন ও করতেন তাতে এবং বিশেষ করে অন্যের প্রতি তাঁর আচরণে। তাঁর সঙ্গে একত্রে ছয় বছর চাকুরীকালে তাঁকে কখনো কারো প্রতি ক্রোধে বেসামাল হতে দেখিনি। তিনি ছিলেন আশ্চর্যরকম সুষম, কিন্তু মোটেই নরম নন। আন্তোনভের সংযত মেজাজের সঙ্গে মিশ্রিত ছিল অস্বাভাবিক দৃঢ়তা এবং আমি বলব, সরকারী সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু আকস্মিকতা এবং এমনকি কঠোরতা। কিছু লোক তাঁকে নেহাৎ পুঁথিপড়া পণ্ডিত বলে মনে করতেন। কিন্তু এই পুঁথিগত পণ্ডিতি ছিল ভাল ধরনের। আমাদের মধ্যে যারা বেশি দূরদৃষ্টি সম্পন্ন তারা অবিলম্বেই আন্তোনভের প্রশংসা করতে আরম্ভ করল তাঁর নীতির প্রতি আনুগত্য, আর যুদ্ধকালে যা অত্যাবশ্যক—দৃঢ়তার সঙ্গে নিজের দাবী উপস্থিত করা প্রভৃতি গুণের জন্য। তিনি ভাসাভাসা কোন কিছু, তাড়াহুড়ো, অগোছালভাব বা কর্তব্য এড়ান সহ্য করতে পারতেন না। তিনি প্রশংসা করতেন রয়েসয়ে এবং কেবলমাত্র চিন্তাশীল, সর্বগামী ব্যক্তি যিনি সত্যিকারের উদ্যম দেখিয়েছেন তিনিই তাঁর অনুমোদন পেতেন। তিনি তাঁর সময়কে উচ্চমূল্য দিতেন এবং খুব সতর্কতার সঙ্গে তাকে ছকতেন। সন্দেহ নেই, এটাই ছিল তাঁর স্পষ্ট, অতিসংক্ষিপ্তভাবে কথা বলার কারণ। যে কোন কায়দাতেই হোক সব রকম বাগাড়ম্বরের তিনি ছিলেন বিরোধী, তিনি তখনই কেবল সম্মেলন ডাকতেন যখন তা অত্যাবশ্যক হত, আর এগুলিকে তিনি খুব সংক্ষিপ্ত করতেন। আন্তোনভ অবিসংবাদিতভাবে সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের উপরেও কর্তৃত্ব ভোগ করতেন এবং আমার বিশ্বাস যে এর জন্য তাঁর নির্ভীক স্পষ্টবাদিতা ও তাঁর রিপোর্টগুলির সত্যতাও কমদায়ী ছিল না। এই সব রিপোর্টে সর্বদাই হাজির থাকত অবিকল তথ্য, হোকনা তা যথেষ্ট হতাশাব্যঞ্জক। প্রয়োজনে স্তালিনের প্রতিবাদ করার সাহস আন্তোনভের ছিল, নিজের মত প্রকাশ করতে

কখনোই তিনি ভয় পেতেন না।

বাহ্যতঃ তাঁদের আলাদা মানুষ মনে হলেও আসলে ভ্যাসিলেভস্কি ও আন্তোনভ-এর মধ্যে অনেক দিক দিয়ে মিল ছিল। যুদ্ধের সময়ে তাঁরা ছিলেন জেনারেল স্টাফ-এর যোগ্য প্রতিনিধি, যুদ্ধ জয়ে তাঁরা বিরাট অবদান রেখেছিলেন। আমরা, যারা তাঁদের সঙ্গে কাজ করেছি সেই সব সহকারী ও শিষ্যেরা সর্বদাই তাঁদের জন্য গর্বিত থাকব।

এবার জেনারেল স্টাফ-এর কর্মকেন্দ্র সেই রণক্রিয়া বিভাগ সম্পর্কে তুচার কথা বলি যার উপরে সব রকম রণক্রিয়া পরিকল্পনার, রণাঙ্গনের পরিস্থিতি সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের এবং সর্বোচ্চ কম্যাণ্ডের নির্দেশগুলি রূপায়ণের উপরে নিয়ন্ত্রণ রাখার দায়িত্ব। উপরে বর্ণিত কর্তব্যগুলি ছাড়াও এই বিভাগকে আরো বহু কাজ করতে হত যায় মধ্যে ছিল নানা রণাঙ্গণে অর্জিত সেনাবাহিনীগুলির জয়ে বিজয় উৎসব পালনের ব্যাপারে আদেশ পত্রগুলি রচনা।

জেনারেল স্টাফ-এর অন্যান্য সংস্থা রণক্রিয়া বিভাগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা বজায় রেখে কাজ করত, তার অনুরোধগুলি রক্ষা করত এবং নিজেদের কাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় মৌলিক খবর তার কাছ থেকে সংগ্রহ করত।

জেনালের হেড কোয়ার্টার্স-এ জেনারেল স্টাফ প্রধানের সঙ্গে কেবলমাত্র রণক্রিয়া বিভাগের প্রধানই যেতেন রিপোর্ট করতে। তার মানে হল রণক্রিয়া প্রধান কিংবা তাঁর ডেপুটিকে জেনারেল স্টাফ যা কিছু করছে তার সবকিছু এবং তার হাতে ঠিক কি পরিমাণ সম্পদ আছে তা জানতে হত। এর অন্তর্ভুক্ত ছিল শত্রুর বিষয়ে খবর, রণক্রিয়ামূলক সেনা চলাচল সংক্রান্ত খবর, বিভিন্ন ফ্রন্টের শক্তি এবং রিজার্ভগুলির অবস্থা। প্রধান রণকৌশল সম্পর্কে কোন প্রস্তাব তৈরী করতে এই সব অপরিহার্য ছিল।

যে সব সংবাদ সংগ্রহ সংস্থা শত্রুর বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করত তারা যুদ্ধকালে নানা সময়ে পরিচালিত হয়েছে বর্মাবৃত বাহিনীর মেজর-জেনারেল এ. পি. প্যানফিলভ, লেফটেন্যান্ট জেনারেল আই. আই. ইলিচেভ এবং কর্ণেল-জেনারেল এফ. এফ. কুজনেৎসেভ-এর দ্বারা। রণক্রিয়া প্রধান এঁদের সঙ্গে প্রতিদিন ব্যক্তিগত-ভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। আমাদের আরো বেশি ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল অক্লান্ত সেই লিওনিদ ওনিয়ানভ-এর সঙ্গে যাঁর কাজ ছিল নাৎসী বাহিনীর গঠন,

কার্যকলাপ ও উদ্দেশ্যগুলি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য বিশ্লেষণ করা ও সাজান। তিনি ও তাঁর সহকারীরা রণক্রিয়া সংক্রান্ত মানচিত্রগুলিতে চিহ্নিত শত্রু সম্পর্কিত তথ্যগুলির নির্ভুলতার ব্যাপারে ঘনিষ্ঠ নজর রাখতেন। তাঁদের আমরা দায়িত্ব দিতাম শত্রুর অধিষ্ঠান সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য—এটা আমাদের বিশেষ আগ্রহের সঞ্চার করত।

সমর বিভাগের সবগুলি শাখার সাংগঠনিক কাঠামো ছিল এ. জি. কারপোনোসভ-এর মনযোগের বিষয়। ফ্রন্টগুলিকে গড়ে তোলার পরিকল্পনাও তিনি করতেন এবং রিজার্ভ কতটা তৈরী আছে বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পরিবর্ত সৈন্য কতটা পাওয়া যায় তা পরীক্ষা করতেন। এ ছাড়াও তার স্টাফ-এর দায়িত্ব ছিল সামরিক জেলাগুলোয় বিভিন্ন বাহিনীর বণ্টন ও তার সংখ্যা নথিভুক্ত করা, হতাহতের সংখ্যা গণনা করা। সামরিক প্রশিক্ষণ সংস্থা বিষয়ক শাখা ও রণক্রিয়ামূলক চলাচল সংক্রান্ত আরেকটি শাখা ও তার এক্তিয়ারভুক্ত ছিল। শেষের এই শাখাটির মাধ্যমেই আমরা রণক্রিয়া চলার সময় সৈন্যচলাচলের জন্য যানবাহন বিলি করতাম।

ঘটনাক্রমে, সামরিক যানবাহন এজেন্সীগুলি প্রায়ই নানা বিভাগের অধীনে থাকলেও তারা কখনোই জেনারেল স্টাফ-এর নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকত না। যুদ্ধের গোড়ায় সংগঠনগতভাবে তারা ছিল জেনারেল স্টাফ-এরই অঙ্গ, তারপরে কিছুদিনের জন্য তারা স্বতন্ত্র হল এবং তার প্রধান হলেন রেলওয়ে সংক্রান্ত জনগণের কমিশার। তারপরে এই বিভাগটি পুনর্বণ্টন করা হল পশ্চাদ্বর্তী বাহিনীর প্রধানকে যিনি আবার একই সঙ্গে রেলওয়ে সংক্রান্ত জনগণের কমিশারের পদটিও অধিকার করতেন। যুদ্ধের শেষে সামরিক পরিবহন এজেন্সীগুলি আবার জেনারেল স্টাফ-এর নিয়ন্ত্রণে চলে এল। অভিজ্ঞতা, এই তথ্যটি প্রতিপন্ন করেছে যে এই এজেন্সীগুলির দায়িত্বে যেই থাকনা কেন, জেনারেল স্টাফকে ছাড়া তারা চলতে পারে না। যেহেতু যুদ্ধের সময় রণক্রিয়াগত চলাচল ঘটে সর্বদাই এবং রণক্রিয়ার ভবিষ্যৎ অনেকটাই নির্ভর করে তার উপরে সেইজন্য প্রতিদিন তার ছক ও নিয়ন্ত্রণ, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতি ঘণ্টায়, সামরিক পরিবহন এজেন্সীগুলিকে নির্দেশ দেওয়া এবং সেগুলি কার্যকরী করার ব্যাপারে অবিরাম নজরদারী, এসব অবশ্যই জেনারেল স্টাফ-এর করা দরকার।

সৈন্য চলাচল ও সরবরাহ সংক্রান্ত পরিকল্পনা এ. আই. শিমোনায়েভ ও পরে এন. পি. মিখাইলভ-এর অধীনে একটি বিভাগের আওতায় ছিল। এর প্রধান

কাজ ছিল রণাঙ্গনে অস্ত্র ও সাজসরঞ্জামের সরবরাহ বজায় রাখার সমস্যাটি দেখা, যুদ্ধ প্রয়াসে যে সম্পদ নিয়োজিত করা যাবে তার হিসেব করা এবং যুদ্ধ-উৎপাদনের বিষয়ে প্রাপ্তব্য সমস্ত তথ্যাদি সাজান। সোভিয়েত অর্থনীতিবিদ্ এন. আই. পোতাপভ-এর মত বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ, যাঁকে সঠিকভাবেই বলা হত 'চলমান বিশ্বকোষ', এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন। পোতাপভ জেনারেল স্টাফ-এ বহু বছর কাজ করেছেন এবং ১৯৬৩-র আগে তাঁর সু-অর্জিত বিশ্রাম নেবার জন্যেও তিনি অবসর গ্রহণ করেননি। এইক্ষেত্রে আরেকজন প্রবীণ ব্যক্তি জেনারেল ডি. এ. নেলিপও গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি জেনারেল স্টাফ-এ আরো দীর্ঘদিন কাজ করেছেন—১৯৬৪ সাল পর্যন্ত।

সমগ্র যুদ্ধকালে সোভিয়েত বাহিনীর সিগন্যাল বিভাগের প্রধান আই. টি. পেরেসিপকিন সামরিক যোগাযোগ ব্যবস্থা সংগঠিত করার কাজে এক অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর ঘনিষ্ঠতম সহকারী জেনারেলবৃন্দ—এন. এ. নাইদিওনভ, এন. এ বোরজভ এবং বিশেষভাবে জেনারেল স্টাফ-এর যোগাযোগ কেন্দ্রের প্রধান এম. টি. বেলিকভ-এর কিছু ধন্যবাদবাণী প্রাপ্য। তাঁদের প্রয়াসেই যুদ্ধের গোটা সময়টা রণক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর সঙ্গে আমরা নির্বাধ যোগাযোগ রক্ষা করতে পেরেছিলাম—যার মধ্যে ১৯৪১-র কঠিনতম মাসগুলিও ছিল। আমাদের সিগন্যাল কোর-এর অন্তর্নিহিত ক্ষমতা বোঝা যাবে নিচের এই দৃষ্টান্তে: তিনটি মিত্রশক্তি,—ব্রিটেন, আমেরিকা ও ইউ. এস. এস. আর-এর সরকার প্রধানদের মধ্যে অনুষ্ঠিত তেহরান সম্মেলনের সময় লেখক ইরানের রাজধানীতে ছিলেন এবং তাঁকে রণাঙ্গনগুলি ও জেনারেল স্টাফ-এর মধ্যে যোগাযোগ রাখতে হত, সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের জন্য দিনে দুবার সংবাদ সংগ্রহ করতে হত। তখন একবারের জন্যও এই যোগাযোগ ব্যবস্থা বিকল হয়নি।

জেনারেল স্টাফ-এর মানচিত্রাংকন বিভাগের কাজ পরিচালনা করতেন মানচিত্র অংকনে ওস্তাদ সেই জেনারেল এম. কে. কুদ্রিয়াভৎসেভ। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে নানা স্কেলে আঁকা প্রচুর সংখ্যক মানচিত্রের দরকার হত। যুদ্ধের আগে আমাদের ভূভাগের এক উল্লেখযোগ্য অংশের সেই ধরনের কোন মানচিত্র ছিল না যা সেনাদলের প্রয়োজন হয়। পেত্রোজাভোদস্ক, ভিটেবস্ক, কিয়েভ ও ওডেসার সীমানা ছোঁওয়া এলাকাগুলিরই মাত্র যথাযথ, সাম্প্রতিকতম ভূসাংস্থানিক মাত্রচিত্র ছিল। শত্রু যখন এই লাইনের পেছনে আমাদের ঠেলে দিল অন্যান্য সব অসুবিধার অতিরিক্ত মানচিত্রের ঘাটতি আমাদের সহ্য করতে হল। এর অপরিহার্য অঙ্গ ছিল

ভূসাংস্থানিক জরীপ ইউনিট ও মানচিত্র সংক্রান্ত কারখানা স্থাপন ও অসামরিক সম্পদের সমাবেশ ঘটানো। এই কাজ রাতদিন চলল। পনের লক্ষ বর্গ কিলোমিটারেরও বেশি এলাকায় বিভিন্ন স্কেলের মানচিত্র তৈরি হল কেবলমাত্র যুদ্ধের প্রথম ছয় মাসেই।

আকাশ থেকে জরীপ এবং মানচিত্র প্রস্তুত চলল ব্যাপকভাবে। যুদ্ধের মধ্যে বায়ু ও ভূমি অনুসন্ধানের সাহায্যে পঞ্চান্ন লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এলাকার মানচিত্র প্রস্তুত হয়েছে এবং ১০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটারেরও বেশি এলাকার নানারকম সামরিক ভৌগোলিক গাইড ও বিবরণ সংকলিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

রণক্ষেত্রের সেনাবাহিনীর জন্য মানচিত্রাংকনের কাজে তুনাইয়েভ কারখানা বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিল। তার চমৎকার মানচিত্র প্রস্তুতকারক দলটি জেনারেল স্টাফ-এর জন্য সবচেয়ে জরুরী ও জটিল কাজ করে গেছে। সংকেত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ন্যস্ত ছিল লেফটেন্যান্ট-জেনারেল পি. এন. বেলিউসভ ও তাঁর অত্যন্ত অভিজ্ঞ সহকারী কর্নেল আই. ভি. বুদিলেভ-এর নির্ভরযোগ্য হাতে। মিত্রশক্তিগুলির সঙ্গে জেনারেল স্টাফ-এর সম্পর্কের ব্যাপারে বিদেশ সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সংযোগ রাখার সূক্ষ্ম কাজটি পরিচালনা করতেন লেফটেন্যান্ট-জেনারেল আই. ভি. স্লাভিন —যিনি একজন অত্যন্ত বিনয়ী ও সেই সঙ্গে নিখুঁত সততাভরা মানুষ ছিলেন— ও তাঁর অপেক্ষাকৃত ছোট কিন্তু অত্যন্ত যোগ্য কর্মীবৃন্দ। সেই সময় অবধারিত-ভাবে তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন আমেরিকান ও বৃটিশ সামরিক প্রতিনিধিদের এবং মিত্রশক্তির প্রধানদের সঙ্গে কথাবার্তায় অনেক আন্তর্জাতিক সম্মেলনেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। যুদ্ধের পরে এ. ভি. স্লাভিন তাঁর মর্যাদা অনুসারে সঠিক-ভাবেই সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্ব করেছেন ডেনমার্ক-এ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

অবশেষে, অপারেশন বিভাগে আমার ঘনিষ্ঠতম সহযোগী ও বন্ধুদের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়া অবশ্যই দরকার। বিরল ব্যতিক্রম বাদে তাঁরা সবাই ছিলেন চমৎকার সেনাপতি এবং অফিসার। মোটের উপর আমরা ছিলাম ঠাসবুনোট কঠোর পরিশ্রমী একটি দল। সংঘবদ্ধ কাজে কারোই চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না।

বিভাগটির ডেপুটি প্রধানেরা ছিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ. এ. গ্রিজলভ ও লেফটেন্যান্ট জেনারেল এন. এ. লোমভ। প্রথমজন অসম্ভব চটপট জরুরী বিষয়

বুঝতে পারতেন এবং অফুরন্ত কর্মশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন লিপিকুশল ব্যক্তি, আক্ষরিকভাবেই যে কোন পরিস্থিতির মানচিত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে এঁকে ফেলতে পারতেন। গ্রিজলভ-এর সদানন্দ সত্তা ও অবিচলিত আশাবাদ তাঁর চারপাশে উল্লাসের একটা সাধারণ পরিবেশ রচনা করত। লোমভ ছিলেন আরো ধীর ও আরো সুষম ব্যক্তি, কাজে একটু ধীর কিন্তু সর্বদাই তা করতেন সম্পূর্ণভাবে এবং বুঝে। তাঁদের দুজনকে বেশ খাপ খেয়েছিল। তাঁদের অমূল্য সাহায্য এবং যুদ্ধের সময়ে অপারেশন বিভাগের কাজে বিরাট অবদানের জন্য আজও তাঁদের কাছে আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

বিভাগটির রাজনৈতিক বিষয়ের ডেপুটি প্রধান ছিলেন মেজর-জেনারেল আই. এন. রিঝকভ। তিনি মনপ্রাণ দিয়ে কর্মীদের শিক্ষিত করতেন এবং তাঁর স্পষ্টবাদিতা, মিশুক স্বভাব ও বুঝে চলার ক্ষমতা আমাদের সবার শ্রদ্ধা লাভ করেছিল। আমাদের কাজে তিনি একজন কর্মকর্তা মাত্র ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন খাঁটি পার্টি-শিক্ষক।

আজো আমি রণক্রিয়া অফিসারদের মনশ্চক্ষে দেখতে পাই, সেইসব ব্যক্তি যাঁরা বিভাগটির দৈনন্দিন কাজের সব বোঝা-বহন করেছেন—সংবাদ সংগ্রহ, তার বিশ্লেষণ, আবশ্যিক সংশোধন, সব তথ্য পুনঃপুনঃ পরীক্ষা। যুদ্ধের গোড়ার দিকে এগুলি ছিল বিশেষভাবে কঠিন কাজ।

উদাহরণস্বরূপ, মেজর-জেনারেল এম. এ. ক্রাস্‌কোভেৎস্‌। একজন অস্থির, বদমেজাজী, কিছুটা উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ। তিনি মাঝে মাঝে তাঁর চিফ-এর-ও বিরোধিতা করতেন, তবে একবার তাঁকে আদেশ দিলে আর চিন্তার কোন কারণ থাকত না। ক্রাস্‌কোভেৎস সর্বদাই অক্ষরে অক্ষরে আদেশ পালন করতেন।

মেজর জেনারেল এস. আই. গুনেয়েভ ছিলেন এর ঠিক বিপরীত, সর্বদা শান্ত, সুষম, এমন কি তা দরকার নেই এমন পরিস্থিতিতেও। অবরুদ্ধ লেনিনগ্রাদে কয়েকবার তিনি কার্যভার নিয়ে গেছেন।

মেজর জেনারেল জি. এম. চুমাকভ ছিলেন একজন চমৎকার রণক্রিয়া অফিসার, সর্বদাই তাঁকে আমার একটু মেজাজী লোক বলে মনে হত। তিনি নিশ্চয়ই নিজের মূল্য জানতেন কিন্তু তারও চেয়ে বেশি জানতেন তাঁর সেক্টরের পরিস্থিতি। তিনি ছিলেন নিজের মতামত ও পরামর্শ জানাতে সর্বদাই তৈরি।

মেজর জেনারেল ভি. ডি. উৎকিন ছিলেন একজন সৃজনশীল মানুষ। তিনি

দার্শনিক মত গঠন করতে ভালবাসতেন, কবিতা লিখতেন আর নিজের অনেক কবিতায় সুর দিতেন। তাঁর নাম রাখা হয়েছিল "রণক্রিয়ামূলক সুরকার।" এতে কিন্তু তাঁর প্রথম শ্রেণীর রণক্রিয়া অফিসার হওয়া ব্যাহত হয়নি।

মেজর জেনারেল ভি. এফ. মেরনভ ও মেজর জেনারেল এস. এম. ইয়েনিয়ুক্ভ তাঁদের পাণ্ডিত্য ও রণক্রিয়া বিষয়ে গভীর দখল থাকায় ছিলেন অসাধারণ। এন. ওয়াই. সকোলভ ও এন. ভি. পোস্টনিকভকে আমার বিশেষভাবে মনে পড়ে অসম্ভব পরিশ্রমী কর্মী হিসেবে।

মেজর জেনারেল ভ্যাসিল্লচেংকোকে সঠিকভাবেই সেরা রণক্রিয়া অফিসারদের একজন বলে মনে করা হত। যুদ্ধের পরে তিনি একটি সামরিক জেলার ভাল চিফ অব স্টাফ হয়েছিলেন।

মেজর জেনারেল ওয়াই. এ. কুৎসেভ-এর ছিল চিন্তাশীল মনের গড়ন। তাঁর বিশ্লেষণধর্মিতার দরুন এমন অনেক কিছু তিনি ধরতে পারতেন যা অন্যের নজর এড়িয়ে যেত। যুদ্ধের পরে তাঁকে রণক্রিয়া বিভাগের ডেপুটি প্রধানের পদে উন্নীত করা হয়েছিল।

মেজর জেনারেল এম. এন. কোচারগিন ছিলেন দূরপ্রাচ্য ও ট্রান্সবৈকাল এলাকা সম্বন্ধে আমাদের সেরা বিশেষজ্ঞ। এম. এ. পেত্রোভ্স্কির মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কেও চমৎকাব জ্ঞান ছিল এবং অধীনস্থদের প্রশিক্ষণ দেওয়ায় দক্ষতার জন্য বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। সময় প্রমাণ করেছে যে এটা সঠিক ছিল কারণ তাঁর অধীনে যাঁরা কাজ করেছেন এমন সব অফিসার—এ. পি. চুমাকিন, জি. জি. ইয়েলিসেয়েভ, এন. এফ. ইয়ানিন ও এ. এস. বাসনাগিয়ান—জেনারেল-এর পদে উন্নীত হয়েছিলেন।

লেফটেন্যান্ট জেনারেল এস. পি. প্লেটোনভ-এর কথা আমার খুব চমৎকার স্মরণে আছে। স্বভাবসুলভ দৃঢ়তায় তিনি সমস্ত অপারেশন অফিসারকে নিয়ন্ত্রণে রাখতেন। তাদের অনেকে জেনারেল স্টাফ প্রধানের চেয়েও তাঁর কাছে রিপোর্ট দেওয়াকে মনে করতেন অগ্নিপরীক্ষা, এটা নেহাৎ অকারণে নয়। প্লেটোনভ-এর নির্ভুলতা ছিল চুলচেরা। যেহেতু তিনি জানতেন যে রণক্রিয়া বিভাগের অফিসারেরা কর্মভারাক্রান্ত, প্লেটে করে তাঁর কাছে খবর পৌঁছে দেবার জন্য তিনি কখনো তাই অপেক্ষা করতেন না। নোটবইটি নিয়ে তিনি টেবিলে টেবিলে ঘুরতেন, কাজের মানচিত্রগুলি পরীক্ষা করতেন, অফিসারদের যা বলার আছে তা শুনতেন আর শেষ করে আনতেন, যাকে বলে লড়াইয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট।

প্লেটোনভের গতিশীলতা, অতিদ্রুত কাজ করার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল একটি মূল্যবান গুণ। প্রয়োজনে তিনি সমস্ত তথ্য নিজেই সংগ্রহ করতে পারতেন এবং একটি মাত্র ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত রণাঙ্গনের লড়াইয়ের রিপোর্ট লিখে ফেলতে পারতেন। সাধারণ পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাঁর ত্রুটিহীন জ্ঞানের জন্যেই অনেকাংশে এটা হত।

সাধারণতঃ দিনে তিনবার লড়াইয়ের রিপোর্টগুলি সংকলিত হত। কিন্তু জরুরী রিপোর্টও থাকত। এগুলি সব একত্রে দৈনন্দিন রণক্রিয়া বুলেটিনে দেওয়া হত, ঠাসা টাইপ করা কুড়ি বা আরো বেশি পাতার এক বৃহদায়তন দলিল। নিচের দিকে ডিভিশন স্তর পর্যন্ত সমস্ত রণাঙ্গনের যুদ্ধের গতি সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে এই দলিলে দেখান হত এবং আমরা জানতাম, কখনো কখনো রণাঙ্গনে একই সঙ্গে ৪৮৮টি ডিভিশনও হাজির থাকত, সেই সঙ্গে থাকত জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর রিজার্ভ।

যে সব অফিসার জেনারেল প্লেটোনভ-এর অধীনে কাজ করেছেন তাঁরা অপরিমেয় ঐতিহাসিক মূল্যসম্পন্ন বিশাল এক কাজ সম্পন্ন করেছেন। যে হাজার হাজার পৃষ্ঠা তাঁরা লিখেছেন, নাৎসী যুদ্ধযন্ত্রের বিরুদ্ধে সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর সংগ্রামের প্রতিটি খুঁটিনাটি যা লিপিবদ্ধ করেছেন, তা প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মহাফেজ-খানায় সযত্নে রক্ষিত আছে।

লড়াইয়ের রিপোর্ট ও রণক্রিয়া বুলেটিন ছাড়াও প্রত্যেক দিন জেনারেল প্লেটোনভ সোভিনফর্ম ব্যুরো প্রেস ও বেতারের জন্য সরকারী ঘোষণা প্রস্তুত করতেন। এই জিনিসগুলি ব্যক্তিগতভাবে এ. এস. শেরবাকভকে রিপোর্ট করা হত, যিনি যুদ্ধের সময়ে একসঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ চালাতেন। মস্কো পার্টি কমিটি ও পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক থাকাকালীন তিনি সোভিয়েত বাহিনীর প্রধান রাজনৈতিক বিভাগ ও সোভিনফর্ম ব্যুরোর দায়িত্বে ছিলেন, যেটি ছিল একটা বিরাট ও ঝঞ্ঝাটে সংগঠন। প্রায়ই তাঁর সঙ্গে আমার কারবার হত এবং প্রত্যেকবার অবাক হতাম এই ভেবে যে কিভাবে অত্যন্ত অসুস্থ এই মানুষটি বিপুল পরিমাণ কাজ সামাল দিচ্ছেন, কোথা থেকে এই প্রাণশক্তি তিনি পান, আর কিভাবে তাঁর আশপাশের মানুষদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এত মানবিক ও সুবিবেচক হতে পারেন।

অন্যান্য স্টাফ প্রধানেরাও প্লেটোনভ-এর মতই ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন। নৌবিভাগের লোকেরা রিয়ার-এ্যাডমিরাল ভি. আই. সুমিন-এর অধীনে এবং

পরে রিয়ার-এ্যাডমিরাল ভি. এ. ক্যাসাতোনভ-এর অধীনে, যিনি ছিলেন নৌসংক্রান্ত সমস্ত ক্ষেত্রে এবং নৌযুদ্ধের তত্ত্ব ও প্রয়োগে একজন প্রতিভাবান বিশেষজ্ঞ। পরবর্তীকালে তিনি অন্যতম সেরা সোভিয়েত নৌসেনাপতি হয়েছিলেন।

মেজর জেনারেল এন. এম. ম্যাসলেনিকভ একজন আকর্ষণীয়, অন্যমনস্ক স্বভাবের মানুষ যিনি তাঁর জীবনে কখনোই কাউকে কষ্ট দেননি। তিনি গোলন্দাজ বাহিনী ও সাধারণভাবে বিমান প্রতিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্বে ছিলেন।

প্রাক্তন নৌবৈমানিক এন. জি. কোলেসনিকভ বিমানবহর সংক্রান্ত বিষয়গুলি দেখাশোনা করতেন। কোন কোন সময় তিনি খুব বেশি খিটখিটে হয়ে পড়তেন, তখন তাঁকে ধাতস্থ করার জন্য কাউকে দরকার হত। তাঁর পাল্লা ঠিক রাখতেন বিমান বহরের মেজর জেনারেল এন. ভি. ভরোনভ, যিনি পরে এই শাখার প্রধান হয়েছিলেন, তিনি।

ট্যাংক বাহিনীর লোকেরা বর্মাবৃত বাহিনীর মেজর জেনারেল পি. আই. কালিনিচেংকোর সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন যিনি পরে একটি ট্যাংক আর্মির চিফ অফ স্টাফ হয়েছিলেন। তাঁর জায়গা প্রথমে নেন মেজর জেনারেল ভি. এন. বাসকাকভ ও পরে মেজর-জেনারেল এল. এম. কিতায়েভ।

সিগন্যাল বাহিনী দেখাশোনা করতেন মেজর জেনারেল কে. আই. নিকোলায়েভ। ইঞ্জিনীয়ার কোর মেজর জেনারেল ভি. এ. বলিয়াৎকভ, স্বক্ষেত্রে একজন গুণীলোক যিনি পরে কর্নেল জেনারেল-এর পদে উন্নীত হয়েছিলেন।

রণক্রিয়া বিভাগের অন্য বহু অফিসারের সংক্ষেপে উল্লেখ করার মতও জায়গা এখানে নেই। মোট কথা যা বলতে পারি, তাঁরা এত ভাল ছিলেন যাঁদের চেয়ে ভাল সহকারী আমি আশাই করতে পারি না। বাস্তবিকই, তাঁরা এত ভাল ছিলেন যে তাঁদের চেয়ে ভাল কাউকে খুঁজে পাওয়া কঠিন ছিল।

আমি গর্বিত যে এমন চমৎকার একটি দলের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম।

রণক্রিয়া বিভাগে প্রাত্যহিক রাউণ্ড শুরু হত, আগাগোড়া জেনারেল স্টাফ-এর মতই, সকাল সাতটায়। এই সময় সেক্টরগুলির প্রধানেরা গতরাত্রির ঘটনা প্রবাহ সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করা শুরু করতেন। একজন গোয়েন্দা অফিসার এদের

প্রত্যেককে রিপোর্ট করতেন ও মানচিত্রে শত্রুর সম্পর্কে খবরের সংশোধনও করতেন। একই সময়ে আমাদের নিজেদের সৈন্যদের অবস্থান ও পরিস্থিতির সম্পর্কে খবরগুলি বিশ্লেষণও করা হত। সেক্টর প্রধানদের এই বিষয়ে সাহায্য করতেন জেনারেল স্টাফ-এর অন্যান্য সব এজেন্সী, প্রত্যেকটির বিশিষ্টতা অনুযায়ী।

ইতিমধ্যে রণক্রিয়া বিভাগের প্রধান ব্যস্ত হয়ে পড়তেন লম্বা একসারি টেলিফোন কল নিয়ে, ফ্রন্টগুলির চিফ অব স্টাফদের সঙ্গে পরিস্থিতির পর্যালোচনা নিয়ে। রাত্রে কোন উল্লেখযোগ্য সাফল্য ঘটে থাকলে, বা গুরুত্বপূর্ণ কোন লক্ষ্যবস্তু ঠিক হয়ে থাকলে তারা নিজের থেকেই ফোন করবে তাদের উপর এই নির্ভরতা রাখা যেত। অন্য সময় তা করার ব্যস্ততা এদের থাকত না। তবে পর্বত মহম্মদের কাছে না এলে মহম্মদকেই পর্বতের কাছে যেতে হয়। আমরাই এই উদ্যমহীনদের টেলিফোনে ডেকে হাজির করতাম এবং অবিলম্বে সত্য উদ্‌ঘাটিত হত।

রিপোর্টগুলি শেষ হলে যে অফিসারেরা সেক্টরগুলির দায়িত্বে তাঁরা আসতে শুরু করতেন সেগুলি দেবার জন্য। স্বাভাবিক ভাবেই এই রিপোর্টগুলি বেশি দীর্ঘ হত না। আমরা সবাই বিস্তৃতভাবে পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতাম এবং রিপোর্টকারী অফিসার প্রায়ই কোন কথা না বলে তাঁর চিফ-এর ডেস্ক-এ বিছান মানচিত্রের সঙ্গে শুধু নিজের মানচিত্রটি মিলিয়ে নিতেন। কোন অমিল ধরা পড়লে তিনি চিফ এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে কোনটা যোগ করতে হবে তা বলতেন। কোন কোন সময় অপারেশন বিভাগের প্রধান হয়তো আরো টাটকা খবর পেলেন যা কোন ফ্রন্ট সদর দপ্তর থেকে টেলিফোনে তিনি পেয়েছিলেন, তাহলে সেক্টর প্রধান নিজের মানচিত্র সংশোধন করে নিতেন। কেবল মাঝে মাঝে গরমিল যদি খুব বেশি হত, অথবা অন্য কোন কারণে সঠিক সেনাবিন্যাস সম্বন্ধে সন্দেহ দেখা দিত তখন ফ্রন্ট হেড কোয়ার্টারগুলোতে ফোন করা হত পরিস্থিতি যাচাই করার জন্য।

মানচিত্র করায় নির্ভুলতাকে অনায়াসেই আদর্শ বলে বর্ণনা করা যায়। বিভিন্ন সময় ও লড়াইয়ের ধরন বোঝানোর জন্য বিভাগটি অন্যদের মেনে নেওয়া রং এবং প্রতীক ব্যবহার করত। দীর্ঘ অভ্যাস এবং এই সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়মের প্রতি দ্বিধাহীন আনুগত্য মানচিত্র থেকে যে কোন সেক্টর-এর অবস্থা বিনা ব্যাখ্যায় বোঝা সহজ করে দিয়েছিল। খুঁটিনাটি বিষয়ে প্রত্যেকের সতর্ক দৃষ্টি আমাদের প্রচুর সময় বাঁচিয়ে দিত এবং তার চেয়েও বড় কথা, ভুলের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করত। আমার বিশ্বাস কোন ম্যানুয়াল জেনারেল স্টাফে আমাদের

কাজের সমস্ত সূক্ষ্মতাকে হাজির করতে পারত না।

প্রায় ০৯'০০ টায় লেফটেন্যান্ট-জেনারেল ওনিয়ানভ রণক্রিয়া প্রধান-এর কাছে শত্রুর সম্পর্কে তাঁর সামান্যীকৃত তথ্যগুলি পরিবেশন করতেন। একই সময়ে মালচলাচল ও জাহাজে মাল বোঝাই-এর সময়সূচী সামরিক পরিবহণ এজেন্সীর কাছ থেকে আনা হত। এর থেকে কোন রণাঙ্গনে কি পাঠান হচ্ছে এবং বিশেষ এক সময়ে তা কোথায় আছে তা বোঝা কঠিন হত না। তারপরে রিজার্ভ-এর অবস্থা সম্বন্ধে রিপোর্টগুলি বিবেচনা করা এবং লড়াইয়ের প্রাতঃকালীন রিপোর্টগুলি সম্পাদনা শুরু হত।

এই রিপোর্ট সই হত ১০'০০ টায় এবং তারপর রণক্রিয়া প্রধান প্রস্তুত হতেন সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ককে রিপোর্ট করার জন্য। প্রত্যেক রণাঙ্গনের জন্য ১ঃ ২০০০০০ মানচিত্র ও ১ঃ ১০০০০০০ গুলি ছিল সংক্ষেপিত, এতে দেখান হত এক সঙ্গে সবগুলি রণাঙ্গন—এগুলি বিছান হত দুটো উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত ঢালু টেবিলের উপর। হাতের কাছে থাকত তিনটে তথ্যগ্রন্থঃ সব রকমের রিজার্ভের অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট, মালচলাচল ও জাহাজে মালবোঝাই সম্পর্কিত সময়সূচী এবং নিচে রেজিমেণ্ট স্তর পর্যন্ত রণাঙ্গনে সেনাবাহিনীর যুদ্ধ ক্ষমতা, তার সঙ্গে নিচের দিকে ডিভিশন স্তর পর্যন্ত কম্যাণ্ডার ও অফিসারদের নাম সম্বলিত একটি বই। অন্য সব তথ্য দেখান থাকত মানচিত্রে।

সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক-এর কাছ থেকে একটা টেলিফোন লাইন ছিল রণক্রিয়া বিভাগের সঙ্গে। এক সময় এরকম কোন লাইন না থাকায় স্তালিন জেনারেল এক্সচেঞ্জ মারফৎ ফোন করতেন। একদিন তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর পেলেন না, কারণ নম্বরটি এনগেজড ছিল। কয়েক মিনিট পরে বিভাগীয় প্রধান যথাযথভাবে ভৎসিত হলেন এবং এই আদেশ পেলেনঃ "উপযুক্ত লোককে বলুন একটা বিশেষ লাইন পাততে।" এর পরে আমরা আরেকটি টেলিফোন পেলাম রিসিভার থেকে প্রায় দশ মিটার লম্বা তার সহ, মানচিত্র থেকে পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট করার পক্ষে এটা খুবই সুবিধাজনক ছিল।

সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে আমাদের ফোন করতেন, কালেভদ্রে একটু পরে। কখনো কখনো তিনি 'সুপ্রভাত' বলতেন কিন্তু বেশির ভাগ সরাসরি প্রশ্ন করতেনঃ

"নতুন কি আছে?"

টেলিফোন রিসিভারটি কানে লাগিয়ে অপারেশন চিফ টেবিলে টেবিলে ঘুরে

পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট করতেন। সর্বদাই রিপোর্ট আরম্ভ হত যেখানে সবচেয়ে কঠিন লড়াই চলছে সেই রণাঙ্গন থেকে, সাধারণতঃ সবচেয়ে সংকটজনক সেক্টর থেকে। পরিস্থিতির বর্ণনা যেমনভাবে খুশি করতাম যতক্ষণ সেটা সঙ্গতিপূর্ণ হত এবং প্রত্যেক রণাঙ্গনেরটা আলাদাভাবে করতাম।

আমাদের সেনাদলের কাজকর্ম সব ঠিক থাকলে রিপোর্ট-এ সাধারণতঃ বাধা দেওয়া হত না। কখনো একটু কাসি বা যে পাইপ টানে এমন ধূমপায়ীর যা বৈশিষ্ট্য, ঠোঁটের একটা চুক্ শব্দ, এছাড়া টেলিফোন লাইনে আর কিছুই শোনা যেত না। স্তালিন আমাদের কোন বাহিনীকেই উপেক্ষা করতে দিতেন না, রাতে সেই সেক্টরে কিছু না ঘটে থাকলেও। তৎক্ষণাৎ তিনি রিপোর্টিং অফিসারকে প্রশ্ন করে বাধা দিতেন:

"কাজাকভ-এর কি হল?"

কখনো সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক রণাঙ্গনে পাঠাবার জন্য রিপোর্ট করার সময় কিছু নির্দেশ দিতেন। তা জোরে পুনরাবৃত্তি করা হত এবং চিফ-এর কোন একজন ডেপুটি তার প্রতিটি অক্ষর লিখে নিতেন, তারপরে তাকে নির্দেশ বা আদেশনামা হিসেবে সূত্রায়িত করতেন।

দুপুর নাগাদ অপারেশন বিভাগের প্রধান জেনারেল স্টাফ প্রধানের কাছে যেতেন। পরের জনেরও সেই একই সেট মানচিত্র থাকত তাঁর অফিসে, ইতি-মধ্যে এতে পরিস্থিতির একেবারে সম্পূর্ণ ও সাম্প্রতিকতম চিত্র সন্নিবেশিত হয়ে যেত। তাঁকে কেবল বলতে হত সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ককে রিপোর্টের কাজটি কিভাবে মিটেছে, তাঁর কাছ থেকে কি কি নির্দেশ পাওয়া গেছে। তারপরে তাঁকে সেনাদলগুলির জন্য লিখিত নির্দেশগুলি দেওয়া হত স্বাক্ষর-এর জন্য।

রিপোর্ট-এর এই অস্বাভাবিক অনুক্রম—প্রথমে সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক, তারপরে জেনারেল স্টাফ প্রধান—এটা স্বয়ং স্তালিন বেঁধে দিয়েছিলেন। তার কারণ কাজের সূচী অনুযায়ী দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে জেনারেল স্টাফ প্রধান বিশ্রাম নিতেন।

অপারেশন বিভাগ থেকে প্রভাতী রিপোর্ট-এর পরে তিনি অন্যান্য বিভাগগুলির প্রধানদের এবং বিভিন্ন শাখা ও সংগঠনের প্রধানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, ফ্রন্ট অধিনায়কদের সঙ্গে ফোনে কথা বলতেন এবং জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর প্রতিনিধিদের রিপোর্ট পড়তেন।

জেনারেল স্টাফ প্রধানের কাজের একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল রণাঙ্গনের পরিস্থিতির বিশ্লেষণ। এই বিশ্লেষণ প্রসঙ্গেই রণক্রিয়াগত ধারণাগুলি জন্ম নিত, সতর্ক হিসেবের সঙ্গে তাকে সমর্থন করে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ পেশ করা হত।

যখন ফ্রন্ট কম্যাণ্ডারেরা মস্কোয় আসতেন জেনারেল স্টাফ প্রধান সর্বদা রণক্রিয়া-বিভাগের প্রধান ও যথাযথ সেক্টর-এর একজন প্রতিনিধির সামনে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতেন। ফ্রন্ট অধিনায়কের উপস্থাপিত সব প্রস্তাব আমরা একত্রে বিবেচনা করতাম এবং সেবিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত স্থির করতাম। যদি ফ্রন্ট কম্যাণ্ডার আমাদের সঙ্গে একমত হতেন তাঁর প্রস্তাব সামান্য পরিবর্তন সহ আমাদের যৌথ প্রস্তাব হিসেবে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ পেশ করা হত। যদি ঐকমত্য না থাকত মতপার্থক্যের কথা জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সকে জানিয়ে দেওয়া হত।

সাধারণতঃ কোন একটি রণক্রিয়ার ধারণা বা কিভাবে তা পরিচালিত হবে সেবিষয়ে মতপার্থক্য ঘটত না, ঘটত বাহিনীর কতটা শক্তির প্রয়োজন সেবিষয়ে এবং সৈন্য চলাচল ও সরবরাহ সম্পর্কে। খুব স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেক কম্যাণ্ডার যতটা সম্ভব জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স রিজার্ভ ও যথেষ্ট পরিমাণে ট্যাংক, কামান ও অস্ত্রশস্ত্র পেতে চাইতেন। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর হাতে এসব ঠিক কতটা আছে তা কখনো আমরা এঁদের বলতাম না, কিন্তু আমাদের সাহায্য ছাড়াই ফ্রন্ট কম্যাণ্ডারেরা কোন পথে কে জানে ঠিক টের পেয়ে যেতেন। জেনারেল স্টাফ-এ তাঁরা দাবি করতেন আর জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ করতেন অনুরোধ।

খোলাখুলি স্বীকার করতেই হবে, যেসব ফ্রন্ট-এ জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর প্রতিনিধি যেতেন সেগুলির অবস্থা সাধারণতঃ সৈন্যচলাচল ও সরবরাহের দিক দিয়ে অপেক্ষাকৃত ভাল হত। তার প্রধান কারণ জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরগুলিতেই তার প্রতিনিধি পাঠাত। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স প্রতিনিধির নিজস্ব ক্ষমতা ছিল। বিশেষতঃ মার্শাল জুকভের। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি জেনারেল স্টাফকে অত্যন্ত অসুবিধায় ফেলতেন। তিনি যা চাইতেন তা আমরা দিতে পারতাম না, শুধুই অসম্মতি জানাবার চেষ্টা করতে হত, তাও এমন লোককে যিনি সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের ডান হাত।

১৫'০০টা নাগাদ রণক্রিয়া বিভাগ দিনের প্রথমার্ধের মত সমস্ত সংবাদ পরিপাটি করার কাজ প্রায় শেষে করে ফেলত। জেনারেল স্টাফ প্রধানের কাছে এটা রিপোর্ট করতেন আমার ডেপুটি লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ. এ. গ্রিজলভ। এই সময় আমি বিশ্রাম নিতাম। যে সেক্টরে সেই মুহূর্তের পরিস্থিতি বিশেষ সংকটপূর্ণ থাকত তার ভারপ্রাপ্ত অফিসার প্রায়ই গ্রিজলভের সঙ্গী হতেন। জেনারেল স্টাফ প্রধান তাঁকে নিজে প্রশ্ন করতেন, তারপরে টেলিফোনে সব যাচাই করতেন এবং ১৬'০০ টা নাগাদ সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ককে পরিস্থিতি বিবৃত করতেন। একই সময়ে দ্বিতীয় লড়াইয়ের রিপোর্টটিও জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স এবং বিশেষ এক তালিকা মাফিক সরকারী সমস্ত সদস্যকে পাঠান হত।

২১'০০ টা নাগাদ আবার পরিস্থিতি সম্পর্কে হাল খবর সংগৃহীত ও বিশ্লেষিত হত, আমরাও প্রস্তুতি নিতাম গোটা চব্বিশ ঘণ্টার সংক্ষেপিত রিপোর্টসহ জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ যাবার জন্য। সাধারণতঃ ক্রেমলিনে যাবার সমন আসত ২৩'০০ টায়।

যখন রণাঙ্গনের ব্যাপার ভালই চলত, কিছুটা কম সময়ের মধ্যেই রিপোর্ট দেওয়া শেষ হয়ে যেত কিন্তু তা শেষ হলে স্তালিন অনেক সময় আমাদের আমন্ত্রণ করতেন ছবি দেখার, সাধারণতঃ যুদ্ধের উপরে কোন চলচ্চিত্র। আমাদের তখন অনেক কিছুই করতে বাকি, ডিপার্টমেণ্টে অন্তহীন কাজ পড়ে রয়েছে, কিন্তু আমরা অরাজী হতে সাহস পেতাম না। আমি মানচিত্র বোঝাই একটা ডেসপ্যাচ কেস বগলে নিয়ে বসে থাকতাম। এই অধিবেশনটি বিশেষভাবে দীর্ঘ হয়ে পড়ত যখন স্তালিনের বিদেশী অতিথি থাকতেন। তাহলে তিনি রণাঙ্গনের ঘটনাবলীর কিছু শট তাঁদের দেখাতেনই যার মধ্যে থাকত আগে আমরা যা দেখেছি তা-ও।

চব্বিশ ঘণ্টার শেষ দিকে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ সংক্ষেপিত রিপোর্ট বাদেও প্রত্যেক রণাঙ্গনের আলাদা আলাদা লড়াইয়ের রিপোর্টও নিতে হত। এগুলিতে স্বাক্ষর করতেন প্রত্যেক রণাঙ্গনের সমর পরিষদ, জেনারেল স্টাফ 'বোদো' টেলিগ্রাফে এসব গ্রহণ করতেন, আবার টাইপ করাতেন এবং তার সার্টিফায়েড নকল তালিকা অনুযায়ী পাঠিয়ে দিতেন।

সুতরাং চব্বিশ ঘণ্টা কালের মধ্যে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স পেত তিনটি লড়াইয়ের রিপোর্ট, তার দুটি তৈরি হত জেনারেল স্টাফে, একটি আসল রণাঙ্গনে। তার অতিরিক্ত, ব্যক্তিগতভাবে স্তালিনের জন্য আমরা তৈরি করতাম প্রত্যেক রণাঙ্গনের ১ : ২০০০০০ মানচিত্র; আর একটি ১ : ২৫০০০০০ সংক্ষেপিত

মানচিত্র। প্রথমটি দুই-তিন দিন অন্তর পুনর্নবীকরণ করতে হত এবং সংক্ষেপিত মানচিত্রটি প্রত্যেক পাঁচ-ছয় দিন অন্তর। এস. পি. প্লেটোনভ ব্যক্তিগতভাবে এর জন্য দায়ী থাকতেন।

এইভাবে রণক্রিয়াবিভাগের কাজ দিনের পর দিন চলেছে একেবারে সেই যুদ্ধশেষ পর্যন্ত। জেনারেল স্টাফ-এর অন্যান্য বিভাগও একই নিয়ম অনুসরণ করত, যদিও কাজটা ছিল আলাদা।

বুঝতে পারছি যে জেনারেল স্টাফ-এর তথাকথিত অফিসার কোর সম্পর্কেও দুচার কথা বলা উচিত। এর জন্ম ১৯৪১-এ এবং প্রথমে এটা বেশ বড়ই ছিল।

এই গ্রন্থের শুরুতে বলেছি যে যুদ্ধের প্রথমদিকের সেই ভয়ানক মাসগুলোয় অনেক সময় জেনারেল স্টাফ রণাঙ্গনের অবস্থা সম্পর্কে কেবল সামান্য এবং পরস্পর বিরোধী খবরই পেত। প্রায়ই আমরা নিজেদের সেনাবাহিনীর চেয়ে শত্রুর খবরই বেশি রাখতাম। এই ফাঁক পূর্ণ করার জন্য রণক্রিয়া অফিসারেরা নিজেই রণাঙ্গনের লাইনে উড়ে যেতেন আমাদের প্রতিরক্ষার অগ্রবর্তী প্রান্তটি কোথায় এবং ফ্রণ্ট ও আর্মি হেড কোয়ার্টার্স কোথায় সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এসব দেখার জন্য। এই অফিসারদের অনেকে নিহত হয়েছেন, অন্যেরা আহত হয়ে দীর্ঘকালের জন্য অকর্মণ্য হয়ে পড়েছেন, আবার অনেক ক্ষেত্রে ফ্রণ্ট অধিনায়ক তাঁদের জেনারেল স্টাফ-এ ফিরে যেতে দিতে অস্বীকার করেছেন—আপন কর্তৃত্বেই তাঁদের রণাঙ্গনে বিভিন্ন পদে নিযুক্ত করেছেন।

যোগ্য রণক্রিয়া অফিসারের ক্ষতি এত উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠল যে পরিণামে জেনারেল স্টাফ-এর নেতৃত্ব রণক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ অফিসারদল গঠনের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলেন। প্রথমে এই দল রণক্রিয়া বিভাগের অধীনে রইল কিন্তু পরে শ্যাপোশনিকভ-এর পরামর্শে তাকে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে একটা স্বতন্ত্র মর্যাদা দেওয়া হয়। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স এই দলের নাম দিলেন "জেনারেল স্টাফ-এর অফিসার কোর"। লাল-ফৌজের ইতিহাসে এই প্রথম 'অফিসার' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এর ব্যবহারই তার কাজের ধরন ও আনুগত্যের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেয়: যখন আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর অন্য সব নেতৃস্থানীয় নিয়মিত কর্মীকে হয় কম্যাণ্ডার নয়তো চিফ বলা হত তখন জেনারেল স্টাফ-এর যে লোকেরা রণক্ষেত্রে তার প্রতিনিধিত্ব করতেন তাঁরা

পরিচিত হলেন জেনারেল স্টাফ-এর অফিসার হিসেবে।

একজন অসাধারণ অথণ্ড চরিত্রের পরিশ্রমী মানুষ মেজর জেনারেল এন. আই. ডুবিনিনকে অফিসার কোর-এর অধিনায়ক পদে বসান হল। পরে তাঁর স্থান গ্রহণ করেন রণক্রিয়া বিভাগের আরেকজন প্রবীণ মেজর জেনারেল এস. এন. গেনিয়াতুলিন। তিনি এবং তাঁর পূর্ববর্তী দুজনেই মেজর জেনারেল এফ. টি. পেরেগুডভকে তাঁদের রাজনৈতিক বিষয়ের ডেপুটি হিসেবে পেয়েছিলেন।

প্রথমে জেনারেল স্টাফ-এর অফিসারেরা তাঁদের কর্তব্য সমাধা করে মস্কোতে ফিরে আসতেন। কিন্তু কিছুকাল পরে তাঁদের স্থায়ীভাবে ফ্রন্ট ও আর্মি, কিছু সেক্টর এমনকি কোর ও ডিভিশনের সঙ্গে রাখাটাই বেশি যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচনা করা হল। সেই সঙ্গে আনুগত্যের একটা কঠোর রীতি প্রতিষ্ঠিত হল। আর্মি-গুলিতে থাকা জেনারেল স্টাফ অফিসারেরা ফ্রন্ট হেড কোয়ার্টার্স-এ কর্মরত জেনারেল স্টাফ-এর যে কোন প্রবীণ অফিসারের অধীনে থাকবেন; কোর ও ডিভিশনস্থ তাঁদের সহকর্মীরা হবেন তাঁদের অধীনে।

জেনারেল স্টাফ-এর একজন অফিসারের কাজের পরিধি ছিল যথেষ্ট ব্যাপক—সেনাদলের অবস্থান, পরিস্থিতি ও সরবরাহের অবস্থা পরীক্ষা করে দেখা এবং পাওয়া তথ্যগুলি সরাসরি জেনারেল স্টাফকে রিপোর্ট করা।

নির্ভুল রিপোর্টিং-এর উপর বিশেষ নজর রাখা হত। জেনারেল স্টাফ-এর একজন অফিসারের অধিকার ছিল যা নিজের চোখে দেখবেন কেবল তাই রিপোর্ট করার। অন্য লোকের বা হেড কোয়ার্টার্স-এর দলিল থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া চলত না। যুদ্ধের প্রথম ক'মাসের ডামাডোল কাটলে আর তাঁকে হাল অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট করতে হত না।

জেনারেল স্টাফ-এর বহু অফিসার প্রায়ই কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়তেন এবং সত্যিকার সাহসের পরিচয় দিতেন। একটা ঘটনার কথা আমার পরিষ্কার মনে আছে যাতে ক্যাপ্টেন ভি. এ. ব্লিউডভ ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল এ. ডি. মারকভ জড়িত ছিলেন। ২৪শে মার্চ, ১৯৪৩ কিউপিয়ান্স্ক-এর পশ্চিমে কিৎসেভ্কা গ্রামে তৃতীয় ট্যাংক আর্মির ২য় ট্যাংক কোরের সঙ্গে কর্তব্যরত থাকার সময় তাঁরা কঠিন চাপের মধ্যে পড়ে যাওয়া কয়েকটি গোলন্দাজী ইউনিটের পরিচালনাভার গ্রহণ করেন। একটু পরেই ব্লিউডভ আহত হন কিন্তু প্রাণে বেঁচে যান। মারকভ একে একে শত্রুর নাগালের বাইরে কামানগুলিকে সরিয়ে নেবার কাজ চালিয়ে গেলেন যতক্ষণ না একটা ট্যাংকের সরাসরি আঘাতে নিহত হলেন। সাহসিকতার

জন্য তিনি প্রথম শ্রেণীর 'অর্ডার অব দি প্যাট্রিয়টিক ওয়ার' মরণোত্তর পুরস্কার পেয়েছিলেন।

এস. ভি. বেরিওজকিন, এস. এফ. সাকোনভ এবং এন. এম. শিখালেভ প্রভৃতি ক্যাপ্টেন, ভি. এম. ৎকাচভ, কে. এন. নিকুলিন, ওয়াই. এস. কুথার, এম. ওয়াই. দ্রিশলেংকো, এ. টি. শিয়ান এবং পি. এম. জারগারিয়ান প্রভৃতি মেজর এবং আই. এম. বুরলাক, ভি. এন. ভেনেডিক্টভ, ভি. এফ. লিসকিন ও এ. এ. পোজদ্নিয়াকভ প্রভৃতি লেফটেন্যান্ট কর্নেল বিভিন্ন কিন্তু একই বীরোচিত পরিস্থিতির মধ্যে যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন। যে সব জেনারেল স্টাফ অফিসার যুদ্ধের পরেও জীবিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা রয়েছে কর্নেল এ. ভি. পিসারেভ, যিনি পরে সেক্টরগুলির একটির প্রধান হয়েছিলেন। কর্নেল এম. এন. কোস্টিন এবং লেফটেন্যান্ট-কর্নেল এ. আই. খারিটোনভ-এর প্রতি। তাঁদের সঠিকভাবেই ফ্রন্ট হেড কোয়ার্টার্স-এ আমাদের সেরা প্রতিনিধি হিসাবে বিবেচনা করা হত। তাঁদের দূরদর্শিতা ছিল এবং তাঁরা কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার দিকে জেনারেল স্টাফ-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

জেনারেল স্টাফ-এর অন্য অফিসারদের রিপোর্ট থেকেই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলির সূত্রপাত করা হত। যেমন কর্নেল এন. ভি. রেজনিকভ, যিনি পশ্চিম রণাঙ্গনে কাজ করতেন, বিভিন্ন সময়ে রিপোর্ট করেছেন যে ৩৩শ আর্মি তথাকথিত "আনুষঙ্গিক রণক্রিয়া" করে শক্তিক্ষয় করছে বিশেষ একটা পাহাড় দখল বা বহু আগে অস্তিত্ব মুছে যাওয়া ছোট্ট কোন গ্রাম দখলের জন্য। রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটির থেকে একটা বিশেষ কমিশন পাঠান হল পরিস্থিতি তদন্তের জন্য: রেজনিকভ-এর সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সঠিক প্রতিপন্ন হল এবং সব ঠিকঠাক করার জন্য মৌলিক পদক্ষেপ নেওয়া হল। ৩৩শ বাহিনীর কম্যাণ্ডকে শক্তিশালী করা হল এবং তার কম্যাণ্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল গোরডভকে ভুলের জন্য তাঁর পদ থেকে অপসারিত করা হল।

রণক্ষেত্রে কত তাড়াতাড়ি মানুষ পরিপক্ক হয়ে উঠত। জেনারেল স্টাফ-এর অফিসার কোর থেকে সেরা মানুষগুলিকে অনবরত কাজের জন্য সরিয়ে আনা হত খাস জেনারেল স্টাফ-এ, বিশেষতঃ রণক্রিয়া বিভাগে। এইভাবে জেনারেল স্টাফ-এর অফিসার কোর হয়ে উঠল যুদ্ধের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষের এক অফুরান উৎস যার থেকে জেনারেল স্টাফ-এর নানা বিভাগকে পূর্ণ করা যেত। সেই সঙ্গে হাতের পাঁচ হিসেবে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর পক্ষেও এটি ছিল

সর্বদাই অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য।

১৯৪৩-এর মাঝামাঝি নাগাদ জেনারেল স্টাফ-এর অফিসার কোর দেখতে পেল যে তার কাজ অনেক কমে গেছে। ইতিমধ্যে বড় সংগঠনগুলি ও অপেক্ষাকৃত ছোট ইউনিটগুলির কম্যাণ্ডার এবং সমস্ত স্তরের হেড কোয়ার্টারও যথেষ্ট যুদ্ধের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, শিখেছে একটি দলের মত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে, পরিস্থিতির যথাযথ বিশ্লেষণ করতে। জেনারেল স্টাফ-এর অফিসারদের দ্বারা রণাঙ্গনের বাহিনীগুলির অবিরাম তদারকির প্রয়োজন আর প্রায় ছিল না। সাংগঠনিকভাবে তাদের রণক্রিয়া বিভাগে বদলী করা হল।

পোলিশ, চেক ও রুমানীয় জাতীয় বাহিনীর গঠনে এবং তাদের কাজে নিয়োজিত করায় জেনারেল স্টাফ-এর অফিসারেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বিশেষ করে মেজর জেনারেল মলোৎকভ, পোলিশ বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত জেনারেল স্টাফ-এর প্রবীণ অফিসার আমাদের এবং অকুস্থলের কম্যাণ্ডারদের কাছে ছিলেন দারুণ সহায়ক।

যে পথ দিয়ে এসেছি সেদিকে ফিরে তাকালে বোধ হয় একথা অস্বীকার করা যায় না যে জেনারেল স্টাফ-এর অফিসারেরা কোন কোন সময় রণাঙ্গনে অনিবার্য বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন। কিছু কম্যাণ্ডার ও চিফ অব স্টাফ তাদের সম্পর্কে তির্যকভাবে উল্লেখ করতেন "ওভারসীয়ার" বলে। আমার অবশ্য এমন একটি ঘটনার কথাও মনে পড়ে না যে জেনারেল স্টাফ-এর কোন অফিসার খারাপ-ভাবে কাজ করেছেন, তথ্যের বিকৃতি ঘটিয়েছেন বা ন্যস্ত দায়িত্বের সীমা ছাড়িয়েছেন এমন প্রমাণ আছে। বরং হাজার হাজার ঘটনায় দেখা গেছে গত যুদ্ধে জেনারেল স্টাফের দ্বারা ব্যবহৃত নির্দেশগুলি অনুসরণের জন্য নমনীয় যন্ত্রটি গঠিত হয়েছে যাদের দ্বারা সেইসব মানুষগুলি অসাধারণ সততার সঙ্গেই কাজ করেছেন।

যেহেতু ফ্রন্টগুলির বহু চিফ অব স্টাফ জেনারেল স্টাফ প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে গেছেন তাদের অন্তত কয়েকজনের সম্পর্কে আমার অবশ্যই কিছু বলা উচিত বলে আমি মনে করি।

যুদ্ধের সময় ফ্রন্টগুলিতে ছিলেন মোট ৪৪ জন চিফ অব স্টাফ। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে ১২ জন জেনারেল উল্লেখযোগ্য: এস. এস. বিরিয়ুজভ, এ. এন. বোগোলিয়ুবভ, ডি. এন. গুসেভ, এম. ভি. জাখারভ, এস. পি. আইভানভ, এফ. কে. কোরঝেনেভিচ্, ভি. ভি. কুরাসভ, জি. কে. ম্যালানডিন, এম. এস.

মালিনিন, এ. পি. পোকরোভস্কি, এল. এম. স্যাণ্ডালভ এবং ভি. ডি. সকলোভ্স্কি। জি. কে. ম্যালানডিন ছাড়া এদের সবাই তুবছরের বেশিকাল ফ্রন্ট হেড কোয়ার্টার্স-এর ভারপ্রাপ্ত ছিলেন, এবং তাঁদের মধ্যে তুজন এম. ভি. জাখারভ ও এল. এম. স্যাণ্ডালভ—এই পদে যুদ্ধের প্রায় গোটা সময়টা কাটিয়েছেন।

অতিশয়োক্তির কোন ঝুঁকি না নিয়েই আমি জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে তাঁরা সবাই ছিলেন অসাধারণ মানুষ। এটা নেহাৎ আকস্মিক নয় যে যুদ্ধের পরে এই শক্তিশালী দলের তিনজন—বিরযুজভ, জাখারভ ও সকলোভ্স্কি সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল হয়েছিলেন এবং পর পর জেনারেল স্টাফ-এর প্রধান হিসাবে কাজ করেছেন। তাঁদের আরো তিনজন—আন্টভানভ, ম্যালানডিন ও মালিনিন—জেনারেল স্টাফ-এর ডেপুটি প্রধান হয়েছিলেন।

এস. এস. বিরযুজভ স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধে স্টাফ অফিসার হিসেবে নাম করেছেন যখন তিনি ছিলেন ২য় গার্ডস আর্মি স্টাফ-এর ভারপ্রাপ্ত। পরে তিনি দক্ষিণ এবং তৃতীয় ও চতুর্থ ইউক্রেনীয় ফ্রন্ট-এর স্টাফ পরিচালনা করেছেন। তাঁর সৃজনশীল চিন্তা সেই রণক্রিয়ায় যথেষ্ট অবদান রেখেছে যার ফলস্বরূপ ঘটেছে রোস্তভ, আজভ সাগরের উত্তর উপকূলস্থ অঞ্চল ও ক্রিমিয়ার মুক্তি। বিরযুজভ অত্যধিক দাবি করতেন, এমন কি কতকগুলি দিক থেকে ছিলেন রূঢ়. তিনি কখনো প্রতিবাদ সহ্য করতেন না। আবদ্ধ থাকা ছিল তাঁর অপছন্দ, অনেকটা সময় অতিবাহিত করতেন সেনাবাহিনীর সঙ্গে। অনেক সময় তাদের সমস্ত কাজ নিজের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার ইচ্ছায় বাড়াবাড়ি করে ফেলতেন। নতুবা বিরযুজভ তাঁর স্টাফ অফিসারদের সুনির্বাচিত ও সুসংগঠিত করতেন, তাঁদের দক্ষতার উঁচুমানে পৌঁছে দিতেন এবং তাঁদের সেখানে রাখতেন রণক্রিয়া দলিলগুলিকে নিয়ে কারবার করায় তাঁর অপরিসীম দক্ষতার ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত হিসেবে।

এ. এন. বোগোলিউবভ ছিলেন উত্তর-পশ্চিম, প্রথম ইউক্রেনীয় ও দ্বিতীয় বাইলোরুশীয় ফ্রন্টের চিফ অব স্টাফ। তিনি ছিলেন অস্বাভাবিক বদমেজাজী, তাঁর সঙ্গে মানিয়ে চলা খুব কঠিন ছিল যার ফলে তুবার তিনি জেনারেল স্টাফ ছেড়েছেন, প্রায়ই এক ফ্রন্ট হেড কোয়ার্টার্স থেকে অন্য ফ্রন্ট হেড কোয়ার্টার্স-এ বদলী হয়েছেন। অন্যদিকে স্টাফের নিয়ম কানুন সম্পর্কে বোগোলিউবভ ছিলেন ওস্তাদ, তাঁকে সেদিক থেকে মূল্য দেওয়াও হত।

যুদ্ধের গোটা সময়কালে ফ্রন্ট চিফ অব স্টাফদের মধ্যে সবচেয়ে অভিজ্ঞ হিসেবে নামডাক ছিল এম. ভি. জাখারভের। এটা খুব স্বাভাবিক। শীত প্রাসাদ দখলের

সময় থেকেই বিপ্লবের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে তিনি ছিলেন উৎসর্গীকৃত। একেবারে নীচু থেকে শুরু করে উঠে এসেছেন—প্রায় সব কয়টি কম্যাণ্ড ও স্টাফ পদের মধ্য দিয়ে। যুদ্ধের আগে (১৯৩৮-এর ১লা জুলাই থেকে ১৯৪০-এর ১৯শে জুলাই পর্যন্ত) তিনি সৈন্য চলাচল ও সৈন্য ও মাল সরবরাহ সংক্রান্ত বিষয়ে জেনারেল স্টাফ প্রধানের সহকারীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এর পরে তিনি ওডেসা সামরিক জেলার স্টাফ-এ যান।

যুদ্ধ আরম্ভ হলে জাখারভ হলেন উত্তর-পশ্চিম খণ্ডের চিফ অব স্টাফ এবং পাল্টা মস্কো অভিযানের সময় কালিনিন ফ্রন্টের লড়াইয়ের পরিকল্পনা রচনায় প্রত্যক্ষ-ভাবে অংশগ্রহণ করলেন। দক্ষিণ ফ্রন্টের কুর্স্ক ও নীপারের যুদ্ধ, পশ্চিম ইউক্রেন থেকে শত্রু উৎখাতের সময়, জে সি-কিশিনেভ রণক্রিয়ার সময় এবং বুদাপেস্ট, ভিয়েনা ও প্রাগ-এ রণক্রিয়ার নির্দেশনার সঙ্গে তাঁর নাম যুক্ত ছিল। সবশেষে সাম্রাজ্যবাদী জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন ট্রান্স-বৈকাল ফ্রন্টের চিফ অব স্টাফ।

জাখারভের সৃজনী চিন্তা অবিরাম পুষ্ট হয়েছে সেনাদলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগের ফলে। যুদ্ধের সময়ে ও পরে তিনি অনেকগুলি বছর আর. ওয়াই. ম্যালিনোভ্স্কির অধীনে কাজ করেছেন। দু'জন মানুষ মিলে কিভাবে একটা দলের মত কাজ করতে পারে তাঁরা তার এক ঈর্ষণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

এস. পি. আইভানভকে এমন একজন দৃঢ় ও স্থির সংকল্পের মানুষ বলে বর্ণনা করা যায় যিনি কম্যাণ্ডের ছকের মধ্যে নিজের জায়গাটি বিলক্ষণ জানেন এবং কখনই কাউকে তাঁর অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে দেন না। যুদ্ধের সময়ে আইভানভ সাফল্যের সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিম, ভরোনেজ, প্রথম ইউক্রেনীয়, ট্রান্সককেশিয় এবং তৃতীয় ইউক্রেনীয় ফ্রন্ট এবং পরে দূরপ্রাচ্যে সোভিয়েত বাহিনীর প্রধান সেনাপতির স্টাফ পরিচালনা করেছেন। তাঁর লড়িয়ে জীবনের কতকগুলি প্রধান ঘটনা হল কুর্স্ক ও নীপার-এর যুদ্ধ এবং ভিয়েনা রণক্রিয়া আর চেকোশ্লোভাকিয়া অভিযান। যদিও বহু বছর তিনি স্টাফে কাজ করে কাটিয়েছেন তবু একথা আমি জোরের সঙ্গে বলতে চাই যে তাঁর আসল ঝোঁক ছিল সৈন্য পরিচালনায়।

ভি. ভি. কুরাসভ ছিলেন যাকে বলে একজন ধ্রুপদী ধাঁচের স্টাফ প্রধান। তিনি একজন ধীর, অত্যন্ত চিন্তাশীল ও কৌশলী সেনাপতি যিনি স্টাফের সামনে উপস্থিত সমস্যাগুলি নিয়ে বিজ্ঞানসম্মতভাবে কাজ করা পছন্দ করেন এবং তত্ত্ব ও

প্রয়োগের সমন্বয় ঘটাতে আগ্রহী। যুদ্ধের সময় তিনি আই. কে. বাগ্রামিয়ানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন—আমরা জেনারেল স্টাফ-এ যার ভূয়সী প্রশংসা করেছি। প্রথম বাল্টিক ফ্রন্ট-এর রণক্রিয়া সংক্রান্ত সমস্ত সংবাদ কেবল যথাসময়ে নয়, পেতাম নিখুঁতভাবে লেখা। যুদ্ধের পরে ভি. ভি. কুরাসভ অনেকদিন জেনারেল স্টাফ আকাডেমীর প্রধান ছিলেন।

এম. এস. মালিনিন ছিলেন চরিত্রের দিক দিয়ে কুরাসভ ও ম্যালানভিন-এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি ছিলেন বড় অধৈর্য প্রকৃতির ও ক্রোধী। মার্শাল কে. কে. রকোসোভস্কি তাঁর এই প্রতিভাবান চিফ অব স্টাফ-এর (তাঁরা একত্রে ১৬শ বাহিনীতে ডন, মধ্য ও প্রথম বাইলোরুশীয় ফ্রন্ট-এ কাজ করেছেন) মূল্য সম্পূর্ণ উপলব্ধি করেছিলেন এবং জানতেন কিভাবে তাঁর ত্রুটিগুলিকে সামলাতে হয়। মালিনিন তাঁর কম্যাণ্ডিং অফিসারের সঙ্গে সর্বদা একযোগে কাজের চেষ্টার মধ্য দিয়ে সাড়া দিতেন। ফল এই হত, মালিনিনের পরিচালিত স্টাফ অবধারিত-ভাবেই হত অন্যতম সেরা এবং এখানে লোকজন কাজ করত নিখুঁত একটা দলের মত।

এ. পি. পোক্রোভ্স্কি ছিলেন দক্ষিণ-পশ্চিম সেক্টর এবং পশ্চিম ও তৃতীয় বাইলোরুশীয় ফ্রন্ট স্টাফ-এর প্রধান যিনি তাঁর ফ্রন্ট লাইনের কাজ চালানোয় আশ্চর্য রকম অবিচল। মনে হয় তাঁর মধ্যে এমন কোন বিশেষ রহস্য ছিল যার ফলে তিনি যে কোন অবস্থায় কঠোর শৃঙ্খলা রাখতে ও কর্মপরিকল্পনা করতে সক্ষম হতেন। কিন্তু তাঁর এই 'রহস্য'টি আসলে ছিল গভীর জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও সংগঠন ক্ষমতার ব্যাপার যদিও আমার বিশ্বাস তিনি সর্বদাই মানুষের বদলে কাগজপত্র নিয়ে কাজ করতেই বেশি ভালবাসতেন।

এল. এম. স্যাণ্ডালভ প্রথমে ৪র্থ ও পরে ২০শ আর্মির চিফ অব স্টাফ হিসেবে যুদ্ধ শুরু করেন, পরবর্তীকালে তিনি হন ব্রিয়ানস্ক ও দ্বিতীয় বাল্টিক ফ্রন্টের চিফ অব স্টাফ। সবাই তাঁর আত্মসংযম, চতুরতা ও সেনাদলে অবস্থানের সঙ্গে স্টাফ-কাজের সামঞ্জস্য ঘটানোর ক্ষমতা ইত্যাদির কথা জানত। স্টাফ-এর কাগজ-পত্রেও তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ দক্ষ লোক। এটাও উল্লেখ করতে হবে যে স্যাণ্ডালভ ছিলেন একজন অসাধারণ ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন লোক যিনি একটা গুরুতর ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডী ঘটার পরেও জীবনে একটা স্থান করে নিতে পেরেছিলেন, যে ট্র্যাজেডীর ফলে সময় হবার আগেই তাঁকে চাকরী থেকে অবসর নিতে হয়েছিল।

যে সব লোক ছয় থেকে আঠার মাস কাল ফ্রন্ট চিফ অব স্টাফ হিসেবে কাজ করেছেন তাঁদের তালিকা হবে প্রায় কুড়িটি নামের। তাঁদের মধ্যে ছিলেন, এ. আই. আন্তোনভ, পি. আই. বোডিন, আই. কে. ব্যাগ্রামিয়ান, ভি. আর. ভাশকেভিচ, এন. এফ. ভাতুতিন, জি. এফ. জাখারভ, এম. আই. কাজাকভ, বি. এ. পিগারেভিচ, এম. এম. পোপভ, এল. এস. স্কভিরস্কি, জি. ডি. স্টেলম্যাখ, এম. এন. শারোখিন, এ. এন. ক্রুটিকভ, এ. আই. কুদ্রিয়াশভ, এ. আই. শাবোতিন, এস. ওয়াই. রোঝদেস্তভেন্‌স্কি, এল. এফ. মিনিয়ুক, এফ. পি. ওজারভ এবং আই. এ. ল্যাসকিন। এই উজ্জ্বল নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই উঁচু সেনাপতির পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। বিশেষতঃ আই. কে. ব্যাগ্রামিয়ান, এন. এফ. ভাতুতিন, জি. এফ. জাখারভ এবং এম. এম. পোপভ ফ্রন্ট কম্যাণ্ডার হয়েছিলেন ; এম. আই. কাজাকভ ও এম. এন. শারোখিন যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত আর্মি পরিচালনা করেছেন।

অনেকে ছয় মাসের কম সময় ফ্রন্ট হেড কোয়ার্টার্স-এর ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। তাঁরা হলেন ভি. এস. গোলিউশকেভিচ; ভি. এম. জে্াবিন, পি. পি. ভেকনী আই. এস. ভারেন্নিকভ, এ. এ. জাবালিউয়েভ, এস. আই. লিউবার্স্কি, ডি. এন. নিকিশেভ, আই. টি. শ্লেমিন, এ. পি. পিলিপেংকো এবং ভি. ওয়াই. কোলপাক্‌চি।

কর্নেল-জেনারেল আই. ভি. স্মরোদিনভ, ওয়াই. জি. ট্রট্‌সেংকো, এবং এফ. আই. শেভচেংকো প্রভৃতি লেফটেন্যাণ্ট-জেনারেল দূরপ্রাচ্য ও ট্রান্স-বৈকাল ফ্রণ্টের চিফ অব স্টাফ ছিলেন এই ফ্রন্টগুলি যুদ্ধে লিপ্ত হবার আগে।

এইসব মানুষদের আমরা স্মরণ করি এঁদের মনে করি ঘনিষ্ঠতম কমরেড। জেনারেল স্টাফের সমস্ত সদস্যের সঙ্গে এঁরা ভাগ করে নিয়েছেন অনেক আনন্দ ও হতাশা, সাফল্য ও ব্যর্থতা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কুর্স্ক্-এর যুদ্ধের আগে

গ্রীষ্মাভিযানের মূল লক্ষ্য কোথায় এবং কিভাবে অর্জন করতে হবে? ।। আত্মরক্ষা, না আক্রমণ? ।। জুকভের প্রস্তাব ।। মধ্য ফ্রন্টের অধিনায়কের মত ।। ভাতুতিন-এর নমনীয় পরিকল্পনা ।। ১৯৪৩, ১২ই এপ্রিল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর সিদ্ধান্ত ।। স্ট্র্যাটেজিক রিজার্ভ-এর একটি ফ্রন্ট ।। কুতুজভ পরিকল্পনা ।। পাল্টা অভিযানের নির্দেশিকা ।। বিমান রণক্রিয়া ।। সেনাদলকে তিনটি সতর্কবাণী ।। শত্রু আক্রমণ শুরু করল ।।

১৯৪৩-এর বসন্তে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স এবং অবশ্যই তার কার্যকরী সংস্থা জেনারেল স্টাফ-এর আসল মনোযোগ নিবদ্ধ হল সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় পরিস্থিতির উপর।

মার্চ-এর শেষদিকে কুর্স্ক্ এলাকায় উভয় পক্ষের অবস্থাই বেশ স্থিতিশীল ছিল। শত্রু পরে দাবী করেছিল যে তাদের আক্রমণ অভিযান স্তব্ধ হয়েছিল বাসন্তী বন্যার আবির্ভাবে। এটা আসল কারণ ছিলই না। শত্রু যদি খারকভ থেকে আমাদের সৈন্যদের হঠিয়ে দিতেও পারত তবু শীতাভিযানের মোটমাট ফল কোন মতেই তাদের পক্ষে যেত না; নাৎসী বাহিনীকে দুর্বল ক'রে ফেলা হয়েছিল এবং এখন আর কোন ব্যাপক আক্রমণাত্মক রণক্রিয়া সফলভাবে সে চালাতে পারত না। সামরিক উদ্যোগ তখনো রয়েছিল আমাদের হাতে। স্তালিনগ্রাদের প্রতিশোধ নেওয়া হয়নি।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠল আশু ভবিষ্যতে এই যুদ্ধের কি সম্ভাবনা আছে। শত্রু নতুন ক'রে তার ভাগ্য মেরামত করতে সচেষ্ট হবে এই সম্ভাবনা জেনারেল স্টাফ নিশ্চয়ই উড়িয়ে দেয়নি। তার জন্যে অবশ্য দরকার ছিল পশ্চিম অঞ্চল থেকে বদলী এবং রিজার্ভ তলব করে অতিরিক্ত সৈন্য পাওয়া। কিন্তু যদি আমরা এই প্রয়াস আগেই অনুমান করে পণ্ড ক'রে দিতে এবং স্তালিনগ্রাদের মত কার্যকরী দু-এক ঘা দিতে পারি? কারো সন্দেহ ছিল না যে এর ফলে যুদ্ধ তার গতিপথে একটা চূড়ান্ত মোড় নেবে এবং নাৎসী সমরযন্ত্র নতুন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। এতে সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের বিশ্বাস ছিল সবার চেয়ে বেশি কিন্তু খারকভ-এর দৃষ্টান্ত স্মরণ করে তিনি সাবধানতা প্রদর্শন করলেন।

ক্রমেই একথা আরো বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠল যে আমাদের পক্ষে সব কিছু চলছে বেশ ভাল। যুদ্ধের মহৎ লক্ষ্য সোভিয়েত বাহিনীকে এনে দিয়েছে সমগ্র জাতির সমর্থন। শত্রু কবলিত সোভিয়েত ভূমিতে পার্টিজানরা তাদের সংগ্রাম তীব্রতর করে তুলছে। পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। হিটলারী বাহিনী গুরুতরভাবে পরাজিত হয়েছে লিবিয়া ও ত্রিপোলিতানিয়াতে; যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠেছে তিউনিসিয়ায়। মিত্রপক্ষের বিমানবহর জার্মানী ও ইতালীর শিল্পকেন্দ্রগুলিকে চূর্ণ করছে।

এসব ছাড়াও আমাদের বাহিনী এখন অস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জামের বিপুল পরিমাণে সরবরাহ পাচ্ছে যা পরিমাণ ও গুণ উভয় দিক থেকেই রণক্ষেত্রে শত্রু যা কিছুই হাজির করুক তার সমকক্ষ। যা আমরা পেতে চাই, সাজ-সরঞ্জামের পরিমাণ তার চেয়ে কম—যুদ্ধে অবশ্য এটাই বরাবর হয়। কিন্তু সেই দিনগুলি চিরদিনের জন্য গত হয়েছে যখন এটা ফোঁটা ফোঁটা ক'রে দেওয়া হত। এখন একথা ভাবতে অবাক লাগে যে এক সময় স্তালিন স্বয়ং বাধ্য হয়েছেন একটি একটি করে ট্যাংক বিধ্বংসী বন্দুক, মর্টার এবং ট্যাংক বিলি করতে।

ব্যাপার এখন সম্পূর্ণ আলাদা। তবু পার্টি ও সরকার অস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জামের আরো বেশি সরবরাহ গড়ে তুলবার চেষ্টায় ঢিলে দেয়নি। বরং, তারা নতুন করে চূড়ান্ত লড়াই আসন্ন টের পেয়ে তাদের প্রয়াস দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়। জেনারেল স্টাফ-এর প্রধানদের প্রতিরক্ষা শিল্পের নক্সাকার ও প্রতিনিধিসহ প্রায়ই জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ আরো বেশি বেশি ডাকা হয় সমরোৎপাদন ও আমাদের বিমান, ট্যাংক ও কামানের যুদ্ধোপযোগিতাকে আরো বাড়িয়ে তোলার সঙ্গে জড়িত জরুরী প্রশ্নগুলির সমাধানের জন্য। খাস জেনারেল স্টাফ-এ আমরা বিমান প্রাধান্য অর্জন কিংবা গভীরভাবে গেড়ে বসা শত্রু প্রতিরক্ষা ব্যূহে কিভাবে অনুপ্রবেশ করা এবং তাকে কাজে লাগান যায় সেই সমস্যাগুলি নিয়ে মাথা ঘামাতাম। বিপুল পরিমাণ কামান, বিমান ও ট্যাংক ব্যবহারের উপায় সম্বন্ধে সতর্ক চিন্তা করা হত।

কোন রণক্রিয়া শুরুর আগে সেনাবাহিনী যাতে রাজনৈতিকভাবে প্রস্তুত হয় তা দেখার জন্য অনেক কিছু করা হত। প্রথম থেকে আমাদের সৈন্যদের যা প্রধান বৈশিষ্ট্য, তার শৃঙ্খলা ও আত্মবিশ্বাসের নৈতিক শক্তি, তা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছিল। মানুষ আরো পরিপক্ক হয়ে উঠছিল। পার্টির বিচক্ষণতা ও সোভিয়েত ব্যবস্থার অবিনশ্বরতা সম্বন্ধে তাদের বিশ্বাস দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। স্তালিনগ্রাদের বিজয়

প্রত্যেককে উদ্দীপ্ত করেছিল—সৈনিক থেকে মার্শাল পর্যন্ত, এবং এই উদ্দীপনাকে বজায় রাখার জন্য রাজনৈতিক কর্মীরা সাধ্যমত সবকিছুই করছিল। আমাদের রণক্রিয়া পরিকল্পনাগুলির রূপায়ণে তারা যে ভূমিকা নিয়েছিল তার বিরাট মূল্য অস্বীকার করা কঠিন। স্টাফ ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলির মধ্যে সংগ্রামী বন্ধুত্ব আগের যে কোন সময়ের তুলনায় জোরদার হয়ে উঠেছিল।

আমি মাঝে মাঝেই আলেকজাণ্ডার শেরবাকভের সংস্রবে থেকেছি, যিনি ছিলেন মূল রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান ও পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক। প্রায় প্রত্যেক দিন আমাদের দেখা হত। তাঁর কাছে আমি রণাঙ্গনের পরিস্থিতি ও সোভিনফর্মব্যুরোর খসড়া ঘোষণাপত্র রিপোর্ট করতাম। একদিন আমি তাঁর সঙ্গে গাড়িতে পশ্চিম রণাঙ্গনে গেলাম। ক্রমে ক্রমে এই বিশুদ্ধ সরকারী সম্পর্কটি হয়ে উঠল তাঁর প্রতি গভীর, ব্যক্তিগত টান-এর এক অনুভূতি। অত্যন্ত নীতিপরায়ণ, প্রাণচঞ্চল ও কাজের ব্যাপারে অত্যন্ত কড়া শেরবাকভ একই সঙ্গে ছিলেন আন্তরিক এবং উষ্ণ হৃদয়সম্পন্ন মানুষ। তাঁর সঙ্গে আমার শেষ বারের কথাবার্তা কোনদিন ভুলবার নয়। এটা ঘটেছিল হিটলারী জার্মানীর বিরুদ্ধে আমাদের বিজয়ের প্রাক্কালে, ভোরবেলায়। শেরবাকভ হাসপাতাল থেকে আমাকে ফোন করেন: "ডাক্তারেরা জানেন না যে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলছি। তাঁরা এখন আমাকে মোটেই আর কোন কাজ করতে দিচ্ছেন না। সব কেমন চলছে চট্ করে একটু বলুন না।"

আমি ফেরাতে পারলাম না, সমস্ত জরুরী খবর সংক্ষেপে বললাম।

"অনেক ধন্যবাদ", তিনি বললেন, "আমার অবস্থাও একটু ভাল যাচ্ছে। খুব তাড়াতাড়ি আমি কাজে ফিরে আসছি।"

কিন্তু তাঁর দিন ফুরিয়েছিল। তাঁর মৃত্যু হল ১৯৪৫-এর ১২ মে, ৪৪ বছর বয়সে। তাঁর মৃত্যু জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছিল আমাদের মহান বিজয়-উষার আবির্ভাবে—যার জন্য তিনি নিজের অতখানি শক্তি ও স্বাস্থ্য ব্যয় করেছিলেন।

রণাঙ্গনে পার্টির রাজনৈতিক নেতৃত্ব আসত প্রথমত সমর পরিষদের সদস্যদের থেকে। এঁরা হলেন জীবন ও রাজনীতি বিষয়ে গভীর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষ। যুদ্ধের আগে তাঁদের প্রায় সবাই অঞ্চল, রাজ্য ও প্রজাতন্ত্রগুলোতে উঁচুস্তরের পার্টি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

কোন ফ্রন্ট বা আর্মির সমর পরিষদের সদস্যেরা সেনাপতিদের সঙ্গে একত্রে সেনাদলগুলির অবস্থা ও সংগ্রামী কার্যকলাপের পূর্ণদায়িত্বের অংশীদার ছিলেন।

তাঁরা রণক্রিয়া পরিকল্পনা তৈরীতে অংশ নিতেন এবং লক্ষ্য রাখতেন যেন প্রত্যেকটি রণক্রিয়াতে প্রয়োজনীয় বস্তুগত সাহায্য বজায় থাকে। তাঁদের একত্রে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ ডাকা হত। এসব ছাড়াও সমর পরিষদ সদস্যের আসল কাজ ছিল ভাল লড়িয়ে মেজাজ বজায় রাখা। তিনি ছিলেন ফ্রন্টের রাজনৈতিক বিভাগের কেন্দ্রবিন্দু। তাঁর একটা কাজ ছিল বিভিন্ন ইউনিটে পার্টির লোকদের রাখা যাঁরা লক্ষ্য রাখবেন যেন প্রত্যেক কমিউনিস্ট ও তরুণ কমিউনিস্ট রণক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে।

তাঁর ব্যাপক দায়িত্বের মধ্যে থাকত ফ্রন্ট লাইন এলাকার অধিবাসী ও সেনাবাহিনীর মধ্যেকার সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রিত করা, ইউ. এস. এস. আর-এর যে সব এলাকা মুক্ত হয়েছে সেখানে সোভিয়েত ক্ষমতা ফিরিয়ে আনার কাজে অংশ গ্রহণ করা এবং আমাদের বাহিনী যখন সীমান্ত অতিক্রম করে তখন অন্যান্য দেশের স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা।

এটা পরিষ্কার ক'রে বলতে চাই যা আমি বলছি তা কেবল সমর পরিষদের প্রথম সদস্যের সম্পর্কেই প্রযোজ্য। সমর পরিষদের অন্যান্য সদস্য, যেমন চিফ অব স্টাফ অথবা গোলন্দাজ সেনাপতি, তাঁদের কেবল সরাসরি সামরিক কর্তব্য করতে হত।

মাত্র ৪০ জনের কিছু বেশি মানুষ যুদ্ধের সময় ফ্রন্ট সমর পরিষদের প্রথম সদস্যের উঁচু পদটিতে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁদের তিনজন—এ. এ. ঝ্দানভ, এ. এস. ঝেলটভ এবং কে. এফ. তেলেগিন যুদ্ধের প্রায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই পদ অধিকার করে ছিলেন। ভি. এন. বোগাৎকিন, পি. আই. ইয়েফিমভ, কে. ভি. ক্রেইনিউকভ, ডি. এস. লিওনভ, এল. জেড. মেখলিস, আই. জেড. সুসাইকভ, এন. এস. খ্রুশ্চেভ এবং টি. এফ. স্টাইকভ দুই বছর বা তার কিছু বেশি সময়ের জন্য ফ্রন্ট সমর পরিষদের প্রথম সদস্য ছিলেন। বারোজন মানুষ, এফ. ওয়াই. বোকোভ, এন. এ. বুলগানিন, ডি. এ. গাপানোভিচ. কে. এ. গুরোভ, এ. আই. জাপোরোঝেৎস্, আই. আই. লারিন, ভি. ওয়াই. মাকারভ, এম. ভি. রুডাকভ, এন. ওয়াই. সাবোটিন, এ. এন. তেভচেংকভ, এ. ওয়াই. ফোমিনিখ এবং এফ. এ. শামানিন এই পদে ছিলেন ছয় মাস থেকে দুই বছরের মধ্যে। পি. কে. বাট্রাকভ, এফ. এফ. কুজনেৎসভ, এম. এ. বারমিসটেংকো, এন. এন. ক্লেমেনটেয়েভ, জি. এন. কুপ্রিয়ানভ, এ. এফ. কোলোবিয়াকভ, এ. আই. কিরিচেংকো, ভি. এম. লাইয়োক, পি. আই. মাজেপভ, পি. কে. পোনোমারেংকো, ওয়াই. পি. রাইকভ,

পি. আই. সেলেজনেভ, এন. আই. শ্যাবালিন, আই. ভি. শিকিন এবং ওয়াই. এ. শ্চাডেংকো ছয় মাসের কম সময় প্রথম সদস্য ছিলেন।

নৌবহরে এই পদগুলি আরো বেশি স্থায়ীভাবে দখল করা হত। এ. এ. নিকোলায়েভ সমগ্র যুদ্ধকালে উত্তর নৌবহরের সমর পরিষদের প্রথম সদস্য ছিলেন। এস. ওয়াই. জাথারভ প্রশান্ত নৌবহরে একই কাজ করেছেন। প্রায় একই দীর্ঘ সময় এন. কে. স্মির্নভ ছিলেন লাল পতাকা বাল্টিক নৌবহরের প্রথম সদস্য। কৃষ্ণসাগর নৌবহরে এন. এম. কুলাকভ যুদ্ধের সময়ে দুই বছরের বেশিকাল এই পদে ছিলেন।

এবার এই পরিচ্ছেদের মূল কথায় ফিরে আসি—যে সব রণক্রিয়াসংক্রান্ত প্রশ্নের সমাধান জেনারেল স্টাফ করেছিল ১৯৪৩-এর বসন্তকালে। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে শক্তিশালী রিজার্ভ গড়ে না তুললে যুদ্ধের গতিপথকে আমূল পরিবর্তিত করা যেত না। এইদিকে অসম্ভব প্রয়াস চালানো হয়েছিল। ১লা মার্চ সর্বোচ্চ কম্যাণ্ডের হাতে মাত্র চার আর্মি রিজার্ভ ছিল (২৪শ, ৬২তম, ৬৬তম, ও ২য়) কিন্তু মাসের শেষে তার সংখ্যা বেড়ে হল দশ। ১লা এপ্রিল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর রিজার্ভ ছিল ২৪শ, ৪৬শ, ৫৩তম, ৫৭তম, ৬৬তম ও ৬ষ্ঠ গার্ডস, ২য় ও ৩য় রিজার্ভ ফিল্ড আর্মি এবং দুটি ট্যাংক আর্মি—১ম ও ৫ম গার্ডস।

একই সময়ে জেনারেল স্টাফ শত্রুর দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিল, যার সম্বন্ধে পাওয়া খবরগুলি ছিল বেশ পরস্পরবিরোধী। গোয়েন্দা ও রণক্রিয়া উভয় অফিসারেরাই স্বীকার করেছেন যে তারা সাবধানতার যে নমুনা দেখাচ্ছে তা প্রায় সংশয়েরই নামান্তর। সে যাই হোক, ওরেল, বেলগোরদ এবং খারকভ এলাকায় পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় এমন বিমান ও ট্যাংক আক্রমণ দলগুলিকে তখনো তারা রেখেছে এবং সেগুলির শক্তি ক্রমাগত বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এই ঘটনাকে শত্রুর আক্রমণাত্মক মনোভাবের প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হল।

মার্চ-এর শেষে এবং এপ্রিলে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স ও জেনারেল স্টাফ-এ মত বিনিময় হল ১৯৪৩-এর গ্রীষ্মে কোথায় এবং কিভাবে যুদ্ধের মূল লক্ষ্যগুলিকে অনুসরণ করা হবে সে বিষয়ে। রণাঙ্গনে সেনাবাহিনীতে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের নির্ভরযোগ্য প্রতিনিধিদের এবং কিছু ফ্রন্ট সেনাপতিকেও বলা হল তাদের মতামত দিতে।

'কোথায়' এই প্রশ্নটি তখন বিশেষ কঠিন ছিল না। তার একটাই জবাব ছিল—কুর্স্ক-এর স্ফীতিমুখ। এটা সেই জায়গা যেখানে ছিল শত্রুর প্রধান আঘাতকারী

শক্তি, যা আমাদের পক্ষে দুটো সম্ভাব্য বিপদের সূচনা করে: অনেকটা গভীরে পার্শ্বদেশ অতিক্রম করে মস্কো বেষ্টন করে আক্রমণ অথবা দক্ষিণ দিকে মোড় নেওয়া। অন্যদিকে, এটা হল শত্রুর সেই জায়গা—শত্রুর মূল দল—যেখানে আমরা আমাদের সৈন্য ও সাজ-সরঞ্জাম, বিশেষতঃ আমাদের বিরাট ট্যাংকবাহিনীকে ব্যবহার করে সবচেয়ে ভাল ফল পেতে পারি। অনেক সাফল্য সত্ত্বেও আর কোন সেক্টর কুর্স্ক-স্ফীতিমুখের মত এত সম্ভাবনাপূর্ণ ছিল না। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স, জেনারেল স্টাফ এবং ফ্রন্ট সেনাপতিরা ক্রমে এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছালেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—কিভাবে যুদ্ধের মূল লক্ষ্যকে অর্জন করা যায়। এটি ছিল বেশি জটিল। তৎক্ষণাৎ তার জবাব পাওয়া যায়নি এবং সেখানেও পার্থক্য ছিল।

৮ই এপ্রিল জি. কে. জুকভ, যিনি তখন ভরোনেজ ফ্রন্ট-এর সঙ্গে ছিলেন, সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ককে লিখলেন:

"আমার বিবেচনায় আমাদের সৈন্যদের পক্ষে নিকট ভবিষ্যতে আগ বাড়িয়ে আক্রমণ করাটা হবে অবিবেচনাপ্রসূত। আমাদের পক্ষে বেশি ভাল হবে প্রতিরক্ষার মধ্য দিয়ে শত্রুকে ক্ষয় করে ফেলা, তার ট্যাংকগুলি ধ্বংস করা তারপরে নতুন রিজার্ভ এনে ব্যাপক আক্রমণে তার মূল দলকে ধ্বংস করে ফেলা।"

ভ্যাসিলেভস্কি এই মতের সমর্থক ছিলেন।

স্তালিন নিজের মতামত প্রকাশ করলেন না কিন্তু ১২ই এপ্রিল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ গ্রীষ্মাভিযানের পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনার জন্য একটা বিশেষ সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত নিলেন। নাৎসী ফৌজ কি ব্যবস্থা নিতে পারে বা কোন পথে আক্রমণ করতে পারে এসব বিষয়ে জেনারেল স্টাফকে ঐ তারিখের মধ্যে ফ্রন্ট কম্যাণ্ডারদের মতামত সংগ্রহ করতে হবে। এই ঘটনায় সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক তাঁর দীর্ঘকালের পোষণ করা মত, "শত্রুর সম্পর্কে অনুমানের বশবর্তী না হওয়া", তার থেকে বিচ্যুত হলেন। পরিস্থিতি এটা দাবী করছিল।

"ফ্রন্ট কম্যাণ্ডারদের কাছে একটি প্রশ্নমালা পাঠিয়ে দিন," ৯ই এপ্রিল রাতে আন্তোনভ আমাকে আদেশ করলেন যখন রিপোর্ট সেরে আমরা জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স থেকে ফিরলাম।

এতে মাত্র কয়েক মিনিট লাগল। প্রশ্নমালাটি আমরা এভাবে লিখলাম: "অনুরোধ, ১২-৪-৪৩-এর মধ্যে বিরোধী শত্রুবাহিনী সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন এবং কোন দিক থেকে তাদের আক্রমণের সম্ভাবনা।"

টেলিগ্রামটি স্বাক্ষর করলেন আন্তোনভ।

নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে ফ্রন্ট সেনাপতি ও চিফ অব স্টাফেরা সমর্থন করলেন যে শত্রু তখনো তাদের আগের অবস্থানেই রয়েছে এবং তাঁদের সবাই জোরের সঙ্গে বললেন যে শত্রু অবধারিতভাবেই কুর্স্ক-এর দিকে তার আক্রমণ অভিযান চালাবে। উপরন্তু, মধ্য ফ্রন্টের কম্যাণ্ড আগ বাড়িয়ে শত্রুকে আক্রমণের পক্ষে মত প্রকাশ করল এবং আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নেবার আগেই ওরেল দলকে চূর্ণ করা সম্ভব এবং প্রয়োজন এই বিবেচনা করল। ফ্রন্টের চিফ অব স্টাফ এম. এস. মালিনিন ১০ই এপ্রিল জেনারেল স্টাফকে লিখলেন :

"সম্ভাব্য অগ্রগতির লাইনে শত্রু তার সৈন্যকে পুনর্গঠিত এবং কেন্দ্রীভূত করার কাজ করছে এবং বসন্তকালে রাস্তার ক্ষতি ও বন্যা কেটে যাবার পরে প্রয়োজনীয় রিজার্ভও গড়ে তুলছে। সুতরাং আশংকা করা যেতে পারে যে সে আনুমানিক ১৯৪৩-এর মে মাসের দ্বিতীয়ার্ধে একটা দৃঢ়সংকল্প আক্রমণ ঘটাবে।

"বর্তমান রণক্রিয়াগত পরিস্থিতিতে আমার বিবেচনায় এই ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা সুবিধাজনক : পশ্চিম ব্রিয়ান্স্ক ও মধ্য ফ্রন্টের উচিত যৌথ প্রচেষ্টায় শত্রুর ওরেল দলকে ধ্বংস করা এবং এইভাবে তাদের লিভনি পেরিয়ে ক্যাস্টোরনয়ের অভিমুখে ওরেল এলাকা ভেঙে বেরিয়ে যাবার সম্ভাবনা রোধ করা, গুরুত্বপূর্ণ মিৎসেন্স্ক-ওরেল-কুর্স্ক রেলপথ, যা আমাদের পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ তা দখল করা এবং শত্রুর ব্রিয়ান্স্ক রেলপথ ও সড়ক ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া উচিত।"

ভরোনেজ ফ্রন্ট-এর সমর পরিষদ আমাদের সেনাবাহিনীর কাজ সম্পর্কে প্রস্তাব দিতে সময় নিল। কিন্তু শত্রুর সম্পর্কে তার বক্তব্যও যথেষ্ট স্পষ্ট ছিল :

"একটা সমকেন্দ্রীক আক্রমণ করাই শত্রুর প্ল্যান : বেলগোরোদ এলাকা থেকে উত্তর-পূর্বে, আর দক্ষিণ-পূর্বে ওরেল এলাকা থেকে যাতে বেলগোরোদ-কুর্স্ক লাইনের পশ্চিমে অবস্থিত আমাদের সৈন্যদের ঘিরে ফেলা যায়।"

"এটাও আশা করা যায় যে শত্রু দক্ষিণ-পুবদিকে দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের পার্শ্বদেশে ও পশ্চাতে আঘাত করবে উত্তর অভিমুখে পরবর্তী একটা দোলা দিয়ে। যাই হোক, এটাও অস্বীকার করা যায় না যে এবছর শত্রু দক্ষিণ-পুবে আক্রমণ অভিযানের প্ল্যান বাতিল করতে পারে অন্য এক পরিকল্পনার জন্যে। উদাহরণস্বরূপ, বেলগোরোদ এবং ওরেল অঞ্চল থেকে ব্যাপক আক্রমণ চালাবার পর তারা আক্রমণের গতি পরিবর্তিত করতে পারে উত্তর-পুব দিকে মস্কোর পার্শ্ব অতিক্রম করে যাবার জন্য। এই সম্ভাবনা অবশ্যই হিসেবে রাখতে হবে এবং সেই অনুসারে রিজার্ভ

মজুত রাখতে হবে।”

রিপোর্টের শেষে সিদ্ধান্ত করা হল: “শত্রু এখনো বড় আকারের আক্রমণ অভিযানের জন্য প্রস্তুত নয়। এ বছর ২০শে এপ্রিলের আগে, খুব সম্ভবতঃ আক্রমণ শুরু হবার সম্ভাবনা নেই…যে কোন সময় বিক্ষিপ্ত আক্রমণের আশংকা আছে।”

১২ এপ্রিল সন্ধ্যায় জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর সম্মেলনে পরিস্থিতির সতর্ক বিশ্লেষণের পর সাধারণভাবে ঐকমত্য হল যে নাৎসী বাহিনীর গ্রীষ্ম অভিযানের সবচেয়ে সম্ভাব্য উদ্দেশ্য হল কুর্স্ক, স্ফীতিমুখে মধ্য ও ভরোনেজ ফ্রন্ট-এর মূল বাহিনীগুলিকে বেষ্টন ও ধ্বংস করা। পূর্বে ও মস্কো সহ দক্ষিণ-পূর্বে এরই অনুবর্তনের কথাও উড়িয়ে দেওয়া হল না। স্তালিন এ বিষয়ে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করলেন।

শেষ পর্যন্ত কুর্স্ক এলাকায় আমাদের মূল বাহিনীগুলিকে কেন্দ্রীভূত করা, আত্মরক্ষামূলক রণক্রিয়ায় শত্রুসৈন্যের রক্তক্ষরণ এবং তারপরে আক্রমণে ফিরে শত্রুর সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন করা—এই স্থির হল। সম্ভাব্য ঘটনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার জন্য সমগ্র রণাঙ্গনে গভীর ও নিরাপদ প্রতিরক্ষাব্যূহ নির্মাণ করা এবং বিশেষতঃ কুর্স্ক খণ্ডে সেগুলিকে অত্যন্ত শক্তিশালী করা প্রয়োজন বলে বিবেচনা করা হল।

অদূর ভবিষ্যতে যদি নাৎসী কমাণ্ড তার আক্রমণ অভিযান না চালায় এবং তা অনেকদিন যাবৎ বাতিল করে চলে সেক্ষেত্রে শত্রু আক্রমণের অপেক্ষা না ক'রে সোভিয়েত বাহিনীকে আক্রমণে লাগানোর বিকল্প পরিকল্পনাও ছিল।

এই সম্মেলনের পরে জেনারেল স্টাফ গ্রীষ্মাভিযান ও তার প্রধান রণক্রিয়াগুলির পরিকল্পনা রচনার বাস্তব কাজে নেমে পড়ল। আর ঠিক তখন, ২১শে এপ্রিল, জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স ভরোনেজ ফ্রন্ট থেকে দেরীতে আসা মতামত পেল। এই ফ্রন্টও পরবর্তী পাল্টা আক্রমণসহ দৃঢ় প্রতিরক্ষার সপক্ষে ছিল—তার সঙ্গে অবশ্য শত্রু আক্রমণ করতে অনেক দেরী করলে আগ বাড়িয়ে আক্রমণের সংস্থানও ছিল। মোটের উপর ভবিষ্যৎ লক্ষ্য সম্বন্ধে সূত্রটি বেশ নমনীয় ছিল।

ঝাঁপ দেবার আগে ১৯৪৩-এর গ্রীষ্মাভিযানের পরিকল্পনা রচনায় আমাদের সবকিছু সতর্কভাবে বিবেচনা করতে হয়েছে। আমরা নিজেরা তখনই কোন আক্রমণ শুরু করতে পারি না। এমনকি শত্রু আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত হবার জন্য সতর্ক প্রস্তুতি নিতে হয়েছে আমাদের সৈন্যদল ও রিজার্ভের শক্তিবৃদ্ধি এবং তাদের কেন্দ্রীভূত করে, অস্ত্রশস্ত্র এনে ও জ্বালানীভাণ্ডার গড়ে

তুলে। যেমন, বড় আকারের আক্রমণ অভিযানের আগে প্রতিটি বিমান পিছু কুড়িবার জ্বালানী ভর্তি করবার ব্যবস্থা থাকাটা অত্যাবশ্যক বিবেচনা করা হয়েছিল। বিমানবহরের জন্য সেই পরিমাণ জ্বালানী জমা করার জন্য আমরা শত্রুর বিমানক্ষেত্র ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর আক্রমণ সাময়িকভাবে বন্ধ রেখেছিলাম।

২৫শে এপ্রিল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স ভরোনেজ রণাঙ্গন, যেখানে শত্রুর সবচেয়ে শক্তিশালী বেলগোরোদ-খারকভ দলটি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল, তার অবস্থা পর্যালোচনা করল। ·ফ্রন্ট-এর প্রতিরক্ষা পরিকল্পনাটি অনুমোদন করা হল এবং ১০ই মে'র জন্য প্রস্তুত থাকা নির্দিষ্ট হল। ১০ই জুনের আগেই আক্রমণ করার জন্যেও ফ্রন্টকে তৈরি থাকতে হবে। আগ বাড়িয়ে আঘাত করার মতলবটা তখনও বাদ দেওয়া হয়নি তবে তাকে পর্দার আড়ালে ঠেলে দেওয়া হয়েছে।

আমরা সব রকমের হিসেব করেছি। যে কোন রণক্রিয়ার প্রস্তুতিতে যে প্রচণ্ড সৃজনশীল সাংগঠনিক কাজের দরকার দারুণ চাপের মধ্যে তা চলছিল।

সেই মুহূর্তে এটা বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল যে শত্রু এপ্রিলের শেষ কিংবা মে র শুরুতে কোন দৃঢ়সংকল্প আক্রমণ শুরু করতে সক্ষম নয়। কিন্তু তারা সময়ের অপচয় করছিল না। যে মুহূর্তে বেলগোরোদে তাদের অবস্থা স্থিতিশীল হয়ে এল, তারা গভীর ট্রেঞ্চ কেটে প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে তুলতে লাগল, ঠিক যেমনটির সম্মুখীন হয়েছিলাম মিউজ নদীতে। এটা আমরা হিসেবের মধ্যে রাখলাম এবং এই রকম এক প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেদ করতে পারে এমন আক্রমণের কথা চিন্তা করে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স ব্যূহ ভেদযোগ্য গোলন্দাজী কোর, সর্বোচ্চ কম্যাণ্ডের রিজার্ভ-এর কামান-গোলন্দাজ ডিভিশনগুলি এবং বিশেষ ট্যাংক প্রতিরোধী ব্রিগেডগুলিকে সংগঠিত করার কাজ ত্বরান্বিত করল। যদি শত্রু আক্রমণ করে তা প্রতিহত করার জন্যেও এইসব গোলন্দাজী বাহিনী আমাদের একই রকম-ভাবে দরকার ছিল।

জেনারেল স্টাফ কুস্ক্-এর চারপাশে সৈন্য ও সাজ-সরঞ্জামের বৃহত্তম যে সমাবেশ ঘটাল এই যুদ্ধে আগে তা আর দেখা যায় নি। রেলের সময়সূচী পাল্টাতে হল, পরিবহণ ক্ষমতাও বাড়াতে হল।

'দৃঢ়সংকল্প প্রতিরোধ, পরে পাল্টা আক্রমণ'—এর তখনও পর্যন্ত অস্পষ্ট তাত্ত্বিক সমস্যাগুলির সমাধান করা নিতান্তই দরকার ছিল। সমস্যা ছিল অনেক। এমন

এক রণক্রিয়ার সাফল্যের ব্যাপারে কিভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়? শত্রুর চেয়ে কম সৈন্য নিয়ে কি তা করা সম্ভব? সেনাদলের ব্যাপারে পূর্ব-পরিকল্পিত প্রাধান্যের কি দরকার আছে? এই প্রাধান্য কোন স্তরে লাভ করা উচিত— কৌশলগত না রণক্রিয়াগত, আর্মি কিংবা ফ্রন্ট? জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর পক্ষে কি সবচেয়ে ভাল হয় রিজার্ভকে নিয়ন্ত্রণে রেখে ঠিক সময়ে তাকে ব্যবহার করলে, যাতে পাল্টা আক্রমণ তীব্র হয়ে ওঠার সময় চূড়ান্ত একটা সুবিধা সৃষ্টি করা যায়? পাল্টা অভিযানের সঠিক মুহূর্তটিও ঠিক করা দরকার ছিল। প্রতিরোধকারী সৈন্যদের নিঃশেষ করে ফেলতে শত্রুকে কিছুতেই দেওয়া যায় না। অন্যদিকে, কিছুতেই তাড়াহুড়ো চলবে না, ক্ষয়-ক্ষতির ফলে পঙ্গু হয়ে যাবার আগে শত্রুকে অকালে আক্রমণও নয়।

পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে শুরু করে দক্ষিণ দিকের ফ্রন্ট কম্যাণ্ডার এবং তাদের স্টাফ জেনারেল স্টাফ-এর সঙ্গে মিলে এই সমস্যার সমাধানে লেগে গেল। সময় আর ছিল না। গ্রীষ্মাভিযানের প্রস্তুতিকে দৈনন্দিন কাজের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে, তাই দুটোরই সুবিধার জন্য তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক কাজকে একত্রিত করা হল।

যখন সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের কাছে পাল্টা অভিযান শুরু করার মুহূর্ত সম্বন্ধে তাঁর মত জানতে চাওয়া হল তিনি এই উত্তর দিলেন:

"উদ্ভূত পরিস্থিতির বিচার করে ফ্রন্টগুলি নিজেরাই তা ঠিক করুক। জেনারেল স্টাফের দায়িত্ব কেবল এটুকু দেখা যেন সমন্বয় ভেঙে না পড়ে আর দীর্ঘ বিরতি যেন না আসে যাতে শত্রু যে লাইনে এসে উপস্থিত হয়েছে সেখানে কায়েম হয়ে পড়তে পারে। সঠিক মুহূর্তে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর রিজার্ভকে নিয়োজিত করাটাও একান্ত জরুরী।"

কারো মনেই সন্দেহ ছিল না যে প্রতিরোধমূলক লড়াইতে মধ্য ও ভরোনেজ ফ্রন্ট মুখ্য ভূমিকা নেবে। ব্রিয়ান্স্ক ও দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টও অংশগ্রহণ করবে এটা সম্ভব নয়। জুকভ ও ম্যালিনোভস্কি নিঃসন্দেহ ছিলেন যে দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্ট আক্রান্ত হবে। তার যেহেতু নিজের কোন রিজার্ভ ছিল না তাই তাঁরা জোর করলেন যেন তার ও ভরোনেজ ফ্রন্ট-এর সীমানার পেছন দিকে একটি আর্মি, নিদেনপক্ষে একটি ট্যাংক কোরকে মোতায়েন রাখা হয়।

অতীতের লড়াইগুলিতে শত্রুর প্রযুক্ত রণক্রিয়াগত কৌশলগুলি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করার ফলে আমরা বাধ্য হলাম আরো কথা মনে রাখতে। দক্ষিণ পাশে

আমাদের যে কোন রণাঙ্গনে সে আড়াল করার বা মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে রণক্রিয়া শুরু করতে পারে। কাজেই ২০শে এপ্রিলের মধ্যে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স ও জেনারেল স্টাফ অগ্রবর্তী প্রায় সমস্ত অঞ্চল পরীক্ষা করল, আর তা করতে গিয়ে অবশ্য বহু রকমের ত্রুটি আবিষ্কার করল। ২১শে এপ্রিল স্তালিন লেনিনগ্রাদ ও কারেলীয় ফ্রন্ট বাদে আর সব ফ্রন্টের জন্য বিশেষ হুকুমনামাগুলিতে সই করলেন।

যেহেতু যুদ্ধের গতিপথে ঘটনাগুলি এগিয়ে চলছিল চূড়ান্ত সন্ধিক্ষণের দিকে, সোভিয়েত সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক অবিরাম সতর্ক ছিলেন তার স্ট্রাটেজিক রিজার্ভ, তার বণ্টন ও কিভাবে তাদের কাজে লাগান হচ্ছে সে বিষয়ে। মার্চ-এর গোড়ায় জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স বিশেষ রিজার্ভ ফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত নেয় এবং আগেই উল্লেখ করেছি, ১৩ই এরকম একটা ফ্রন্ট গঠিত হয়। এর অন্তর্ভুক্ত ছিল তিনটি ফিল্ড আর্মি (২য় রিজার্ভ, ২৪শ ও ৬৬তম) এবং তিনটি ট্যাংক কোর (৪র্থ রক্ষী, ৩য় ও ১০ম)। এপ্রিলে এই বাহিনীটিকে উল্লেখযোগ্যভাবে জোরদার করা হল। আরো তিনটি ফিল্ড আর্মি (৪৬শ, ৪৭শ ও ৫৩তম) এর সঙ্গে যুক্ত হল এবং তৎসহ একটি ট্যাংক আর্মি (৫ম রক্ষী), তাছাড়া আরো একটি ট্যাংক কোর (১ম) এবং দুটি যন্ত্রায়িত কোর (১ম ও ৪র্থ)। এই ফ্রন্ট নানা সময়ে নানা নামে পরিচিত ছিল। যেমন, রিজার্ভ ফ্রন্ট (এপ্রিল ১০ থেকে ১৫), স্তেপ সামরিক জেলা এবং শেষ পর্যন্ত স্তেপ ফ্রন্ট (জুলাই ৯ থেকে অক্টোবর ২০)। একটু পরেই পাঠক দেখতে পাবেন, নামের এইসব পরিবর্তনের বিশেষ এক তাৎপর্য ছিল, যদিও স্ট্রাটেজিক রিজার্ভ-এর সেই আবশ্যিক নীতিটি বহাল ছিল। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স এবং জেনারেল স্টাফ-এর আলোচ্য রণক্রিয়ার রক্ষণাত্মক পর্যায়ে তাদের যুদ্ধে নামানোর কোন ইচ্ছা ছিল না। পাল্টা আক্রমণ যখন শুরু হবে তখনকার জন্য স্ট্রাটেজিক রিজার্ভ বাহিনীকে একটা নির্ধারক ভূমিকা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু স্তালিন অভিমত দিলেন যে কোন অঘটন ঘটলে স্তেপ সামরিক জেলাকে আগে থেকেই মধ্যখণ্ডে যুদ্ধরত ফ্রন্টের পেছনে মোতায়েন করতে হবে, যাতে পরিস্থিতি দেখা দিলে তাকে প্রতিরক্ষায়ও ব্যবহার করা যায়। ২৩শে এপ্রিল স্তেপ সামরিক জেলা এই নির্দেশটি পেল যা চূড়ান্ত কর্মী সরবরাহ ও তার প্রশিক্ষণের সঙ্গে একযোগে কার্যকরী করতে হবে:

"যদি জেলার বাহিনী প্রস্তুত হবার আগেই শত্রু আক্রমণ আরম্ভ করে তাহলে নীচে উল্লিখিত সেক্টরগুলিকে রক্ষার জন্য অবশ্যই যত্ন নিতে হবে: (১) লিভনি,

ইয়েলেৎস, রানেনবার্গ ; (২) শ্চিগরি, ক্যাণ্টোরনয়ে, ভরোনেজ ; (৩) স্টারোবেলস্ক, কান্তেমিরোভকা, বোগুচার এবং চেরৎকোভো, মিলারোভো অঞ্চল।"

একই সময়ে তথাকথিত রাষ্ট্রীয় সীমানাকে ১৫ই জুনের আগে পার্টি সংগঠনের নেতৃত্বে স্থানীয় মানুষেরা প্রতিরক্ষার জন্য প্রস্তুত করতে পারে নি। এই সীমানা ভয়েইকোভো, লেবেদিয়ান, জাদন্স্ক, ভরোনেজ, লিসকি, পাভলোভস্ক এবং বোগুচার-এর মধ্যদিয়ে ডন-এর বাম উপকূল বরাবর চলে গেছে। স্তেপ সামরিক জেলা এই লাইনটি পরীক্ষা করল এবং প্রয়োজন দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তা দখল করার জন্য প্রস্তুত থাকল। উত্তর দনেৎস-এ আমাদের পুরানো প্রতিরক্ষা লাইন—ইয়েফ্রেমভ, বোগ্কি, আলেক্সেইয়েভকা, বেলোভোদস্ক, কামেন্স্ক—টিও পরীক্ষিত হল।

ফল এই হল, লড়িয়ে ফ্রন্টগুলির পেছনে, যে জায়গাটিতে শত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি, প্রায় ৩০০ কিলোমিটার গভীর একটি প্রতিরক্ষা এলাকা গড়ে তোলা হল। এটা হল সেই জায়গা যেখানে আমাদের স্ট্রাটেজিক রিজার্ভ বাহিনীর শত্রু নিধন করার কথা, যদি তারা এখানে অনুপ্রবেশ করতে পারে। সেই সঙ্গে স্তেপ জেলার উপর এই দায়িত্বও রইল: "সৈন্যদল, স্টাফ ও কম্যাণ্ডারদের প্রধানতঃ আক্রমণাত্মক লড়াই ও রণক্রিয়ার জন্য, শত্রুর প্রতিরক্ষা অঞ্চলকে বিদীর্ণ করার জন্য এবং সেই সঙ্গে জোরালো পাল্টা আক্রমণ চালানো এবং ব্যাপক আক্রমণের বিরুদ্ধে ট্যাংক ও বিমানবহরের সাহায্যে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।"

নীতিগত দিক দিয়ে এই দায়িত্ব সামরিক জেলার ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না আর তাই, ৯ই জুলাই তার নতুন নামকরণ হল স্তেপ ফ্রন্ট। এই ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত ছিল লেফটেন্যাণ্ট-জেনারেল এস. জি. ত্রোফিমেংকোর ২৭শ আর্মি, লেফটেন্যান্ট-জেনারেল এ. আই. রাইজভ-এর ৪৭শ বাহিনী, লেফটেন্যাণ্ট-জেনারেল আই. এম. ম্যাসাগারোভ-এর ৫৩তম আর্মি লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল এ. এস. ঝাদভ-এর ৫ম রক্ষী আর্মি (প্রাক্তন ৬৬তম), লেফটেন্যাণ্ট-জেনারেল পি. এ. রোৎমিস্ত্রভ-এর ৫ম রক্ষী ট্যাংক আর্মি, লেফটেন্যাণ্ট-জেনারেল এস. কে. গোরিয়ুনভ-এর ৫ম বিমান আর্মি, ৪র্থ রক্ষী এবং ১০ম ট্যাংক কোর, ১ম রক্ষী যন্ত্রায়িত কোর এবং ৭ম, ৩য় ও ৫ম রক্ষী অশ্বারোহী কোর।

পেছনে শক্তিশালী স্ট্র্যাটেজিক রিজার্ভ বাহিনীসহ আমাদের যুদ্ধরত ফ্রন্টগুলির প্রশস্ত বহু-আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা ব্যূহ এবং ডন রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা সীমানা গঠনের

ফলে যে কোন পরিস্থিতিতে শত্রুকে রুখে দেবার আমাদের ক্ষমতা গ্যারান্টি পেল। কিন্তু নাৎসী বাহিনীর সম্পূর্ণ পরাজয়ের পক্ষে এই গ্যারান্টি যথেষ্ট ছিল না। এটা অর্জন করার জন্য নতুন পথের সন্ধান চলতে লাগল।

এই অনুসন্ধানের মধ্যে আমরা একাধিকবার পশ্চিম ও ব্রিয়ানস্ক ফ্রন্টের দিকে ফিরলাম। এটা ধরে নেওয়া হয়েছিল যে মধ্য ও ভরোনেজ ফ্রন্টের চেয়ে এখানে শত্রু আক্রমণ ঘটবে অনেক কম মাত্রায়। সেই সঙ্গে আমরা হিসেব করলাম যে শত্রুর ওরেল দল কুর্স্ক-এর উপর নাৎসীদের মূল আক্রমণে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য। আমরা আশা করলাম যখন তাদের প্রধান বর্শাফলক তার গতিবেগ হারাবে এবং নাৎসীরা সংকটের মুখে পড়বে তখনই একে লড়াইতে নামানো হবে। এই নতুন সৈন্য নিয়োগ এমন একটা ব্যাপার যাকে যে কোন সম্ভাব্য উপায়ে বন্ধ করতে হবে। ঠিক যে মুহূর্তে ওরেল দলকে লড়াইতে নামানো হবে সেই মুহূর্তে পশ্চিম ও ব্রিয়নস্ক ফ্রন্টের যুক্ত প্রয়াসে তাকে চূর্ণ করতে হবে। এই কারণে আমরা এই সেক্টরে উপযুক্ত সময়ে আক্রমণাত্মক রণক্রিয়ার পরিকল্পনা করলাম যা শুরু করার মুহূর্তটি নির্ভর করবে কুর্স্ক স্ফীতিমুখের যুদ্ধে সংকট মুহূর্তের উপর। এই রণক্রিয়া ছিল অবিসংবাদিতভাবে সোভিয়েত বাহিনীর সাধারণ সাফল্যের একটি অতিরিক্ত এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্যারান্টি। এই পরিকল্পনার সাংকেতিক নাম হল 'কুতুজভ।'

ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর ধাঁচটা আমরা মোটামুটি এরকম দেখলাম: আক্রমণের সময় শত্রু প্রধানতঃ ট্যাংক ও বিমানের উপর নির্ভর করবে; পদাতিক বাহিনী একটা গৌণ ভূমিকা পালন করবে কারণ বিগত বছরগুলিতে তা ছিল দুর্বলতর।

শত্রুর বর্শামুখগুলির সংস্থান থেকে বোঝা যায় যে তারা সমকেন্দ্রমুখী দুই দিক থেকে আক্রমণ করবে। ওরেল-ক্রোমি দল উত্তর দিক থেকে কুর্স্ক-এ খোঁচা দেবে, এদিকে বেলগোরোদ-খারকভ দল দক্ষিণ থেকে কুর্স্ক-এ আঘাত করবে। আমাদের ফ্রন্টকে দ্বিধাবিভক্ত করার মতলবে আরেকটি সহায়ক আক্রমণের কথা ভাবা হয়েছে কুর্স্ক-এর দিকে সেইম ও সিভল নদীর মাঝখানে ভরোঝবা এলাকা থেকে।

প্যাঞ্জার, বিমান ও পদাতিক বাহিনীর জন্য এই লক্ষ্যগুলি নির্ধারণ করে নাৎসী হাইকম্যাণ্ড নিশ্চয়ই কুর্স্ক স্ফীতিমুখ রক্ষায় নিয়োজিত আমাদের বাহিনীগুলিকে বেষ্টন করে মুছে ফেলার কথাটাও হিসেবের মধ্যে এনে থাকবে। ধরে নেওয়া হয়েছিল যে শত্রু করোচা, টিম, ড্রসকোভো লাইনে পৌছাবার মতলব করছে

আক্রমণের প্রথম ধাপে আর দ্বিতীয় ধাপে ভ্যালুইকি ও উরাজোভোর মধ্য দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের পার্শ্বদেশে ও পশ্চাদ্‌ভাগে আঘাত করার। এটা সম্ভব মনে করা হয়েছিল যে এই আঘাতের সঙ্গে যুক্ত হবে স্‌ভাতোভো, উরাজোভো অভিমুখে লিসিচান্‌স্ক এলাকা থেকে দেওয়া উত্তরমুখী এক খোঁচা। ডনবাসের দিকের যে রেলপথটি আমাদের কাছে অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ সেটি সহ লিভনি, ক্যাস্টোরনয়ে, স্টারি এবং নোভিওস্‌কল লাইন দখল করার চেষ্টা জার্মানরা করতে পারে এটাও অসম্ভব নয়। এরপরে নিশ্চয়ই শত্রুসৈন্যের একদফা পুনর্গঠন হবে যাতে তাদের লিস্‌কি, ভরোনেজ, ইয়েলেৎস্‌ লাইনে নিয়ে আসা যায় যেখান থেকে তারা দক্ষিণ-পূর্ব থেকে পার্শ্ব অতিক্রম করে মস্কোর দিকে আক্রমণ সংগঠিত করতে পারে।

৮ই এপ্রিল নাগাদ শত্রু ১৫-১৬টি প্যাঞ্জার ডিভিশনকে ভরোনেজ ও মধ্যফ্রন্টের মুখোমুখি জড়ো করল যার ট্যাংকের সংখ্যা ২৫০০টি। তার অতিরিক্ত, এই অঞ্চলে তাদের সুস্পষ্টভাবে বেশি সংখ্যক পদাতিক ডিভিশন ছিল। এই বাহিনীগুলি নিয়মিতভাবে বেড়ে চলেছিল। ২১শে এপ্রিল এন. এফ. ভাতুতিন গুণে দেখেন যে কেবল মাত্র বেলগোরোদ এলাকাতেই ভরোনেজ ফ্রন্টের বিরুদ্ধে কুড়িটি পর্যন্ত পদাতিক ও এগারোটি পর্যন্ত ট্যাংক ডিভিশন বর্শামুখ রচনা করেছে।

এই সংবাদ ও সর্বোচ্চ কম্যাণ্ডের ধারণা সেই ফ্রন্টগুলির প্রত্যেকটির রণক্রিয়া পরিকল্পনাকে ক্রমে আকার দিল যে ফ্রন্টগুলি কুর্স্ক্‌-এর কৌশলগত রণক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত ছিল।

ভরোনেজ ফ্রন্টের সমর পরিষদ রিপোর্ট করল যে অদূর ভবিষ্যতে তার বাস্তব কার্যকলাপের ভিত্তি হবে এইগুলি :

"(ক) গভীর প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা। এই উদ্দেশ্যে কিছু সংখ্যক প্রতিরক্ষা লাইন তৈরি এবং ইতিমধ্যেই তা জনপূর্ণ করা হয়েছে। এতে শত্রুর রণক্রিয়াগত অনুপ্রবেশ রুদ্ধ হবে :

"(খ) ঘন সন্নিবদ্ধ ট্যাংক নিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যূহ সংগঠিত করা যা অনেকটা প্রশস্ত করে তৈরি হবে বিশেষ করে সেই সব খণ্ডে যাঁরা ট্যাংক আক্রমণের মুখে রয়েছে। এই উদ্দেশ্যে ট্যাংক বিরোধী প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা সতর্কতার সঙ্গে তৈরি হচ্ছে, স্তরে স্তরে তৈরি ট্যাংক বিরোধী অঞ্চল গঠিত হচ্ছে। ট্যাংকের বিরুদ্ধে ইঞ্জিনীয়ারিং বাধা খাড়া করা হচ্ছে সামনের কিনারা ও ভিতর এই উভয়দিকে মাইনক্ষেত্র সহ। আগুন-ছোঁড়া সাজ-সরঞ্জামও ব্যবহার করতে হবে, শত্রুর

ট্যাংকের অগ্রগতির মূল-লাইনে কামান ও রকেট বর্ষণ ও বিমান আক্রমণের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। অনেকটা অভ্যন্তর পর্যন্ত রণক্রিয়াগত বাধা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। গতিশীল ট্যাংক মারা রিজার্ভ মোতায়েন করা হচ্ছে প্রত্যেক বাহিনী ও ইউনিটের সঙ্গে :

"(গ) প্রতিরক্ষা সাফল্যের ভিত্তি হিসেবে মহড়ার জন্য প্রস্তুতি এবং তা চালিয়ে যাওয়া।

"ট্যাংক-মারা অস্ত্র, কামান ও রকেট ইউনিট, ট্যাংক, দ্বিতীয় স্তর ও রিজার্ভ এইসব সহযোগে মহড়া দেওয়া সুনিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যাতে শত্রু আক্রমণের মূল লাইনে আরো দ্রুত আরো ঘন ও গভীর প্রতিরক্ষা সৃষ্টি করা যায়, পাল্টা আক্রমণের জন্য দ্রুত শক্তি সঞ্চয় করা যায় এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় সেনাদল তৈরি করা যায়।"

মধ্য ফ্রন্টেও একই কাজ চলছিল। জি. কে. জুকভ. যিনি সেখানে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর প্রতিনিধি ছিলেন, সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ককে রিপোর্ট দিয়েছেন :

"১৩শ ও ৭০তম বাহিনীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সঠিকভাবেই সংগঠিত ও চওড়ার দিকে স্তরে স্তরে সাজান হয়েছে। ৪৮শ বাহিনীর প্রতিরক্ষা বড়ই ক্ষীণভাবে সংগঠিত হয়েছে...কম কামান এবং কম গভীরতা...আমার বিবেচনায় রোমানেংকোর শক্তিবৃদ্ধি করা উচিত জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর মজুত থেকে দুটি পদাতিক ডিভিশন, তিনটি টি-৩৪ ট্যাংক রেজিমেণ্ট, দুটি বিশেষ ট্যাংক বিধ্বংসী গোলন্দাজ রেজিমেণ্ট এবং দুটি মর্টার রেজিমেণ্ট বা জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর রিজার্ভ গোলন্দাজ রেজিমেণ্টের সাহায্যে। যদি এটা দেওয়া যায় রোমানেংকো একটা ভাল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংগঠিত করতে পারবে এবং যখন প্রয়োজন হবে একটা বেশ ভাল সংহত বাহিনী হিসেবে আক্রমণে যেতে পারবে।"

এইসব অনুরোধ জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স সতর্কভাবে বিবেচনা করল এবং আগের তুলনায় এখন যা একেবারেই আলাদা ব্যাপার, জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স এখন এগুলির অধিকাংশই পুরোপুরি মিটাতে সক্ষম। ইতিমধ্যে দেশে সৃষ্টি হয়েছে একটা সুসংগঠিত যুদ্ধ-অর্থনীতি। উরাল, পশ্চিম সাইবেরিয়া এবং কাজাখস্তানের ধাতু, শক্তি ও যন্ত্রনির্মাণ শিল্প রণাঙ্গনের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম উৎপাদনের একটা বিরাট ভিত্তি রচনা করেছে। ১৯৪৩-এর মে মাসে এক প্লেটুন সাব-মেশিনগান চালক আবির্ভূত হল প্রত্যেক পদাতিক

কোম্পানীতে। ট্যাংক ও যন্ত্রান্বিত বাহিনীগুলিকেও সাব-মেশিনগান সরবরাহ করা হল।

যখন প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি চলছিল তখন পাল্টা আক্রমণের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ের আলোচনাও চলছিল। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স ও জেনারেল স্টাফ বিশেষভাবে মূল আক্রমণের গতিপথ নিয়ে চিন্তিত। এর জন্য প্রচুর মাথা ঘামান হয়েছে কিন্তু তৎক্ষণাৎ সবসেরা কোন সমাধানে পৌঁছান যায়নি।

প্রথমে আমরা অনেকে ভরোনেজ ফ্রন্টের দেওয়া এই পরামর্শে আগ্রহী হলাম যে কুর্স্ক-এর দক্ষিণে মূল বাহিনীগুলির কেন্দ্রীভূত হওয়া উচিত, নীপারের দক্ষিণতীরে একটা বড়মত লাফ দেবার জায়গা পাবার জন্য খারকভ, নীপ্রপেত্রোভস্ক-এর অভিমুখে আঘাত করা উচিত, আর উচিত তারই অনুগমন করে ক্রেমেনচুগ, ক্রিভয়রগ, খারসন লাইনে এবং অনুকূল পরিস্থিতিতে, চেরকাসি নিকোলায়েভ মেরিডিয়ান-এও ভেঙে বেরিয়ে আসা। ফ্রন্টের সমর পরিষদ বিশ্বাস করত যে এটা হল সেই জায়গা যেখানে পাল্টা অভিযান সম্ভব করে তুলবে "যুদ্ধের পরিণতির দিক থেকে একটা নির্ধারক ফললাভ।" জার্মানদের আর্মি গ্রুপ সেণ্টারকে তা উৎখাত করবে—যেটি তখন নাৎসী কম্যাণ্ডের মধ্যে ছিল সবচেয়ে সক্রিয় বাহিনী—, শত্রুকে একটা অত্যন্ত সমৃদ্ধ খাদ্যাঞ্চল থেকে এবং ডনবাস, ক্রিভয়রগ, খারকভ ও নীপ্রোপেত্রোভস্ক-এর মত গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চল থেকেও বঞ্চিত করবে। সেই সঙ্গে আমাদের উচিত হিটলারী জার্মানীর দক্ষিণী মিত্রদের সীমানায় পৌঁছান এবং এইভাবে যুদ্ধ থেকে তাদের বিদায়কে ত্বরান্বিত করা। এই রণক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে ভরোনেজ, দক্ষিণ-পশ্চিম এবং দক্ষিণ ফ্রন্ট, আর চূড়ান্ত পর্যায়ে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর রিজার্ভ দ্বারা শক্তিমান মধ্যফ্রন্টও।

শত্রুর দক্ষিণ দলকে খতম করার চিন্তাটা বেশ প্রলুব্ধ করে। তা সত্ত্বেও এই পরিকল্পনা নামঞ্জুর হল। এতে সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের কেন্দ্রটি এবং সর্বোপরি, পশ্চিম স্ট্র্যাটেজিক সেক্টর অস্পৃষ্ট রইল। শত্রুর মূলদল—আর্মি গ্রুপ সেণ্টারকে নির্বীর্য করতে পারেনি যেটি পরে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফ্রন্টগুলির পার্শ্বদেশকে বিপন্ন করে তুলবে। এটি কিয়েভ এলাকাকে পাশ কাটিয়ে গেছে যা রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও খাঁটি সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ।

জেনারেল স্টাফ-এর মতে খারকভ পোলটাভা ও কিয়েভে আঘাত করলে

সেরা ফল পাবার প্রতিশ্রুতি আছে। ইউক্রেনের রাজধানীতে যা কিনা একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কেন্দ্র—সোভিয়েত বাহিনীর অনুপ্রবেশ বিপুল সামরিক ফল দেবে যার মধ্যে থাকবে নীপ্রোপেত্রোভ্‌স্ক অভিমুখে আক্রমণে যা পাবার সম্ভাবনা তা-ও। তার উপরে শত্রুর ফ্রন্ট আরো বেশি ছিন্নভিন্ন হবে (বিশেষ করে যদি সোভিয়েত বাহিনী কার্পেথিয়ান ভেদ করে) এবং তার মূল দলের পক্ষে বিভিন্ন লড়াইয়ের মধ্যে সমন্বয় ঘটান মুস্কিল হয়ে পড়বে। কিয়েভ এলাকা থেকে একই রকমভাবে বিপন্ন করা যেতে পারে আর্মি গ্রুপ দক্ষিণ এবং (এটা ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ!) আর্মি গ্রুপ সেণ্ট্রার-এর ডানদিক, এই দুটোরই পার্শ্বদেশ ও পশ্চাদ্‌-ভাগকে। শেষতঃ, যদি এই পরিকল্পনা গৃহীত হয় তাহলে পরবর্তী লড়াইয়ে আমরা যথেষ্ট শক্তিশালী অবস্থায় থাকব। পরিকল্পনাটি গৃহীত হল। তার প্রথম ভাগ—শত্রুর বেলগোরোদ-খারকভ দলের ধ্বংস সাধন-কে একটা আন্ত-ফ্রণ্ট রণক্রিয়া হিসাবে সূত্রায়িত করা হল যার সাংকেতিক নাম "রুমিয়ান্ত্সেভ।"

"কুতুজভ" রণক্রিয়া পরিকল্পনা, যার সঙ্গে ইতিমধ্যেই পাঠকের পরিচয় ঘটেছে, তা কিয়েভে খোঁচা দেয়ার সঙ্গে খুব খাপ খেয়েছিল। এই পরিকল্পনার সামিল ছিল পশ্চিম ও ব্রিয়ান্স্ক ফ্রণ্টের সোজাসুজি পশ্চিমমুখী আক্রমণ যার লক্ষ্য ওরেল দলকে চূর্ণ করা, তার পরেই বাইলোরুশিয়া অধিকার এবং পূর্ব প্রুশিয়া ও পূর্ব পোলাণ্ডে পরবর্তী অনুপ্রবেশ। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে জেনারেল স্টাফ-এর হিসেব অনুসারে এই দুটি ফ্রণ্ট কেবলমাত্র তখনই এগোবে যখন শত্রু মধ্য ও ভরোনেজ ফ্রণ্টের গভীরভাবে সারিবদ্ধভাবে বিন্যস্ত প্রতিরক্ষা ব্যূহে আটকা পড়ে যাবে। এটা হল, আসলে ঠিক যা বাস্তবে ঘটেছিল তাই। পশ্চিম ও ব্রিয়ান্স্ক ফ্রণ্ট আক্রমণ শুরু করে ১২ই জুলাই—শত্রু মধ্য ও ভরোনেজ ফ্রণ্ট-এ আক্রমণ করার সাতদিন পরে; মধ্য ফ্রণ্ট তার আক্রমণ শুরু করল ১৫ই জুলাই।

কিন্তু এসব কিছুই তো পরের কথা। আপাততঃ শত্রুরা আমাদের মতই গেড়ে বসছিল। শত্রুপক্ষের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা এবং হিটলারের সদর দপ্তর তথাকথিত "সিটাডেল" পরিকল্পনার জন্য ব্যাকুলভাবে প্রস্তুতি চালাচ্ছিল যার উপরে তারা অনেকখানি আশা ভরসা রেখেছিল। এটি তার উচ্চতম সীমায় পৌঁছাবে মধ্য ও ভরোনেজ ফ্রণ্টের উৎখাত হওয়া এবং রণকৌশলগত উদ্যোগটি নাৎসী কম্যাণ্ডের পক্ষে ফিরিয়ে আনার মধ্য দিয়ে। নতুন সৈন্য, অস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম, বিশেষতঃ ট্যাংক ও বিমান এই উদ্দেশ্যে রণাঙ্গনে ছুটে চলল।

পরিস্থিতি ছিল হেঁয়ালীভরা। উভয় পক্ষই তার প্রতিরক্ষা নির্মাণকে

নিখুঁত করে তুলছিল আবার একই সময়ে আক্রমণের প্রস্তুতিও নিচ্ছিল। পরবর্তী উদ্যোগটির ব্যাপারে অগ্রাধিকারটি আমরা স্বেচ্ছায় শত্রুর হাতে সমর্পণ করলাম।

আমাদের প্রতিরক্ষা অবশ্য নিষ্ক্রিয় ছিল না। শত্রুর আক্রমণ আশংকা করে আমরা ব্যাপক বিমান আক্রমণ চালালাম। তার প্রথমটি এক সপ্তাহের বেশি স্থায়ী হয়েছিল—৬ই থেকে ১৩ই মে। কালিনিন, ব্রিয়ান্‌স্ক, পশ্চিম, মধ্য, ভরোনেজ, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ ফ্রণ্ট শত্রুকে চূর্ণ করতে লাগল, বিশেষ করে তার বিমানক্ষেত্রগুলি যেখানে জার্মান ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ বিমান বহরের ঘাঁটি ছিল। রেল ও সড়ক যানবাহনকেও বিভ্রান্ত করা হল।

আমাদের প্রথম বোমারু ও মাটি-ছোঁওয়া এ্যাসল্ট বিমান আক্রমণ শত্রুকে হতবাক করে দিল, ফলে তা হল দুদিক থেকেই কার্যকরী। ২০০টির বেশি শত্রু বিমান ধ্বংস হল, আমাদের ক্ষতি সামান্য। পরবর্তী ফলাফল অবশ্য ছাপ ফেলল কম কারণ পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়া হল। তা সত্ত্বেও আমাদের হিসাব অনুযায়ী মাত্র তিনদিনে (৬-৮ মে) শত্রুর প্রায় ৪৫০টি বিমান নষ্ট হয়েছে।

দ্বিতীয় বিমান আক্রমণ চালান হল এক মাস পরে, ৮ই থেকে ১০ই জুন। এর সামিল ছিল মাত্র তিনটি বিমান আর্মি, ১ম, ২য় ও ১৫শ, এবং তাছাড়া দূর পাল্লার বিমান। লক্ষ্য এখনো সেই। এবার অবশ্য বিস্ময় ঘটান গেল না আর মোটের উপর আক্রমণের সাফল্যও আগের চেয়ে কম। কিন্তু মে মাস এবং জুন মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে শত্রুর ক্ষতির মোট পরিমাণ হল ৭০০র-ও বেশি বিমান। এতে শত্রুর আঘাত করার ক্ষমতা দারুণভাবে হ্রাস পেল। কাজেই "কৌশলগত বিরতি" এই সংজ্ঞাটি, যা সামরিক রচনায় এই সময়কালকে বোঝাবার জন্য অহরহ ব্যবহৃত হয়, একটা অত্যন্ত আপেক্ষিক কথা। এটা কি ধরনের বিরতি ছিল যখন আমরা উত্তর ককেশাসে আক্রমণ করছিলাম এবং ব্যাপক বিমান আক্রমণও চালাচ্ছিলাম?

এইসব লড়াই জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স এবং জেনারেল স্টাফকে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে গেল। আমাদের দৃঢ়প্রত্যয় হল যে মাটির উপরে শত্রু বিমান ধ্বংস কেবলমাত্র বিশেষ পরিস্থিতিতেই এবং যখন আমরা সম্পূর্ণভাবে বিমান প্রাধান্য লাভ করব তখনই ঘটান যায়, বিরাট বিমানযুদ্ধের বেলায় সে

প্রশ্ন ওঠেই না। এই সমস্যার চাবিকাঠি হল লড়াকু বিমান এবং তখনো আমাদের এই বিমানের ঘাটতি ছিল। উপরন্তু, আমাদের লড়াকু বিমানগুলি স্ট্র্যাটেজিক ফ্রন্ট বরাবর ছড়ান ছিল এবং মূল খণ্ডে বিমান প্রাধান্য লাভের জন্য তাদের একত্রে ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না।

কুবান-এর উপর বিরাট বিমান যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ এসব কিছুই স্তালিনকে রিপোর্ট করা হল। তৎক্ষণাৎ তিনি যোগ্য বিশেষজ্ঞদের একটি সম্মেলন ডাকলেন আমাদের লড়াকু বিমান উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির ক্ষমতা এবং আমাদের লড়াকু বিমানবহরকে আরো যুক্তিসঙ্গতভাবে সংঘবদ্ধ করার বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য। বলতেই হবে যে এই সম্মেলনের ফল তিনি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি পেয়ে গেলেন। লড়াকু বিমান উৎপাদনে ঊর্ধ্বগতি হল, আর, তার চেয়েও বড় কথা, আমরা এগুলির সদ্ব্যবহার করতে আরম্ভ করলাম।

মে-র গোড়ার দিকে ব্যাপারটা বাস্তবিক এমন দেখাচ্ছিল যেন শত্রু আক্রমণ শুরু করবে।

গোয়েন্দা বিভাগ রিপোর্ট করেছিল যে হিটলার তাঁর উচ্চতম সেনাপতিদের সমাবেশ করতে চান সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টে আক্রমণের প্রশ্নটি বিচারের জন্য। প্রকৃত পক্ষে এই সম্মেলন হয়েছিল ৩রা ও ৪ঠা মার্চ মিউনিকে, সেই শহর যে নাৎসীদলকে শৈশবাবস্থায় প্রতিপালন করেছে। এই দুই দিনে সিটাডেল পরিকল্পনা চূড়ান্ত রূপ পেল এবং তা অনুমোদিত হল। এবার আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। শত্রু যে বিপুল পরিমাণে ট্যাংক ও বিমান আমাদের কুর্স্ক স্ফীতিমুখের বিরুদ্ধে জড়ো করেছে তার সাহায্যে যদি সে অতর্কিত আক্রমণ করতে সক্ষম হয় তবে আমাদের সর্বনাশ।

১৯৪৩-এর মে মাসের গোড়া থেকে জেনারেল স্টাফ ফ্রন্ট হেড কোয়ার্টার্সগুলিকে সতর্ক থাকার কথা স্মরণ করিয়ে দেবার সমস্ত সুযোগ গ্রহণ করছিল। যেমন জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর পক্ষ থেকে তাদের নির্দেশ দেওয়া হল কোনরকম জটিল অভ্যন্তরীণ পুনর্বিন্যাস করা থেকে বিরত থাকতে যাতে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যেও সদাপ্রস্তুত থাকার ব্যাপারে এতটুকু শ্লথতা দেখা না দেয়।

১৯৪৩-এর ৮ই মে নানাপথে জেনারেল স্টাফ-এর কাছে খবর এল যে ১০ থেকে ১২মে-র মধ্যে ওরেল-কুর্স্ক সেক্টর ও বেলগোরোদ-খারকভ সেক্টর-এর

উপর শত্রু আক্রমণ ঘটতে পারে। একথা ভ্যাসিলেভস্কিকে জানান হল যিনি তখন মস্কোতে ছিলেন। ইতিমধ্যেই তিনি স্তালিনের কাছ থেকে নির্দেশ পেয়েছিলেন প্রয়োজন দেখা দেওয়া মাত্র সৈন্যদের সতর্ক করে দেবার জন্য। ব্রিয়ান্স্ক, মধ্য, ভরোনেজ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের সেনাপতিদের কাছে এই টেলিগ্রামটি পাঠান হল :

"প্রাপ্ত সংবাদ অনুসারে ১০-১২মে শত্রু ওরেল-কুর্স্ক খণ্ড অথবা বেলগোরোদ ওবোইয়ান খণ্ড অথবা উভয় খণ্ডেই একসঙ্গে আক্রমণ চালাতে পারে।

"সর্বোচ্চ কম্যাণ্ড জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর আদেশ : ১০ই মে সকালে প্রতিরক্ষাব্যূহের প্রথম সারির এবং রিজার্ভ বাহিনীর সমস্ত সৈন্যকে শত্রু আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে আমাদের বিমানবহরের দিকে এটা সুনিশ্চিত করার জন্যে, যেন শত্রু আক্রমণ ঘটলে কেবল তাদের বিমান হামলা রোখা যায় তাই নয়, সক্রিয় রণক্রিয়া শুরুর মুহূর্তটি থেকেই বিমান প্রাধান্য অর্জন করা যায়।

"এই বার্তার প্রাপ্তি স্বীকার করুন। কি ব্যবস্থা নেওয়া হল তা রিপোর্ট করুন।"

এর অনুসরণ করে স্তেপ সামরিক জেলার সেনাপতিকে একটি বিশেষ তারবার্তা পাঠান হল। তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হল : "জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর আদেশে চূড়ান্ত রণসজ্জা দ্রুততম গতিতে শেষ করুন, ১০.৫-এর সকালের মধ্যে জেলার যত সৈন্য পাওয়া সম্ভব তাদের সবাইকে আত্মরক্ষা ও আক্রমণ এই উভয় যুদ্ধের জন্যেই সম্পূর্ণ প্রস্তুত রাখুন।"

এই টেলিগ্রামটিতেও ভ্যাসিলেভস্কি সই করলেন, কিন্তু নিজের স্বাক্ষরের আগে স্তালিনের নামটিও লিখলেন। কোন দলিলের বিষয়বস্তু স্তালিনকে টেলিফোনে রিপোর্ট করা কিংবা আগেই তার বক্তব্য বিষয়ে একমত হয়ে থাকলে এটাই ছিল আমাদের রীতি। পরবর্তী ক্ষেত্রে তার একটি নকল সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ককে তাঁর অনুমোদনের জন্য রিপোর্ট করা হত জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ আমাদের পরবর্তী সফরের সময়।

কে. কে. রকোসোভস্কি অবিলম্বে রিপোর্ট করলেন যে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য পাল্টা প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। ১৩শ আর্মির সমস্ত কামান এবং ১৬ বিমান আর্মির সবগুলি বিমানের অংশ গ্রহণে এটা অর্জিত হবে। উত্তরকালে ভরোনেজ ফ্রন্টে পাল্টা অভিযানেরও পরিকল্পনা নেওয়া হল।

কিন্তু মে ১০-১২তে কোন শত্রু আক্রমণ ঘটল না। আপাতদৃষ্টে তখনো তারা প্রস্তুত ছিল না। হিটলার চেয়েছিলেন তাঁর বাহিনীগুলিকে ট্যাংক ও মোবাইল গান দিয়ে সম্পৃক্ত করে দিতে, কিন্তু নতুন অস্ত্রগুলি খুব ধীরগতিতে আসছিল।

ভরোনেজ ফ্রন্টের সেনাপতি এম. এফ. ভাতুতিন শত্রুর এই আক্রমণ মুলতুবী রাখার ব্যাপারকে ব্যাখ্যা করলেন দ্বিধার একটা চিহ্ন হিসেবে। তাঁর মনে হল যে এই পরিস্থিতিতে আগ বাড়িয়ে ঘা মারাটা খুবই সময়োপযোগী হবে। এই ফ্রন্টের সমর পরিষদের সদস্য এন. এস. ক্রুশ্চেভ তাঁকে সমর্থন করলেন। এইসব চিন্তা নিয়ে মস্কোতে আলোচনা হল কিন্তু জুকভ, ভ্যাসিলেভস্কি, আন্তোনভ এবং জেনারেল স্টাফের রণক্রিয়া বিভাগ এর বিরোধিতা করে। পরিশেষে এগুলি বাতিল হয়।

দশ দিন পরে, ১৯৪৩-এর ১৯শে মে, জেনারেল স্টাফ টাটকা এবং তখন যাকে মনে হয়েছিল নির্ভরযোগ্য, খবর পেল যে শত্রু ১৯ থেকে ২৬শে মে'র মধ্যে আক্রমণ করার মতলব করেছে। আন্তোনভ সব ফ্রন্টের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় সতর্কবাণীর ঐ একই বয়ান তৈরি করলেন এবং টেলিফোনে সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ককে রিপোর্ট করার পর এটি ২০শে মে ০৩·৩০টার সময় প্রাপকদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল। আগের মতই তাদের নির্দেশ দেওয়া হল যেন নজরদারী এবং বিমানবহর সহ যুদ্ধের জন্যে তৈরি থাকায় কিছুমাত্র শিথিলতা না ঘটে এবং অনুসন্ধানী টহলের সাহায্যে ও শত্রুসৈন্য বন্দী করে শত্রুবাহিনীর শক্তি ও তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য উদ্ঘাটন করা হয়।

নির্ধারক ঘটনাবলীর বিষয় আঁচ করে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স কুর্স্ক স্ফীতিমুখ রক্ষায় নিয়োজিত সেনাদলগুলির নিবিড়ভাবে সমীক্ষা করলেন। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর প্রতিনিধিদ্বয়, মার্শাল জুকভ ও মার্শাল ভ্যাসিলেভস্কি অকুস্থলে প্রায় সর্বক্ষণ রইলেন এবং কেবল সদর দপ্তরেই নয়, ফ্রন্ট লাইনেও কাজ করলেন।

যেমন ২১শে মে জুকভ ও মধ্য ফ্রন্টের সেনাপতি রকোসোভস্কি এবং আই. ভি. গ্যালানিন, এন. পি. পুখভ এবং পি. এল. রোমানেংকো প্রভৃতি আর্মি কম্যাণ্ডার ১৩শ আর্মির অগ্রবর্তী প্রান্ত সফর করলেন যেখানে শত্রুর ওরেল দলের কাছ থেকে মূল আঘাত আশংকা করা হচ্ছিল। তাঁরা শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করলেন এবং এই সিদ্ধান্তে এলেন যে আশু কোন আক্রমণের আশংকা নেই। সাধারণ মত এই যে শত্রু সম্ভবতঃ মে মাসের শেষাশেষির আগে

আক্রমণ করতে সক্ষম হবে না।

এই সময়টা ভ্যাসিলেভস্কি পশ্চিম ও তারপরে ব্রিয়ানস্ক ফ্রণ্টে রইলেন। তিনি শত্রুবাহিনীর অবস্থারও বিশ্লেষণ করলেন এবং সিদ্ধান্তে এলেন যে তারা কয়েকদিনের মধ্যে আক্রমণ করতে পারবে না।

গোটা মে মাসটা কেটে গেল আক্রমণের কঠিন আশংকায়। জেনারেল স্টাফ পশ্চিম থেকে পুবে প্রচুর সংখ্যক ট্যাংক অপসারণের খবর পাচ্ছিল। কিন্তু সৈন্য জড়ো করা ছাড়া আক্রমণ শুরু করার আর কোন প্রমাণ ছিল না।

গ্রীষ্মের পয়লা মাসটি এল। নাৎসী কম্যাণ্ড সাধারণতঃ তার প্রধান রণক্রিয়াগুলির জন্য নির্দিষ্ট করত সংক্ষিপ্ততম রাত্রি আর চমৎকার আবহাওয়ার গ্রীষ্মের এই কালটি। ১৯৪৩-এও কি তারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে? নাকি, শত্রুর মতলব আমরা ভুল বুঝছি? যদি ভুল করে ফেলি, কে জানে কি তার পরিণতি হবে?

স্তালিনের নার্ভাস হবার লক্ষণ দেখা গেল। এটাই বোধ হয় সেই ঝড়ের কারণ যেটি একদিন এসে আছড়ে পড়েছিল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স একটা রিপোর্ট পেয়েছিল যে কিছু সংখ্যক লড়াকু বিমান কুস্কে স্ফীতিমুখে পাঠান হয়েছে যাদের ওপরের আবরণটি ত্রুটিপূর্ণ। এর থেকে স্তালিন সিদ্ধান্ত করলেন যে আমাদের গোটা লড়িয়ে বাহিনীটাই যুদ্ধের পক্ষে অনুপযুক্ত। এই ঘটনাটির বিস্তৃত বর্ণনা এ. এস. ইয়াকোভলেভ দিয়েছেন তাঁর চমৎকার বই 'ত্সেল ঝিজ্নি (আমার জীবনের লক্ষ্য)-তে। ভাগ্য ভাল, দেখা গেল যে অসুবিধাটা যাই হোক, তা বিশেষ একটা মারাত্মক নয়, মোটামুটি অল্প সময়ের মধ্যে তার প্রতিকার হল।

আরো কিছু উদ্বেগ ভরা দিনও ছিল।

যেমন, ৬ই জুন রণক্রিয়া বিভাগ পরিস্থিতি সম্পর্কে তার বিশ্লেষণে শত্রুর আচরণের কতকগুলি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তার ট্যাংক ডিভিশনগুলির বিন্যাস সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ দেখা দিল। দেখা গেল যে আন্তোনভও একই সন্দেহে আক্রান্ত। আমরা ফ্রন্ট সদর দপ্তরগুলি মারফৎ শত্রু ট্যাংকগুলির সঠিক অবস্থান যাচাই করতে রাজী হলাম। সেই দিনই আন্তোনভ-এর স্বাক্ষরিত একটি টেলিগ্রাম বিভিন্ন ফ্রন্টকে পাঠান হল। এতে

লেখা ছিল :

"শত্রুর ট্যাংক বাহিনীর দলগুলি যা ছিল তাই আছে, নাকি তার পরিবর্তন হয়েছে এটা জানা আমাদের পক্ষে এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনুসন্ধানী দলের সবগুলি শাখাকেই শত্রুর ট্যাংক ডিভিশনগুলির সঠিক অবস্থান নির্ণয় করার কাজে লাগিয়ে দিন।"

পাঁচ দিন বরাদ্দ করা হল এবং যখন তা পার হল আশ্বাসবাণী নিয়ে রিপোর্ট এল যে ফ্রন্ট-এ কোন রদবদল হয়নি, শত্রুর ট্যাংক দলগুলিও ঠিক আগের মতই আছে। কাজেই সব খবরই ভাল।

জুকভ ও ভ্যাসিলেভস্কি তখনো সেনাদলের সঙ্গে রয়েছেন। সামান্য কয়েক ঘণ্টা মাত্র উদ্বেগে ভরা বিশ্রামের সময় বাদ দিয়ে, তাঁরা দিনরাত ফ্রন্ট, আর্মি এবং ফর্মেশন কম্যাণ্ডারদের সঙ্গে কাজ করছেন। জেনারেল হেড কোঁয়ার্টার্স প্রতিনিধিদের ক্লান্তিকর কাজের অংশ নিতেন জেনারেল স্টাফ অফিসারেরা, যাঁদের নিয়ে সাদামাটাভাবে সদরদপ্তরটি গঠিত হয়েছিল। ভরোনেজ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রণ্টের মধ্যে এবং পশ্চিম ও ব্রিয়ানস্ক-এর সীমান্তগুলিতে সমন্বয়ের কাজটি বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে অভ্যাস করা হচ্ছিল। ব্রিয়ান্স্ক ফ্রণ্টের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করলেন এম. এম. পোপভ, আমাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাপতি, যিনি যুদ্ধের শুরুতে উত্তর (লেনিনগ্রাদ) ফ্রণ্ট পরিচালনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি আর্মি পরিচালনা করেন এবং স্তালিনগ্রাদ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রণ্টের দোসরা সেনাপতি হন। ভ্যাসিলেভ্স্কি তাঁকে নতুন কম্যাণ্ড এবং নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে অকুস্থলেই পরিচয় করিয়ে দিলেন।

১৯৪৩-এর জুন মাসও শেষ হল। আমাদের প্রতিরক্ষা বহুদিন থেকেই প্রস্তুত হয়ে আছে শত্রুর সমস্ত আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য। পাল্টা অভিযানের চূড়ান্ত খুঁটিনাটি ঠিক করে ফেলা হচ্ছিল।

স্তালিন নির্দেশ দিয়েছিলেন যে মধ্য, ব্রিয়ান্স্ক ও পশ্চিম ফ্রণ্টের সৈন্য চলাচলের মধ্যে সমন্বয় করার জন্য জুকভ ওরেল সেক্টরে থাকবেন। ভ্যাসিলেভস্কিকে বলা হল ভরোনেজ ফ্রণ্টে যেতে।

এবং তারপরে আরো একবার (তৃতীয় বার) জেনারেল স্টাফ খবর পেল যে শেষ পর্যন্ত শত্রু আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়েছে।

২রা জুলাই ০২·১৫ টায় আন্তোনভ সেনাদলগুলিকে যে তৃতীয় সতর্কবাণীটি পাঠান হবে সেটি স্তালিনকে টেলিফোনে রিপোর্ট করলেন, এটি সদ্য লেখা হয়েছিল। এতে বলা হয়েছে :

"প্রাপ্ত সংবাদ অনুসারে ৩রা ও ৬ই জুলাইয়ের মধ্যে জার্মানরা আমাদের ফ্রন্টের বিরুদ্ধে আক্রমণ অভিযান করতে পারে।

"সর্বোচ্চ কম্যাণ্ড জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স আদেশ দিচ্ছে :

"১। শত্রুর সম্পর্কে অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ করুন যাতে ঠিক সময়ে তাদের মতলব টের পাওয়া যায়।

"২। সম্ভাব্য শত্রু আক্রমণ ঠেকানোর জন্য সেনাদলগুলি এবং বিমানকে প্রস্তুত থাকতে হবে।"

স্তালিন বিনা সংশোধনে এই বয়ান অনুমোদন করলেন। তাঁর নির্দেশে তারাবার্তাটির নকল জুকভ, ভরোনভ, নেভিকভ এবং ফেদোরেংকোকে পাঠান হল।

সবাই স্থির নিশ্চিত ছিল যে এবার শত্রু আর আক্রমণ করতে গড়িমসি করবে না। এবং, এখন আমরা জানি, ৫ই জুলাই, ঊষাকালে নাৎসী বাহিনী সত্যি সত্যি আক্রমণ করেছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কুর্স্ক থেকে কিয়েভ

দুর্গের পতন ।। ওরেলের অসুবিধাগুলি ।। মিৎসেনস্ক কীলক অপসারিত ।। তৃতীয় রক্ষী ট্যাংক আর্মির মহড়া ।। জেনারেল ওয়ারলিমন্ট-এর সঙ্গে হিটলারের কথাবার্তা ।। পরিবেষ্টন কিংবা পরিবেষ্টন নয় ? ।। অপারেশন জেনারেল রুমিয়াস্তসেভ ।। আখতিরকার বিপদ ।। ভাতুতিনকে স্তালিন : "আপনাকে অনুরোধ, শক্তির অপচয় নয়, আত্মবিস্মৃতি নয়··· ।।" বুক্রিন পরিকল্পনা ।। আমাদের ভুল ।। সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক নিজের সিদ্ধান্ত পাল্টালেন ।। মুক্ত কিয়েভ ।।

৫ই জুলাই, ভোরবেলা কুর্স্ক-এর যুদ্ধ আরম্ভ হল। শত্রু তার মূল বাহিনীগুলি দিয়ে আঘাত হানল—সাতটি প্যাঞ্জার, দুটি মোটরায়িত এবং এগারোটি পদাতিক ডিভিশনকে দিয়ে ওরেল-কুর্স্ক খণ্ডে ; দশটি প্যাঞ্জার, একটি মোটরায়িত এবং সাতটি পদাতিক ডিভিশনকে বেলগোরোদ কুর্স্ক-এ। আমাদের হিসেবে সবশুদ্ধ সতেরটি প্যাঞ্জার, তিনটি মোটরায়িত এবং আঠারোটি পদাতিক ডিভিশন শত্রুর আক্রমণ অভিযানে অংশ নিয়েছিল।

সতর্কভাবে কিন্তু চিরাচরিত কায়দায় রচিত 'দুর্গ' পরিকল্পনা অনুসরণ করে নাৎসী কম্যাণ্ড রণাঙ্গনের সংকীর্ণ খণ্ডগুলিতে এইসব বাহিনীকে কেন্দ্রীভূত করল। ধারণাটা অতিমাত্রায় সরল—কুর্স্ক স্ফীতিমুখের বিপরীত দুই দিক থেকে যুগপৎ আমাদের প্রতিরক্ষা বূ্যহ বিদীর্ণ করা এবং উত্তর ও দক্ষিণ থেকে সাধারণভাবে কুর্স্ক-এর অভিমুখে সমকেন্দ্রিক খোঁচা দিয়ে এই অঞ্চলের অধিকারী সোভিয়েত বাহিনীকে বিচ্ছিন্ন এবং পরে ধ্বংস করা।

আমরা নিজেদের অতর্কিতে আক্রান্ত হতে দিলাম না। আমাদের ফৌজ কেবল যে শত্রু আক্রমণ প্রতিহত করতেই প্রস্তুত ছিল তাই নয়, জোরালো পাল্টা ঘা ফিরিয়ে দিতেও তৈরি ছিল। বিপুল ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে শত্রু আমাদের প্রতিরক্ষা বূ্যহে একটি মাত্র কীলক প্রবেশ করাতে সক্ষম হল।

ওরেল-কুর্স্ক খণ্ডে এই কীলক মাত্র ৯ কিলোমিটার প্রসারিত ছিল, আর বেলগোরোদ-কুর্স্ক খণ্ডে ১৫ থেকে ৩৫ কিলোমিটারের মধ্যে। তারপরে মধ্য ও

ভরোনেজ ফ্রন্ট নিজেরাই আক্রমণ শুরু করল এবং শ্রান্ত ক্ষয়প্রাপ্ত শত্রু ডিভিশন-গুলিকে উল্টোদিকে গড়িয়ে দিল। এমন কি ৫ই জুলাইয়ের অবস্থানগুলি ফিরে পাবার আগেই পশ্চিম ও ব্রিয়ানস্ক ফ্রন্ট আক্রমণে সামিল হল। শত্রুর ব্যূহ বিদীর্ণ করে তারা হিমানী সম্প্রপাতের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরেলের দিকে, যা কিছু পথে পড়ল তা সাফ করে দিল।

২৪শে জুলাই, কুর্স্ক যুদ্ধের প্রতিরক্ষা পর্যায়ের ফলাফল সম্পর্কে সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের আদেশটি জেনারেল স্টাফ-এ তৈরি হবার সময় ঘটনাকে সংক্ষেপ করার জন্য উপযুক্ত প্রকাশক্ষম শব্দ খুঁজে পেতে আমাদের অনেক সময় লেগে গেল। অর্জিত ফলাফল উজ্জ্বলতম কল্পনাকেও হার মানিয়েছিল। পরিশেষে আমরা এই বক্তব্যটি প্রস্তুত করলাম:

"জার্মান আক্রমণকে মুছে দিতে যেসব লড়াই করা হয়েছে তা আমাদের সৈন্যদের লড়াইয়ের অপরিসীম দক্ষতা ও একনিষ্ঠতা, টিঁকে থাকার ক্ষমতা এবং অফিসার ও গোলন্দাজী ও মর্টার বাহিনী, ট্যাংক ও বিমান বাহিনীসহ সমস্ত বিভাগের প্রত্যেক কর্মীর সাহসের অপরাজেয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।"

এখন একে নেহাৎ মামুলী মনে হবে, হয়তো বা শস্তা কিছু কথার মালা বলে মনে হবে। তখন কিন্তু আমাদের মনে হয়েছিল, যা খুঁজে বেড়িয়েছি তা যেন পেয়ে গেছি। শব্দগুলো দেশব্যাপী অনুরণন তুলল, প্রকাশ করল সংগ্রামের উৎসর্গীকৃত উৎসাহকে, নাৎসী আক্রমণকারীদের বেপরোয়া এবং আমরা তখন যা বিশ্বাস করতাম, শেষ আক্রমণকে চূর্ণ করার অদম্য কামনাকে।

সোভিয়েত সর্বোচ্চ হাইকম্যাণ্ড যুদ্ধের প্রতিরক্ষা-পর্যায়টির মূল্যায়ন করল শত্রুর গ্রীষ্মকালীন আক্রমণ পরিকল্পনার সম্পূর্ণ পতন বলে। আদেশটিতে লক্ষ্য করা হল, "গ্রীষ্ম-অভিযানে জার্মানরা সর্বদাই জয়লাভ করে আর সোভিয়েত সৈন্য সরে পড়ে," এই উপকথাটি শেষ পর্যন্ত ফেঁসে গেছে।

পরের কয়েকটা দিন সোভিয়েত বাহিনীকে নতুন করে দারুণ কিছু জয় এনে দিল আর শত্রুপক্ষকে দিল বিপর্যয়কর পরাজয়। কুর্স্ক যুদ্ধের ফলাফলগুলি যথেষ্ট ভালভাবে জানা, তবে আমার মনে হয় এর কিছু খুঁটিনাটি ব্যাপার সম্বন্ধে আরেকটু পরিষ্কার করা দরকার। অন্যান্য লেখকদের সঙ্গে বিতর্কে যাবার ইচ্ছে না রেখে আমি কেবল কিছু ঘটনা বিবৃত করতে চাই যার ফলে আরো নিখুঁতভাবে মূল্যায়ন করা যাবে। যেমন ধরুন, তৃতীয় রক্ষী ট্যাংক আর্মির ভূমিকা, বেলগোরোদ ও খারকভ-এর মুক্তির জন্য আমাদের সৈন্যদের প্রয়াস এবং বুক্রিন-এ নীপারের

অবরোধ ইত্যাদির।

আমি এদের পর পর ধরব।

১৯৪৩-এর ১২ই জুলাই এ যাবৎ অজানা এক গ্রাম প্রোখারোভকাকে ঘিরে প্রচণ্ড এক ট্যাংক যুদ্ধ ঘটল। হিটলারী বাহিনীর ইস্পাত কীলক সোভিয়েত ট্যাংকের মুখোমুখি হল। এ যেন পাথরের গায়ে লাঙলের ফলার ঘা। কুর্স্ক স্ফীতিমুখে জার্মান আক্রমণ-অভিযানের পক্ষে এটাই ছিল সংকট বিন্দু।

ঐ দিনই ওরেলের উত্তরে শুরু হল অপারেশন কুতুজভ। আগেই বলেছি, এতে অংশ নিয়েছে পশ্চিম ও ব্রিয়ান্স্ক ফ্রন্ট।

এই রণক্রিয়ার প্রস্তুতির সময় ট্যাংকের সাহায্যে ব্রিয়ান্স্ক ফ্রন্টের শক্তিবৃদ্ধি করার প্রশ্নটিকে অত্যন্ত জরুরী একটা ব্যাপার বলে ধরা হয়েছিল। এই বিন্দুতে শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহ ছিল অতীব শক্তিশালী, এখানে ছিল গোলাবর্ষণের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত অসংখ্য বিন্দু। বর্মাবৃত বাহিনীর সাহায্য ছাড়া কোন পদাতিক বাহিনীর পক্ষে একে কায়দা করা সম্ভব ছিল না।

যেভাবে হিসেব করি না কেন, দু'টি ট্যাংক কোর-এর কম হলে চলবে না। জুকভ, যিনি সরেজমিনে এলাকাটির পরিদর্শন করলেন, একথা স্তালিনকে রিপোর্ট করলেন এবং সেই পরিমাণ সাজ-সরঞ্জাম ফ্রন্ট পেল। কিন্তু সাফল্যের জন্যে তখনও ট্যাংকের সংখ্যা যথেষ্ট নয়, তাই তৃতীয় রক্ষী ট্যাংক আর্মির উল্লেখ করা হল। প্লাভ্স্কের অদূরে অগ্রবর্তী এলাকায় এই বাহিনী গঠিত হয়েছিল। এতে ছিল দুটি ট্যাংক ও একটি যন্ত্রায়িত কোর এবং তার উপরে একটি স্বয়ম্ভর ট্যাংক ব্রিগেড। অধিনায়ক ছিলেন লেফটেন্যান্ট-জেনারেল পি. এস. রাইবালকো।

ব্রিয়ান্স্ক ফ্রন্টের আক্রমণ অভিযানের অগ্রগতি ছিল বেশ ধীর। পাঁচদিন পর ১৭ই জুলাই শত্রু প্রতিরক্ষা ব্যূহের ২২ কিলোমিটার অভ্যন্তরে ওলেশনিয়া নদী বরাবর পশ্চাদ্‌বর্তী প্রতিরক্ষা লাইনে এসে তা থেমে গেল। এই লাইনটি অধিকার করেছিল জার্মান বাহিনীর তথাকথিত মিৎসেনস্ক দল যেটি পশ্চিম ও ব্রিয়ান্স্ক ফ্রন্টের মাঝখানে একটা কীলকের মত সৃষ্টি করেছিল। আমাদের ফ্রন্টগুলির মধ্যে সমন্বিতভাবে কাজ করার পথে, বিশেষ করে যে ব্রিয়ান্স্ক তিনটি ফ্রন্টের ব্যবস্থাপনার মধ্যে ছিল একটা যোগসূত্রের মত, এই কীলকটি ছিল এক মারাত্মক প্রতিবন্ধক। পুবদিক থেকে ওরেলের দিকে অগ্রসর হয়ে ব্রিয়ান্স্ক ফ্রন্টকে পশ্চিম ফ্রন্টের সৈন্যদের সঙ্গে তার দক্ষিণপার্শ্বকে একত্রে পরিচালিত করে শত্রুকে বোলকভে চূর্ণ করতে হবে। একই সঙ্গে তার মূল বাহিনী সাহায্য

করবে মধ্য ফ্রন্টকে যেটি ১৫ই জুলাই ক্রোমি এলাকায় শত্রুকে নিধন করার কাজে প্রয়াসী হয়েছিল। এভাবে তার সৈন্যেরা বিভক্ত হয়ে কার্যকরী শক্তি হারিয়েছিল। শত্রুকে ওরেলে উৎখাত করার পরিকল্পনা এখন হয়ে পড়ল বিপন্ন। এই সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্যে ব্রিয়ান্স্ক ফ্রন্টকে অবশ্যই সাহায্য করা দরকার।

স্তালিনকে এটা রিপোর্ট করা হল, তিনি তৃতীয় রক্ষী ট্যাংক আর্মিকে পাঠাতে রাজী হলেন এবং তার হস্তান্তর সম্পর্কে জেনারেল স্টাফ-এর প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। কিন্তু তখনো আদেশনামাটি প্রকাশিত হল না।

"আমাদের ফ্রন্ট কম্যাণ্ডারের মতামত শুনতে হবে," স্তালিন বললেন এবং নিজে এম. এম. পোপভকে টেলিফোন করলেন।

এই কথাবার্তায় সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক ওরেলের অবস্থার মূল্যায়নের সঙ্গে সঙ্গে জোর দিলেন যে ব্রিয়ান্স্ক ফ্রন্টের মূল কাজ হল মিৎসেন্স্ক্ দলকে চূর্ণ করা এবং এ. ভি. গোরবাতভ-এর অধীনস্থ তৃতীয় ফিল্ড আর্মিকে বের করে ওকা নদীতে নিয়ে আসা। এরপর তিনি ফ্রন্টকে তৃতীয় রক্ষী ট্যাংক বাহিনী দেবার সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করলেন যেটির কাজ হবে শত্রু প্রতিরক্ষাব্যূহের স্থিতিশীলতাকে প্রথমে তৃতীয় ফিল্ড আর্মির সামনে এবং পরে ডি. ওয়াই. কোনপাকৃচির ৬৩তম আর্মির সামনে ভেঙে দেওয়া। সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক সুপারিশ করলেন যে শত্রুকে সংহত হতে না দেবার জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাইবালকভের ট্যাংকগুলিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি সতর্ক করলেন:

"ওদের সরাসরি ওরেল-এ পাঠালে ওরা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এত বড় একটা শহরে একটা ট্যাংক আর্মির পক্ষে রাস্তার লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়াটা ঠিক নয়। ফ্রন্টের মূল বাহিনীগুলি অগ্রসর হতে আরম্ভ করার পর আপনার বাঁ পাশের প্রতিবেশীর উপকারার্থে ট্যাংকগুলিকে ক্রোমিতে পাঠালে বরং ভাল হয়।

পোপভ বললেন যে এই উপদেশ অনুসারেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে কাজ করবেন এবং আমরা তৎক্ষণাৎ রাইবালকোকে তাঁর বাহিনীর ব্রিয়ান্স্ক ফ্রন্টে বদলীর কথাটা টেলিফোনে জানিয়ে দিলাম।

তৃতীয় রক্ষী ট্যাংক আর্মি অলক্ষ্যে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তার মার্চ শেষ করল এবং ব্রিয়ান্স্ক ফ্রন্টের পেছনে কেন্দ্রীভূত হল। ১৯শে জুলাইয়ের অপরাহ্নে যেই মাত্র পদাতিক বাহিনী শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহে ঢুকে পড়ল অমনি তার অগ্রবর্তী

ইউনিটগুলি লড়াই শুরু করল, তাদের পেছন পেছন এগিয়ে এল তার মূল বাহিনীগুলি। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স প্রতিনিধি এন. এন. ভরোনভ রিপোর্ট করলেন যে তৃতীয় রক্ষী ট্যাংক আর্মি ঠিক সময়েই ফাঁকটিতে ঢুকে পড়েছে, এবং খুব সন্তোষজনক শৃঙ্খলার সঙ্গে।

অনুসন্ধানে পাওয়া খবরগুলি যুদ্ধে সমর্থিত হল। আমাদের ট্যাংক বাহিনীর রণক্রিয়া অঞ্চলটি রক্ষা করতে লাগল ২য় ও ৮ম প্যাঞ্জারের ইউনিটগুলি, ৩৬শ মোটরায়িত এবং ২৬২তম পদাতিক ডিভিশনগুলি, যারা মারাত্মকভাবে প্রতিরোধ চালাল। তা সত্ত্বেও দিনের শেষে রাইবালকভের ট্যাংকগুলি ওলেশনিয়া নদী অবরোধ করল এবং আরো ১০-২০ কিলোমিটার গভীরে অগ্রসর হয়ে জার্মান প্রতিরক্ষা এলাকার পশ্চাদভাগ দখল করল। তার ফলে মিৎসেনস্ক দলের পশ্চাদভাগে আঘাত হানার অনুকূল পরিস্থিতির উদ্ভব হল। মিৎসেনস্ক অঞ্চল এবং ওলেশনিয়া নদীর নিম্নাংশের সমস্ত লাইন থেকে শত্রুর অপসরণকে এখন অবশ্যম্ভাবী বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।

১৯শে জুলাই রাতে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সকে একথা রিপোর্ট করা হল। জেনারেল স্টাফ-এ আমরা খুবই আশংকায় ছিলাম যে ট্যাংক বাহিনী সংগঠিত থাকতে পারবে না কারণ তার একটা জটিল মহড়া নেবার রয়েছে, এদিকে শত্রুর প্রতিরোধ ক্ষমতা এখনো দুর্বল হয়নি। সমস্ত দিক হিসেব করে আমরা অবশ্য রাইবালকো এবং পোপভের দক্ষতা আর অভিজ্ঞতার উপর ভরসা রাখাই সাব্যস্ত করলাম। অসম্ভব জরুরী একটা আদেশনামা স্বাক্ষরিত হল, রাত দুটোয় পাঠান হল। এটায় সম্বোধন করা হল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর প্রতিনিধি গোলন্দাজ বিভাগের মার্শাল ভরোনভ এবং ব্রিয়ান্স্ক ফ্রন্টের অধিনায়ক কর্নেল-জেনারেল এম. এম. পোপভকে। তার কিছু মর্ম এখানে তুলে দিচ্ছি:

"সর্বোচ্চ কম্যাণ্ড জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর আদেশ:

"(১) ব্রিয়ান্স্ক ফ্রন্টের আশু লক্ষ্য হবে মিৎসেনস্ক শত্রু দলকে চূর্ণ করা এবং তৃতীয় আর্মিতে ওকা-তে নিয়ে আসা।

"এই উদ্দেশ্যে রাইবালকোর ট্যাংক আর্মিকে ২০·৭ সকালে প্রথম কাজ করতে হবে প্রোতাসোভো, ওত্রাদা অভিমুখে আক্রমণ, ২০·৭-এর শেষ দিকে ওরেল-মিৎসেনস্ক সড়ক ও রেলপথ বিচ্ছিন্ন, গোটা ২১·৭ দক্ষিণ দিক থেকে মিৎসেনস্ক-এর উপর আক্রমণ-এর অনুবর্তন এবং গোরবাতভ-এর তৃতীয় আর্মির সঙ্গে একযোগে মিৎসেনস্ক দলের সম্পূর্ণ ধ্বংস ও মিৎসেনস্ক নগরের মুক্তি সাধন।

"(২) এই কাজ সমাধা করার পর রাইবালকোর তৃতীয় ট্যাংক আর্মি দক্ষিণ দিকে মোড় নেবে মোখোভয়ে-ওরেল রেলপথ বিচ্ছিন্ন ও কোলপাকচির ৬৩তম আর্মিকে সাহায্যের জন্য ওকা নদীতে বেরিয়ে আসতেও হবে।

"(৩) তারপরে রাইবালকোর তৃতীয় ট্যাংক বাহিনী ওরেল-কুর্স্ক রেলপথ বিচ্ছিন্ন করবে সেই জায়গায় যেটা ফ্রন্ট কম্যাণ্ডার ঠিক করে দেবে এবং অনুকূল পরিস্থিতিতে ওরেল নগর দখল করবে।

"পরিস্থিতি যদি ওরেল দখলের উপযোগী না হয় তবে রাইবালকোর তৃতীয় ট্যাংক আর্মি আরো পশ্চিমে ক্রোমি-র দিকে অগ্রসর হবে।"

আদেশনামার এই মূল অংশে স্তালিন ১৭ই জুলাই টেলিফোনে যে নির্দেশগুলি দিয়েছিলেন তা অবিকল তুলে দেওয়া হয়েছিল। ইতিমধ্যেই এগুলিকে কাজে পরিণত করা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল আর বেশ সাফল্যের সঙ্গেই তা চলছিল।

১৯শে জুলাই রাতে শত্রু মিৎসেন্স্ক ত্যাগ করল। পশ্চাদপসরণকে গোপন করার উদ্দেশ্যে সে ভোরবেলায় বহু সংখ্যক বিমান ও ট্যাংক বাহিনীসহ প্রতি আক্রমণ শুরু করে ব্রিয়ান্স্ক ফ্রন্টের বিরুদ্ধে। কিন্তু অগ্রগতি থামল না। একই দিনে ১৭·০০টা নাগাদ ট্যাংক আর্মি মিৎসেন্স্ক-ওরেল হাইওয়েটিকে কামেনেভো এলাকায় বিচ্ছিন্ন করে দিল এবং রেলপথ ও ওকা নদীর দিকে অগ্রসর হল। তৃতীয় ফিল্ড আর্মির সৈন্যেরা পরদিন ওকায় পৌঁছাল, ট্যাংক বাহিনীর জায়গা নিল এবং নদী অবরোধের কাজে লেগে গেল।

২১শে জুলাই জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর আদেশনামা মেনে তৃতীয় রক্ষী ট্যাংক আর্মি দক্ষিণে ঘুরল, ৬৩তম বাহিনীর এলাকায় স্টানোভয় কোলোদেজ-এর দিকে। এই নতুন দিক ভেদ করার জন্য রাইবালকো তাঁর দ্বিতীয় সারি: ১২শ ট্যাংক কোর এবং ৯১তম ট্যাংক ব্রিগেডকে ব্যবহার করলেন। যে কোরটি ইতিপূর্বে শত্রুর প্রথম সারিকে আক্রমণ করেছিল সে এখন তার পেছনে জায়গা নিল। সৈন্যদলগুলির এই পুনর্বিন্যাস ছিল খুব বিজ্ঞতার কাজ এবং চরিত্রের দিক থেকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। পরবর্তীকালে রাইবালকো এটা প্রায়ই করতেন যখন তাঁর সৈন্যদের একই সঙ্গে কয়েকটা বিভিন্ন জায়গায় এমন কি উল্টো দিকে লড়াই করতে হত। অবশ্য এটা ঠিক যে এক্ষেত্রে বাহিনীটি বিপরীত দিকে একই সঙ্গে নয় একের পর এক লড়ছে, তবুও পুনর্বিন্যাসের দরকার ছিল এবং রাইবালকো সঠিকভাবে তা চালালেন, যদিও এটা করার জন্য একটা কঠিন পথ বেছে নিলেন।

ট্যাংক দলগুলি তাদের কাজ বেশ ভালভাবেই চালাল। তারা স্টালোভয় কোলোদেজ এলাকা এবং ব্রিয়ানস্ক ফ্রন্টের গোটা দক্ষিণপার্শ্ব ধরে গোটা এলাকায় শত্রুর প্রতিরোধ চূর্ণ করল। এর পরে তৃতীয় রক্ষী ট্যাংক আর্মিকে মধ্যফ্রন্টের হাতে তুলে দিয়ে তাকে ক্রোমি এলাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হল।

এই হল প্রকৃত ঘটনাপ্রবাহ। এগুলি মিলে এমন এক পটভূমি সৃষ্টি করে যার পরিপ্রেক্ষিতে বড় অদ্ভুত মনে হয় অপারেশন কুতুজভ-এ তৃতীয় রক্ষী ট্যাংক আর্মিকে "বিস্তৃত একটি ফ্রন্ট বরাবর শত্রুকে অবশ করে ফেলার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল" এবং এক সেক্টর থেকে অন্য সেক্টরে এর মহড়া ঘটেছিল একমাত্র পোপভ-এর সিদ্ধান্তেই, কিছু লেখকের এই প্রতিপাদ্যকে। তথ্যাদি প্রমাণ করে যে রাইবালকো গোটা সময়টাই জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স সমর্থিত নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারেই কাজ করেছিলেন এবং তাঁর ট্যাংকবাহিনী সসম্মানে নিজ দায়িত্ব পালন করেছেন। ব্রিয়ানস্ক ফ্রন্টের অভিযানের ক্রমবিকাশের উপরে এর কার্যকলাপের একটা নির্ধারণ ভূমিকা ছিল, আর, ওরেলে শত্রুসৈন্যের পরাজয় ঘটেছিল যে রণক্রিয়ার সাফল্যের ফলে তাতেও সে কিছুমাত্র কম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেনি।

অপারেশন কুতুজভ আমার মনে কতগুলি ব্যক্তিগত ধরনের অত্যন্ত অপ্রীতিকর কিছু স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। একদিন আন্তোনভ আর আমি যখন জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ হাজির হলাম সাম্প্রতিক রিপোর্ট দেবার জন্য, আমি যথারীতি মানচিত্রগুলি টেবিলে বিছালাম, প্রত্যেক ফ্রন্টের একটি করে আর একটা সবগুলি মিলিয়ে। রিপোর্ট দীর্ঘ সময় নিল কিন্তু যথেষ্ট শান্তভাবেই হল। যেহেতু ট্যাংকের ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নিতে হবে সেজন্য স্তালিন বর্মাবৃত বাহিনীর কম্যাণ্ডার ওয়াই. এন. ফেদোরেংকোকে ডেকে আনলেন। ফেদোরেংকো এলেন এবং আমাদের রিপোর্ট শেষ করার জন্য অপেক্ষা না করেই তাঁর রেজিস্টার, তালিকা, স্মারকলিপি এবং অন্যান্য কাগজপত্র আমার মানচিত্রের উপরে ছড়িয়ে নিতে আরম্ভ করলেন। সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের প্রশ্নের জবাব দেবার সময় তাঁকে দরকারী তথ্যের জন্য কাগজপত্র হাতড়াতে হচ্ছিল, এমন কি তাঁর ভাঙাচোরা ব্রীফকেসটি টেবিলের উপর উপুড় করে দিচ্ছিলেন, আমরা যে কাজ কখনো করতাম না।

যখন পরিস্থিতির পুরো রিপোর্ট করা হয়ে গেল আমি মানচিত্রগুলি গুটিয়ে নিলাম এবং সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের অফিস ত্যাগ করার আগে টেবিলটা আবার ভাল করে দেখে নিলাম—এটা আমার অভ্যাস ছিল। ওখানে ফেদোরেংকোর কাগজপত্র ছাড়া কিছুই ছিল না।

জেনারেল স্টাফ-এ সেক্টর ও শাখাগুলির প্রধানেরা আমার জন্য যথারীতি অপেক্ষা করছিলেন। ক্রেমলিন থেকে ফিরেই আমি তাঁদের সব কাগজপত্র ফিরিয়ে দিলাম এবং ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে নির্দেশ দিলাম। এই সময় চিফদের মধ্যে দুজন তাঁদের মানচিত্র ফিরে পেলেন না কারণ তা আমার কেস-এ ছিল না। হারিয়ে যাওয়া একটি মানচিত্র ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—সংক্ষেপিত মানচিত্র।

প্রথমটা আমার মনে হল ভুল করে ফেদোরেংকো এগুলি তুলে নিয়েছেন। তৎক্ষণাৎ ওঁকে টেলিফোন করলাম। হ্যাঁ, ক্রেমলিন থেকে তিনি ফিরেছেন বটে কিন্তু কাগজপত্র এখনো বাছাই করেননি।

গ্রিজলভকে বললাম "এক্ষুনি ফেদোরেংকোর কাছে যাও, ওঁর সঙ্গে সব কাগজপত্র, সিন্দুকটাও খুঁজে দেখ। ম্যাপগুলো বোধ হয় ওখানেই আছে।"

গ্রিজলভ ছুটে গেল। ইতিমধ্যে আমি পোসক্রিওবাইশেভকে ফোন করে জিজ্ঞেস করলাম আমাদের কোন কাগজপত্র সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের টেবিলে পড়ে আছে কিনা। সে বললো যে না। তা নেই, আর, সবাই চলেও গেছে। গ্রিজলভও খালি হাতে ফিরল। আমাদের কোন মানচিত্র ফেদোরেংকোর কাছে নেই।

ক্ষতির কথা আন্তোনভকে জানালাম, তিনি পরামর্শ দিলেন তখনই সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ককে কথাটা না বলতে। হয়তো ম্যাপগুলো পাওয়া যাবে।

সেদিন আবার আমরা জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ গেলাম এবং যেটা ঠিক হয়েছিল, ঘটনার বিষয়ে কিছু বললাম না। স্তালিনও কিছু বললেন না।

আমি জেনারেল স্টাফ-এ ফিরলাম। কিছুই ঘটল না। মনে হয় ম্যাপগুলো হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। আমার আর কোন সন্দেহ ছিল না যে ওগুলো স্তালিনই পেয়েছেন। আমি জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স ছাড়া আর কোথাও তো যাইনি।

আমরা আর নিশ্চুপ থাকতে পারলাম না। পরদিন সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ককে নিয়মমাফিক রিপোর্ট করার সময় একটা তাকমত সময় বেছে নিয়ে আমি খুব দৃঢ়তার

সঙ্গে বললাম ঃ

"কমরেড স্তালিন, চব্বিশ ঘণ্টা আগে আপনার অফিসে পরিস্থিতির দুটো মানচিত্র আমি ফেলে গিয়েছিলাম। দয়া করে ওগুলো আমাকে ফেরৎ দিন।"

তাঁকে বিস্মিত দেখাল।

"কি কারণে আপনার মনে হল ওগুলো আমি নিয়েছি? এখানে তো কিছুই নেই।"

"অসম্ভব।" আমি জেদের সঙ্গে বললাম। "জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স এবং জেনারেল স্টাফ ছাড়া আর কোথাও কখনো আমরা যাই না। মানচিত্রগুলো আর কোথাও থাকতে পারে না। ওগুলো নিশ্চয়ই আপনার কাছেই আছে।"

স্তালিন জবাব দিলেন না। তার বদলে তিনি অফিস থেকে বেরিয়ে বিশ্রাম কক্ষে গেলেন, ফিরে এলেন ম্যাপগুলো নিয়ে। নাগালের বাইরে একটা কোণায় ধরে তাদের নাড়ালেন, তারপরে টেবিলের উপরে ছুঁড়ে দিলেন।

"এই যে, আর কখনো এ সব ফেলে যাবেন না......। সত্যি কথা বলে ভালোই করেছেন।"

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স বা জেনারেল স্টাফের কেউ কোনদিন আর এই ঘটনার উল্লেখ করেন নি। কোন দরকারও ছিল না। এটা ছিল চোখে আঙুল দিয়ে দেখান যেটা ভবিষ্যতে বহু বছর আমি মনে রেখেছি।

এবার এক পলকের জন্য আরেকটি হেড কোয়ার্টার্স-এ যাওয়া যাক,—— হিটলারের। ১৯৪৩ সালের ২৫শে জুলাই, অর্থাৎ আমাদের চেয়ে একদিন পরে; অপারেশন সিটাডেল-এর ব্যর্থতার ফলাফলগুলি সেখানে আলোচিত হচ্ছিল। বর্তমানে আমাদের অধিকারে ঐ আলোচনার কিছু অংশ রয়েছে যার মধ্যে আছে জার্মান সশস্ত্র বাহিনীর ডেপুটি চিফ অব অপারেশনস্, লেফটেন্যান্ট-জেনারেল ওয়াল্টার ওয়ারলিমণ্টের সঙ্গে হিটলারের কথাবার্তা।

"হিটলার ঃ প্রসঙ্গতঃ, আপনি কি স্তালিনের রিপোর্টটি পড়েছেন, কাল যে আদেশ তিনি দিয়েছেন, যাতে তিনি মোটরাস্থিত পদাতিক, ট্যাংক ডিভিশন ও পদাতিক ডিভিশনগুলির সঠিক সংখ্যাটি বলেছেন? আমি একে সম্পূর্ণ নির্ভুল বলে ধরে নিচ্ছি।

"ওয়ারলিমণ্ট ঃ মানে, সিটাডেল সম্বন্ধে?

"হিটলার—সিটাডেল সম্বন্ধে…। আমার কেমন একটা অনুভূতি হচ্ছে যে এটা তাদের নিজেদের আক্রমণের সমাপ্তি সূচনা করছে, মানে, ব্যাপারটাকে তিনি এমনভাবে হাজির করছেন যেন আমাদের পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেছে। লোকের কিন্তু ধারণা হচ্ছে একে তিনি একই সঙ্গে নিজের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করার কাজেও ব্যবহার করছেন। বোধ হয় ব্যাপারটা আর এগোবে না এমন রিপোর্ট আছে; এখানে এক সার্বিক বাধা রয়েছে বলেই তিনি সব কিছু দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে এই ধারণাটা ছেড়েছেন। এটাই আমার অনুভূতি।"

একথা বলা কঠিন এই অসংলগ্ন অনুমানগুলির মধ্যে কোনটি এখানে বেশি ছিল—আসলেই ভুল বোঝা, নাকি মজ্জাগত ভণ্ডামী। এটা ধরে নেওয়া যায় যে নিজের কাছে নিজে হেরে গিয়ে ডিক্টেটর নিজেকে এবং তাঁর সেনাপতিদের নেহাৎ সান্ত্বনা দিতে চাইছিলেন। যাই হোক, তাঁর এই 'অনুভূতি' আসলে খোয়াব ছাড়া কিছু নয়।

সোভিয়েত বাহিনী যখন আগের জায়গাগুলির পুনরুদ্ধার করল তখন তারা আক্রমণ বন্ধ করল নিছক সাময়িকভাবে, শক্তিবৃদ্ধি ও সরবরাহের জন্য। তারপরেই তারা অন্তিম আঘাত করল। এটা ছিল অবশ্য প্রয়োজনীয় কারণ আমরা শক্তিশালী জার্মান বাহিনীকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেলগোরোদ-খারকভ সেক্টরে খতম করার লক্ষ্য নিয়েছিলাম। কিভাবে এই লক্ষ্য পূর্ণ হবে এই প্রশ্নটি গোটা জেনারেল স্টাফকে ভাবিয়ে তুলেছিল।

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, সময়ের বিচার, এরকম একটা রণক্রিয়ার জটিলতা এবং অন্যান্য দিক বিবেচনায় প্রত্যেক শত্রুদলকেই ঘেরাও করাটা খুব কাজের কথা নয়। আমার বিশ্বাস বেলগোরোদ-খারকভ দলকে ঘিরে ফেলার প্রথম প্রবক্তা ছিলেন যে ব্যক্তি তিনি হলেন ভরোনেজ ফ্রন্টের সেনাপতি। অবশ্য জেনারেল স্টাফেও এই মতের অনেক সমর্থক ছিল। কিন্তু জেনারেল স্টাফ সামগ্রিকভাবে ভিন্নমত নিল।

এই বিশেষ ক্ষেত্রে ঘেরাও করার বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি ছিল। সবচেয়ে বড় কথা, শত্রুর ক্ষমতার কথাটা বিবেচনা করতে হবে, তার ক্ষমতা অনেকখানি। ৪র্থ প্যাঞ্জার বাহিনী ও তথাকথিত কেম্‌ফ্ রণক্রিয়া গ্রুপ এই এলাকায় মোতায়েন ছিল। তার মোট শক্তি ১৮ ডিভিশন, যার চারটি হল প্যাঞ্জার ডিভিশন। শক্তিশালী ডবল লাইন প্রতিরক্ষা পদ্ধতির কথাটাও মনে রাখা দরকার, যা সেই মার্চ মাসেই শত্রু গড়ে তুলতে শুরু করেছিল। আসলে এটা ছিল তার আক্রমণ শুরুর লাইন, তবে জুলাইয়ের শেষে একে আমাদের সম্ভাব্য আক্রমণ ঠেকানোর

কাজের উপযোগী করে নেওয়া হয়। মূল শত্রুসৈন্য খারকভের উত্তরে রাখা হল, প্রয়োজনে তারা এই প্রশস্ত নগরকে একটা দুর্গের মত ব্যবহার করতে পারবে। সংক্ষেপে, বেলগোরোদ-খারকভ দলকে বেষ্টন ও আটকে মারতে গেলে আমাদের প্রচুর সৈন্যকে দীর্ঘকাল লেগে থাকতে হয়, ফলে নীপারের দিকে তাদের অগ্রগতি ব্যাহত হবে, শত্রুর পক্ষেও ঐ নদীর দক্ষিণ উপকূল বরাবর শক্তিশালী প্রতিরক্ষা লাইন গড়ে তোলা সহজ হবে।

বেলগোরোদ-খারকভ দলকে খণ্ড খণ্ড ভাবে ধ্বংস করার কথাও বিবেচনা করা হয়েছিল—খারকভের উত্তরে তার প্রধান বাহিনীগুলিকে ছেঁটে ফেলে এটা শুরু হবে। পয়লা নজরে এটা সম্ভব বলে মনে হয় যদি সামি এলাকার কোন জায়গা থেকে দক্ষিণ-পূর্বে এবং ভল্‌চান্‌স্ক থেকে পশ্চিম দিকে সমকেন্দ্রী আক্রমণ চালান হয়। কিন্তু এই কাজ হাসিল করতে হলে সামি ও ভলচান্‌স্ক-এ এমন সৈন্য দরকার যারা আঘাত করতে প্রস্তুত, আমাদের তা ছিল না। সামি ও ভলচান্‌স্ক থেকে আক্রমণ করতে গেলে দরকার ব্যাপক পুনর্বিন্যাসের এবং অবশ্যই, যথেষ্ট সময়ের। কিন্তু এক মুহূর্তও বাড়তি সময় ছিল না। শত্রু তার বাহিনীর সমাবেশ করার আগেই, অপারেশন সিটাডেল ফেঁসে যাওয়ায় যে ধাক্কা সে খেয়েছে তা সামলে ওঠার আগেই, আমাদের কাজ করতে হবে। কাজেই যুদ্ধের এই সন্ধিক্ষণেও এই পরিকল্পনা উপযোগী ছিল না।

নানান প্রস্তাব নিয়ে প্রচুর হিসাব-নিকাশ, বিচার-বিবেচনার পরে জেনারেল স্টাফ তার শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছল। জার্মানদের বেলগোরোদ-খারকভ দলকে প্রথমেই পশ্চিম থেকে আসা মজুত সরবরাহের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। এটা করা সম্ভব বেলগোরোদের উত্তরে দুটি তৈরি ট্যাংক আর্মি পেলে, যাকে অবশ্যই শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে চূর্ণ ও বিশৃঙ্খল করে ফেলতে হবে, গভীর আঘাতে তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলতে হবে। তারপরেই কেবল শত্রু বাহিনীগুলিকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলতে পারা যাবে। এই নতুন রণক্রিয়ার সাংকেতিক নাম হল জেনারেল রুমিয়ান্তসেভ।

আসলে কখনোই যুদ্ধের বিরাম হয়নি। আমাদের পাল্টা অভিযানের পূর্ববর্তী কোন দীর্ঘ বিরাম ছিল না, কাজেই এই রণক্রিয়ার পরিকল্পনাটিকে সম্প্রসারিত করার ব্যাপারটি ছিল কিছুটা অস্বাভাবিক। এর অধিকাংশই করা হল অকুস্থলে। যেমন, ২৭শে জুলাই মার্শাল জুকভ ৫৩তম আর্মির সেনাপতি জেনারেল ম্যানাগারোভ-এর সঙ্গে দেখা করলেন এবং সেই দিনই রিপোর্ট করলেন, "আমি তার সঙ্গে রুমিয়ান্তসেভ'-এর জন্য একটা সমাধান তৈরি করলাম।"

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স প্রতিনিধিরা ছাড়াও ভরোনেজ, স্তেপ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের সমর পরিষদগুলি এই প্রক্রিয়ায় সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। ১লা আগস্ট জুকভ মস্কোয় ফিরলেন এবং পরিকল্পনার মূল বিষয়গুলি সম্বন্ধে স্তালিনের সঙ্গে একমত হলেন ; এর পরে ফ্রন্টগুলি তাদের বাহিনীকে তৎক্ষণাৎ আগাম নির্দেশাদি দিল এবং অপারেশন আরম্ভ হল।

জেনারেল রুমিয়ান্তসেভ অপারেশনের সঙ্গে যুক্ত ব্যাপক কোন লিখিত বা নক্সাগত
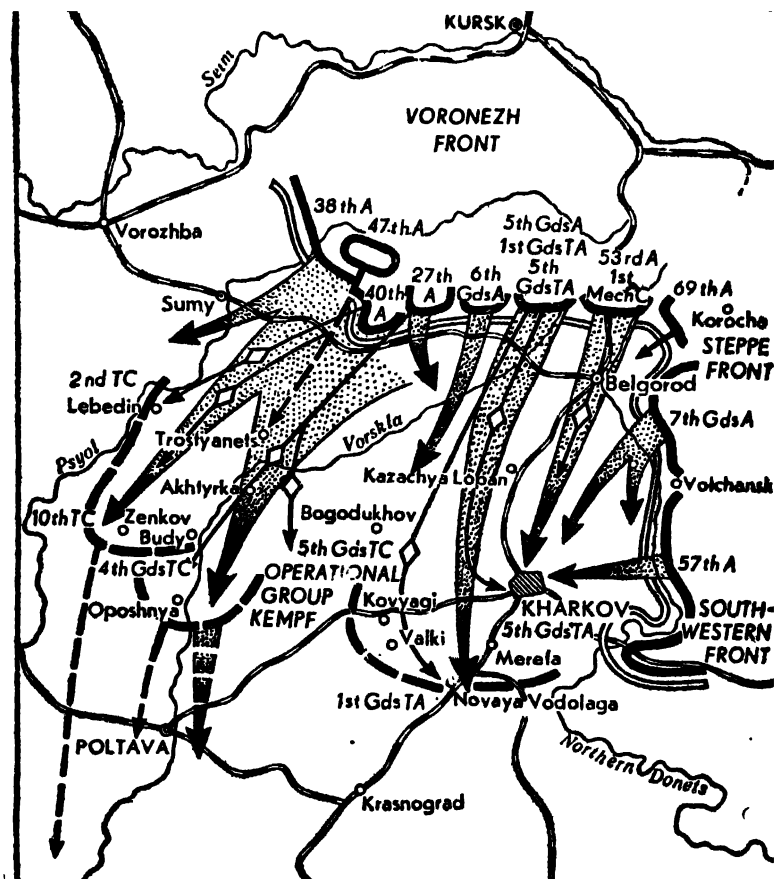
জেনারেল রুমিয়ান্তসেভ-এর আক্রমণ পরিচালনা

দলিলের কথা আমার জানা নেই। কিছু ছিল না। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স বা জেনারেল স্টাফ-এর কাছে এই সংকেত নামটি দলিল হিসেবে কোন তাৎপর্য

বহন করে না, তার তাৎপর্য হল ভরোনেজ ও স্তেপফ্রন্ট এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের কিছু সৈন্যদলের ১৯৪৩-এর আগস্ট মাসে পরস্পর সহযোগী কর্মকাণ্ড—সাধারণ লক্ষ্য ও একক নেতৃত্ব যাকে একসূত্রে বেঁধেছিল।

রণক্রিয়ার লক্ষ্যটি ছিল বেলগোরোদ-খারকভ এলাকায় শত্রুকে চূর্ণ করা, যার পরে সোভিয়েত সৈন্যদের সামনে সুযোগ খুলে যাবে নীপারে পৌছবার, অগভীর পারাপারের জায়গাগুলি দখল করার এবং ডনবাস থেকে পশ্চিম পর্যন্ত শত্রুর পলায়ন পথ বন্ধ করার। গোটা ব্যাপারটার মধ্যে অনেকখানি রণক্রিয়াগত সুবিধার প্রতিশ্রুতি ছিল।

কার্যতঃ, রণক্রিয়াটি শুরু হয় ৩রা আগস্ট, তবে ৫ বা ৬ তারিখ যখন তোমারোভকা, আলেকজান্দ্রোভকা এবং বেলগোরোদ মুক্ত হয়, তখন জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স প্রতিনিধি এবং স্তেপ ও ভরোনেজ ফ্রন্টের সেনাপতিরা আলাদা-ভাবে প্রত্যেক ফ্রন্টের আক্রমণের শেষবারের মত যাচাই করা পরিকল্পনাগুলি সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ককে রিপোর্ট করলেন, তার আগে নয়। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স তাদের ৬ ও ৮ আগস্ট অনুমোদন করলেন এবং এই পরিকল্পনাগুলিই হল জেনারেল রুমিয়ান্তসেভ রণক্রিয়ার একমাত্র দলিলগত ভিত্তি যা আমাদের আছে।

রণক্রিয়াটির দুই পর্যায়। প্রথম পর্যায়ে খারকভের উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণে নাৎসী বাহিনীর পরাজয়ের বিধি-ব্যবস্থা, দ্বিতীয় পর্যায়ে নজর দেওয়া হয়েছে খাস খারকভের মুক্তির উপর এবং এটা হবে সমগ্র কুর্স্ক যুদ্ধের প্রকৃত চূড়ান্ত পরিণতি।

এখন যেহেতু জেনারেল রুমিয়ান্তসেভ রণক্রিয়ার অগ্রাধিকার, সেই জন্য এরই স্বার্থে এর সঙ্গে অন্যান্য খণ্ডে সোভিয়েত বাহিনীর কার্যকলাপ, বিশেষ করে ডনবাস-এ, সম্পূর্ণভাবে সমন্বয় সাধন করা হল। এটা ছিল বিশেষভাবে ভ্যাসিলেভস্কির ব্যাপার যিনি দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ ফ্রন্টে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর প্রতিনিধিত্ব করছিলেন।

ভরোনেজ ও স্তেপ ফ্রন্টের অন্তর্নিহিত ক্ষমতার হিসেব করে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স নির্দেশ দিলেন যে ৮ই আগস্ট থেকে জেনারেল এন. এ. গ্যাগেন-এর ৫৭তম আর্মিকে দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্ট থেকে স্তেপ ফ্রন্টে বদলী করা হবে খারকভের দক্ষিণে বাঁক ঘুরে এগোবার জন্য। দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের বাকি সৈন্যকে দক্ষিণ ফ্রন্টের সঙ্গে একত্র হতে হবে শত্রুর ডনবাস দলকে চূর্ণ ও গোরলোভকা, স্তালিনো এলাকা দখল করার জন্য। এইভাবে শেষ পর্যন্ত রুমিয়ান্তসেভ রণক্রিয়ার লক্ষ্য ও তার জন্য পরিপূরক বাহিনীর ব্যাপারে সংজ্ঞা দেওয়া হল।

ভরোনেজ ও স্তেপ ফ্রন্টের মূল বাহিনীগুলির মধ্যে ছিল ৬টি ফিল্ড আর্মি (৬ষ্ঠ ও ৫ম রক্ষী, ৫৩তম, ৬৯তম, ৭ম রক্ষী ও ৫৭তম), ২টি ট্যাংক আর্মি, (১ম এবং ৫ম রক্ষী), এবং ২টি বিমান আর্মি (২য় ও ৫ম)। তাদের কাজ ছিল উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও পূর্বদিক থেকে আঘাত হেনে খারকভের প্রবেশ মুখে শত্রুকে ধ্বংস করা। ট্যাংক আর্মি ও একটি স্বয়ন্তর ট্যাংক কোর উত্তর থেকে দক্ষিণে বোগোতুকভ, ভালকি এবং নোভায়া ভদোলাগা লাইন বরাবর শত্রুকে বিভক্ত করবে এবং খারকভ থেকে পশ্চিম ও দক্ষিন-পশ্চিম দিকে পলায়ন পথ ছিন্ন করবে।

একই সময়ে একটা দ্বিতীয় প্রচণ্ড ঘা দেবে দুটি ফিল্ড আর্মি (৪০শ ও ২৭শ) এবং তিনটি ট্যাংক কোর (১০ম, ৪র্থ রক্ষী এবং ৫ম রক্ষী) সাধারণভাবে আখতির্কা অভিমুখে। এতে পশ্চিম দিক থেকে আমাদের মূল বাহিনীগুলি আড়াল হবে এবং খারকভ এলাকার দিকে রিজার্ভ যাওয়া বন্ধ হবে। মধ্য ফ্রন্টের সঙ্গে যোগসাধন অতিরিক্ত হিসেবে লাভ হবে ৩৮শ আর্মি ও একটি ট্যাংক কোরের সাহায্যে। ৪৭শ আর্মি, যেটিকে ভরোনেজ ফ্রন্টের দ্বিতীয় সারিতে রাখা হয়েছিল, এখন বর্ধিত হল ফ্রন্টের দক্ষিণ পার্শ্ব ছাড়িয়ে এস্‌তিয়ানেৎস-এর দিকে, যেখান থেকে সে পরিস্থিতি অনুসারে আখতির্কার মধ্য দিয়ে হয় জেনকোভ নয় ত দক্ষিণদিকে ধাক্কা দিতে সক্ষম হবে।

রণক্রিয়ার প্রথম পর্যায়টিকে কার্যকারী করা, অর্থাৎ, খারকভের প্রবেশমুখে শত্রুকে পরাজিত করা, আমাদের বাহিনীগুলির নতুন একটি জোটের সৃষ্টি করল যার লক্ষ্য হল রণক্রিয়ার চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন করা। একই সময়ে, এই বাহিনী-গুলির একাংশকে তৈরি থাকতে হবে পোল্‌টাভায় আঘাত হানার জন্য।

রণক্রিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ফ্রন্ট তার বাহিনীগুলিকে তাদের নির্ধারিত সেক্টরগুলিতে কেন্দ্রীভূত রাখবে এটাই যে এই পরিকল্পনার দাবী তা বোঝা যায়। জেনারেল স্টাফ এ বিষয়ে কড়া নজর রাখল।

অপারেশনের চতুর্থ দিনে প্রকাশ পেল যে এ. এস. ঝাদভ-এর অধীনস্থ ৫ম রক্ষী আর্মি এবং এম. ওয়াই. কাতুকভ-এর অধীনে ১ম ট্যাংক আর্মি ঘনসংবদ্ধ আক্রমণের নীতি লঙ্ঘন করছে। ৬ই আগস্ট রাতে পরিস্থিতি রিপোর্ট করার সময় আমরা সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করলাম যার ফলে ভরোনেজ ফ্রন্টের সেনাপতি এই নির্দেশটি পেলেন :

"ঝাদভের ৫ম রক্ষী আর্মির অবস্থান থেকে এটা পরিষ্কার যে তার আঘাতকারী দলটি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে এবং আর্মির ডিভিশনগুলি নানাদিকে রণক্রিয়া

চালাচ্ছে। কমরেড আইভানভের * আদেশ, ঝাদভের আঘাতকারী আর্মি তার বাহিনীগুলিকে কয়েকদিকে ছড়িয়ে না দিয়ে সংহতভাবে পরিচালিত হোক। একথা কাতুকভ-এর ১ম ট্যাংক আর্মির সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।"

সেই মুহূর্তে সংহত প্রয়াস ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ খারকভের যুদ্ধ তখন এক নির্ধারক পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। ৯ই আগস্ট রাতে আরেকটি টেলিগ্রাম পাঠান হল মস্কো থেকে, এবার তা জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর প্রতিনিধি জুকভকে সম্বোধন করে। এতে বলা হল:

"সর্বোচ্চ কম্যাণ্ডের জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স পোলটাভা, ক্রাসনোগ্রাদ এবং লোজোভায়ার দিকের প্রধান সড়ক ও রেলপথগুলি অবিলম্বে দখল করে খারকভকে বন্ধ করে দেওয়াটা অত্যাবশ্যক বলে মনে করে, এভাবে খারকভের মুক্তি দ্রুততর হবে।

"এই লক্ষ্য সাধনের জন্য কাতুকভ-এর ১ম ট্যাংক আর্মিকে অবশ্যই কোভিয়াগি, ভাল্‌কি এলাকার প্রধান যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিন্ন করতে হবে, এদিকে রোৎমিস্ত্রভ-এর ৫ম রক্ষী ট্যাংক আর্মি দক্ষিণ-পশ্চিমে খারকভ-এর পার্শ্ব অতিক্রম করে মেয়াফার দিকের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে অবশ্যই ছিন্ন করবে।"

কিছু পরেই উভয় ট্যাংক আর্মি তাদের লক্ষ্যস্থলের দিকে ধাবিত হল। ইতি-মধ্যে স্তেপফ্রণ্ট বাধা ঠেলে খারকভ-এর উত্তর ও পুবে প্রতিরক্ষা বলয়ে উপস্থিত হল। শত্রু দারুণ এক সংকটের মধ্যে এসে পড়ছিল।

যাই হোক, ঘটনার গতি এর পরে এক অপ্রত্যাশিত মোড় নিল। যুদ্ধাঞ্চলে শত্রু দারুণ তাড়াহুড়ায় তার রিজার্ভকে (প্রধানতঃ প্যাঞ্জার ডিভিশনগুলি) কেন্দ্রীভূত করতে শুরু করল, উদ্দেশ্য, আমাদের আক্রমণ রোধ এবং কেম্‌ফ দল ও ৪র্থ প্যাঞ্জার আর্মিকে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করা। ভরোনেজ ফ্রণ্টের কম্যাণ্ড আসন্ন বিপদকে হয় কমিয়ে দেখেছে, নয়ত এটা পুরোপুরি তার নজর এড়িয়ে গেছে। যা আমরা লাভ করেছি তাকে যথেষ্ট সংহত না করে, বাহিনীর পার্শ্বদেশ-গুলিকে আড়াল না করে আমাদের অগ্রগতি অব্যাহত রইল। শত্রু এই সুযোগ নিল, ১১ই আগস্ট বোগোদুখভ-এর দক্ষিণ অঞ্চল থেকে এবং ১৮-২০শে আগস্ট আখ্‌তিরকা-র পশ্চিম অঞ্চল থেকে জোরদার পাল্টা আক্রমণ শুরু করল। এগারোটা পর্যন্ত শত্রু ডিভিশন, বেশির ভাগই প্যাঞ্জার ও মোটরায়িত, পাল্টা অভিযানে সামিল হল। আখতির্‌কা এলাকা থেকে শত্রু লক্ষ্যস্থির করল সেই গভীর কীলকটির

* সেই সময় এটা ছিল স্তালিনের সাংকেতিক নাম।

একেবারে গোড়ায় যেটিকে আমরা বিদ্ধ করেছিলাম আসল দিকে। ১৭ থেকে ২০শে আগস্ট ভয়ংকর লড়াইয়ের সময়ে ভরোনেজ ফ্রন্টের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হল। কতগুলো জায়গায় আমাদের উভয় ট্যাংক আর্মিকে উত্তর দিকে ঠেলে দেওয়া হল। বাধা ঠেলে খারকভ দলের পশ্চাদ্‌ভাগে উপস্থিত হবার সুযোগটিও হ্রাস পেল।

আন্তোনভ ২১শে আগস্ট রাতে সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের কাছে পরিস্থিতি রিপোর্ট করবার সময় তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন।

"বসুন, ভাতুতিন-এর কাছে একটা নির্দেশনামা লিখুন," স্তালিন আমাকে বললেন। "একটা কপি জুকভকেও পাঠাবেন।"

তিনি নিজেকে একটা লাল পেন্সিলে সজ্জিত করলেন এবং টেবিল বরাবর পায়চারী করতে করতে প্রথম বাক্যবন্ধটি বললেন :

"গত কয়েকদিনের ঘটনাবলীতে প্রকাশ পেয়েছে যে অতীত অভিজ্ঞতাকে আপনারা হিসেবে আনেন নি এবং পরিকল্পনা ও রণক্রিয়া পরিচালনা উভয় দিক থেকেই পুরানো ভুলেরই পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছেন।"

এরপরে স্তালিন ভাবনাগুলোকে গুছিয়ে নেবার সময় একটু বিরতি। তারপরে, যাকে বলে, এক নিঃশ্বাসে একটা গোটা অনুচ্ছেদ বলে গেলেন :

"সাফল্যকে সংহত না করেই, আঘাতকারী দলগুলির পার্শ্বদেশকে ভালভাবে আচ্ছাদন না করেই সমস্ত জায়গায় আক্রমণের ইচ্ছা এবং যতটা সম্ভব জায়গা দখল করা এলোমেলো আক্রমণেরই সামিল। এমনি আক্রমণ সৈন্য ও সাজসরঞ্জাম অপচয়ের দিকে নিয়ে যায় এবং আমাদের যে দলগুলি বেশি এগিয়ে গেছে এবং পার্শ্বদেশকে রক্ষার ব্যবস্থা করেনি শত্রুকে তাদের পার্শ্ব ও পশ্চাদ্‌ভাগকে আক্রমণ করতে দেয়।"

সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক এক মিনিট থামলেন, আমার কাঁধ ডিঙিয়ে আমি যা লিখেছি তা একবার পড়লেন। বাক্যবন্ধটির শেষে নিজের হাতে লিখলেন, "এবং তাদের খণ্ড খণ্ড করে হত্যা করতে।" এরপর তিনি বলে চললেন :

"এই পরিস্থিতির মধ্যে শত্রু আকেম্মেইয়েভকা, কোভিয়াগি অঞ্চলে যুদ্ধরত প্রথম ট্যাংক আর্মির পশ্চাদ্‌ভাগে বাধা ঠেলে উপস্থিত হতে পারল, তারপরে, যে ৬ষ্ঠ রক্ষী আর্মি ও প্রাদা, ভিয়াজোভায়া, পানাসোভকা লাইনে পৌঁছে গিয়েছিল তার বাহিনীগুলির উন্মুক্ত পার্শ্বদেশে সে আঘাত করল এবং সবশেষে, আপনাদের অসতর্কতার ফলে লাভবান হয়ে শত্রু ২০শে আগস্ট আখতিরকা অঞ্চল থেকে

দক্ষিণ-পূর্বে ২৭শ আর্মি ও ৪র্থ ও ৫ম রক্ষী ট্যাংক কোর-এর পশ্চাদ্ভাগে আঘাত করল।

"শত্রুদের এইসব ক্রিয়াকলাপের ফলে আমাদের সৈন্য যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যা সমর্থনের অযোগ্য এবং শত্রুর খারকভ দলকে চূর্ণ করার অনুকূল পরিস্থিতিটাও নষ্ট হয়েছে।"

সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক আবার থামলেন, আমি কি লিখেছি তা পড়লেন, 'আপনাদের অসতর্কতার ফলে লাভবান হয়েছে' এই কটি কথা কেটে দিলেন, তারপরে আবার আরম্ভ করলেন:

"আমি বাধ্য হচ্ছি আরেকবার আপনার সমর্থনের অযোগ্য ত্রুটিগুলির প্রতি নির্দেশ করতে যেগুলি আপনি রণক্রিয়া চালাবার সময় একাধিকবার ঘটিয়েছেন। আমার আদেশ, শত্রুর আখতিরকা দলকে ধ্বংস করার কাজটি, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে সমাধা করবেন।

"আপনি এটা করতে পারেন কারণ তা করার মত যথেষ্ট সঙ্গতি আপনার আছে।

"আমার অনুরোধ, পোলটাভা-র দিক থেকে খারকভ এলাকার পার্শ্ব অতিক্রম করার চেষ্টায় আত্মহারা হবেন না, তার বদলে সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ রাখবেন শত্রুর আখতিরকা দলের ধ্বংস সাধনের বাস্তব ও বিশেষ কাজটির উপর কারণ এই শত্রু দলটি উৎখাত না হওয়া পর্যন্ত ভরোনেজ ফ্রন্টের সাফল্য আসতে পারে না।"

শেষ অনুচ্ছেদটি শেষ করার পরে স্তালিন আবার আমার কাঁধ ডিঙিয়ে এতে চোখ বোলালেন, যেটা লিখেছেন তার অর্থের উপর জোর দেবার জন্য "আমার অনুরোধ"-এর পরে ঢুকিয়ে দিলেন 'আপনার শক্তির অপচয় করবেন না' এবং আমাকে চূড়ান্ত বয়ানটি জোরে পড়তে বললেন।

"আমার অনুরোধ আপনার শক্তির অপচয় করবেন না, পোলটাভার দিক থেকে খারকভ এলাকার..." আমি পড়লাম। সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক মাথা নাড়লেন এবং কাগজটিতে স্বাক্ষর করলেন। কয়েক মিনিট পরে ফ্রন্টে এটি টেলিগ্রাম করা হল।

এটা অবশ্য উল্লেখ করতে হবে যে এই নির্দেশনামাটি প্রকাশিত হবার মধ্যেই পরিস্থিতির বদল ঘটেছিল এবং শত্রুর পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত হয়েছিল। ভরোনেজ ফ্রন্টের ডানদিকের অংশটি অপেক্ষাকৃত ভাল সংগঠনের পরিচয় দিল এবং আমাদের

আক্রমণ রোধ করার জন্য শত্রুর প্রয়াস ব্যর্থ হল।

আই. এস. কোনেভ চট্‌পট এর সুযোগ নিলেন। তাঁর বাহিনী প্রচণ্ড বেগে খারকভ আক্রমণ করল এবং ২৩শে আগস্ট ২১'০০টায় মস্কো ২০ ভলির ২২৪টি কামান অভিবাদন জানাল স্তেপফ্রন্ট-এর গৌরবময় বাহিনীর সম্মানে যারা ভরোনেজ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের সাহায্যে ইউক্রেনের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরীর মুক্তিসাধন করেছিল।

শত্রুর খারকভ দলের ধ্বংসে কুর্স্ক-এর যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটল যা নাৎসী জার্মানীর উপরে আমাদের পরিপূর্ণ জয়ের পথে নতুন এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপকে চিহ্নিত করল। ঐ যে, অদূরেই নীপার।

১৯৪৩-এর গ্রীষ্মে সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর আক্রমণ অভিযানের যে বৈশিষ্ট্য ছিল তা হল তাদের ক্রমবর্ধমান এলাকা ও ভরবেগ। একের পর এক আঘাত হানা হয়েছে, অন্তর্ভুক্ত হয়েছে আরো বিস্তৃত এলাকা। তার কারণ, শত্রুকে একই সঙ্গে দুই সেক্টর থেকে উৎখাত করতে হয়েছে এক সেক্টর থেকে অন্য সেক্টরে তার সৈন্য নিয়ে আসায় বাধা দেবার জন্যে।

নীপার অভিযান শুরু হয় পশ্চিম সেক্টরে, গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে, যার মধ্যে ছিল স্মলেন্স্ক ও রোসলাভ্‌ল্।

পশ্চিম ফ্রন্টের সৈন্য এবং কালিনিন ফ্রন্টের কিছু সৈন্য ১৯৪৩-এর ৭ই আগস্ট কুর্স্ক-এর যুদ্ধ শেষ হবার অনেক আগেই স্মলেন্স্ক-এ আক্রমণ অভিযান শুরু করেছিল। আমাদের ফ্রন্টগুলির মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো পশ্চিম ফ্রন্ট এই সময় পরিচালিত হত সকোলভ্‌স্কির অধিনায়কত্বে। তিনি ছিলেন বড় সাবধানী সেনাপতি, সর্বদাই যিনি ঝাঁপ দেবার আগে দুবার, এমন কি তিনবার ভাবতেন। মস্কো যুদ্ধের ভয়ংকর সেই দিনগুলোয় তিনি ছিলেন এই ফ্রন্টের চিফ অব স্টাফ। পরে জুকভের কাছ থেকে তিনি ফ্রন্টের সৈনাপত্য গ্রহণ করেন ১৯৪৩-এর মার্চ-এ এবং তথাকথিত বৃঝেভ-ভিয়াজমা স্ফীতিমুখ ধ্বংসের কঠিন রণক্রিয়া কৃতিত্বের সঙ্গে সমাধা করেন। কুর্স্ক যুদ্ধে পশ্চিম ফ্রন্টের বামপার্শ্ব শত্রুর ওরেল দলকে চূর্ণ করতে সাহায্য করেছে এবং তারপরে স্মলেন্স্ক-এ অগ্রসর হয়েছে। তুমুল যুদ্ধের পর, যে যুদ্ধে তার প্রতিবেশীরাও অংশ নিয়েছে, তারা স্মলেন্স্ক অধিকার করতে এবং সেপ্টেম্বরের শেষদিকে গোমেল, মোগিলেভ, ওরশা ও ভিটেব্‌স্ক-এর প্রবেশ মুখে

পৌঁছতে সমর্থ হয়।

আগস্ট-এর মাঝামাঝি থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ ফ্রণ্টের বাহিনীগুলি আক্রমণ শুরু করে। ডনবাস ও নীপারের পূর্বে ইউক্রেনের দক্ষিণ অঞ্চলের মুক্তি সাধন ছিল এদের কাজের অঙ্গ। তারপরে ভরোনেজ ও স্তেপফ্রণ্ট শক্ত ঘা দিতে শুরু করে, আক্রমণকারীদের পায়ের তলা থেকে কিয়েভ এবং নীপারের পশ্চিম তীরবর্তী ইউক্রেনের মুক্তি তখন আসন্ন।

জেনারেল স্টাফ-এ আমরা এইসব ঘটনার অপরিসীম গুরুত্ব উপলব্ধি করি এবং কুর্স্ক যুদ্ধে বিরাট জয়লাভের পূর্ণতম সুযোগ নেবার প্রয়োজনীয়তা পরিষ্কার বুঝতে পারি। এটা আর গোপন ছিল না যে জার্মানরা মলোচ্‌নায়া, নীপার ও সোঝ্‌ নদী বরাবর এক শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে তুলছে। তাদের আমরা এই রেখার এপাশে সরে আসতে এবং পুরোপুরি অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় আমাদের সম্মুখীন হতে দিতে পারি না। 'এই জায়গায় সময়ের ব্যাপারটা হচ্ছে নির্ধারক এবং আমাদের পরবর্তী রণক্রিয়া সেই অনুসারেই পরিকল্পিত হল।

নীপারের দিকে সোভিয়েত অভিযান এবং মূলতঃ কিয়েভ খণ্ডে একে লাফিয়ে পেরোনোর সময়টা ঠিক হল সেপ্টেম্বর। ভরোনেজ ফ্রণ্টের যে প্রস্তাবের সঙ্গে জেনারেল স্টাফ একমত ছিল এবং মার্শাল জুকভ যাতে স্বাক্ষর করেছিলেন তা ৮ই সেপ্টেম্বর প্রস্তুত হল এবং সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের কাছে মানচিত্রের আকারে উপস্থিত করা হল। ফ্রণ্টের ইচ্ছা সংক্ষিপ্ততম পথে আক্রমণ করা এবং যতটা সম্ভব সোজা পথে। শত্রুসৈন্যকে ছত্রভঙ্গ এবং তাদের দৃষ্টিকে বিক্ষিপ্ত করার জন্য আমাদের সৈন্য আক্রমণের গোটা লাইন বরাবর একই সঙ্গে নদীতে এসে হাজির হবে। ৩৮শ বাহিনী কিয়েভের উপকণ্ঠে ভারনিৎসার অগভীর অংশটি দখল করবে। যেন দেরী না হয় সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হবার জন্য তার তিনটি ডিভিশনকে মোটরযান দেওয়া হল। নেদ্রিগাইলভ, ভেপ্রিক, বোরকি ও পোশনিয়া লাইনটি হল গোটা ভরোনেজ ফ্রণ্টের লাফ দেবার জায়গা। এখান থেকে নীপার পর্যন্ত ১৬০ থেকে ২১০ কিলোমিটার দূরত্ব সাত বা আট দিনে কাবার করতে হবে— ১৮ থেকে ২৬-২৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। গড় অগ্রগতির হার বজায় রাখতে হবে দৈনিক ২০ থেকে ৩০ কিলোমিটারের মধ্যে।

আক্রমণে একটা ভরবেগ এনে দেবার জন্যে ভরোনেজ ফ্রণ্টে একটা বর্শামুখ সৃষ্টি করা হল তৃতীয় রক্ষী ট্যাংক আর্মি এবং তিনটি স্বয়ম্ভর ট্যাংক কোর—৫ম রক্ষী এবং ২য় ও ১০ম-এর সাহায্যে।

নদী যেখানে বাঁক নিয়ে আমাদের দিকে খাড়াভাবে নেমে এসেছে সেখানে কিয়েভের দক্ষিণে যাবার পথে নীপার অবরোধ ও আক্রমণের পরবর্তী কাজ সমাধা করতে হবে। এখানে রয়েছে মালি ও বলশয় বুক্রিন নামে পরিচিত গ্রাম এবং যে সেতুমুখটি দখল করা হল সেটি, যার নাম বুক্রিন সেতুমুখ। যদি বুক্রিন সেতুমুখ থেকে আক্রমণ ব্যর্থ হয় সেক্ষেত্রে কিয়েভ এলাকায় নীপার অতিক্রমের একটা বিকল্প পরিকল্পনা রচনা করলে কোন ক্ষতি ছিল না। দুর্ভাগ্যের বিষয়, জেনারেল স্টাফ কিংবা ফ্রন্ট কম্যাণ্ড কেউ তেমন কোন পরিকল্পনা তৈরি করেনি।

২২শে সেপ্টেম্বর ভোরবেলায় তৃতীয় রক্ষী ট্যাংক আর্মির অগ্রবর্তী মোটরায়িত পদাতিক ডিভিশন বুক্রিন বাঁক ভেদ করল এবং সাফল্যের সঙ্গে নীপার অবরোধ করল। দুর্ভাগ্যক্রমে, কাছাকাছি কোন সেনাদল ছিল না যাকে দখল করা সেতুমুখটিকে অবিলম্বে সম্প্রসারিত করার কাজে ব্যবহার করা যায়। ডানদিকে অবশ্য কে. এস. মোস্কালেংকোর অধীনে প্রতিবেশী ৪০শ আর্মি রঝিশ্চেভ এলাকায় একটু ছোট একটা সেতুমুখ দখল করল। ফ্রন্টের অন্যান্য খণ্ডে আমাদের ইচ্ছা সাময়িকভাবে অপূর্ণ রয়ে গেল।

নীপার অবরোধ, যা যে কোন অবস্থাতেই একটা কঠিন রণক্রিয়া, তাকে একটু সহজ করার জন্য পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল দুই ব্রিগেডের একটা শক্তিশালী বিমানবাহিত সৈন্যদলকে দক্ষিণ তীরে নামিয়ে দেবার বিষয়। এই বাহিনীকে দখল করতে এবং আয়ত্তে রাখতে হবে রঝিশ্চেভ, মিঝিরিচ, মোশিন, চেরকাসি লাইনটিকে যতক্ষণ না মূল বাহিনী এসে পড়ে। এটা হল ১১০ কিলোমিটার লম্বা ও ২৫-২৭ কিলোমিটার চওড়া একটা জায়গা যা দুটো ছত্রী ব্রিগেডের আয়ত্তে রাখার পক্ষে খুবই বড়।

২৩শে সেপ্টেম্বর রাতে সৈন্য নামান হল। একটা সম্পূর্ণ ব্রিগেডকে ফেলা হল, অন্যটাকে আংশিকভাবে। প্রস্তুতির অভাবে একগাদা ভুল হল। সুবিস্তৃত একটা এলাকায় সৈন্যদলটি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল। চিহ্ন গুলিয়ে ফেলে ছত্রী সৈন্যদের অনেকে নিজেদের বাহিনীর মধ্যেই নেমে পড়ল, অন্যগুলি নীপারের জলে বাকিগুলি চলমান শত্রু ডিভিশনগুলির মধ্যে। তারা তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারল না।

আমাদের মূল বাহিনীকে নীপার পেরিয়ে আনা এখন আরো জটিল হল ২৪শে সেপ্টেম্বরের ভোরে শত্রুপক্ষ রঝিশ্চেভ এবং বুক্রিন সেতুমুখের ওপারে কয়েকটি ডিভিশনকে মোতায়েন করল, যার একটি প্যাঞ্জার ডিভিশন।

সতর্কভাবে পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে জেনারেল স্টাফ একমত হল যে বুক্রিন সেতুমুখ থেকে আক্রমণ সফল হবার সম্ভাবনা খুবই কম। এতে যে চমকের একটা ব্যাপার ছিল তা মাটি হয়ে গেছে। শত্রুর প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বেড়েছে। ট্যাংকের ব্যবহারের পক্ষে এই ভূমিখণ্ডটি অত্যন্ত বাজে—গভীর গিরিখাত ও পাহাড়ে ভরা। এরকম ভূমিখণ্ড সৈন্যদলের আড়াল পাবার পক্ষে ভাল কিন্তু এখানে মহড়া অত্যন্ত কঠিন। এই সন্ধিক্ষণে সবাই উপলব্ধি করল যে নীপার অবরোধের জন্য আমাদের একটিমাত্র পরিকল্পনার মধ্যে আবদ্ধ থাকা উচিত হয়নি, আমাদের উচিত ছিল কয়েকটি বিকল্প রাখা।

২৫শে সেপ্টেম্বর জুকভ ও বুক্রিন সেতুমুখ থেকে আক্রমণের অসুবিধা এবং অস্ত্রশস্ত্রের ভয়ংকর ঘাটতির কথা স্তালিনকে রিপোর্ট করলেন এবং বললেন তিনি মনে করেন যে একটা নতুন সেতুমুখ দখল করতে হবে। তাঁর মত জেনারেল স্টাফ-এর সঙ্গে পুরোপুরি মিলে গেল। সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক আমাদের যুক্তিগুলি খণ্ডন করার কোন চেষ্টা করলেন না, আবার আমাদের সঙ্গে একমতও হলেন না।

তিনি বললেন, "একটা প্রকৃত আক্রমণের এমন কি চেষ্টা করার আগেই আপনারা হাল ছেড়ে দিচ্ছেন। যে সেতুমুখের অস্তিত্ব বর্তমানে রয়েছে সেখান থেকেই বাধা ভেদ করে এগোতে হবে। কে জানে ফ্রন্ট নতুন একটা দখল করতে পারবে কিনা।"

রণক্রিয়ায় ছত্রী সৈন্যদের দুর্ভাগ্যজনকভাবে অসদ্ব্যবহার করার জন্য তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হন। এই বিষয়ে এক বিশেষ আদেশে বলা হয়ঃ "রাত্রিতে ব্যাপকভাবে ছত্রীসৈন্য নামানোর চেষ্টায় প্রমাণিত হয় যারা এর কর্তা তারা অযোগ্য। অভিজ্ঞতায় দেখা যায় নিজেদের এলাকায় পর্যন্ত রাতে ব্যাপকভাবে ছত্রী সৈন্য নামানোয় যথেষ্ট অসুবিধা ঘটে।" অবশিষ্ট দেড় ব্রিগেড ছত্রী সৈন্যকে ফ্রন্ট থেকে সরিয়ে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর রিজার্ভকে দেওয়া হল।

৩৮শ আর্মি এর চেয়ে বেশি উৎসাহব্যাঞ্জক ফল দেখাল। সে ঠিক পরিকল্পনা-মাফিক নীপারে গিয়ে পৌঁছালো সোজা কিয়েভের বিপরীত দিকে শহরের একটু দক্ষিণে, মূল বাহিনী তার বামপার্শ্বে। কিয়েভের ঠিক সামনে, যেখানে শত্রুর শক্ত সেতুমুখ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল, সেখানে নীপার অবরোধ ছিল অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। ফ্রন্ট সেনাপতির অনুমতি নিয়ে আর্মি'র সেনাপতি এন. ওয়াই. চিবিসভ

তাঁর সৈন্যদের অবিলম্বে কিয়েভের উত্তর দিকে নিয়ে যেতে আরম্ভ করলেন এবং ২৭ থেকে ২৯শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে দুটো অপেক্ষাকৃত ছোট সেতুমুখ দখল করলেন, একটা স্ভারোমিয়া এবং অন্যটি লিউটেঝ অঞ্চলে। পরে আমরা এদের মধ্যে সংযোগসাধন করলাম এবং তাকে বর্ধিত করলাম যার মুখটা হল ১৫ কিলোমিটার এবং চওড়া ১০ কিলোমিটার। এই এলাকাটি নিয়তিনির্দিষ্ট হল কিয়েভের মুক্তির চাবিকাঠি হিসেবে।

অক্টোবর মাসে বুক্রিন সেতুমুখ থেকে অসংখ্য আক্রমণ কোন ফলপ্রসব করল না। সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক এই ব্যাপারে অত্যন্ত বিহ্বল হলেন, ভরোনেজ ফ্রন্ট এবং জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স প্রতিনিধিকে তাঁদের উদ্যমহীনতার জন্য তিরস্কার করলেন এবং তাঁদের সামনে দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরলেন স্তেপ ফ্রন্টের সেনাপতি আই. এস. কোনেভকে যাঁর সৈন্যেরা সাফল্যের সঙ্গে ক্রেমেনচুগ অঞ্চল ও তার দক্ষিণে নীপার অবরোধ করেছিল। শেষ পর্যন্ত ২৫শে অক্টোবরের ভোরে স্তালিন তৃতীয় রক্ষী ট্যাংক আর্মিকে কিয়েভের উত্তরে পুনর্বিন্যাস করা ঠিক করলেন এবং প্রাসঙ্গিক একটি নির্দেশনামায় স্বাক্ষর করলেন। এতে লেখা ছিল :

"১। সর্বোচ্চ কম্যাণ্ডের জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স নির্দেশ করছে যে বুক্রিন সেতুমুখের অভিযান ব্যর্থ হয়েছে তার কারণ স্থানীয় পরিস্থিতিকে যথাযথভাবে হিসেবে আনা হয়নি যেগুলি আক্রমণাত্মক রণক্রিয়ায় প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে, বিশেষ করে ট্যাংক বাহিনীর।

"২। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স প্রথম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের* পুনর্বিন্যাসের আদেশ দিচ্ছে যার লক্ষ্য হল শত্রুর কিয়েভদলকে উৎখাত ও কিয়েভ জয়ের আশু উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ফ্রন্টের ডান পাশকে শক্তিশালী করা।"

কিয়েভ অপারেশনে সামিল ছিল আই. ডি. চেরনিয়াখোভস্কির ৬০তম আর্মি, ৩৮শ এখন যার অধিনায়ক কে. এস. মোস্কালেংকো, সি. এস. রাইবালকোর তৃতীয় রক্ষী ট্যাংক আর্মি বুক্রিন সেতুমুখে অবস্থান করে আমাদের সৈন্যেরা যত বেশি সম্ভব শত্রু সৈন্যকে আকর্ষণ করে রাখার জন্য এবং যদি পরিস্থিতি অনুকূল হয় তবে তাদের ফ্রন্টকে বাধা ঠেলে এগিয়ে নেবার জন্য লড়াই চালিয়ে গেল।

---

*২০শে অক্টোবর ফ্রন্টগুলির নতুন নামকরণ হয়। ভরোনেজ ফ্রন্ট পরিচিত হয় প্রথম ইউক্রেনীয় ফ্রন্ট নামে এবং স্তেপ, দক্ষিণ-পশ্চিম এবং দক্ষিণ ফ্রন্ট যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ ইউক্রেনীয় ফ্রন্ট নামে।

কিয়েভের উত্তরে অভিযান শুরু হল ১৯৪৩-এর ৩রা নভেম্বর। তৃতীয় রক্ষী ট্যাংক আর্মি সম্পূর্ণ গোপনে এখানে এল এবং জার্মান কম্যাণ্ড হতবাক হয়ে পড়ল। ৬ই নভেম্বর সকালে রুশ নগরগুলির জননী প্রাচীন কিয়েভ দখলদারী থেকে মুক্তি পেল।

প্রথম ইউক্রেনীয় ফ্রণ্ট এগিয়ে চলল, শত্রুর পাল্টা আক্রমণকে পরাজিত করে এবং তাদের বিপুল ক্ষতিসাধন করে। দশ দিনের মধ্যে জার্মানদের কিয়েভদল পুরোপুরি উৎখাত হয়ে গেল এবং আমাদের বাহিনী চেরনোবিল, মালিন, ঝিটোমির, ফাস্টভ এবং ত্রিপোলির মধ্য দিয়ে চলে যাওয়া রেখাটিতে পৌঁছে গেল—যে রেখাটি পরবর্তী রণক্রিয়ার লক্ষ্যভূমি হয়ে উঠল।

নবম পরিচ্ছেদ

তেহরান সফর

নতুন কাজের দায়িত্ব ।। রেল থেকে বিমানে ।। আমরা হাজির হলাম ইরানের রাজধানীতে ।। ওভারলর্ড পরিকল্পনায় কিছু যোগ ।। স্তালিনকে সমর্থন করলেন রুজভেল্ট ।। মিত্রদের কাছে আমাদের প্রতিশ্রুতি ।। চার্চিলের যুগোস্লাভ মানচিত্র ।। তেহরান বৈষম্য ।। ১৯৪৪-এর প্রথমার্ধের জন্য পরিকল্পনা রচনা ।। গোটা ফ্রণ্ট বরাবর আক্রমণ থেকে পর্যায়ক্রমিক আঘাতের পদ্ধতি ।।

১৯৪৩-এর ২৪শে নভেম্বর অপরাহ্নে অন্তোনভ আমাকে বললেন: "আমি চাই আপনি একটা সফরের জন্য প্রস্তুত হোন। সব ফ্রণ্টের মানচিত্র ও গুপ্তলিপি পাঠে সক্ষম একজন অফিসারকে সঙ্গে নেবেন। কখন এবং কোথায় যাবেন তা পরে জানতে পারবেন।"

কোন রকম প্রশ্ন না করতে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম। স্পষ্টতঃই এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ মিশন।

রাত দুটোয় ক্রেমলিনের এক দূত এসে আমাকে ডাকল। আমি আন্তোনভের কাছে হাজিরা দিলাম, তারপরে মানচিত্র ভরা কেসটি তুলে নিয়ে রওনা দিলাম।

তুষার বিছানো এবং যুদ্ধের জন্য তখনো ব্ল্যাক আউট করা মস্কোর নির্জন পথ। ভেড়ার চামড়া ও ফেল্ট বুট পরা পাহারাদার মাঝে মাঝে মার্চ করে চলে যাচ্ছে।

আমরা দ্রুত চললাম। যাত্রাপথের কথা আমাকে কিছুই বলা হয়নি। আমি গাড়ির পেছন দিকে বসেছিলাম, নিজেকে সুস্থির রাখতে চেষ্টা করছিলাম ত্রুটিপূর্ণ পর্দালাগানো পাশের জানালা দিয়ে রাস্তা এবং শাখাপথগুলির দিকে উঁকি মেরে। অবশেষে উপলব্ধি হল আমরা কিয়েভ স্টেশনের দিকে চলেছি, কিন্তু একটু পরে এটিও আমাদের পেছনে পড়ে রইল।

মোঝাইস্ক্ রোড, যেখানে তখন নতুন দালানগুলির উঁচু ধূসর মূর্তির সংসর্গে থাকত শত শতাব্দীর হোঁতকা দোতলা বাড়িগুলি, এখানে এসে গাড়ির গতি বাড়ল। ইহুদী কবরখানা ঝলকে উঠে পেরিয়ে গেল। আমরা এখন মস্কোর বাইরে।

কুন্তসেভোর পরে ঔ'ল্লি কয়েকটা মোড় ঘুরে পরিশেষে কোন এক অপরিচিত সামরিক রেলডিপোর প্ল্যাটফর্ম-এ আমরা পৌঁছাই। লাইনের উপরে ট্রেনের একটা অন্ধকার মূর্তিকে চিনতে পারি। আমার এস্কর্ট আমাকে তারই একটা গাড়িতে এনে তোলে।

"এটা আপনার", সংক্ষেপে সে বলে।

গাড়িতে আর কোন যাত্রী নেই। অ্যাটেণ্ডাণ্ট আমাকে আমার কামরা দেখিয়ে দেয়। একটু অবাক হয়ে ভাবতে থাকি হয়ত জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর কারো সঙ্গী হয়ে আমাকে ফ্রন্ট-এ যেতে হবে।

তখনই জানালার বাইরে কারো বরফ গুঁড়ানো পদক্ষেপের আওয়াজ শুনতে পাই। ভরোশিলভ ও দুজন অফিসার গাড়িতে আসেন। ভরোশিলভ আমাকে সম্ভাষণ করে বলেন:

"ট্রেন কম্যাণ্ডাণ্ট শিগগিরই আপনার কাছে হাজিরা দেবে। কোথায় কতক্ষণের জন্য ট্রেন দাঁড় করাতে হবে ওকে তা বলবেন যাতে এগারোটার মধ্যে সমস্ত ফ্রণ্টের পরিস্থিতি সংক্রান্ত সংবাদ আমরা পেয়ে যাই এবং কমরেড স্তালিনকে রিপোর্ট করতে পারি। এর পরে মস্কোর মতই দিনে তিন বার আপনি রিপোর্ট করবেন।"

ট্রেন রওনা দিল। আবার আমি গাড়িতে একা। একটু পরেই কম্যাণ্ডাণ্ট আসে, বলে যে আমরা এখন স্তালিনগ্রাদের পথে। কোথায় দাঁড়াতে হবে সেই প্রশ্নটির আমরা চটপট মীমাংসা করে ফেলি। ৯'৪০-এ আমরা মিচুরিনস্ক-এ পৌছব। ওপারে আমাদের আধঘণ্টা থামতে হবে আর সঙ্গে সঙ্গে হাই ফ্রিকোয়েন্সী টেলিফোনে লেগে যেতে হবে।

"সবই করা হবে," কম্যাণ্ডাণ্ট আমাকে আশ্বস্ত করে বিদায় নেয়।

আলো নিবিয়ে কিছুক্ষন বসে থাকি। টেলিগ্রাফের খুঁটি তোড়ে ছুটে যায়, অন্ধকার বনভূমি, বরফাচ্ছন্ন ঢাল উঠে এসে আবার হারিয়ে যায় পশ্চাদ্‌পটে। মাঝে মাঝে কোন পল্লীর অস্পষ্ট আভাস ফুটে ওঠে।

নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করতে শুরু করি: "স্তালিনগ্রাদে যাচ্ছি কেন? নীপারের ওপারে তো লড়াই চলছে, তবে ওখানে গিয়ে কি হবে? আমাদের আসল গন্তব্য স্তালিনগ্রাদ হতে পারে না..."

পুরানো অভ্যাসের খাতিরে আমি উপরের বার্থে উঠে পড়ি এবং শুয়ে পড়ি। উপরের বার্থটি হল পুরানো সুপরীক্ষিত বন্ধু। নিচের বার্থ-এ যারা ভ্রমণ করে

৬৫ তম আর্মির নির্দেশক দপ্তর।

জি. কে. জুকভ, পি. আই. বেটভ ও কে. কে. রকোসোভস্কি

ব্যাগ্রেশন অভিযান চলাকালিন ডান দিক থেকে বাঁ দিকে ভি. ওয়াই মাকারোভ, এ. এম. ভ্যাসিলেভস্কি ও আই. ডি. চেরনিয়াখোভস্কি।

তাদের ঘাড়ে যে সব ঝঞ্ঝাট জোটে তার হাত থেকে এ আমাকে রক্ষা করে। যারা বয়স বা অন্য কোন কারণে উপরের বার্থ-এ ওঠে না সেই সব লোকের জন্য আমার সত্যিই খুব দুঃখ হয়।

সেকালে আমি চট করে ঘুমিয়ে পড়তাম। ঘুম ভেঙে দেখি জানালা দিয়ে বিষণ্ণ এক সকাল এসে পড়েছে। আমার ঘড়িতে তখন আটটা। পায়চারী করার জন্য করিডোরে যাই। এর শেষপ্রান্তে গার্ড এবং অ্যাটেণ্ডাণ্টের ঘুম ভেঙেছে।

ব্রীফকেসটা সঙ্গে নিয়ে লাউঞ্জে যাই, এখানে একটা হাই ফ্রিকোয়েন্সী টেলিফোন রয়েছে। আমি টেবিলের উপরে মানচিত্রগুলো বিছাই এবং মিচুরিন্স্ক-এ পৌঁছান মাত্র গ্রিজলভ-এর সঙ্গে যোগাযোগ করি। তিনি ছিলেন যথারীতি সতর্ক এবং প্রস্তুত। আমার প্রয়োজনীয় খবরগুলি তিনি দিলেন, আমি সে-সব মানচিত্রে টুকে নিলাম।

প্রায় দশটায় ভরোশিলভ লাউঞ্জে এলেন, বোধ হয় ফোনে আমার কথার আওয়াজে তিনি জেগে গেছেন।

"আপনি চীৎকার করে বলেন," তিনি অনুযোগ করেন। "যুদ্ধ কেমন চলছে ?"

মানচিত্র উল্লেখ না করে তাঁকে একটা সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট দেই। দ্বিতীয় ও প্রথম বাল্টিক ফ্রণ্টের সৈন্যেরা ইদ্রিৎসা, গোরোডক এবং ভিটেব্স্ক এলাকায় জোর আক্রমণাত্মক লড়াই চালাচ্ছে তবে আসল অগ্রগতি কিছু হচ্ছে না। পশ্চিম ফ্রণ্টও বাধা ঠেলে ভিটেব্স্ক ও মোগলিয়েভ-এর প্রবেশমুখ-এ পৌঁছে অচল হয়ে আছে। বাইলোরুশীয় ফ্রণ্টের খবর অনেকটা ভাল। এখানে রকোসোভস্কির বাহিনী গোমেলকে আবৃত করেছে, এখন যে কোন মুহূর্তেই তার মুক্তি ঘটবে। এই সাফল্যকে তারা কাজে লাগাচ্ছে ঝ্লোবিন ও পলিসিয়ের দিকে।

প্রথম ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টের পরিস্থিতি জটিল। কিয়েভ জয়ের পরে তার সৈন্যেরা সেই মালিন, ঝিটোমির, ফাস্টোভ এবং ত্রিপোল্লি লাইন পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল এক ভূখণ্ড দখল করেছিল। করোস্টেজের মুক্তি ঘটেছিল ১৭ই নভেম্বর। এই বিন্দুটিতে শত্রু আমাদের অগ্রগতি রুখে দিতে সক্ষম হয়। পুনর্বিন্যাস করার পরে সে নতুন রিজার্ভ এনে হাজির করল, কিয়েভের দিকে পাল্টা আক্রমণ করল, আমাদের আক্রমণকারী বাহিনীর একেবারে মূলে ঘা দিল। জার্মান প্যাঞ্জার ঝিটোমির ও ফাস্টোভ এলাকায় সাংঘাতিক চাপ দিল। ১৯শে নভেম্বর তারা

ঝিটোমির দখল করল এবং ২৫শে নাগাদ সক্ষম হল কোরোস্টেন বেষ্টন করতে, ২২৬তম পদাতিক ডিভিশন ও ৬০তম আর্মি যাকে বীরের মত রক্ষা করছিল।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইউক্রেনীয় ফ্রন্ট অতি কষ্টে ঠেলে এগোচ্ছিল কিরোভোগ্রাদ ও ক্রিভোরোঝিয়ের অভিমুখে এবং জাপোরোঝিয়ের পশ্চিমে।

এগারোটায় স্তালিনের রক্ষীদলের কম্যাণ্ডার লেফটেন্যাণ্ট-জেনারেল ভ্লাসিক ভরোশিলভকে আমন্ত্রণ করলেন সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের লাউঞ্জে। আমি ভ্লাসিক-কে বললাম যে পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট করতে আমি প্রস্তুত আছি। আমি নিজের কামরাতেই রইলাম। মিনিট পাঁচেক পরে আমাকে ডেকে পাঠান হল।

স্তালিন ও ভরোশিলভ ছাড়াও লাউঞ্জে উপস্থিত ছিলেন মলোটভ। সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক জিজ্ঞেস করলেন ফ্রন্টে নতুন কিছু ঘটেছে কিনা। নতুন কিছু ব্যাপার কমই ছিল এবং আমাকে অল্পক্ষণ পরেই ছেড়ে দেওয়া হল।

সন্ধ্যায়, আমরা যখন স্তালিনগ্রাদে পৌঁছলাম, আমি আবার যুদ্ধ পরিস্থিতির খবর নিলাম। তারপরে প্রস্তুত হলাম ট্রেন থেকে নামার জন্য—ম্যাপগুলো গুছিয়ে নিলাম, আদেশের অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু কোন খবর এল না, আধ ঘণ্টা বাদে ট্রেন আবার চলতে আরম্ভ করল।

আমাকে আবার ডাকা হলে একই দলের মধ্যে আবার স্তালিনকে দেখতে পাই। তাঁরা সবাই টেবিলের সামনে বসেছিলেন, ডিনারের জন্য টেবিল সাজান হয়েছিল। আমি ১ : ১০০০০০০ মানচিত্র থেকে পরিস্থিতি রিপোর্ট করি, তারপরে আন্তোনভ-এর মারফৎ পাওয়া ফ্রন্টগুলি থেকে আসা কতগুলি অনুরোধ ও পরামর্শ হাজির করি। স্তালিন সব মঞ্জুর করলেন, সব পরামর্শ অনুমোদন করলেন এবং আমাকে ডিনারের আমন্ত্রণ জানালেন।

খাওয়া-দাওয়া চলে প্রায় দেড় ঘণ্টা। কথাবার্তা সবই কোন এক আসন্ন সম্মেলনের ব্যাপারে যাতে রুজভেল্ট ও চার্চিল অংশ নেবেন আর যে বিষয়ে কিছুই আমি জানি না।

রাত পোয়াল, ঘটল নতুন দিনের আবির্ভাব। চলতি কর্মসূচী রইল অপরিবর্তিত। রোজ তিনবার যাই স্তালিনকে রিপোর্ট করতে। আমরা

কিজলিয়ার ও মাকাচ্‌কালার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলি। সন্ধে নাগাদ পৌছাই বাকুতে। এখানে আমি বাদে সবাই গাড়িতে চেপে কোথাও চলে যান। আমি ট্রেনেই রাত কাটাই। সকাল সাতটায় একজন আসে, আমরা বিমান বন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা হই।

বিমানক্ষেত্রে কয়েকটি এস আই-৪৭ বিমান দাঁড়িয়ে আছে। তারই একটার সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বিমান বাহিনীর কম্যাণ্ডার এ. এ. নোভিকভ এবং দূরপাল্লা বিমানের কম্যাণ্ডার এ. ওয়াই. গোলোভানভ। অন্য একটা বিমানের কাছে একজন পাইলটকে দেখতে পাই যে আমার পরিচিত ভি. জি. গ্রাচভ। স্তালিন এলেন আটটায়। নোভিকভ তাঁকে রিপোর্ট করলেন যে অবিলম্বে যাত্রার জন্য দুটো বিমান প্রস্তুত আছে। একটি চালাবেন কর্নেল জেনারেল গোলোভানভ, অন্যটি কর্নেল গ্রাচভ। আধ ঘণ্টা পরে আরো দুটো বিমান বৈদেশিক বিষয় সংক্রান্ত জনগণের কমিশারিয়েটের একদল কর্মচারীকে নিয়ে উড়বে।

নোভিকভ সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ককে আমন্ত্রণ করলেন গোলোভানভ-এর বিমানে। প্রথমে মনে হল স্তালিন আমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন, কিন্তু কয়েক পা এগিয়ে হঠাৎ তিনি থেমে যান।

"কর্নেল-জেনারেলরা বেশি বিমান চালান না," তিনি বলেন। "আমরা বরং কর্নেলের বিমানে যাই।"

তিনি গ্রাচভের দিকে ফেরেন। মলোটভ ও ভরোশিলভ তাঁকে অনুসরণ করেন।

"স্তেমেংকো-ও আমাদের সঙ্গে যাবে, পথে সে আমাদের যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত রাখবে," ঢালু বেয়ে উঠতে উঠতে স্তালিন বলেন।

আমি তাঁকে অপেক্ষা করাই না। ভিসিন্স্কি, বিদেশ সংক্রান্ত জনগণের কমিশারিয়েটের কজন কর্মী এবং গার্ড অন্য বিমানটিতে রওনা হলেন।

বিমান বন্দরে পৌছানর আগে আমাকে বলা হয়নি যে আমাদের গন্তব্য তেহরান। রক্ষী ও সঙ্গী হয়ে চলল তিন ঝাঁক বিমান, প্রত্যেক ঝাঁকে নয়টি করে লড়িয়ে বিমান—দুপাশে দুই ঝাঁক, তৃতীয়টি সামনে আরো উপরে।

আমি ফ্রন্টের পরিস্থিতি রিপোর্ট করি। কোরোসটেনের পরিস্থিতি হয়েছে আরো সংকটজনক। আমাদের সৈন্যেরা সরে এল বলে। সব কিছুই নির্দেশ করছে যে শত্রুর ইচ্ছা বাধা চূর্ণ করে কিয়েভে পৌছোয়; তারপর যে সেতুমুখ

তারা সেখানে অধিকার করেছে সেখান থেকে আমাদের বাহিনীকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে...।

প্রায় তিন ঘণ্টা পরে তেহরান এল। কর্নেল-জেনারেল এ্যাপোলোনভ আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, এঁকে আগেই পাঠান হয়েছিল সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের প্রহরা ব্যবস্থা সংগঠিত করার জন্য। তাঁর সঙ্গে কিছু সাদাপোশাকের লোক ছিলেন যাঁদের আগে কখনো দেখিনি। মোট পাঁচ-ছয় জন। একখানা গাড়ি একেবারে আমাদের বিমান পর্যন্ত চলে এল। স্তালিন এবং সরকারের সদস্যরা এতে প্রবেশ করলেন, গাড়ি ছুটল, দ্রুত গতি বৃদ্ধি করল। প্রথম রক্ষী গাড়িটি এর পেছনে ছুটে গেল। আমি গেলাম দ্বিতীয়টিতে।

একটু পরেই পৌঁছে গেলাম আমাদের দূতাবাসে।

বেশ নির্ভরযোগ্য প্রচীরবেষ্টিত একটা মনোরম পার্কের মধ্যে কয়েকটা দালান নিয়ে সোভিয়েত দূতাবাস। অদূরেই বৃটিশ মিশন, ইংরেজ ও ভারতীয় বাহিনীর মিশ্র একটা ব্রিগেড তার পাহারায়। মার্কিন দূতাবাস আমাদের থেকে বেশ কিছুটা দূরে।

যে বাড়িতে স্তালিন ও প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যেরা আছেন তার একতলার একখানা ঘর দেওয়া হল আমাকে এবং সংকেত অফিসারকে। ঘরখানা ছোট, একটাই জানালা। পাশেই টেলিগ্রাফ। সেদিন সন্ধ্যায় পার্কে পায়চারী করতে যাবার আগে স্তালিন দেখতে এলেন আমাদের কাজের পরিবেশটি কেমন। আমাদের ঘরখানা তাঁর পছন্দ হল না।

"এরা ম্যাপ বিছাবে কোথায়, জায়গাটা এত অন্ধকারই বা কেন? এদের জন্যে এর থেকে ভাল কোন জায়গা জোটেনি?"

তাঁর আগমনের ফল ফলল ত্বরায়। তৎক্ষণাৎ আমাদের একটা আলোকিত প্রশস্ত বারান্দা দেওয়া হল, তিনটে টেবিল এল, আমাদের প্রয়োজন মেটাতে একটা সরাসরি টেলিফোনও বসিয়ে দেওয়া হল।

২৮শে নভেম্বর সূর্যাস্তের সময় তিন বৃহৎ শক্তির নেতৃবৃন্দের সম্মেলন আরম্ভ হল। সোভিয়েত দূতাবাসের এলাকায় আলাদা একটা বাড়িতে এটি অনুষ্ঠিত হল। আমাকে একখানা প্রবেশ পত্র দেওয়া হয়েছিল, আমি এটির সদ্ব্যবহার

করেছি। বাড়িটার পাহারায় ছিল আন্তর্জাতিক রক্ষীদল। প্রত্যেক ঘাঁটিতে তিনজন পাহারাদার, একজন ইউ. এস. এস. আর-এর, একজন ইউ. এস. এ-র এবং একজন ব্রিটেনের। প্রত্যেককে বদল করত তার নিজের রিলিফ কম্যাণ্ডার। এটা ছিল বেশ উল্লেখযোগ্য এবং মজাদার অনুষ্ঠান।

স্তালিনের আমন্ত্রণে রুজভেল্ট অবিলম্বে স্থায়ীভাবে সোভিয়েত দূতাবাসে চলে আসেন। নিরাপত্তার খাতিরেই এটা করা হয়, গুজব ছিল যে প্রেসিডেন্টকে হত্যার একটা ষড়যন্ত্র হয়েছে।

সম্মেলনে সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের আচরণ ছিল আত্মপ্রত্যয়ে ভরপুর। ট্রেনে যে সব কথাবার্তা শুনেছি তার থেকে বুঝেছি আমাদের লোকেরা সম্মেলনে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের প্রশ্নে একটা অবিচল ভূমিকা নিতে ইচ্ছুক স্পষ্টতঃই যে ব্যাপারটিকে মিত্রপক্ষ বিলম্বিত করে তুলছে। স্তালিন একাধিকবার আমাকে দিয়ে সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টের শত্রু ও তার লেজুড়দের ডিভিশনের এবং মিত্রদের বিরুদ্ধে জার্মান ফ্রন্টের সংখ্যা যাচাই করিয়েছেন।

এই সংখ্যাগুলি সম্মেলনের প্রথম দিনেই ব্যবহার করা হয়। আলোচনা যখন যুদ্ধকে সংক্ষিপ্ত করা কিংবা অবিলম্বে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা অথবা, মিত্রপক্ষ এটাকে যেভাবে হাজির করত, ওভার লর্ড পরিকল্পনাকে কার্যকরী করা ইত্যাদি বিষয়ে চলত তখন এগুলি হত সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের হাতে তুরুপের তাস। এইসব সংখ্যা বাহিনীগুলির মোটমাট সম্পর্কটি দেখিয়ে দেয় এবং এগুলি ছিল চার্চিলের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কার্যকরী যুক্তি, যা তাঁর দ্বিতীয় রণাঙ্গনকে গৌণ রণক্রিয়া দিয়ে পরিপূরণ করার প্রয়াসকে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছিল। সমর্থন পাবার মত এই সংখ্যাগুলি পেয়ে স্তালিন দেখিয়ে দিলেন যে ১৯৪৩-এ মিত্রশক্তির নিষ্ক্রিয়তার জন্যেই জার্মান কম্যাণ্ড আমাদের বাহিনীর বিরুদ্ধে নতুন আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করতে পারে। তারই সঙ্গে তিনি সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টে পরিস্থিতির অবনতির সংবাদ দিলেন এবং জানালেন কোরোসটেনে কি ঘটছে আর কিয়েভের আশেপাশের পরিস্থিতি কি।

সম্মেলনে মূল প্রশ্নগুলির একটি ছিল দ্বিতীয় রণাঙ্গন এবং তা কোথায় খোলা উচিত। আক্ষরিক অর্থেই সোভিয়েত প্রতিনিধিদল বৃটিশ প্রতিনিধিদলকে কোণ-ঠাসা করে মানতে বাধ্য করলেন যে মিত্রপক্ষের মূল প্রয়াস হওয়া উচিত অপারেশন ওভারলর্ড, পরের বছর মে মাসের মধ্যে তা শুরু করা উচিত আর এটি অবশ্যই চালান উচিত উত্তর ফ্রান্সের এলাকায়। সঠিক এই দৃষ্টিভঙ্গীকে সমর্থন

করার জন্য স্তালিনকে অন্যান্য দিক থেকে মিত্রশক্তির জার্মানী আক্রমণের সম্ভাবনার সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ করতে হল। ভূমধ্যসাগর ও অ্যাপেনাইন উপদ্বীপের, যেখানে মিত্রবাহিনী রোমের নিকটবর্তী হচ্ছে, বিকল্প রণক্রিয়ার প্রতি গভীর মনোযোগ দেওয়া হল।

ভূমধ্যসাগরীয় রণক্রিয়া সোভিয়েত সর্বোচ্চ কম্যাণ্ডের মতে ছিল গৌণ যেহেতু শত্রু এখানে অপেক্ষাকৃত কম সৈন্য ব্যবহার করেছে এবং এই ক্ষেত্রটি জার্মানী থেকে অনেক দূরে। ইতালীয় ক্ষেত্র সম্পর্কে সোভিয়েত প্রতিনিধিদল মনে করে ভূমধ্য-সাগরে মিত্রপক্ষের জাহাজ চলাচলের জন্য খোলা পথ পাওয়ার দিক থেকে এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ, তবে সরাসরি হিটলারী জার্মানীকে আঘাত হানার পক্ষে এটা সম্পূর্ণ অনুপযোগী কারণ এদিকে তার সীমান্ত আল্প্সের দুর্লঙ্ঘ্য বাধার ফলে সুরক্ষিত।

বলকান, যেদিকে চার্চিলের ব্যাগ্র দৃষ্টি, সেটিও জার্মানী জয়ের পক্ষে উপযোগী নয়।

সোভিয়েত প্রতিনিধিরা তাঁদের পশ্চিমী মিত্রদের সামনে হাজির করলেন তিনটি পরস্পর সংযুক্ত রণক্রিয়া পরিচালনার জন্য সামরিক দিক থেকে দৃঢ়ভিত্তি এক পরিকল্পনা যেটি পরিমাণ ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে একটা সত্যিকার দ্বিতীয় রণাঙ্গনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ: মূল বাহিনীগুলি ওভারলর্ড পরিকল্পনা চালাবে উত্তর ফ্রান্সে, দক্ষিণ ফ্রান্সেও একটি সহায়ক আঘাত হানা হবে যা পরবর্তীকালে উত্তরমুখী এগিয়ে যুক্ত হবে মূল বাহিনীর সঙ্গে এবং শেষতঃ, ইতালীর রণক্রিয়াটি করা হবে দৃষ্টিকে বিক্ষিপ্ত করার জন্য। এই রণক্রিয়াগুলির জন্য যেটিকে আমাদের কাছে সেরা সময় সারণী বলে মনে হয়েছে সেটিও আমরা বেশ বিস্তৃতভাবেই দিলাম।

দক্ষিণ ফ্রান্সে মিত্রবাহিনীর অবতরণের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হল। এই অঞ্চলে যথেষ্ট অসুবিধার আভাস পাওয়া যায় তবু এই রণক্রিয়া মূলবাহিনীগুলির সুযোগ বৃদ্ধি করবে। দক্ষিণ ফ্রান্সের ব্যাপারে সোভিয়েত দৃষ্টিভঙ্গীর সারসংক্ষেপ দিতে গিয়ে স্তালিন ঘোষণা করলেন:

"ব্যক্তিগতভাবে আমি অতদূর পর্যন্ত যেতাম।"

আমরা জানি স্তালিন রুজভেল্টের সমর্থন পান এবং ওভারলর্ডের ও দক্ষিণ ফ্রান্সে সহায়ক রণক্রিয়ার সময় সম্পর্কে সোভিয়েত প্রস্তাব গৃহীত হল। এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে তিন বৃহৎ শক্তির হিটলার বিরোধী জোটকে শক্তিশালী এবং যে সব চিন্তা তাদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছিল তার বিজয়কে চিহ্নিত করেছিল।

সম্মেলনের দিনগুলিতে আমি নিজের কাজে ব্যস্ত রইলাম। দিনে তিনবার

নিয়মিতভাবে ফ্রন্টের পরিস্থিতি সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করতাম টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন মারফৎ এবং তা স্তালিনকে রিপোর্ট করতাম। তিনি সচরাচর আমার রিপোর্ট শুনতেন সকালে এবং সরকার প্রধানদের অধিবেশন শেষে (এই সব অধিবেশন সাধারণতঃ হত সন্ধ্যায়)।

প্রায় প্রত্যেক দিন আন্তোনভ আমাকে খসড়া নির্দেশগুলি দিতেন যেগুলোতে সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের স্বাক্ষর প্রয়োজন। সেগুলিতে স্তালিন সই করার পর আমি মস্কোকে জানাতাম এবং মূল দলিলখানা একটি ধাতুর তৈরী বাক্সে রাখতাম যেটি সংকেত অফিসারের পাশে রাখা থাকত।

একবার কি দুবার স্তালিন নিজে আন্তোনভের সঙ্গে কথা বলতেন। একবার তিনি ভাতুতিন ও রকোসোভস্কির সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করেন এবং কিয়েভের বিরুদ্ধে শত্রুর পাল্টা অভিযানকে খতম করে দেবার সম্ভাবনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বিশেষভাবে রকোসোভস্কির মতামত সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন যাঁর ফ্রণ্ট মোজির খণ্ডে ভাতুতিনের ফ্রন্টকে সাহায্য করছিল।

রণক্রিয়া বিভাগের প্রধান হিসেবে আমি স্বাভাবিকভাবেই ভবিষ্যৎ রণক্রিয়ায় সোভিয়েত ও মিত্রবাহিনীর সমন্বিত ক্রিয়ায় গভীর আগ্রহী ছিলাম। ৩০শে নভেম্বর চার্চিলের সঙ্গে কথাবার্তা প্রসঙ্গে প্রশ্নটি স্তালিন উত্থাপন করেছিলেন এবং একই দিনে সরকার প্রধানদের তৃতীয় অধিবেশনে একে ইউ. এস. এস. আর-এর দিকের একটা দায়িত্ব হিসেবে সূত্রায়িত করা হয়েছিল। এই বিষয়ে সোভিয়েত সরকার প্রধানের বিবৃতিতে এই সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া হয়নি যে অপারেশন ওভারলর্ড-এর গোড়ায় নয়, অপারেশন চলাকালীন জার্মানরা যখন তাদের কিছু বাহিনী পূর্ব থেকে পশ্চিম রণাঙ্গনে সরিয়ে আনবে তখনই মিত্রবাহিনী সবচেয়ে বিপদগ্রস্ত হবে। আমি আগেভাগেই বলে রাখি, মিত্রপক্ষের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুসারে ১৯৪৪-এ সোভিয়েত বাহিনী এমন দৃঢ় ব্যবস্থা নিয়েছিল যে পূর্ব রণাঙ্গন থেকে সৈন্য তুলে পশ্চিম রণাঙ্গনে নিয়ে আসা দূরে থাক, হিটলার প্রকৃতপক্ষে বাধ্য হয়েছিলেন পশ্চিম থেকে ডিভিশনগুলিকে প্রত্যাহার করে তাদের পুবে পাঠাতে।

পশ্চিমে মিত্রবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিয়োগের প্রশ্নটি নিয়ে কিছু বিরোধ ছিল। এই পদে মনোনীত ব্যক্তিকে অপারেশন ওভারলর্ড-এর প্রস্তুতি ও পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বহন করতে হবে। সম্পূর্ণ ব্যর্থতা না হোক অন্ততঃ পক্ষে মারাত্মক বাধাবিপত্তি অবশ্যম্ভাবী যদি না এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের জন্য কাউকে ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্ব দেওয়া যায়। সম্মেলনে অংশ গ্রহণকারী সকলেই

একথা ভালোভাবে উপলব্ধি করলেন এবং শেষ পর্যন্ত মার্কিন সেনাপতি আইসেন-হাওয়ারকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করতে রাজি হলেন।

দ্বিতীয় রণাঙ্গনের সমস্যার অন্য কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দিকের সমাধান করে তেহরান সম্মেলন তার কাজ শেষ করল, যেমন, মূল ইউরোপ ভূখণ্ডে যে মিত্রবাহিনী নামবে তার শক্তি কি হবে। চার্চিল এই অভিযানের শক্তি নির্ধারণ করে দিলেন এক মিলিয়ন লোক বা তার কাছাকাছি।

তেহরানে মিত্রপক্ষ সোভিয়েত প্রতিশ্রুতি পেল হিটলারী জার্মানীর পরাজয়ের পর সাম্রাজ্যবাদী জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার।

মনে পড়ে যুগোস্লাভিয়ার যে মানচিত্রটি চার্চিল স্তালিনকে দিয়েছিলেন তাকে কেন্দ্র করে আমি কি ঝামেলাতেই পড়েছিলাম। চায়ের কাপে এই তুফান ওঠার কারণ যুগোস্লাভিয়া সম্পর্কে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া তথ্যের সঙ্গে সম্মেলনে সোভিয়েত প্রতিনিধি দলের নেতার নিয়ে আসা তথ্যের মিল হচ্ছিল না।

৩০শে নভেম্বর দুপুরবেলায় মানচিত্রটি আমার কাছে এল, তার উপরে একটা সুনির্দিষ্ট আদেশ লেখা: "যাচাই করতে হবে।" আমার কাছে যুগোস্লাভিয়া সম্পর্কে তৈরি তথ্য ছিল না, তাই গ্রিজলভকে জরুরী টেলিফোন করা হল। তিনি যুগোস্লাভিয়ার পরিস্থিতি সম্পর্কে সাম্প্রতিকতম সংবাদ আমাকে বললেন। দেখা গেল চার্চিলের ম্যাপ আমাদের চেয়ে কম নির্ভুল। তবে, যতদূর জানি, চার্চিলের সঙ্গে পরবর্তী কথাবার্তায় স্তালিন আর এই বিষয়টিতে ফিরে আসেন নি।

আরো মনে পড়ে ইংলণ্ডের রাজা স্তালিনগ্রাদকে উপহারস্বরূপ যে সম্মানসূচক তরবারী পাঠিয়েছিলেন সেটি প্রদান উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানটির কথা। ২৯শে নভেম্বর রাজার পক্ষ থেকে চার্চিল স্তালিনের হাতে তরবারীটি অর্পণ করেন। অনুষ্ঠানে রুজভেল্টও উপস্থিত ছিলেন। তিন প্রতিনিধিদলের সদস্যবৃন্দ, আমাদের দূতাবাসের কর্মী, সোভিয়েত অফিসার এবং সৈন্যদেরও নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। চার্চিল ছোট্ট ভাষণ দিলেন। স্তালিন তরবারী গ্রহণ করলেন, চুম্বন করলেন।

সম্মেলন চলাকালীন চার্চিল তাঁর ৬৯তম জন্মদিন পালন করলেন। অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বৃটিশ মিশনে বিরাট এক ভোজ দেওয়া হয়। এই দিনের নায়ক টেবিলে বসলেন, তাঁর ডানদিকে রুজভেল্ট, বাঁয়ে স্তালিন, ঠোঁটে সেই চিরাচরিত চুরুট। তাঁর সামনে বিশাল একখানা বার্থডে কেক, বয়স অনুযায়ী জ্বলন্ত

মোমবাতি। চার্চিলের সম্মানে অনেকগুলো টোস্ট করা হল, তার একটি স্তালিনের।

সম্মেলনের সাধারণ কাজের দিনগুলিতে সরকার প্রধান ও প্রতিনিধিদলের সদস্যেরা পর্যায়ক্রমে স্তালিন, রুজভেল্ট ও চার্চিলের ওখানে ডিনার করতেন। এইসব ডিনার হত অনেক দেরীতে (মস্কো সময় প্রায় ২০·০০ টায়), যখন আমাদের রাতের খাওয়া হয়ে যেত। রুজভেল্ট ডিনারের পর সবদিন থাকতেন না। বেশির ভাগ তিনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিজের কামরায় চলে যেতেন, কিন্তু স্তালিন ও চার্চিল বহু সময় অতিবাহিত করতেন, যাকে বলে, 'বেসরকারী কথাবার্তায়।' অপর পক্ষে, রুজভেল্ট দুপুরে স্তালিনের সঙ্গে দেখা করতে ভালবাসতেন, অধিবেশন শুরু হবার আগে। এই সাক্ষাৎকারগুলি সম্মেলনের সাফল্যকে বিশেষভাবে সুনিশ্চিত করত।

একদিন স্তালিন ইরানের শাহ্-র সঙ্গে সরকারী সাক্ষাত করতে গেলেন। প্রাসাদে অভ্যর্থনার আয়োজন হল। শাহ ও পাল্টা সাক্ষাত করলেন স্তালিন-এর সঙ্গে। শাহ তখন যা ছিলেন—সুগঠিত, সুদর্শন এক তরুণ—তাঁকে এই প্রথমে আমি দেখি। তিনি স্তালিনকে উপহার দিলেন প্রকাণ্ড, চমৎকার এমব্রয়ডারী করা একখানা গালিচা যার টানার কাজগুলি নাকি ছিল রূপোর তৈরি সুতো দিয়ে।

স্বভাবতঃই, আমি তেহরান দেখার জন্য খুব উৎসুক ছিলাম। একদিন একটা সুযোগ পেয়ে গেলাম। দূতাবাসের লোকেরা আমাকে সাবধান করে দিলেন যেন আমি সোভিয়েত ইউনিফর্ম পরে রাস্তায় না বেরোই। একজন আমাকে একটা চওড়া কানওয়ালা নরম টুপি আর বর্ষাতি দিলেন। আমি সেগুলি আমার ইউনিফর্ম-এর উপরে চাপিয়ে নিলাম। বর্ষাতিটা লম্বা, টুপিটাও মাপসই নয়, তবু এতেই যতটা সম্ভব চালিয়ে নিলাম। আমাকে দেখাচ্ছিল সাদাপোশাকে আসল ডিটেকটিভের মত যেন সে গাড়ি চেপে বেরিয়েছে সন্ধ্যায় তেহরানের দর্শনীয় জায়গাগুলি দেখতে। আমি উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত রাজপথ, বহুরঙা নিয়ন বিজ্ঞাপন, এসবে অভ্যস্ত ছিলাম না। বৈপরিত্যে চমক লাগল। অভিজাতদের মনোরম প্রাসাদ, জাঁকাল পার্ক আর ফুলে ফুলে ভরা বাগিচা—এদিকে শহরের উপকণ্ঠে ভয়ংকর দারিদ্র্য, যেখানে অবগুন্ঠিতা রমণীরা পথের ধারের খানা থেকে জল টানে।

আমার ভ্রমণ ঘণ্টা দেড়েক স্থায়ী হল, অবশ্যই তার মধ্যে তেহরানের এক ঝলক মাত্র পেলাম।

সম্মেলনের শেষে আমরা একই পথে মস্কোয় ফিরলাম, গ্রাচভের বিমানে বাকু, সেখান থেকে রেলে মস্কো। আমি যথারীতি খবর সংগ্রহ এবং রিপোর্ট করতাম। কথাবার্তাও অবশ্যই হত সম্মেলন সম্পর্কে।

কয়েকদিন পরে শান্তিপূর্ণ ইরানের শারদ উষ্ণতার থেকে আমরা ফিরে এলাম আমাদের নিজস্ব মস্কোর যুদ্ধকালীন শৈত্যে।

তেহরান সম্মেলনের পর জেনারেল স্টাফ কোন বিশেষ নির্দেশ পায়নি। অবশ্য জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স থেকে দেওয়া সব কর্মভার এমনভাবে পরিকল্পিত যাতে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের সম্ভাবনার সঙ্গে সম্পর্কিত মিত্রশক্তির কাছে আমাদের প্রতিশ্রুতি যথাসম্ভব পালিত হয়। কাজেই এইসব কর্মভারের মধ্যে নাৎসী যুদ্ধযন্ত্রের ধ্বংস সাধনই প্রাধান্য পেল, আর জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি পেল অনেক কম গুরুত্ব।

আমরা অবশ্য ভুলিনি যে হিটলার বিরোধী জোটের চরিত্রটাই পরস্পর বিরোধী, তা সৃষ্টি করতে পারে কত বিস্ময়। দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার সঠিক তারিখটি ছিল বিশেষ সন্দেহজনক। এমন কি তেহরানেও আমাদের মিত্রেরা একে নানাবিধ শর্তের বেড়াজালে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলেন। কাজেই জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স এবং জেনারেল স্টাফ উভয়েরই নীতিকথা এটা ছিল—মিত্রদের উপর ভরসা রাখ নিজে কিন্তু নাক ডেকো না।

এই সময় জেনারেল স্টাফ-এর বাস্তব কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত নানা প্রশ্নের একটি হল, ১৯৪৩-এর সেপ্টেম্বরে শীতাভিযানের যে পরিকল্পনা তৈরি হয়েছিল তার কি রদবদল দরকার ?.

সোভিয়েত বাহিনীর আসন্ন অভিযানের প্রাথমিক রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল নাৎসী দখলদারদের কবল থেকে আমাদের দেশের পূর্ণ মুক্তিসাধন। আগে দখল করা সোভিয়েত ভূমির মাত্র এক তৃতীয়াংশ এখনো তাদের কব্জায় রয়েছে। অন্যান্য দেশের জনগণকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবার মহান আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালন করার জন্য সোভিয়েত বাহিনীকে আগামী বছর অবশ্যই প্রস্তুত হতে হবে। গত বছরের চেয়েও অনেক বড় আকারের রণক্রিয়ার প্রয়োজন এই লক্ষ্য পূরণের জন্য এবং শত্রুকে একটুও হাঁপ ছাড়তে না দিয়ে ক্রমাগত আঘাত করার সেই পুরানো বহু পরীক্ষিত নীতিটি বহাল রইল।

অন্যদিকে আমাদের সৈন্যদের উপর অস্বাভাবিক দীর্ঘ অভিযানের ফল ফলছিল। তারা পরিশ্রান্ত, পরিবর্ত হিসেবে লোক ও সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন। ১৯৪৩-এর শরৎ ও শীতাভিযানে শত্রু শক্তিশালী রিজার্ভ নিয়ে এসেছিল, বাইলো-রুশিয়ায় আমাদের অগ্রগতি শ্লথ করে দিয়ে এবং বাল্টিক অঞ্চলে আমাদের আঘাতকে প্রতিহত করে তারা সাময়িকভাবে ইউক্রেনে আমাদের পক্ষে একটা বিপদ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। জার্মান হাই-কম্যাণ্ড মরীয়া হয়ে ফ্রণ্টটিকে স্থিতিশীল করবার চেষ্টা করেছিল। তার অর্থ হল পরিস্থিতির মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে এবং পুরানো সব সিদ্ধান্ত এখন অকেজো হয়ে পড়েছে।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স এবং জেনারেল স্টাফ উপলব্ধি করল যে কোন অবস্থাতেই আমরা সামরিক উদ্যোগটি হারিয়ে ফেলতে পারি না, শত্রুকে একটা অবস্থানগত ভিত্তির উপর যুদ্ধটাকে দাঁড় করাতে দিতেও পারি না। বাল্টিক থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত সমস্ত রণাঙ্গন জুড়ে সোভিয়েত বাহিনীর যুগপৎ আক্রমণ, যেটি ছিল ১৯৪৩-এর শরৎকালীন পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য, তা এখন অনুপযুক্ত। যুদ্ধের বাস্তবতা আমাদের বাধ্য করল যুগপৎ আক্রমণ পরিত্যাগ করতে, তার বদলে ধারাবাহিক আক্রমণ চালাতে—তখন যাকে আমরা কথায় ও লেখায় উল্লেখ করতাম কৌশলগত আঘাত বলে—নতুন পরিস্থিতিতে এটি ছিল বেশী উপযোগী।

এমনি একটা আঘাতের লক্ষ্য, সময়, একই ধরনের অন্যান্য রণক্রিয়ার সঙ্গে তার সামঞ্জস্যবিধান, প্রয়োজনীয় সৈন্যদলের সংখ্যা ও প্রকৃতি ইত্যাদি স্থির করার সময় জেনারেল স্টাফ প্রধানতঃ যে শত্রুসৈন্যকে পরাস্ত করতে হবে তার প্রকৃতিদ্বারা পরিচালিত হত। ১৯৪৪-এর গোড়ায় শত্রু পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করতে পারার মত সৈন্যসমাবেশ ঘটাল লেনিনগ্রাদ এলাকায়, ইউক্রেনে নীপারের পশ্চিমে, ক্রিমিয়ায় এবং বাইলোরুশিয়ায়। এই রকম সব দলকে পরাজিত করতে হলে শত্রুর প্রতিরক্ষায় কিছু ফাঁক তৈরি করতে হবে এবং স্ট্যাটেজিক রিজার্ভ-এর ঘাটতি থাকায় এই ফাঁক পূরণের জন্য শত্রুকে প্রধানতঃ অন্য সেক্টর থেকে সৈন্য নিয়ে আসতে হবে। জার্মান কম্যাণ্ড তার রিজার্ভবাহিনীতে সচরাচর রণক্রিয়ার উপযোগী সংগঠন রাখত না—তারা রণক্রিয়া চালাত প্রধানতঃ নানাধরনের কোর এবং ডিভিশনের মূলতঃ প্যাঞ্জারের সাহায্যে।

শত্রুর ফ্রণ্টকে বিদ্ধ করার জন্য, তাকে বিস্তৃত এক সেক্টরে ভেঙে ফেলে তার পুনরুদ্ধার রোধ করার জন্য সোভিয়েত রণকুশলীদের শত্রুর চেয়ে শক্তিশালী দল

তৈরি করার কথা মাথায় রেখে পরিকল্পনা করতে হয়েছে। ট্যাংক, কামান ও বিমান-এর ভূমিকার উন্নতি করতে হবে যাতে তাদের প্রত্যেকটি দল প্রধানতঃ আক্রমণকারী বাহিনী হয়ে ওঠে। বিপুল সংখ্যায় রিজার্ভ থাকা দরকার যাতে কোন এক বেছে নেওয়া সেক্টরে সুনিশ্চিতভাবে অতিদ্রুত সেনা প্রাধান্য অর্জন করে শত্রুকে হতবাক করে দেওয়া যায়। অন্যদিকে তার রিজার্ভকে সবচেয়ে ভালভাবে ছত্রভঙ্গ করা যাবে পর্যায়ক্রমে আঘাত করে এবং সে আঘাত করতে হবে এক এলাকা থেকে অনেক দূরে অন্যটাকে।

১৯৪৪-এর প্রথমার্ধের জন্য রচিত অভিযানের পরিকল্পনাগুলিতে এ সবকিছুই বিবেচিত হয়েছিল। তা ছাড়াও, তেহরান সম্মেলনে যে দায় নেয়া হয়েছিল—"মে নাগাদ কয়েক জায়গায় জার্মানদের বিরুদ্ধে ব্যাপক আকারে অভিযান সংগঠিত করা" পরিকল্পনাগুলিতে সেই ব্যাপারটিকেও হিসেবের মধ্যে নেওয়া হয়েছিল।

এই রণক্রিয়াগুলি কোন সময় শুরু হবে তা প্রধানতঃ নির্ভর করছিল যুদ্ধের জন্য আমাদের সৈন্যের প্রস্তুত হওয়ার উপর। তাছাড়া আরো বহু বিবেচনার ব্যাপার ছিল যেগুলি বিভিন্ন যুদ্ধরত এলাকা সম্বন্ধে প্রযোজ্য : যেমন, লেনিনগ্রাদের অবরোধ মুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা, ফিনল্যাণ্ড ও রুমানিয়ায় জার্মানীর রাজনৈতিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হওয়া। আমাদের পরিকল্পনায় এ সবকিছুই ধরা হয়েছে।

আগের মতই মূল আঘাত হানতে হবে ইউক্রেনে, নীপারের পশ্চিম তীরে। এখানে কর্তব্য হল ম্যানস্টাইনের বাহিনীগুলিকে চূর্ণ করা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টকে কার্পেথিয়ান পর্যন্ত নিয়ে এসে শত্রুর ফ্রন্টকে বিভক্ত করা। একই সময়ে শত্রুর নিকোপোল-ক্রিভয়রগ দলকে চূর্ণ করবে তৃতীয় ইউক্রেনীয় ফ্রন্ট। নিকোপোল-এ তাদের সহায়তা করবে চতুর্থ ইউক্রেনীয় ফ্রন্ট যাকে পরে পাঠানো হবে ক্রিমিয়ায় জার্মান ১৭শ বাহিনীর মোকাবিলা করার জন্য।

অভিযানের পরিকল্পনা অনুসারে সবচেয়ে আগে অভিযান (জানুয়ারী ১২) শুরু করবে দ্বিতীয় বাল্টিক ফ্রন্ট। ১৪ই জানুয়ারী তার সঙ্গে এসে মিলবে লেনিনগ্রাদ ও ভল্‌খভ ফ্রন্ট। তিন ফ্রন্টের যৌথ এই আক্রমণের পরিচয় ছিল "পয়লা ঘা" নামে। দশ দিন বাদে (জানুয়ারী ২৪) মূল আক্রমণ শুরু করার কথা ইউক্রেনে। এখানে আমাদের রণক্রিয়ার নাম হল "দুসরা ঘা"। "তিসরা

ঘা” পড়বে মার্চ-এপ্রিলে, যখন তৃতীয় ইউক্রেনীয় ফ্রন্ট ওডেসা মুক্ত করবে, যার পরে ক্রিমিয়ায় শত্রুসৈন্য চূর্ণ হবে চতুর্থ ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের প্রচণ্ড আক্রমণে। এর পরে পরিকল্পনাটিতে বিবেচিত হয়েছিল ক্যারেলিয়ান ইস্থমাস এবং দক্ষিণ ক্যারেলিয়ার উপর আক্রমণের বিষয়টিও।

পরস্পর থেকে অনেকখানি বিচ্ছিন্ন লক্ষ্যস্থলে পর্যায়ক্রমে ঘা মারার এই পদ্ধতির যৌক্তিকতা প্রমাণিত হল। শত্রু বাধ্য হয়েছিল এক সেক্টর থেকে অন্য সেক্টরে তার সৈন্যদের টানাহেঁচড়া করতে, এমন কি দূরবর্তী পার্শ্বভাগকেও। এইভাবে সে একটু একটু করে পরাজিত হল।

দশম পরিচ্ছেদ

ক্রিমিয়ায়

রণক্রিয়াটির ধারণা ও তার নানা রূপ ।। ভ্যাসিলেভস্কির প্রস্তাব ।। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ।। ভরোশিলভ-এর সঙ্গে কৃষ্ণসাগর বাহিনী পরিদর্শন ।। কার্চ সেতুমুখ ।। নৌবাহিনীর সঙ্গে বিতর্ক ।। দশটি স্বাক্ষরযুক্ত প্রোটোকল ।। এবিষয়ে স্তালিনের প্রতিক্রিয়া ।। কসাক পদাতিক বাহিনী ।। সাগর-বাহিত জঙ্গী সৈন্যদলগুলির শৌর্য ।। হঠাৎ আমি অধিনায়ক বরখাস্ত হলেন ।। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সকে প্রতিবেদন ।। ক্রিমিয়ায় প্রত্যাবর্তন ।। চেরসোনেসিতে শেষ অঙ্ক ।।

১৯৪৩-এর অক্টোবরের গোড়ায় সোভিয়েত বাহিনী স্টারায়া রুশা, পুস্তোশকা ও উস্‌ভিয়াতি রেখা বরাবর দখল করেছিল, ভিতেবস্ক, ওরশা, মোগিলেভ-এর পূর্বদিকের প্রবেশমুখ পৌঁছে গিয়েছিল এবং পলেসিয়ে ও কিয়েভের নিকটতর হচ্ছিল। ফ্রন্ট এরপর নীপার এবং মলোচনায়া নদী ধরে এগিয়ে চলল—নীপার-এর দক্ষিণ তীরে কয়েকটি সেতুমুখ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—পলেসিয়ের উত্তরে কিয়েভ অঞ্চলে এবং নীপার-এর চওড়া বাঁকে শত্রুকে পরাজিত করার পরিকল্পনা, ক্রিমিয়া অধিকারের প্রশ্নটি বেশ একটা বিশিষ্ট স্থান নিয়েছিল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ। দক্ষিণ ফ্রন্টের অধিনায়ক এফ. আই. তোলবুখিন তাঁর সৈন্যদের উপদ্বীপের উত্তরমুখে নিয়ে এসেছিলেন—তাঁর পরবর্তী কাজ হবে পেরিকোপ দখল। ইতিমধ্যে আই. ওয়াই. পেত্রভ-এর অধীনে উত্তর ককেশিয় ফ্রন্ট ৯ই অক্টোবর তামান উপদ্বীপের মুক্তি সম্পূর্ণ করে। ক্রিমিয়া উপকূলের জলভাগ এখন নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে কৃষ্ণসাগর নৌবহর ও আজভ নৌবাহিনীর ছোট জাহাজগুলি।

জেনারেল স্টাফ-এর রণক্রিয়া বিভাগ ক্রিমিয়ামুক্তির নানা ধারণা ও পরিকল্পনা নিয়ে বিচার বিবেচনা করছিল। আমরা ইতিহাসের দিকে ফিরলাম, স্মরন করলাম ১৯২০-তে রাঙ্গেলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ফ্রঞ্জ-এর অভিজ্ঞতার কথা। মতভেদ হল। কেউ কেউ মনে করে এখনই ক্রিমিয়া নেয়ার দরকার নেই, বরং তাকে কেবল অবরোধ করা যেতে পারে যার ফলে বেশ একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শত্রুসৈন্য আটকা থাকবে, ওদিকে আমাদের বহু সৈন্য অবকাশ পাবে অন্য জায়গায় লড়বার।

এই মতের সমর্থকদের ঠাট্টা করে বলা হত 'বিচ্ছিন্নতাবাদী'।

যদি এই কার্যক্রম গ্রহণ করা হত তাহলে আমাদের যেসব বাহিনী নীপার পেরিয়ে আক্রমণ চালাচ্ছিল শত্রু ক্রিমিয়া থেকে তাদের পশ্চাদভাগকে বিপন্ন করে তুলত। উত্তর তাভ্রিয়া, কৃষ্ণ ও আজভ সাগরের উপকূলভূমি এবং উত্তর ককেশাসের তৈলখনিগুলির যোগাযোগ ব্যবস্থায় গোলমাল পাকাবার একটা ঘাঁটি তার থেকে যাবে। তাছাড়া 'বিচ্ছিন্নতাবাদী'দের অবস্থানে আরো কিছু দুর্বলস্থান ছিল। পরিণামে তাদের মতকে প্রত্যাখ্যান করা হল, আর ক্রিমিয়া অধিকার এবং সেখানকার শত্রুসৈন্যকে মুছে ফেলার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হল।

এখন প্রশ্ন হল, এটা কিভাবে করা হবে। প্রথমটা এই ব্যাপারেও কোন ঐকমত্য ছিল না।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর অনুরোধে ভ্যাসিলেভস্কি ২২শে সেপ্টেম্বর এই বিষয়ের উপরে তাঁর মতামত রিপোর্ট করলেন। তাঁর চিন্তাটা ছিল এই যে দক্ষিণ ফ্রন্টের বাহিনীগুলির উচিত দক্ষিণে মেলিটোপোল ঘুরে সিবাশ, পেরিকোপ এবং দঝানকোয় অঞ্চলটি পর্যন্ত অধিকার করার জন্য দ্রুত এগিয়ে যাওয়া এবং তারপর ক্রিমিয়ায় প্রবেশ করে, আমরা যাকে বলতাম, "শত্রুর ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়া"। এজন্য উত্তর ককেশিয় ফ্রন্ট থেকে সৈন্য এনে দক্ষিণ ফ্রন্টের শক্তিবৃদ্ধি করা দরকার। দঝানকোয় অঞ্চলে একটি ছত্রীদলকে নামানো হবে এবং আজভ নৌবাহিনীর ক্ষুদ্র জাহাজগুলি সেখানে সমুদ্রবাহিত সৈন্য অবতরণ করাবে। সিবাশ জলাভূমি রক্ষায় নিযুক্ত শত্রুর পশ্চাদভাগে এরা আঘাত করবে এবং দক্ষিণ ফ্রন্টের সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য উত্তরদিকে এগিয়ে যাবে।

এই পরিকল্পনার একটা ভাল দিক এই যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সৈন্য সমাবেশ করা হচ্ছে যেখানে আক্রমণ করা হবে সেই সেক্টরটিতে। কিন্তু তার জন্য দরকার ব্যাপক পুনর্বিন্যাস যেটা শত্রুর নজর এড়াবে না। আরো একটা অসুবিধা হল এই যে কার্চখণ্ড নিষ্ক্রিয় থেকে যাবে. ফলে শত্রুর পক্ষে তার বাহিনীর এক বৃহৎ অংশকে দঝানকোয়-এর প্রতিরক্ষার জন্য নিয়ে আসা সম্ভব।

মানতেই হবে, ক্রিমিয়া জয় করতে হলে উত্তর ককেশিয় ফ্রন্টকে কার্চ প্রণালী জবরদখল করে উপদ্বীপে একটি সেতুমুখ পেতে হবে? রণক্রিয়ার দিক থেকে এটি মোটেই সরল নয় তবে যেমন ঘোড়া তেমনি তো সওয়ার হবে। জেনারেল স্টাফ-এ নির্ভরযোগ্য অধিকাংশ মতই ছিল কার্চ এলাকায় একটি সেতুমুখ লাভের জন্য একটি

প্রাথমিক রণক্রিয়ার সপক্ষে, যাতে আমরা দুদিক থেকে ক্রিমিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি।

সময় যত এগিয়ে চলে ততই ক্রিমিয়া প্রশ্নটি হয়ে উঠল আরো বেশি বাস্তব সমস্যা। অক্টোবরের শেষ নাগাদ দক্ষিণ ফ্রন্ট মলোচনায়া নদী বরাবর শক্তিশালী প্রতিরক্ষা লাইন ছিন্ন করেছিল এবং নভেম্বরের গোড়ায় পেরিকোপ যোজককে প্লাবিত করে তারা সিবাশ-এর দক্ষিণ উপকূলে কয়েকটি সেতুমুখ কায়েম করল। জার্মান ১৭শ বাহিনী এইভাবে উপদ্বীপটিতে আটকা পড়ল। প্রায় এই সময়ে, নভেম্বর ১ থেকে ১১-র মধ্যে, জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর সিদ্ধান্ত অনুসারে উত্তর ককেশিয় ফ্রন্ট নৌবহরের সঙ্গে যুক্ত রণক্রিয়ায় প্রণালী জবর দখল করে কার্চ-এর উত্তর-পূর্ব দিকে একটি বেলামুখ কায়েম করে। বেলামুখটি বড় নয়, তবে ঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে ক্রিমিয়ায় পরবর্তী অগ্রগতির জন্য লম্ফভূমি হিসাবে একে ব্যবহার করা যায়। উত্তর ককেশিয় ফ্রন্ট এখন ফালতু হয়ে পড়েছে এবং তদনুসারে ৫৬শ বাহিনীর সঙ্গে তাকেও ২০শে নভেম্বর পুনর্বিন্যস্ত করা হয়। এই বাহিনীও জেনারেল আই. ওয়াই. পেত্রভের অধীনস্থ স্বয়ন্তর কৃষ্ণসাগর বাহিনীর মধ্যে থেকে ক্রিমিয়ায় লড়ছিল।

বলতে গেলে এখন আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত এবং সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক আমাদের নির্দেশ দিলেন কার্চ উপদ্বীপ থেকে রণক্রিয়া পরিকল্পনা চালাতে।

'ক্রিমিয়া অধিকারের কাজ অবশ্যই সম্পন্ন করতে হবে তোলবুখিন ও পেত্রভের বাহিনীগুলির যুক্ত আক্রমণে, তাকে মদত দেবে কৃষ্ণসাগর নৌবহর ও আজভ ক্ষুদ্র জাহাজ বহর,' তিনি বললেন। 'কমরেড ভরোশিলভকে পেত্রভ-এর কাছে পাঠানো যাক। সে দেখেশুনে রিপোর্ট করতে পারবে কি করে সবচাইতে ভালভাবে এটা করা যায়। জেনারেল স্টাফ থেকে স্তেমেংকো ওঁর সঙ্গে যাবে।'

স্তালিন সর্বদাই প্রকৃত ঘটনাস্থল থেকে রিপোর্ট করা পছন্দ করতেন।

এ পর্যন্ত আমি কখনো ভরোশিলভের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসিনি যদিও সমর-বিভাগের সব লোকের মতই আমিও তাঁর সম্পর্কে অনেক কথাই শুনেছি। আমি তাই বাড়তি আগ্রহ নিয়ে ক্রিমিয়া মিশনের জন্য উদগ্রীব হলাম।

আমি ভরোশিলভ-এর সঙ্গে তাঁর গাড়িতে ভ্রমণ করি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর দুই এইড—মেজর-জেনারেল এল. এ. শ্চেরবাকভ এবং কর্নেল এল. এম. কিতায়েভ। আমার সঙ্গে যথারীতি একজন সংকেত অফিসার ছিল। পৌঁছবার পরে জেনারেল স্টাফ-এর কয়েকজন অফিসারের আমাদের সঙ্গে যোগ

দেবার কথা।

ক্রিমিয়ার পথে ভরোশিলভ-এর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের সময় টের পেলাম যে তিনি অত্যন্ত পড়াশুনাকরা লোক যিনি সাহিত্য-শিল্পের অনুরাগী ও সমঝদার। গাড়িতে তাঁর সঙ্গে ছিল একটা বড় সুনির্বাচিত পাঠাগার। জরুরী কাজগুলি সারা হয়ে যাবার পরে নৈশভোজে বসার সঙ্গে সঙ্গে ভরোশিলভ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমি কোন কোন অপেরা জানি এবং পছন্দ করি। আমি বললাম, কারমেন, রিগোলেত্তো, ইউজিন ওনেগিন, ইস্কাবনের রানী, বোরিস গোডুনোভ এবং মাদাম বাটারফ্লাই-এর নাম।

ভরোশিলভ হাসতে হাসতে মন্তব্য করলেন, "এতো বেশি নয় খোকা," তারপর কয়েকটা নাম বললেন যার নামও আমি শুনি নাই।

আক্রমণ অব্যাহত রেখে এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কোন কোন সুরকারকে পছন্দ কর?"

প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া সোজা কথা নয়। নিজেকে কোনদিন্ সঙ্গীতের সমঝদার ভাবিনি যদিও আমি এ ব্যাপারে কখনোই নিরুৎসুক ছিলাম না, কনসার্ট এবং অপেরায় গেছি। আমি এবং আমার বন্ধু গ্রিগরী ওরেল যখন একত্রে বর্মাবৃত বাহিনী আকাডেমীতে ছিলাম তখন আমরা পয়সা বাঁচিয়ে গ্রামফোন কিনেছিলাম, পরবর্তী গোটা শীতকালটা আমরা কাটিয়েছিলাম রেকর্ড সংগ্রহে। তখন তা পাওয়া খুব কঠিন ছিল। প্রায় প্রত্যেক রবিবার খুব ভোরে আমরা উঠতাম, লাইনে জায়গা পাবার জন্য প্রথম ট্রামগুলোর একটা ধরে শহরে চলে যেতাম সেই সব দোকানে যেখানে কোজলোভস্কি, লেমেশেভ, মিখাইলভ, রেইজেন-এর গাওয়া একক সঙ্গীতের রেকর্ড কিংবা কাচালভ, লাজারেভা, গেড্রইট-এর মত কমেডী সঙ্গীত তারকা এবং তখনকার অন্যান্য জনপ্রিয় গায়কদের রেকর্ড বিক্রি হত। রোমান্স, লোকগীতি ও সমসাময়িক সোভিয়েত সঙ্গীত এগুলিও আমাদের অত্যন্ত প্রিয় ছিল।

বোকা বনে যাবার ঝুঁকি নিয়েই কোন কথা গোপন না করে ভরোশিলভকে এসব বললাম। তিনি সহানুভূতির হাসি হাসলেন, আর কেবল এই মন্তব্য করলেন যে সঙ্গীত আমাদের জীবনকে সর্বদাই সুন্দর করে তোলে, মানুষকে করে তোলে আরো ভাল।

সাহিত্যের 'পরীক্ষা' আরেকটু ভাল হল। আমাদের নিজেদের রুশ ধ্রুপদী সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর প্রশ্নগুলির উত্তর দিলাম, এমনকি অতীত ও বর্তমান

পশ্চিমী লেখকদের সম্পর্কেও আমার কিছু জ্ঞানের পরিচয় দিলাম।

সন্ধ্যায় ভরোশিলভ সাধারণতঃ কিতায়েভকে বলতেন চেখভ বা গোগোল থেকে জোরে পড়তে। পাঠ চলত এক থেকে দেড় ঘণ্টা ধরে। কিতায়েভ ভাল পড়তেন আর ভরোশিলভের মুখে ফুটে উঠত পরম সুখের অভিব্যক্তি।

আমাদের গাড়ি ভোরবেলায় পৌঁছাল ভারেনিকভ্স্কায়া স্টেশনে, সাম্প্রতিক যুদ্ধের পরে তার চেহারা এখন একটা পোড়া ধ্বংসস্তূপের মত। ফ্রন্ট-এর সমর-পরিষদের সদস্য পেত্রভ এবং ভি. এ. বায়ুকভ আমাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য সেখানে ছিলেন।

"আমাদের সোজা বেলামুখে নিয়ে চলুন," ভরোশিলভ বললেন এবং আমাদের পুরো দলটা গাড়িতে গিয়ে উঠল।

আমরা জোরে ছুটে চললাম। শিগগিরই আমরা তেম্রিউক অতিক্রম করে গেলাম। তামান, যাকে লারমোনটভ বলতেন 'শহরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে হতভাগ্য,' আমাদের পথে পড়ে না। পথে কিছু ঘটল না, আমরা চুশ্কা অন্তরীপে পৌঁছলাম।

'আপনারা দয়া করে এগিয়ে চলুন, অন্তরীপে গোলাবর্ষণ চলছে,' আমাদের সতর্ক করে দেওয়া হল।

ক্রিমিয়ায় পৌঁছানোর জন্য একটা বর্মাবৃত লঞ্চে যে প্রণালী পার হলাম তাও বিশেষ নিরাপদ ছিল না। শান্তির সময়ে এখানে ফিরে এসে প্রায়ই দেখতে পেতাম কুবানের যৌথ চাষীরা দৈত্যাকার তরমুজ বোঝাই নৌকা বেয়ে চলেছে প্রণালীর জলে। ধীরে, প্রায় অলসভাবে মাঝিরা বৈঠা জলে ডুবিয়ে আবার তুলছে, বৈঠার তালে তালে দাঁড়বাঁধা খাঁজে ক্যাচ ক্যাচ শব্দ। শান্তি ও সমৃদ্ধিভরা এই প্রেক্ষাপট উজ্জ্বল সূর্য কিরণে উদ্ভাসিত। বড় সাধ হয় নৌকোর তলায় গা এলিয়ে দেই, কিছু না করে শুধু আকাশের প্রশান্ত নীলে অনন্ত দৃষ্টি প্রসারিত করে দেই।

এখন ব্যাপার তা নয়। আমাদের লঞ্চ গলুই-এর ধাক্কায় মস্ত ঢেউ তুলে জল কেটে পাড়ি দিচ্ছে প্রণালীর শীতল অমিত্র জলরাশি। আমাদের ডাইনে বাঁয়ে ছোট বড় বহুবিধ যান অস্ত্রসম্ভার ও আহত মানুষ বোঝাই হয়ে ইতস্ততঃ চলেছে। শত্রু নিয়মানুগভাবে প্রণালীর উপর গোলাবর্ষণ করে চলেছে, প্রায়ই তারা জাহাজগুলির উপরে বোমাবর্ষণের জন্য বিমান পাঠাচ্ছে।

আগে থেকে চিন্তা করে পেত্রভ যে আমাদের জন্য বর্মাবৃত লঞ্চ পাঠিয়েছেন আমরা তার মর্ম উপলব্ধি করলাম। ৪র্থ বিমান বাহিনীর অধিনায়ক কে. এ. ভারশিনিন অবশ্য সফরটা করলেন একখানা 'আকাশের রাজা' ছোট্ট পিও-২ বাইপ্লেনে, যদিও তখন আকাশ ছেয়ে রয়েছে জার্মান লড়াকু বিমান, তবু বেলামুখে পৌঁছানোর এটাই সেরা উপায় বলে তিনি মনে করেন। চলাচলের মাধ্যম হিসাবে এর সুবিধা পরবর্তীকালে আমিও উপলব্ধি করেছি এবং পিও-২ বিমানে কয়েকবার প্রণালীর উপর দিয়ে যাতায়াত করেছি। সাধারণতঃ আমরা জলের প্রায় পাঁচ মিটার উপর দিয়ে উড়তাম এবং কোন শত্রু লড়াকু বিমানই আমাদের নাগাল পেত না। ওরা বোধ হয় আমাদের লক্ষ্যই করত না।

ইতিমধ্যে আমরা লঞ্চ থেকে আশংকায় উঁকি মারছিলাম মিত্রিদাত পাহাড়ের অস্পষ্ট রূপরেখার দিকে, কার্চ প্রণালীর দিকে মুখ করে এখানে শত্রুর পর্যবেক্ষণ ঘাঁটি ছিল।

আমাদের কাণ্ডারী গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে আমাদের চালিয়ে আনলেন, একই রকম প্রত্যয়ে নোঙ্গর বাঁধলেন এবং আমরা উপকূল ভূমিতে পা রাখলাম।

ক্রিমিয়া! যাকে আমাদের একদিন মনে হত স্বাস্থ্য ও আমাদের অফুরন্ত উৎস, সুরভিত বাগিচা আর সোনালী বেলাভূমির দেশ, কত জাতির বহু শতাব্দী-ব্যাপী সংস্কৃতির অনুপম সব স্মারকের রত্নভাণ্ডার। আমি মানতে বাধ্য যে এবিষয়ে আমার জ্ঞান আলাদা কিছু। সেবাস্তোপোল-এ প্রায় পাঁচ বছর চাকরীর পরে আমার ধারণাটা কিন্তু ঠিক নীল আকাশ এবং সোনালী বেলাভূমি ছিল না, আমার বেশি স্মরণ হয় গুমোট স্তেপভূমি অ।.: ভীষণদর্শন পর্বতশ্রেণীর কথা যেখানে রুট মার্চ করতে করতে আমি একাধিক নিমা ঘামে ভিজিয়ে ফেলেছি।

এবং এখন আমাদের সামনে রয়েছে এক বিষণ্ণ শিলাময় উপকূলভূমি, জলতল থেকে খাড়া উঠে গেছে। একটিও গাছ বা ঝোপঝাড় চোখে পড়ে না। কেবল চোখে পড়ে গোলায় সৃষ্ট গর্ত আর বোমার আঘাতে তৈরি জালামুখগুলি—সাম্প্রতিক যুদ্ধের চিহ্নগুলি। এখনো পর্যন্ত ক্রিমিয়ায় যেটুকু আমাদের রয়েছে সেটুকু হল এই, বাকিটুকু রয়েছে শত্রুর হাতে এবং আবার তার মুক্তি ঘটার আগে কত মানুষ প্রাণ দেবে এরকম একটা চিন্তা বাস্তবিকই অবাঞ্ছিত।

স্বয়ম্ভর কৃষ্ণসাগর বাহিনীর বেলামুখ চওড়ায় দশ-বারো কিলোমিটারের বেশি হবে না। দক্ষিণপার্শ্ব ক্রমে সরু হয়ে নেমে গেছে আজভ সাগরে, বামপার্শ্ব চলে গেছে কার্চ-এর উত্তর-পূর্ব প্রান্তসীমা বরাবর। গোটা ভূখণ্ডটি সংকীর্ণ প্রবেশ পথ

আর গিরিসংকটে পরিকীর্ণ। জটিলভাবে বাঁকা ঢালগুলি খাড়া ঝাঁপিয়ে পড়েছে সমুদ্রে। কর্তৃত্ব করার মত সব উচ্চভূমি শত্রুর কব্জায়, যেখান থেকে আমাদের সামনের কিনারা সুস্পষ্টভাবে তাদের দৃষ্টিসীমায়, কেবল পাহাড়ের নিচু একটা ঢাল কার্চ প্রণালীর খাড়া উপকূলভূমিকে আড়াল করে রেখেছে।

বেলামুখটি ট্রেঞ্চ, খোঁদল, যোগাযোগের পথ ইত্যাদিতে ইতিমধ্যেই একটা গোলক ধাঁধা হয়ে উঠেছে এবং তা দখল করেছে স্বয়ম্ভর কৃষ্ণসাগর বাহিনী (১শ ও ১২শ কোর) এবং তার রিজার্ভ। মোটমাট নয় ডিভিশন ও দুটি পদাতিক ব্রিগেড। আমাদের কিছু ট্যাংক, গোলন্দাজী, এমন কি বিমান বেলামুখে নিয়ে আসা হয়েছে। আমাদের প্রথম বিমানপথ ওপাসনায়া অঞ্চলের উপকূলকে আলিঙ্গন করছে।

প্রণালীর দিকে মুখ করে একটা চালু জায়গার উপর ভরোশিলভ, আমি এবং আমাদের দলের বাকি সবার জন্য তিনটে খোঁদল দেওয়া হল। এখান থেকে প্রায় ছয়শ মিটার দূরে আর্মি অধিনায়ক পেত্রভের কাঠের কুঁদোর ঘরখানি, তার নিচে ছোট্ট একটু আশ্রয়স্থল, যা খুব একটা নিরাপদ নয়। স্বয়ম্ভর কৃষ্ণসাগর বাহিনীর সদর দপ্তর অধিকার করেছে আশপাশের খোঁদলগুলোতে।

আমরা তৎক্ষণাৎ কাজ শুরু করলাম। ভরোশিলভ পেত্রভ ও কৃষ্ণসাগর নৌবহরের সেনাপতি এল. এ. ভ্লাদিমিরস্কি-র রিপোর্ট শুনলেন। পরদিন আমরা দুটি পদাতিক কোর, মেজর জেনারেল বি. এন. আর শিনৎসেভ-এর অধীন ১১শ ও মেজর জেনারেল কে. আই. প্রোভালভ-এর ১৬শ, পরিদর্শন করলাম। কোর সেনাপতিদের কাছ থেকে শোনা কথায় ভরোশিলভের অতি উৎসাহ তৃপ্ত হবার নয়, তিনি নিজেই কিছু পর্যবেক্ষণ করলেন। একেবারে সামনের কিনারায় গিয়ে ট্রেঞ্চগুলি দেখার জন্যেও তিনি পীড়াপীড়ি করলেন যদিও সেখানে তাঁর নিজের যাবার পক্ষে বিশেষ যুক্তি ছিল না। তাঁকে নিবৃত্ত করার কোন চেষ্টাতেই কিছু কাজ হল না।

'বুলেটের সামনে কোনদিন মাথা নিচু করিনি, শত্রুকে ভয় পাইনি', সব যুক্তির উত্তরে আমাদের মুখের উপর তিনি এই জবাব দিলেন। 'ওখানে আমাদের না হলেও চলবে এটা কেউ ভেবে থাকলে আমার সঙ্গে তার আসার দরকার নেই।'

এর পরে পর্যবেক্ষণ ঘাঁটি কিংবা সদর দপ্তরে থেকে যাবে সে সাধ্যি কই! অতএব তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই চললাম প্রথম সারির রেজিমেন্ট ও ডিভিশনগুলিতে।

সে বছর কার্চ উপদ্বীপে কি তীব্র শীত! তাপমাত্রা শূন্যের দশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড নিচে নেমে গেছে। উত্তর কিংবা পুব দিক থেকে অবিরাম প্রবাহিত হচ্ছে হাড় কাঁপানো হাওয়া, ফাটা মুখ আর বিগলিত চোখ প্রতিটি মানুষকে তাড়িয়ে ঢুকিয়ে দিচ্ছে খোঁদল কিংবা আশ্রয়স্থলে। সাগর থেকে পথভ্রষ্ট নিচু মেঘ জমাট মাটির উপর ছিটিয়ে দিচ্ছে বরফ বৃষ্টি বা ছুঁচের খোঁচার মত শিলাখণ্ড। রাতে প্রণালীর উপরে উঠে আসে ঘন কুয়াশার অন্ধকার এক দেয়াল, ভোরে বড় অনিচ্ছায় সে অপসৃত হয়।

একদিন একজন সৈনিকের খোঁদলে এসে হঠাৎ আমাদের মনে হল আমরা যেন চমৎকারভাবে গরম করা এক স্নানঘরে ঢুকেছি। খোঁদলের ঠিক মাঝখানটিতে রয়েছে টকটকে লাল এক লোহার চুল্লী, আগুনের শিখা তার থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে আসছে। বয়স্ক, সংসারীদেরই একজন সার্জেণ্ট আমাদের চটপট স্যালুট করলেন এবং আতিথেয়তার সঙ্গে "চুল্লীর আরো কাছে" আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন।

"জ্বালানি কাঠ পান কোথায়?" আমরা জিজ্ঞেস করি, আমরা জানি বেলামুখে জ্বালানি নিয়ে আসা খুব কঠিন। কেবলমাত্র রান্নার জন্য প্রণালী পেরিয়ে কাঠ নিয়ে আসা হয়।

কাঁধের ওপর কালিমাখা একখানা বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে খোঁচা মেরে সে বলে, "এখানে কাছেই একটা ইঁটের দালান ছিল, তার ইঁটগুলোকে আমরা জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করছি।"

আমরা সবাই হাসলাম, আমরা ভাবলাম যে খোঁদলের মালিক বুঝি সৈন্যদের মধ্যে প্রচলিত সুপরিচিত কোন তামাশা করে আনন্দ দিতে চলেছে। এক সময় আমাদের এক বুড়ো লোকের কথা বলা হয়েছিল যে কিনা তার কুঠারখানা দিয়ে এক হাঁড়ি সুপ তৈরি করেছিল, কিন্তু জ্বালানি হিসাবে ইঁট ব্যবহারের কথা আমরা কেউ কখনো শুনিনি। আমরা উন্মুখ হয়ে রইলাম কিন্তু সামরিক শৃঙ্খলায় অভ্যস্ত সার্জেণ্টটিকে মনে হল সে যেন আদেশের জন্য অপেক্ষা করে আছে। অবশেষে সে চুল্লীর দরজা খুলল, আমরা দেখলাম বাস্তবিকই তার মধ্যে ইঁট পুড়ছে। মামুলী ধরনের সব ইঁট!

প্রচণ্ড বিস্ময়ে একজন হাঁ করল, তারপরে আমরা সবাই জানতে চাইলাম এটা কি করে হল।

খোঁদলের একপাশে একটা স্তূপের দিকে সার্জেণ্ট ইঙ্গিত করল, সেখানে আরো

কিছু ইঁট কেরোসিনে ডোবানো রয়েছে। কয়েক ঘণ্টা এই প্রক্রিয়ার পরে এগুলো খুব ভাল জ্বালানি হয়।

"অবশ্যি একখণ্ড আসল জ্বালানি কাঠও নেই," সার্জেণ্ট ব্যাখ্যা করে। "আলো পাবার পক্ষে একটু অসুবিধে। লাকড়ি হলে আগুন থেকে একটা বের করে আনা যায়, চমৎকার একঝলক কাঠের ধোঁয়া পাওয়া যায়, সিগারেটটাও নষ্ট হয় না। কিন্তু এই ইঁটগুলো কেমন জ্বলছে দেখুন। তবু আমরা একভাবে চালিয়ে নেই। কিছু ইঁট তেমন ভাল নয়। পুড়ে সেগুলো টুকরো হয়ে যায়। কিন্তু আসল ইঁট খুব ভাল জ্বলে, কেরোসিন চুবিয়ে নিয়ে আবার সেগুলোকে উনুনে দেয়া যায়। এগুলো অক্ষয়...।"

আরেকটা খোঁদলে গরম করার অন্য উপায় ছিল। স্যাপার হওয়ায় তারা সব কৃৎকৌশল জানত। তারা দখল করা ট্যাংকমারা মাইনগুলিকে ব্যবহার করত। ওর থেকে বারুদ গালিয়ে বার করে তারপরে তা চুল্লীতে জ্বালাতো। একভাবে তা জ্বলত, ধোঁয়াও হত না। তারা কি জ্বালানি ব্যবহার করে সেটা তাদের প্রতিবেশীরা জানবার চেষ্টা করত কিন্তু তারা গুমোর ফাঁক করত না। প্লেটুন কম্যাণ্ডার অভিযোগ করল যে আর বেশি মাইন হাতে নেই, জার্মান ব্যূহ থেকে শিগগিরই তাদের আরো কিছু নিয়ে আসতে হবে। এই কাজের জন্য ইতিমধ্যেই তার কিছু ভলাণ্টিয়ার জুটে গেছে।

আমরা প্রায়ই রেজিমেণ্ট পরিদর্শন করতাম এবং সর্বদাই আশা আর উদ্দীপনা নিয়ে ফিরে আসতাম।

পেত্রভের বাহিনীতে আমাদের অবস্থানের প্রথম সপ্তাহগুলিতে আমরা প্রধানতঃ মনোযোগ দিয়েছিলাম কৃষ্ণসাগর বাহিনী, কৃষ্ণসাগর নৌবহর এবং আজভ ক্ষুদ্র জাহাজবহরের যুক্ত রণক্রিয়ার সাহায্যে ক্রিমিয়ার মুক্তিসাধনের পরিকল্পনা রচনায়। রণক্রিয়ার উদ্দেশ্য ও তা কার্যকরী করার পদ্ধতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ঐকমত্য ছিল বলেই মনে হয়েছিল। সৈনিক, নাবিক ও বিমান কর্মী সবাই মেনে নিয়েছিল যে কার্চ-এ শত্রুব্যূহ ভেদের পরে মূল বাহিনীর অবশ্যই উচিত ভাদিস্লাভোভ্‌কা ও কারাসুবাজার অভিমুখে ক্রিমিয়ার অভ্যন্তরে অগ্রসর হওয়া, এইভাবে পেরিকোপের মূলখণ্ডে দক্ষিণ ফ্রণ্টের বাহিনীগুলিকে সাহায্য করা এবং একই সঙ্গে সেনাদলের একাংশকে ব্যবহার করা উচিত দক্ষিণ উপকূল বরাবর আক্রমণের কাজে। আমরা এই পরিকল্পনাটাই জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সকে রিপোর্ট করেছিলাম।

পরিস্থিতির সতর্ক অনুশীলনের পর কৃষ্ণসাগর বাহিনীর সেনাপতির সঙ্গে আমরা

একমত হলাম যে একটি প্রাথমিক পর্যায়ের রণক্রিয়া ঘটাতে হবে। এর কারণ হল বেলামুখে আমাদের পুরোবর্তী সীমা বর্তমানে আক্রমণ বা প্রতিরক্ষা কোন দিক দিয়েই উপযুক্ত নয়। আমি যেটা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি, কর্তৃত্ব করার মত উচ্চভূমিগুলি ছিল শত্রুর দখলে, পর্যবেক্ষণের পক্ষে চমৎকার অবস্থানে তারা ছিল এবং আমাদের প্রতিরক্ষা অঞ্চলের যে কোন লক্ষ্যেই তারা গোলাবর্ষণে সক্ষম।

আমরা খুব সতর্কতার সঙ্গে গোটা অঞ্চলটার পর্যবেক্ষণ চালালাম, কত সৈন্য ও সাজসরঞ্জাম লাগবে তা হিসেব করলাম, এবং প্রস্তুতির সময় স্থির করলাম। ২২শে ডিসেম্বর পেত্রভ ও ভ্লাদিমিরস্কি-র সাহায্যে ভরোশিলভ এ্যাকশনের পরিকল্পনাটি বিবেচনা করলেন। ধারণাটা ছিল বেলামুখের দক্ষিণ পার্শ্বে শত্রুব্যূহ বিদীর্ণ করা। মুখোমুখি আক্রমণ করে যেটা করা কঠিন সেই কর্তৃত্ব করার মত উচ্চভূমিগুলিকে ভেদ ও অধিকার করার ব্যাপারটাকে নিশ্চিত করার জন্য এবং শত্রুর নজর, সেনাদল ও গোলাবর্ষণের শক্তিকে বিভ্রান্ত করার জন্য আজভ সাগরের দিক থেকে একটা রণকৌশলগত আক্রমণ হানতে হবে জার্মান বাহিনীর ঠিক পশ্চাদ্‌ভাগে আমাদের নিজেদের লাইন থেকে চার বা পাঁচ কিলোমিটার দূরে।

শুরুতে এই ব্যাপারে সবাই একমত ছিলেন, কিন্তু যখন সমন্বিত ক্রিয়া এবং রণক্রিয়ার জন্য সাজসরঞ্জামের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার প্রশ্ন উঠল তখন গোলমাল শুরু হল। পেত্রভ মনে করেন যে আক্রমণ অভিযানটিকে সাজসরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য কৃষ্ণসাগর নৌবহরের কাছে সং ।ধিক অগ্রাধিকার পাওয়ার মত কাজ, অন্যদিকে ভ্লাদিমিরস্কি মত প্রকাশ করলেন যে, সরবরাহ ও রণকৌশলগত সমুদ্রবাহিত আক্রমণের যে দায়িত্ব নৌবহরের উপরে দেওয়া হয়েছে তা কম গুরুত্বপূর্ণ, তাই তিনি এই উদ্দেশ্যে অপর্যাপ্ত সৈন্য আলাদা করে রাখলেন। কৃষ্ণসাগর নৌবহরের কম্যাণ্ড স্বয়ন্তর কৃষ্ণসাগর বাহিনীর সৈন্য ও সাজসরঞ্জাম সরবরাহের গোটা দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে চাইল কার্চ-এর নৌঘাঁটির উপরে এ দায়িত্ব পালনে যে কিনা সম্পূর্ণ অক্ষম।

পেত্রভ জানিয়ে দিলেন যে এইসব ঘটনায় তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট, নৌবহরের সঙ্গে সমন্বয়ের সমস্যাটির মৌলিক সমাধান করতে হবে এবং তা করতে হবে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর নিয়মবিধি অনুসারে। যে কাজগুলি হাতে রয়েছে সেগুলির বিষয়ে একটা বোঝাপড়া এবং তা সম্পন্ন করার পথ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে বিতর্কের

মীমাংসার জন্য ভরোশিলভ এক সম্মেলন অনুষ্ঠানের আদেশ দিলেন। ২৫শে ডিসেম্বর তেম্রিউক-এ আজভ ক্ষুদ্র জাহাজ বহরের সদর দপ্তরে সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হল। স্বয়ন্তর কৃষ্ণসাগর বাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করলেন পেত্রভ এবং তাঁর সেকেণ্ড-ইন-কম্যাণ্ড লেফটেন্যান্ট জেনারেল কে. এস. মেলনিক এবং সমরপরিষদের সদস্য মেজর জেনারেল ভি. এ. বায়ুকভ এবং পি. এম. সোলোম্‌কো। ভাইস-অ্যাডমিরাল এল. এ. ভ্লাদিমিরস্কি এবং সমর পরিষদের সদস্য রিয়ার অ্যাডমিরাল এন. এম. কুলাকভ কৃষ্ণসাগর নৌবহরের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন। লেফটেন্যান্ট-জেনারেল আই. ভি. রোগোভ, নৌবাহিনীর জনগণের ডেপুটি কমিশার, আজভ নৌবাহিনীর ক্ষুদ্র জাহাজবহর এবং ৪র্থ বিমানবাহিনীর প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। ভরোশিলভ সভাপতিত্ব করলেন।

পেত্রভ ও ভ্লাদিমিরস্কির মধ্যে গরম তর্ক চলল। কৃষ্ণসাগর বাহিনীর সেনাপতি পরিচয় রাখলেন যে তাঁর বাহিনীর আশপাশে নৌবহরের শক্তি ও সম্পদ সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি ওয়াকিবহাল; তিনি পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন নৌবহরের কাছ থেকে ঠিক কতটুকু পরিবহণের প্রতিশ্রুতি পালনের প্রত্যাশা করা হচ্ছে। একই সঙ্গে বাহিনীর দায়িত্ব এবং রণক্রিয়ার সাজসরঞ্জাম সরবরাহের সঙ্গে যুক্ত সময় ও অনুক্রম সম্পর্কে সঠিক চুক্তিতে পৌঁছান গেল।

সম্মেলন শেষে আমি জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর জন্য তৈরি প্রত্যাহিক রিপোর্টের খসড়া পড়ে শোনালাম, তার মধ্যে সদ্যসমাপ্ত আলোচনাকে হাজির করা হয়েছে আসন্ন রণক্রিয়ার প্রাক্কালে সাধারণ একটা প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে। ভরোশিলভ অবশ্য অন্যরকম ভেবেছিলেন। তিনি বললেন যে, একটা বিশেষ চুক্তির খসড়া তৈরি করতে হবে সেনা ও নৌবাহিনীর যুক্তক্রিয়া সম্পর্কে, এতে উল্লেখিত থাকবে নৌবহরের এবং সেনাবাহিনীর যাবতীয় বাধ্যবাধকতার কথা এবং এই দলিলে স্বার্থসংশ্লিষ্ট দুই দলের প্রতিনিধিদের স্বাক্ষর থাকবে। তাঁর বিচারে ব্যাপারটা দাঁড়াবে যে এই প্রোটোকলে তাঁর এবং আমার নিয়ে মোট দশটি স্বাক্ষর থাকবে।

ইতিমধ্যে আমি জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর কর্মপদ্ধতি, তার সদস্যদের, বিশেষতঃ স্তালিনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী সবই জেনেছি। কিছু ঘটনা মনে পড়ে যখন বহু স্বাক্ষরযুক্ত দলিল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ পেশ করা হলে তা সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের তীব্র সমালোচনার পাত্র হয়েছিল। তাঁর মতে এই অভ্যাসটির পেছনে রয়েছে ব্যক্তিগতভাবে সেনাপতি বা সমরপরিষদের গৃহীত

সিদ্ধান্ত সম্পর্কে দায়িত্ব গ্রহণের অনিচ্ছা এমনকি, আরো বাজে ব্যাপার, নিজেদের প্রস্তাবের নির্ভুলতা সম্পর্কে আস্থার অভাব।

'কাজেই তারা একগাদা সই জোগাড় করে,' তিনি বলতেন, 'কেবলমাত্র নিজেদের এবং আমাদের প্রত্যয় উৎপাদনের জন্য।'

সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক দাবী করলেন যে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর পেশ করা সমস্ত দলিলে অধিনায়ক ও স্টাফ প্রধানের স্বাক্ষর থাকবে আর যেগুলি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ-(যেমন দৈনন্দিন সংক্ষিপ্ত সমাচার এবং রণক্রিয়া পরিকল্পনা) গুলিতে থাকবে তিনটি স্বাক্ষর—প্রথম দুজনের অতিরিক্ত সমর পরিষদ সদস্যের স্বাক্ষর।

আমি ভরোশিলভকে তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী প্রোটোকলের ব্যাপারে আমার আশংকার কথা খোলাখুলি বললাম এবং তাঁকে এতে তিনজনের বেশি লোকের স্বাক্ষর না নিতে বললাম। কিন্তু ভরোশিলভ বললেন যে এতে সম্মেলনের অন্যান্য সদস্যদের প্রতি অসম্মান হবে এবং এটা হবে পাঁচজনে মিলে নেওয়া একটা সিদ্ধান্তের উপরে মাতব্বরী করা। তিনি নিজের মতন করে কাজ করার এবং দলিলে দশজনের স্বাক্ষর করার উপর জোর দিলেন। এর শিরোনামা হল: 'স্বয়ন্তর কৃষ্ণসাগর বাহিনী (কর্নেল-জেনারেল পেত্রভ, মেজর-জেনারেল বায়ুকভ, মেজর জেনারেল সোলোমকো এবং লেফটেন্যান্ট-জেনারেল মেলনিক) এবং কৃষ্ণসাগর নৌবহর (ভাইস-অ্যাডমিরাল ভ্লাদিমিরস্কি এবং রিয়ার অ্যাডমিরাল কুলাকভ) এর সমর পরিষদ এবং অংশগ্রহণকারী সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল কে. ওয়াই. ভরোশিলভ, জেনারেল স্টাফ-এর রণক্রিয়া বিভাগের প্রধান কর্নেল জেনারেল স্তেমেংকো, নৌবাহিনীর জন্য জনগণের ডেপুটি কমিশার লেফটেন্যান্ট জেনারেল রোগোভ এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত জনগণের কমিশারিয়েটের চিফ কণ্ট্রোলার, ইঞ্জিনীয়ার ক্যাপটেন (১ম শ্রেণী) ইরাইজার-এর কার্চ প্রণালীর উপর দিয়ে সৈন্য ও মাল বহনের প্রশ্নে অনুষ্ঠিত যুক্ত সম্মেলনের প্রোটোকল।'

শেষ পর্যন্ত যখন স্বাক্ষরের এই মইখানি শেষ হল তখন আমি আবার একথার পুনরাবৃত্তি করলাম যে আমরা ভুল করছি, আমি অন্ততঃ গুরুত্বপূর্ণ রণক্রিয়া দলিল রচনার নিয়মবিধি থেকে এইভাবে চ্যুত হলে বিশেষ অসুবিধায় পড়ব। একথায় ভরোশিলভ কেবল হাসলেন, প্রোটোকলটি পাঠিয়ে দেওয়া হল। আন্তোনভের সঙ্গে আমার পরবর্তী টেলিফোন কথাবার্তায় আমি জানতে পারি যে বাস্তবিকই স্তালিন এই দলিলটি সম্পর্কে আমাদের উপরে অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছেন।

সেই দিনই আমরা স্বয়ম্ভর কৃষ্ণসাগর বাহিনীর মূল রণক্রিয়া পরিকল্পনাটির অনুমোদন পেলাম। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স রিজার্ভ থেকে পেত্রভ পেলেন নবম লাল পতাকা কসাক পদাতিক ডিভিশন, যেটি তেরেক ও কুবানের কসাকদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল। এর সেনাপতি মেজর জেনারেল মেটালনিকভকে পেত্রভ তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন আক্রমণাত্মক ক্রিয়ার জন্য তাঁর লোকদের প্রস্তুত করতে। মূল ভূখণ্ডে সুবিধামত একটা বসতি খুঁজে বের করা হল যেখানে ঠিক বেলামুখের মত পরিবেশ তৈরি করে নেওয়া যায়—শত্রুর পুরোবর্তী সীমা এবং আমাদের সব ট্রেঞ্চ, তাদের নানা অবস্থান ও বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব।

কুচকাওয়াজের সময় কয়েকবার আমরা এই ডিভিশনটি পরিদর্শন করেছি। আমাদের প্রথম বারের সফরে ভরোশিলভ জেদ ধরলেন যে আমরা ঘোড়ায় চড়ে যাব। আমি বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে মূল্যবান সময় নষ্ট করে প্রায় ২০ কিলোমিটার পথ অশ্বারোহণে ঝাঁকুনি খেয়ে যাওয়া নিরর্থক। কোন ফল হল না। ভরোশিলভ ঘোষণা করলেন যে কসাকদের মানসিকতা সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নেই। অতএব অশ্বারোহণ। হঠাৎ বেছে নেওয়া অল্পশিক্ষিত ঘোড়ায় চেপে আমরা কোনমতে গন্তব্যস্থলে পৌঁছালাম। ফিরতি যাত্রা সারলাম মোটরগাড়িতে। আমাদের কয়েকজনের ধাতস্থ হতে বেশ কয়েকদিন লাগল এবং ভরোশিলভ নিজে ভবিষ্যতে আর কখনো এজাতীয় পরিবহণ ব্যবহারের ইচ্ছা প্রকাশ করেন নি।

এই ডিভিশনটিকে যুদ্ধে কিভাবে ব্যবহার করা হবে এবিষয়টির সমাধান তৎক্ষণাৎ হল না। যেমন, পরামর্শ দেওয়া হল যে কসাকেরা রাতে চুপি চুপি হামাগুড়ি দিয়ে চলে যাবে প্রথম জার্মান ট্রেঞ্চে (তারা তো 'প্লাসটুনস' মানে 'হামাগুড়ি দেনেওয়ালা' বলে পরিচিত, তাই কিনা!) তারপর একটিও গুলি না চালিয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শীতল ইস্পাতের সাহায্যে শত্রু নিধন করবে, তারপরে গোলন্দাজ বাহিনী প্রতিরক্ষা লাইনের অভ্যন্তরে গোলাবর্ষণ করবে এবং স্বাভাবিক আক্রমণ আরম্ভ হয়ে যাবে।

এই পদ্ধতিতে ছিল যতরকমের বাধাবিপত্তি। গোলাবর্ষণে কিছুটা নরম করে না নিয়ে জার্মান ব্যূহে হামাগুড়ি দেবার ব্যাপারটা বড়োই বিপদজ্জনক। এমন কি প্রথম ট্রেঞ্চটি অধিকার করলেও একটা আধুনিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এতে ভেঙে পড়বে না। এর পরেও থাকা দরকার গোলন্দাজী প্রস্তুতি এবং তারপরে

আক্রমণ। খুব সম্ভবতঃ একটা গোটা ডিভিশনের এই রোমান্টিক মহড়া শত্রুর কাছে ধরা পড়ে যাবে এবং আমাদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে এটা তারা প্রতিরোধ করবে।

কিন্তু এই পদ্ধতির সমর্থকবৃন্দ পিছু হঠবেন না। মহড়ার সময় এটা পরীক্ষা না করা পর্যন্ত কেউ উপলব্ধি করল না যে স্বাভাবিক পন্থাতেই আক্রমণ করতে হবে। এটা ক্রিমিয়ার যুদ্ধ নয়।

কসাক পদাতিক ডিভিশনটি এক চমৎকার দৃশ্য। প্রতিটি ইউনিট রয়েছে তার পূর্ণশক্তিতে। লোকগুলি সব শক্ত সমর্থ। অনেক চমৎকার বৃদ্ধও রয়েছে, ভলান্টিয়ার, তাদের বুকে ঝোলানো পুরানো সৈন্য বাহিনীর সেন্ট জর্জ ক্রশ। তাদের পরনে বেশ স্মার্ট লম্বা কসাক টিউনিক এবং গোল চ্যাপ্টা মাথা কুবান টুপি।

ডিভিশনটি গঠিত হয় স্তালিনের উদ্যোগে এবং তাঁর ব্যক্তিগত তদারকীতে। এটি গঠনের নানা পর্যায়ে পি. আই. মেটালনিকভ তাঁর কাছে রিপোর্ট করেছেন। কেবলমাত্র জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর অনুমতি পেলেই কসাক পদাতিক বাহিনীকে ব্যবহার করা যেত। ফলে কিছু অতিরিক্ত উদ্বেগ ঘটত, তবে ডিভিশনটি সবকিছু পুষিয়ে কিছু বাড়তি দিত তার পরবর্তী বীরোচিত কাজের দ্বারা। ক্রিমিয়ার মুক্তিতে সে নিজের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছে, আর যুদ্ধের শেষে সে বজায় রেখেছে তার কাজের চমৎকার রেকর্ড।

প্রাথমিক পর্যায়ের রণক্রিয়া, বিশেষতঃ সমুদ্রবাহিত আক্রমণ প্রস্তুত করা হল গভীর সতর্কতায়। ঠিক হয়েছিল যে মূল আক্রমণবাহিনীর সারভাগটি গঠিত হবে ১৬৬তম রক্ষী পদাতিক রেজিমেন্টের বিশেষভাবে নির্বাচিত অফিসার ও লোকজন দ্বারা, রেজিমেন্টের অধিনায়ক গার্ডস লেফটেন্যান্ট কর্নেল জি. কে গ্লাভাৎস্কি যিনি তাঁর অভিজ্ঞতা, দুঃসাহস ও কৌশলগত দক্ষতার জন্য সুপরিচিত ছিলেন। বলা হয় যে এইসব লোক জীবনের অনেকখানি বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে এসেছেন। কথাটা এক্ষেত্রে আক্ষরিক সত্য। গ্লাভাৎস্কি তাঁর বুকে পরতেন 'সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর' তারকা। ১৬৬তম রেজিমেন্টের বাছাই সৈন্যদল ছাড়াও তাঁকে দেওয়া হয়েছিল ১৪৩তম স্বয়ম্ভর নৌ ব্যাটেলিয়ন যার অধিনায়কও ছিলেন একজন অভিজ্ঞ ও নির্ভীক অফিসার ক্যাপ্টেন লেভচেংকো, আর দেওয়া হয়েছিল এক

কোম্পানী অনুসন্ধানী স্কাউট। আক্রমণকারী বাহিনীর লোকসংখ্যা দাঁড়াল মোট ২০০০।

দ্বিতীয়টি, সহায়ক সমুদ্রবাহিত আক্রমণকারী বাহিনীটি অত বড় ছিল না—৬০০-এর বেশি লোক হবে না। এর অধিনায়ক ছিলেন মেজর আলেক্সেইয়েংকো।

আক্রমণকারী সেনাদলগুলিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া, জাহাজে তোলা এবং জল পেরিয়ে নেওয়া এসবের দায়িত্ব ছিল রিয়ার অ্যাডমিরাল জি. এন. খোলোসতিয়াকভ-এর উপর। আক্রমণকারী সৈন্যদলগুলি দিনরাত লেগে রইল।

যথেষ্ট অবতরণ যান জোগাড় করাও এক সমস্যা। আমাদের কাজে লাগাতে হল জেলে ডিঙি, যার অনেকগুলিকে আবার মেরামত করে নিতে হল। মাঝিমাল্লা অকুস্থলেই ঠিক করা হল এবং অবতরণের সময় কিভাবে কলাম আকারে নৌকা চালাতে হবে তা শেখানো হল।

বেলামুখটিও হয়ে উঠল কর্মচঞ্চল একটি মৌচাক। ১১শ ও ১৬শ রক্ষী-কোর অনুসন্ধান জোরদার করছিল, ভাণ্ডার গড়ে তুলছিল। আর লোকজন ও সাজসরঞ্জাম বদলের কাজ পূর্ণ করে তুলছিল। বিভিন্ন অবস্থানগুলিতে পেত্রভ গোটা দিন, এমনকি রাতও কাটিয়ে দিচ্ছিলেন। কিন্তু নববর্ষের আগের দিন সন্ধ্যায় তিনি স্বাভাবিক সময়ের একটু আগেই ফিরে এলেন এবং আমাদের তাঁর লগ কেবিনে নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানালেন। আমরা ১৯৪৩-এ আমাদের সশস্ত্র বাহিনীগুলির সাফল্য কামনায় পান করলাম এবং ১৯৪৪-এ পরস্পরের আরো বেশি সৌভাগ্য কামনা করলাম। ভরোশিলভ কোর ও ডিভিশন অধিনায়কদের কাছে এবং কৃষ্ণসাগর নৌবহর ও আজভ নৌ ক্ষুদ্র জাহাজবহর-এর কম্যাণ্ডগুলিকে নববর্ষের বাণী পাঠালেন।

পরদিন আমরা আমাদের দৈনন্দিন কাজে ফিরে গেলাম। আক্রমণ অভিযানের তারিখ নির্দিষ্ট হল ১০ই জানুয়ারী সকালবেলা।

শীতের দিনগুলি ছোট, আর ৯ই জানুয়ারী আমরা শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নিয়ে এত ব্যস্ত রইলাম যে টেরই পেলাম না কখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। শূন্য ঘণ্টার আগে তখনও কিছু সময় আছে। আক্রমণকারী সেনাদল ২০'০০ টার আগে জাহাজে উঠবে না—কিন্তু দারুণ অধীরতা আমাদের পেয়ে বসেছে।

"চলুন, পর্যবেক্ষণ ঘাঁটিতে যাই," ভরোশিলভ প্রস্তাব করলেন।

পেত্রভের পর্যবেক্ষণ ঘাঁটি পুরোবর্তী কিনারা থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে আজভ সাগরের উঁচু খাড়া পাড়ে অবস্থিত। আবহাওয়া পরিষ্কার থাকলে এখান থেকে উপকূলভূমির গোটা অংশটা যেখানে মূল আক্রমণকারীদের অবতরণ করার কথা, এখন সেখানে কিছুই চোখে পড়ে না। ঘন মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে আছে রাতের আকাশ।

'সমুদ্র কেমন?' আমরা নৌবহরের প্রতিনিধিকে জিজ্ঞেস করি।

'অল্প জোয়ারের পূর্বাভাস আছে,' তিনি উত্তর দিলেন। তারপর একটু থেমে যোগ করলেন: 'তবু, সবকিছুই ঘটতে পারে। এ হল আবহাওয়া নিয়ে কারবার।'

ঘড়ির দিকে চেয়ে আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম জমায়েতের এলাকা (ইলিচ গণ্ডী নামে পরিচিত) থেকে আক্রমণকারী বাহিনীর এগিয়ে আসার জন্য। বহু আগেই বেলামুখের কোর অধিনায়কেরা জানিয়ে দিয়েছে যে তাদের ইউনিট অ্যাকশনের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু তখনো রিয়ার অ্যাডমিরাল খোলোসতিয়াকভ'এর কাছ থেকে কোন খবর নেই। আমরা জানতাম যে নাবিকেরা সাধারণতঃ সময়ানুবর্তী হয়, তাই আমরা সিদ্ধান্ত করলাম তাদের এই মৌনতার অর্থ সবকিছুই পরিকল্পনামাফিক চলছে।

কিন্তু একটু পরেই স্পষ্ট হয়ে উঠল যে কোন একটা জায়গায় কিছু বাধা পড়েছে। মাঝরাতে পেত্রভকে ফোনে ডাকা হল। আক্রমণকারী বাহিনী নাকি তখন পথে।

দেড়-দুই ঘণ্টা পরে আরেকটা রিপোর্ট এল—আজভ সাগরে চার বা পাঁচ শক্তির জোরালো বাতাস বইছে। তার মানে আক্রমণকারী বাহিনীগুলিকে যথাস্থানে নিয়ে যাবার ব্যাপারে পরিস্থিতির অবনতি ঘটল।

আমরা সবাই একপ্রাণ হয়ে বেরিয়ে পড়ি সমুদ্র দেখতে। ঢেউগুলি প্রবল আঘাত হানছে তীরে। অবশ্য চার বা পাঁচ শক্তির বাতাস মহাসাগরগামী জাহাজের পক্ষে কিছুই নয়, কিন্তু আমাদের আক্রমণকারী সৈন্যদের বহন করছে যেসব ছোট জাহাজ তাদের পক্ষে এটা মারাত্মক হতে পারে; এগুলো মানুষ বোঝাই হয়ে অন্ধকারে চলাচল করছে।

পেত্রভও বিবর্ণ, তবে বাইরে শান্ত। অবস্থা বুঝবার জন্য আমরা খোলোস-তিয়াকভকে ফোন করলাম। জবাবে আশ্বাস পেলাম; কোন বিপদবার্তা নেই।

অবতরণক্ষণ এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে গোলন্দাজী অধিনায়ক প্রশ্নভরা চোখে পেত্রভের দিকে তাকালেন, পেত্রভ তাকালেন ভরোশিলভ-এর দিকে, তারপরে দুজনে মাথা নাড়লেন। আক্রমণকারীদল অবতরণ করার আগে গোলাবর্ষণ আরম্ভ করা ঠিক হবে না।

জানুয়ারীর বিলম্বিত উষা কেবল ফুটছে, হঠাৎ গুলির শব্দ হতে লাগল সেই পাহাড়ে যা আক্রমণকারী বাহিনীর দখল করার কথা। জার্মান কামানগুলির এলোমেলো গোলাবর্ষণ। আক্রমণকারী বাহিনী ইতিমধ্যেই অবস্থান নিয়েছে। তারা শত্রুর অলক্ষ্যে অবতরণ করেছে এবং শেষ জাহাজগুলি পৌছানোর জন্য অপেক্ষা না করেই লেফটেন্যান্ট-কর্নেল গ্লাভাৎস্কি আক্রমণ শুরু করেছেন।

তারা হঠাৎ ভয়ংকর আক্রমণ করেছে, একটিও গুলি কিংবা চিৎকার না করে ট্রেঞ্চে নিজেদের নিক্ষেপ করেছে। পাহাড় চূড়ার মেশিনগানগুলি বেদখল হবার আগে পর্যন্ত শত্রু বুঝে উঠতে পারেনি ব্যাপারটা কি হল।

এরপর আমাদের কামান মুখর হল, মূল বেলামুখে কেন্দ্রীভূত বিশেষ পদাতিক ইউনিটগুলি লড়াই আরম্ভ করল।

ইতিমধ্যে অবশিষ্ট আক্রমণকারী যানগুলি তখনো অবতরণস্থানে আসছিল। তাদের সবাই নোঙ্গর করতে পারছিল না, সৈনিক ও নাবিকেরা মাথার উপরে বন্দুক তুলে ধরে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল, অনেকে জলে ডুবেও গেল, জলে ভেসে যাওয়া আটকাবার জন্য তারা পাথরের সঙ্গে সেঁটে রইল। দম ফিরে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা ঢাল বেয়ে চলল যেখানে তাদের সাথীরা শত্রুর সঙ্গে ইতিমধ্যেই হাতাহাতি লড়াই আরম্ভ করেছে।

আরো তিনটি দীর্ঘ ঘণ্টা অতিবাহিত হল। পদাতিক কোর থেকে বিশেষ কিছু খবর এলো না। সবকিছু যেন নির্দেশ করছে যে মূল বেলামুখ থেকে এই আক্রমণের সামান্যই অগ্রগতি ঘটছে, কতগুলো খণ্ডে একেবারেই ব্যর্থ হয়েছে। পেত্রভ গোলন্দাজ বাহিনীকে আদেশ দিলেন যেসব জায়গায় সাফল্যের কিছু চিহ্ন আছে সেখানে তাদের গোলাবর্ষণ কেন্দ্রীভূত করতে। শত্রু কিন্তু গোঁ ধরে টিঁকে রইল।

আমরা জানতাম যে আক্রমণকারী বাহিনী তখনো পাহাড়ে লড়াই করে চলেছে। তারা শত্রুর কিছু এ এ বন্দুক, প্রচুর পরিমাণে পদাতিক বাহিনীর অস্ত্র এবং ৬০ জন বন্দীকে দখল করেছে। বস্তুত পক্ষে শৈলশিরাটি এখন তাদেরই

হাতে, তারা এখন মুখ ঘুরাতে পারে, আরো সৈন্য আনতে পারে এবং প্রতিরক্ষা সংগঠিত করতে পারে।

কিন্তু অপরাহ্নে পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে আরম্ভ করল। মৎস্যশিল্প এলাকা, গোপালন খামার এবং গ্রিয়াজেভায়া জলাভূমি থেকে পাল্টা আক্রমণ শুরু করল। তাদের বিমানগুলি বারবার আক্রমণকারী বাহিনীর উপর ছোঁ মারতে লাগল। ১৯·০০ টার সময় রণক্ষেত্রে নামলো ফার্ডিন্যাণ্ড ট্যাংকগুলি কিন্তু ফল হল না। আমাদের ইউনিটগুলি মাটি কামড়ে রইল, শত্রুর বিপুল ক্ষয়ক্ষতির মধ্য দিয়ে তারা শত্রুর সব পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত করল।

রাতে জার্মান সাবমেরিন-গান চালকেরা আক্রমণকারী বাহিনীর পশ্চাদভাগ বিদ্ধ করার জন্য কয়েকবার চেষ্টা করল কিন্তু তাদের অবিচলভাবে প্রতিহত করা হল। বহুক্ষণ পর্যন্ত মেজর আলেক্সেইয়েংকোর কোন খবর পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত তিনিও একটি রিপোর্ট পাঠালেন। সহায়ক আক্রমণকারীদল তার দায়িত্ব পালন করল। যে পাহাড়টা আমাদের প্রয়োজন ছিল তা দখল করা হয়েছিল এবং আমাদের একটি পদাতিক কোর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল।

কিন্তু ১১শ রক্ষী পদাতিক কোর-এর যে ইউনিটগুলি বেলামুখ থেকে আক্রমণ করছিল, তারা গ্লাভাৎস্কির মূল আক্রমণ দলের সঙ্গে যুক্ত হতে পারল না। চব্বিশ ঘণ্টায় তারা মাত্র এক বা দুই কিলোমিটার এগিয়েছিল। পরদিনও যুদ্ধ চলল। আমরা দ্বিতীয় সারি থেকে একটি ডিভিশন পাঠালাম, শত্রুও তার কিছু রিজার্ভ নিয়ে এসে তার জবাব দিল। আক্রমণকারী দলের অধিকৃত অবস্থানগুলির উপর জার্মান বিমান বহর আবার বোমাবর্ষণ শুরু করল। প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ আরম্ভ হল, জার্মান ট্যাংক আক্রমণে নেমে পড়ল। গ্লাভাৎস্কির লোকদের গোলাবারুদের ঘাটতি পড়ে গেল, লক্ষ্যভেদ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারলে তবেই তারা গুলি চালাচ্ছিল।

দুপুরের পরে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে শত্রু আক্রমণকারীদলকে সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন এবং ধ্বংস করে ফেলতে চেষ্টা করছে। পেত্রভ গ্লাভাৎস্কিকে আদেশ দিলেন ১১শ কোর অভিমুখে ভেদ করে বেরিয়ে যেতে। আক্রমণকারী দলের লোকেরা আবার প্রচণ্ড বিক্রমে লাগল। দিনের শেষে তারা আমাদের মূল বাহিনীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করল, তাদের দখল করা উচ্চভূমিগুলির নিয়ন্ত্রণ ওদের হস্তান্তর করল এবং ৫৫তম রক্ষী পদাতিক ডিভিশনের রিজার্ভ-এ

ফিরে গেল।

এই সব লড়াইয়ের ফলে বাহিনীর দক্ষিণ পার্শ্বে আমাদের অবস্থার সামান্য উন্নতি ঘটলেও যতটা আশা করা গিয়েছিল ততটা হল না। ভরোশিলভ ছিলেন পুরোবর্তী কিনারায়। আর সব কিছুকে ছাপিয়ে, কৃষ্ণসাগর নৌবহরের আক্রমণ-কারী বিমান স্কোয়াড্রনগুলির একটি, যে কিনা ১১শ রক্ষী পদাতিক কোর-এর সঙ্গে সহযোগিতা করছিল, ভুল করে আমাদের নিজের লোকজনের উপরে বোমা ফেলল। এটা ঠিক যে ক্ষয়ক্ষতি কিছু হয়নি। সেই সময় আমি ও কিতায়েভ ছিলাম কোর-এর পর্যবেক্ষণ ঘাঁটিতে, আমরা কেবল যে গোটা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছি তা-ই নয়, আমাদের উপরেও বোমা পড়েছে।

১৫ই জানুয়ারী সকালবেলা আমরা প্রথমেই বেরিয়ে পড়লাম সমুদ্রবাহিত আক্রমণকারীদলের দখল করা উচ্চভূমিগুলি পরিদর্শনের জন্য। ওরা কেবল বাহিনীর নতুন পর্যবেক্ষণ ঘাঁটি বসাতে আরম্ভ করেছে আর নিয়ন্ত্রণ ঘাঁটির জন্য লম্বা ট্রেঞ্চ ও গর্ত কাটছে। রাতেই বেশি কাজ হচ্ছে।

এখানে দেখা হল ১১শ রক্ষী পদাতিক কোর-এর মেজর-জেনারেল আরশিন্‌তসেভ-এর সঙ্গে। তিনিও তাঁর পর্যবেক্ষণ ঘাঁটিটাকে পুরোবর্তী কিনারায় এগিয়ে আনছিলেন এবং নিজে সেখানে যেতে উদ্যত ছিলেন। তাঁকে প্রশ্ন করার কিছু ছিল না, তিনি তৎক্ষণাৎ চলে গেলেন। আর, ১৫-৩০ মিঃ-এর সময় তাঁর মৃত্যু হল। রুটিন মাফিক গোলন্দাজী আক্রমণের সময় একটা ভারী গোলা এসে আঘাত করে যেখানে তিনি নিজে, কোরের গোলান্দাজ সেনাপতি কর্নেল এ. এম. আস্তিপভ, অনুসন্ধান বাহিনীর প্রধান লেফটেন্যাণ্ট-কর্নেল টি. পি. লোবাকিন এবং সহকারী রণক্রিয়া প্রধান মেজর এ. পি. মেনশিকভ আশ্রয় নিয়েছিলেন। ছাদ ধসে পড়ে এবং আশ্রয়স্থলের ভিতরে গোলাট ফাটে। মেনশিকভ ছাড়া আর সবার মৃত্যু হয়েছিল, মেনশিকভ মারাত্মক আহত হয়েছিলেন।

সেদিন শত্রুর কামান প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করল। সন্ধ্যা নাগাদ আমরা যখন পেত্রভ-এর ওখানে তখন ভরোশিলভের খোঁদলটা ধ্বংস হল, প্রবেশপথের পাহারায় নিযুক্ত শান্ত্রীর মৃত্যু হল।

আমরাও জার্মানদের অনুরূপ জবাব দিলাম, তার বিভিন্ন অবস্থান, পরিচালনা ঘাঁটি এবং ঠিক পশ্চাদভাগের সংগঠনগুলির উপর একের পর এক বিমান ও গোলন্দাজ আক্রমণ চালালাম। রাত্রিতে বোমাবর্ষণের একটি মহিলা রেজিমেণ্ট

যেটি কিনা ৪র্থ বিমান বাহিনীর অংশ এবং পিও-২০বিমান থেকে গ্রেনেড নিক্ষেপ করছিল তারা নিরবচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধরত ছিল।

ইতিমধ্যে একমাস কেটে গেছে যে আমরা বেলাভূমিতে রয়েছি। এই একটি মাস ছিল ক্রিমিয়ার মুক্তির জন্য মূল রণক্রিয়ারই প্রস্তুতির কাল। অস্ত্রের ভাণ্ডার গড়ে তোলা, বদল করার কাজ এবং প্রশিক্ষণ অবিচলিতভাবে চলছিল দ্বিতীয় সারিতে। এই সময় হঠাৎ ভেরেনিকভস্কায়া স্টেশনে একখানা বিশেষ ট্রেন এসে থামল, নিয়ে এলো স্বয়ম্ভর কৃষ্ণসাগর আর্মির নতুন সেনাপতি জেনারেল এ. আই. চেয়েমেংকোকে। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনা দূরের কথা, তাঁকে না জানিয়েই পেত্রভকে তাঁর অধিনায়কত্ব থেকে অপসারণ করা হল, তাঁকে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর হাতে তুলে দিয়ে মস্কোয় ডেকে পাঠানো হল। তাঁর বরখাস্তের কারণ কোনদিন প্রকাশিত হয়নি।

এর পরেই আন্তোনভ আমাকে ফোন করে বললেন যে আমাকেও জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ ডেকে পাঠানো হয়েছে কার্চ-এর পরিস্থিতির সম্পর্কে রিপোর্ট করার জন্য। স্পষ্টতঃই গত কয়েকদিনের ঘটনাবলীতে স্তালিন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন। ভরোশিলভ থেকে গেলেন।

কেবল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর সদস্যবৃন্দ ও আন্তোনভ-এর কাছে আমি আমার রিপোর্ট পেশ করলাম। পেত্রভকে আমন্ত্রণ করা হয়নি। কৃষ্ণসাগর বাহিনী যে প্রস্তুতিমূলক রণক্রিয়া চালিয়েছিল তার উপযোগিতা সম্পর্কে স্তালিন সন্দেহ প্রকাশ করলেন। আমি সাধ্যমত চেষ্টা করলাম তার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করতে।

যখন কৃষ্ণসাগর বাহিনীর ব্যাপার উল্লেখিত হল স্তালিনের মনে পড়ে গেল দশজনের স্বাক্ষর সম্বলিত আমাদের প্রোটোকলটির কথা এবং তিনি আবার তিরস্কার করতে আরম্ভ করলেন।

"কোন এক যৌথ খামারের মতো! তা, তোমরা এর উপরে আবার ভোটাভুটি চালাওনি কেন? এরকম একটা ব্যাপারের জন্য ভরোশিলভকে ক্ষমা করা যায়— তিনি স্টাফ অফিসার নন। কিন্তু তোমার জানা উচিত ছিল এসব কাজ কিভাবে হয়?" তারপর আমার দিকে ইঙ্গিত করে তিনি আন্তোনভকে বললেন," "এজন্য

একে শাস্তি দেবার একটা উপায় ঠিক করতে হবে।"

আন্তোনভ কিছু বললেন না।

ক্রিমিয়া মুক্তির রণক্রিয়া প্রসঙ্গে আবার ফিরে এসে স্তালিন ভ্যাসিলেভস্কি এবং ভরোশিলভকে পরিকল্পনাটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব প্রশ্নের মীমাংসা করার জন্য জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ ডেকে পাঠানোর আদেশ দিলেন আর ভরোশিলভকে অগ্রগতির মূল লাইনে তোলবুখিনের সঙ্গে যোগ দিতে এবং ভ্যাসিলেভস্কির সঙ্গে একত্রে রণক্রিয়ার সমন্বয় সাধন করতে হুকুম দিলেন।

পেত্রভের সম্পর্কে একটি শব্দও উচ্চারণ করা হল না। পরবর্তীকালে জেনারেল স্টাফ-এ এ বিষয়ে ভেবে আমরা সিদ্ধান্তে এসেছি যে প্রাথমিক রণক্রিয়ার সীমিত ফল এবং নৌবহরের কম্যাণ্ডের সঙ্গে ঝগড়ার ফলেই পেত্রভ সম্পর্কে স্তালিনের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল। একটা বড় রণক্রিয়ার একেবারে প্রাক্কালে যখন তাঁর অধীনস্থ বাহিনীটি অত্যাবশ্যক ভাবেই যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল ঠিক তখনই তাঁকে অপসারিত করা হল। যদিও রণক্রিয়াটি সফল হয়েছিল, তিনি কোনদিনই তাঁর পরিশ্রমের পুরস্কার পাননি।

মে মাসে, ক্রিমিয়া যখন মুক্ত হল, যারা রণক্রিয়ায় অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই খেতাব পেলেন। স্তালিন অবশ্য সেই দুর্ভাগা প্রোটোকলটির কথা স্মরণ করলেন। যখন তিনি খেতাবপ্রাপ্তদের তালিকায় আমার নাম দেখলেন তখন আন্তোনভকে বললেন :

"স্তেমেংকোর খেতাব আমরা এক ডিগ্রী নামিয়ে দেব যাতে ভবিষ্যতে সে সামলে যায় কেমন করে নির্ভুলভাবে দলিলে স্বাক্ষর করতে হয়।"

এবং তিনি আমার নামটিতে নীল পেন্সিল দিয়ে মোটা চিহ্ন দিলেন।

১৯৪৪-এর ১৪ থেকে ২৩ মে আরেক দফা আমি ক্রিমিয়ায় অতিবাহিত করলাম। এবার জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের প্রতিনিধি হয়ে। যে উপদ্বীপটি থেকে শত্রু বিতাড়িত হয়েছে আমার কাজ ছিল তার প্রতিরক্ষার পরিকল্পনা রচনায় সাহায্য করা এবং সর্বোচ্চ কম্যাণ্ড রিজার্ভ-এর ২য় রক্ষী ও ৫১তম আর্মি প্রত্যাহারের বিষয়টি সংগঠিত করা। এটা ছিল খুবই জরুরী দায়িত্বভার কারণ ২২-২৩ মে ব্যাগ্রেশন পরিকল্পনা—বাইলোরুশিয়ায় শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করার রণক্রিয়া নিয়ে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স আলোচনা করবে এবং রিজার্ভ সম্পর্কে সঠিক

সংবাদ দরকার ছিল।

ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যথারীতি কাজ চলছিল যা কিনা মে মাসে আরো প্রসারিত হত। সৈন্য পরিবহণ ছিল একটা বিশেষ কৌশলপূর্ণ সমস্যা। সৈন্যদের রেলওয়ে স্টেশনে যাবার মোটর পরিবহণের জন্য পর্যাপ্ত জ্বালানী নেই। সেই সময় ক্রিমিয়ায় রেলইঞ্জিন এবং গাড়িগুলির বণ্টন ব্যবস্থা ছিল পুরোপুরি অভ্যন্তরীণ বিষয়ক জনগণের ডেপুটি কমিশার সেরভ-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে। তার কাছ থেকে কোন কিছুই যুদ্ধ না করে বার করা যেত না। রেলগাড়ি ছাড়ার প্রধান স্টেশন ছিল থারসন ও স্নিগিরেভকা অঞ্চলে এবং বেশির ভাগ সৈন্যদলকে সেখানে হেঁটে যেতে হত। আমার দলের অফিসাররা এইসব স্টেশনগুলির জন্য বিমান পাহারা সংগঠিত করত এবং দেখত যাতে নীপারের উপরকার নৌকা-সেতু নিরাপদ থাকে।

এখন ক্রিমিয়ার প্রতিরক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল স্বয়ন্তর কৃষ্ণসাগর বাহিনীর উপর। আর্মি স্টাফের তৈরি পরিকল্পনাটির খুঁটিনাটি নিয়ে আমি তার নতুন সেনাপতি কে. এস. মেলনিক-এর সঙ্গে আলোচনা করলাম। চতুর্থ ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টের স্টাফপ্রধান জেনারেল এস.এস. বিরিয়ুজোভ আমাদের অনেক কাজে এলেন। তুর্কী প্রাচীর থেকে কার্চ প্রণালী পর্যন্ত ক্রিমিয়া উপকূলের পশ্চিম ও দক্ষিণ ভাগের মোট ৭০০ কিলোমিটারের বেশি দূরত্ব রক্ষা করার জন্য আমাদের হাতে ছিল কেবল দশ ডিভিশন, দুটি পদাতিক ব্রিগেড এবং একটি ট্যাংক ব্রিগেড। সমস্যাটা বাস্তবিকই মাথাখারাপ করার মত।

অন্য অসুবিধাও ছিল। স্বয়ন্তর কৃষ্ণসাগর বাহিনীর নিয়মিত কর্মীদের হরণ করা চলছিল। তার তিনজন কোর অধিনায়কের মধ্যে দুজনকে নতুন কম্যাণ্ড দেওয়া হল। গোলন্দাজী অধিনায়ক ও জনসরবরাহ বিভাগের প্রধানকেও ফিরিয়ে নেওয়া হল। বাহিনীর সরবরাহ অফিসার, খাদ্য সরবরাহ প্রধান, পশ্চাদ্বর্তী সদর দপ্তরের প্রধান এবং অনুসন্ধানদলের প্রধান প্রভৃতি সবাই যাবার মুখে। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর জ্ঞাতসারে আমার এসব বন্ধ রাখলাম এবং ইতিমধ্যেই খালি পদগুলি তৎক্ষণাৎ ভর্তি করা হল যারা চলে গেছে তাদের ডেপুটিদের দিয়ে। দেখা গেল তাদের প্রায় সবাই অভিজ্ঞ ও যোগ্য অফিসার।

আমরা কৃষ্ণসাগর নৌবহরের সেনাপতি অ্যাডমিরাল এফ. এস. ওকতিয়াব্রিস্‌কির সঙ্গে দেখা করার জন্য সেবাস্তোপোল সফর করলাম এবং নৌ ও স্থলবাহিনীর মধ্যে সমন্বয় সাধনের সঙ্গে জড়িত নানা প্রশ্নের মীমাংসা করলাম।

বিমান-বিধ্বংসী ইউনিটের ঘাটতির ব্যাপারটা ছিল বিশেষ উদ্বেগজনক। শত্রু এখনো ক্রিমিয়ার উপর হামলায় ক্ষান্ত হয়নি। এমন দিনও আসত যখন একই সঙ্গে দঝানকোই, কুরমান-কেমেলচি, বিয়ুক-ওইলার, তাশলিক-তায়ের এবং ইয়েভপাতোরিয়া-র উপর একই সঙ্গে হামলা চালানো হয়েছে। এটা অবশ্য ঠিক যে এসব হামলায় বিশেষ কাজ হয়নি।

একদিন বিরিয়ুজোভ, রিঝকভ এবং আমি সারাবুজ থেকে সাপুনপর্বত অঞ্চল, যেখানে স্বয়ন্তর কৃষ্ণসাগর বাহিনীর সদর দপ্তর ছিল, সেখানে উড়বার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম। বিরিয়ুজোভ আমাকে পরামর্শ দিলেন চেরসোনেসি অন্তরীপটি একনজর দেখে নিতে, এই জায়গায় ক্রিমিয়ার যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়টি ঘটেছিল। আমরা তিনটি ইউ-২ বিমানে যাচ্ছিলাম। চমৎকার আবহাওয়া, কোথাও শত্রু বিমানের চিহ্ন নেই। নিচে দেখা যাচ্ছে বন্দীদের ধূসর সবুজ রঙের সারি পথ দিয়ে চলেছে, আমাদের ট্রাকগুলি ওদের কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে বাকচিসরাই পেরিয়ে কোন এক জায়গায় বিরিয়ুজোভের বিমান নেমে পড়তে আরম্ভ করল। খোলা জায়গায় তার নিরাপদ অবতরণের জন্য আমরা অপেক্ষা করলাম, তারপর আমরা নিজেরাও একটা চক্কর দিয়ে তার পাশে নেমে পড়লাম। ইঞ্জিন বিকল হয়েছিল। এখন একমাত্র উপায় বিমান পরিত্যাগ করে পদব্রজে মূল সড়কে গিয়ে ওঠা। সেখানে আমরা কৃষ্ণসাগর বাহিনীর একখানা লরী থামিয়ে ওতে চেরসোনেসি গেলাম, এখানে মেলনিক আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

আমাদের সামনে রয়েছে সাম্প্রতিক যুদ্ধের দৃশ্য। শৈলান্তরীপটি আক্ষরিক অর্থেই জার্মান ট্যাংক, গাড়ি, বন্দুক এবং মর্টারে ঠাসা। সর্বত্র ছড়ানো রয়েছে সোভিয়েত বোমা ও গোলাবর্ষণের চিহ্ন। গিরিখাত এবং সমুদ্রতটে নেমে যাওয়া খাড়া ঢালের উপর সবরকম ভাঁড়ার পরিত্যক্ত হয়েছে। মানুষের মৃতদেহগুলি সরিয়ে ফেলা হয়েছে তবু একটা গাগুলানো গন্ধ বাতাসে লেগে আছে। যতদূর দৃষ্টি যায়, সমুদ্র ঢেকে আছে ফুলে ওঠা ঘোড়ার মৃতদেহে, সেগুলো ঢেউয়ের উপর দিয়ে শ্লথগতিতে গড়িয়ে যাচ্ছে, উত্তাপে ফেটে যাচ্ছে। আমাদের দেশের প্রান্তসীমায় পৌছে শত্রু নিজেই তার সব ঘোড়া ধ্বংস করে ফেলেছে।

শিগগিরই আমরা মস্কোয় ফিরলাম যেখানে অপারেশন ব্যাগ্রেশন-এর সঙ্গে যুক্ত আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ব্যাগ্রেশন

১৯৪৩-এর শীতাভিযানের ফলাফল ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গী ।। পশ্চিম ফ্রন্টের বিভাগ ।। আই. ডি. চেরনিয়াকোভস্কি এবং আই. ওয়াই. পেত্রভ ।। রণক্রিয়ামূলক প্রবঞ্চনা ।। প্রথম ও দ্বিতীয় বাইলোরুশীয় ফ্রন্টের গতিবিধির সমন্বয় সাধন করলেন ঝুকভ ।। তৃতীয় বাইলোরুশীয় এবং প্রথম বাল্টিক ফ্রন্টে ভ্যাসিলেভস্কি ।। বাইলোরুশীয় রণক্রিয়ায় কামান ও ট্যাংক ।। বিমান আক্রমণ ।। সেনা নিয়ন্ত্রণের বিশেষ দিকগুলি ।। চূড়ান্ত সাফল্য ।।

যুদ্ধের উপর শীতের এবং বাসন্তী বন্যার প্রভাব সম্পর্কে পুরানো যত তত্ত্বকে নস্যাৎ করে আমাদের সৈন্যেরা দৃঢ়বদ্ধ আক্রমণের চাপ দিয়ে চলল। ১৯৪৪-এর মধ্য এপ্রিল নাগাদ তারা প্রসারিত হল চুভস্কয়ে হ্রদ ও ভেলিকায়া নদী বরাবর, পৌঁছে গেল ভিটেবৎস্ক, ওরশা, মোগিলেভ এবং ঝ্লোবিনের প্রবেশমুখে এবং ভেদ করে অগ্রসর হল কোভেল অভিমুখে। ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের মূল বাহিনীগুলি আবির্ভূত হল ভলিনিয়ার উদার বিশাল সমভূমি এবং কার্পেথিয়ানের সানুদেশের পার্বত্য-ভূমিতে, টারনোপোল ও চেরনোভিৎসি দখল করল এবং জেসী আর কিশিনেভ-এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হল। লুবিন, লভোভ এবং বুখারেস্টের দিকে অগ্রসর হবার লাইন খুলে যাওয়ায় মূল শত্রু সেনাদলগুলির পার্শ্ব ও পশ্চাদভাগ উন্মুক্ত হয়ে পড়ল।

জেনারেল স্টাফ এস'বকিছুকে অনুকূল ব্যাপার বলে মনে করল। আমাদের কিন্তু সন্দেহ ছিল না যে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি এবং অদলবদলের তীব্র প্রয়োজনীয়তা সত্ত্বেও শত্রু দুর্বল তো হবেই না বরং আরো ভয়ংকর লড়াই করবে। আমাদের আরো অনেক বেশি পরিমাণে আঘাত হানতে হল যাতে নাৎসী সেনাপতিরা তাদের সেনাবাহিনীগুলির পুনর্বিন্যাস করার এবং জোরদার প্রতিরোধ সংগঠিত করার সুযোগ না পায়।

১৯৪৪-এর গ্রীষ্মে সাধারণভাবে যে অনুকূল রণক্রিয়া-রণনীতিগত পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছিল সেটা তখনো নানা অসুবিধায় পরিকীর্ণ ছিল। ইউক্রেন ও মলদাভিয়ায় আক্রমণ অব্যাহত রাখা অসম্ভব বলে বিবেচনা করা হচ্ছিল। কারণ

মোটামুটিভাবে আমাদের নিজেদের সমান সমান ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তিশালী শত্রুসেনা-দলগুলির সঙ্গে ফ্রন্টের ল্ভোভ, জেসী ও কিশিনেভ খণ্ডে সংঘর্ষ হয়েছিল। মূল জার্মান বর্মাবৃত বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে আমাদের ছয়টি ট্যাংক বাহিনীর গোটাটাই এখানে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিল। সৈন্যেরা পরিশ্রান্ত এবং তাদের সরবরাহ আবার পরিপূর্ণ করার গুরুতর প্রয়োজন ছিল। এখন আকস্মিক আক্রমণের প্রশ্নই ওঠে না। যদি আমরা এখনি সামনের দিকে চাপ দিতে চেষ্টা করি তাহলে আমরা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে এক দীর্ঘ রক্তাক্ত যুদ্ধের মুখে পড়ব এবং এতে সাফল্যের সম্ভাবনা কতটুকু সে বিষয়েও সন্দেহ আছে।

বাল্টিক প্রজাতন্ত্রগুলির সীমান্ত অভিমুখে ভেদ করার বিরাট কোন সম্ভাবনাও তখন পর্যন্ত ছিল না। এখানেও বিস্ময়ের ব্যাপারটা হিসেবে রাখা চলে না। সোভিয়েত বাহিনীর দিক থেকে বিরাট একটা ধাক্কার আংশকাই শত্রু করছিল এবং তা থামানোর জন্য তারা ব্যবস্থা নিচ্ছিল। সুউন্নত সড়ক ও রেলপথের সুবিস্তৃত জালের উপর মহড়া দেবার বিরাট সুযোগ ছিল শত্রুর, আর আমাদের ট্যাংকগুলির সামনে ছিল অসংখ্য বাধা। এই ভূখণ্ড সুস্পষ্টভাবেই আমাদের অনুকূলে ছিল না। সৈন্য সমাবেশ এবং সরবরাহে গুরুতর অসুবিধা দেখা গেল। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর প্রত্যয় জন্মেছিল যে এই পরিস্থিতিতে বাল্টিক অঞ্চল আমাদের প্রয়াসের মূল লক্ষ্য হতে পারে না।

উত্তর অঞ্চলেও বিশেষ কিছু প্রতিশ্রুতি ছিল না। এই অঞ্চলে শত্রুর পরাজয়ে যুদ্ধ থেকে ফিনল্যাণ্ডের বিদায়টাই কেবলমাত্র ঘটেছিল এবং এতে জার্মানীর কোন আশু বিপদ ঘটেনি।

পশ্চিম খণ্ড ও পলেসিয়ের উত্তর ও দক্ষিণের পরিস্থিতি ছিল কিছু ভিন্ন। সাম্প্রতিক যুদ্ধের ফলে যে তথাকথিত "বাইলোরুশীয় অলিন্দ"-এর উদ্ভব হয়েছিল তা ছিল আমাদের ওয়ারশ'র পথে প্রতিবন্ধক। আমাদের বাহিনী পূর্ব প্রাশিয়ার সীমান্তের দিকে এগোলে পার্শ্ব আক্রমণের একটা লম্ফভূমি হিসাবে এটা শত্রুর কাজে লাগবে, দক্ষিণ-পশ্চিম খণ্ডে আমাদের পার্শ্ব ও পশ্চাদভাগের পক্ষেও তা সমান বিপজ্জনক যেখানে পাল্টা আক্রমণ ল্ভোভ-এ ও হাঙ্গেরীর অভ্যন্তরে আমাদের অগ্রগতিকে ব্যাহত করতে পারে। উপরন্তু বাইলোরুশিয়া থেকে বিমানগুলি মস্কোর উপর হামলা করতে পারে। এবং শেষ কথা, 'বাইলোরুশীয় অলিন্দ' দখলকারী শত্রু সৈন্যেরা উন্নত সড়ক রেলপথের জালের উপর স্বচ্ছন্দ-গতির সুবিধা ভোগ করার ফলে সোভিয়েত বাহিনীর বিপুল সংখ্যক সৈন্যকে এখানে গেঁথে রেখে

দিয়েছে। এইসব তথ্যের ফলশ্রুতিতে শত্রুর বিরাট সৈন্যদলগুলি ধ্বংসের উদ্দেশ্যে বাইলোরুশিয়া আক্রমণকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে বিবেচনা করা হল।

ইতিমধ্যে এটা সম্পন্ন করতে আমরা চেষ্টা করেছি, তবে সফল হইনি। ভিটেবৎস্ক এবং ওরশা অঞ্চলে পশ্চিম ফ্রন্টের অভিযানের চেষ্টায় বহু মূল্য দিয়ে সামান্যই লাভ হয়েছিল। 'বাইলোরুশীয় অলিন্দ' অত্যন্ত সুরক্ষিত ছিল।

পলেসিয়ের দক্ষিণে অবস্থা ছিল কিছু ভাল। আমাদের সৈন্যেরা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটিয়েছিল, তারা লুবিন ও ল্ভোভ-এর থেকে আঘাত হানার মত দূরত্বে এসে পড়েছিলো, তবে তাদের শক্তি হ্রাস পাচ্ছিল। হৃদ্ভূমি থেকে নিয়ে আসা বিরাট রিজার্ভ বাহিনী দিয়ে পরিপূর্ণ করা এবং স্থানীয়ভাবে পুনর্বিন্যাস, একমাত্র এভাবেই তার আক্রমণকে ধারালো করা যেতে পারে।

ফলতঃ বাইলোরুশিয়া এবং পশ্চিম ইউক্রেনের চিত্র প্রথম দর্শনে বিশেষ একটা উৎসাহব্যঞ্জক নয়। কিন্তু খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে অনেক আশাব্যঞ্জক সিদ্ধান্তের ভিত্তি পাওয়া যায়। জেনারেল স্টাফ বিশ্বাস করত যে পলেসিয়ের উত্তরে আমাদের ব্যর্থতার প্রধান কারণ শত্রুর শক্তিশালী অবস্থান ততটা নয় যতটা কিনা কিছু সেনাপতি ও স্টাফের প্রতিশ্রুত অভিযানটি পরিচালনা, সরবরাহ এবং সংগঠনের গলতি। ভবিষ্যতে এটা এড়ান যায়, এড়াতে হবেও। অবশ্য, আমি পুনরাবৃত্তি করছি, ল্ভোভ খণ্ডে কিন্তু প্রথম ইউক্রেনিয় ফ্রন্টের সৈন্যদের বদল ও শক্তিবৃদ্ধিটাই প্রধান ব্যাপার।

কাজেই, মোক্ষম আঘাত হানতে হবে কোথায়? সামরিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ ও পুনর্বিশ্লেষণ আমাদের এই প্রত্যয় ক্রমেই বাড়িয়ে তুলল যে ১৯৪৪-এর গ্রীষ্মাভিযানের সাফল্য আমাদের খুঁজতে হবে বাইলোরুশিয়া ও পশ্চিম ইউক্রেনে। এই অঞ্চলে একটা বৃহৎ জয় সোভিয়েত বাহিনীকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ততম পথে এনে ফেলবে তৃতীয় রাইখের গুরুত্বপূর্ণ সীমান্তে। একই সময়ে শত্রুকে অন্য সমস্ত খণ্ডে, প্রথমতঃ দক্ষিণে যেখানে ইতিমধ্যেই আমাদের একটা শক্তিশালী সেনাদল প্রস্তুত হয়ে আছে সেখানে আঘাত হানার উপযুক্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে।

রণক্রিয়াগুলির সময় ও অনুক্রম ছিল গুরুত্বপূর্ণ। রিজার্ভ-এর প্রশিক্ষণ, ফাঁকা হয়ে যাওয়া ডিভিশনগুলিকে ভরাট এবং মূল সেক্টরগুলিতে প্রতিরক্ষাকে মজবুত করার জন্য শত্রুকে কিছুতেই দম ফেলতে দেওয়া যাবে না। দীর্ঘ বিরতি না ঘটিয়ে

গ্রীষ্মাভিযান আরম্ভ করতে যেমন হবে তেমনি ব্যাপক পুনর্বিন্যাসের জন্য যে সময়টুকু দরকার তার কথাটাও হিসেবে রাখতে হবে।

জেনারেল স্টাফ-এর এই প্রাথমিক বিবেচনাগুলি পরবর্তীকালে মূর্ত হয়েছিল গ্রীষ্মাভিযানের পরিকল্পনায় ও ধারণায় এবং তদুপরি কিছু সাংগঠনিক ব্যবস্থা অবলম্বনের মধ্যে।

এই পরবর্তী ব্যবস্থাগুলির মধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হল পশ্চিম ফ্রন্টকে বিভক্ত করা। প্রথমে রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটির কর্তাব্যক্তিদের একটি কমিশন এই অঞ্চল পরিদর্শন করল এবং ফ্রন্টের অতীত ব্যর্থতাগুলি সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান চালাল। যেমন বস্তুগত তেমনি বিষয়গত কারণগুলি আবিষ্কৃত হল। ১৯৪৪-এর শীতে পশ্চিম ফ্রন্টের ছিল মোট ৩৩টি পদাতিক ডিভিশন নিয়ে গঠিত পাঁচটি ফিল্ড আর্মি, পাঁচটি গোলন্দাজী, দুটি বিমানধ্বংসী এবং একটি মর্টার ডিভিশন। তদুপরি, তার ছিল একটি বিমান আর্মি, একটি ট্যাংক কোর, ৯টি স্বয়ন্তর ট্যাংক ও আটটি গোলন্দাজী ব্রিগেড, রক্ষী মর্টার এক ব্রিগেড, দুটি দুর্গায়িত অঞ্চল এবং তার অধীনস্থ অন্যান্য বিশেষ সংগঠন ও ইউনিটগুলি। ভিটেব্স্ক, বোগুশেভস্ক, ওরশা এবং মোগিলেভ এই চারটি রণক্রিয়ামূলক সেক্টরের জন্য বরাত দেওয়া হয়েছিল তাকে। এতে প্রয়াসের অপচয় ঘটল যেহেতু পার্শ্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবের দরুন সৈন্য মহড়ায় বাধা পড়ল। অন্যদিকে, ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, ভিটেবস্ক, ওরশা ও মোগিলেভের সংযোগকারী সড়ক শত্রুর হাতে ছিল যার ফলে সে সক্ষম ছিল বিপন্ন সেক্টরগুলির দ্রুত শক্তিবৃদ্ধি করতে এবং আমাদের আঘাত ঠেকাতে।

জেনারেল স্টাফ জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সকে পরামর্শ দিয়েছিল পশ্চিম ফ্রন্টকে দুভাগে বিভক্ত করতে এবং এইভাবে বাহিনীর উপরের সারিগুলিকে সৈন্যদের কাছে নিয়ে আসতে এবং তাদের আরো কার্যকরী করে তুলতে। একই সঙ্গে উৎপন্ন উভয় ফ্রন্টকেই রিজার্ভ দিয়ে শক্তিশালী করাও দরকার।

সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক এবিষয়ে বহু ফ্রন্ট অধিনায়কের মতামত জিজ্ঞেস করলেন এবং হাইফ্রিকোয়েন্সী টেলিফোনে তাদের কয়েকজনের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে এবিষয়ে কথাও বললেন। তার মধ্যে একটি কথাবার্তা হয়েছিল আর্মি জেনারেল বাইলোরুশিয় (পরে প্রথম বাইলোরুশিয়) ফ্রন্টের সেনাপতি কে.কে. রকোসোভস্কির সঙ্গে যার সৈন্যেরা ছিল বোব্রুইস্ক খণ্ডে। রকোসোভস্কি পরামর্শ দিলেন পলিসিয়েতে এবং কোভেল-এর চারপাশে অবস্থিত প্রথম ইউক্রেনিয় ফ্রন্টের

বাহিনীগুলিকে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হোক। তিনি ভেবেছিলেন এতে বোব্রুইস্ক ও লুবিন খণ্ডে আক্রমণ অভিযান চালাবার সময় সমন্বয় ও মহড়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। সমস্ত দিক অত্যন্ত খুঁটিয়ে বিচার করে দেখার পরে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স তাঁর সঙ্গে একমত হল। পশ্চিম ফ্রন্টকে বিভক্ত করার বিষয়টিও জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর অনুমোদন পেল। তৃতীয় ও দ্বিতীয় বাইলোরুশিয় ফ্রন্টের মধ্যে তাদের পুনর্গঠিত করা হল। ৫০তম বাহিনীকে প্রথম বাইলোরুশিয় ফ্রন্ট থেকে পরেরটিতে বদলী করা হল। কর্নেল জেনারেল আই. ডি. চেরনিয়াখোভস্কি এবং আই. ওয়াই. পেত্রভকে যথাক্রমে তৃতীয় ও দ্বিতীয় বাইলোরুশিয় ফ্রন্টের সেনাপতি নিযুক্ত করা হল। তাদের মধ্যে পদাতিক ডিভিশনগুলি, কামান, ট্যাংক, বিমান এবং প্রাক্তন পশ্চিম ফ্রন্টের অন্যান্য যাবতীয় উপকরণ ভাগাভাগির কাজটিতে অংশ নেবেন জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর একজন প্রতিনিধি।

একাজের জন্য আমাকে পছন্দ করা হল এবং আমি মস্কো থেকে আইভ্যান চেরনিয়াখোভস্কিসহ রওনা হলাম, সে ছিল আমার আকাডেমী জীবনের সাথী। ১৪ই এপ্রিল সন্ধ্যায় আমরা ক্রাসনয়ে শহরে পৌছালাম যেখানে অবস্থিত ছিল পূর্ববর্তী পশ্চিম ফ্রন্টের পরিচালনা ঘাঁটি। পেত্রভ আগে থেকেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি গভীর চিন্তাশীল, সাবধানী এবং অত্যন্ত মানবিক গুণসম্পন্ন সেনাপতি ছিলেন, সামরিক বিষয় সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল, সৈন্যদের ব্যাপারেও তাঁর প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিল। ওডেসা ও সেবাস্তোপোলের বীরোচিত প্রতিরক্ষার সঙ্গে তাঁর নাম ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল।

পেত্রভের মত চেরনিয়াখোভস্কি অতটা ব্যাপক জনপ্রিয়তার অধিকারী নন। কিন্তু চমৎকার আর্মি কম্যাণ্ডার হিসেবে তিনি স্বাক্ষর রেখেছেন। গোলন্দাজী ও ট্যাংকের চমৎকার জ্ঞানসহ তাঁর ছিল মুখ্য রণকৌশলে উত্তম প্রশিক্ষণ। তিনি তরুণ (মাত্র ৩৮ বছর), তেজোময়, কাজ আদায় করে নিতে সক্ষম এবং মনে প্রাণে নিজের কঠিন ও নাকাল করা পেশাটিতে উৎসর্গীত।

আমরা তৎক্ষণাৎ কাজে লেগে গেলাম এবং কয়েকদিনের মধ্যে সমস্ত সাংগঠনিক বিষয়ের মীমাংসা করে ফেললাম। পশ্চিম ফ্রন্টের সদর দপ্তরের কর্মচারীবৃন্দকে পুরোপুরি দিয়ে দেওয়া হল চেরনিয়াখোভস্কিকে এবং তিনি ক্রাসনয়েতে তাঁর পরিচালনা ঘাঁটি রাখলেন। পেত্রভকে নতুন ফ্রন্ট সদর দপ্তর স্থাপন করে মিস্তিস্লাভল্ অঞ্চলে যেতে হল।

তার আগে আমরা তিনজন পরিস্থিতির আগাগোড়া পর্যালোচনা করলাম এবং প্রত্যেক ফ্রন্টের লক্ষ্য নির্ণয় করলাম। স্পষ্টতঃই শত্রুর ভিটেব্স্ক, ওরশা ও মোগিলেভ সেনাদলগুলিকে যুগপৎ পরাজিত করতে হবে। প্রথম বাইলোরুশিয় ফ্রন্টের উপর দায়িত্ব ছিল বোব্রুইস্ক্ অঞ্চলে শত্রুর ধ্বংসসাধন করা—তার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা বজায় রাখা দরকার হবে। এই চারটি শত্রু সেনাদল মিলে গঠিত হয়েছে একক একটি সত্তা, সৃষ্টি করেছে শত্রুর আর্মি গ্রুপ কেন্দ্রের মূল বাহিনীগুলির একটি অংশ এবং তা হল বাইলোরুশিয়ায় জার্মান প্রতিরক্ষার মেরুদণ্ডস্বরূপ।

এখানে শত্রুর মূল শক্তি সংহত হয়েছে কৌশলগত অঞ্চলে যা ছিল তৎকালীন জার্মান প্রতিরক্ষার চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য। প্রয়োগের দিক থেকে তার অর্থ হল এই যে ভেদ করার জন্য বিপুল গোলন্দাজী শক্তির দরকার যার সাহায্যে এই কৌশলগত অঞ্চলগুলির বাহিনীগুলিকে ধ্বংস ও চূর্ণ করতে হবে। একই সঙ্গে তারা যতই দুর্বল হোক না কেন পশ্চাদ্‌ভাগের রিজার্ভ-এর উপর আঘাত হানতেই হবে। শত্রু তার রিজার্ভকে কাজে নিয়োজিত করার আগেই তাকে চূর্ণ করার জন্য বরিসভ, মিন্‌স্ক-এর দিকে একটি শক্তিশালী ট্যাংক বর্শামুখ-এর দ্বারা গভীর একটা খোঁচা দেবার বিকল্পটি নিয়েও আমরা এই কারণে আলোচনা করলাম। আমরা যতদূর দেখতে পাচ্ছিলাম, এই রকম একটা খোঁচা বোব্রুইস্ক খণ্ড সহ সমস্ত খণ্ডের রণক্রিয়াকে দ্রুততর হতে অবশ্যই সাহায্য করবে।

কিন্তু তিনটি বাইলোরুশিয় ফ্রন্টের কোনটিরই ট্যাংক আর্মি ছিল না এবং এর জন্য জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সকে অনুরোধ জানাতে হবে। আমরা একমত হলাম যে চেরনিখোভস্কি, এই অনুরোধ জানাবেন এবং জেনারেল স্টাফ তাঁকে সমর্থন করবে।

১৯৪৪-এর গ্রীষ্মাভিযানে মূল প্রয়াস কোথায় কেন্দ্রীভূত করা হবে তা স্থির হবার পরেই যে সমস্যাটির সমাধান দরকার হল সেটি হল রণক্রিয়ার সময় নির্ধারণ করা। পরীক্ষামূলক হিসাবনিকাশে দেখা গেল যে বাইলোরুশিয়া অভিযান শুরু করতে পারার আগে সরবরাহ ব্যবস্থাকে, বিশেষতঃ অস্ত্রশস্ত্র ও জ্বালানীর ব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গ ও পুনর্বিন্যস্ত করে তোলার জন্য কিছুটা রণক্রিয়াগত শান্ত অবস্থার প্রয়োজন হবে। স্পষ্টতঃই অভিযানটিতে রেলপথের উপরে মারাত্মক চাপ পড়বে। অপরিহার্য-

ভাবে তখনকার মত প্রতিরক্ষায় ফিরে আসার অন্যতম কারণও পরিবহণের অসুবিধা।

জেনারেল স্টাফ প্রতিরক্ষার ব্যাপারটাকে শেষ কথা বলে বিবেচনা করেনি, চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য যাতে আমরা ভালভাবে প্রস্তুতি নিতে পারি তারই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বলেই একে মনে করেছে। এটাও ধরে নেওয়া হয়েছিল যে গোটা সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টে প্রতিরক্ষায় ফিরে যাওয়া, সেই সঙ্গে শত্রুকে আড়াল করা, এসব মিলে সোভিয়েত কম্যাণ্ডের প্রকৃত ইচ্ছা সম্পর্কে শত্রু বিভ্রান্ত হবে।

এপ্রিলের মাঝামাঝি এই প্রস্তাব যখন প্রথম জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স'কে পেশ করা হল স্তালিন তার সঙ্গে একমত হলেন না। তিনি ছিলেন আক্রমণাত্মক রণক্রিয়া নিয়ে অগ্রসর হবার পক্ষে।

'আমরা এবিষয়ে ভাববো,' তিনি বললেন, যদিও তিনি ভালই জানতেন যে অনেক ফ্রন্ট সেনাপতি ব্যক্তিগত রণক্রিয়া নিয়ে তাঁর সঙ্গে ভিন্নমত হবেন যা বিনা বলতে গেলে কমই সফল হয়েছিল।

উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম খণ্ডে প্রতিরোধ নেবার অনুমতি পরদিনের আগে স্তালিন দেননি। ১৭ ও ১৯শে এপ্রিল এবিষয়ে নির্দেশনামা প্রচার করা হল। অন্য ফ্রন্টগুলির ব্যাপারে সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক আমাদের তাড়াহুড়ো করতে নিষেধ করলেন এবং তাঁর কথায়, আক্রমণ স্তিমিত হবার সঙ্গে সঙ্গে, "ধীরে ধীরে ওদের প্রতিরক্ষায় নিয়ে এসো।" বাস্তবে কিন্তু তারা ১লা থেকে ৭ই মের আগে প্রতিরোধ শুরু করার নির্দেশ পায়নি। এটা জোরের সঙ্গে বলতে হবে যে সব ক্ষেত্রেই এই সব নির্দেশের মূল সুরটি পুরোপুরি ছিল আক্রমণ অভিযানের প্রস্তুতি নেওয়া। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স হুকুম করল:

"১। গোলাবর্ষণের প্রতিটি বিন্দু, মর্টার ও কামানের ব্যাটারী পর্যন্ত গোলাবর্ষণ ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাটি আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে শত্রুর উপরে প্রাত্যহিক পর্যবেক্ষণ সংগঠিত করুন। শত্রুর অবস্থানের পরবর্তী প্রতিটি পরিবর্তন অবশ্যই যথাসময়ে লক্ষ্য করতে এবং এগুলিকে অনুসন্ধান ও লক্ষ্যস্থলের চার্টের মধ্যে সন্নিবেশিত করতে হবে।

"২। আমাদের গোলাবর্ষণ মাধ্যম, অস্ত্রশস্ত্রের মজুত, কামান, মর্টার, ছোট অস্ত্র প্রভৃতির সংগঠন, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদিকে আড়াল করার জন্য বিশেষ-ভাবে বর্ণিত কিছু গোলাবর্ষণের মাধ্যমের মধ্যেই গোলাবর্ষণ সীমাবদ্ধ রাখতে হবে, বাকিগুলি ছাঁটাই করতে হবে। গোলাবর্ষণের যে সব বিন্দু শত্রু আক্রমণের

লক্ষ্য হয়েছিল তার সবগুলিকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

"কেবলমাত্র অস্থায়ী অথবা রিজার্ভ গোলাবর্ষণের স্থান থেকেই গোলাবর্ষণের অনুমতি দেওয়া হবে।

"কার্যকরী সৈন্যদলের ইউনিট পিছু গোলাগুলি খরচের কড়াকড়ি দৈনিক বরাদ্দ অবশ্যই চালু করতে হবে, বিশেষতঃ উচ্চ ব্যাসের (১২০ মিঃ মিঃ মর্টার, ১২২ এবং ১৫২ মিঃ মিঃ হাউইজার) ক্ষেত্রে।"

সাধারণ রণক্রিয়ামূলক ধারণার বিস্তৃত রূপদান, পরে যা ১৯৪৪-এর গ্রীষ্মাভিযানের পরিকল্পনা হয়ে ওঠে, সেটি জেনালেল স্টাফ, যে সব ফ্রন্ট কম্যাণ্ডার পরিস্থিতির কথা বিস্তৃতভাবে জানেন তাঁদর প্রস্তাবের ভিত্তিতেই করেছিলেন।

প্রথম বাইলোরুশীয় ফ্রন্টের সমর পরিষদ মিনস্ক, বারানোভিচি, স্লোজিম, ব্রেস্ট, কোভেল, লুনিনেৎস্ এবং বোব্রুইস্ক প্রভৃতি সহ বিশাল এলাকার দখলদার নাৎসী বাহিনীর পরাজয় সাধনকেই তার কর্তব্য বলে দেখেছিল। তাদের উদ্দেশ্য সাধনের পর আমাদের বাহিনীগুলি হাজির হবে মিনস্ক, স্লোনিম, ব্রেস্ট, পশ্চিম বুগ লাইনে। এর ফলে শত্রুর প্রধান রেল ও সড়ক যোগাযেগ ব্যবস্থার ৩০০ কিলেমিটার বিস্তৃত অঞ্চল চূর্ণ হবে এবং পশ্চিম খণ্ডে তার রণক্রিয়ামূলক সংগঠনগুলির পারস্পরিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে ওলট-পালট হয়ে যাবে।

আসন্ন রণক্রিয়াটি ছিল বিশেষ জটিল। ফ্রন্ট সেনাপতি রকোসোভস্কির মতে এটা ফ্রন্টের সব বাহিনীর পক্ষে যুগপৎ কার্যকরী করা সম্ভব নয় কারণ মিনস্ক-এর পূর্বদিকে শত্রুর প্রতিরোধ ব্যবস্থা অত্যন্ত স্থিতিশীল এবং তার বিরুদ্ধে মুখোমুখি আক্রমণ হবে অত্যন্ত বিপজ্জনক। সুতরাং প্রস্তাব করা হল যে রণক্রিয়াটি দুই পর্যায়ে চালানো হোক। প্রথম পর্যায়ে (প্রায় ১২ দিন স্থায়ী) বামপার্শ্বের চারটি আর্মি দক্ষিণে শত্রু প্রতিরক্ষার স্থিতিশীলতাকে নাড়িয়ে দেবার জন্য একটি কীলক প্রবেশ করিয়ে দেবে। তার অর্থ হবে বিরুদ্ধ বাহিনীগুলিকে উৎখাত করা, পশ্চিম বুগ-এর বাম তীর বরাবর ব্রেস্ট এবং ভ্লাদিমির-ভলিন্স্কি-এর মধ্যবর্তী খণ্ডে তাদের অবস্থানগুলিকে অধিকার করা এবং এইভাবে আর্মি গ্রুপ কেন্দ্রের দক্ষিণ পার্শ্বকে ঘুরিয়ে দেওয়া। দ্বিতীয় পর্যায়ে ফ্রন্টের সমস্ত বাহিনী শত্রুর বোব্রুইস্ক ও মিন্স্ক দলগুলিকে উৎখাতের জন্য সামিল হবে। পশ্চিম বুগ-এর অধিকৃত অবস্থানগুলিকে লিভার হিসাবে ব্যবহার করে এবং পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিম

দিক থেকে পাল্টা আক্রমণ থেকে তাদের বামপার্শ্বকে রক্ষা করে ফ্রন্টের বামপার্শ্বস্থ বাহিনীগুলিকে তাদের মূল বাহিনীগুলি নিয়ে ব্রেস্ট অঞ্চল থেকে আঘাত হানতে হবে এবং কোব্রিন স্লোনিম ও স্তেলুব্‌ৎসিতে শত্রুর পশ্চাদ্‌ভাগে ঢুকে পড়তে হবে। যুগপৎ ফ্রন্টের বামপার্শ্বের বাহিনীগুলি দ্বিতীয় একটি খোঁচা দেবে রোগাচভ, ঝ্লোবিন অঞ্চল থেকে সাধারণভাবে বোব্রুইস্ক, মিন্‌স্ক অভিমুখে। পুনর্বিন্যাসের কথাটা হিসেবে আনলে, এই কাজগুলির জন্য প্রয়োজন অন্ততঃ ত্রিশ দিন। মোড় ফেরার সাফল্য সম্পর্কে তবেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায় ফ্রন্টের যে বামপার্শ্ব এটি করবে তাকে যদি একটি বা দুটি ট্যাংক আর্মি দিয়ে শক্তিশালী করে তোলা যায়।

এই পরিকল্পনাটির যথেষ্ট আকর্ষণ ছিল এবং অতিবিস্তৃত এক রণাঙ্গনে আক্রমণ আরম্ভ করার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলির মৌলিক সমাধানের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সে হাজির করেছিল। ফ্রন্ট অধিনায়ককে এটি জড়িয়ে ফেলেছিল তাঁর সেনাবাহিনী-গুলিকে পলিসিয়ের বনভূমির দ্বারা বিচ্ছিন্ন খণ্ডগুলিতে পরিচালিত করার ছলনাভরা সমস্যাগুলির সঙ্গে, যে কারণে জেনারেল স্টাফ প্রথম বাইলোরুশিয় ফ্রন্টকে দুইভাগে ভাগ করার কথাটা পর্যন্ত বিবেচনা করেছিল। কিন্তু রকোসোভ্‌স্কি আমাদের কাছে প্রমাণ করলেন যে এই বিশেষ অঞ্চলে একটি একক ফ্রন্ট কম্যাণ্ডের অধীনে একটিমাত্র পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করাটাই বেশি ভাল। তাঁর কোন সন্দেহ ছিল না যে এই ক্ষেত্রে পলিসিয়ে হল এমন একটি উপাদান যা তার বাহিনীগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে না বরং ঐক্যবদ্ধই করে।

দুর্ভাগ্যের কথা, পরিস্থিতি এমন ছিল যে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স কোভেল অঞ্চলে যথেষ্ট সৈন্য ও সাজসরঞ্জাম বরাদ্দ ও কেন্দ্রীভূত করতে সক্ষম ছিল না, বিশেষতঃ যে ট্যাঙ্ক আর্মির দরকার ছিল। এই কারণে রকোসোভ্‌স্কির চূড়ান্ত আকর্ষণীয় পরিকল্পনাটি গৃহীত হল না কিন্তু কোথায় ও কিভাবে এবং কি অনুক্রমে খোঁচাগুলি দিতে হবে তাঁর এই ধারণা, যেটি বিশাল জলভূমি ও বন যা প্রথম বাইলোরুশিয় ফ্রন্টকে বিভক্ত করেছে তার উপর নির্ভরশীল, সেই ধারণাটিকে রণক্রিয়া বিভাগ তার পরবর্তী রণক্রিয়া পরিকল্পনা রচনায় ব্যবহার করেছিল।

মার্শাল জুকভ, যুদ্ধে ভাতুতিনের মৃত্যুর পরে যাঁকে তাঁর জায়গায় প্রথম ইউক্রেনিয় ফ্রন্টের অধিনায়কত্বে নিযুক্ত করা হয়েছিল, তিনিও কিভাবে আসন্ন অভিযান পরিচালিত হওয়া উচিত সে বিষয়ে তাঁর ধারণা জানিয়ে পাঠালেন। প্রোসকুরোভ্‌কা-ক্যামেনেৎস পদোলস্কি শত্রু দলগুলিকে উৎখাত এবং চেরনোভিৎসি দখল করার পর তিনি চাইলেন ল্‌ভোভ অঞ্চলে শত্রুকে ছত্রভঙ্গ করতে এবং তাঁর

বাহিনীগুলিকে রাষ্ট্রীয় সীমান্তে বের করে আনতে। ফ্রন্টের মূল বাহিনীগুলির আপাতঃ কর্তব্যগুলির মধ্যে থাকবে দক্ষিণপার্শ্বে ভ্লাদিমির-ভলিনস্কি, মধ্যভাগে ল্ভোভ এবং বামপার্শ্বে দ্রগোবিচ দখল করা। পরবর্তী কাজ হবে পেরিমিশ্‌ল মুক্ত করা। এইভাবে ল্ভোভ রণক্রিয়াটিরও ভিত্তি হল মোড় ফেরা।

মূলতঃ সৈন্যের অভাবে অবশ্য এই রণক্রিয়াটিও কার্যকরী করা হয় নি। তবে ফ্রন্ট অধিনায়কের মূল ধারণাটি বৃথা যায় নি। অভিযানের সময়ে পরিস্থিতির সম্ভাব্য বিকাশের বিস্তৃত অনুধাবন প্রথম বাইলোরুশিয় ফ্রন্ট-এর আর্মি ও প্রথম ইউক্রেনিয় ফ্রন্ট-এর সৈন্যদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতম সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার দিকে ইঙ্গিত করল যার নির্ধারক প্রভাব পড়েছিল যে রণক্রিয়াটি বাস্তবিকপক্ষে ওই অঞ্চলে সই গ্রীষ্মে পরিচালিত করা হয়েছিল তার সময় ও অনুক্রমের উপরে।

এপ্রিলের দ্বিতীয়ার্ধে জেনারেল স্টাফ গ্রীষ্মাভিযানের সঙ্গে সম্পর্কিত নানা চিন্তা-ভাবনাকে একত্র করল। অভিযানটি এমন মাত্রায় একটা রণক্রিয়া প্রণালীর চেহারা নিল এযাবৎকালের যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাসে যা অজানা। সে উন্মুক্ত করে দিল উত্তরে বাল্টিক উপকূল থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণে কার্পেথিয়ান পর্যন্ত বিশাল এক অঞ্চলকে। এখানে একই সঙ্গে নিয়োজিত হবে অন্ততঃপক্ষে পাঁচটি বা ছয়টি ফ্রন্ট। আরো বিস্তৃত পর্যালোচনায় অবশ্য ল্ভোভ অঞ্চলে একটি বড়রকমের স্বতন্ত্র রণক্রিয়া এবং সেই সঙ্গে ভিবর্গ ও স্বিব়-পেত্রোজাভোদ্স্ক সেক্টরগুলিতেও রণক্রিয়ার উপযোগিতা বোঝা গেল।

গ্রীষ্মাভিযানের জন্য নিম্নলিখিত সময়সূচিটি প্রস্তুত হল। এর উদ্বোধন হবে জুন মাসের গোড়ায় ভিবর্গে লেনিনগ্রাদ ফ্রন্টের অগ্রগতির মধ্য দিয়ে। ক্যারেলিয় ফ্রন্ট তখন লড়াইতে ঝাঁপিয়ে পড়বে স্বিব়-পেত্রোজাভোদ্স্ক শত্রুদলগুলিকে চূর্ণ করার জন্য। এই রণক্রিয়াগুলি হিটলার জার্মানীর ফিনিশ মিত্রকে ঘা মেরে যুদ্ধ থেকে সরিয়ে দেবে। ক্যারেলিয় ফ্রন্ট যেই না যুদ্ধে নামবে অমনি আরম্ভ হবে বাইলোরুশিয়ার উপর আক্রমণ, আকস্মিকতার উপর যার অনেকখানি নির্ভর ছিল। জার্মান হাই কম্যাণ্ড যখন পুরোপুরি উপলব্ধি করবে যে নির্ধারক এখানে ঘটছে এবং দক্ষিণ দিক থেকে রিজার্ভ নিয়ে আসতে শুরু করবে তখন প্রথম ইউক্রেনিয় ফ্রন্ট ল্ভোভ-এর দিকে এক বিধ্বংসী আঘাত হানবে। গ্রীষ্মাভিযানের প্রধান লক্ষ্যই ছিল ল্ভোভ ও বাইলোরুশিয় শত্রু দলগুলিকে ধ্বংস করা। একই সময়ে দ্বিতীয় বাল্টিক ফ্রন্ট উত্তর আর্মি গ্রুপ-এর সৈন্যদের আটকে রাখার জন্য ব্যবস্থা নেবে যেটি নিঃসন্দেহে তার ডান-হাতি প্রতিবেশী মধ্য আর্মি-গ্রুপকে খাড়া

রাখার জন্য চেষ্টা চালাবে। এবং শেষকথা, যখন এই শক্তিশালী আঘাতগুলি শত্রুর পরাজয় নিয়ে আসবে তখন আমরা চিন্তা করতে পারব রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া এই নতুন দিকে এবং সেই সঙ্গে হাঙ্গেরী, অষ্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়াতেও অভিযানের কথা।

এপ্রিলের শেষে গ্রীষ্মাভিযানের পরিকল্পনার রূপরেখাটি এই আকারে রিপোর্ট করা হল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সকে এবং তা সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর রাজনৈতিক লক্ষ্যের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের মে-দিনের আদেশটির সূত্রায়ণের ভিত্তি হিসাবে তা কাজ করছিল। এই আদেশে আমাদের সৈন্যদের আহ্বান জানানো হল আমাদের দেশের সমস্ত ভূভাগ থেকে শত্রুসৈন্যকে বিতাড়িত করার এবং পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য দেশের ভ্রাতৃপ্রতিম জনগণকে নাৎসী দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য।

বাইলোরুশিয় রণক্রিয়ার প্রস্তুতিতে জেনারেল স্টাফ চেয়েছিল জার্মান হাই-কম্যাণ্ডকে বিশ্বাস করাতে যে ১৯৪৪-এর গ্রীষ্মে সোভিয়েত বাহিনীর মূল আক্রমণ ঘটান হবে দক্ষিণে এবং বাল্টিক অঞ্চলে। ৩রা মে তৃতীয় ইউক্রেনিয় ফ্রন্টের অধিনায়ক নিম্নলিখিত নির্দেশটি পেলেন :

"শত্রুকে বিভ্রান্ত করার জন্য আপনার কাজ হবে কিছু রণক্রিয়াগত প্রতারণা-মূলক ব্যবস্থাদি চালান। ফ্রন্টের দক্ষিণপার্শ্ব ছাড়িয়ে ট্যাংক ও গোলন্দাজবাহিনীর সমর্থনপুষ্ট আটটি বা নয়টি পদাতিক বাহিনীর সমাবেশ দেখাতে হবে। বিভিন্ন দলের লোকজন, ট্যাংক, বন্দুক এবং সাজসরঞ্জামের চলাচল ও বিন্যাস ইত্যাদি প্রকাশ রেখে সৈন্য সমাবেশের প্রতারণা অঞ্চলটিকে করে তুলতে হবে জীবন্ত বাস্তব। যেখানে নকল ট্যাংক ও কামান দেখান হবে সেখানে অবশ্যই বিমান-ধ্বংসী কামান বসাতে হবে। বিমানধ্বংসী কামান বসিয়ে ও নিয়মিত লড়াকু বিমানের পাহারার বন্দোবস্ত করে দেখাতে হবে যে সমগ্র অঞ্চলটিতে বিমানধ্বংসী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে।

"প্রতারণামূলক ব্যবস্থাগুলির কার্যকারিতা ও গোচরতা পরীক্ষা করা হবে আকাশ থেকে পর্যবেক্ষণ ও আলোকচিত্রের সাহায্যে। রণক্রিয়ামূলক প্রতারণার জন্য প্রদর্শন শুরু করা হবে এই বছর ৫-১৫ জুন থেকে।"

একই রকম নির্দেশনামা পাঠান হল তৃতীয় বাল্টিক ফ্রন্টে। এর প্রতারণা দ্রষ্টব্যগুলি বসাতে হবে চেরেখা নদীর পূর্বদিকে।

দুটো টোপই তৎক্ষণাৎ গিলে ফেলা হল : জার্মান কম্যাণ্ডকে বড়ই উদ্বিগ্ন

দেখা গেল, বিশেষতঃ দক্ষিণে। কিশিনেভের উত্তরে আমরা কি করছি তা খুঁজে বের করার জন্য বিমান অনুসন্ধান জোরদার করা হল।

দক্ষিণ-পশ্চিম খণ্ডে আমাদের ট্যাংক আর্মি রাখাটাও ছিল একটা ধাপ্পা। শত্রুর অনুসন্ধানী দল তাদের উপর কড়া নজর রেখেছিল, আর যেহেতু এই বাহিনীগুলির কোনটাই নড়ছিল না, সে এই সিদ্ধান্তে পৌছলো যে আমাদের অভিযান এইখানেই আরম্ভ হবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। আসলে, সম্পূর্ণ অন্য এক জায়গায় তখন আমরা গোপনে ট্যাংক আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। যে ট্যাংক ও যন্ত্রায়িত সংগঠনগুলিকে অবিলম্বে বাইলোরুশিয় খণ্ডে বদলী করতে হবে তারা লোক এবং সাজসরঞ্জাম অদলবদলের ব্যাপারে অগ্রাধিকার পেল।

আমাদের উদ্দেশ্য গোপন রাখার জন্য আগেই সতর্কতা নেওয়া হয়েছিল। কেবলমাত্র অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ মহলের কিছু লোকই সামগ্রিকভাবে গ্রীষ্মাভিযানের এবং বিশেষভাবে বাইলোরুশিয় রণক্রিয়ার রচনার কাজে সরাসরি নিয়োজিত ছিল। বাস্তবিকপক্ষে মাত্র পাঁচজন লোকের পুরোপুরি এগুলি জানা ছিলঃ সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের প্রথম ডেপুটি, জেনারেল স্টাফ-এর প্রধান এবং তাঁর ডেপুটি, রণক্রিয়া বিভাগের প্রধান ও তাঁর একজন ডেপুটি। এবিষয়ে সবরকম পত্রবিনিময় এমনকি টেলিফোন আলাপ অথবা টেলিগ্রাফ বার্তা সব কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল এবং এর উপর কড়া নজরদারী রাখা হত। ফ্রন্ট থেকে আসা রণক্রিয়া সম্পর্কিত প্রস্তাবগুলি নিয়েও মাত্র দু-তিনজন লোক কারবার করত, সাধারণতঃ হাতে লেখা হত এবং সচরাচর অধিনায়কেরা স্বয়ং গিয়ে পৌছে দিত। সৈন্যেরা তাদের প্রতিরক্ষা নিখুঁত করার কাজে লেগে গেল। ফ্রন্ট, আর্মি এবং বিভাগীয় পত্রিকাগুলি কেবল প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত মালমশলা প্রকাশ করত। সৈন্যদের সঙ্গে সব কথাবার্তাই ছিল বর্তমান অবস্থানগুলিকে দৃঢ়ভাবে দখল বজায় রাখার বিষয়ে। শক্তিশালী বেতার কেন্দ্রগুলি সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হল। কেবল অল্পশক্তির বেতার প্রেরক যা রণাঙ্গন থেকে কমপক্ষে ৬০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এবং বিশেষ বেতার নিয়ন্ত্রণাধীনে ছোট এরিয়েল ব্যবহার করে তাদেরই প্রশিক্ষণ বেতার জালের জন্য ব্যবহার করা হত।

রণক্রিয়ামূলক প্রতারণা ব্যবস্থাবলীর এই প্রণালীর মূল্য প্রমাণিত হল। ইতিহাস দেখিয়ে দিয়েছে যে আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে শত্রু গভীরভাবে ভুল করেছিল। জেনারেল কুর্টভন টিপেলস্কার্চ, যিনি তখন চতুর্থ জার্মান আর্মির

অধিনায়ক ছিলেন, পরবর্তীকালে লিখেছিলেন যে গ্যালিশিয়ার জার্মান বাহিনীগুলির সেনাপতি জেনারেল মডেল আর যেখানেই হোক তাঁর সেক্টরে রুশ আক্রমণের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। জার্মান হাই কম্যাণ্ড তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত ছিল যদিও তারা বাল্টিক অঞ্চলে আক্রমণের সঙ্গে যুক্তভাবে গ্যালিশিয়া আক্রমণের সম্ভাবনা স্বীকার করে নিয়েছিল। আর্মি গ্রুপ সেণ্টারের সামনে সোভিয়েত বাহিনীর সমাবেশকে গুরুত্বের দিক থেকে গৌণ বলে বিবেচনা করা হয়েছিল।

১৯৪৪-এর মে মাসের প্রথমার্ধ পুরোটাই কাটল গ্রীষ্মাভিযানের পরিকল্পনা নিয়ে প্রাথমিক খাটাখাটুনীতে। বাইলোরুশিয়া অভিযানের খুঁটিনাটি বার বার পরীক্ষার পর পরীক্ষা করা চলছিল। রিজার্ভ-এর স্বল্পতার জন্য রকোসোভস্কির প্রস্তাবিত কোভেল-এর মধ্য দিয়ে অভিযান, এবং তার অনুক্রম হিসাবে পলিসিয়ের পশ্চিমে শত্রুর পশ্চাদ্‌ভাগে পেছন ঘোরার ব্যাপারটি বাতিল করা হল। আমরা প্রিপেট জলাভূমি ও অরণ্যের উত্তরে রণক্রিয়ার একটি সংক্ষেপিত সংস্করণের প্রতি মনোযোগ দিলাম। এর আগে অবশ্য আমরা আবার রকোসোভস্কির মতামত চাইলাম, ২৮শ আর্মি ও ৯ম ট্যাংক কোরকে তাঁর অধীনে দেবার সম্ভাবনার কথাটাও উল্লেখ করলাম।

প্রথম বাইলোরুশিয় ফ্রন্ট-এর সেনাপতি ও তাঁর স্টাফ সমস্ত বিষয়টার মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং ১১ই মে তাঁদের অভিমত জানালেন। প্রথম বাইলোরুশিয় ফ্রণ্টের জন্য তাঁরা রণক্রিয়ার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করলেন জার্মানদের ঝোবিন দলের ধ্বংসসাধন এবং তৎসহ বোব্রুইস্ক, ওসিপোভিচি এবং মিন্‌স্ক অভিমুখে অনুবর্তন। উপরন্তু ফ্রণ্টের মূল বাহিনীগুলিকে আঘাত হানতে হবে একটি নয়, একই শক্তির দুটি, প্রথমটি বেরেজিনা-র পূর্বতীর বরাবর গিয়ে বোব্রুইস্ক-এ গিয়ে হঠাৎ আবির্ভূত হবে, দ্বিতীয়টি দক্ষিণে বোব্রুইস্ক ঘুরে পশ্চিম তীর বরাবর। একই শক্তির দুটি প্রধান আঘাত প্রথমতঃ শত্রুকে বিভ্রান্ত করবে এবং বিস্ময়ের ব্যাপার বলে তার কাছে পরিগণিত হবে, দ্বিতীয়তঃ মহড়ার সাহায্যে আমাদের আক্রমণের প্রতিকারে তাকে তারা বাধা দেবে। স্লুৎস্ক-বারানোভিচি অভিমুখে সহায়ক ব্যবস্থা নিতে হবে।

আক্রমণ অব্যাহত রাখার উপরে রকোসোভস্কি বিশেষ জোর দিলেন। কোন

রকম কৌশলগত অথবা, পরবর্তীকালে রণক্রিয়ামূলক শাস্তি বাদ দেবার জন্য ৯ম ট্যাংক কোরকে রণক্রিয়ার তৃতীয় দিনে তৃতীয় আর্মির এলাকায় নিয়ে আসতে হবে ঠিক যখন জার্মান কৌশলগত প্রতিরক্ষা অঞ্চলটিকে সবেমাত্র বিদ্ধ করা গেছে। তার কাজ হবে বোব্রুইস্ক অভিমুখে সাফল্যকে বাড়িয়ে তোলা। তৃতীয় ও ৪৮শ আর্মি বেরেজিনা নদীর সম্মুখীন হবার সময় তাজা ২৮শ আর্মিকে তাদের মাঝখানের সীমানায় পাঠাতে হবে বোব্রুইস্ক দখল এবং ওসিপোভিচি এবং মিন্‌স্ক যাবার দায়িত্ব দিয়ে। *

কিছুটা রীতিবহির্ভূত (সেকালের পক্ষে) ধরনের এই আক্রমণের সাহায্যে প্রথম বাইলোরুশিয় ফ্রন্টের অধিনায়ক চেয়েছিলেন বিরুদ্ধ বাহিনীকে বিভক্ত এবং তৎক্ষণাৎ তাদের পরিবেষ্টন করার চেষ্টা না করে পালা করে তাদের ধ্বংস করতে। জেনারেল স্টাফের রণক্রিয়া বিভাগ এইসব চিন্তাকে হিসেবের মধ্যে রাখল।

১৪ই মে নাগাদ বাইলোরুশিয় রণক্রিয়ার পরিকল্পনা সমাপ্ত হল। একটি সংক্ষিপ্ত পাঠ্য ও একটি মানচিত্রের আকারে উপস্থাপিত একক পরিকল্পনার মধ্যে গোটা ছকটিকে নিয়ে আসা হল। ২০শে মে জেনারেল এ. এ. গ্রিজলভ পাঠ্যটি হাতে লিখলেন এবং কয়েকদিন চিন্তার পর আন্তোনভ এতে স্বাক্ষর দিলেন।

পরিকল্পনাটির নাম কি দেওয়া যায় সে বিষয়ে অনেক চিন্তা খরচ করা হয়েছে কিন্তু সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ককে যখন এটি পেশ করা হল ঠিক সেই মুহূর্ত পর্যন্ত একটিও স্থির করা গেল না। স্তালিন প্রস্তাব করলেন আমাদের বিশিষ্ট স্বদেশবাসী যিনি ১৮১২ সালে বিদেশী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে রুশ অস্ত্রের জন্য গৌরব অর্জন করেছিলেন তাঁর সম্মানে এর নাম 'ব্যাগ্রেশন' রাখতে।

ব্যাগ্রেশন পরিকল্পনার প্রথম রূপটিতে রণক্রিয়ার উদ্দেশ্য ছিল ভিটেবস্ক, বোব্রুইস্ক, মিন্‌স্ক অঞ্চলে শত্রু প্রতিরক্ষার স্ফীত অংশটুকু মুছে ফেলা এবং দিস্‌না, মলোদেচনো, স্টলব্‌সি, স্ট্যারোবিন রেখায় পৌঁছান। এই ধারণার মধ্যে ছিল শত্রুর পার্শ্ব-দলগুলিকে চূর্ণ করা, পার্শ্বগুলিকে ঘুরিয়ে দেওয়া এবং তার অবস্থানের কেন্দ্রটি ভেদ করা, তৎসহ মিন্‌স্ক-এর দিকে অগ্রসরের সমকেন্দ্রাভিমুখ রেখা বরাবর অনুবর্তন। আমাদের চারটি ফ্রন্টের সমস্ত বাহিনী—তিনটি বাইলোরুশিয় এবং প্রথম বাল্টিক-আর্মি গ্রুপ সেণ্টারের দিকে লক্ষ্য করে রইল। উত্তর এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে রণক্রিয়ার জন্য আড়াল রচনা করল আমাদের সৈন্যদের নগণ্য এক অংশ।•

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স রিজার্ভকে দ্রুত পাঠানো হতে লাগলো মূল খণ্ডে। ক্রিমিয়া থেকে যে দুটো আর্মিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল প্রথম জুনের দিনগুলিতে, এই অঞ্চলে তাদের জড়ো করার কথা। তারা হল ৫১তম, যার গোমেল-এর দক্ষিণ পূর্বে আর দ্বিতীয় রক্ষী ইয়ারৎসেভো অঞ্চলে জড়ো হবার কথা।

অভিযানে অংশগ্রহণকারী মূল বাহিনীগুলি দুটি দলে বিভক্ত ছিল। 'ক' দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল প্রথম বাল্টিক ও তৃতীয় বাইলোরুশিয় ফ্রন্ট—মোট ৩৯টি পদাতিক ডিভিশন, দুটি ট্যাংক কোর, একটি অশ্বারোহী কোর এবং ছয়টি গোলন্দাজ ডিভিশন (দুটি রক্ষী মর্টার ডিভিশন সহ)। 'খ' দলটি ছিল দ্বিতীয় বাইলোরুশিয় ফ্রন্ট এবং প্রথম বাইলোরুশিয় ফ্রন্টের দক্ষিণপার্শ্বস্থ আর্মিগুলি নিয়ে গঠিত, মোট ৩৮টি পদাতিক ডিভিশন, একটি ট্যাংক ও একটি যন্ত্রায়িত কোর এবং তিনটি গোলন্দাজ ডিভিশন (তার একটি রক্ষী মর্টার ডিভিশন)।

৪২টি শত্রু ডিভিশনের (তখনকার সামান্য কম করে হিসেব করা সংখ্যা অনুসারে), বাইলোরুশিয় স্ফীতিমুখ রক্ষায় যারা মোতায়েন ছিল, তার বিরুদ্ধে লাগানো হবে আমাদের মোট ৭৭টি পদাতিক ডিভিশন, তিনটি ট্যাংক কোর, একটি যন্ত্রায়িত, একটি অশ্বারোহী কোর, ৬টি কামান ডিভিশন এবং তিনটি রক্ষী মর্টার ডিভিশন।

জেনারেল স্টাফ-এর অনুমান ছিল এই ধরনের বাহিনীগুলি রণক্রিয়ার ধারণাটি রূপায়িত করার গ্যারান্টি দেবে। অবশ্য অবিলম্বেই আবিষ্কার হল যে প্রথমটা যা অনুমান করা হয়েছিল শত্রুর তার চেয়েও বেশি ডিভিশন আছে, দুর্বল দ্বিতীয় বাল্টিক ফ্রন্ট আস্থার সঙ্গে আর্মি গ্রুপ নর্থকে দাবিয়ে রাখতে সক্ষম নয়, ফলে পরেরটি তার প্রতিবেশী আর্মি গ্রুপ সেন্টার-এর এলাকায় মোক্ষম বিপজ্জনক পার্শ্বিক আঘাত হেনে বসতে পারে। শত্রুর ক্ষমতা সম্পর্কে নতুন খবরের সুবাদে আমাদের পরিকল্পনার ঈষৎ পরিবর্তন করতে হয়েছিল। আমরা এর অপরিহার্যতা পূর্বাহ্নেই আংশিকভাবে অনুমান করেছিলাম। প্রকৃতপক্ষে এটাই প্রধান কারণ যার জন্য অভিযান শুরু হবার আন্দাজ একমাস আগে ফ্রন্ট অধিনায়কদের সঙ্গে আলোচনা করার কথা আমরা ঠিক করেছিলাম পরিস্থিতি সম্পর্কে সাম্প্রতিকতম সমস্ত খবর এবং তার বিকাশের গতিকে হিসাবের মধ্যে রেখে।

রণক্রিয়ার যে কোন একটি পরিকল্পনার মূল উপাদান হল তার কল্পনা। ব্যাগ্রেশন পরিকল্পনায় ছিল বাইলোরুশিয়ায় শত্রু বাহিনীকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার কল্পনা। এই প্রশ্নটি জেনারেল স্টাফ প্রধান এ. এম. ভ্যাসিলেভস্কি এবং সর্বোচ্চ

সর্বাধিনায়কের প্রথম ডেপুটির সঙ্গে আগাগোড়া এবং একাধিকবার আলোচনা হয়েছিল। ভাবা হয়েছিল যে শত্রুব্যূহভেদের সময় শত্রুসৈন্যের সবচেয়ে কার্যকরী অংশটিকে পরাস্ত করা হবে, যে ব্যূহের প্রথম সারিটিতে লোক ছিল বিশেষভাবে ঘনসংবদ্ধ। যেহেতু শত্রু তার খুব অল্প কিছু সৈন্যদলকে রিজার্ভ রেখেছিল আমরা তার কৌশলী অঞ্চলের উপর প্রথম প্রচণ্ড গোলন্দাজী আক্রমণের উপর বিরাট ভরসা রেখেছিলাম। এই কারণেই ফ্রন্টকে অমন বেশি সংখ্যায় ভেদ করার জন্য গোলন্দাজী ডিভিশন দেওয়া হয়েছিল। বিভিন্ন পথে অভিযানটি কার্যকরী করার কথা হয়েছিল। ভিটেবস্ক অঞ্চল সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহই ছিল না। এই সুরক্ষিত কেন্দ্রে সোভিয়েত বাহিনী শক্তিশালী সাঁড়াশি আক্রমণ করেছিল এবং শত্রুদলকে পরিবেষ্টন, অবিলম্বে বিদীর্ণ করা এবং খণ্ড খণ্ড করে তাকে ধ্বংস করাটাই ছিল যুক্তিসম্মত ব্যাপার। অবশ্য অগ্রগতির অন্যান্য লাইন সম্বন্ধে 'পরিবেষ্টন' এই আখ্যাটি ব্যবহার করা হয় নি। অপারেশন রুমিয়ান্তসেভ-এর মতই পদ্ধতি সম্বন্ধে দারুণ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল। স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধ এবং অন্যান্য প্রধান যুদ্ধে দেখা গেছে শত্রুকে পরিবেষ্টন ও ধ্বংসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে থাকে লোক ও সাজ-সরঞ্জামের বিপুল ব্যয় ও সময়ের অপচয়। বাইলোরুশিয়ার মত অত বিস্তৃত এক রণাঙ্গনে কোনরকম কালক্ষেপ শত্রুকে সুযোগ করে দেবে রিজার্ভ নিয়ে আসা এবং আমাদের আঘাত ঠেকাবার। একথাও মনে রাখা হল যে জলাভূমি ও অরণ্যে ভরা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এই ভূখণ্ড যেখানে বাইলোরুশিয় রণক্রিয়া হবার কথা তা পুরোপুরি পরিবেষ্টন হতে দেবে না।

আমরা স্থির করলাম যে বর্তমান বাস্তব পরিস্থিতিতে শত্রুধ্বংসের পূর্ববর্তী পদ্ধতিগুলি উপযোগী হবে না। নতুন যে চিন্তাটি রূপ নিল তা নিম্নরূপ। শক্তিশালী গোলন্দাজ ও প্রচণ্ড বিমান আক্রমণে শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহের কৌশলী অঞ্চলে শত্রুবাহিনীর অধিকাংশকে চূর্ণ করার পরে আমাদের উচিত অবশিষ্টাংশকে বন ও জলাভূমিতে তাদের সুরক্ষিত অবস্থানগুলি থেকে ঘা মেরে বিদায় করা। সেখানে তারা অসুবিধায় পড়বে এবং আমাদের উচিত পার্শ্বভাগ ও বিমান থেকে তাদের নাকাল করা, এদিকে পেছন থেকে আমাদের সাহায্য করবে। এর ফলটা হবে পরিবেষ্টনের মতই ; এই পদ্ধতি সুনিশ্চিতভাবে সুবিধাজনক বলেই আমাদের মনে ধরল। ব্যাগ্রেশন পরিকল্পনায় অগ্রগতির হারের সমস্যাটা ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। স্বভাবতঃই অগ্রগতির দ্রুত হার পরিকল্পিতভাবে প্রতিরোধ সংগঠিত করতে এবং তা পরিচালিত করতে শত্রুকে বাধা দেয়। শেষ পর্যন্ত তা প্রতিরোধ-

কারীদের সম্পূর্ণভাবে উদ্যোগ হারিয়ে ফেলা এবং চূড়ান্ত পরাজয়ের মধ্যে ঠেলে দেয়। কিন্তু আক্রমণের গতি অব্যাহত রাখার জন্য আমাদের প্রয়োজন গতিশীল বাহিনী এবং যে সময়ে বাইলোরুশিয় রণক্রিয়ার পরিকল্পনা প্রস্তুত হচ্ছিল তখন তা খুব দুর্লভ ছিল। তখনও আমাদের সমস্ত ট্যাংক আর্মিগুলি ছিল সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের দক্ষিণ প্রান্তে। উপরন্তু, আমরা পুরোপুরি উপলব্ধি করলাম যে বাইলোরুশিয়ার অত্যন্ত কঠোর অরণ্য-জলাভূমি অধ্যুষিত ভূখণ্ডে অপেক্ষাকৃত ছোট গতিশীল বাহিনীকেই কেবল ব্যবহার করা সম্ভব। এগুলি হবে প্রধানতঃ স্বয়ন্তর ট্যাংক রেজিমেণ্ট, ব্রিগেড ও কোর—বড়জোর একটি ট্যাংক আর্মি।

আক্রমণকারী দলে একটি ট্যাংক আর্মির অন্তর্ভুক্তি নিঃসন্দেহে রণক্রিয়াটিকে অনেক বেশি ভরবেগ দেবে আর তাই জেনারেল স্টাফ পরিকল্পনাটি নিয়ে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ আলোচনার সময় একটির জন্য অনুরোধ করবে বলে ঠিক করল।

এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় ২২শে ও ২৩শে মে, অংশ নেন জি. কে. জুকভ, এ. এম. ভ্যাসিলেভস্কি, প্রথম বাল্টিক ফ্রণ্টের অধিনায়ক আই. কে. ব্যাগ্রামিয়ন, প্রথম বাইলোরুশিয় ফ্রণ্টের অধিনায়ক কে. কে. রকোসোভস্কি, ঐসব ফ্রণ্টের সমর পরিষদের সদস্যবৃন্দ, এবং এছাড়াও এ. এ. নোভিকভ, এন. এন. ভরোনভ, এন. ডি. ইয়াকভলেভ, এ. ভি. খ্রুলেভ. এম. পি. ভরোবিয়ভ, আই. টি. পেবিসিপকিন এবং এ. আই. আন্তোনভ-এর নেতৃত্বে জেনারেল স্টাফ সদস্যবৃন্দ। আই. ডি. চেরনিয়াখোভস্কি অসুস্থতার জন্য উপস্থিত ছিলেন না। আই. ওয়াই. পেত্রভ, যাঁর বাহিনীগুলি অগ্রগতির সম্পূরক লাইনে রণক্রিয়া চালাচ্ছিল, তাঁকে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ ডাকা হয়নি।

এই দুই দিনের মধ্যে বাইলোরুশিয় রণক্রিয়ার উদ্দেশ্য চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করা হল আর্মি গ্রুপ সেণ্টারের বৃহৎ সৈন্যদলগুলিকে মিন্‌স্ক অঞ্চলে পরিবেষ্টন ও ধ্বংস করা। ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে জেনারেল স্টাফ 'পরিবেষ্টন' শব্দটি ব্যবহার করতে চায়নি, কিন্তু আমাদের সংশোধন করা হল। পরিবেষ্টনের আগে ভিটেব্‌স্ক এবং বোব্রুইস্ক-এর চারপাশে শত্রুর পার্শ্বদলগুলিকে এবং মোগিলেভ-এ তার সৈন্যদলগুলিকেও যুগপৎ পরাজিত করতে হবে। এতে অগ্রগতির সমকেন্দ্রী রেখাগুলি বরাবর বাইলোরুশিয়ার রাজধানীর দিকে পথ খুলে যাবে।

আলোচনাকালে ফ্রণ্টের বর্শামুখগুলির রচনা কৌশলটি পরীক্ষা ও সামান্য পরিবর্তন করা হল এবং গতিশীল বাহিনীদ্বারা তার শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত তার

সমস্যাগুলির সমাধান করা হল। বিশেষ করে তৃতীয় বাইলোরুশিয় ফ্রন্টের অগ্রগতির মূল লাইনে একটি ট্যাংক আর্মি ব্যবহারের জন্য আমাদের আর্জি মঞ্জুর করা হল। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স রিজার্ভ থেকে ফিল্ড আর্মিগুলিকে রণক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে এসে বর্ধিত ব্যাপ্তি ও গতিলাভ করতে হবে। আমরা ১৫ থেকে ২০ জুনের মধ্যে আক্রমণ শুরু করা ঠিক করলাম।

ব্যাগ্রামিয়ান পরামর্শ দিলেন যে প্রথম বাল্টিক ফ্রন্টের প্রয়াস মূলতঃ পরিচালিত হওয়া উচিত আর্মি গ্রুপ নর্থ-এর হানা সম্ভাব্য পাল্টা আঘাত ঠেকানোর দিকে। এটা গ্রহণ করা হল এবং ফ্রন্টের কর্মভার-এর ঈষৎ পরিবর্তন করা হল। এর উপর মিনস্ক-এর পূর্বে শত্রুকে পরিবেষ্টনের কাজে অংশ গ্রহণের প্রত্যাশা আর রাখা হল না। এর পরিবর্তে তার কাজ হল মধ্যখণ্ডে ক্রিয়াশীল শত্রু সৈন্যবাহিনী থেকে আর্মি গ্রুপ নর্থ-এর মূল বাহিনীগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে দক্ষিণ দিক থেকে পোলৎস্ক-এর পার্শ্ব অতিক্রম করে যাওয়া। উপরন্তু, উত্তর দিক থেকে রণক্রিয়াটি রক্ষিত হবে দ্বিতীয় বাল্টিক ফ্রন্টের পক্ষ থেকে একটি জোরালো লড়াইয়ের দ্বারা।

দক্ষিণদিকস্থ পার্শ্ব নিয়ে আমরা কম উদ্বিগ্ন ছিলাম। পলিসিয়ের অরণ্য ও জলাভূমিগুলি নিজেরাই এক বর্মবিশেষ, যা শত্রুর নিজের বাহের অভ্যন্তর থেকে একটি ফিরতি খোঁচার মধ্যেই শত্রুর পাল্টা ব্যবস্থাকে সীমাবদ্ধ রাখে। তাছাড়া অপারেশন ব্যাগ্রেশনের সময়ে প্রথম ইউক্রেনিয় ফ্রন্টকে ল্ভোভ অভিমুখে আক্রমণ হানতে হবে। এই পার্শ্বদেশটি রাখার জন্য বড় সৈন্যদলকে নিযুক্ত করার কোন দরকার ছিল না।

দ্বিতীয় বাইলোরুশিয় ফ্রন্টের কাজ ছিল যত বেশি সম্ভব শত্রুসৈন্যকে আটকে রাখা এবং তৃতীয় ও প্রথম বাইলোরুশিয় ফ্রন্টের সাঁড়াশি অগ্রগতি রোধ করার জন্য তাদের ব্যবহার করা থেকে জার্মান হাই কম্যাণ্ডকে প্রতিনিবৃত্ত করা। এই ক্ষেত্রে জেনারেল পেত্রভের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল এবং আমরাও তাঁর সম্পর্কে বেশ খুশি ছিলাম।

ফ্রন্ট সমর পরিষদের সদস্য ভি. ওয়াই. মাকারভকে সঙ্গে নিয়ে রোগমুক্তির পর চেরনিয়াখোভস্কি ২৪শে মে মস্কোয় উপস্থিত হলেন। ফ্রন্টের রণক্রিয়ার যে পরিকল্পনাটি তাঁরা সঙ্গে এনেছিলেন সেটি জুকভ ও ভ্যাসিলেভস্কি ব্যক্তিগতভাবে বিবেচনা করলেন এবং প্রধানতঃ অনুমোদন করলেন। অবশ্য ২৫ তারিখের বিকেলে যখন পরিকল্পনাটি জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সকে রিপোর্ট করা হল তখন সে পরামর্শ

দিল যে অগ্রগতির বোগুশেভস্ক ও ওরশা লাইনে যুগপৎ আঘাত হানার দায়িত্ব দেওয়া উচিত তৃতীয় বাইলোরুশিয় ফ্রন্টের উপর। চেরনিয়াখোভস্কি, মাকারভ ও জেনারেল স্টাফে এই খণ্ডের ভারপ্রাপ্ত অফিসার ভি. এফ. মারনভ সারা রাত এই পরামর্শটির উপরে কাজ করলেন। রণক্রিয়ার নতুন চিত্রলেখ পরিকল্পনা যা তাঁরা প্রস্তুত করলেন তাতে ৫ম রক্ষী ট্যাংক আর্মি এবং তার উপরে আরেকটি ব্যূহভেদের জন্য গোলন্দাজী ডিভিশন-এর দ্বারা ফ্রন্টের শক্তিবৃদ্ধির ব্যাপারও দেখানো হল।

ভোরের আগে চেরনিয়াখোভস্কি, মাকারভ ও আমি স্তালিনের শহর থেকে দূরের বাসভবনগুলির মধ্যে একটি ডিমিট্রভ রোড-এর উপরে 'দূরভবনে' গেলাম। সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক আমাদের রিপোর্ট শুনলেন এবং বিনা মন্তব্যে সেটি অনুমোদন করলেন।

এরপর আমাদের মস্ত বড় একটা বিষয় হল সৈন্য ও মাল চলাচল বিষয়ক সহায়তা। ট্রেন বোঝাই লড়িয়ে মানুষ, অস্ত্র, সাজসরঞ্জাম ও অন্যান্য সামরিক সরবরাহ বাইলোরুশিয়ার দিকে প্রবাহিত হচ্ছে সমস্ত দিক থেকে। ক্রিমিয়ার দুটি আর্মি থেকে আরো বেশি বেশি সৈন্যদলের আবির্ভাব ঘটছে। একে গোপন রাখার জন্য আমরা সবরকমভাবে চেষ্টা করেছি। ২১শে মে চতুর্থ ইউক্রেনিয় ফ্রন্টের অধিনায়ককে একটা টেলিগ্রাম পাঠানো হল রেল পরিবহণের ব্যাপারে কঠোরতম নিরাপত্তামূলক সাবধানতা অবলম্বনের জন্য তাঁকে নির্দেশ দিয়ে। এবিষয়ে সমরবিভাগের সবরকমের পত্রালাপ নিষিদ্ধ করা হল। কোন অফিসার বা সেনাপতিকে বিশেষ কর্মসাধনের জন্য মস্কোয় যাবার অনুমতি খুব কমই দেওয়া হত। সমস্ত বিরতির জায়গায় ট্রেনগুলিকে তৎক্ষণাৎ ঘিরে ফেলা হত, লোকজনকে কেবল দলবদ্ধভাবেই গাড়ি ছাড়ার অনুমতি দেওয়া হত। যে ট্রেন নিয়ে তারা কারবার করছে তার সংখ্যা ছাড়া রেলকর্মী ও সংগঠনগুলিকে আর কোন সংবাদই দেওয়া হত না।

যখন পঞ্চম রক্ষী ট্যাংক আর্মিকে রওনা করানোর সময় হল তখন আবিষ্কৃত হল যে দ্বিতীয় ইউক্রেনিয় ফ্রন্টের সঙ্গে এটি আগে যুক্ত ছিল। তার ইচ্ছা ছিল সে রওনা হবার আগে তার কিছু ট্যাংক এবং স্বয়ংচালিত কামানের রেজিমেন্টগুলি রেখে দেওয়া। ফ্রন্টের এগুলি পাবার ইচ্ছাটা অবশ্য বোঝা যায়, কিন্তু ট্যাংক আর্মিকে এইভাবে দুর্বল করে ফেলাটা জেনারেল স্টাফের গণনার সঙ্গে খাপ খায় না। নিম্নলিখিত নির্দেশনামাটি তৎপরতার সঙ্গে দ্বিতীয় ইউক্রেনিয় ফ্রন্টকে

পাঠানো হল :

"৫ম রক্ষী ট্যাংক আর্মি'কে তার লোক ও সাজসরঞ্জামসহ পূর্ণশক্তিতে ভভচেংকো এবং কিরিচেংকোর কোর-এর সঙ্গে পাঠিয়ে দিতে হবে। দুটি কোর-এর যেন কমপক্ষে মোট ৩০০টি ট্যাংক অবশ্যই থাকে।"

যখন আক্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাস করছিলাম ও সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তুলছিলাম, আমরা সদাসর্বদা রেলের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন থাকতাম। এগুলির উপরে ছিল অতিরিক্ত বোঝা, তার আমাদের ডুবিয়ে দেবার সম্ভাবনা ছিল। আমাদের রেলপরিবহণের কর্মসূচীটি যথাসময়ে সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয়তা সর্বদাই ছিল জেনারেল স্টাফ-এর রণক্রিয়া বিভাগের ভাবনার বিষয়। এবিষয়ে আমাদের আশংকার কথা একাধিকবার আমরা স্তালিনকে রিপোর্ট করেছি, কিন্তু সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক রেলসংক্রান্ত জনগণের কমিশারের উপর ভরসা রাখতেন এবং দেখা যাবে যে পরিষ্কারভাবে তাঁর ক্ষমতাকে তিনি বাড়িয়ে দেখেছিলেন। রেল ঠিক সময়ে তার কাজ সমাধা করতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং কয়েকদিনের জন্য রণক্রিয়াটিকে স্থগিত রাখতে হয়েছিল।

বাইরুশিয়ায় অভিযানের জন্য লোক ও সাজসরঞ্জাম জড়ো করার বিরাট কাজের পাশাপাশি আমরা স্বাভাবিক ভাবেই সামগ্রিকভাবে গ্রীষ্মাভিযানের পরিকল্পনার রণক্রিয়াগত দিকটিকে নিখুঁত করে তোলার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলাম। যথাক্রমে আর্মি জেনারেল এল. এ. গোভোরভ এর অধীন লেনিনগ্রাদ ফ্রন্টের কম্যাণ্ড এবং আর্মি জেনারেল কে. এ. মেরেৎস্কভ-এর অধীনে ক্যারেলিয় ফ্রন্টের কম্যাণ্ড-এর পেশ করা ভাইবর্গ এবং স্ভির-পেত্রোজাভোদস্ক সম্পর্কে চিন্তাগুলিকে জেনারেল স্টাফ খতিয়ে দেখল। আমি যেমন বলেছি, এই দুই ফ্রন্টের আক্রমণ যা সফল হবে বলে সবাই ধরে নিয়েছিল তা ১৯৪৪-এর গ্রীষ্মে সোভিয়েত বাহিনীর জয়যাত্রার সূত্রপাত ঘটাবে। বিজয় মশালটি এরপর হস্তান্তর করা হবে অগ্রগতির মূল বাইলোরুশিয় লাইনের বাহিনীকে এবং তারা আক্রমণ চালিয়ে যাওয়াকালীন সেটিকে আই. এস. কোনেভ-এর পরিচালিত প্রথম ইউক্রেনিয় ফ্রন্টের বাহিনী-গুলিকে। আমাদের রণক্রিয়াগুলির বৃদ্ধির মাত্রা ও গভীরতা এমনভাবে পরিকল্পিত হয়েছিল যে গ্রীষ্মের শেষে অভিযানটি এমন এক শক্তিশালী হিমানী সম্প্রপাতের মত নেমে আসবে যাকে রোধ করার সাধ্য তৃতীয় রাইখের যুদ্ধযন্ত্রের একেবারেই হবে না। এই ব্যাপারটি সোভিয়েত ইউনিয়ন তার মিত্রদের কাছে আদৌ গোপন রাখেনি। ৩০শে মে সোভিয়েত সর্বোচ্চ কম্যাণ্ডের রণক্রিয়া পরিকল্পনাগুলি

চূড়ান্ত রূপ নিল জেনারেল স্টাফ-এর মানচিত্রে। ৩১শে ফ্রন্টগুলির প্রতি প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী জারী করা হল এবং ৬ই জুন স্তালিন উইনস্টন চার্চিলকে লিখলেন :

"তেহরান সম্মেলনে উপনীত চুক্তির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সোভিয়েত বাহিনীর যে গ্রীষ্মাভিযান শুরু করা হবে তা শুরু হবে মধ্য জুনে রণাঙ্গনের কোন এক গুরুত্বপূর্ণ খণ্ডে। সার্বিক অভিযান ধাপে ধাপে গড়ে উঠবে আক্রমণাত্মক রণক্রিয়ায় বাহিনীগুলির ধারাবাহিক লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে। জুনের শেষ থেকে জুলাইয়ের শেষ, এর মধ্যে রণক্রিয়াগুলি সোভিয়েত সৈন্যদলগুলির সার্বিক অভিযানে পরিণত হবে।"

এই পত্রটি আমাদের রণক্রিয়া পরিকল্পনার যথেষ্ট বিস্তৃত ও নির্ভুল বর্ণনা দেয়।

বাইলোরুশিয়াতে আক্রমণ অভিযান পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স প্রতিনিধিরা রণাঙ্গনের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁদের মূল কাজ হল এই নির্দেশনামাটির মর্ম সঠিকভাবে অনুধাবন করা হয়েছে, তাদের কাছে কি প্রত্যাশা করা হচ্ছে সমস্ত সেনাপতি এটা উপলব্ধি করেছেন এবং তাঁরা যেন নিজের মত এটার আলাদা ব্যাখ্যা না করেন এসব বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া। এরপর জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স প্রতিনিধিদের ফ্রন্টগুলির সেনাপতি ও কর্মীদের সঙ্গে মিলে ঠিক করতে হবে যে-লোক ও সাজসরঞ্জাম পাওয়া যাবে তাদের সবচেয়ে ভালোভাবে কাজে লাগানো যায় কি উপায়ে, কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে এবং তারপরে অনুমোদিত পরিকল্পনার রূপায়ণের উপরে কড়া নজর রাখতে হবে। রণক্রিয়ার জন্য সৈন্য ও মালচলাচলের ব্যাপারে সহায়তা পেতে ফ্রন্টগুলিকে সাহায্য করাটাও ছিল তাদের কর্তব্য।

জুকভের উপরে দায়িত্ব ছিল প্রথম ও দ্বিতীয় বাইলোরুশিয় ফ্রন্টের কাজকর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। ভ্যাসিলেভস্কিকে পাঠানো হয়েছিল প্রথম বাল্টিক ও তৃতীয় বাইলোরুশিয় ফ্রন্টে যার সেনাপতিদের তখনো বিরাট আকারে ফ্রন্টের রণক্রিয়া সংগঠিত ও পরিচালনার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল না। বাস্তবিক পক্ষে এর আগে চেরনিয়াখোভস্কি কখনোই ফ্রন্ট পরিচালনা করেননি। কাজেই ভ্যাসিলেভস্কি যিনি শিক্ষক হিসাবে যেমন ভাল সেনাপতি হিসাবেও তাই, তিনি এই খণ্ডে অপরিসীম কাজে এলেন।

আমাকে জেনারেল স্টাফ-এর একদল অফিসারের ভার দিয়ে দ্বিতীয় বাইলো-রুশিয় ফ্রণ্টে পাঠানো হল। আমার অবস্থাটা ছিলা অদ্ভুত। একদিকে, আমি ছিলাম জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স প্রতিনিধি জুকভ-এর অধীনে, অন্যদিকে জেনারেল স্টাফ প্রধানের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা এবং রণক্রিয়া প্রস্তুতি সংক্রান্ত সমস্ত প্রশ্নের তাঁর সঙ্গে মিলে মীমাংসা করার অধিকার আমার ছিল।

অন্যান্য নানা কর্তব্য ছাড়াও আমার কাজ ছিল জি. এফ. জাখারভ, যিনি পেত্রভের জায়গায় সবেমাত্র ফ্রণ্টের অধিনায়কপদে নিযুক্ত হয়েছেন, তাঁকে ফ্রণ্টের নানা বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত করা এবং অন্ততঃ শুরুতে তাঁকে সাহায্য করা। আমার দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ওয়াই. টি. চেরেভিচেংকো, যিনি সেখানে ছিলেন প্রধানতঃ লড়াই প্রশিক্ষণ সংগঠিত ও পরিদর্শন করার জন্য।

স্তালিনের ব্যক্তিগত নির্দেশে পেত্রভকে অপসারিত করা হয়েছিল। একদিন আমি ও আন্তোনভ যখন হাল সংবাদ দেবার জন্য জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ এলাম, সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক বললেন যে দ্বিতীয় বাইলোরুশিয় ফ্রণ্টের সমর পরিষদ সদস্য এল. জেড. মেখলিস তাঁর কাছে পেত্রভের অত্যধিক কোমলতা ও রণক্রিয়াটির সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দিতে তাঁর অক্ষমতার কথা লিখে আসছিলেন। মেখলিস আরো অভিযোগ করেছেন যে পেত্রভ অত্যন্ত অসুস্থ এবং ডাক্তারদের পেছনে তাঁর অনেক সময় খরচ হয়। এটা ছিল আমাদের কাছে সম্পূর্ণ বিস্ময়কর। আমরা পেত্রভকে জানতাম রণক্ষেত্রের একজন নিঃস্বার্থ সেনাপতি হিসাবে যিনি নিজের কাজে উৎসর্গিত প্রাণ, একজন অত্যন্ত বিজ্ঞ সেনাপতি ও চমৎকার মানুষ। তিনি ছিলেন ওডেসা ও সেবাস্তোপোলের রক্ষাকর্তা, তেরেকের প্রতিরক্ষাব্যূহ নির্মাণ করেছিলেন। তিনি যখন কৃষ্ণসাগর দল, উত্তর ককেশিয় ফ্রণ্ট এবং স্বয়ন্তর কৃষ্ণসাগর ফৌজে ছিলেন আমি প্রায়ই তাঁর সদরদপ্তর পরিদর্শন করেছি এবং একজন সেনাপতি ও একজন কমিউনিস্ট দুদিক থেকেই তাঁর চমৎকার গুণাবলী সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ। স্পষ্টতঃই পেত্রভ সম্পর্কে স্তালিন প্রতিকূল মনোভাবাপন্ন ছিলেন। সবেমাত্র গত জানুয়ারীতেই পেত্রভকে স্বয়ন্তর কৃষ্ণসাগর ফৌজ থেকে অপসারিত করা হয়েছে। মে মাসে তাঁকে দ্বিতীয় বাইলোরুশিয় ফ্রণ্টের অধিনায়কপদে উন্নীত করা হয় এবং ছয় সপ্তাহ পরে আবার তিনি বরখাস্ত হন। আরো দুইমাস বাদে, ৫ই আগস্ট, ১৯৪৪ পুনর্বহাল হল একটি ফ্রণ্টের অধিনায়ক হিসাবে, এবার চতুর্থ ইউক্রেনিয়। পেত্রভের সপক্ষে একথা বলতেই হবে যে তিনি এসব কিছুই বীরের মত সহ্য করেছেন এবং যে কোন পদেই

দেশকে নিজের সর্বস্ব দান করেছেন—জ্ঞান, অভিজ্ঞতা আর স্বাস্থ্য।

দ্বিতীয় বাইলোরুশিয় ফ্রন্টে পেত্রভের উত্তরাধিকারী কর্নেল-জেনারেল জি. এফ. জাখারভ ছিলেন একজন অতিমাত্রায় একগুঁয়ে লোক এবং ভয়ানক ঝোঁকের মাথায় কাজ করতেন। আমার খুব ভয় ছিল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স রণক্রিয়ার যে পরিকল্পনাটি তখন অনুমোদন করেছিলেন সেখানে তিনি নিজের ব্যাখ্যা লাগাবেন এবং ফ্রন্টের চিফ-অব-স্টাফ লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল এ. এন. বোগোলিউবভ, যিনি খুব অভিজ্ঞ অফিসার অথচ ভীষণ বদমেজাজী, তাঁর সঙ্গে সম্পর্কটিকে জটিল করে তুলবেন।

আমার ছিল মোটেই সহজ নয় এমন কাজ—অধিনায়ক পরিবর্তনের কাজ যতটা সম্ভব বেদনাহীনভাবে করা। ফ্রন্টের পরিচালন ঘাঁটিতে আমার উপস্থিতিতে পেত্রভ আসন্ন রণক্রিয়ার পরিকল্পনা এবং তার পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট করলেন।

সেই সময় ফ্রন্টটি গঠিত ছিল তিনটি ফিল্ড আর্মি দ্বারা : লেফটেন্যাণ্ট-জেনারেল ভি. ডি. ক্রিয়ুচেন্কিনের অধীনে ৩৩শ, লেফটেন্যাণ্ট-জেনারেল আই. টি. গ্রিশিন-এর অধীন ৪৯শ এবং লেফটেন্যাণ্ট-জেনারেল আই. ভি. বোল্ডিনের অধীনে ৫০শ। বায়ুফৌজের অধিনায়কত্ব করতেন বিমান বাহিনীর কর্নেল-জেনারেল কে. এ. ভারশিনিন। ফ্রন্টের পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ এজেন্সীগুলি ছিল অবিচ্ছিন্ন ; এমন সব অফিসার ও সেনাপতির দ্বারা গঠিত এক প্রাণকেন্দ্র ছিল যাঁরা প্রচুর লড়াই করেছেন এবং নিজেদের কাজ ভালই জানেন।

সেই সময় পেত্রভ-এর মনের অবস্থা যা ছিল সেই বিচারে এটা প্রত্যাশিত যে তিনি পরিস্থিতির এক অতি ভয়ানক চিত্র তুলে ধরবেন এবং অসুবিধাগুলির অতিরঞ্জন করবেন। আমি এটা ঘটতে দিতে চাইনি কারণ এতে নতুন অধিনায়কের আত্মবিশ্বাস হ্রাস পাবে। কিন্তু এই ধরনের কিছুই ঘটল না। সবকিছুই বেশ স্বাভাবিকভাবে মিটল। পেত্রভ অত্যন্ত সৎভাবে রিপোর্ট করলেন। এমন কি এখনও তাঁর কাছে উদ্দেশ্যের স্বার্থটাই বড় কথা, তিনি ব্যক্তিগত লাঞ্ছনার বিষয়টি গোপন রাখলেন।

রিপোর্ট-এর সময় ফ্রন্টের কর্মভার ও তাকে কার্যকরী করার পথ এসব বিষয়ে কোন সন্দেহের কথা ওঠেনি। অন্যরকম কিছু হবার সম্ভাবনাও ছিল না কারণ জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের কাছে মাত্র এক পক্ষকাল আগে দ্বিতীয় বাইলোরুশিয় ফ্রন্ট যে সব চিন্তা ভাবনাগুলি হাজির করছিল তা ছিল অত্যন্ত সুচিন্তিত। উদ্দেশ্য ছিল পরিষ্কার—মোগিলেভ শত্রুদলকে চূর্ণ করা এবং বেরেজিনায় ভেদ করা।

অগ্রগতির মূল লাইন ও অনুপ্রবেশের খণ্ডটি নির্বাচন ছিল অপরিহার্যভাবেই সম্পূর্ণ নির্ভুল—বিরোধী সৈন্যদলকে দ্বিধাবিভক্ত ও তাদের খণ্ড খণ্ড করে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে মোগিলেভ-এর উত্তর দিক ঘুরে ড্রিবিন, ডেডেনিয়া, বিয়াজনা অঞ্চল থেকে একটি আক্রমণ। এর অনুক্রমণের অন্তর্ভুক্ত হবে মোগিলেভ-এর উত্তরে নীপারের পশ্চিম তীরে একটি সেতুমুখ অধিকার করা এবং শহরটি দখল করা।

জেনারেল স্টাফ কেবলমাত্র ফ্রন্টের বাহিনীগুলি যেভাবে দলবদ্ধ হল এবং ভেদ করার জন্য খানিকটা জটিল ধরনের যে মহড়া লাগান হবে তার সঙ্গে ভিন্নমত হল। এতে নির্ণীত হয়েছিল যে ৪৯তম ফৌজ কেবল যে মূল আঘাত হানবে তাই নয়, বোরদিনিচি, গরবোভিচি, শ্লোবোদ্‌কা অভিমুখে একটি সহায়ক খোঁচাও দেবে, ওদিকে অন্যান্য ফৌজ নিজেদের অগ্রগতির লাইনটি বজায় রাখবে। এতে ফ্রন্টের সৈন্যদলগুলি এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যা রণক্রিয়ার ফলাফলের দিক থেকে মারাত্মক হতে পারে। এই ঘটনা বন্ধ করার জন্য ৩১শে মে তারিখে ফ্রন্টকে পাঠানো জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের নির্দেশনামায় পরিষ্কারভাবে বলা হল যে অগ্রগতির মূল লাইনে শক্তিবৃদ্ধির ব্যবস্থাসহ কমপক্ষে ১১ অথবা ১২টি ডিভিশনকে রাখতে হবে এবং তারা একটি সমবেত আঘাত হানবে। এর ফলে পূর্ণমাত্রায় অর্জন করা যাবে শত্রুব্যূহ ভেদের জন্য প্রয়োজনীয় ফ্রন্টের কেন্দ্রীভূত প্রয়াস।

নতুন অধিনায়ককে ফ্রন্টের দায়িত্বভার অর্পণের সময় পেত্রভ খুব স্পষ্টভাষী হলেন এবং তাঁর স্বভাবের বাইরে গিয়ে জোর দিয়ে বললেন জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর এই সংশোধন কতটা অত্যাবশ্যক। এই রিপোর্ট-এর পরে আমরা চিফ-অব-স্টাফ-এর এবং বিভিন্ন শাখা ও সংগঠনের অধিনায়কদের রিপোর্ট শুনলাম। পেত্রভ এরপর সবাইকে বিদায় জানালেন এবং চলে গেলেন।

নতুন সেনাপতি পরবর্তী সকালটি অতিবাহিত করলেন তাঁর সৈন্যদলগুলির সঙ্গে পরিচয় করার জন্য। আমরা একত্রে ৪৯তম ফৌজে গেলাম এবং ২৯০তম পদাতিক ডিভিশনের একটি ও ৯৫তম পদাতিক ডিভিশনের একটি রেজিমেণ্ট পরিদর্শন করলাম তাদের অবস্থানে। উভয় রেজিমেণ্ট একটা অনুকূল ধারণার সৃষ্টি করল; তারা প্রায় পূর্ণ শক্তিতে ছিল এবং লোকগুলির প্রশিক্ষণও মন্দ নয়। আমরা অবশ্য বিস্মিত হলাম লড়িয়ে ইউনিটগুলিতে পদকপ্রাপ্ত লোকের প্রায় সম্পূর্ণ অভাব দেখে। এমন কি প্লেটুন, কোম্পানী ও ব্যাটেলিয়নের সৈনিক, সার্জেণ্ট ও কম্যাণ্ডার যারা যুদ্ধ শুরু হবার সময় থেকে লড়াই করে আসছে, প্রায়ই যারা যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করছে, কয়েকবার আহত হয়েছে তাদেরও এ

ব্যাপারে দেখাবার মত কিছু নেই। কিন্তু পশ্চাদভাগের ইউনিটগুলিতে আমরা পদকপ্রাপ্ত অনেক লোককে দেখলাম। স্বাভাবিক ভাবেই, এই অন্যায়ের প্রতিবিধানের জন্য আমার যা সাধ্য তা করলাম।

জাকারভ কিন্তু, ঠিক যা আমরা ভেবেছিলাম, ত্বরায় ঘোষণা করলেন যে সবকিছুই অসন্তোষজনক এবং বললেন যে অন্য লোকের ভুল সংশোধনের জন্য তাঁকে অনেক কিছুই করতে হবে। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রস্তাবিত দিকে মূল আক্রমণ হানার বিরুদ্ধে যুক্তি হাজির করলেন। আপাতদৃষ্টিতে সেগুলি বেশ যুক্তিপূর্ণ মনে হল। ৫০শ ফৌজ ইতিমধ্যেই যখন সেখানে একটা সেতুমুখ পেয়ে গেছে তখন বাহিনীগুলিকে দিয়ে প্রনিয়া নদী দখলের দরকার কি? ফ্রন্টের প্রয়াসকে স্থানান্তরিত করা উচিত ৫০শ ফৌজের এলাকায়। জাখারভ কিন্তু ভূখণ্ডটি পরিদর্শনের পরিশ্রম স্বীকার করলেন না। ৫০শ ফৌজের সেতুমুখ অঞ্চলের ভূখণ্ড ছিল শত্রুর অনুকূল এবং আমাদের মূল আক্রমণশক্তি কামান ব্যবহারের কোন সুযোগ এখানে নেই। পেত্রভের চিহ্নিত ও জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের অনুমোদিত ভেদ করার খণ্ডটিতে কিন্তু শত্রুব্যূহের সমগ্র রণকৌশলগত অঞ্চলটিকে চূর্ণ করতে সক্ষম হবে গোলন্দাজ বাহিনী, নদী জয়ের জন্য বলপ্রয়োগ করতে হবার ঘাটতিটুকু পুষিয়ে দেবে। আর, যেদিক দিয়েই হোক, এই জায়গাতে প্রনিয়া কোন মারাত্মক বাধা নয়। কেবলমাত্র এইসব কথাগুলো বোঝানো এবং তার সঙ্গে সুনির্দিষ্ট এই ঘোষণা যে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের অনুমোদিত সিদ্ধান্ত তার অজ্ঞাতে পরিবর্তন করা যায় না, তার পরেই জাখারভ অনিচ্ছার সঙ্গে এটা মেনে নিলেন।

তিনি তাঁর দ্বিতীয় ভুলটি করলেন ৭ই জুন যখন আই. টি. গ্রিশিন-এর পর্যবেক্ষণ ঘাঁটিতে কোর ও ডিভিশন কম্যাণ্ডারদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল কম্যাণ্ডারদের বক্তব্য শোনা এবং সৈন্যদল এবং নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন এজেন্সীগুলিকে অভিযানের জন্য প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে কিছু কর্তব্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া।

মস্ত একখানা তাঁবুর নিচে আমরা সমবেত হলাম। প্রত্যেকেই একটু বাড়তি আগ্রহের সঙ্গে নতুন সেনাপতিকে লক্ষ্য করছিলেন। জাখারভ এটা উপলব্ধি করলেন এবং নিজের জীবনী বেশ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করে সভা শুরু করলেন, লড়াইয়ের দিকটার উপর বেশি জোর দিলেন। তারপর হঠাৎ, আপাত কোন হেতু ছাড়াই তিনি বিশদ এক ভাষণ আরম্ভ করে দিলেন কম্যাণ্ড সম্মেলন

এবং সাধারণ সভাগুলির মধ্যেকার পার্থক্যের উপর। কম্যাণ্ড শব্দটি সর্বাধিক অনুভূতির সঙ্গে উচ্চারিত হল। তারপরে এল একখানা বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতা যার আরম্ভটা এরকম:

"আমি সেই ব্যক্তি যিনি এখানে কথা বলবেন এবং আপনাদের কাজ তা শোনা এবং আমার নির্দেশগুলি টুকে নেওয়া।"

তারপর সবাই কোথায় টুকে নিচ্ছে তা দেখার জন্য তিনি জেদ ধরলেন। দোমড়ানো নোটপ্যাড ও কাগজের টুকরো ধরা হাতগুলি তোলা হল। জাখারভের কাছে কতগুলো এক্সারসাইজ খাতা ছিল যেগুলি নিশ্চয়ই তিনি এই উদ্দেশ্যেই রেখেছিলেন, সেগুলি তিনি দিয়ে দিলেন এবং তা কিসের জন্য সেটা বেশ খানিকটা ব্যাখ্যা করলেন।

এইভাবে এক্সারসাইজ খাতায় সজ্জিত হয়ে স্বাভাবিকভাবেই সবাই প্রস্তুত হল তাঁর নির্দেশগুলি টুকে নেবার জন্য, কিন্তু কোন নির্দেশই এল না। তার বদলে সেনাপতি লোকগুলিকে পালা করে দাঁড় করিয়ে সেনাবাহিনীর নিয়মবিধি এবং সর্বাত্মক অস্ত্রযুদ্ধের কৌশল সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লাগলেন। অনেকেই বিভ্রান্ত হয়ে এলোমেলো উত্তর দিল। জাখারভ ক্রমেই অধৈর্য হতে হতে শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি রূঢ় হয়ে পড়লেন। উত্তেজনা প্রশমনের জন্য কিছু একটা করা দরকার ছিল। যেহেতু ইতিমধ্যেই বেশ কিছুক্ষণ সম্মেলন চলেছে, আমি বিরতির পরামর্শ দিলাম।

কম্যাণ্ডাররা যখন বাইরে ধূমপান এবং চাপাগলায় নিজেদের ধারণার বিনিময় করছিলেন তখন আমি ও জাখারভ ক্ষমতার পরীক্ষায় নামলাম। আমি তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে তিনি এই স্বরে এই মেজাজে চালাতে পারেন না।। বিরতির পরে তিনি অনেক বেশি বাস্তব হলেন এবং বাস্তবিকই শত্রুব্যূহভেদের প্রস্তুতি কিভাবে হওয়া উচিত সেবিষয়ে কিছু প্রয়োজনীয় নির্দেশক হাজির করলেন।

অবিলম্বে অনুভব করা গেল যে সম্মেলনের প্রথমার্ধের সব সংঘাত সত্ত্বেও সেনাপতি ও তাঁর শ্রোতাদের মধ্যে কোনরকম একটা যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু যখন "শত্রুব্যূহভেদ-বিষয়ক টিকা", যেটি ক্রিমিয়া যুদ্ধের সময় সংকলিত ও ব্যবহৃত হয়েছিল, সেটিকে নির্বিচারে অনুসরণ করার জন্য যখন সুপারিশ করা হল তখন উত্তেজনা ফিরে এল। এটা খুব স্বাভাবিক। তাভ্রিয়া হল স্তেপভূমির একটি নমুনাস্বরূপ যা একখানা টেবিলের মত সমতল।

জাখারভ যার অধিনায়কত্ব করেছেন সেই দ্বিতীয় রক্ষী ফৌজের থেকে শত্রুর অবস্থানের দূরত্ব ছিল পাথর ছোঁড়া যায় এটুকু। সেই পরিস্থিতিতে যুক্তিযুক্ত-ভাবেই টিকায় সুপারিশ করা হয়েছে কামান আর গোলাবর্ষণ সরিয়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গে শত্রু-ট্রেঞ্চের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার। কিন্তু এখানে, বাইলোরুশিয়ায়, আমাদের অবস্থানগুলির সামনেই রয়েছে প্রনিয়া নদীর জল-প্রান্তর, প্রায় দুই কিলোমিটার তার বিস্তার, তার ওপারে বনভূমির ওপারে শত্রু। ঐ দূরত্বে ঝাঁপিয়ে পড়া যায় না। যে পদ্ধতি তাভ্রিয়ায় কাজে এসেছে তা এখানে অনুপযোগী।

সেনাপতি তার শ্রোতাদের মধ্যে বিভ্রান্তি লক্ষ্য করে নিজেকে সংশোধন করলেন। যে কোন অভিজ্ঞতাকেই গ্রহণ করতে হবে সৃজনশীলভাবে। ক্রিমিয়া থেকে আমদানী 'টীকা' বিলি করা হল না এবং সম্মেলন যথেষ্ট স্বাভাবিক ভাবে সমাপ্ত হল। পরে জাখারভ নিজে লক্ষ্য রাখতে খুব চেষ্টা করেছেন যেন স্থানীয় পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে লড়াইটা হয়।

সর্বস্তরের সেনাপতিরা আসন্ন অভিযানে রণক্রিয়ার শ্রেষ্ঠ উপায় ঠিক করতে বিশেষভাবে যত্নবান ছিলেন। প্রত্যেক সদর দপ্তরে এই বিষয়ে তাদের সবার মন নিয়োজিত ছিল। সেনানীমণ্ডলীর সদর দপ্তরের প্রতিনিধিরাও দস্তুর মত সমস্যার সঙ্গে লড়ছিলেন।

যেমন, বোব্রুইস্ক-এ শত্রুর হাত থেকে কেমন করে সবচেয়ে ভালভাবে রেহাই পাওয়া যায় এই সমস্যাটি নিয়ে জুকভ অন্ততঃ দুই সপ্তাহ দিবারাত্র মাথা ঘামালেন। উত্তর খুঁজে পাবার জন্য তিনি ছুটলেন পলিসিয়ের উত্তরে প্রথম বাইলোরুশিয় ফ্রন্টের দক্ষিণপার্শ্বে এবং রকোসোভস্কির সঙ্গে আর্মি কম্যাণ্ডার পি. আই. বাটোভ, এ. ভি. গরবাটভ, পি. এল. রোমানেংকো এবং এ.স আই. রুদেংকোর সঙ্গে পরামর্শ করলেন। আলোচনায় ফ্রন্টের গোলন্দাজী সেনাপতি ভি. আই. কাজাকভ এবং বর্মাবৃত বাহিনীর সেনাপতি জি. এন. ওরেলকেও নিমন্ত্রণ করা হল। ভূখণ্ডটি এবং শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পর্যালোচনা করে তাঁরা সবাই একমত হলেন যে পরেরটি থেকে যদি বড় একখণ্ড কেটে নেওয়া হয় এবং ব্যূহভেদের পরে প্রতিরোধকারীদের যদি পরিবেষ্টিত করা হয় তবে বাইলোরুশিয়ায় তাদের গোটা দলটাই উন্মুক্ত হয়ে পড়ে এবং সম্পূর্ণ ভেঙে

পড়ে। কিন্তু যখন আমরা স্থিরনিশ্চিত হব যে পরিবেষ্টনের কাজটি হবে দ্রুত এবং তারো চেয়ে দ্রুততর সমাধা হবে তাদের ঝেঁটিয়ে দূর করার কাজ কেবল তখনই এটা হাতে নেওয়া যাবে। অন্যথা রণক্রিয়াটি দীর্ঘায়িত ও তার ফলাফল মারাত্মক হবে।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স প্রতিনিধি প্রত্যেক ফৌজের এলাকাধীন ভূখণ্ড পর্যবেক্ষণ করলেন, নানা বিকল্প বারবার পরিমাপ করলেন এবং পরিশেষে স্থির হল যে প্রথম বাইলোরুশিয় ফ্রন্টের লক্ষ্যপূরণের শ্রেষ্ঠ উপায় হল বোব্রুইস্ক্ অঞ্চলে শত্রুসেনাদলগুলিকে পরিবেষ্টন এবং তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করা। একথা বলব যে ১৯শে জুনের আগে এই উদ্বেগজনক প্রশ্নটির মীমাংসা হয় নি।

অগ্রগতির অন্যান্য লাইনেও একই ব্যাপার ঘটছিল, যেমন, তৃতীয় বাইলোরুশিয় এবং প্রথম বাল্টিক ফ্রন্ট যেখানে ভ্যাসিলেভস্কি এইরকম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রত্যেক ফৌজের এলাকায় অবস্থা পর্যালোচনায় নিয়োজিত ছিলেন।

বিভিন্ন অস্ত্র, বিশেষতঃ গোলন্দাজ ও বিমান বহরকে ব্যবহারের উপায়গুলি বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়েছিল। রণক্রিয়ার ধারণা দাবী করছে যে তারা যেন জার্মান ব্যূহের কৌশলগত অঞ্চলটিতে হঠাৎ এমন প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করে যাতে আমরা চট করে রণক্রিয়াগত স্বাধীনতার মধ্যে বেরিয়ে আসতে পারি।

আক্রমণের জন্য কত ভালভাবে গোলন্দাজী প্রস্তুতি নিতে হবে এটি এমন এক সমস্যা যা জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স প্রতিনিধি এবং ফ্রন্ট অধিনায়ক থেকে কোম্পানী ও ব্যাটারী অধিনায়ক পর্যন্ত সবাইকে ব্যস্ত রেখেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যস্থলগুলি খুঁজে বের করার জন্য, নানা গোলন্দাজী পদ্ধতি ও কায়দার অন্তর্নিহিত ক্ষমতার পরিমাপ এবং গোলন্দাজীকে বিমান, ট্যাংক ও পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে সমন্বিত করার বিভিন্ন উপায় নির্ধারণের জন্য সবরকম পথ অবলম্বন করা হয়েছে।

কিছু অভিনব ফন্দি আবিষ্কার হল। যেমন, দ্বিতীয় বাইলোরুশিয় ফ্রণ্টে খুব সহজ নক্শার একটি তথাকথিত "উড়ন্ত টর্পেডো," নির্মাণ করা হল। সুবিধাজনক গঠনবিশিষ্ট একটি কাঠের নল, তরল টি এন টি ভরা একটা এম. ১৩ রকেটের সঙ্গে লোহার আংটা দিয়ে আটকে দেওয়া হল, মোট ওজন দাঁড়াল ১০০ থেকে ১৩০ কিলোগ্রামের মধ্যে। তার লেজে একটা কাঠের স্টেবিলাইজার লাগিয়ে দেওয়া হল একভাবে উড়বার জন্যে। একটা কাঠের বাক্স থেকে একে নিক্ষেপ করা হত যার মধ্যে সজ্জিত ছিল লোহার রানার

যাতে যে কোন দিকে লক্ষ্য স্থির করা যায়। সঠিক নিক্ষেপ কোণে একটা গর্তের মধ্যে বাক্সটি বসান থাকত। ইচ্ছা করলে একই সঙ্গে একেক কেতায় পাঁচ থেকে দশটা টর্পেডো নিক্ষেপ করা যেত।

আমরা ৯ই জুন আলাদাভাবে ও একত্রে ২৬টা টর্পেডো নিক্ষেপ করে একটা পরীক্ষা চালালাম। তাদের পাল্লা হয়েছিল ১৪০০ মিটার এবং তা এত জোরে ফেটেছিল যে দোআঁশ মাটিতে ছয় মিটার ব্যাস ও তিন মিটার গভীর গর্ত সৃষ্টি হয়েছিল। ফ্রন্ট কম্যাণ্ড বিবেচনা করল যে গোলাবর্ষণে শত্রুব্যূহ দুর্বল করার জন্য এই কল অন্ততঃ ২০০০টি ব্যবহার করা দরকার। তবে, তার অর্থ হল তত সংখ্যক এম-১৩ রকেট পাওয়া—যার প্রয়োজন সব ফ্রন্টেই ছিল খুব বেশি। জেনারেল স্টাফ কর্তৃপক্ষের শরণ নেওয়া হল। যতগুলো রকেট দরকার ছিল তা পাওয়া গেল এবং এই নিজে কর টর্পেডোগুলি শত্রুব্যূহে গোলন্দাজী আক্রমণের শক্তি বৃদ্ধি করল। ট্যাংক ব্যবহারেরও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল কিছু কঠিন ভাবনা। ভূখণ্ডটি প্রতিকূল অরণ্য ও জলাভূমিতে মহড়া বাধাপ্রাপ্ত এবং অনেকেরই বিশ্বাস ছিল যে ট্যাংক বাহিনীগুলিকে কেবল ছোট ছোট দলে ব্যবহার করা যাবে পদাতিক বাহিনীকে সরাসরি সাহায্য হিসেবে। সত্যিকারের একটা বিপদ এই ছিল যে ট্যাংক কোরগুলি টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারত। এটা হতে দেওয়া সম্ভব ছিল না। জেনারেল স্টাফ দৃঢ় নিশ্চিত ছিল যে রণক্রিয়া থেকে সাফল্য আদায় করতে গেলে খোঁচাগুলি দিতে হবে অনেক গভীরে একত্রিত ট্যাংক বাহিনীর সাহায্যে।

২৮শ ও ৪৮শ ফৌজের পদাতিক বাহিনীর সহায়ক ট্যাংকের অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন মেটানো হল স্বয়ম্ভর ট্যাংক রেজিমেণ্ট ও স্বয়ংচালিত গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্যে। অবশ্য, ট্যাংক কোরগুলিকে পুরোপুরি সুরক্ষিত রাখা হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে অত্যন্ত কার্যকরীভাবে বোব্রুইস্ক ও স্লুৎস্ক অঞ্চলে ব্যবহার করা হয়েছিল।

পঞ্চম রক্ষী ট্যাংক ফৌজটিকে কিভাবে ব্যবহার করা যায় এই সমস্যাটি নিয়েও নির্ভুলভাবে কারবার করা হয়েছিল। অভিজ্ঞ অফিসার ও লোকের দল নিয়ে এই ফৌজটি ছিল শক্তিশালী এক সংগঠন। এটির অধিনায়কত্ব করতেন পি. এ. রোৎমিস্ত্রভ। মূল উদ্দেশ্য ছিল শত্রুর কৌশলী প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করার সঙ্গে সঙ্গে অনুবর্তনের জন্য একে লড়াইতে নামিয়ে দেওয়া ওরশা অভিমুখে যাকে তখন অগ্রগতির মূল রেখা হিসেবে বিবেচনা করা হত। কিন্তু ১৭ই জুন, যখন

ভ্যাসিলেভ্স্কি সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের কাছে প্রথম বাল্টিক ও তৃতীয় বাইলো-রুশিয় ফ্রন্টের জন্য লড়াইয়ের পরিকল্পনা রিপোর্ট করছিলেন তখন স্বীকার করা হল যে ওরশা অভিমুখে সামান্যই সম্ভাবনা আছে। তার পরে প্রস্তাবিত হল ট্যাংক ফৌজটিকে ব্যবহার করা উচিত ৫ম ফিল্ড আর্মি অঞ্চলে ওরশার উত্তরে যেখানে শত্রু পরিখায় অত সুরক্ষিত ছিল না। এখানেও উদ্দেশ্য ছিল শত্রুর প্রতিরক্ষা অঞ্চল ভেদ করার সঙ্গে সঙ্গে ট্যাংক নামান। এগুলি ব্যবহারের শ্রেষ্ঠ উপায় নির্বাচনের ভার ছেড়ে দেওয়া হল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স প্রতিনিধির উপর, আর বাহিনীটিকে ফ্রন্টের হাতে অর্পণের তারিখটি স্থির করবে জেনারেল স্টাফ এবং ব্যক্তিগতভাবে অনুমোদন করবেন সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক। এইভাবে, যতক্ষণ না কোথায় ও কখন পঞ্চম রক্ষী ট্যাংক ফৌজকে ব্যবহার করতে হবে এই সমস্যাটি চূড়ান্তভাবে বাছাই করা হল ততক্ষণ এটা ন্যস্ত রইল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর হাতে।

দ্বিতীয় বাইলোরুশিয় ফ্রন্ট-এ রণক্রিয়ার বিকাশ চালাতে হবে নানাভাবে। এই ফ্রন্টের কোন শক্তিশালী ট্যাংক সংগঠন ছিল না, কিন্তু তার কর্তব্য সম্বন্ধে সতর্ক পর্যালোচনায় উদ্‌ঘাটিত হল যে একটি গতিশীল দল ছাড়া তার কাজ চলবে না। যে কারণে এটা তার সবচেয়ে বেশি দরকার তা হল চূড়ান্ত মুহূর্তে মোগিলেভ-এর উত্তরে একটি সেতুমুখ অধিকার করে নীপার অতিক্রম করা এবং যতক্ষণ না ৪৯শ ফৌজের প্রধান বাহিনীগুলি উপস্থিত হয় ততক্ষণ তা ধরে রাখা। আমাদের ভয় ছিল তা নইলে শত্রু নীপার বরাবর শক্ত পায়ে অধিষ্ঠিত হবে এবং প্রতিরক্ষা জোরদার করার জন্য পশ্চাদপসরণকারী সেনাগুলিকে কাজে লাগাবে।

গতিশীল দলটি গঠিত হল। এর অন্তর্ভুক্ত ছিল একটি পদাতিক ডিভিশন, দুটি ট্যাংক ব্রিগেড, একটি বিশেষ ট্যাংক বিরোধী গোলন্দাজ ব্রিগেড এবং কয়েকটি বিশেষ বিভাগ—সবই ৪৯শ ফৌজের সহ অধিনায়ক-এ. এ. তিউরিন-এর অধীনে। বাস্তবিক পক্ষে রণক্রিয়ার সময় তিউরিন তার দলকে এগিয়ে আনতে পেরেছিল। এটি দোব্রেইকা অঞ্চলে নীপার দখল করেছিল এবং চতুর্থ বিমান ফৌজের সঙ্গে যুক্ত রণক্রিয়ায় ফ্রন্টের সমগ্র আক্রমণকারী বাহিনীর অনুকূলে শত্রুর এক পাল্টা আক্রমণকে সফলভাবে পরাজিত করেছিল।

অগ্রগতির সমস্ত লাইনেই আমরা বিমান বহরের উপরে অনেকখানি ভরসা রেখেছিলাম। এমন এক ভূখণ্ডের উপর দিয়ে আক্রমণের প্রস্তুতিতে এটা আমরা আগেভাগেই খেয়াল রাখতে ভুলিনি যে আমরা শত্রুকে অনুসরণ করতে আরম্ভ

করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গোলন্দাজ বাহিনীগুলি পিছিয়ে পড়বে। আলাদা কোন সড়ক ছিল না যাকে কামানগুলির জন্য সংরক্ষিত রাখা যেত। এটা তারা চাক বা না চাক, যখন গোলাবর্ষণের অবস্থানগুলিকে সরিয়ে নেবার সময় আসবে তখন অন্য সব বাহিনীতে জট পাকানো রাস্তা দিয়ে তাদের ঠেলাঠেলি করেই এগিয়ে যেতে হবে। তার অর্থ প্রায় অবধারিতভাবেই অনুবর্তনের জন্য গোলন্দাজী সহযোগিতার ব্যাপারটি দুর্বল হয়ে যাওয়া। এই ঘাটতি পূরণ করতে পারে কেবল বিমান।

৭ই জুন আই. ডি. চেরনিয়াখোভস্কি ও বিমান বহরের ডেপুটি কম্যাণ্ডার এফ. ওয়াই. ফ্যালালেইয়েভ-এর সঙ্গে একত্রে ভ্যাসিলেভ্স্কি বিমান আক্রমণের একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা রচনা করলেন। পরবর্তীকালে এটির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করা হয়েছিল যখন জুকভ আর্মি গ্রুপ সেণ্টারকে চূর্ণ করার জন্য দূর পাল্লার বিমান ও তৎসহ কৌশলগত বিমানবহরকে ব্যবহার করার কথা চিন্তা করলেন।

১০ই জুন জুকভ-এর অনুরোধে সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক বিমান বহরের প্রধান সেনাপতি এ. এ. নোভিকভকে বাইলোরুশিয়ায় পাঠালেন। তাঁকে অনুসরণ করলেন বিমান বহরের চিফ-অব-স্টাফ এস. এ. খুদিয়াকভ, দূরপাল্লা বিমানের কম্যাণ্ডার এ. ওয়াই. গোলোভানভ, এবং তাঁর ডেপুটি এন. এস. স্ক্রিপ্কো। ১৯শে জুন জুকভ-এর তদারকীতে এবং মূল গোলন্দাজী বিভাগের প্রধান এন. ডি. ইয়াকভলেভ এবং বিমান ফৌজের দুই কম্যাণ্ডার এস. আই. রুদেংকো আর কে. এ. ভারশিনিন-এর অংশ গ্রহণে প্রথম ও দ্বিতীয় বাইলোরুশিয় ফ্রণ্টের সহায়তার জন্য প্রাপ্তব্য সমস্ত বিমানশক্তির এক মহড়া চূড়ান্তভাবে বিশদ করা হল। রণক্রিয়ার সবগুলি স্তরের জন্য বিমান ও তৎসহ গোলন্দাজী আক্রমণগুলি সাবধানে জুড়ে দেওয়া হল। অতিরিক্ত ৩৫০টি দূরপাল্লার বিমান তৃতীয় বাইলোরুশিয় ফ্রণ্টের জন্য বরাদ্দ করা হল।

এতৎসত্ত্বেও, সামনে আরো জটিলতা ছিল। দ্বিতীয় বাইলোরুশিয় রণাঙ্গনে বিমান রণক্রিয়ার ব্যাপারে আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম, এবং তার যথেষ্ট কারণ ছিল। এই সেক্টরটিতে বিশাল এক অরণ্যের মধ্যে দিয়ে একটি সাংঘাতিক ক্ষতিগ্রস্ত কিন্তু এখনো ব্যবহারযোগ্য নির্জন পথ চলে গেছে মোগিলেভ থেকে মিন্স্ক পর্যন্ত। প্রত্যাশিত ছিল যে বিধ্বস্ত শত্রু বাহিনীর বেশির ভাগটাই এই পথ ধরে পশ্চাদপসরণ করবে এবং ৪র্থ বিমান ফৌজ নিশ্চয়ই তার আক্রমণের ফলে অসংখ্যবার

এদের থামতে বাধ্য করবে এবং অতিরিক্ত লোক ও সাজসরঞ্জামের ক্ষতি করবে। বেরেজিনা নদীর ওপর পারাপারের জায়গাগুলি, যে নদীটি বেশ বড় হলেও সেতুর সংখ্যা খুব কম, এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আদর্শ লক্ষ্যবস্তু। এজন্য কিন্তু বিমান বহরের দরকার প্রচুর জ্বালানীর, আর, জ্বালানীরই ছিল অভাব। তখনো তা জমা হয়ে ছিল মস্কোর আশপাশে। বারবার আমাদের তা দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে কিন্তু অভিযানের যখন মাত্র কয়েকদিন বাকি তখনো তা এসে পৌঁছোয়নি। অভিযানের ঠিক প্রাক্‌মুহূর্তে তা এল।

দূর পাল্লার বোমারুগুলি আমাদের অনেক অসুবিধাতেও ফেলেছে। নীতিগতভাবে এটা বেশ পরিষ্কার ছিল যে তাদের কিভাবে ব্যবহার করতে হবে, কিন্তু বাস্তবে নয়। দুই মার্শাল, জুকভ ও ভ্যাসিলেভস্কি, যাঁরা দ্বিতীয় বাইলোরুশিয় ফ্রন্টের ডাইনে ও বাঁয়ে রণক্রিয়া সংগঠিত করছিলেন, সবকিছুই নিজেদের জন্য নিয়ে ফেলেছিলেন। আমাদের ক্রমাগত অনুরোধের পর জুকভ আমাদের কিছু সংখ্যক দূরপাল্লার বিমান মঞ্জুর করলেন, তবে নেহাৎ কাগজপত্রে। বাস্তবিকপক্ষে একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা ভারী বোমারুগুলির উপর কার্যভার ন্যস্ত করতে পারিনি কারণ তাদের প্রতিনিধিরা দ্বিতীয় বাইলোরুশিয় ফ্রন্টের সদর দপ্তরে হাজির হয়নি। ব্যাপারটা এরকম দেখাচ্ছিল যেন এই বাহিনীটিকে ফ্রন্টের গোলাবর্ষণ শক্তির ভারসাম্যের বাইরে নিছক পরিত্যাগ করা হয়েছে। কিন্তু রণক্রিয়া শুরু হতে সব ঠিক হয়ে গেল। সিদ্ধান্ত হল যে প্রথম বাইলোরুশিয় ফ্রন্ট অন্যান্য ফ্রন্টের চেয়ে একদিন পরে আঘাত হানবে এবং তার দূরপাল্লার বিমান দ্বিতীয় বাইলোরুশিয় ফ্রন্টের তরফে একটা বেশ পুরাদস্তুর কাজ করতে সক্ষম।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স এবং জেনারেল স্টাফ বিশৃঙ্খলা দূর করার সম্ভাব্য সমস্ত উপায়গুলি কাজে লাগিয়েছিল এবং বলতেই হবে যে অতীতের চেয়ে এখন তারা বেশি সফল হয়েছে। অধিনায়কত্বে নিযুক্ত ব্যক্তিরা কেবল যে নৈতিকভাবে আগের চেয়ে শক্তিশালী ছিলেন তাই নয়, তারা তাদের সৈনাপত্য ও স্টাফ কাজের ধরনেও উন্নতি ঘটিয়েছিল। তাঁরা হয়ে উঠছিলেন যুদ্ধবিদ্যায় সত্যিকারের ওস্তাদ। সর্বত্রই লক্ষ্য করা যেত অফিসার ও সেনাপতিদের মধ্যে পেশাগত দক্ষতার অস্বাভাবিক দ্রুত বৃদ্ধি। তাঁদের সংগঠন ক্ষমতার উন্নতি ঘটেছিল এবং তাঁদের সামরিক চিন্তায় অর্জিত হয়েছিল এক নতুন গভীরতা, যার

ফলে যেসব বিঘ্ন আমাদের পথরোধ করেছিল শেষ পর্যন্ত তাদের অতিক্রম করা হল।

বাইলোরুশিয় রণক্রিয়ার গোটা প্রস্তুতি কালটিতে সর্বস্তরে আমাদের সেনাপতি ও স্টাফ শত্রুর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিল। সংবাদ ও সংবাদদাতা বন্দীদের সন্ধানে দিনরাত টহল দেওয়া হত। সমস্ত সৈন্যদল শত্রু অবস্থানগুলিকে সদা নজরবন্দী রাখত। রণক্রিয়া অফিসারেরা শত্রুর গোপন উদ্দেশ্য খুঁজে বের করার চেষ্টা করত। আমরা ভনতিলস্কার্চকে একজন যোগ্য সেনাপতি বলেই জানতাম। তাঁর মনের মধ্যে কি ঘটছে? কি পরিকল্পনা তিনি তৈরি করছেন?

১০ই জুন এক বন্দীকে পার্টিজানরা মোগিলেভ অঞ্চলে আটক করে। সে ছিল ৬০তম মোটরায়িত ডিভিশনের লোক। জেরায় সে কবুল করল যে এই ডিভিশনটি নারভা থেকে এক অতি বিধ্বস্ত অবস্থায় এসে উপস্থিত হয়েছে এবং তাদের বদলী এখন বড্ড দরকার। একে ছোট ছোট দলে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল মোগিলেভ-মিন্‌স্ক সড়ক বরাবর। এটা কি নেহাৎ কাকতালীয়? নাকি, শত্রু আমাদের অভিযানের গন্ধ পেয়ে তা প্রতিরোধের জন্য প্রণালীবদ্ধভাবে প্রস্তুতি নেওয়া আরম্ভ করেছে?

আসন্ন রণক্রিয়াগুলিকে গোপন রাখা ক্রমেই আরো বেশি কঠিন হয়ে উঠছিল। এই বিরাট মাত্রায় চলাচল ও কুচকাওয়াজকে কিভাবে ঢাকা দেওয়া যায়। তবু তা আমরা করতে পারব বলে আশা করতাম।

স্বভাবতঃই দ্বিতীয় বাইলোরুশিয় ফ্রন্ট সেক্টরে নতুন এক মোটরায়িত ডিভিশনের আবির্ভাবে আমরা উদ্বিগ্ন হলাম। আমরা শত্রুর গোলাবর্ষণ মঞ্চ ও বিমান-রণক্রিয়া সংক্রান্ত দৈনন্দিন রিপোর্টগুলির প্রতি আরো মনোযোগ দিতে শুরু করলাম এবং ক্রমে সুনিশ্চিত হলাম যে ৬০তম মোটরায়িত ডিভিশনটি নিছক শক্তিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই এখানে পাঠান হয়েছে।

আমাদের অন্যান্য বহু ব্যাপারেও উদ্বেগ ছিল, বিশেষতঃ আসল যুদ্ধের অনুরূপ পরিবেশে বাইলোরুশিয় ভূখণ্ডে সেনাদলগুলিকে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেবার ব্যাপারে। সবাই যদিও নীতিগতভাবে এর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করত, সবাই কিন্তু বাস্তবে এটা করার জন্য পদক্ষেপ নিত না। ১১ ও ১২ জুন আর্মি ও কোর ৩২ ও ২৯০তম পদাতিক ডিভিশনের কয়েকটি কুচকাওয়াজ-এ

যোগ দিলাম। আপাতদৃষ্টে সব বেশ ভালই দেখাচ্ছিল। লোকগুলো গা-ঢাকা দিয়েছিল ভালই, বেশ কার্যকরীভাবে বুকে হাঁটলো, তারপরে তেজের সঙ্গে উল্লাসধ্বনি করে 'শত্রুকে' তাড়া করল। কিন্তু যুদ্ধের বাস্তব পরিবেশটাই নেই। একটি গুলিও বর্ষিত হল না, এমন কি কোন লক্ষ্যস্থলও নেই। জুকভ আদেশ দিলেন যে ভবিষ্যতে এরকম কুচকাওয়াজ আসল গোলাগুলি ব্যবহার করে পরিচালনা করতে হবে।

পুরোবর্তী লাইনের পরিস্থিতিতে ব্যাপারটা অত সহজ নয়। গুলিবর্ষণের পাল্লা এখানে নেই। থাকলেও তা আসল সমস্যা নয়। সবচেয়ে বড় অসুবিধে এই যে আমাদের আসল উদ্দেশ্য ফাঁস না করে প্রকৃত পরিস্থিতিকে যতটা ঘনিষ্ঠ-ভাবে সম্ভব জাগিয়ে তোলাটা। এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত উৎসাহী এবং ওস্তাদ ওয়াই. টি. চেরেভিচেংকো এরকম কুচকাওয়াজ সংগঠনে বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিলেন। দিনের পর দিন বিভিন্ন ইউনিটে গিয়ে তিনি উল্লেখযোগ্য সাহায্য করলেন। এই যে প্রয়াস তখন করা হল তার যথেষ্ট প্রতিদান মিলেছিল। যে নাৎসী সেনাপতিরা মিনস্ক-এ বন্দী হয়েছিলেন তারা যেরকম অনায়াসে সেরা জার্মান বাহিনীগুলি এই রণাঙ্গনে পরাজিত হয়েছিল তাতে বিস্মিত হয়েছিলেন। এটা আমাদের কাছে কোন রহস্যজনক ব্যাপার ছিল না। যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বেই জয়লাভের ভিত্তি সুরচিত হয়েছিল। অভিযান শুরুর আগে আমরা প্রথম সারির ডিভিশনগুলিকে নিয়ে কমপক্ষে দশটি প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনা করেছি। অনুরূপ প্রশিক্ষণ অন্যসব রণাঙ্গনেও পরিচালিত হয়েছে। যুদ্ধ করতে গিয়ে সত্যি সত্যি যে সব কাজ তাদের করতে দেওয়া হবে সেগুলি বিভিন্ন বাহিনী ও সদরদপ্তর অভ্যাস করেছিল। পদাতিক, গোলন্দাজ ও ট্যাংকের ক্রিয়ার মধ্যে সতর্কভাবে সমন্বয় সাধন করা হয়েছিল, আসল ঝোঁক দেওয়া হয়েছিল ব্যাটেলিয়নের উপর। নিজের কামানের গোলা যেখানে ফাটে ঠিক তার পেছন পেছন কিভাবে অগ্রগতি বজায় রাখতে হয় আমাদের পদাতিক বাহিনী তা শিখেছিল। গোলন্দাজেরা শিখেছিল কিভাবে পদাতিক ও ট্যাংকের চলাচলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গোলাবর্ষণকে কেন্দ্রীভূত করতে বা তাকে অন্যত্র সরিয়ে নিতে হয়। ফৌজের নানা অঙ্গের মধ্যে গড়ে উঠল খাঁটি এক সংগ্রামী বন্ধুত্ব। ব্যাটেলিয়নের অধিনায়কদের পরস্পরকে ব্যক্তিগতভাবে জানতে হত এবং চমৎকার দলবদ্ধ কাজ করার পক্ষে এটিও এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

বাইলোরুশিয় রণক্রিয়ায় সেনানিয়ন্ত্রণে কিছু সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য ছিল। রণক্রিয়া

স্তরে এর নীতিগুলি জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর ৩১শে মে-র নির্দেশনামাতে অন্তর্নিহিত ছিল, যার মধ্যে ফ্রন্টের আশু লক্ষ্যকে ৬০-৭০ কিলোমিটার বিস্তারের মধ্যেই সীমিত রাখা হয়েছিল, তৎসহ তার পরবর্তী লক্ষ্য যা ২০০ কিলোমিটার সীমার বাইরে যায়নি। প্রথম বাল্টিক ও দ্বিতীয় বাইলোরুশিয় ফ্রন্টের এই পরবর্তী লক্ষ্যগুলি কেবলমাত্র অগ্রগতির রেখা হিসাবেই চিহ্নিত করা হয়েছিল। কিছুলোক এখন মনে করেন যে এটা ভুল ছিল। মনে করা হয় যে এই ধরনের পরিকল্পনা ফ্রন্ট সদর দপ্তরকে পরবর্তী রণক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা দেয় না এবং তা সমগ্র রণক্রিয়াটির সাফল্য যথাসময়ে পরিকল্পিত হওয়ার ব্যাপারকে সুনিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণকে ব্যাহত করেছে

এতে সত্য কিছু আছে। তবে সোভিয়েত সর্বোচ্চ কম্যাণ্ড সমগ্র রণক্রিয়াটির জন্য সেনাবাহিনীগুলিকে লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে না দেবার ঝুঁকি নিয়েছিল ইচ্ছে করেই কারণ এর বিরুদ্ধে অনেকগুলি হেতু ছিল।

সবার উপরে খুব বেশিদূর পর্যন্ত ফ্রন্টের লক্ষ্য নির্ধারিত করে দেবার অবশ্যম্ভাবী অর্থ হত নির্ধারিত অগ্রগতির রেখায় লোক ও সাজসরঞ্জাম ব্যবহারে অপেক্ষাকৃত কড়াকড়ি যেখানে পরিস্থিতির দাবি ঠিক উল্টোটি— নমনীয় ও দ্রুত মহড়ার জন্য সমস্ত সুযোগগুলিকে সংরক্ষিত করা। রণক্রিয়াটির ধারণাকে কৌশলগত প্রতিরক্ষা অঞ্চলে শত্রুর পরাজয় এবং তাদের অবস্থানগুলি থেকে উৎখাত করার পরেই বৃহৎ শত্রু বাহিনীকে পরিবেষ্টন করা, এভাবেই বিবেচনা করা হয়েছিল। ঠিক কোথায় তা ঘটবে তা কেবল আন্দাজ করাই যেত। একথা উড়িয়ে দেওয়া যেত না যে শত্রু তার মূল বাহিনীগুলিকে তার প্রতিরক্ষা ব্যূহের অভ্যন্তরে কোন জায়গায় নতুন অবস্থানে সরিয়ে নেবার জন্য মহড়া দিতে পারে। এখন আমরা জানি যে এরকম একটা সম্ভাবনার কথা বাস্তবিকপক্ষে নাৎসী কম্যাণ্ড আলোচনা করেছিল। তার অর্থ আমাদের আঘাতটা ফাঁকা জমিতে গিয়ে পড়ার বিপদ ছিল এবং সোভিয়েত কম্যাণ্ডকে গোটা পরিকল্পনাটিকে আবার নতুন করে ছকতে হত। ব্যাপক এলাকা জুড়ে লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিলে নতুন করে পরিকল্পনা রচনা আরো বেশি কঠিন হয়ে পড়ত। প্রত্যেক ফ্রন্টের কর্তব্য তাই এমনভাবে নির্দেশ করে দেবার দরকার ছিল যাতে প্রত্যেকটি ফ্রন্ট পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজের উদ্যোগে কাজ করতে পারে। আমাদের মতে

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর অনুসৃত পদ্ধতিটি দাবিগুলির সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ ছিল।

এই তথ্যটিও আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি না যে আমাদের বাহিনী ইতিমধ্যেই বাইলোরুশিয়ায় একাধিকবার ব্যর্থতা বরণ করেছিল। তাদের আক্রমণ সাধারণতঃ কৌশলগত প্রতিরক্ষা অঞ্চলের পশ্চাদ্বর্তী রেখা বরাবার কোথাও এসে ফুরিয়ে যেত। আসন্ন রণক্রিয়ায় আমরা একটি বিশেষ শক্তিশালী কৌশলগত প্রতিরক্ষা অঞ্চলের মুখোমুখি হলাম এবং সেই কৌশলগত লাইনটি ভেদ করার জন্য বাহিনীগুলির মনোযোগ ও শক্তি সংহত করার জন্য সম্ভাব্য সবকিছু করার দরকার ছিল। এই দৃষ্টিকোণ থেকে রণাঙ্গনগুলির প্রথম সারির লক্ষ্যটিকে সীমাবদ্ধ বিস্তারের মধ্যে রাখার ব্যাপারটি সঙ্গত বলে বিবেচিত হতে পারে।

শেষতঃ ফ্রন্টগুলির লক্ষ্যের এই সীমাবদ্ধতা আরো অগ্রগতি আগে থেকে বুঝে নেওয়ার ব্যাপারে ফ্রন্ট সেনাপতিদের উপরে এক গুরুতর দায়িত্ব ন্যস্ত করে। এই দায়িত্বভার অর্পণ করার মধ্য দিয়ে জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স ধরে নিল যে সামগ্রিকভাবে রণক্রিয়াটি সম্পর্কে ফ্রন্টগুলির সমরপরিষদগুলির সঙ্গে ২২ ও ২৩শে মে তার যে আলোচনা হয়েছিল তাতে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে কঠোরভাবে স্বর মিলিয়ে তাদের বাহিনীগুলিকে প্রশিক্ষণ দেবার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত সংবাদ ফ্রন্টগুলিকে দেওয়া হয়েছে। এখন ফ্রন্ট সেনাপতিরা রণক্রিয়ার সম্ভাব্য অগ্রগতি সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা পেল, সুতরাং তারা একে নির্ভুলভাবে পরিচালিত ও নির্বাহ করতে পারবে।

এছাড়াও, জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের নির্দেশগুলি কঠোরভাবে পালিত হচ্ছে কিনা এটা দেখার জন্য জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স প্রতিনিধিরা অকুস্থলে ছিলেন। তাঁদের একজন হলেন সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের প্রথম ডেপুটি, অন্যজন জেনারেল স্টাফ প্রধান। তাঁরা রণক্রিয়ার কৌশলগত পরিকল্পনা সম্পর্কে সবকিছু পুরোপুরি জানতেন এবং জরুরী ক্ষেত্রে নিজেদের নির্দেশসহ ফ্রন্টের উপর অর্পিত দায়িত্বভার বৃদ্ধি করতে সক্ষম ছিলেন, বাস্তবে এটাই তাঁরা করেছিলেন।

অভিযানের জন্য সরঞ্জামগত সাহায্যের আয়োজন করার ব্যাপারেও এই প্রতিনিধিরা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। প্রথম বাল্টিক ও তৃতীয় বাইলোরুশিয় ফ্রন্ট, যেখানে পঞ্চম রক্ষী ট্যাংক ফৌজ সহ একটা

বিপুল সংখ্যক ট্যাংক ব্যবহার করতে হবে সেখানে এই সমস্যাটি ছিল বিশেষ দুরূহ। ৮ই জুন ভ্যাসিলেভস্কি জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সকে রিপোর্ট করলেন :

"চেরনিয়াখোভস্কির যা পাবার কথা ছিল তা বন্ধ রাখা হয়েছে। বিশেষ-ভাবে, ওবুখভের পাঠান মাল ৫ই জুনের মধ্যে সম্পূর্ণ পৌঁছে যাবার কথা ছিল। এই তারিখ পর্যন্ত শতকরা ৫০ ভাগ মাত্র পৌঁছেছে।"

তিন দিন পরে ভ্যাসিলেভস্কি রেলসংক্রান্ত জনগণের কমিশার-এর কাছে মাল আনা ত্বরান্বিত এবং ১৮ই জুনের মধ্যে তা শেষ করার জন্য সরাসরি আবেদন করলেন। যাই হোক, ১৭ই তিনি জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সকে উদ্বেগভরা এই রিপোর্টটি পাঠাতে বাধ্য হলেন :

"রেলের কাজকর্ম দারুণ উদ্বেগের সৃষ্টি করছে, ভয় হয় ফ্রন্টের জন্য বরাদ্দ করা কিছু সৈন্যদল সময় মত পৌঁছানো হবে না, কিছু সরবরাহ পাওয়া যাবে না।"

প্রথম বাইলোরুশিয় ফ্রন্টেও একই চিত্র। ১১ই জুন জুকভ সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ককে রিপোর্ট করলেন : "প্রথম বাইলোরুশিয় ফ্রন্টের জন্য অস্ত্রশস্ত্রবাহী ট্রেনের যাতায়াত অত্যন্ত মন্থর। দিনে মাত্র একটি বা দুটি ট্রেন…। একথা বিশ্বাস করার কারণ আছে যে এই ফ্রন্ট যথাসময়ে সরবরাহ পাবে না।"

সেনাদলগুলিও পৌঁছাচ্ছিল ধীরে। একটা অত্যন্ত শক্তিশালী গোলন্দাজ ব্রিগেড এবং তিনটে স্বয়ংচালিত গোলন্দাজ রেজিমেণ্ট এল দেরিতে। লেফটেন্যাণ্ট-জেনারেল এস. এম. ক্রিভোশিন-এর প্রথম ক্রাসনোগ্রাদ যন্ত্রায়িত কোর ছিল সময় তালিকার অনেক পেছনে পড়ে, ১২ই জুন পর্যন্ত তার মাত্র পাঁচটি সৈন্যবাহী ট্রেন এসে পৌঁছাল।

যার জরুরী প্রয়োজন দ্বিতীয় বাইলোরুশিয় ফ্রন্টের জন্য সেই মোটর সরবরাহ ব্যাটেলিয়ন এবং বিমানের জ্বালানী এসে পৌঁছাবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স প্রতিনিধিদের কাছ থেকে এইসব রিপোর্ট স্তালিনকে সতর্ক করে তুলল এবং তিনি সবগুলি ফ্রন্টে খোঁজ নিতে পাঠালেন যে তারা সময় মত অভিযান আরম্ভ করতে পারবে কিনা। ভ্যাসিলেভস্কি সোজাসুজি বলে দিলেন : "শুরু করার চূড়ান্ত তারিখটা পুরোপুরি নির্ভর করে রেলের উপর ;

আপনারা যে সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা ঠিক রাখার জন্য আমরা সম্ভাব্য সবকিছুই করছি ও করব।"

আপাতঃদৃষ্টে স্তালিন যানবাহনের লোকদের প্রভাবিত করে নিলেন। রেল চলাচলের যে সময় তালিকা রণাঙ্গনের প্রয়োজন মেটাতে ব্যর্থ হয়েছে তা বদলানো হল এবং শেষ পর্যন্ত ট্রেনগুলি আগের চেয়ে দ্রুত চলতে শুরু করল। সৈন্য সমাবেশের কাজ ত্বরান্বিত হল। তা সত্ত্বেও, ১৯শে থেকে ২৩শে জুন পর্যন্ত রণক্রিয়া আরম্ভ করা স্থগিত রাখতে হল।

সেই তারিখটি থেকে আগস্টের শেষদিক পর্যন্ত বাইলোরুশিয়ার বিরাট যুদ্ধে এক মুহূর্তের জন্যেও বিরতি ঘটেনি। প্রথম দিনেই অনেকগুলি খণ্ডে শত্রুব্যূহ ভেদ করা হয়েছে; আমাদের অপ্রতিরোধ্য বাহিনী সামনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কিন্তু এটা অসাধারণ সহজ কোন যুদ্ধ ছিল না। বন্দীরা জানিয়েছিল যে তাদের উপর আদেশ ছিল যে কোন মূল্যে নিজের জায়গায় টিঁকে থাকতে। এই আদেশ তিক্ত প্রচণ্ড ক্রোধের সঙ্গে পালিত হয়েছে। কিন্তু শত্রুর প্রতিরোধ ধূলিসাৎ হয়, সোভিয়েত আক্রমণের ঢেউ গড়িয়ে চলে আরো…আরো পশ্চিমদিকে।

"সমাপ্তি এগিয়ে আসছে…। কেবলমাত্র ত্রিশ ডিভিশনের বিক্ষিপ্ত কিছু অবশেষ মৃত্যু ও সোভিয়েত বন্দিত্ব থেকে রেহাই পেয়েছে," বাইলোরুশিয়ায় সোভিয়েত অভিযানের বর্ণনা প্রসঙ্গে একথা লিখেছেন হিটলারের এক বিশিষ্ট সেনানায়ক সিগফ্রিড ভন ওয়েস্টফ্যাল।

অপারেশন ব্যাগ্রেশন তৃতীয় রাইখের উপরে সোভিয়েত সামরিক দক্ষতার শ্রেষ্ঠত্ব আবার দেখিয়ে দিল। সুরক্ষিত অবস্থানগুলি থেকে শত্রু উৎখাত হল এবং কয়েক-দিনের মধ্যে তারা পরিবেষ্টিত ও ধ্বংস হল। রণক্রিয়া পর্বে আমাদের বাহিনী তিনটি বড় পরিবেষ্টন চালিয়েছিল—ভিটেবস্ক, বোব্রুইস্ক এবং মিনস্ক অঞ্চলে। শেষেরটি ছিল বিশেষভাবে বড়। তা সত্ত্বেও তা সোভিয়েত বাহিনীর মনোযোগ বেশিদিন আবদ্ধ রাখেনি। এক হাজার কিলোমিটারেরও বেশি দীর্ঘ রণাঙ্গনে এই অভিযান গড়ে প্রতিদিন ২০ কিলোমিটার হিসেবে অগ্রসর হয়েছিল।

এটাও জোর দিয়ে বলতে হবে যে জার্মান হাইকম্যাণ্ড কেবল যে যুদ্ধের এই পর্যায়ে আমাদের মূল প্রয়াসের গতিপথের ব্যাপারেই ঠকে গিয়েছিল

তা-ই নয়। অদম্য শক্তিতে এমন একটি আঘাত তারা আদৌ আশা করেনি।

ফ্রন্ট কম্যাণ্ড ও তাদের সেনানীমণ্ডলীর ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স ও জেনারেল স্টাফ যে দীর্ঘ ও সতর্ক প্রস্তুতি চালিয়েছিল তার সার্থকতা সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়েছিল। রণক্রিয়ার গভীর ধারণা ও বিস্তৃত পরিকল্পনা সোভিয়েত সর্বোচ্চ কম্যাণ্ডের হাতে হয়ে উঠেছিল ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ এক বিজয়ের অন্যতম উপায়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বাল্টিক ফ্রন্ট

আমি মস্কোয় ফিরে এলাম ।। অতীতের দিকে এক নজর ।। নতুন সব ধারণা ।। "পিতা-পুত্রদের" সমস্যা এবং মার্শাল এস. কে. টিমোশেংকোর সঙ্গে একটি সফর ।। তৃতীয় বাল্টিক ফ্রন্ট ।। পুশকিন দেশে ।। কে. এ. মেরেৎসকভ-এর হতভাগ্য রিপোর্ট ।। সামনে চূড়ান্ত রণক্রিয়া ।। নেভা তীর থেকে নার্ভার তীর পর্যন্ত ।। এল. এ. গোরভ ।। সিয়াউলিয়াইয়ের জন্য সংগ্রাম এবং মেমেল-এ ধাক্কা ।। আই. কে. বাগ্রা-সিয়ান ।। কুরল্যাণ্ড পকেট ।।

বাইলোরুশিয় অভিযানের তৃতীয় দিনে, যখন আমাদের সৈন্য কেবল শত্রু-ব্যূহের মূল রেখা ভেদ করেছে এবং রণক্রিয়াগত গভীরতায় সামনে চাপছে, জেনারেল স্টাফ থেকে একটা টেলিফোন এল। ইনি আন্তোনভ।

"মস্কোয় ফিরে আসুন। দ্বিতীয় বাইলোরুশিয় ফ্রণ্টে আপনার কাজ শেষ হয়েছে এবং এখানে প্রচুর কাজ করার রয়েছে।"

"কিন্তু, রণক্রিয়া কেবলই আরম্ভ হয়েছে," আমি অনুনয় করি, "আর সবার সঙ্গে কিছু ফলাফল কি আমি উপভোগ করতে পারি না?"

"আমরা এখানে আনন্দ উপভোগ করতে আসিনি," আন্তোনভ উত্তেজিতভাবে বললেন। আপনার ফেরাটা স্থগিত রাখার প্রশ্নই ওঠে না। এটা সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের আদেশ।"

কয়েক মিনিট বাদে জুকভকে ফোন করলাম এবং আমার জন্য একটু বলতে বললাম।

"আমি সহানুভূতি বোধ করি কিন্তু আপনাকে সাহায্য করতে পারছি না," জুকভ জবাব দিলেন। "এটা সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের আদেশ হলে আপনাকে ফিরে যেতেই হবে।"

তৈরি হতে আমার বেশি সময় লাগল না। একখানা এ. এস. আই-৪৭ বিমান এবং তার কর্মীরা যার নেতৃত্বে ফ্রণ্টে কর্মোপলক্ষে যাত্রায় আমার সদাসঙ্গী মেজর বুটোভস্কি অদূরেই দাঁড়িয়েছিল স্থানীয় বিমানক্ষেত্রগুলির একটিতে। দুঘণ্টার মধ্যে আমরা রওনা হলাম এবং ২৬শে জুন সন্ধ্যার পরে জেনারেল স্টাফ-এ ফিরলাম।

এখানে সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর পরবর্তী রণক্রিয়ার পরিকল্পনা সংক্রান্ত জরুরী কাজ আমার অপেক্ষায় ছিল। এবার বাল্টিক অঞ্চলে।

এটা মানতেই হবে যে ১৯৪৪-এর গ্রীষ্মের আগে বাল্টিক খণ্ডগুলিতে সামরিক অভিযানের পক্ষে পরিস্থিতি যথেষ্ট অনুকূল ছিল না। সেখানে আমাদের বাহিনী ও সহায়সম্বল ছিল অপেক্ষাকৃত দুর্বল এবং খুব সীমাবদ্ধ রণক্রিয়াই আমরা করতে পারতাম যার ফলও হত যৎসামান্য।

বাইলোরুশিয়ায় আমাদের রণক্রিয়ার আকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি হঠাৎ পাল্টে গেল। পশ্চিমের রণকৌশলগত অগ্রগতির মূল লাইনে সম্মুখ লম্ফন লিথুয়ানিয়া, লাতভিয়া ও এস্তোনিয়ায় সফল রণক্রিয়ার ভিত্তি রচনা করল। পশ্চিম ইউক্রেন এবং পরে রুমানিয়া, হাঙ্গেরী ও বল্কান উপদ্বীপের অন্য কিছু দেশের এলাকায় আমাদের অগ্রগতিরও নতুন এই রণক্রিয়াগুলির উপরে পরোক্ষ কিন্তু অত্যন্ত ইতিবাচক প্রভাব ফেলার কথা।

সাধারণভাবে অনুকূল পরিস্থিতি আমাদের পশ্চিমী মিত্রদের রণক্রিয়ার ফলেও এখন জোরদার হল। ৬ই জুন, ১৯৪৪ তারা শেষ পর্যন্ত নর্মাণ্ডিতে অবতরণ করল এবং বেলামুখটি প্রসারিত করতে আরম্ভ করল। ধরে নেওয়া হল যে মিত্রপক্ষ শিগগিরই উত্তর-পশ্চিম ফ্রান্সে বিস্তৃত এক অভিযান হাতে নেবে।

বাল্টিক অঞ্চলের মুক্তির জন্য যখন আমরা পরিকল্পনা রচনা করছিলাম, তার প্রবেশমুখে খুব একটা সফল হয়নি এমন কিছু লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা তখন আমরা অবশ্যই ভুলিনি। আমাকে তাই এক মুহূর্তের জন্য প্রসঙ্গ থেকে সরে ১৯৪৩-এ ফিরে যেতে হবে।

ঐসব দিনের দলিলপত্রাদি বিবেচনারত ঐতিহাসিকরা সাধারণতঃ বাল্টিক খণ্ডে সোভিয়েত বাহিনীর রণক্রিয়ার মীমাংসাহীনতার উপর জোর দেন। হ্যাঁ, ১৯৪৩-এর শরতে ও ১৯৪৪-এর শীতে সেখানে আমাদের অভিযান শত্রুর সম্পূর্ণ পরাজয় সাধনে ব্যর্থ হয়েছে। আমরা আর্মি গ্রুপ উত্তরকে বিচ্ছিন্ন ও উৎসাদিত করতে পারিনি।

স্বাভাবিক যে প্রশ্নটি তা হল, কেন?

একটা সাধারণ জবাব ইতিমধ্যেই দেওয়া হয়েছে—কারণ, অগ্রগতির এই রেখাগুলিতে আমাদের লোক ও মালমশলার অভাব ছিল। এই ঘাটতির কারণও

পাঠক জানেন। এটা হল সেই সময় যখন অত্যন্ত শক্তিশালী ও সক্রিয় দক্ষিণ আর্মি গ্রুপ-এর চূড়ান্ত পরাজয় ঘটানোর উদ্দেশ্যে আমরা নীপারের পশ্চিম তীরে আমাদের মূল বাহিনীগুলিকে সংহত করছি। তাছাড়াও, ঠিক করা হয়েছিল যে কালিনিন, পশ্চিম ও মধ্য ফ্রন্টের অভিযানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

বাল্টিক অঞ্চলে রণক্রিয়াগুলির ফলাফল সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টের মধ্য ও দক্ষিণ প্রান্তে আমাদের সাফল্যগুলির দ্বারা পূর্বনির্ধারিত ছিল।

সামগ্রিকভাবে ধরলে আমাদের পরিকল্পনা ছিল নির্ভুল, যদিও পরবর্তীকালে উদঘাটিত হয়েছিল যে জার্মান পশ্চাদ্‌ভূমি থেকে রিজার্ভ আনার এবং বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সৈন্য পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে বদলী করার সম্ভাবনার দিকে খুবই কম মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। এগুলি অবশ্যই বিরক্তিকরভাবে ভুল হিসাব, কিন্তু সম্ভবতঃ এই ব্যাপার পুরোপুরি এড়ানো অসম্ভব। এমনকি, যাকে আমি মনে করি কাজের বেশ ভালো পদ্ধতি, যা আমরা বজায় রেখেছিলাম যুদ্ধের সেই বছরগুলিতে, এমনকি তার দ্বারাও তাদের বাতিল করা যায়নি।

আমি ইতিমধ্যেই বর্ণনা করেছি কিভাবে রণক্রিয়া ও অভিযানের পরিকল্পনা জেনারেল স্টাফ দ্বারা রচিত হয়েছিল। কিভাবে এগুলি জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স দ্বারা পরীক্ষিত ও অনুমোদিত হয়েছে তা-ও আমি ছুঁয়ে গেছি; এখন আমি আরেকটু বিস্তৃতভাবে বিষয়টি আলোচনা করতে চাই।

তৈরি পরিকল্পনা আলোচনার জন্য জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স সদস্যেরা সাধারণতঃ স্তালিনের পড়ার ঘরে একত্র হতেন। আন্তোনভ, আমি এবং জেনারেল স্টাফের কার্যনির্বাহী অঙ্গের প্রতিনিধি সেনাপতিরা এবং প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত জনগণের কমিসারিয়েটের কেন্দ্রীয় বিভাগের কথা হিসেবে না ধরলে সর্বদাই সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করতেন জুকভ ও ভ্যাসিলেভস্কি।

যেহেতু এখানেই অস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম সরবরাহ সংক্রান্ত প্রশ্নগুলির মীমাংসা হত, আমরা প্রায়ই জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ প্রখ্যাত সোভিয়েত বিমান, ট্যাংক ও আগ্নেয়াস্ত্রের নক্সাকার এ. এস. ইয়াকভলেভ, এ. এনতুপোলেভ, এস. ভি. ইলিয়ুশিন, এ. আই. মিকোইয়ান, জেড. ওয়াই. কোতিন, ভি. জি. গ্রাবিন এবং জনগণের কমিসার ডি. এফ. উস্তিনভ, ভি. এ. ম্যালিসোভ, বি. এল. ভান্নিকভ এবং এ. আই. শাখুরিন-এর সংস্পর্শে এসেছি। অস্ত্র ও সাজসরঞ্জামের ব্যাপারটা স্তালিন নিজে দেখতেন, জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ অথবা রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটির অধিবেশনে পরীক্ষা না করে একটি নতুন মডেলকেও তিনি ব্যাপক

উৎপাদনের অনুমতি দিতেন না।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর বিবেচনাধীন যে কোন সমস্যা শান্ত, ব্যবসায়ী সুলভ পরিবেশে আলোচিত হত। প্রত্যেকেই নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারত। স্তালিন আমাদের কারো মধ্যেই কোন পার্থক্য করতেন না, সবাইকে পদবী ধরে ডাকতেন, কেবল মনোতভের বেলায় অন্তরঙ্গ 'তুমি' ব্যবহার করতেন। তাঁর জন্য একটাই সম্বন্ধ—'কমরেড স্তালিন'। এমন একটিও দৃষ্টান্ত আমার মনে পড়ে না যখন বিরাট সংখ্যক যেসব লোককে তিনি জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ ডাকতেন তাঁদের কারো নাম সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক ভুলে গেছেন অথবা গোলমাল করেছেন।

যে সম্মেলনে ১৯৪৩-৪৪-এর শরৎ-শীত অভিযানের পরিকল্পনা আলোচিত হয়েছিল সেখানেও কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। সবকিছু যথারীতি চলল, পরিষ্কার একটা সিদ্ধান্তে পৌছান গেল: মূল বাহিনীগুলি ও উপকরণ পাঠাতে হবে দক্ষিণে। বাল্টিক ফ্রন্টে পাঠানো হবে শুধু যা ন্যূনতম অত্যাবশ্যক। আমরা জানি, বাস্তবে এই ন্যূনতমের চেয়ে তাদের চাহিদা বেশি হয়েছিল। ১৯৪৩-এর শরৎ এবং ১৯৪৪-এর শীতে বাল্টিক অঞ্চলে রণক্রিয়ার দীর্ঘবিলম্বিত চরিত্রের একটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল মহড়ার জন্য আক্রমণকারী পক্ষের অবস্থা ছিল খারাপ এই ঘটনা। পশ্চাদভাগে শত্রুর ছিল বাল্টিক প্রজাতন্ত্রগুলির সড়ক ও রেলপথের আপেক্ষিকভাবে সমুন্নত বুনোট। আমাদের বেলায়, যখন এই সীমান্তগুলিতে পৌছতাম তখন খুব অল্প সড়কই থাকত এবং তাদের অবস্থাতে অনেক ঘাটতিও থাকত।

প্রাকৃতিক পরিস্থিতি—বিশাল বনভূমি, কখনো জমে না এমন সব পঙ্কিল জল সত্যিকারের কঠিন অগণিত হ্রদ এবং মধ্যরেখা বরাবর প্রবাহিত নদীগুলি—এগুলিও অভিযানের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে। ট্যাংক ব্যবহারের সম্ভাবনা এই রকম ভূখণ্ডে ছিল কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ এবং যুদ্ধের সমস্ত বোঝাটাই অনিবার্যভাবে পড়েছিল পদাতিক বাহিনীর উপর। অস্পষ্ট দৃষ্টিগোচরতার ফলে কামানগুলির কার্যকারিতা হ্রাস পেয়েছিল, আরো গোলাবারুদ দরকার ছিল কিন্তু তা প্রাপ্তিসাধ্য ছিল না।

রণক্রিয়া এগিয়ে চলল, প্রত্যেক পক্ষের শক্তি ক্রমেই সমকক্ষ হয়ে উঠল এবং লড়াইটা মুখোমুখি আক্রমণের রূপ নিল যা বিপুল ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে সামান্য ফল দিত। আর্মি গ্রুপ উত্তর মূলশক্তি ছিল ৭০০০০০ জনের বেশি লোক যার

বিপরীতে আমরা হাজির করতে পারতাম মোটামুটি ১০০০০০ জনকে। বিশেষ প্রাকৃতিক অবস্থা এবং গোলাগুলির ঘাটতির পরিপ্রেক্ষিতে দ্রুত যুদ্ধজয়ের পক্ষে এটা আদৌ যথেষ্ট ছিল না। যেখানে ১৯৪৪-এর জানুয়ারী পর্যন্ত লেনিনগ্রাদে স্থানীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ লড়াইতে আমরা সীমাবদ্ধ ছিলাম এবং অবরোধ ভাঙবার প্রস্তুতির দিকে আমাদের প্রায় সবটুকু মনোযোগ নিবদ্ধ রেখেছিলাম সেখানে বাল্টিক অঞ্চলের কেবল দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব প্রবেশমুখে অপরিহার্যভাবে শত্রুকে সোভিয়েত বাহিনীর আক্রমণের ঘটনাটির ফলে সাফল্য মোটেই সহজ হয়নি।

অবশ্য এসবের অর্থ এই নয় যে বাল্টিক অঞ্চলে ১৯৪৩-এর শরৎ ও ১৯৪৪-এর শীতের রণক্রিয়ার কোন ফল হয়নি। আমাদের বাহিনী শত্রুর প্রচণ্ড ক্ষতিসাধন করেছে, তার সৈন্যদের বিরাট এক অংশকে আটকে দিয়েছে এবং অগ্রগতির মূলরেখা থেকে নাৎসী কম্যাণ্ডের মনোযোগ সরিয়ে দিয়েছে। শেষতঃ, এই রণক্রিয়াগুলি পরিণামে লেনিনগ্রাদে যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ জয়লাভ ঘটেছিল নিঃসন্দেহে তার সহায়তা করেছিল।

ঐ সময় বাল্টিক অঞ্চলে আমাদের রণক্রিয়াগুলির পরিকল্পনা কিভাবে চূড়ান্ত আকার নিল তার একটু বর্ণনা বেশ আকর্ষণীয় হবে।

লেনিনগ্রাদ ও ভলখভ ফ্রন্ট ছাড়াও বাল্টিক অঞ্চলের দূরবর্তী প্রবেশমুখে অন্য দুটি ফ্রন্ট উত্তর-পশ্চিম ও কালিনিন যুদ্ধে রত ছিল। পশ্চিম ফ্রন্টের লাতভিয়া ও লিথুয়ানিয়ার সীমান্তের নিকটবর্তী হবারও দরকার পশ্চিম ফ্রন্টের ছিল। ১৯৪৩-এর শরৎকালে জেনারেল স্টাফ স্তারায়া রুশা অঞ্চল থেকে পশ্চিমমুখে উত্তর-পশ্চিম ফ্রন্টের সঙ্গে একযোগে মূল আঘাত হানার সম্ভাবনা বিবেচনা করছিল। আমরা অবশ্য যে সিদ্ধান্তে পৌছালাম তা এই যে নিজের দুর্বলতা, ভূখণ্ডটিতে নানা অসুবিধা এবং স্থিতিশীল শত্রুব্যূহ এসবের জন্য এই ফ্রন্টটি তার পথে অবস্থিত শত্রুর ১৬শ ফৌজকে চূর্ণ করতে পারবে না।

এরপর আমরা পশ্চিম ফ্রন্টের দ্বারা ব্যূহভেদ ও তার বাহিনীর একাংশের অনুসৃত উত্তর-মুখী মোড় নেবার সম্ভাবনা বির্বেচনা করলাম। এর ফল হবে কালিনিন ফ্রন্টের বিপরীত দিকে জার্মানদের গুটিয়ে নেওয়া এবং সেই ফ্রন্টটিকে নেভেল ও রেজেকনেতে নিয়ে আসা। এদিকে কালিনিন ফ্রন্টের এক ধাক্কায় শত্রুর পার্শ্ব ও পশ্চাদভাগগুলি উন্মুক্ত হয়ে পড়বে, উত্তর-পশ্চিম ফ্রন্টে তার

প্রতিরোধ দুর্বল হয়ে পড়বে যার ফলে সে অগ্রসর হতে পারবে। এই চিন্তাটি বেশ প্রলুব্ধ করে কিন্তু একেও বাতিল করতে হয় কারণ এর সাফল্য নির্ভর করছিল পশ্চিম ফ্রন্টের উপর যার আক্রমণ দিনে দিনে নিয়মিতভাবে মন্থর হয়ে আসছিল। পার্শ্বভাগগুলির একটিতে গভীর একটা ধাক্কা এবং তার অনুক্রমণ এর উপর নির্ভর করে কোন লাভ ছিল না।

অন্যান্য বিকল্পও ছিল, আর্মি গ্রুপ উত্তরকে অন্যান্য স্থল বাহিনী ও জার্মান ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার চিন্তার উপর সবগুলির ভিত্তি। তা অর্জনের জন্য ফ্রন্টগুলির একটির পোলোৎস্ক, দৌগাভপিল্‌স্ (দ্‌ভিন্‌স্ক্) অভিমুখে পশ্চিম দ্‌ভিনা বরাবর অগ্রসর এবং রিগার দিকে ভেদ করে বেরিয়ে যাবার দরকার ছিল। একই সময়ে, শত্রুর বাল্টিক দলকে সন্নিহিত ফ্রন্টগুলির সাহায্যে ভেঙে ফেলা এবং প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় খণ্ড খণ্ড করে ধ্বংস করার ছিল।

লেনিনগ্রাদ, ভলখভ ও উত্তর-পশ্চিম ফ্রন্টের বিপরীত দিকে শত্রুর সম্ভাব্য সরে যাওয়ার খবরগুলি জেনারেল স্টাফ-এ পৌঁছানোর সুস্পষ্ট প্রভাব পড়েছিল অন্যগুলির বদলে এই কর্মপন্থাটি বেছে নেবার উপরে। এখন আমরা জানি যে আর্মি গ্রুপ উত্তরের কম্যাণ্ড বাস্তবিকপক্ষে পশ্চিম দ্‌ভিনা রেখায় সরে যাবার প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু জার্মান হাইকম্যাণ্ড এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করে এবং জেনারেল লিণ্ডেনম্যান, যিনি এটা নিয়ে জিদ করেছিলেন, তিনি অবিলম্বে তাঁর অধিনায়কত্ব জেনারেল ফ্রিজনারকে তুলে দেন। কোন সেনা প্রত্যাহার ঘটল না। শত্রু একগুঁয়ের মত তার অবস্থানগুলি আঁকড়ে রইল এবং তার প্রতিরক্ষাকে ধূলিসাৎ করার আমাদের যাবতীয় প্রয়াসকে ভীষণভাবে প্রতিহত করল।

১৯৪৩-এর ৭ই অক্টোবর, একপক্ষকাল তিক্ত লড়াইয়ের পর আমাদের বাহিনী শত্রুর একটি ঘাঁটি ও রণক্রিয়ার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ কেন্দ্র নেভেল শহরটি দখল করল। রণাঙ্গনের কাছে একমাত্র পার্শ্বস্থ রেলপথটি শত্রু হারাল। তবু, তার চেয়েও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল যে নেভেল শত্রুর দুই আর্মি গ্রুপ—উত্তর ও মধ্যের মাঝামাঝি সীমানায় অবস্থিত ছিল। এটা হারানোয় এই দুটি রণক্রিয়াগত সংগঠনের মধ্যে সমন্বিত ক্রিয়াকলাপ বাধা পেল এবং যদি আমরা পশ্চিমদিকে আমাদের আক্রমণকে আরো ঠেলে নিয়ে যাই তবে বাল্টিক অঞ্চলে শত্রুসৈন্য তার ডান পাশের প্রতিবেশী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। স্বভাবতঃই, শত্রুর কম্যাণ্ড আমাদের নেভেল-এর সাফল্যের একটা বড় রকমের বিজয়ে পরিণত হওয়া ঠেকানোর জন্য তার সাধ্যমত সবকিছু করেছিল।

ভয়ংকর লড়াই চলল গোরোদক অঞ্চলে, যেটির দখল আমাদের পক্ষে সম্ভব করে তুলবে ভিটেব্‌স্ক ও আর্মি গ্রুপ মধ্য-র গোটা বামপার্শ্বটিকে উত্তর দিক থেকে সরিয়ে দেওয়া।

শত্রু এইসব কৌশল পুরোপুরি অনুধাবন করেছিল। তার স্থলবাহিনীকে সাহায্য করার জন্য সে হাজির করছিল অতিরিক্ত বিমান, এবং নেভেল ও গোরোদক-এর আকাশে টাটকা বোমারু ও লড়াকু বিমানের সংগঠনগুলির আবির্ভাব ঘটল।

আমরা নিজেরা অতিরিক্ত কিছু ব্যবস্থা নিলাম। অক্টোবরের মাঝামাঝি নাগাদ একটি নতুন ফ্রন্ট, বাল্‌টিক ফ্রন্ট, ইদ্রিৎসার অগ্রগতির লাইনে গঠন করা হল প্রাক্তন ব্রিয়ান্‌স্ক ফ্রন্টের কম্যাণ্ড ও ইউনিটগুলিকে এবং সেই সঙ্গে পার্শ্ববর্তী ফ্রন্টগুলি থেকে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর রিজার্ভগুলিকে সরিয়ে এনে। এই নতুন ফ্রন্টের অধিনায়কত্ব নিলেন জেনারেল এম. এম. পোপোভ যিনি এর মাত্র কিছু আগেই তাঁর প্রতিবেশীর সেক্টরের মধ্য দিয়ে শত্রুর ব্রিয়ান্‌স্ক দলের পশ্চাদভাগে আঘাত করার একটা অত্যন্ত সুকৌশলী রণক্রিয়া পরিচালনা করেছেন। এরই পরিণতিতে মুক্ত হয়েছিল ব্রিয়ান্‌স্ক অরণ্যের সমগ্র বিস্তার এবং তার গুরুত্বপূর্ণ রেলজংশন সহ খোদ ব্রিয়ান্‌স্ক শহরটি।

এম. এম. পোপোভ এখন ইদ্রিৎসা দলকে চূর্ণ ও রিগার পথ উন্মুক্ত করার উপক্রম করলেন। ১লা নভেম্বর শুরু হল কঠিন লড়াই। নাৎসী কম্যাণ্ড রণাঙ্গনের অন্যান্য খণ্ড থেকে পাঁচটি ডিভিশনকে নিয়ে এল। শত্রু প্রতিরোধের তীব্রতা বৃদ্ধি পেল এবং আমাদের অগ্রগতির পরিমাপ হতে লাগল কয়েকশ মিটার-এ।

পরিস্থিতিকে আমাদের অনুকূলে পাল্টাবার জন্য কিছু একটা করার দরকার ছিল। যে সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে একটা হল প্রাক্তন কালিনিন ফ্রন্ট-এর* সেক্টরে অগ্রগতির ইদ্রিৎসা লাইন থেকে আসা বাহিনীগুলিকে পুনর্গঠিত করা। হিসেব করা হয়েছিল যে এরকম একটা পুনর্গঠনের পর প্রথম বাল্‌টিক ফ্রন্ট গোরোদক ও ভিটেবস্ক দখল করবে এবং তারপর পোলোৎস্ক, দ্‌ভিন্‌স্ক ও রিগার দিকে ঠেলে এগোবে।

এর উপরে প্রথম বাল্‌টিক ফ্রন্টের কম্যাণ্ডেও পরিবর্তন হল। ১৯৪৩-এর ১৯শে নভেম্বর এটি জেনারেল আই. কে. ব্যাগ্রামিয়ানের অধিনায়কত্বে ন্যস্ত হল। পদটি

---

* ১৯৪৩-এর ২০শে অক্টোবর কালিনিন ফ্রন্টের নাম পাল্টে রাখা হল প্রথম বাল্টিক ফ্রন্ট, বাল্টিক ফ্রন্ট হল দ্বিতীয় বাল্টিক ফ্রন্ট।

গ্রহণ করার ঠিক পরের দিন তিনি একটা আদেশ পেলেন যাতে বলা হয়েছে, ''গোরোদক-এর ব্যাপার শেষ করে ফেলুন।'' অবশ্য, হুকুম হুকুমই, কিন্তু এই শহর দখল, যা ভিটেবংস্ক ও পোলোৎস্ক-এর দিকে আরো অগ্রগতির পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ, তৎক্ষণাৎ তাকে কার্যকরী করা গেল না। একটি মাস পরে দখলদারী বাহিনীর কাছ থেকে তা মুক্ত হয়েছিল কঠিন ও রক্তাক্ত লড়াইয়ের পর।

বাল্‌টিক প্রবেশমুখের ঘটনাবলীর বিকাশের দিকে স্তালিন তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন। আন্তোনভ ও আমাকে তাঁর কাছে রিপোর্ট করার জন্য অনেক বেশি ছুটতে হল 'কাছের বাড়ি'-তে। আমরা একদিন ঠিক ডিনারের সময়ে হাজির হলাম (সন্ধ্যা ৯টা থেকে ১০টার মধ্যে কিংবা কখনো আরো পরে স্তালিন ডিনার করতেন); সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক দ্রুত সব বকেয়া প্রশ্নগুলির মীমাংসা করে ফেললেন এবং খাবার ঘরে আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন। একাধিকবার এটা ঘটেছে এবং কিছু খুঁটিনাটি আমার এখনো স্মরণে আছে।

স্তালিনের ওখানে ডিনার, খুব বড়সড় হলেও, কখনো টেবিলে সরবরাহ করা হত না। যা কিছু দরকার ভৃত্যরা কেবলমাত্র তা নিয়ে আসত এবং নিঃশব্দে রেখে চলে যেত। টেবিল আগেভাগে সাজানো হত রুটি, ব্রাণ্ডি, ভদ্‌কা, নির্জলা মদ, মশলা, লবণ, নানারকম শাকপাতা, তরিতরকারী এবং ব্যাঙের ছাতা। সচরাচর হ্যাম, ধোঁয়ায় রান্না সসেজ অথবা অন্যান্য—এই গোছের কিছুই থাকতো না। স্তালিন টিনের খাবার সহ্য করতে পারতেন না।

প্রথম পদের খাবার বড় পাত্রতে করে একটু পাশে অন্য একটা টেবিলের উপরে রাখা হত, যেখানে পরিষ্কার প্লেট গাদা করা থাকত।

স্তালিন পাত্রগুলোর কাছে যেতেন, ঢাকনা তুলে দেখতেন, জোরে অথচ বিশেষ কাউকে সম্বোধন না করে বলতেন: আহ্, স্যুপ···। এটা মাছ···। আর এটা বাঁধাকপি···। আমরা একটু বাঁধাকপির স্যুপ নেব, এবং তিনি নিজের প্লেটটা ভরে নিজেই টেবিলে নিয়ে যেতেন।

উপস্থিত অন্য সবাই পদমর্যাদা নির্বিশেষে বিনা নিমন্ত্রণে তাই করতেন, যা ভালো লাগে নিজেই নিয়ে নিতেন। তারপরে দ্বিতীয় পদের খাবারগুলি আনা হত এবং প্রত্যেক ব্যক্তি আবার তার যা সবচেয়ে ভাল লাগে তা বেছে নিত। পান অবশ্য কমই হত, প্রত্যেকে এক বা দুই গ্লাস করে। প্রথমবার আন্তোনভ ও আমি একেবারেই পান করিনি। স্তালিন তা লক্ষ্য করলেন এবং মৃদু হেসে বললেন: "জেনারেল স্টাফ ও প্রত্যেকে এক গ্লাস করে পেতে পারে।"

শেষ পদে ফলমিষ্টির-র বদলে সাধারণতঃ চা থাকত। প্রকাণ্ড একটা ফুটন্ত সামোভার থেকে গরম জল ঢালা হত, এটিকেও সেই একই আলাদা টেবিলে রাখা হত। চা-ভর্তি চায়ের পাত্রটিকে সামোভারের মাথায় গরম রাখা হত।

ডিনারের সময় কথাবার্তাগুলিও হত প্রধানতঃ বাস্তব ধরনের, যুদ্ধ, শিল্প, কৃষি সংক্রান্ত প্রশ্নগুলি নিয়ে। বেশির ভাগ কথা বলতেন স্তালিন, অন্যেরা কেবল তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতেন। কালেভদ্রে তিনি কোন বিমূর্ত বিষয়ে কথা বলতে যেতেন।

পরে আমি যখন জেনাবেল স্টাফ প্রধান হয়েছিলাম তখন কেবল মস্কোয় নয়, দক্ষিণেও স্তালিনের সঙ্গে ডিনার করেছি, তাঁর ছুটির সময় রিপোর্ট দেবার জন্য ওখানে আমাদের ডাকা হত। ঠিক একইভাবে এখানেও বেসরকারী টেবিল অনুষ্ঠান বজায় রাখা হয়েছিল।

এবার বাল্টিক রণক্রিয়ায় ফিরে আসা যাক। ১৯৪৪-এর শীতকালে এই এলাকার জন্য একটা বুদ্ধি ভেবে বের করতে জেনারেল স্টাফ ও জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স ব্যস্ত ছিল। প্রত্যাশা ছিল যে লেনিনগ্রাদের বোঝা নামায় এখানকার পরিস্থিতি আমাদের অনুকূলে পরিবর্তিত হবে।

শহরটির মুক্তি ও নাৎসী আক্রমণকারীদের লেনিনগ্রাদ অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করার জন্য লেনিনগ্রাদ ও ভলখভ ফ্রন্টের রণক্রিয়া সম্পূর্ণ হল ফেব্রুয়ারীর শেষ নাগাদ। এটা ছিল এক চমৎকার বিজয়। বিশ্বজুড়ে প্রগতিশীল মানুষ, যাঁরা উত্তেজনা ও আবেগ নিয়ে বহুকালাবধি দুর্গত ঐ শহরের সংগ্রামকে লক্ষ্য করেছেন তাঁরা এতে আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠলেন। নেভার তীর থেকে সোভিয়েত বাহিনী সামনের দিকে নার্ভার তীরে ঝাঁপিয়ে পড়ে এস্তোনিয়া প্রজাতন্ত্রে একটা পা রাখার মত শক্ত জায়গা লাভ করল, প্স্কভ-এ পৌছাল এবং অস্ত্রভ-এর কাছে এগিয়ে গেল।

দ্বিতীয় বাল্টিক ফ্রন্টের প্রয়াস, যা কিনা লেনিনগ্রাদকে স্বস্তি দেবার রণক্রিয়ার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, ততটা সফল হল না। এখানে কেবলমাত্র করণীয় কাজের প্রথম অংশটি সাধিত হল ; জার্মান ১৬শ বাহিনীকে আটকে রাখা এবং নোভোস-কোলনিকি দখল হল। যুদ্ধ যদিও তীব্র হল, তবু ভেতরের দিকে অনুপ্রবেশ ঘটল না এবং ইদ্রিৎসার চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার পূর্বে এসে সৈন্যেরা থেমে গেল। আরো দক্ষিণে প্রথম বাল্টিক ফ্রন্ট পোলোৎস্ক ও ভিটেব্স্ক-এর প্রবেশমুখে পৌছেছিল।

এর সার ফল হল এই যে আমাদের বাহিনীগুলি নিজেদের এক বিস্তৃত ও সুনির্মিত ব্যূহের মুখোমুখি দেখতে পেল। সামনের পথ রোধ করে আছে সুরক্ষিত

প্স্কভ-অস্ত্রভ অঞ্চল, তার সাহায্যে দক্ষিণে রয়েছে জার্মান ১৬শ ফৌজের মূল বাহিনীগুলি।

জেনারেল স্টাফ ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি শত্রুকে বাল্‌টিক অঞ্চলে পরাজিত করার জন্য নতুন রণক্রিয়ার পরিকল্পনা রচনা শুরু করল। যথারীতি আন্তোনভ ছিলেন প্রকল্পটির দায়িত্বে। অব্যবহিত পরে ক্রিমিয়া থেকে ফিরে আমি যোগ দিলাম।

১৫ই ফেব্রুয়ারী ভলখভ ফ্রন্টকে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল এবং আর তা হিসেবের মধ্যে ছিল না। ভেঙে দেবার প্রস্তাবটি করেছিলেন লেনিনগ্রাদ ফ্রন্টের অধিনায়ক জেনারেল এল. এ. গোভোরভ, তিনি মনে করতেন প্স্কভ-এর অগ্রগতির লাইনে নিয়ন্ত্রণে সমতা রক্ষার জন্য গোটা প্স্কভ খণ্ডটিকেই তাঁর হাতে তুলে দেওয়া উচিত। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স তাঁর সঙ্গে একমত হয়েছিল কিন্তু দেখা গেল এটা ভুল হয়েছে। রণক্ষেত্রের বাস্তবতা অবিলম্বে দাবী করল যে প্রায় এই খণ্ডটিতেই একটা তৃতীয় বাল্‌টিক ফ্রন্ট গঠন করা দরকার।

বাল্‌টিক অঞ্চলে তার নতুন রণক্রিয়ার পরিকল্পনায় জেনারেল স্টাফ-এর লক্ষ্য ছিল শত্রুকে তার প্রয়াস নানাদিকে অপচয় করতে বাধ্য করা, এদিকে আমাদের নিজেদের সৈন্য এবং সাজসরঞ্জাম নির্ধারিত জায়গাগুলিতে কেন্দ্রীভূত করা এই সাধারণ নীতি অনুসারে লেনিনগ্রাদ ফ্রন্টের মূল খোঁচাটি পরিচালিত হবে নার্ভা যোজক পেরিয়ে পারনু অভিমুখে এবং তারতু-র পাশ কাটিয়ে উত্তর দিকে। এই ফ্রন্ট একটি সহায়ক কিন্তু অত্যন্ত জোরালো আঘাত হানবে প্স্কভ-এ, পশ্চিম দ্ভিনার নিম্নাংশের সাফল্যকে সম্ভব হলে কাজে লাগিয়ে এটি ঘটবে। শেষতঃ তার কিছু সৈন্য চুদ্স্কয়ে হ্রদের দক্ষিণ প্রান্ত ঘুরে যাবে এবং তারতু-তে আঘাত হানবে।

আগের মতই দ্বিতীয় বাল্‌টিক ফ্রন্টের মূল খোঁচায় লক্ষ্য ছিল ইদ্রিৎসা, রেজেকনি অভিমুখে। সহায়ক খোঁচা দেওয়া হবে অস্ত্রভ এবং ওপোচ্কায়।

সেবেঝ খণ্ডে, যেটি দক্ষিণে ইদ্রিৎসা খণ্ডের সীমান্তবর্তী, আমরা প্রথম বাল্‌টিক ফ্রন্টের ডান প্রান্ত দিয়ে এক রণক্রিয়ার পরিকল্পনা করলাম। কিন্তু এই ফ্রন্টের মূল বাহিনীগুলিকে ভিটেব্স্ক-এ আক্রমণ অভিযানের সৃষ্টি করতে হবে।

প্রথম ও দ্বিতীয় বাল্‌টিক দুটি ফ্রন্টের সন্নিহিত পার্শ্বভাগগুলিতে যুক্ত প্রয়াসের পরিকল্পনা হল ইদ্রিৎসায় যুদ্ধের স্রোত ঘুরিয়ে দেবার এবং গোটা বাল্‌টিক রণক্রিয়ার উপর এক অনুকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির জন্য।

এই যুক্ত আঘাত কেবল শত্রুব্যূহকে ভেঙে ফেলবে তাই নয়, এতে বাল্‌টিক

অঞ্চলে তার সৈন্যদের বন্ধ করে দেওয়া এবং আমাদের সৈন্যদের রিগায় বের করে আনার প্রতিশ্রুতিও ছিল।

জেনারেল স্টাফ-এর চিন্তাকে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স পূর্ণ সমর্থন জানালেন এবং ১৯৪৪-এর ১৭ই ফেব্রুয়ারী সেই অনুসারে দ্বিতীয় ও প্রথম বাল্টিক ফ্রন্টকে
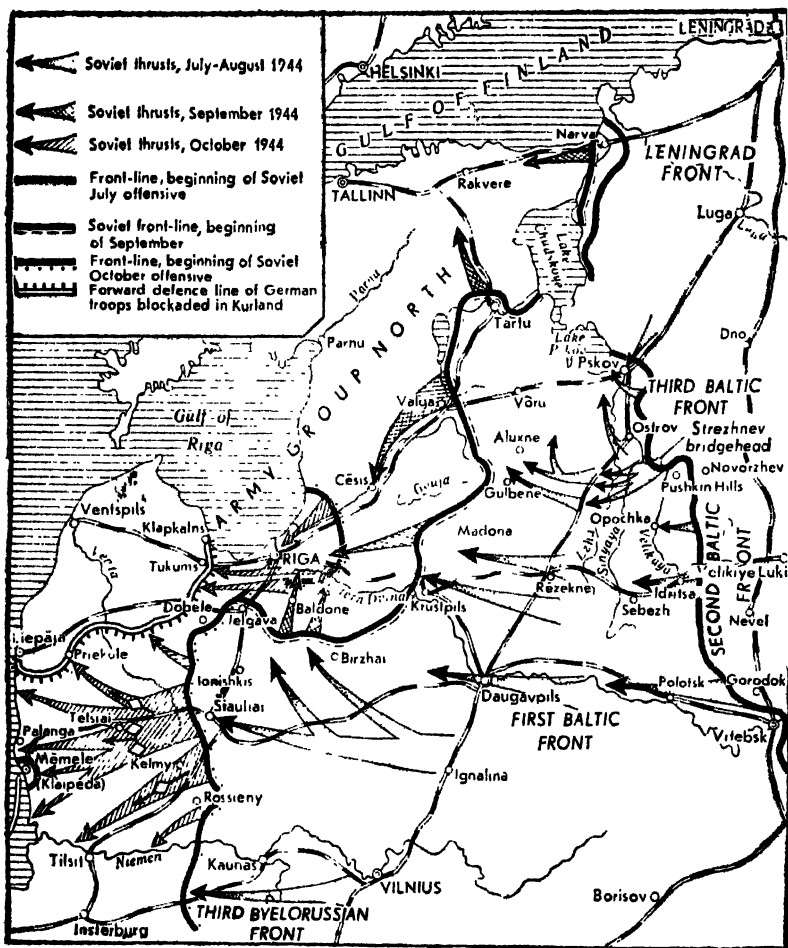
বাল্টিক অঞ্চলে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আক্রমণ

বুঝিয়ে দেওয়া হল। এই দুটি ফ্রন্টের কাজের সঙ্গে সমন্বয় সাধনের জন্য জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স তার প্রতিনিধি সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল এস. কে.

টিমোশেংকোকে পাঠালো বাল্টিক অঞ্চলে। বলতেই হবে যে আমি কোন আশায় মোটেই উৎফুল্ল হলাম না। একটা ব্যাপার, এই অঞ্চলে অতীত রণক্রিয়াগুলি বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নি। দ্বিতীয়ত., জেনারেল স্টাফ-এর লোকদের প্রতি টিমোশেংকোর সন্দেহপ্রবণ দৃষ্টিভঙ্গির কথা আমি বিলক্ষণ জ্ঞাত ছিলাম। তবে হুকুম হুকুমই। আমি আবার সমস্ত কাগজপত্র আগাগোড়া পরীক্ষা করলাম, আমার সহকারীদের বাছাই করলাম এবং রওনা হবার জন্য তৈরি হলাম।

নির্ধারিত সময়ে রিগা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে আমরা সমবেত হলাম। মার্শালের একটু দেরি হল এবং ছোট যে বিশেষ ট্রেনটি আমাদের নিয়ে যাবে তার প্রধান নার্ভাস হয়ে পড়ল ; লাইনে যানবাহনের প্রচণ্ড চাপের দরুন ট্রেন ছাড়তে সামান্য বিলম্বের ফলে ভ্রমণকালে কয়েকঘণ্টা দেরির ধাক্কায় ফেলে দিতে পারে।

শেষ পর্যন্ত মার্শাল উপস্থিত হলেন। স্পষ্টতঃই তাঁর মেজাজ খারাপ ছিল। তিনি আমাকে শীতল অভিবাদন জানালেন এবং তৎক্ষণাৎ নিজের গাড়িতে চলে গেলেন। আমাদের জন্য আরেকটা গাড়ি ছিল। তৎক্ষণাৎ গাড়ি ছেড়ে ছিল।

একটু পরেই আমি মার্শালের সঙ্গে সান্ধ্যভোজে নিমন্ত্রিত হলাম এবং এই ভোজ পরিণত হল অত্যন্ত অপ্রীতিকর কিছু কৈফিয়ৎ চাওয়ায়।

"আমার সঙ্গে আপনাকে কেন পাঠানো হয়েছে ?" মার্শাল তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞেস করলেন এবং আমার জবাবের অপেক্ষা না রেখেই বলে চললেন : "আচ্ছা, আমাদের মত বুড়ো লোকদের তাহলে আপনারা শেখাতে চান, তাই না ? আমাদের উপর নজর রাখা ? দেখুন, আপনারা সময় নষ্ট করছেন···। যখন আমরা যুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করেছি, আপনাদের জন্য সোভিয়েত ক্ষমতা দখল করেছি তখন আপনারা টেবিলের নিচে হাঁটি-হাঁটি পা-পা করতেন। এখন আকাডেমী থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়ে তো ধরাকে সরা জ্ঞান করছেন···। বিপ্লব যখন আরম্ভ হয় তখন বয়স কত ছিল ?

আমি জবাব দিলাম যে তখন আমি ছিলাম দশ বছরের, আর অবশ্যই বিপ্লবে কোন রকম অবদান রাখিনি।

"হ্যাঁ, তাই বলুন !" মার্শাল বিদ্রূপের সঙ্গে শেষ করলেন।

এই কথাবার্তা আমার মধ্যে একটা ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধের সৃষ্টি করল এবং আমি তাঁকে বিশেষ জোর দিয়ে বললাম যে আমার মাত্র একটি কর্তব্যই সাধন করার আছে—যা কিনা তাঁর উপস্থিতিতেই আমার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে—

আর কিছু নয়। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে, তাঁর কাছ থেকে আমি নিজে শিখতে প্রস্তুত, আর যদি কোনভাবে আমার সাহায্য দরকার হয়, সাধ্যমত আমি করব।

"ঠিক আছে তবে, কূটনীতিক," একটু ভদ্রভাবে মার্শাল বললেন। "শুতে যাওয়া যাক এবার। কার কি দাম তা সময়েই বোঝা যাবে।"

এবং এই "উৎসাহব্যঞ্জক" মুখবন্ধের পরে আমি আমার কর্তব্য হাতে তুলে নিলাম।

২৮শে ফেব্রুয়ারী আমরা স্পিচিনোতে দ্বিতীয় বাল্‌টিক ফ্রন্টের পরিচালন ঘাঁটিতে উপস্থিত হলাম। ফৌজের সেনাপতি এম. এম. পোপভ রণাঙ্গনের ঐ পরিস্থিতিতে যতটা আরামদায়ক আস্তানা সম্ভব তা আমাদের দিলেন। এটা হল আমাদের সবার জন্য একটা কুটির, তার চারপাশে লম্বাভাবে কাটা সংকীর্ণ পরিখা।

পরদিন, ২৯শে ফেব্রুয়ারী টিমোশেংকো পরিস্থিতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করলেন এবং ফ্রন্ট দুটির মধ্যে সমন্বয় সংক্রান্ত কিছু বিষয়ের মীমাংসা করলেন। এর পরে জেনারেল আই. কে. ব্যাগ্রামিয়ান উপস্থিত হলেন। তিনি যখন জেনারেল স্টাফ আকাডেমীতে আমাদের শিক্ষক ছিলেন তখন থেকেই আমি ব্যাগ্রামিয়ানকে অত্যন্ত পছন্দ করতাম। একটি ফ্রন্টের রণক্রিয়া বিভাগের প্রধান হিসাবে তিনি যুদ্ধ শুরু করেছিলেন, তারপর তিনি ফ্রন্টের একজন চিফ্ অব স্টাফ হলেন এবং সাফল্যের সঙ্গে একটি বাহিনী পরিচালনা করেছেন। তাঁর সঙ্গে মিলে রণক্রিয়াগত সাফল্যগুলির সমাধান করা সর্বদাই সহজ ছিল। তিনি ও পোপভ সব ব্যাপারে চট করে একমত হলেন এবং দুই সেনাপতি মার্শালকে রিপোর্ট করলেন যে তাঁদের ফ্রন্ট ১লা মার্চ অভিযানটি শুরু করার জন্য প্রস্তুত হবে। যেহেতু পরিকল্পনাটির সঙ্গে তারিখটি মিলে গেল এবং আর কোন সংশোধনের প্রস্তাব ছিল না, মার্শালের পক্ষে অভিযানটি অনুমোদন না করে আর উপায় রইল না।

কিছু লেখক ভুলবশতঃ মনে করেন যে ১৯৪৪-এর ১লা মার্চ দ্বিতীয় বাল্‌টিক ফ্রন্ট রক্ষণাত্মক লড়াইতে চলে গিয়েছিল। বাস্তবে ঘটনা সম্পূর্ণ অন্য পথ নিয়েছিল।

১লা মার্চ, ১১.২০-টার সময়, গোলন্দাজী প্রস্তুতির পরে প্রথম ও দ্বিতীয়

বাল্টিক ফ্রন্টের বাহিনীগুলি শত্রুর অবস্থানগুলিকে আক্রমণ করল। দ্বিতীয় বাল্টিক ফ্রন্টের খণ্ডগুলিতে প্রথম দিনের লড়াইয়ের ফলাফল হল পরিষ্কারভাবে অসন্তোষজনক। সারাটা দিন আমরা ছিলাম একটা পুরোবর্তী পর্যবেক্ষণ ঘাঁটিতে এবং কি ভয়ংকরভাবে জার্মানরা আত্মরক্ষা করল, কি তীব্র ছিল তাদের কামান ও মেসিনগানের গোলাগুলি বর্ষণ তা দেখলাম। তারা আমাদের পদাতিক বাহিনীকে আক্ষরিকভাবেই নড়বার কোন সুযোগ দিল না।

মনে হয়েছিল যে প্রথম বাল্টিক ফ্রন্টের শুরুটা বেশ ভালই হয়েছে, কিন্তু সে তার সাফল্যকে আর কাজে লাগাতে সক্ষম হল না। বন্দীদের জিজ্ঞাসাবাদে দেখা গেল শত্রু আমাদের অভিযানের কথা জানত এবং আগেভাগেই প্রস্তুতি নিয়েছিল। তার গোলাবর্ষণের ব্যবস্থাটি গড়ে তোলা হয়েছিল আমাদের আক্রমণের লক্ষ্য সম্বন্ধে পূর্বজ্ঞানের ভিত্তিতে এবং সোভিয়েত অনুসন্ধানীদলের কাছ থেকে অনেক কিছু গোপন রাখা হয়েছিল। আমাদের গোলন্দাজী প্রস্তুতির সাহায্যে তাদের ব্যূহ চূর্ণ করতে আমরা সফল হলাম না এবং আমাদের পদাতিক বাহিনী বিমান বহরের কাছ থেকেও কোন সাহায্য পেল না, তাদের কাজকর্ম খারাপ আবহাওয়ার দরুন সীমাবদ্ধ হয়েছিল। পরদিনও আমাদের মুহুর্মুহু আক্রমণ প্রায় নিষ্ফল হল।

আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ার কোন অর্থ হত না এবং সাময়িকভাবে তা বন্ধ করা হল। এইসব ব্যর্থতার মূল অনুসন্ধান দরকার ছিল এবং ভবিষ্যতে এগুলি সবচেয়ে ভাল করে কিভাবে সংগঠিত করতে হবে তা চিন্তা করা। এই উদ্দেশ্যে ৩রা মার্চ সবাই আবার দ্বিতীয় বাল্টিক ফ্রন্টের পরিচালন ঘাঁটিতে একত্র হলেন। অত্যন্ত দীর্ঘ এক অধিবেশনের পরে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে যতক্ষণ না আমরা লোকবল ও সাজসরঞ্জামের দিক দিয়ে শত্রুর উপর বিরাট প্রাধান্য লাভ করতে পারব ততক্ষণ ইদ্রিৎসা খণ্ডে শত্রুর অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যূহভেদের চেষ্টায় অভীপ্সিত দ্রুত ফল পাওয়া যাবে না। এই খণ্ডে উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতি এবং গোলাগুলির বিপুল ব্যয় ছিল অবশ্যম্ভাবী। আমাদের অনুসন্ধানী দল রিপোর্ট করল যে শত্রু ইদ্রিৎসা অঞ্চলে আরো তিনটি পদাতিক ডিভিশন ও একটি প্যাঞ্জার ডিভিশন নিয়ে এসেছে।

৮-১০ দিনের জন্য রণক্রিয়া স্থগিত রাখা ঠিক হল যে সময়ের মধ্যে, আমাদের আশা, আমরা আমাদের বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করতে, গোলাবারুদের ভাঁড়ার গড়ে তুলতে পারব, তৃতীয় অশ্বারোহী কোর, আমাদের অনুরোধে দ্বিতীয় বাল্টিক

ফ্রন্টের জন্য যাকে বরাদ্দ করা হয়েছিল তা-ও এসে যাবে।

এতেও সবাই একমত হলেন যে রণাঙ্গনের এক সংকীর্ণ খণ্ডে ইদ্রিৎসাদলের উপরে মুখোমুখি আক্রমণের চিন্তা ছাড়তে হবে। মনে হল যেন আক্রমণের সম্মুখভাগকে আরো বিস্তৃত করাটা, যাতে ইদ্রিৎসার উত্তরে একটা বেশি সুবিধাজনক পার্শ্ব অতিক্রম করে এগিয়ে যাবার লাইন বেছে নেয়া যায়, বেশি কাজের হবে। চিন্তাকে আমরা প্রস্তাবের আকারে সূত্রবদ্ধ করলাম, তাকে একটি বাস্তব রণক্রিয়া পরিকল্পনায় সজ্জিত করলাম এবং সেইদিনই এগুলিকে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ পাঠিয়ে দিলাম। দ্বিতীয় বাল্‌টিক ফ্রন্টের মূল ঘা দিতে হবে সোজাসুজি পশ্চিমে পুস্‌তোশ্‌কা-ইদ্রিৎসা রেলপথের উত্তরে দুটি ফৌজের সাহায্যে। সহায়ক সেক্টর-গুলির প্রায় সব লোক ও সাজসরঞ্জামকে এখানে কেন্দ্রীভূত করতে হবে। কেবলমাত্র একটি ডিভিশন ও একটি ব্রিগেডকে রাখা হল লেনিনগ্রাদ ফ্রন্টের সীমানায়। প্রথমে বাল্‌টিক ফ্রন্টের খোঁচাটা পরিকল্পিত হয়েছিল নেভেলের পশ্চিম অঞ্চল থেকে একই রেলপথ বরাবর এবং তাও দেওয়া হবে দুটি ফৌজের সাহায্যে।

মস্কো থেকে জবাব এল কয়েক ঘণ্টা পরে। আমাদের মূল উদ্দেশ্যের অর্থ করা হল দ্বিতীয় বাল্‌টিক ফ্রন্টের মূল বাহিনীগুলির দ্বারা ইদ্রিৎসার উত্তরে ভেলিকায়া নদীর বাঁ তীরে বাধা ভেঙে বেরিয়ে আসা এবং দুটি ফ্রন্টের যুগ্ম প্রয়াসে ইদ্রিৎসা দলের ধ্বংস সাধন। আমাদের কঠোরভাবে সতর্ক করে দেওয়া হল লেনিনগ্রাদ ফ্রন্টের সীমান্তকে দুর্বল করার ব্যাপারে। প্রথম বাল্‌টিক ফ্রন্টকে নির্দেশ দেওয়া হল আগের মতই সেবেঝ-এ আঘাত হানার জন্য।

এইভাবে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স আবার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল ইদ্রিৎসা অঞ্চলের দিকে।

মার্শাল টিমোশেংকো ছিলেন একটা খুব বেকায়দা অবস্থায়। তিনি জানতেন যে দ্বিতীয় বাল্‌টিক ফ্রন্টের সমর পরিষদ ১৯৪৪-এর জানুয়ারী মাসে ইদ্রিৎসা খণ্ডে আমাদের প্রয়াসকে কেন্দ্রীভূত করার চিন্তার বিরোধিতা করেছিল। যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে এই খণ্ডে রণক্রিয়াটির কোন সম্ভাবনা নেই—শত্রুসৈন্যের ঘনসন্নিবেশ, তাদের রিজার্ভ-এর গতিশীলতা, ভূখণ্ডটির বৈশিষ্ট্য এবং অন্য কিছু পরিস্থিতির দরুন। ফ্রন্টের সমর পরিষদ নোভোরঝেভ-এ এর চেয়ে ছোট একটা আঘাতের প্রস্তাব দিয়েছিল যেখানে কয়েকটি ফৌজের সেনাবাহিনীগুলি তখন একত্র হতে পারবে। স্তালিন তখন এতে রাজি হয়েছিলেন। এক মাসেরও

বেশি কেটে গেছে। পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে কিন্তু ফ্রন্ট অধিনায়ক ও তাঁর কয়েকজন প্রধান সহকারীর অভিমত একই রয়ে গেছে। টিমোশেংকো তাঁদের মতকে অস্বীকার করতে পারেন না, বিশেষতঃ তিনি নিজে যেখানে ৩রা মার্চের সম্মেলনে তাঁদের কিছুটা সমর্থন করেছিলেন। অন্যদিকে, তিনি, জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর প্রতিনিধি হিসাবে তার দাবীগুলিকে কার্যকরী করতে কর্তব্যের খাতিরে বাধ্য।

আরেক ধরনের জটিলতাও ছিল। কিছু ফৌজী অধিনায়ক এই ভুল ধারণাটির দ্বারা সম্মোহিত ছিলেন যে শত্রু অবধারিতভাবে স্বেচ্ছায় ভেলিকায়া নদী পেরিয়ে অপসরণ করবে। আর তাই যদি হয়, কেন তবে এতগুলি মানুষের প্রাণনাশ, গুলিগোলার অপচয়? তার চাইতে কি অভিযানের সময় মেনে চলাটাই ভাল নয়?

১লা ও ২রা মার্চের অসফল ক্রিয়ার পর মনে হল জার্মান অপসরণ নিয়ে কথাবার্তা বন্ধ হল। শত্রু বাস্তবে দেখিয়ে দিল যে নিজের জায়গাগুলি ছেড়ে দিতে সে নারাজ। কিন্তু অভিযানটি সংগঠিত করার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেক এতে দৃঢভাবে বিশ্বাস করে এই তথ্যটি কে জোর দিয়ে সমর্থন করবে?

মার্শাল আমাদের সঙ্গে এক বাহিনী থেকে অন্য বাহিনীতে ঘুরলেন, সৈন্যদের মধ্যে দিনভোর কাটালেন, তাদের অবস্থা পরীক্ষা করলেন, তাদের কাজে সাহায্য করলেন, বললেন শত্রুর ইদ্রিৎসা দলকে খতম করা কতটাই না জরুরী। অন্যসব জায়গার মতই এখানকার সেনাদলগুলি ছিল ভাল। তারা জানতো কিভাবে লড়তে হয়, সাহস ও প্রত্যয়ের সঙ্গে তারা লড়াই করেছিল। সঠিক সংগঠনের উপরে সবকিছু নির্ভর করছিল।

আমার দলকে শক্তিশালী করার জন্য আমি আরো অফিসার চাইলাম। জেনারেল স্টাফ কয়েকজনকে পাঠিয়ে দিল। তাদের একজন কর্নেল ক্রুচিনিন-এর পথে দারুণ একটা অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা হল। তিনি একটা পিও-২ বিমানে এসেছিলেন। বিমান বন্দর থেকে দীর্ঘ ভ্রমণ এড়াবার জন্য পাইলট প্রস্তাব করেছিল পরিচালন ঘাঁটির কাছাকাছি কোথাও অবতরণ করার। কর্নেল রাজি হলেন এবং তাঁরা অবতরণ করলেন একেবারে জার্মান মাইন পাতা ক্ষেত্রের উপরে। আলৌকিকভাবে বিমানটি উড়ে যায়নি, তবে যখন পাইলট বাইরে বেরিয়ে আসেন তখন তিনি মারাত্মক আহত হন। ক্রুচিনিনকে নিরাপদে

সুস্থ অবস্থায় বের করে আনা হল, কয়েকদিন লেগে গেল বিমানটিকে ঠিক করতে।

১০ই মার্চ অভিযান নতুন করে আরম্ভ হল। প্রবল বিক্রমে এটি পরিচালিত হল কিন্তু ফল হল শত্রুব্যূহে দুটি মাত্র খাঁজ—একটি পঁচিশ কিলোমিটার চওড়া, অন্যটি কুড়ি, আর সাত থেকে নয় কিলোমিটার গভীর।

১৮ই মার্চ টিমোশেংকো ফ্রন্ট অধিনায়ক, সমর পরিষদের সদস্য ও চিফ অব স্টাফদের আরেকটি সম্মেলন করলেন। এটি অনুষ্ঠিত হল দুই ফ্রন্টের সীমানায় তৃতীয় আক্রমণকারী ফৌজে এন. ওয়াই. চিবিসভ-এর পরিচালন ঘাঁটিতে। প্রথম বাল্টিক ফ্রন্টের প্রতিনিধিত্ব করলেন আই. কে. ব্যাগ্রামিয়ান, ডি. এস. লিওনভ এবং ভি. ভি. কুরাসভ, দ্বিতীয় বাল্টিক ফ্রন্টের এম. এম. পোপভ, এন. এ. বুলগানিন এবং এল. এম. স্যাণ্ডালভ। সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট-এর আলোচনা এবং লড়াইয়ের পূর্ণতর পরিকল্পনার ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌছান।

মার্শালের আদেশে আমি পরিস্থিতির একটি সংক্ষিপ্তসার হাজির করলাম যা ছিল প্রধানতঃ নিয়মরক্ষার খাতিরে কারণ সবাই ভালভাবে জানত অবস্থাটা কি। তারপর আমি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের চিন্তাভাবনার কথা উল্লেখ করলাম যে বিষয়ে মার্শাল টিমোশেংকো ফ্রন্ট পরিচালকদের মতামত শুনতে চাইবেন। উভয় ফ্রন্ট অধিনায়ক তাঁদের মত প্রকাশ করলেন আমাদের সঙ্গে যার বিশেষ তফাৎ নেই। এটা অন্যরকম কিছু হবার সম্ভাবনা ছিল খুবই কম কারণ কাজের সময় আমাদের মধ্যে বহুবার মত বিনিময় হয়েছে। মূলতঃ এটা ছিল কতগুলো খুঁটিনাটি পরীক্ষা এবং বাড়তি কিছু অনুরোধের ব্যাপার যা কিনা একমাত্র জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সই মিটাতে পারত।

এরপরে কুরাসভ, স্যাণ্ডালভ ও আমি একটা আলাদা কুটিরে গেলাম এবং স্তালিনের কাছে আমাদের রিপোর্ট লিখতে বসলাম। এতে প্রায় দুই ঘণ্টা নিল। আমরা এটা জোরে পড়লাম এবং সই করলাম।

সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের কাছে এই রিপোর্টে উল্লেখ করা হল আমাদের অভিযানের সামান্য ফল ও সংঘটিত ক্ষতির কথা। আমাদের ব্যর্থতার কারণগুলি মোটামুটি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হল। উল্লেখ করা হল যে শত্রু লেনিনগ্রাদ

রণাঙ্গন থেকে ইদ্রিৎসা খণ্ডে ২৪শ পদাতিক, ২৮শ হাল্কা পদাতিক এবং ১২শ প্যাঞ্জার ডিভিশনকে এবং বাল্‌টিক রণাঙ্গনের অন্যান্য খণ্ড থেকে ১৩২শ, ২৯০তম ও ৮৩তম ডিভিশনগুলিকে বদলী করতে পেরেছে। এই তথ্য গোপন করা হল না যে বাল্‌টিক অঞ্চলের কঠিন পরিস্থিতিতে অভিযানের জন্য আরো পুরোপুরি প্রস্তুতি এবং কিছুটা আরো ভাল লড়িয়ে সংগঠন দরকার। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সকে অনুরোধ করা হল ইদ্রিৎসা খণ্ডে নতুন অভিযানের প্রস্তুতির জন্য গোটা একটা মাস সময় দেবার জন্য। আমাদের অন্য অনুরোধগুলির মধ্যে দুটি অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ: গোলাগুলির ঘাটতিপূরণ এবং ডিভিশনগুলির শক্তি পাঁচ বা ছয় হাজার লোকে নিয়ে আসা।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স সবগুলি অনুরোধেই সম্মত হল, আমরা আরো বেশি উৎসাহে কাজে ডুবে গেলাম। টিমোশেংকো আমার প্রতি অপছন্দের ভাব দেখানো বন্ধ করেছিলেন। আমরা যত একসঙ্গে কাজ করতে থাকলাম ততই আমাদের সম্পর্ক মধুর হয়ে উঠল। এক সন্ধ্যায় চা খেতে খেতে হঠাৎ তিনি মন্তব্য করলেন:

"এখন আমি বুঝতে পারছি যে আপনাকে আমি যা মনে করেছিলাম আপনি সে জাতের লোক নন।"

"তাহলে আপনি আমাকে কেমন লোক বলে ধরে নিয়েছিলেন," আমি প্রশ্ন করি।

"আমি ভেবেছিলাম যে আমার উপর নজর রাখার জন্য আপনাকে বিশেষ ভাবে স্তালিন নিযুক্ত করেছেন। এই ঘটনা যে একজন চিফ অব স্টাফের প্রশ্ন যখন উঠেছিল তখন তিনি নিজেই আপনার নাম উল্লেখ করেছিলেন...।"

সেই সন্ধ্যায় "পিতাপুত্র" সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান হল। সবকিছু ঠিক মত মিলে গেল। এমন কি আগেও এই বিশিষ্ট লোকটির প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা বোধ করেছি, কিন্তু বাল্‌টিক অঞ্চলে একত্রে কাজ করার সময় থেকেই আমি তাঁর মর্ম পুরোপুরি বুঝতে আরম্ভ করেছি এবং যখন আমাকে জেনারেল স্টাফ-এ ফিরে যেতে বলা হল তখন তাঁকে ছেড়ে যেতে সত্যি আমার খুব কষ্ট

এপ্রিল মাসে যখন বাল্‌টিক অভিযান আবার শুরু হতে যাচ্ছে মার্শাল আমাকে তাঁর চিফ্ অব স্টাফ-এর দায়িত্ব নিতে বললেন। আমাকে যেতে দেওয়া হয়নি, কাজেই আমি আমার ডেপুটি লেফটেন্যান্ট জেনারেল এন. এ. লোমভকে সুপারিশ

করলাম। টিমোশেংকো আমার সুপারিশ গ্রাহ্য করলেন এবং লোমভের কাজ তাঁর কাছে সম্পূর্ণ সন্তোষজনক হল। রণাঙ্গন থেকে ফিরে মার্শাল লোমভের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

"স্পষ্টতঃই জেনারেল স্টাফ-এর এরা বেশ ভাল লোক, "স্বভাবসুলভ স্পষ্টবাদিতার সঙ্গে তিনি যোগ করলেন।

বাল্‌টিক অঞ্চলে নার্ভানদী, পস্কভ, অস্ত্রভ, ইদ্রিৎসা, পোলোৎস্ক এবং ভিটেবস্ক-এর পুবের প্রবেশমুখ থেকে এপ্রিল অভিযানটিতে আবার নগণ্য ফললাভ হল। ফ্রন্টগুলি সামান্যই অগ্রগতি করল, প্রমাণিত হল যে শত্রুর উপর সেই ধরনের পরাজয় চাপিয়ে দেওয়া অসম্ভব যেটা আমরা ভরসা করেছিলাম। জায়গাটার সমস্তগুলি ফ্রন্টের উপরে নেমে এল শান্তি। ১৯৪৪-এর জুলাই পর্যন্ত তা স্থায়ী হল। এই সময়ে শত্রুর বাল্‌টিক দলকে উৎখাত করা এবং পূর্ব এশিয়া থেকে আসা গোটা আর্মি গ্রুপ উত্তরকে আটকে রেখে দেবার প্রশ্নটিও জেনারেল স্টাফ আবার বিবেচনা করেছিল।

বাল্‌টিক অঞ্চলে শত্রুব্যূহ ছিল চারটি কেন্দ্রকে ভিত্তি করে—নার্ভা, পস্কভ, অস্ত্রভ ও রিগা। এবং এটা হল সেই জায়গা যেখানে আর্মি গ্রুপ উত্তর-এর মূল বাহিনীগুলি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। অবশ্য রিগা, যা কিনা পূর্ব প্রাশিয়ার প্রবেশমুখ অধিকার করে আছে, একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করল।

আমাদের মনে হল যে জার্মান ব্যূহ এমনভাবে বিন্যস্ত হয়েছে যে তাকে বিচলিত করা যায় একটি কেন্দ্র থেকে আর একটি কেন্দ্রকে বিচ্ছিন্ন করে যে ফাঁক সেখানে আঘাত করে। এইসব আঘাতে আর্মি গ্রুপ উত্তর ভেঙে যাবে এবং তাকে খণ্ড খণ্ড করে ধ্বংস করার সুযোগ আমাদের দেবে। আমরা এটাও ধরে নিলাম যে এমন সময় আসবে যখন জার্মানরা নিজেরাই বাধ্য হবে তাদের কিছু সৈন্য ও সাজসরঞ্জাম সরিয়ে কিংবা নিদেন পক্ষে প্রত্যাহার করে নিতে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খণ্ড বা অঞ্চলকে, বিশেষতঃ বার্লিন খণ্ড এবং পূর্ব প্রাশিয়াকে রক্ষার জন্য। অবশ্য এটা নির্ভর করছিল পশ্চিম স্ট্র্যাটেজিক খণ্ডে আমাদের সাফল্যকে কাজে লাগানোর উপরে যা অনিবার্যভাবে শত্রুকে তার বাহিনীকে বাল্‌টিক অঞ্চল থেকে টেনে প্রাশিয়ায় নিয়ে যেতে বাধ্য করবে। নাৎসী জার্মানী পরবর্তী জায়গাটিকে মূল্য দেয় কেবল পুরোদস্তুর সমরবাদের সূতিকাগার এবং দেশের জন্য

সরবরাহের প্রধান উৎস হিসেবেই নয়। কতকগুলি পরিস্থিতিতে পূর্ব প্রাশিয়া একটা লক্ষভূমি হয়ে উঠতে পারে যা আমাদের মধ্য দলের পার্শ্বভাগগুলি এবং একটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ নোঘাঁটি অঞ্চলকে বিপন্ন করে তুলতে পারে।

এই কথা মনে রেখে আমরা কিছুকাল সিয়াউলিয়াই-এর উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখলাম। এই বিন্দু থেকে আমাদের সৈন্যেরা হয় উত্তরে রিগা অভিমুখে, নয়তো পশ্চিমে মেমেল-এর দিকে ঘুরে যেতে পারে। ১৯৪৪-এর মে মাসে আন্তোনভের ব্যাগ্রেশন পরিকল্পনার কাজের ম্যাপটিতে রিগায় একটি খোঁচা দেবার ধারণাটির রূপরেখা দেওয়া হল।

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী সিয়াউলিয়াই অঞ্চলটি হল প্রথম বাইলোরুশিয় ফ্রন্টের বাহিনীগুলির লক্ষ্য যারা কিনা এটি দখলের পক্ষে নিঃসন্দেহে যথেষ্ট। যদি খুব দরকার হয় তবে ৫১তম এবং দ্বিতীয় রক্ষী ফৌজের আকারে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স রিজার্ভকেও অনায়াসে ব্যবহার করা যাবে। ভূখণ্ডটি বিরাট আকারের সেনাদল ও সব অস্ত্রের পক্ষেই বেশ উপযুক্ত।

সিয়াউলিয়াই নিজেই হল একটা প্রধান যোগাযোগ কেন্দ্র, বাল্টিক অঞ্চলের সঙ্গে পূর্ব প্রাশিয়ার যে যোগসাধন করেছে, এটিকে দখলের ফলে শত্রুর চলাচল উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যাহত হবে। কখন ও কোথায় সিয়াউলিয়াই অঞ্চলের ভার নেবার জন্য আমাদের যেতে হবে তা নির্ভর করবে পরিস্থিতির উপরে। নীতিগত-ভাবে এটা স্থির হল যে এটা করতে হবে যখন শত্রুর মূল বাহিনীগুলি আটকা থাকবে এবং এমন একটা বিন্দুতে যেখানে তার ফ্রন্টের মধ্য দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া সুবিধাজনক। এই পরিকল্পনা সম্পর্কে ফ্রন্টগুলিকে কোন খবর দেওয়া হল না।

জেনারেল স্টাফ বিশেষ দৃষ্টি দিল আরেকটি বাল্টিক অঞ্চলে অভিযানকারী দলের উত্তর প্রান্তের দিকে। সেই গত মার্চ মাসে আমরা স্থির করেছিলাম যে লেনিনগ্রাদ ফ্রন্ট, যে ভলখভ ফ্রন্টের সেনাদলগুলিও সমগ্র খণ্ডটির ভার নিয়েছিল, অত্যন্ত দুর্বহ হয়ে উঠেছে। এর অন্তর্ভুক্ত ছিল সাতটি ফিল্ড আর্মি, যারা অগ্রগতির চারটি গুরুত্বপূর্ণ রণক্রিয়ামূলক লাইনে ভিবর্গ, তালিন, প্স্কভ ও অস্ত্রভ-এ লড়েছিল। সেনা নিয়ন্ত্রণের উপরে তার অত্যন্ত কুপ্রভাব পড়ছিল। এই সময়ে আমাদের ভুল সংশোধন করা এবং যে ফ্রন্ট বাতিল হয়েছিল তার পুনর্জন্ম ঘটানো উচিত। দক্ষিণ খণ্ডকে ছেড়ে দেবার পরে লেনিনগ্রাদওয়ালাদের বিশাল প্স্কভ-অস্ত্রভ অঞ্চলের মোকাবিলা করার প্রয়োজন থেকে মুক্তি দেওয়া

হবে, তার সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ করতে পারবে নার্ভা এবং ভিবর্গ খণ্ডে যেখানে ক্যারোলিয়ান ফ্রন্টের সঙ্গে যুক্ত রণক্রিয়ায় ফিনিসীয় বাহিনীগুলিকে তারা পরাজিত করবে।

অন্য একটি বিকল্প বিবেচিত হল। লেনিনগ্রাদের লোকদের অবস্থার উন্নতি ঘটানো যায় দ্বিতীয় বাল্‌টিক ফ্রন্টের খণ্ডটিকে উত্তরমুখী প্রসারিত করে। কিন্তু এটা আমরা আগে চেষ্টা করেছি, কোন ফল হয়নি কারণ প্‌স্‌কভ-অস্ত্রভ অঞ্চলটির ছিল একটা স্বাধীন সত্তা। এই অঞ্চলে শত্রুর জোটের বিপুল শক্তিবৃদ্ধি করা হয়েছিল এবং তা প্রকৃতপক্ষে অগ্রগতির তিনটি রণক্রিয়াগত লাইনকে রক্ষা করছিল : তারতুর দিকে, উত্তরে আলুকস্নে এবং ভালগার দিকে আর পশ্চিমে আলুকস্নে, সেসিস এবং রিগার দিকে। স্পষ্টতঃই, এমন একটা অতিরিক্ত কার্যভার দ্বিতীয় বাল্‌টিক ফ্রন্টের পক্ষে ছিল বড্ড বেশি। অবধারিতভাবে তা এর সব প্রয়াসকে অবসানের দিকে নিয়ে গেছে এবং কোনভাবেই তার সেনা নিয়ন্ত্রণের উন্নতি ঘটায়নি।

এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র সঠিক পথ ছিল একটা নতুন তৃতীয় বাল্‌টিক ফ্রন্ট খোলা এবং ১৯৪৪-এর ১৮ই এপ্রিল তাই করা হল।

তৃতীয় বাল্‌টিক ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত ছিল ৪২শ, ৬৭তম ও ৫৪তম ফৌজ যা ইতিপূর্বে লেনিনগ্রাদ ফ্রন্ট ও দ্বিতীয় বাল্‌টিক ফ্রন্টের প্রথম আক্রমণকারী ফৌজেরও অংশ ছিল। ফ্রন্ট কম্যাণ্ড গঠিত হয়েছিল ২০শ ফৌজের কম্যাণ্ডের ভিত্তিতে। কর্নেল-জেনারেল ম্যাসলেনিকভ, যিনি আগে লেনিনগ্রাদফ্রন্টের সহ অধিনায়ক ছিলেন, নতুন ফ্রন্টের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হলেন এবং ২০শ ফৌজের পূর্বতন চিফ-অব-স্টাফকে তাঁর চিফ-অব-স্টাফ করা হল।

যখন নতুন এই ফ্রন্ট গঠন করা হচ্ছিল তখন আমরা বেশ ভালভাবে উপলব্ধি করি যে এর বিরাট কোন সম্ভাবনা নেই। তার ৪০০ কিলোমিটার সামনেই সমুদ্র। কিন্তু তবু, এই সীমিত অঞ্চলেও নতুন ফ্রন্টের কিছু গুরুত্বপূর্ণ রণক্রিয়ামূলক কর্তব্য সমাপন করার ছিল।

ইতিমধ্যেই আমি প্রসঙ্গত উল্লেখ করেছি যে জুনের গোড়ায় বাল্‌টিক অঞ্চলের জন্য পরিকল্পনা রচনার সময় একই সঙ্গে জেনারেল স্টাফ স্‌ভির-পেত্রোজাভোদস্ক রণক্রিয়ার পরিকল্পনাটিও বিবেচনা করছিল যেটি ক্যারেলীয় ফ্রন্ট কার্যকরী করবে।

প্রতিরোধের যে কেন্দ্রস্থলটি আমাদের সৈন্যদের এক বিরাট অংশকে আটকে দিচ্ছিল তাকে অপসৃত করতে হবে। এই কর্তব্য সমাপনের ফলে যুদ্ধ থেকে ফিনল্যাণ্ডের বিদায় ত্বরান্বিত হবে এবং নিঃসন্দেহে বাল্টিক অঞ্চলে আমাদের বাহিনীর সাফল্যকে সাহায্য করবে।

স্ভির-পেত্রোজাভোদস্ক রণক্রিয়ার বিস্তৃত বিবরণ এই পরিচ্ছেদের মূল বিষয় থেকে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করে দেবে, তবু আমি অদ্ভুত একটা ঘটনার বর্ণনা না করে পারছি না, আমরা তখন যে পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করতাম এটি কিছু পরিমাণে তারই নমুনাস্বরূপ।

ক্যারেলীয় ফ্রন্টের সেনাপতি কে. এ. মেরেৎস্কভ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন যখন স্তালিনকে চাক্ষুষ দেখানোর জন্য তিনি রণক্রিয়া পরিকল্পনাটি জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সকে রিপোর্ট করছিলেন কি রকম দৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত একটা এলাকা তাঁর সৈন্যদের জয় করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি জায়গাটির দক্ষতার সঙ্গে প্রস্তুত একটি মডেল এবং পূর্ণদৃশ্য আকাশ থেকে জরীপের আলোকচিত্র মস্কোয় নিয়ে এসেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন এতে ব্যাখ্যা করা সহজ হবে যে কি সাংঘাতিক লড়াই সামনে রয়েছে, এভাবে তিনি সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের কাছ থেকে অতিরিক্ত সৈন্য এবং সাজসরঞ্জাম আদায় করবেন।

আমরা, যারা স্তালিনের চরিত্র আগাগোড়া অনুধাবন করেছি তারা মেরেৎস্কভকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম তার জিনিসগুলি ক্রেমলিনে নিয়ে না যাবার জন্য। স্তালিন অত্যাবশ্যক জিনিস পছন্দ করতেন না এবং শত্রুর বিষয়ে কোন অনুমান বরদাস্ত করতে পারতেন না। ফ্রন্টের সমর পরিষদের সদস্য লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল টি. এফ. স্টাইকভ আমাদের দলে ছিলেন। কিন্তু কম্যাণ্ডারটি তা নন।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ মেরেৎস্কভ রণক্রিয়া পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করার আগে তাঁর মডেল ও ফটোগ্রাফগুলি দেখিয়ে ব্যাপার আরো খারাপ করে তুললেন। স্তালিন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে টেবিলের পাশে পায়চারী করতে করতে তাঁর কথা শুনলেন। হঠাৎ তিনি থামলেন এবং মেরেৎস্কভকে আচমকা বাধা দিলেন।

"আপনার এই খেলনাগুলো দিয়ে আমাদের ভয় দেখাবার চেষ্টা করছেন কেন? মনে হচ্ছে শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দেখে আপনি সম্মোহিত হয়ে পড়েছেন..., আমার সন্দেহ হতে আরম্ভ করেছে যে আপনার উপরে যে কার্যভার

কত হয়েছে তা সাধন করা এরপরে আপনার দ্বারা হবে কিনা।"

মেরেৎস্কভ এরপরে আগুনে ঘি দিলেন। তাঁর "খেলনাগুলোকে" একপাশে সরিয়ে রেখে চটপট তিনি ভারী ট্যাংক রেজিমেন্ট ও আক্রমণকারী কামানের জন্য বলতে শুরু করলেন। এটা স্তালিনকে সত্যি বিগড়ে দিল এবং তিনি আরেকটা কামড়ানি উত্তর দিলেন।

"তা হলে আপনি মনে করেন যে আমাদের আপনি ভয় দেখাতে পারেন আর তার দাম আমরা দেব? দেখুন অত সহজে আমরা ভয় পাই না।"

তিনি মেরেৎস্কভকে তাঁর রিপোর্ট শেষ করতে দিলেন না এবং জেনারেল স্টাফকে আদেশ দিলেন আরেক বার আসন্ন রণক্রিয়ার পরিকল্পনাটি পরীক্ষা করতে এবং এজন্য কি সৈন্য ও সাজসরঞ্জাম লাগবে তা স্থির করতে। পরদিন একই পরিকল্পনা রিপোর্ট করা হল, তবে চিরাচরিত কায়দায়। স্তালিন বাধা দেন নি, কদাচিৎ কোন মন্তব্য করলেন এবং এমন কি শত্রু ব্যূহভেদের জন্য অতিরিক্ত সাজসরঞ্জাম পর্যন্ত মঞ্জুর করলেন। আমরা যখন তাঁর অফিস ছেড়ে যাচ্ছি তিনি মেরেৎসকভকে এই বিদায়কালীন উপদেশটি দিলেন:

"আপনার সৌভাগ্য কামনা করি। নিজে শত্রুকে আতংকিত করুন, তাকে আপনাকে আতংকিত করতে দেবেন না......।"

স্ভির-পেত্রোজাভোদস্ক রণক্রিয়ার সফল সমাপ্তির পর মেরেৎস্কভ আমাকে শত্রু ব্যূহের (এখন বিজিত) সাম্প্রতিক আলোকচিত্রের দুটি অ্যালবাম পাঠালেন এবং ফোনে আমাকে বললেন সুযোগ পেলে স্তালিনকে সেগুলি দেখাতে। আন্তোনভ ও আমি তা থেকে বিরত থাকা ঠিক করলাম যদিও ফটোগুলো খুবই ছাপ ফেলে এবং ক্যারেলীয় ফ্রন্ট যে কি কঠিন কাজ সম্পাদন করেছে তা পরিষ্কার দেখিয়ে দেয়।

অ্যালবামগুলি এখনো আমার কাছে রয়েছে।

১৯৪৪-এর জুলাইয়ের শুরুতে জেনারেল স্টাফ আই. আই. ম্যাসলেনিকভের মতামত হিসেবে রেখে তার আক্রমণ অভিযানের পরিকল্পনা সমাপ্ত করলেন যেটি তৃতীয় বাল্টিক ফ্রন্টকে কার্যকরী করতে হবে। এটা ছিল অবশ্য বাল্টিক অঞ্চলে আমাদের পরিকল্পনার সমগ্র যোগটির এক অংশ মাত্র যাকে কার্যকরী করতে হবে লেনিনগ্রাদ এবং দ্বিতীয় ও প্রথম বাল্টিক ফ্রণ্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ

সহযোগিতায়।

নতুন ফ্রন্টের তাৎক্ষণিক দায় হল শত্রুর পুস্‌কভ-অস্ত্রভ দলকে উৎখাত করা এবং জার্মান আক্রমণকারীদের থেকে ঐ প্রাচীন রুশ নগরীগুলিকে উদ্ধার করা। পরবর্তীকালে ফ্রন্টকে তারতু ও পারনু দখল এবং নার্ভা অঞ্চল রক্ষায় নিরত শত্রুবাহিনীর পশ্চাদভাগ ভেদ করা।

লেনিনগ্রাদ ফ্রন্ট তার ডানদিকে, একটু পরে তার অগ্রগতি শুরু করে, নার্ভা যোজক পেরিয়ে পারনু অভিমুখে তার মূল আঘাতটি হানবে। এর কাজ হল এস্তোনিয়ায় শত্রু বাহিনীকে চূর্ণ করার জন্য তৃতীয় বাল্‌টিক ফ্রন্টের সঙ্গে একত্রিত হওয়া, তালিন দখল করা এবং তার বাহিনীর একাংশ দিয়ে তারতুর উপরে আক্রমণকে মদত দেওয়া।

দ্বিতীয় বাল্‌টিক ফ্রন্ট, তৃতীয়ের বাঁদিকে, তৃতীয় বাল্‌টিক ফ্রন্টের একটু আগে রণক্রিয়া আরম্ভ করে ম্যাডোনায় পশ্চিম দ্‌ভিনার উত্তর তীরে, রিগা অভিমুখে অগ্রসর হবে।

উপরে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রথম বালটিক ফ্রন্টকে আক্রমণেও যেতে হবে।

৬ই জুলাই সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক আসন্ন রণক্রিয়া সম্পর্কে তৃতীয় বাল্‌টিক ফ্রন্টকে একটি নির্দেশ জারী করলেন। আনুমানিক দিন দুই পরে, জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ সাম্প্রতিক রিপোর্ট দেবার সময় আমরা স্তালিনের কাছ থেকে শুনলাম:

"কেউ কখনো ম্যাসলেনিকভ-এর কাছে যায় নি। সে নেহাৎ তরুণ সেনাপতি আর তার স্টাফও তরুণ, কাজেই তাদের নিশ্চয়ই অভিজ্ঞতার অভাব আছে। ওখানটা কারো একটু যাওয়া এবং কাজকর্ম কেমন চলছে তা দেখা, পরিকল্পনা রচনায় সাহায্য করা এবং পুস্‌কভ ও অস্ত্রভ দখলের রণক্রিয়াটির প্রস্তুতিতে সাহায্য করা উচিত। আমি মনে করি স্তেমেংকোর যাওয়া উচিত। আপনি পারবেন একটু ব্যবস্থা করতে?" এবং তিনি আমার দিকে ফিরলেন।

"আমি চেষ্টা করব, কমরেড স্তালিন।"

"আপনার সঙ্গে কিছু অভিজ্ঞ গোলন্দাজ ও একজন বৈমানিক নেবেন। ফ্রন্টে বেশি ট্যাংক নেই, কাজেই আপনার ট্যাংক বিশেষজ্ঞের দরকার হবে না।" তারপর এক মুহূর্ত ভেবে তিনি যোগ করেন: "ইয়াকভলেভ ও ভরোঝিকিন আপনার সঙ্গে গেলে ভাল হয়।"

এইভাবে আমি জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স প্রতিনিধি হিসাবে প্রথম স্বাধীন দায়িত্বভার পেলাম।

যদিও খুব তাড়াহুড়ো ছিল না, পরদিনই আমরা গন্তব্যস্থলের দিকে যাত্রা করলাম। তাঁর আদেশ অবিলম্বে পালিত হয় সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক এটা পছন্দ করতেন।

যখন আমরা ম্যাসলেনিকভ-এর পরিচালন ঘাঁটিতে পৌঁছালাম আমরা চিরাচরিত ভাবেই পরিস্থিতির রিপোর্ট শুনলাম। প্রথম চিফ অব স্টাফ ভি. আর. ভাশকেভিচ্-এর রিপোর্ট, তারপরে গোলন্দাজ সেনাপতি এস. এ. ক্রাসনো-পেভ্‌ৎসেভ-এর, পরে বিমানফৌজের সেনাপতি এন. এফ. নৌমেংকো এবং শেষে সেনা চলাচল প্রধান-এর। এই সব রিপোর্ট পেশ করার সময় আমরা ম্যাসলে-নিকভকে প্রশ্ন করলাম তারপরে তাঁর পরিকল্পনাটি পরীক্ষা করলাম এবং সৈন্য পরিদর্শনে গেলাম। স্বভাবতঃই, প্রথম আমরা সেখানে গেলাম যারা মূল আক্রমণ শুরু করবে।

সম্ভবতঃ আমাদের দীর্ঘতম সময় জুড়ে কাজ চলল ভেলিকায়া নদীর পশ্চিম পাড়ে স্ত্রেঝনেভ সেতুমুখে। এর সম্মুখভাগ মাত্র আট কিলোমিটার এবং গভীরতায় দুই থেকে চার কিলোমিটার পর্যন্ত প্রসারিত। অবশ্য এটা ছোটই, তবু আমাদের তা সবে ধন। এই সেতুমুখের নানা জায়গা থেকে আমরা শত্রুর অবস্থাগুলি এক ঝলক দেখে নেবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু বেশি কিছু দেখা যায় না। অরণ্য শত্রুর পুরোবর্তী প্রান্তটির পক্ষে চমৎকার এক আচ্ছাদন, তার ওপারে যা সেটা আরো কম চোখে পড়ে।

সেতুমুখে আমাদেরও অরণ্য আচ্ছাদন রয়েছে যা আমাদের অন্ততঃ দুটি কোরের বাহিনীর পক্ষে আত্মগোপনের সহায়ক (স্বীকার করতে হবে যে গাদাগাদিভাবে)। অল্প কিছু বসতি রয়েছে যার সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত। শেষে, সমস্ত দিক হিসেব করে আমরা সিদ্ধান্ত করলাম যে এটাই সেই জায়গা যেখান থেকে মূল আঘাত হানতে হবে।

পুরোবর্তী লাইনের রাস্তাঘাট নিয়ে আমাদের বড়োই উদ্বেগ ছিল। শুকনো আবহাওয়ায় অনুক্ষণ তা ঢেকে থাকে অরণ্যভূমির সূক্ষ্ম ধূলোর এক দুর্ভেদ্য মেঘজালে, তাতে সমানভাবে মিশে থাকে এক রকম ডাশ যা সবুজ গাছপালার মধ্য থেকে উড়ে আসে, সজীব যা কিছু নির্মমভাবে তার উপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। যখন বৃষ্টি হয় তখন সেখানে বেরিয়ে পড়ে হাঁ-করা গর্ত আর গাড়ির চাকায় তৈরি খন্দ যেগুলি

চটপট জলে টইটম্বুর হয়ে ওঠে। কাদালেপা ট্রাকগুলো সেই সব গর্ত আর খানাখন্দের উপর দিয়ে টলতে টলতে, তিড়িংবিড়িং লাফাতে লাফাতে করুণ আর্তনাদ করে চলে। কনভয়গুলো শামুকের মত ধীরগতিতে বুকে হেঁটে চলে, ক্ষণে ক্ষণে তাদের গতি একেবারেই স্তব্ধ হয়ে যায়, চালক তার কুঠুরী থেকে লাফিয়ে নামে, লম্বা কাঠের লগা চাকার নিচে ঠেলে দেয় এবং কেবল তারাই জানে কি উপায়ে তাদের গাড়িগুলোকে বিপদ থেকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করে।

সমস্ত স্তরের অধিনায়কই পথঘাট সম্বন্ধে ছিল চিন্তিত। আর যা সব চিন্তা তাদের মাথায় আসছিল! বিশেষভাবে অগম্য জায়গাগুলোর উপর দিয়ে তক্তার রেল বসানো হল, ট্রাকগুলো রেলগাড়ির মত তার উপর দিয়ে চলল। কিন্তু তবু চালকদের থাকতে হত সদা সতর্ক। একবার চাকা পিছ্‌লে গেলেই গাড়ির খাঁচা পর্যন্ত কাদার গর্তে ডুবে যেতে হবে।

বেশির ভাগ রাস্তাই ছিল একমুখী, মাঝে মাঝে পাশ কাটাবার জায়গা, তবে কিছু দু'মুখী রাস্তাও ছিল। সব জায়গাতেই ছিল যানবাহন নিয়ন্ত্রক। যখন মোটরযান সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়ত, তাদের উদ্ধারে এগিয়ে আসত ঘোড়ায় টানা গাড়ি। অবিশ্বাস্য রকম বলিষ্ঠ ঘোড়াগুলো কোন মতে তাদের গাড়িগুলো টেনে নিত, এবং অচঞ্চল চালকেরা থামবার জায়গাগুলোতে নেমে পড়ত, প্রথম কাজটি তারা করত তাদের জন্য কিছু ঘাস কাটা, এই উদ্দেশ্যে আসনের তলায় রেখে দেওয়া কাস্তে দিয়ে। নিজেদের চেয়েও তারা ঘোড়াগুলির অনেক বেশি যত্ন নিত।

সেনদলগুলি এবং স্থানীয় এলাকাটি সম্পর্কে জানবার পর আমরা ফ্রন্টের সমর পরিষদকে নিয়ে সম্মেলনে বসলাম রণক্রিয়ার পরিকল্পনাটি নিয়ে, সব মূল বিষয়গুলি পর্যালোচনা করলাম এবং সংগঠনের বাস্তব সব কাজ শেষ করলাম।

অপরপক্ষ গঠিত ছিল জার্মান ১৬শ ফৌজের অংশ বিশেষ নিয়ে। শত্রুসংখ্যা খুব একটা বেশি ছিল না তবে প্‌স্কভ ও অস্ত্রভ-এর সুরক্ষিত অঞ্চলকে ভিত্তি করে গঠিত দৃঢ় ব্যূহ তাদের ছিল। শক্তিশালী এইসব প্রতিরোধ কেন্দ্রগুলোর উপর মুখোমুখি আক্রমণ করে যেহেতু কিছু লাভ হবে না, রণক্রিয়া পরিকল্পনায় বিবেচিত হল প্রথমে অস্ত্রভ-এর এবং তারপরে যুগপৎ মুখোমুখি আক্রমণসহ দক্ষিণদিকে একটা পার্শ্বিক গতির দ্বারা প্‌স্কভ-এর পরাজয়।

রণক্রিয়ার আশু লক্ষ্য সীমিত ছিল ১২০ কিলোমিটারের বেশি চওড়া নয় এমন একটা গভীরতার মধ্যে এবং এতে সোভিয়েত বাহিনীগুলিকে অস্ত্রভ, লিয়েপনা,

গালচিনে রেখায় নিয়ে আসা হয়েছে। দুই পর্যায়ে একে কার্যকরী করতে হবে। এন. ডি. জাখভাতায়েভ-এর নেতৃত্বে ১ম আক্রমণকারী ফৌজ এবং এস. ভি. রোগিনস্কি-র অধীনে ৫৪শ ফৌজ অস্ত্রভের দক্ষিণে (দুটি ফৌজের সন্নিহিত পার্শ্ব-ভাগগুলির দ্বারা কুরোভা, অগ্ সপিলস, মালুপে অভিমুখে মূল আঘাত) স্রেৎনেভ সেতুমুখের সামনে শত্রুকে পরাজিত করার মধ্য দিয়ে আরম্ভ করবে। দ্বিতীয় পর্যায়ের সময় রোমানোভস্কির ৬৭শ ফৌজ লড়তে যাবে এবং অগ্রগতির মূল রেখার সাফল্যকে কাজে লাগিয়ে অস্ত্রভের একেবারে পাশের জায়গায় বাহিনীগুলিকে চূর্ণ করবে।

ফ্রন্টের পরবর্তী কাজ হবে ভরু-র দিকে অগ্রসর হওয়া। ইতিমধ্যে ৬৭তম ফৌজের ডানপার্শ্বের একটি ডিভিশন দক্ষিণ-পশ্চিমে প্সকভকে পাশ কাটিয়ে এবং ৪২তম ফৌজ মুখোমুখি আক্রমণ করে শহরটি দখল করবে ২৮শে অথবা ২৯শে জুলাইয়ের পরে নয়। প্সকভ, ভরুদ্জেনি লাইন থেকে তারপরে অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে হবে তারতু অথবা পারনুর দিকে।

আমাদের পরিকল্পনা জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর দ্বারা অনুমোদিত হল এবং ১৭ই জুলাই তারিখটি অভিযান শুরুর জন্য নির্দিষ্ট হল। তার আগে আমরা ফৌজ ও কোরগুলি পরিদর্শনের সফর করলাম, তাদের নানা কাজ অকুস্থলেই পরীক্ষা করলাম। এন. ডি. ইয়াকভলেভ এবং জি. এ. ভরোঝিকিন গোলন্দাজ ও বিমান বহরের প্রস্তুতির জন্য কঠোর পরিশ্রম করলেন। যাই হোক, সন্ধ্যায় আমরা সবাই ফ্রন্টের পরিচালনা ঘাঁটিতে ছুটলাম, সেখানে আমরা দিনটিতে যে ধারণা নিলাম তার সার সংক্ষেপ করে মস্কোর জন্য রিপোর্ট লিখলাম।

রণক্রিয়ার প্রাক্কালে ১৬ই জুলাই সমস্ত ফৌজ একটা পরীক্ষামূলক লড়াই পরিচালনা করল। অনুসন্ধানী বাহিনীগুলি জোরদার গোলন্দাজী সাহায্য নিয়ে ভোরে আক্রমণ করল। ১ম আক্রমণকারী ফৌজের খণ্ডে পর্যবেক্ষণ দলগুলি শত্রুর ট্রেঞ্চে ঢুকে পড়ল এবং ঘণ্টা দেড়েক যুদ্ধের পরে চাশ্কি নামে ছোট্ট এক জন-বসতিপূর্ণ এলাকা দখল করে সেখানে গেড়ে বসল। ফৌজের সেনাপতি তাদের সাহায্যের জন্য অতিরিক্ত পদাতিক বাহিনী পাঠালেন কিন্তু আর কোন অগ্রগতি হল না। অন্যান্য খণ্ডগুলিতে এইসব পরীক্ষামূলক আক্রমণে কোন সাফল্য এল না। শত্রু একটা দৃঢ় প্রতিরক্ষা চালিয়ে গেল।

১৬ই জুলাই রাতে আমরা বেরিয়ে পড়লাম ১ম আক্রমণকারী ফৌজের সেনাপতি জেনারেল এন. ডি. জাখভাতায়েভ-এর পরিচালন ঘাঁটির উদ্দেশ্যে, যেটি স্রেৎনেভ

সেতুমুখের উপর অবস্থিত ছিল।

অন্ধকারে ভেলিকায়া পেরিয়ে গেলাম। কোন তাড়া ছিল না। সুন্দর এক প্রভাতের মত মনে হচ্ছিল—সবদিক থেকেই বেশ উষ্ণ।

শত্রুর পরিচালন ঘাঁটিটা হল নিচু এক পাহাড়ের উপর কতগুলো লম্বা ট্রেঞ্চ মোটা কাঠের কুঁদো দিয়ে ঢাকা। অনেকটা সময় হাতে থাকতে আমরা পৌঁছালাম কিন্তু ইতিমধ্যে জাখভাতায়েভ আমাদের প্রতীক্ষা করছিলেন। তাঁর সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট শোনার পর ম্যাসলেনিকভ ও আমি পরিদর্শন যন্ত্রপাতিগুলিতে জায়গা নিলাম আর ইয়াকভলেভ ও ভরোঝিকিন তাদের গোলন্দাজ ও বিমান অফিসারদের নিয়ে কাজে লেগে গেল।

এ ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে, আবহাওয়া ছিল ভারী। আমরা কথা বলছিলাম নিচু গলায়, যেন সেই মুহূর্তটির গাম্ভীর্যে আমরা তটস্থ। সব কিছুর ব্যবস্থা হয়ে আছে অনেক আগে, তবু যেন আমরা সবাই টের পাচ্ছিলাম যে কিছু একটা যেন আমাদের বশে রাখতে হবে। রণক্রিয়া অফিসারেরা তাঁদের মানচিত্রে মাথা গুঁজে রয়েছেন। সংকেতকারীরা তাদের যন্ত্রপাতির সামনে গুটিগুটি মেরে বসে আছে। স্বাভাবিক এক অধীর চেতনায় এখন একজন, তখন আরেকজন অন্ধকারের মধ্যে শত্রুর দিকে উঁকি দিয়ে চলে।

এল চূড়ান্ত মুহূর্তটি, দৃশ্যপট আমূল পাল্টে গেল। সবাই যেন একই সঙ্গে নড়ে উঠল, আর বড় কামানগুলো চালু হলে জোরে কথাবার্তা আরম্ভ করল।

সোভিয়েত বিমানগুলি উপরে উড়ল। সুন্দর সকালকে চমৎকার কাজে লাগিয়ে তারা নিখুঁতভাবে কাজ করল। কামান গর্জনের সঙ্গে মিশে চলল বোমাবর্ষণের শব্দ।

যখন শত্রুর গোলাবর্ষণ ব্যবস্থাটি নিরাপদে ধ্বংস হল তখন পদাতিকবাহিনী আক্রমণ শুরু করল আত্মপ্রত্যয় নিয়ে। অবিলম্বে উৎসাহজনক প্রথম রিপোর্টগুলি আসতে লাগল। আমাদের বাহিনী জার্মান ৮৩তম পদাতিক ডিভিশনের ব্যূহে একটা কীলক প্রবেশ করিয়েছে এবং এই সাফল্যকে কেবল ভেতর দিকেই নয়, পার্শ্বদেশগুলিতেও, এভাবে ব্যূহটিকে "গুটিয়ে ফেলে।"

৫৪তম ফৌজের খবর ভাল, তারাও শত্রুর লাইন ভেদ করছে।

বন্দীদের আনা হল। জিজ্ঞাসাবাদ থেকে প্রতিষ্ঠিত হল যে আমাদের দুটি ফৌজের বিরুদ্ধ পক্ষ গঠিত ছিল ৩২শ, ৮৩তম এবং ২১৮তম পদাতিক ডিভিশন এবং মূল শত্রুবাহিনীর পশ্চাদরক্ষী হিসেবে কয়েকটা নিরাপত্তা রেজিমেন্ট। এরা

পশ্চিম দিকে সরে যেতে আরম্ভ করেছে। সরে যাওয়াটা খবর বটে, তবে মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়। আমরা এটা খুবই সম্ভব মনে করেছিলাম যে মাৎসী কম্যাণ্ড তাদের ১৬শ ফৌজের উপরে হানা আঘাত এড়িয়ে যাবার এবং আরো গভীরে সোভিয়েত বাহিনীকে লাগিয়ে রাখার চেষ্টা করবে। এই পরিণামের মোকাবিলা করার জন্যে ১ম আক্রমণকারী ও ৫৪তম ফৌজে গতিশীল দল গঠন করা হয়েছিল। এটা ঠিক যে এগুলো খুব বড় নয়। জাখভাতায়েভের গতিশীল দলটি ছিল ৮৫তম ডিভিশনের একটি পদাতিক রেজিমেণ্ট, ১৬শ ট্যাংক ব্রিগেড এবং ১২৪তম স্বয়ংচালিত গোলন্দাজ রেজিমেণ্ট নিয়ে। রোজিন্‌স্কিরটা গঠিত ছিল ২৮৮তম পদাতিক ডিভিশন এবং ১২২তম ট্যাংক ব্রিগেড নিয়ে। এদের কাজে লাগাবার সময় এখন এসেছে।

গতিশীল দলগুলি সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাদ্ধাবনের জন্য ছুটে গেল এবং ম্যাসলেনিকভ ফ্রণ্টের পর্যবেক্ষণ ঘাঁটিতে চলে আসার জন্য আমাদের নিমন্ত্রণ করলেন, কিন্তু তাঁর নিমন্ত্রণ আমরা প্রত্যাখ্যান করলাম। আমরা আরো ভালভাবে যুদ্ধের অবস্থা অনুভব করতে চেয়েছিলাম, সৈন্যদের পেছন পেছন আমরা চলে গেলাম, ম্যাসলেনিকভকে সন্ধ্যায় পর্যবেক্ষণ ঘাঁটিতে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলাম।

পথ আমাদের নিয়ে গেল পুশকিন পাহাড়ের কাছে। মহান এই কবির সমাধিটি ছিল পূর্বতন স্‌ভিয়াতোগোর্‌স্ক মঠে এবং কাছাকাছি মিখাইলোভস্কয়ে পারিবারিক জমিদারীতে তিনি দুই বছরের বেশি কাটিয়েছেন নৈরাশ্যজনক নির্বাসনে। ছেলেবেলার দিনগুলি থেকে আমরা এ সব কথা জেনেছিলাম এবং এই নির্বাসিত কবিকে স্পষ্ট চিত্রিত করতে পারতাম, আরিনা রোদিভোনোভনার শীর্ণ বাঁকানো শরীরটি, যিনি এক সময় তাঁর ধাই ছিলেন, তাঁর বন্ধু ইভান পুশচিন আর স্বল্পদৃষ্টির এ. এ. দেলভিগ, তাঁর নির্বাসনকালে যিনি কবির সঙ্গে দেখা করেছেন। এখানেই পুশকিন লিখেছিলেন "জিপসী" এবং বরিস গোডুনভ, ইউজিন ও নেগিন-এর মূল পরিচ্ছেদগুলি এবং অনেক গীতিকবিতা পরবর্তী-কালে যেগুলিতে সুর দেওয়া হয়েছিল। এ সব হয়ে উঠেছে আমাদের সংস্কৃতির রুশ চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এমন এক জায়গার পাশ কাটিয়ে যাই কিভাবে!

তৃতীয় বাল্‌টিক ফ্রণ্টের মূল বাহিনীগুলি তাদের অভিযান শুরু করার অল্প আগে পুশকিন পাহাড়টি মুক্ত হয়েছিল। পিটুনী সেনাদলগুলির একটা কোম্পানী

এবং কয়েকটা শত্রু ফিল্ড ইউনিটকে অপমানের সঙ্গে বিতাড়িত করা হয়েছিল। আমাদের পথপরিষ্কারকেরা এর মধ্যেই মাইন সতর্কীকরণ নোটিশ টাঙিয়েছিল। একইরকম নোটিশ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল মঠের সিঁড়ি এবং পুশকিনের সমাধিতে।

সর্বত্র মুখব্যাদান করে আছে ধ্বংস স্তূপ। স্ভিয়াতোগোর্স্ক মঠ—ষোড়শ শতকীয় স্থাপত্যের এক বিরল নিদর্শন—তার একাংশ উড়ে গেছে এবং তার গম্বুজটি নেই। মঠের কামরাগুলো বিপর্যস্ত।

পাশের মিখাইলোভ্স্কয়ে জমিদারীর অবস্থাও এর চেয়ে ভাল নয়। পুশকিনের পারিবারিক প্রাসাদ, একদা যা ছিল মিউজিয়ম, তাকে ভস্মীভূত করা হয়েছে। আরিনা রোদিওনোভনার কুটির তুলে নেওয়া হয়েছে আশ্রয়ের মালমশলা হিসেবে। মিখাইলোভ্স্কয়ে এবং ত্রিগোরস্কয় পার্কের পুরানো গাছগুলোর অর্ধেক আক্রমণকারীরা কেটে ফেলেছে।

তিক্ত এক অনুভূতি নিয়ে আমরা ধ্বংসের এই দৃশ্যপট পরিত্যাগ করলাম।

ইতিমধ্যে রণক্রিয়া ভালই চলছিল। সেনাদলগুলির উপর আদেশ ছিল অদম্য তীব্রতার সঙ্গে দিনরাত অনুসরণ চালিয়ে যাবার।

মাঝরাতে ৫৪তম ফৌজের গতিশীল দল ক্র্যাসনোগোরোদ্স্কয়ে-র গুরুত্বপূর্ণ সড়ক সংযোগস্থলটির দখল নিল এবং সিনায়া নদীতে শত্রুর পশ্চাদরক্ষীদলকে সংহত হবার সমস্ত সম্ভাবনা রোধ করল। স্ত্রেঝনেভ সেতুমুখের উত্তর ও দক্ষিণে যুদ্ধরত আমাদের অন্যান্য সেনাদলগুলি ভেলিকায়া নদীতে উপস্থিত হল, একে অধিকার করার জন্য তারা প্রস্তুত হল।

১৮ই জুলাই রণক্রিয়াটি তৃতীয় বাল্টিক ফ্রন্টের সেক্টরে এক সার্বিক অভিযান হয়ে দাঁড়াল। ১ম আক্রমণকারী ফৌজ ও ৫৪তম ফৌজের বাহিনীগুলি সিনায়া নদী রেখাটি অতিক্রম করল। বিমানবহর কার্যকরীভাবে কাজ চালিয়ে গেল। জেনারেল গ্রেগরী ভরোঝিকিন-এর অভিজ্ঞ পরিচালনার ফল অনুভূত হল।

১৮·০০ টার সময় জাখভাতায়েভের সৈন্যেরা দক্ষিণ-পূর্ব থেকে অস্ত্রভ-এ পৌছাল, কিন্তু তাদের শহর দখলের চেষ্টা শত্রুর অসংখ্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থেকে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের ফলে ব্যর্থ হল। দিনের শেষে রোগিন্স্কির ডিভিশনগুলি শত্রুকে লঝা নদীর ওপারে হটিয়ে দিল। একই দিনে অস্ত্রভ-এর দক্ষিণে সমস্ত বিন্দুতে ভেলিকায়া দখল করল।

দুই দিনের আক্রমণ অভিযানকালে তৃতীয় বাল্টিক ফ্রন্ট ৪০ কিলোমিটার

পথ অগ্রসর হল এবং অনুপ্রবেশের এলাকাটিকে ৭০ কিলোমিটার গভীর পর্যন্ত প্রসারিত করল। শানিনো, জেলেনোভো এবং ক্রাসনোগোরোদস্কয়ে-র মত বড় শহরগুলিসহ ১০০টির বেশি গ্রাম শহর দখল করা হল। আমাদের প্রতিবেশী দ্বিতীয় ও প্রথম বাল্টিক ফ্রন্ট থেকেও উৎসাহব্যঞ্জক খবর আসতে লাগল যাদের বাহিনীগুলি দ্রুত রিগার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

১৯শে জুলাই ২২·০০টার সময় যখন মস্কো শত্রুর লাইন বিদীর্ণ করার জন্য তৃতীয় বাল্টিক ফ্রন্টকে তোপধ্বনি করে জাতীয় সেলাম জানাল তখন ফ্রন্ট ল্যুবার পশ্চিমে কঠিন সংগ্রামে রত। ২০শে জুলাই-এর শেষে সে ব্রেনচানিনোভো স্টেশনের কাছে অস্ত্রভ-রেজেক্‌নে রেলপথটি বিচ্ছিন্ন করে দিতে সক্ষম হল। শত্রুর প্রচুর ক্ষয়ক্ষতিসহ সমস্ত পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত করা হল।

২১শে জুলাই ০৩·০০ টায় জেনারেল রোমানোভ্স্কির ৬৭তম, ফৌজ আক্রমণ শুরু করল। অস্ত্রভ খণ্ডে শত্রুর দীর্ঘায়িত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাটি চূর্ণ করল এবং দুপুর নাগাদ ১ম আক্রমণকারী ফৌজের সহায়তায় শহরটি দখল করল। মধ্য বাল্টিক অঞ্চলে এটি ছিল জার্মান ব্যূহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা এবং এর পতন প্স্কভ-এর দিকে পাশ কাটিয়ে যাবার ব্যাপারটি সুনিশ্চিত করল। মস্কো বিজয়ীদের উদ্দেশ্যে পরদিন, ২৩শে জুলাই আরেকটি সেলাম ধ্বনিত করল, জয়োল্লাসিত গুলির ঝাঁক আর বহুবর্ণ রকেট ঘোষণা করল তৃতীয় বাল্টিক ফ্রন্টের হাতে প্রাচীন প্স্কভের মুক্তি। নিশ্চয়ই স্বীকার করব যে বেতারে সেই সেলাম শোনাটা আমরা বিশেষভাবে উপভোগ করেছিলাম।

ফ্রন্টের আশু কর্তব্য পালিত হয়েছে। এখন এস্তোনিয়া ও রিগার দক্ষিণ অঞ্চলের এবং রিগার দিকে যাবার পথ আমাদের সামনে উন্মুক্ত। কিভাবে আমাদের পরবর্তী কাজের মুখোমুখি হওয়া যায় অনেক গভীরভাবে আমরা এই চিন্তা করলাম এবং শেষে এই সিদ্ধান্তে পৌছলাম। ভরুক্তে মূল ঘা দিয়ে একে আমাদের কাজে লাগাতে হবে প্স্কভ ও চুদস্কয়ে-এর দক্ষিণে অ্যালাক্সনে, ভাল্গা রেখা পর্যন্ত। এর ফলে আমরা তারতু-র পশ্চাদ্ভাগে এবং পরে নার্ভা শত্রুদলের উপর আঘাত করতে পারব, এভাবে নার্ভা যোজক পেরিয়ে, লেনিনগ্রাদ ফ্রন্টের অভিযানের সুবিধা হবে।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স আমাদের প্রস্তাব বিবেচনা করে স্থির করল যে তৃতীয় বাল্টিক ফ্রন্টের মূল আঘাত হবে অ্যালাক্সনে এবং ভাল্গার মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ, অগ্রগতির যে লাইন আমরা প্রস্তাব করেছিলাম তার বেশ অনেকটা

পশ্চিমে। এর ফলে আমাদের বর্শামুখটি সরাসরি চলে আসবে বাল্টিক অঞ্চলের বৃহত্তম যোগাযোগ কেন্দ্র ভালগায় এবং রিগা থেকে এস্তোনিয়া এবং লাতভিয়ার উত্তরাংশে অবস্থিত যাবতীয় শত্রুকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। একসময় আমরা নিজেরাই এই পরিকল্পনাটি বিবেচনা করেছি তবে সৈন্যের অভাবের জন্য তা পরিত্যাগ করছি।

সুপ্রীম কম্যাণ্ডের নির্দেশ অনুযায়ী তৃতীয় বাল্টিক ফ্রন্টের রণক্রিয়ার পরবর্তী বিকাশের জন্য পরিকল্পনাটিকে ঠিকঠাক করে নিতে আমাদের কয়েকদিন লাগল। ইতিমধ্যে সেনাদলগুলি দ্রুত এগিয়ে চলছিল এবং গোটা ফ্রন্ট চলমান থাকতেই অদল-বদলের কাজ সেরে ফেলতে হবে।

ভালগাতে আমাদের আঘাত দ্রুত সাড়া পেল আমাদর ডানদিকের প্রতিবেশীর কাছ থেকে। লেনিনগ্রাদ ফ্রন্ট নার্ভা খণ্ডে জার্মানদের শক্তিশালী ব্যূহ ভেদ করে ঢুকল এক যুক্তভাবে পাশ কাটিয়ে ও মুখোমুখি আক্রমণে শহরটি ও তার দুর্গ দখল করল।

আমাদের বাঁহাতি প্রতিবেশী দ্বিতীয় বালটিক ফ্রন্ট একই রকম সাফল্যের সঙ্গে আক্রমণ করল রেজেকনে, ম্যাডোনা অভিমুখে। তাদের চরম লক্ষ্য ছিল রিগা। এখন ফ্রন্ট পরিচালনা করছিলেন আর্মির সেনাপতি এ. আই. যেরেমেংকো, যিনি ক্রিমিয়া থেকে বদলী হয়ে এসেছেন। এর আগে যেরেমেংকো ছয়টি ফ্রন্ট পরিচালনা করেছেন এবং তাঁর নাম নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে স্তালিন-গ্রাদে সোভিয়েত বাহিনীর বিরাট কীর্তির সঙ্গে।

প্রথম বালটিক ফ্রন্টকে অপেক্ষায় রাখা হল সিয়াউলিয়াই এবং রিগার উপর আক্রমণের জন্য।

কিন্তু আরেকবার আমাকে নিজের চোখে ফলাফল দেখতে দেওয়া হল না। যে মুহূর্তে পরিকল্পনাটি চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত হয়েছে এবং মস্কোতে রিপোর্ট করা হয়েছে, আমি আন্তোনভের কাছ থেকে যথারীতি ফোন-এ ডাক পেলাম :

"আপনার কাজ শেষ। জেনারেল স্টাফ-এ ফিরে আসুন!"

আর্মি গ্রুপ উত্তরকে শত্রু বাহিনীর বাকি অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করার সোভিয়েত সুপ্রীম কম্যাণ্ডের উদ্দেশ্যের কথা আমি আগেই বলেছি। ১৯৪৪-এর গ্রীষ্মকালে এটি বাস্তব হয়ে উঠল।

জুলাই-এর দ্বিতীয়ার্ধে প্রথম বাল্টিক ফ্রন্ট পানেভেজিস অঞ্চল থেকে সিয়াউলিয়াই এর অভিমুখে আঘাত করল এবং তৃতীয় বালটিক ফ্রন্ট তার প্রয়াস চালাল

পূর্ব প্রাশিয়ার দিকে। ঐ সময় যা আমরা সাধারণতঃ বলতাম, সোভিয়েত বাহিনী নিকটবর্তী হচ্ছিল "ফ্যাসিস্ট জন্তুর খোঁয়াড়"-এর দিকে। এই অভিব্যক্তিটির মধ্যে কিছু আক্ষরিক এবং কিছু আলংকারিক সত্য রয়েছে। রাস্তেনবুর্গ অঞ্চলে মাসুরিয়ান হ্রদের ওপারে, হিটলারের "নেকড়ের গুহা" সদর দপ্তরটি অবস্থিত ছিল মাটির অনেক গভীরে একটি পরিচালন ঘাঁটিতে।

২৪শে জুলাই প্রথম বালটিক ফ্রন্টের সেনাপতি আই. কে. ব্যাগ্রামিয়ান সিদ্ধান্ত করলেন যে শত্রু তার বাহিনীগুলিকে ক্রান্তপিলস এবং এমনকি আরো দূরে, রিগা ও মিতাউ (জেলগাভা)-য়ে সরিয়ে নিচ্ছে। জার্মানরা কেবল ব্যাগ্রামিয়ানের বামপার্শ্বের বিরুদ্ধেই টিকে ছিল, তাও তাদের প্রতিরোধ স্পষ্টতঃই দুর্বল হয়ে পড়ছিল তৃতীয় বাইলোরুশিয় ফ্রন্টের আক্রমণের দরুন, যে পূর্ব প্রাশিয়ার প্রবেশ মুখে গিয়ে হাজির হয়েছিল।

জেনারেল স্টাফ যা আগেই দেখতে পেয়েছিল ঠিক তাই ঘটছিল। কয়েকটা সোভিয়েত ফ্রন্টের সুনির্ধারিত কালের আঘাতে জার্মান ১৮শ ও ১৬শ ফৌজকে স্থানু এবং মারাত্মকভাবে দুর্বল করে ফেলেছে। তারা তাদের মহড়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। এখন সময় এসে গেছে তাদের ভিতরে রেখে বালটিক অঞ্চলকে বন্ধ করে দেবার।

কিন্তু আমাদের নিজেদের শক্তিও কমে আসছিল এবং রিজার্ভ-এর ব্যাপারেও আমাদের সঙ্গতি ভাল ছিল না। সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর সার্বিক অভিযান এগিয়ে চলছিল ক্রমবর্ধমান মাত্রায়। সংক্ষিপ্ত বিরতির পর বাইলোরুশিয় রণক্রিয়ার পরেই হল পশ্চিম ইউক্রেনে ভয়ংকর অভিযান। এসবগুলিতেই দরকার ছিল রিজার্ভ, তার তা দ্রুত নিঃশেষিত হচ্ছিল। ১লা জুলাই জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স রিজার্ভের ছিল মাত্র দুটি ফিল্ড আর্মি (২য় এবং ৫ম রক্ষী) আর একটি বিমান ফৌজ (৮ম)। তার অর্থ বাল্টিক অঞ্চলে অভিযানের অগ্রগতি ঘটাতে হবে প্রধানতঃ ফ্রন্টের নিজস্ব রিজার্ভকে কাজে লাগিয়ে এবং অগ্রগতির গৌণ লাইন থেকে সৈন্য ও সহায়সম্বল প্রধান লাইনে পুনর্বিন্যাস করে নিয়ে এসে।

কার্যতঃ, ঘটনাবলী এই পথ নিল: ২৫শে জুলাই প্রথম বাল্টিক ফ্রন্টের সেনাপতি জেনারেল ভি. টি. ওবুখভকে, যিনি তৃতীয় রক্ষী যন্ত্রায়িত কোরের অধিনায়ক ছিলেন, আদেশ দিলেন সিয়াউলিয়াইতে আঘাত হানতে এবং ২৬শে জুলাইয়ের শেষে তাকে দখল করতে। তৎসহ, সিয়াউলাইতে প্রচণ্ড আক্রমণ

চালাবে ৫১তম ফৌজ ওয়াই. জি. ক্রিজার-এর অধীনে, প্রায় একই সময়ে সে আঘাত হানবে। দ্বিতীয় রক্ষী ফৌজ, যেটিকে প্রথম বাল্‌টিক ফ্রন্ট-এর বামপার্শ্বে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স রিজার্ভ থেকে তৈরী করা হয়েছিল, দায়িত্ব পেল যদি পূর্ব প্রাশিয়া থেকে কোন আক্রমণ আসে তবে তার হাত থেকে এই পার্শ্বটিকে রক্ষা করা।

২৭শে জুলাইয়ের আগে সিয়াউলিয়াই দখল হয়নি।

এই খবর পাবার পরে সুপ্রীম কম্যাণ্ড প্রথম বাল্‌টিক ফ্রন্টকে আদেশ দিল তার মূল বাহিনীকে অবিলম্বে রিগার দিকে ঘুরিয়ে দিতে যেখানে শত্রুসৈন্যেরা পেছিয়ে যাচ্ছিল। আদেশটি প্রথমে টেলিফোন মারফৎ পাঠান হল, পরদিন এটিকে এক লিখিত নির্দেশনামা হিসাবে তৈরী করা হল। সেটি এরকম:

"ফ্রন্টের মূল কাজ হল বাল্‌টিক অঞ্চলের শত্রুদলকে পূর্ব প্রাশিয়া থেকে সম্পূর্ণভাবে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। এই লক্ষ্য নিয়ে সর্বোচ্চ কম্যাণ্ড জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স আদেশ দিচ্ছে:

"সিয়াউলিয়াই অঞ্চল দখলের পরে মূল আক্রমণ তৈরী করতে হবে সাধারণ লক্ষ্য রিগার দিকে, এদিকে ফ্রন্টের বামপার্শ্বের কিছু সৈন্য মেমেল আক্রমণ করবে বাল্‌টিক অঞ্চলের সঙ্গে পূর্ব প্রাশিয়ার যোগাযোগকারী উপকূলভাগের রেলপথটিকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্য নিয়ে।"

আই. কে. ব্যাগ্রামিয়ান তৎক্ষণাৎ তৃতীয় রক্ষী যন্ত্রায়িত কোরের অধিনায়ককে এই বার্তাটি তার করলেন: "সিয়াউলিয়াই-এর জন্য ধন্যবাদ। সিয়াউলিয়াই অঞ্চলে যুদ্ধ বন্ধ করুন। মেশকুচাইতে দ্রুত সংহত হন এবং ২৭. ৭. ১৯৪৪ নাগাদ আপনার মূল বাহিনীগুলির সাহায্যে আয়োনিসকিস এবং শক্তিশালী অগ্রবর্তী ডিটাচমেন্টের সাহায্যে বাউস্কা ও জেলগাভা-ও দখলের জন্য প্রধান সড়ক বরাবর উত্তরে আঘাত করুন।"

কোরটি নতুন দিকে এমন গতিতে চাপ দিয়ে এগিয়ে গেল যে শত্রু ঠিকমত সংগঠিতভাবে প্রতিরোধ করতে পারল না। এর জন্য নিঃসন্দেহে দায়ী করা যেতে পারে বাল্‌টিক অঞ্চলে তার সাধারণভাবে প্রতিকূল অবস্থা এবং বিশেষভাবে যেখানে সোভিয়েত বাহিনীগুলি ইতিমধ্যেই ভিল্‌নুস ও নিয়েমেন দখল করেছিল বিশেষভাবে সেই মূল খণ্ডে তাদের পরাজয়কে। আক্রমণকারীদের আগেকার কঠিন আত্মপ্রত্যয় তাদের মধ্য থেকে উঠে গেছে।

২৮শে জুলাই যন্ত্রায়িত কোর-এর সাফল্যকে কাজে লাগিয়ে ব্যাগ্রামিয়ান

৫১তম ফৌজের সঙ্গে জেলগাভার অভিমুখে এগোলেন, যার ফলে ৪৩তম ফৌজও এ. পি. বেলোবোরোডভ-এর অধীনে উত্তর দিকে আঘাত করল।

জেলগাভা (মিতাউ), যেটি বাল্টিক অঞ্চল এবং পূর্ব প্রাশিয়ার মধ্যে যোগসাধন করার ফলে একটা প্রধান যোগাযোগ কেন্দ্র তাকে ৩১শে জুলাই প্রচণ্ড আক্রমণ করে দখল করা হল। আগের দিন কর্নেল এস. ডি. ক্রেমার-এর অধীনে ৮ম রক্ষী যন্ত্রায়িত ব্রিগেডের একটি অগ্রবর্তী ডিটাচমেণ্ট টুকুম্সএ এবং ক্লাপকানস অঞ্চলের বেলাভূমিতে পৌঁছাল, এভাবে তারা শত্রুর পূর্ব প্রাশিয়ায় পশ্চাদপসরণের পথ রুদ্ধ করে দিল। একে জার্মান সেনাপতিরা যেমন বর্ণনা করেছিল "জার্মান প্রতিরক্ষা বাহিনীতে ফাটল" তা করা হল টুকুমস এলাকায়।

এসবের মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল এ. এম. ভ্যাসিলেভস্কি। ১৯৪৪-এর ২৯শে জুলাই থেকে কেবল সমন্বয় সাধনই নয়, উপরন্তু দ্বিতীয় ও প্রথম বাল্টিক ফ্রন্ট, এবং তৃতীয় বাইলোরুশিয় ফ্রন্টেরও রণক্রিয়ার তদারকীও তাঁর দায়িত্ব ছিল। বাল্টিক অঞ্চলের লড়াই যখন রিগা খণ্ডে কেন্দ্রীভূত হল তখন ভ্যাসিলেভ্স্কি তিনটি বাল্টিক ফ্রন্টেরই তদারকীর দায়িত্ব তুলে নিলেন, তৃতীয় বাইলোরুশীয় ফ্রন্টের দায়িত্ব থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হল।

বাল্টিক অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতার ফলে ১৬শ ও ১৮শ জার্মান ফৌজের সামনে পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবার বিপদ দেখা দিল। স্বাভাবিকভাবেই, জার্মান কম্যাণ্ড "জার্মান প্রতিরক্ষা বাহিনীতে ফাটল"—টিকে মেরামত করার এবং প্রাশিয়ায় আর্মি গ্রুপ উত্তর ও আর্মি গ্রুপ মধ্য-এর বামপার্শ্বের মধ্যে যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করল। এই উদ্দেশ্যে জার্মান তৃতীয় প্যাঞ্জার বাহিনীকে সিয়াউলিয়াই অঞ্চলে পাঠানো হল রিগায় অনুপ্রবেশের দায়িত্ব দিয়ে। এই আক্রমণ চালানো হলো প্রচণ্ড ক্রোধের সঙ্গে, তার সহায়তা করল রিগার শত্রুসৈন্যদের হানা বহির্মুখী আঘাত। প্রথম বাল্টিক ফ্রন্টের বাহিনীগুলি টলল না, তবে জার্মানরা টুকুমস ও রিগার মাঝখানে একটা সংকীর্ণ করিডর সৃষ্টি করতে সক্ষম হল।

এই পরিস্থিতি আমাদের সন্তুষ্ট করেনি। যদিও সংকীর্ণ, তবু কুরল্যাণ্ড করিডর শত্রুকে মহড়ার সুযোগ এনে দেবে এবং প্রয়োজন হলে স্থলপথে আর্মি গ্রুপ উত্তরকে পূর্ব প্রাশিয়ায় বের করে নিয়ে আসারও। এরকম এক মহড়ার ফলাফল আমাদের পক্ষে চরম অপ্রীতিকর হতে পারত এবং পূর্ব প্রাশিয়া ও পোল্যাণ্ডে

আমাদের রণক্রিয়াকে সুস্পষ্টভাবে জটিল করে তুলবে।

দুর্ভাগ্যের কথা, অবিলম্বে সব ঠিকঠাক করবার কোন উপায় আমাদের ছিল না। বাল্টিক অঞ্চলে সোভিয়েত বাহিনী দীর্ঘস্থায়ী অভিযানের ফলে অবসন্ন এবং সামগ্রিকভাবে ঐ অঞ্চলে শত্রুর উপরে তার যথেষ্ট সংখ্যাগত প্রাধান্যও ছিল না। স্পষ্টতঃই আক্রমণ না থামিয়ে এবং শত্রুকে অবকাশ না দিয়ে তাদের অদলবদল ও পুনর্বিন্যাস করার দরকার ছিল। কাজেই জুলাইয়ের শেষ থেকে আগস্ট মাস জুড়ে এই অঞ্চলে আমাদের প্রয়াসে শ্লথতা দূরে থাক প্রকৃতপক্ষে আমরা তাকে বাড়িয়ে দিলাম।

উপরে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, লেনিনগ্রাদ ফ্রন্ট ২৪ থেকে ৩০শে জুলাইয়ের মধ্যে নার্ভা রণক্রিয়া চালিয়েছে, নার্ভাকে মুক্ত করেছে, প্রায় ২০ থেকে ২৫ কিলো-মিটার অগ্রসর হয়েছে। ২৮শে জুলাই থেকে ২৮শে আগস্ট পর্যন্ত দ্বিতীয় বাল্টিক ফ্রন্ট শত্রুর ১৮শ ও ১৬শ ফৌজের মাঝের সীমানায় তথাকথিত ম্যাডোনা রণক্রিয়াটি সম্পাদন করল। প্রচণ্ড প্রতিরোধের সামনে সে অত্যন্ত ধীরে রিগার দিকে অগ্রসর হল, গোটা মাসে তার অগ্রগতি ঘটলো মাত্র ২০ কিলোমিটার। ১০ আগস্ট থেকে ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অবশ্য তৃতীয় বাল্টিক ফ্রন্ট তারতু আক্রমণ অভিযান চালালো যার ফলে জার্মান ১৮শ ফৌজের এক উল্লেখযোগ্য অংশ ছত্রভঙ্গ হল। উত্তর-পশ্চিমে ১২০ কিলোমিটার এবং পশ্চিমে ৭০ থেকে ৯০ কিলোমিটারের মধ্যে অগ্রসর হয়ে এই ফ্রন্ট তারতু ও কিছু সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলকে মুক্ত করল।

এই সব যুক্ত রণক্রিয়ার ফলে বাল্টিক অঞ্চলে শত্রুর অবস্থার মারাত্মক অবনতি ঘটল। এমনকি আর্মি গ্রুপ উত্তরের জেনারেল ফ্রিস্‌নার পর্যন্ত একথা স্বীকার করেছেন, যাঁকে জুলাই মাসের শেষে জেনারেল শোয়ের্নারকে দিয়ে বদল করার একটা লোক দেখানো ওজর হিটলার বের করে নিয়েছিলেন।

বাল্‌টিক অঞ্চলের রণক্রিয়ার সমন্বয় হয়েছিল শত্রুর আর্মি গ্রুপ দক্ষিণ ইউক্রেন-এর বিরুদ্ধে জেসী-কিশিনেভ রণক্রিয়ার সঙ্গে। এখানে ২০শে আগস্ট দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইউক্রেনীয় ফ্রন্ট কৃষ্ণসাগর নৌবহর ও দানিয়ুব ক্ষুদ্র জাহাজ বহরের সহযোগিতায় এক আক্রমণ শুরু করে যা কয়েকদিনের মধ্যে শত্রুর বিপর্যয়কর পরাজয় এনে দেয়। এরপর দ্বিতীয় ইউক্রেনীয় ফ্রন্ট রুমানিয়ার গভীরে ঝাঁপ দিল এবং তার অনুবর্তন করল বুদাপেস্ট অভিমুখে হাঙ্গেরীতে রণক্রিয়া করে। ২৩শে আগস্ট তাদের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে রুমানিয়ার

জনগণ ফ্যাসিস্ত ডিক্টেটর আন্তোনেস্কুকে ক্ষমতাচ্যুত করল। রুমানিয়ার নতুন সরকার হিটলারী জার্মানীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন এবং তারপরে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। তৃতীয় ইউক্রেনীয় ফ্রন্ট বুলগেরিয়ায় প্রবেশ করল। ৯ই সেপ্টেম্বর ওয়ার্কার্স' পার্টির নেতৃত্বে বুলগেরিয় জনগণও তাদের দেশে ফ্যাসিস্ত রাজত্বের অবসান ঘটাল, পিতৃভূমি ফ্রন্টের একটি গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করল এবং জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামল। বুলগেরিয়া-যুগোশ্লাভ সীমান্ত থেকে বেলগ্রেডের দিকে একটি অভিযান প্রেরিত হল। চতুর্থ ইউক্রেনীয় ফ্রন্ট, যেটিকে ৫ই আগস্ট পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল, কার্পেথিয়ান্সের দিকে এগিয়ে গেল।

কিন্তু বাল্‌টিক অঞ্চলে এবার ফিরে আসা যাক। এখানে রণাঙ্গনটি এমন এক আকার নিয়েছিল যা ছিল আমাদের পক্ষে অনুকূল। ২১শে আগস্ট এটি নার্ভার কুড়ি কিলোমিটার পশ্চিমে এগোল, তারপরে চুদস্কয়ে হ্রদের পশ্চিম উপকূল অনুসরণ করল, তারতু ও ভিরৎস্‌-ইয়ারভি হ্রদ পরিবেষ্টন করল, গাউজা নদীর উচ্চ অববাহিকা বরাবর এগিয়ে চলল, ম্যাডোনার পশ্চিমে কুড়ি কিলোমিটার প্রসারিত হল এবং পল্টিনি, পোলি, বাউস্কা, জেলগাভা (মিতাউ), দোবেল, সিয়াউলিয়াই, রোসিয়েনি এবং ভিরবালিস-এর প্রান্তে এগিয়ে গেল। তারতু অঞ্চল থেকে নার্ভার পশ্চিমে তখনো প্রতিরোধরত শত্রু বাহিনীর পশ্চাদভাগে আমরা আঘাত হানতে পারব অথবা জার্মান ১৮শ ও ১৬শ ফৌজকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করার জন্য একটি অভিযান আরম্ভ করতে পারব। আমাদের বাহিনীগুলিকে এভাবে বিন্যস্ত করে তিনটি বাল্‌টিক ফ্রণ্টের প্রয়াসকে রিগা অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত করা সহজ ছিল। শেষতঃ, যে ফলাফল অর্জিত হয়েছিল তাতে পশ্চিমমুখী একটা আকস্মিক খোঁচা দেবার সুযোগ এল যাতে বাল্টিক অঞ্চলের সমস্ত শত্রুদল বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। রণাঙ্গনের বিশাল দৈর্ঘ্য শত্রুকে যাকে বলে বেসামাল করে ফেলেছিল তবে তার বাহিনীগুলির মোটেই দম ফুরোয়নি। রিগার দক্ষিণে পশ্চিম দ্‌ভিনার বামতীরে তার ছিল এক বিরাট ট্যাংক সমাবেশ। উপরন্তু, কয়েকটা নতুন পদাতিক ও প্যাঞ্জার ডিভিশন, যেগুলিকে সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের 'শান্ত' সেক্টরগুলি থেকে নেওয়া হয়েছিল, তারা বাল্টিক অঞ্চলে হাজির হল। তাদের কতক বিমানে আনা হয়েছিল। অস্ত্র ও সাজসরঞ্জামের সরবরাহ তখনো শত্রুর কাছে পৌঁছাচ্ছিল।

সোভিয়েত সুপ্রীম কম্যাণ্ড বাল্টিক অঞ্চলের মুক্তিসাধন শেষ করার সিদ্ধান্ত নিল। লেনিনগ্রাদ ফ্রন্ট ও বাল্টিক নৌবহরের জন্য তার পরিকল্পনা ছিল

এস্টোনিয়া আক্রমণ আরম্ভ করা এবং মোট তিনটি বাল্‌টিক ফ্রণ্টের জন্য লাটভিয়া, বিশেষতঃ রিগা অঞ্চলে আঘাত হানা। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স ৬১তম ফৌজ, সম্প্রতি যাকে রিজার্ভ-এ ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছিল, তাকে পাঠালো তৃতীয় বাল্‌টিক ফ্রণ্টের সেক্টরে প্রয়োজনে তাকে রিগা সেক্টরে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে।

পূর্ব বাল্‌টিকে আংশিক পুনর্বিন্যাস চলল। তারতু অঞ্চলকে হস্তান্তর করা হল লেনিনগ্রাদ ফ্রন্টকে এবং তার সঙ্গে দ্বিতীয় আক্রমণকারী বাহিনী। এখান থেকে চোদ্দটি ডিভিশন আঘাত হানবে শত্রুর নার্ভাদলের পেছনে রাকভেরে অভিমুখে। তার পরেই লেনিনগ্রাদ ফ্রন্ট তালিন দখল করবে।

অন্যান্য ফ্রণ্টের কর্তব্য এভাবে নির্দিষ্ট হল :

তৃতীয় বাল্‌টিক ম্যাডোনা শত্রুদলকে বিপন্ন করবে ম্যাডোনা অঞ্চলকে রিগার দিকে পশ্চিম দ্‌ভিনার উত্তর তীর বরাবর ম্যাডোনা অঞ্চলকে এবং তার বাহিনীর একাংশের সাহায্যে দ্‌জারবেনে-র দিকে আক্রমণ করে।

প্রথম বাল্‌টিক রিগায় আঘাত হানবে দক্ষিণ থেকে রিগায় ৪৩শ ও ৪র্থ আক্রমণকারী ফৌজ নিয়ে এবং পশ্চিম দিকে কোনরকম শত্রুসৈন্য প্রত্যাহারকে নিবারণ করবে। একই সময়ে তার বামপ্রান্ত শত্রুর মেমেল দল থেকে নিজেকে প্রক্ষিপ্ত করে অগ্রসর হবে টুকুম্‌স ও কেমেরি-র দিকে এবং কুরল্যাণ্ড থেকে শত্রুকে বিচ্ছিন্ন করবে।

ইতিমধ্যে বাল্‌টিক অঞ্চলে শক্তির ভারসাম্য আমাদের পক্ষে আরো অনুকূল হয়ে উঠেছিল, যদিও অনেক বেশি গোলাগুলি সরবরাহের প্রয়োজন ছিল যেহেতু সোভিয়েত সুপ্রীম কম্যাণ্ড সব রণক্রিয়ার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে মোটেই ব্যবস্থা করতে পারছিল না। বাল্‌টিক অঞ্চল ও অন্যান্য রণাঙ্গনের মধ্যে বাছাই করতেই হত, যেসব অঞ্চলে লড়াই কিংবা যুদ্ধের ফলাফল সামগ্রিক-ভাবে নির্ধারিত হচ্ছিল সেখানে অবশ্য গোলাগুলি পাঠানো হচ্ছিল।

১লা অক্টোবর পর্যন্ত বাল্‌টিক অঞ্চলের রণক্রিয়া ভ্যাসিলেভ্‌স্কি অকুস্থলেই নিয়ন্ত্রণ করেছেন। ১লা অক্টোবর থেকে তিনি কেবল দুটি ফ্রণ্টের তদারকী করছিলেন, প্রথম বাল্‌টিক ও তৃতীয় বাইলোরুশীয় যেখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর প্রত্যাশা ছিল। ঐ তারিখ থেকে লেনিনগ্রাদ ও অন্য দু'টি বাল্‌টিক ফ্রণ্টের রণক্রিয়ার তদারকী করতেন এল. এ. গোভোরভ, যিনি তখন লেনিনগ্রাদ ফ্রণ্টের অধিনায়ক। এরকম কিছুটা অস্বাভাবিক ধরনের পরিচালন-সংগঠন-এর ফলে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স সক্ষম হল তার সমস্ত মনোযোগ

অগ্রগতির প্রধান স্ট্র্যাটেজিক লাইনে কেন্দ্রীভূত করতে, আবার, বাল্‌টিক অঞ্চলে নির্ভরযোগ্য সমন্বয়সাধনের ব্যাপারে সুনিশ্চিত হতে।

লিওনিদ গোভোরভ সেই সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল হয়েছেন এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে বিপুল ও যথোপযুক্ত মর্যাদা পেতেন। ৫ম ফৌজ-এর অধিনায়ক হিসাবে মস্কোর যুদ্ধে তিনি এক অনন্যসাধারণ ভূমিকা নিয়েছিলেন, যে বাহিনী মিন্‌স্ক সড়কটি উল্লম্ফনে পার হয়েছিল। ১৯৪৩-এ অন্যান্য ফ্রন্টের সঙ্গে যুক্ত সংগ্রামে লেনিনগ্রাদ ফ্রন্ট তাঁর নেতৃত্বে লেনিনগ্রাদ নগরীর মরণ-ফাঁস ছিন্ন করেছিল। প্রথম পরিচয়ে অনুকূল ধারণা সৃষ্টি করার পক্ষে তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় সংযতবাক ও গম্ভীর, তবে তাঁর অধীনে যারা কাজ করেছে তারা জানত যে তাঁর এই কঠোর বহিরাবরণের নীচে লুকিয়ে আছে একটা অত্যন্ত মহৎ ও দয়াবান হৃদয়।

১৪ই সেপ্টেম্বর পুরো তিনটি বাল্‌টিক ফ্রন্ট বাল্‌টিক অঞ্চলে শত্রুকে পরাজিত করার জন্য যুগপৎ চূড়ান্ত আক্রমণ শুরু হল, এবং লেনিনগ্রাদ ফ্রন্ট তার সঙ্গে যোগ দিল ১৭ই সেপ্টেম্বর। রিগার দিকে, অগ্রগতির মূল রেখায় অগ্রগতি অবশ্য ছিল ধীর। শত্রুদলকে বিদীর্ণ করা যে অসম্ভব তা আবার দেখা গেল, তারা লড়তে লড়তে সড়ে গেল রিগা থেকে ৬০-৮০ কিলোমিটার দূরে তৈরী করে রাখা জায়গায়। আমাদের বাহিনীকে শত্রুব্যূহের মধ্য দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে সুশৃঙ্খলভাবে এগোতে হল তাদের একেক মিটার করে পেছনে হটিয়ে দিয়ে।

রণক্রিয়া যেখানে এভাবে চলে সেখানে দ্রুত জয়লাভ আসতে পারে না এবং আমরা প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে জড়িয়ে পড়ছিলাম। প্রথম বাল্‌টিক ফ্রন্টের বাম-প্রান্তে শত্রু এমন কি পাল্টা আক্রমণ করছিল। ১৬ই সেপ্টেম্বর ৩য় প্যান্থার ফৌজ কেলমিতেলসিয়াই লাইন থেকে আঘাত করে এবং দোবেল-এ কিছুটা সাময়িক সাফল্য পেল। দুদিন পরে আমাদের বাহিনীর বিরুদ্ধে আরেকটা বেশ জোরালো আক্রমণ হানা হল, এবার রিগা অঞ্চল থেকে। একে ঠেকানো হল। জার্মানরা পুনরাবৃত্তি করতে চেষ্টা করল তবে আবার ব্যর্থ হল।

সবকিছু নির্দেশ করছিল যে শত্রু যে কোন উপায়ে পূর্ব প্রাশিয়ার সঙ্গে আর্মি গ্রুপ উত্তরের সংযোগ রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর, যাতে তারা প্রয়োজনে বাল্‌টিক অঞ্চল থেকে স্থলপথে তাদের সৈন্য প্রত্যাহার করে নিয়ে যেতে পারে। আমাদের

গোয়েন্দারা চিহ্ন টের পেয়েছিল যে এরকম একটা মহড়ার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

এটা অবশ্য আমাদের কাছে কোন সান্ত্বনার ব্যাপার ছিল না। সামগ্রিকভাবে পরিস্থিতির মূল্যায়ন করে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স সিদ্ধান্ত করল যে রিগার যুদ্ধের সন্তোষজনক অগ্রগতি ঘটছে না এবং ঠিক করল যে মূল প্রয়াসকে সরিয়ে নেওয়া হবে সিয়াউলাই অঞ্চলে প্রথম বাল্টিক ফ্রন্টের বামপার্শ্বে যাতে অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন আনা যায়। মেমেল আক্রমণের জন্য এই অঞ্চলে একটা শক্তিশালী আক্রমণকারী দল গঠন করতে হবে। একই সময়ে রিগা খণ্ডে দুটি বাল্টিক ফ্রন্টের অথবা এস্টোনিয়ায় লেনিনগ্রাদ ফ্রন্টের কার্যকলাপে কোনরকম ঢিলেমী এলে চলবে না।

মেমেল যুদ্ধের ব্যাপারে স্তালিন বিশেষ আগ্রহ দেখালেন। এসম্পর্কে যাবতীয় বিষয় তিনি ব্যক্তিগতভাবে এ. এম. ভ্যাসিলেভস্কির সঙ্গে আলোচনা করলেন, প্রয়োজনীয় সেনাদলগুলির গঠন, পুনর্বিন্যাসের পদ্ধতি এবং কিভাবে মহড়াটিকে গোপন রাখা যায় এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন। এর বিস্ময় উদ্রেকের ফল নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হল তবে জেনারেল স্টাফের কাছে যেসব সংবাদ ছিল সেসব বিবেচনা করার পর জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স সিদ্ধান্ত করল যে সময়টি যথেষ্ট অনুকূল। চারটি ফিল্ড আর্মি (৪র্থ আক্রমণকারী, ৪৩শ, ৫১তম এবং ৬ষ্ঠ রক্ষী), একটি ট্যাংক ফৌজ (৫ম রক্ষী) এবং তাছারা একটি স্বয়ন্তর ট্যাংক এবং একটি স্বয়ন্তর যন্ত্রায়িত কোর সিয়াউলিয়াই অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত হতে আরম্ভ করল। পুনর্বিন্যাস ২৪০ কিলোমিটারের বেশি এলাকা জুড়ে ছিল না, গোপনতা রক্ষা করা হল সেনা চলাচলের জন্য অসংখ্য (২৫টির বেশি) পথ ব্যবহার করে এবং আকাশে আমাদের প্রাধান্য রক্ষা করে।

রিগার দক্ষিণে যেসব অবস্থানগুলি প্রথম বাল্টিক ফ্রন্টের সেনাদলগুলি পরিত্যাগ করেছিল সেগুলি দ্বিতীয় বাল্টিক ফ্রন্ট দখল করল।

মেমেল রণক্রিয়া পরিকল্পিত হয়েছিল সিয়াউলিয়াই-এর দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং পশ্চিমে শত্রুব্যূহে অনুপ্রবেশের জন্য, তার তৃতীয় প্যাঞ্জার ফৌজকে ধ্বংস করার জন্য এবং পালাঙ্গা, মেমেল ও নিয়েমেন নদীর মোহানায় বাল্টিক উপকূলে ঢুকে পড়ে বাল্টিক অঞ্চল থেকে পূর্ব প্রাশিয়ায় পলায়ন পথকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য। ২৪শে সেপ্টেম্বরের জন্য জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর নির্দেশনামায় এই কর্তব্যটি সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত হল প্রথম বাল্টিক ফ্রন্টের উপর। কিছুদিন পরে স্তালিন ব্যক্তিগতভাবে ভ্যাসিলেভস্কি ও ব্যাগ্রামিয়ানকে দেখালেন যে পূর্ব প্রাশিয়া ও রিগার মাঝখানে

বিচ্ছিন্ন শত্রুবাহিনীগুলিকে ধ্বংসের কাজ সম্পন্ন করবে দুটি ফ্রন্ট, প্রথম এবং দ্বিতীয় বাল্টিক ফ্রন্ট একযোগে কাজ করে। তৃতীয় বাইলোরুশীয় ফ্রন্টের ৩৯তম ফৌজকেও লড়াইতে নিয়ে আসা হল। নিয়েমেন বরাবর অগ্রসর হয়ে প্রথম বাল্টিক ফ্রন্টকে তার সাহায্য করতে হবে।

আমাদের বাহিনীগুলির পুনর্বিন্যাসের খবর হদিস করতে করতে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর পরিকল্পনা বানচাল করার সময় শত্রুর আর রইল না। মেমেল রণক্রিয়া ঠিক সময়—অক্টোবর ৫-আরম্ভ হল এবং চমৎকার অগ্রগতি হল। অভিযানের দ্বিতীয় দিনে ৫ম রক্ষী ট্যাংক ফৌজকে পাঠানো হল এবং তৎক্ষণাৎ পালাঙ্গা ও মেমেল-এ আঘাত হানা হল।

এই আক্রমণের বিপদ শত্রু উপলব্ধি করল। ৬ই অক্টোবরের সকালে সে রিগা অঞ্চল থেকে কুরল্যাণ্ডের মধ্য দিয়ে পূর্ব প্রাশিয়ায় সরে পড়তে আরম্ভ করল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাল্টিক ফ্রন্ট অনুসরণ শুরু করল। তাদের গতি অবশ্য আবার ব্যাহত হল শত্রুর পশ্চাদরক্ষীদের ভয়ংকর প্রতিরোধ ও ভূখণ্ডটির নানা অসুবিধা ও গোলাগুলির অভাবের জন্য।

লড়াইয়ের ষষ্ঠ দিনে জেনারেল ভি. টি. ভল্স্কির অধীন ৫ম রক্ষী ট্যাংক ফৌজ শেষ পর্যন্ত বাধা ভেঙে সমুদ্রে পৌছাল। একই সময়ে ৬ষ্ঠ রক্ষী এবং ৪র্থ আক্রমণকারী বাহিনী আর্মি গ্রুপ উত্তরের বহু সৈন্যের পথরোধ করল যারা স্যালডাস-প্রিকিউল রেখায় পৌছেছিল এবং প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর তাদের গতিরোধ করতে সক্ষম হল। তা করতে গিয়ে তারা প্রথম বাল্টিক ফ্রন্টের অন্যান্য বাহিনী-গুলির জন্য কঠিন আবরণ সৃষ্টি করল, যারা ১২ই অক্টোবর নাগাদ মেমেল অবরোধ করেছিল এবং পূর্ব প্রাশিয়ার সীমান্তে পৌছেছিল। জেনারেল আই. আই. লিউদনিকভ-এর অধীনে ৩৯তম ফৌজও পশ্চিম দিকে চমৎকার অগ্রগতি করেছিল।

ষষ্ঠ রক্ষী ও ৪র্থ আক্রমণকারী ফৌজকে অতিক্রম করতে না পেরে শত্রু শেষ পর্যন্ত বাধা ভেঙে পূর্ব প্রাশিয়ায় যাবার প্রয়াস ছাড়তে বাধ্য হল এবং আমাদের আক্রমণ তাদের বাধ্য করল কুরল্যাণ্ডে পূর্বেই প্রস্তুত রেখায় আত্মরক্ষা করতে। এভাবে সৃষ্টি হল কুখ্যাত "কুরল্যাণ্ড পকেট।"

ব্যাগ্রামিয়ানের উচ্চস্তরের মৌলিক সেনাপতিত্ব, যুদ্ধবিদ্যার গভীর জ্ঞান এবং প্রভূত বাস্তব অভিজ্ঞতা চমৎকারভাবে প্রদর্শিত হল সিয়াউলিয়াই ও মেমেল যুদ্ধে। তাঁর কথা আগেই বলেছি কিন্তু অন্যের প্রতি তাঁর বিবেচনাবোধ, তাদের

মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা, তাঁর ব্যক্তিগত আকর্ষণ, নিষ্ঠা ও আতিথেয়তা ইত্যাদি বিষয়ে কিছুটা উল্লেখ না করলে চিত্রটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। নিঃসন্দেহে, এসব গুণের সমাবেশের ফলেই কত সহজে তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে মানিয়ে গেছেন, তাঁর পদে কাজ করেছেন সুনিশ্চিত সাফল্যের স্পর্শ নিয়ে। যুদ্ধশেষে, জেনারেল স্টাফ আকাডেমীর প্রধান হিসাবে উচ্চতম সামরিক কর্মচারীদের প্রশিক্ষণে ব্যাগ্রামিয়াম এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন এবং পরবর্তীকালে যখন তিনি সৈন্য চলাচল ও সরবরাহের দায়িত্বে ছিলেন তখন আমাদের সামরিক বাহিনীর প্রস্তুতি সুনিশ্চিত করতে অনেক কিছুই করেছেন।

লাটভিয়ার রাজধানীর লড়াই মেমেল যুদ্ধের সমান্তরালে এগিয়ে চলল। এক পা এক পা করে জার্মান দখলদার বাহিনীগুলিকে হটিয়ে দেওয়া হল, ১৩ই অক্টোবর রিগা মুক্ত হল।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স তখন তৃতীয় বাল্টিক ফ্রন্টকে ভেঙে দেওয়া ঠিক করলেন এবং এই মর্মে ১৬ই অক্টোবর একটি নির্দেশনামা জারী হল। লেফটেন্যান্ট-জেনারেল এন. ডি. জাখভাতেইয়েভ-এর প্রথম আক্রমণকারী ফৌজ এবং লেফটেন্যান্ট জেনারেল আই. পি. ঝুরাভলিয়ভ-এর ১৪শ বিমান ফৌজ দ্বিতীয় বাল্টিক ফ্রন্টের সঙ্গে মিশে গেল। লেফটেন্যান্ট-জেনারেল রোমানোভ্স্কির ৬৭তম ফৌজকে বদলী করা হল লেনিনগ্রাদ ফ্রন্টে এবং লেফটেন্যান্ট জেনারেল এস. ভি. রোগিনস্কির অধীনস্থ ৫৪তম বাহিনীকে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর রিজার্ভ-এ রাখা হল।

কুরল্যাণ্ড দল, যার অন্তর্ভুক্ত ছিল ২৯টি ডিভিশন, বহু বিশেষ ইউনিট এবং এক বিরাট পরিমাণ সাজসরঞ্জাম তাকে নিশ্চিত করার দায়িত্ব নিল যুগপৎ প্রথম ও দ্বিতীয় বাল্টিক ফ্রন্ট। ১০ই অক্টোবর ৪র্থ আক্রমণকারী ফৌজ, ৬ষ্ঠ রক্ষী, ৫১তম ফৌজ এবং ৫ম রক্ষী ট্যাংক ফৌজকে জার্মান ১৮শ ও ১৬শ আর্মির বিরুদ্ধে উত্তর মুখে ঘুরিয়ে দেওয়া হল। নভেম্বরের শুরুতে তাদের সঙ্গে যোগ দিল দ্বিতীয় রক্ষী ফৌজ যাকে পূর্ব প্রাশিয়ার সীমান্ত থেকে আনা হয়েছিল। সেখানে, নিয়েমেন-এ কেবল ৪৩শ ফৌজ রইল।

দ্বিতীয় বাল্টিক ফ্রন্টও কুরল্যাণ্ড দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

যদিও জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স যত শীঘ্র সম্ভব কুরল্যাণ্ড দলকে ধ্বংস করার জন্য উদ্বিগ্ন ছিল, দেখা গেল কাজটি ভয়ংকর কঠিন এবং তা বরাদ্দ সময়সীমার

মধ্যে সম্পন্ন হল না। পরিণামে শত্রুকে কুরল্যাণ্ড উপদ্বীপে আটকে রেখেই আমাদের বাহিনীকে সন্তুষ্ট থাকতে হল।

এভাবে সোভিয়েত বাহিনী বাল্টিক অঞ্চলে ব্যস্ত রইল গোটা ১৯৪৪ সাল। এই গোটা সময়ে মূল লক্ষ্য ছিল আর্মি গ্রুপ উত্তরকে বিচ্ছিন্ন করা, এদিকে, একই সময়ে একে ভেঙে ফেলা এবং খণ্ড খণ্ড করে ধ্বংস করা। এই কাজ কয়েকটি পর্যায়ে এগোল। বাল্টিক অঞ্চলের গভীরে প্রবেশ করার জন্য প্রয়োজনীয় রণক্রিয়াগত অবস্থান ১৯৪৪-এর ফেব্রুয়ারী-মার্চ-এ অর্জিত হয়েছিল। সোভিয়েত বাহিনী শত্রুর প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি সাধন করল এবং জুলাই-আগস্টে চূড়ান্ত অভিযানের জন্য চমৎকার একটি লাইন দখল করল এবং সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে আমরা সফল হলাম আর্মি গ্রুপ উত্তরকে পরাজিত ও অবিশিষ্টাংশকে কুরল্যাণ্ড থেকে বিতাড়িত করতে পারলাম।

ইতিমধ্যে বাল্টিক অঞ্চলে শত্রুকে ধ্বংস করাটা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সোভিয়েত বাহিনী পূর্ব প্রাশিয়ার সীমান্তে পৌঁছে গিয়েছিল এবং অগ্রগতির প্রধান স্ট্র্যাটেজিক লাইনটি খুলে দিয়েছিল—পশ্চিমী, এটি ওয়ারশ ও বার্লিনের দিকে, এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে, বুদাপেস্ট ও ভিয়েনার দিকে। এই কারণেই বাল্টিক অঞ্চল লড়াইয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে জেনারেল স্টাফ ও সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের নজরে ছিল অবিচ্ছিন্নভাবে।

সব অসুবিধা এবং যুদ্ধের ভাগ্য পরিবর্তন সত্ত্বেও, সব সাময়িক ব্যর্থতা যা এর সঙ্গে জড়িয়ে ছিল সেসব সত্ত্বেও, তার শেষ আঘাতটি ছিল চমৎকার-ভাবে প্রস্তুত ও কার্যে পরিণত মেমেল যুদ্ধ—, এটি নিঃসন্দেহে সোভিয়েত সমরকুশলতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শেষ সমরাভিযান ঃ

কুন্‌ৎসেভোর "কাছের বাড়ির"-তে প্রাক নববষ ।। শত্রু-বাহিনীকে পূর্ব প্রাশিয়া ও দক্ষিণে দ্বিধাবিভক্ত করা ।। প্রথম বাইলোরুশীয় ফ্রন্ট পরিচালনার জন্য ঝুকভের নিয়োগ ।। চারটি ফ্রন্টের সমন্বয় সাধনের কাজ হাতে নিলেন স্তালিন ।। বার্লিনের বিরুদ্ধে অবিরাম আক্রমণ কি সম্ভব ? ।। চার্চিল কিভাবে হিটলারের ক্ষুধা নিবারণ করলেন ।। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর ১লা এপ্রিল, ১৯৪৫-এর সম্মেলন ।। জার্মান আত্মসমর্পণ ।।

১৯৪৫ সালে নববর্ষের প্রাক্কালে মধ্যরাত্রির কয়েকঘণ্টা আগে আন্তোনভ একটি সংক্ষিপ্ত ঘোষণা করলেন।

"পস্‌ক্রিওবাইশেভ এইমাত্র আমাদের ফোন করে ম্যাপ ও কাগজপত্র ছাড়াই সাড়ে এগারটার সময় "কাছের বাড়ি-তে" আসতে বলেছেন।

আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম এর মানে কি ? তাঁর কি মনে হয় ?

"সম্ভবতঃ আমাদের তাঁরা নববর্ষ উদযাপনের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে চলেছেন। ব্যাপারটা মন্দ হবে না," ঠাট্টার স্বরে তিনি বললেন।

কয়েক মিনিট পরে বর্মাবৃত ও যন্ত্রায়িত বাহিনীগুলির অধিনায়ক ওয়াই. এন. ফেদোরেংকোর কাছ থেকে ফোন এল : কেন তাঁকে "কাছের বাড়ি"তে ডেকে পাঠানো হয়েছে এবং সঙ্গে কিছু নিয়ে যেতে না করা হয়েছে তা কি আমরা জানি ? আমি বললাম যে এই অদ্ভুত নিমন্ত্রণে আমরা নিজেরাও বিভ্রান্ত।

২৩·০০ টার সময় আন্তোনভ ও আমি স্বাভাবিক পথ ধরেই রওনা দিলাম, মনে তখনো বিস্ময়, ব্যাপারটা কি। সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের ওখানে আমাদের প্রাত্যহিক সাক্ষাৎ হয় সাধারণতঃ আরো পরে এবং ইতিপূর্বে কখনো জাতীয় ছুটি উদযাপনের জন্য সেখানে আমন্ত্রিত হইনি। যুদ্ধের দীর্ঘ বছরগুলিতে আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম 'ছুটি' কথাটির মানে কি।

স্তালিনের পল্লীভবনে আমরা সমর বিভাগের আরো কয়েকজনের দেখা পেলাম— এ. এ. নোভিকভ, এন. এন. ভরোনভ, ওয়াই. এন. ফেদোরেংকো এবং এ. ভি.

খ্লেভ। একটু পরে বুদিয়ান্নি এলেন। বোঝা গেল বাস্তবিকই আমরা নববর্ষ উদ্‌যাপনের জন্যেই আমন্ত্রিত হয়েছি, উৎসবের মেজাজে সাজানো ডিনার টেবিল তাই বলে।

মধ্যরাত্রির কয়েক মিনিট আগে পলিটব্যুরোর সমস্ত সদস্য উপস্থিত হলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন জনগণের কমিশার, যাঁদের মধ্যে কেবল মনে আছে বি. এল. ভান্নিকভ ও ভি. এ. ম্যালিশেভ-এর কথা। মোট পঁচিশজন পুরুষ এবং একজন মহিলা—ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পামিরো তোগলিয়েত্তির পত্নী, যিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে এসেছিলেন।

স্তালিন টেবিলের প্রান্তে তাঁর চিরাচরিত জায়গাটিতে বসলেন। তাঁর ডানদিকে বরাবরকার মত একটি কাঁচের জলাধার। খিদমতের জন্য কোন ভৃত্য নেই, যার যা দরকার নিজে নিয়ে নিলেন। মধ্যরাত্রি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক সোভিয়েত জনগণের সম্মানে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন, যারা, তিনি বললেন, নাৎসী বাহিনীকে পরাজিত করার জন্য সম্ভাব্য সব কিছুই করেছে এবং বিজয় মুহূর্তটিকে আসন্ন করে তুলেছে। তিনি সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর উদ্দেশ্যে টোস্ট করলেন এবং আমাদের সবাইকে অভিনন্দিত করলেন :

"কমরেডগণ, শুভ নববর্ষ।"

আমরা একে অন্যকে সম্ভাষণ করলাম এবং ১৯৪৫-এ বিজয়ের মধ্যে যুদ্ধের সমাপ্তির জন্য পান করলাম। প্রথমে যে একটা অস্বস্তি অনুভব করেছিলাম তা চট করে কেটে গেল এবং সাধারণ কথাবার্তা চলল। আমাদের আমন্ত্রণকর্তার আচরণ একেবারেই কেতাদুরস্তহীন। কয়েকটি টোস্ট-এর পরে তিনি টেবিল ছেড়ে উঠলেন, পাইপ ধরালেন এবং তাঁর একজন অতিথির সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করলেন। বাকি আমরা সবাই এই সুযোগে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে গেলাম, হাসির শব্দ শোনা গেল এবং সবাই উঁচু গলায় কথা বলতে আরম্ভ করল।

বুদিয়ান্নি যেটি সঙ্গে এনেছিলেন সেই অ্যাকর্ডিয়নটি হলঘরের থেকে নিয়ে এলেন, শক্ত পিঠওয়ালা একটা চেয়ারে বসে হাপরে টান দিলেন। সত্যিকারের দক্ষতার সঙ্গে তিনি রুশ লোকসঙ্গীত, ওয়াল্‌জ এবং পোল্‌কা বাজালেন। যে কোন খাঁটি অ্যাকর্ডিয়ন বাজিয়ের মতই তিনি একপাশে হেলে বসেছেন, কানটা যন্ত্রের সঙ্গে এবং স্পষ্টই বোঝা যায় যে এটা তাঁর প্রিয় অবসর বিনোদন।

ভরোশিলভ গিয়ে তাঁর পাশে বসলেন, অবিলম্বে তাঁর সঙ্গে আরো অনেকে যোগ দিলেন।

বুদিয়ান্নি যখন বাজিয়ে ক্লান্ত হলেন স্তালিন তখন গ্রামোফন শুরু করলেন, রেকর্ডগুলি নিজেই বেছে দিলেন। অতিথিদের কয়েকজন নাচতে চাইলেন কিন্তু একজন মাত্র মহিলা ছিলেন তাই সেই চেষ্টা ছাড়লেন। আমন্ত্রণকর্তা তারপরে সুপরিচিত লোকসঙ্গীতের সুর "বারিনিয়া" বাছলেন রেকর্ডের স্তূপ থেকে। বুদিয়ান্নি বসে থাকতে পারলেন না, ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন একটি রুশ নাচে, উবু হয়ে, হাঁটু চাপড়ে, জুতোর ডগায়। প্রত্যেকে মনেপ্রাণে প্রশংসা করলেন।

সঙ্গীতানুষ্ঠানটির সেরা অংশ ছিল অধ্যাপক এ. ভি. আলেক্সান্দ্রভ-এর সমবেত রণসঙ্গীত। আমরা নিজেরা সেগুলি সব জানতাম এবং হৃষ্ট মনে গানে যোগ দিলাম।

তখন ভোর তিনটে যখন কুনৎসেভো থেকে আমরা ফিরলাম। একটা অসামরিক আবহাওয়ায় প্রথম নববর্ষ উদযাপন আমাদের চিন্তা উদ্রিক্ত করেছিল। সব কিছুই ইঙ্গিত করছে যে যুদ্ধের অবসান আসন্ন। ইদানীং আমরা বেশ স্বস্তিতে নিঃশ্বাস ফেলতে পারছিলাম যদিও জানতাম, যারা তা জানত, যে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বিরাট এক নতুন অভিযান শুরু হবে এবং বহু যুদ্ধ সামনে অপেক্ষা করছে।

আন্তোনভ হঠাৎ প্রস্তাব করলেন যে রোজকার মত জেনারেল স্টাফ্-এ ফিরে না গিয়ে রাত্রিটা আমরা নিজের বাড়িতে কাটাব। বাস্তবিকই, এটা ছিল শান্তিপূর্ণ নববর্ষের সূত্রপাত। সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের বাসভবনে ভোজসভা, বাড়িতে একটি রাত—জেনারেল স্টাফ যে কঠোর শাসন কায়েম রেখেছে যুদ্ধের সমগ্র কালটি জুড়ে তার সঙ্গে একরত্তিও মিল নেই।

কিন্তু মস্কোতে তখন যুদ্ধকালীন চেহারাটি বজায় রইল। অন্ধকার জনহীন পথ দিয়ে রুদ্ধ বাতায়ন জমাট বাড়িগুলি পেরিয়ে চলেছিলাম। তবুও কোনও এক ছিদ্র দিয়ে কোথাও ক্ষীণ আলোর দেখা ক্বচিৎ চোখে পড়ে। কম্যাণ্ডান্ট-এর ভ্রাম্যমাণ পাহারাদারেরা কিংবা বিমান বিধ্বংসী প্রতিরক্ষীরা এসব অপরাধের জন্য আর তেমন কঠোর হচ্ছে না।

এক কথায়, সে রাতে সবকিছুই আমাদের মনে করিয়ে দিল যে যুদ্ধের অবসান আসন্ন।

সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে সশস্ত্র সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ের পরিকল্পনা শুরু

হয়েছিল, ওদিকে গ্রীষ্ম-শরৎ অভিযানও এগিয়ে চলছিল। যুদ্ধের পরিস্থিতি থেকে জেনারেল স্টাফ ও জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স যেসব বাস্তব সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়েছিল তা হঠাৎ বা একবারে ঘটেনি। ধীরে ধীরে, দৈনন্দিন কাজের মধ্য দিয়ে তার রূপ পরিগ্রহ করেছে।

সবগুলি সেক্টরে ১৯৪৪-এর গ্রীষ্ম ও শরৎকালে আমাদের তুলনাহীন অভিযানের যে ফলাফল তাকে উৎসাহব্যঞ্জক বললে কম বলা হয়। সোভিয়েত বাহিনী ২১৯টি শত্রু ডিভিশন ও ব্রিগেডকে ছত্রভঙ্গ করেছে। শত্রু হারিয়েছে ১৬০০০০০ সৈন্য, ৬৭০০টি ট্যাংক, ২৮০০০ কামান ও মর্টার এবং ১২০০০ বিমান। একটা অত্যন্ত প্রভাবশীল নৈতিক বিপর্যয়ও তার ঘটেছে।

১৯৪৪-এর অক্টোবরের শেষে সোভিয়েত বাহিনী ফিনল্যাণ্ডের সীমান্তে পৌঁছেছিল এবং অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে উত্তর নরওয়েতে অগ্রসর হচ্ছিল। সির্ভে এবং কুরল্যাণ্ড উপদ্বীপ বাদে সমগ্র বাল্টিক অঞ্চল মুক্ত করেছিল এবং সুদূর গোলড্যাপ-অগাস্টো রেখা পর্যন্ত পূর্ব প্রাশিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিল। পূর্ব প্রাশিয়ার দক্ষিণ, নারেভ ও ভিশ্চুলার কয়েক জায়গা অধিকৃত ও রোম্বানি, সেরোৎস্ক, ম্যাগনাশেভ, পলওয়ে, স্যাণ্ডোমিয়ার্জ অঞ্চলে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সেতুমুখ লাভ করেছিল। বার্লিনের দিকে অগ্রগতির সামরিক গুরুত্বপূর্ণ লাইনটি তার সামনে। দ্বিতীয় ইউক্রেনীয় ফ্রন্ট বাধা ঠেলে বুদাপেস্ট-এর দিকে যাচ্ছিল। তৃতীয় ইউক্রেনীয় ফ্রন্ট ২০শে অক্টোবর যুগোশ্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেড মুক্ত করেছিল।

সহজে অবশ্য এইসব জয়লাভ ঘটেনি। আমাদের ডিভিশনগুলি নিঃশেষ হয়ে আসছিল এবং আমাদের অগ্রগতি দৃশ্যতঃই স্তিমিত হচ্ছিল। পশ্চিম ইউরোপের কতগুলি সেক্টরের প্রতিরক্ষাকে দুর্বল করে হিটলার তাঁর বাহিনীর একাংশকে পূর্বে চালান করতে এবং একটা দৃঢ় ও শক্ত রণাঙ্গন সৃষ্টি করায় সফল হয়েছিলেন যা ভেদ করতে গেলে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতির দরকার ছিল।

জেনারেল স্টাফ আমাদের সাফল্যকে কাজে লাগাবার ব্যাপারে আমাদের অসুবিধাগুলি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করেছিল তবে অগ্রগতির অবস্থা ও সম্ভাবনা সর্বত্র সমান ছিল না।

কুরল্যাণ্ডে শত্রুর প্রতিরক্ষা অত্যন্ত নিরাপদ ছিল। এটি ভেদ করতে আমাদের অত্যন্ত বেশি মূল্য দিত হত এবং সেখানে সুরক্ষিতভাবে প্রতিষ্ঠিত আমাদের ত্রিশটি বা কাছাকাছি ডিভিশনকে নষ্ট করা হত।
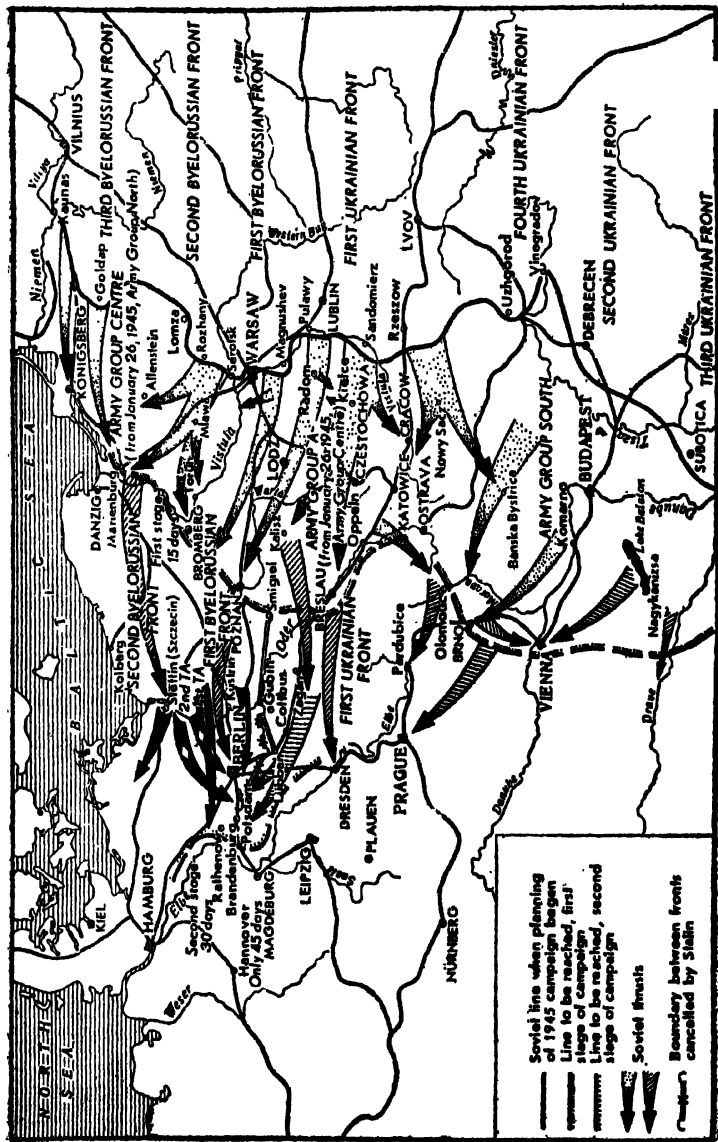
নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের চূড়ান্ত পরিকল্পনা

পূব প্রাশিয়ার পরিস্থিতি বেশি অনুকূল মনে হচ্ছিল। তৃতীয় বাইলোরুশীয় ফ্রণ্টের শত্রুর উপরে কিছুটা সংখ্যাগত প্রাধান্য ছিল*। সেই কারণে জেনারেল স্টাফ হিসেব করল যে সুপ্রীম কম্যাণ্ডের রিজার্ভের সাহায্যে শক্তিবৃদ্ধি করে সরাসরি পূর্ব প্রাশিয়ার মধ্য দিয়ে ভিস্চুলা পর্যন্ত একটা জোরালো আক্রমণ হানা এবং ২২০–২৫০ কিলোমিটার অগ্রগতি ঘটানো সম্ভব। এই অঞ্চলে আরো রণক্রিয়া দুর্ভাগ্যক্রমে অন্ততঃ গোড়ায় সীমাবদ্ধ রাখা দরকার ছোটখাট লক্ষ্যের মধ্যে।

অগ্রগতির ওয়ারশ-পোজনান এবং তদুপরি সাইলেশীয় রেখায়, যেখানে বাস্তবিক পক্ষে বার্লিনের ভাগ্য নির্ধারিত হবার কথা, সেখানে আমরা বিশেষভাবে কঠিন প্রতিরোধের সম্মুখীন হবার আশংকা করছিলাম। সে সময় আমরা হিসেব করেছিলাম যে সর্বাধিক প্রয়াসের সাহায্যে প্রথম বাইলোরুশীয় এবং প্রথম ইউক্রেনীয় ফ্রণ্ট ১৪০–১৫০ কিলোমিটারের বেশি ভিতরে ঢুকতে পারবে না।

অন্যদিকে, প্রথমতঃ রাজনৈতিক বিবেচনার দিকে লক্ষ্য রেখে জেনারেল স্টাফ চতুর্থ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টের অনেক বেশি সাফল্যের উপর ভরসা করেছিল। মোরাভস্কা অস্ত্রাভা-ব্রিনো রেখা এবং ভিয়েনার প্রবেশমুখ পর্যন্ত একটা দ্রুত আচমকা আক্রমণের সম্ভাবনা ছিল। নিকট ভবিষ্যতে বুদাপেস্ট দখল এবং দানিয়ুব অধিকার সম্ভব বলে মনে হয়েছিল। এখানে শত্রুর পদাতিক বাহিনী হাঙ্গেরীয় ডিভিশনগুলি নিয়ে গঠিত হয়েছিল যাদের লড়বার ক্ষমতা, তখন আমরা অনুমান করেছি, জনগণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান যুদ্ধবিরোধী মনোভাবের জন্য এবং যে ফ্যাসিস্তরা যে কোন মূল্যে হাঙ্গেরীকে তৃতীয় রাইখের পক্ষে রাখতে চেষ্টা করছিল তাদের পাশবিকতার জন্য হয়তো অনেকখানি কমেছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ, এই অনুমান ন্যায্য ছিল না। জার্মানদের সহায়তায় ফ্যাসিস্ত একনায়কতন্ত্র আরো কিছুকালের জন্য হাঙ্গেরীকে নাৎসী যুদ্ধযন্ত্রের সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখতে সক্ষম হয়েছিল। অক্টোবরের শেষে বুদাপেস্ট খণ্ডে চূড়ান্ত দুঃসহ ও ব্যয়বহুল যুদ্ধ আরম্ভ হল। দ্বিতীয় ইউক্রেনীয় ফ্রণ্ট ৩৯টি সংগঠনে তৈরী শত্রুদলের মুখোমুখি হল। এর প্রাণকেন্দ্রটির

---

* তখন পূর্ব প্রাশিয়ায় জার্মানদের ছিল ১১টি পদাতিক ডিভিশন, ২টি প্যাঞ্জার ডিভিশন, ২টি প্যাঞ্জার ব্রিগেড এবং ২টি অশ্বারোহী ব্রিগেড। মোট ১৭টি সংগঠন। তৃতীয় বাইলোরুশীয় ফ্রণ্টের অন্তর্ভুক্ত ছিল ৪০টি পদাতিক ডিভিশন, ২টি ট্যাংক কোর এবং ৫টি ট্যাংক ব্রিগেড। সর্বমোট ৪৭টি সংগঠন। অবশ্য মনে রাখতে হবে, শত্রুর পদাতিক ডিভিশনগুলোতে প্রকৃত সৈন্যসংখ্যা আমাদের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি ছিল। সোভিয়েত ট্যাংক কোর ও জার্মান প্যাঞ্জার ডিভিশনগুলির লড়াই করবার ক্ষমতা মোটামুটিভাবে তুল্য ছিল।

অন্তর্ভুক্ত ছিল সাতটি প্যাঞ্জার ডিভিশন (পাঁচটি জার্মান ও ২টি হাঙ্গেরীয়)। এটি অধিষ্ঠিত ছিল নানাশাখায় বিভক্ত একটা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে এবং ভয়ংকর প্রতিরোধ সে করছিল। হাঙ্গেরীর রাজধানীর জন্য লড়াই সাড়ে তিন মাসকাল দীর্ঘায়িত হয়েছিল।

অক্টোবরে অর্জিত অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ফলাফলে দেখা গেল যে আমাদের ডিভিশনগুলির বিশ্রাম দরকার। বহুকাল তাদের কেউ ছাড়া পায়নি। তাদের পুনর্বিন্যস্ত করতে হবে, পশ্চাদভাগের সংগঠনগুলি গড়ে তুলতে হবে, এবং প্রতিরোধ অতিক্রম এবং পরবর্তীকালে সাফল্যকে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজনীয় সরবরাহ সংগ্রহ করতে হবে। অবশেষে, পরিস্থিতির সামগ্রিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে আমাদের বেছে নিতে হবে সবচেয়ে সম্ভাবনাপূর্ণ অগ্রগতির লাইনগুলি এবং নাৎসীবাদের দ্রুত ও চূড়ান্ত ধ্বংসের জন্য পরিকল্পনা রচনা করা। এ সব কিছুর জন্য দরকার সময়।

১৯৪৪-এর একেবারে গোড়ায় জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স দ্বিতীয় বাইলোরুশীয়, প্রথম বাইলোরুশীয় ও প্রথম ইউক্রেনীয় ফ্রন্ট-এর অবস্থা সম্বন্ধে একটা পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান করেছিল। এই ফ্রন্টগুলি শত্রুর মূল সামরিক দলগুলির—আর্মি গ্রুপ মধ্য ও আর্মি গ্রুপ-এ—র-প্রতিরোধের সম্মুখীন ছিল যদিও তাদের কোনটাই পূর্ণশক্তিতে ছিল না। আক্রমণ অভিযানের জন্য সৈন্যের যে প্রাধান্য থাকা দরকার আমাদের ফ্রন্টগুলির তার কোন প্রয়োজন ছিল না। কাজেই এটা বোঝা গেল যে অগ্রগতির বার্লিন লাইনে আমাদের আক্রমণ অভিযান চালিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না এবং সাময়িকভাবে আমাদের আত্মরক্ষায় ফিরে যেতে হবে।

সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের কাছে তাঁর পেশ করা হালরিপোর্ট-এ এর উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন এবং যথাযথ নির্দেশনামাগুলি রচনার জন্য অনুমতি চেয়েছিলেন। অনুমতি দেওয়া হল। ১৯৪৪-এর ৪ঠা নভেম্বর রাতে তৃতীয় ও দ্বিতীয় বাইলোরুশীয় ফ্রন্টকে আত্মরক্ষায় ফিরে যাবার আদেশ দিয়ে একটি নির্দেশনামা জারি হল। কয়েক দিন পরে একই রকম নির্দেশ পাঠান হল প্রথম বাইলোরুশীয় ফ্রন্টের দক্ষিণ প্রান্তে। গোড়া থেকেই অনুমান করা হয়েছিল যে হিটলারী জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের শেষ লড়াইটি পরিচালিত হবে দুই পর্যায়ে। প্রথম পর্যায়ে যুদ্ধ চলবে প্রধানতঃ যাকে বর্ণনা করা যায় অগ্রগতির পুরানো লাইন বলে—বুদাপেষ্ট অঞ্চলে সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের দক্ষিণ পার্শ্বে। হিসেব করা হয়েছিল যে এখানে ব্যূহভেদ করা যাবে তৃতীয় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের বাহিনীগুলিকে

কেস্‌কেমেট-এর দক্ষিণে তিজা ও দানিয়ুব নদী দুটির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে। তারা এখান থেকে উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম দিকে খোঁচা দিয়ে দ্বিতীয় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টকে সাহায্য করতে পারবে। আমাদের আশা ছিল দুটি ফ্রন্ট পরস্পর ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করে দ্রুত অগ্রগতি ঘটাতে পারবে এবং ২০-২৫ দিনের মধ্যে বান্‌স্কাবিস্ট্রিকা, কোমারনো, ন্যাগিকানিজা রেখায় পৌঁছে যাবে এবং তার একমাস পরে ভিয়েনার প্রবেশ মুখে হাজির হবে। আমাদের সন্দেহ ছিল না যে তাদের দক্ষিণ পার্শ্বের এই ঘোরতর বিপদ তাদের বাধ্য করবে বার্লিন খণ্ড থেকে কিছু সৈন্যকে সরিয়ে আনতে এবং এতে আবার আমাদের মূল বাহিনীর অগ্রগমনের পক্ষে বেশ অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হবে—যে ফ্রন্টগুলি কার্পেথিয়ানের উত্তরে ছড়ানো ছিল। জেনারেল স্টাফ-এর স্থির বিশ্বাস ছিল যে ১৯৪৫-এর গোড়ায় নিম্ন ভিস্‌চুলার সোভিয়েত বাহিনী ব্রোমবার্গ-এ পৌঁছাবে, পোজ্‌নান দখল করবে এবং ব্রেসলাভ্‌ল, পারডুবিস, জিহ্‌লাভা এবং ভিয়েনার মধ্য দিয়ে প্রসারিত লাইনটি অধিগ্রহণ করবে, অন্য কথায়, ১২০ থেকে ৩৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত দূরত্ব অতিক্রম করে যাবে। তারপরে আসবে যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়, যার চূড়ান্ত হবে জার্মানীর আত্মসমর্পণে।

এইভাবে, পরিকল্পনাটির মূল রূপরেখা, অক্টোবরের শেষদিক নাগাদ যেভাবে মনে হয়েছিল, তাতে পাওয়া যায় চূড়ান্ত লড়াইয়ের মূল বিষয় যা একে দুই পর্যায়ে বিভক্ত করেছে। মূল প্রয়াসের লক্ষ্য তখনো ব্যাখ্যা করা হয়নি। শত্রুর সামরিক গুরুত্বপূর্ণ রণাঙ্গনে ঢুকে পড়া এবং তার দলগুলিকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-হীন করার চিন্তাটা তখনো বলা হয়নি।

আরো সঠিকভাবে পরিকল্পনাটি যাতে করতে পারা যায় সেজন্য নভেম্বরের গোড়ায় জেনারেল স্টাফ, আমরা যা অর্জন করেছি তাকে একত্রিত করল এবং উভয় পক্ষের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের একটি মূল্যায়নকে সূত্রবদ্ধ করল। সোভিয়েত বাহিনীর বিজয়গুলি যুদ্ধের ফলাফলকে নির্ধারিত করে দিয়েছে—এটিকে এক প্রতিষ্ঠিত সত্য বলে বিবেচনা করা হল। সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টে যুদ্ধের সমাপ্তি আমাদের অনুকূলে আগে থেকেই ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে আছে, শত্রুর চূড়ান্ত পতনের সময়টি আসন্ন। আমরা কেবল সংখ্যার দিক দিয়েই শত্রুর চেয়ে বড় তা-ই নয়, রণকুশলতা ও সাজসরঞ্জামের দিক থেকেও আমরা তাদের চেয়ে এগিয়ে আছি। আমাদের লড়াইতে মদত যোগাচ্ছে গৃহাঙ্গনটি, রণাঙ্গনকে তা ক্রমবর্ধমান সাহায্য দিয়ে চলেছে।

সোভিয়েত বাহিনী ও হিটলার বিরোধী জোটভুক্ত অন্যান্য দেশের বাহিনী-

গুলির স্ট্র্যাটেজিক অবস্থানকে মূল্যায়ন করা হল এই বলে যে তা জার্মানীর সম্পূর্ণ পরিবেষ্টনের দিকে এগিয়ে চলেছে। আমাদের আঘাতগুলি পশ্চিম ইউরোপে মিত্রপক্ষের রণক্রিয়ার সঙ্গে সুসমন্বিত। বাস্তবিক পক্ষে সোভিয়েত ফৌজ এবং মার্কিন ও ব্রিটিশ বাহিনী জার্মানীর প্রাণকেন্দ্রগুলিতে আক্রমণ অভিযান আরম্ভ করার অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। এখন, এটা হল শেষ ত্বরিৎ আক্রমণটিকে সমাপ্ত করার এবং দ্রুত শত্রুর চূড়ান্ত পতন ঘটান।

পরবর্তী ঘটনাবলী প্রতিপন্ন করেছে যে এই মূল্যায়ন, যা ইউরোপে চূড়ান্ত লড়াইয়ের রণক্রিয়ামূলক পরিকল্পনার বিশদ সম্প্রসারণের ভিত্তি রচনা করেছিল তা নির্ভুল ছিল।

আন্তোনভ, রণক্রিয়া বিভাগের প্রধান হিসাবে আমি, আমার ডেপুটি এ. এ. গ্রিজলভ ও এন. এ. লোমভ এবং যথাযথ সেক্টরগুলির প্রধানদের মধ্যে পরিকল্পনাটি নিয়ে একটা অত্যন্ত বিস্তৃত প্রাথমিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হল। এই আলোচনায় প্রকাশিত বিষয়গুলি পরে রণক্রিয়া বিভাগে পরীক্ষিত হল. যে সৈন্য সমরোপকরণগুলিও হিসেব করল এবং রণক্রিয়ার অন্যান্য উপাদানগুলিও নির্ণয় করল। শেষতঃ পরিকল্পনাটিকে রৈখিক আকার দেওয়া হল। সমস্ত হিসেব ও যুক্তিসহ তা মানচিত্রে সন্নিবেশিত হল, তার পরে এগুলিকে নিয়ে আবার, যাকে বলে চুলচেরা বিচার, তাই হল। আগের মতই গোড়ার রণক্রিয়াগুলি অত্যন্ত বিশদভাবে পরিকল্পিত হল, ফ্রন্টগুলির পরবর্তী লক্ষ্যগুলিকে রূপরেখা দেওয়া হল সাধারণ নিয়মে।

এই সব গঠনমূলক আলোচনাগুলির সময় লড়াইয়ের সাধারণ ধারণাটি জন্ম নিল এবং তার চূড়ান্ত রূপ নিল। এটা স্বীকৃত হল যে সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনের মধ্যখণ্ডটিই হল নির্ধারক—কারণ এই রেখা বরাবর একটি আক্রমণ আমাদের বাহিনীগুলিকে সংক্ষিপ্ততম পথে নিয়ে যাবে জার্মানীর প্রাণকেন্দ্রে। কিন্তু এই হল সেই জায়গা যেখানে শত্রু তার অধিকাংশ বাহিনীকে কেন্দ্রীভূত করেছে। আমাদের অভিযানের জন্য সবচেয়ে ভাল অবস্থা সৃষ্টি করতে এটা ঠিক হল যে শত্রুর মধ্য দলটিকে প্রসারিত করে দিতে হবে। কাজেই আমাদের অবশ্যই সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ফ্রন্ট-এর পার্শ্বদেশগুলিতে সবচেয়ে বেশি কার্যকলাপ ঘটাতে হবে। তার অর্থ কেবলমাত্র হাঙ্গেরী ও অষ্ট্রিয়া নয়, পূর্ব প্রাশিয়াও। বুদাপেস্ট ও ভিয়েনা অভিমুখে একটা জোরালো আক্রমণকে যুক্ত করতে হবে কনিগসবার্গ-এ একটা ধাক্কা-র সঙ্গে।

আমরা জানতাম যে পূর্ব প্রাশিয়া ও হাঙ্গেরীতে শত্রু বিশেষভাবে সংবেদনশীল। প্রবল চাপের মুখে সে নির্ঘাত তার রিজার্ভ ও বাহিনীগুলিকে এনে ফেলবে যেখানে আক্রমণ সেই সেই সব খণ্ড থেকে। তার ফলে ঘটবে সমগ্র পশ্চিম খণ্ডের দুর্বলতা যেখানে নির্ধারক ঘটনাবলী অনুষ্ঠিত হবার কথা।

আমাদের প্রত্যাশা সমর্থিত হল। ১৯৪৪-এর নভেম্বর-ডিসেম্বরে সোভিয়েত আক্রমণের ফলে, আমাদের হিসেব অনুযায়ী শত্রু পূর্ব প্রাশিয়ায় ২৬ ডিভিশন (৭টি প্যাঞ্জার ডিভিশন সহ) এবং ৫৫ ডিভিশন (নয়টি প্যাঞ্জার ডিভিশন সহ) হাঙ্গেরীর কাছে কেন্দ্রীভূত করেছিল। পরবর্তীকালে জানা গিয়েছিল যে হিটলার বিবেচনা করেছিলেন ১৯৪৫-এ সোভিয়েত ফৌজ তার প্রধান আক্রমণ বার্লিন খণ্ডে হানবে না, এটা তারা করবে হাঙ্গেরী ও বোহেমিয়ার মধ্যে এবং সেই অনুসারেই 'ভেরমাখ্‌ট' (জার্মান সশস্ত্র বাহিনী)-এর মূল সৈন্যদলগুলিকে চলাচল করানো হয়েছিল। জার্মান হাই কম্যাণ্ড আরেকবার বাধ্য হল আমাদের ইচ্ছাকে মেনে নিতে এবং সামান্য ৫টি প্যাঞ্জার ডিভিশন সহ মাত্র ৪১টি ডিভিশনকে রেখে দিল সেখানটিতে যেটা আমাদের কাছে রণাঙ্গনের প্রধান খণ্ড।

শত্রুর সামরিক গুরুত্বপূর্ণ রণাঙ্গনটির এমন বেখাপ্পা অবস্থা দেখা দিল—প্রত্যেক পার্শ্বভাগে শক্তিশালী দল এবং সামান্য কিছু রিজার্ভ নিয়ে কেন্দ্র অপেক্ষাকৃত দুর্বল, এই ঘটনাটির ফলে অগ্রগতির মূল রেখায় আক্রমণের পন্থা নিয়ে আমাদের পুনর্বিবেচনা করতে হল। সমগ্র রণাঙ্গন বরাবর দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাবার চিন্তাটা কি আমাদের ছেড়ে দেওয়াই উচিত নয় যার ফলে শত্রুকে কেবলই পিছনে ঠেলে দেওয়া হবে? তারচেয়ে এই অপেক্ষাকৃত দুর্বল কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে সরাসরি ধাক্কা দেওয়া, জার্মান সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ফ্রন্টকে বিভক্ত করা এবং সময় নষ্ট না করে বার্লিনের দিকে অভিযানকে সম্প্রসারিত করা। এই কর্মধারায় শত্রুবাহিনীকে বিভক্ত করবে, তাদের মোকাবিলা করা সহজ হবে এবং এইভাবে চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনকে ত্বরান্বিত করবে। এই পথ বেছে নিল জেনারেল স্টাফ। আমাদের প্রত্যয় জন্মেছিল যে বার্লিন আক্রমণ হওয়া উচিত যত দ্রুত সম্ভব এবং অবকাশ না দিয়ে। জেনারেল স্টাফ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বার্লিন অভিযানের প্রশ্নটি মুলতুবি রেখেছে এই মর্মে যে সব তত্ত্ব সম্প্রতি দেখা দিয়েছিল তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সব কিছুই ছিল সুনিশ্চিত এবং পরবর্তী ঘটনাবলীই আমাদের পরিকল্পনাটির পরিবর্তন ঘটিয়েছিল।

প্রত্যেক ফ্রন্টের সম্ভাব্য কর্তব্য ও কাজের শ্রেষ্ঠ উপায়গুলি নির্ধারণের ফলে

আমাদের যথেষ্ট অসুবিধা দেখা দিল। তৃতীয় বাইলোরুশীয় ফ্রন্ট সম্বন্ধে আমাদের বিশেষভাবে কঠিন চিন্তা করতে হয়। পূর্ব প্রাশিয়ায় শত্রুর সংগঠন ছিল বিশেষ শক্তিশালী, তার ভিত্তি ছিল দীর্ঘমেয়াদী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক ও জনাকীর্ণ অঞ্চল যেগুলিকে প্রতিরক্ষার কাজে লাগান হয়েছিল। এখানে ছিল একটা ঘাঁটি যেখান থেকে অগ্রগতির বার্লিন লাইনে আমাদের সৈন্যদলগুলির পার্শ্বদেশে শত্রু আঘাত হানতে পারে। তাই দরকার ছিল পূর্ব প্রাশিয়া দলকে অবনত রাখাই নয়, তাকে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য রণাঙ্গন থেকে বিচ্ছিন্ন করা, যতদূর সম্ভব তাকে ভেঙে ফেলা এবং তার সংঘবদ্ধভাবে কাজ করায় বাধা দেওয়া।

এত কাজ করবার আছে—অবনত রাখা, বিচ্ছিন্ন ও ভিন্ন করা—পূর্ব প্রাশিয়া অভিযানে কমপক্ষে দুটি ফ্রন্ট দরকার, একটি দরকার পূর্ব দিক থেকে কোনিগসবার্গ-এর উপর আঘাত এবং দ্বিতীয়টি পূর্ব প্রাশিয়া দলকে বার্লিন খণ্ডে আর্মি গ্রুপ 'ক' এবং সামরিক গুরুত্বপূর্ণ পশ্চাদভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার জন্য। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে পূর্ব প্রাশিয়াকে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে ওয়ারশ, পোজনান ও বার্লিনে আক্রমণরত আমাদের ফৌজগুলির পার্শ্বদেশও রক্ষিত হবে। দ্বিতীয় বাইলোরুশীয় ফ্রন্ট যখন পার্শ্বদেশ ঘুরে যাবে তখন তৃতীয় বাইলোরুশীয় ফ্রন্টের পক্ষে পূর্ব দিক থেকে পূর্ব প্রাশিয়াকে খোঁচা মারা সবচেয়ে সুবিধাজনক হবে।

প্রথম বাইলোরুশীয় ও প্রথম ইউক্রেনীয় ফ্রন্ট, যাদের আগেই ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং যারা ভিশ্চুলার উপর সেতুমুখগুলি রক্ষা করছিল তাদের শত্রুর সামরিক গুরুত্বপূর্ণ রণাঙ্গনকে ভাঙা এবং দ্রুত আক্রমণে পশ্চিম দিকে আঘাত করার কাজে ব্যবহার করা যায়। তাদের ভালভাবে ট্যাংক সরবরাহ করতে হবে, প্রধানতঃ ট্যাংক ফৌজ ও স্বয়ন্তর ট্যাংক কোরের আকারে।

প্রত্যেকটি ফ্রন্ট-এর আক্রমণের গতিপথ, আক্রমণের এলাকা এবং আশু ও পরবর্তী লক্ষ্যগুলির গভীরতা এসব অক্টোবরের শেষ তিনদিন এবং নভেম্বরের গোড়ায় যথাযথভাবে নির্দিষ্ট হল। প্রায় একই সময়ে নাৎসী যুদ্ধ যন্ত্রকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সময়টিও হিসেব করা হল। ধরে নেওয়া হল যে এটা আক্রমণের ৪৫ দিনের মধ্যে অর্জিত হবে, ৬০০-৭০০ কিলোমিটার অভ্যন্তর পর্যন্ত এবং যুদ্ধের মধ্যে কিছুমাত্র বিরতি না ঘটিয়ে পর পর দুটি প্রয়াসে (পর্যায়ে)। প্রথম পর্যায়ের জন্য ১৫ দিন বরাদ্দ করা হল, দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য ত্রিশ। পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রগতির হার খুব বেশি নয় কারণ চূড়ান্ত লড়াইগুলিতে তীব্র

প্রতিরোধের আশংকা ছিল। কিন্তু এখানেও বাস্তব জীবন একটি সংশোধন ঘটাল: আমাদের সাহসী সংগ্রামী সৈনিকেরা পরিকল্পনাটিকে অতিক্রম করে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে গেল।

সামগ্রিকভাবে বিশেষ পরিস্থিতি, বিশেষতঃ স্থানীয় বৈশিষ্ট্যগুলিকে অভ্যন্তরে প্রবেশ করার সঠিক গভীরতার পরিমাপ করার সময় হিসেবের মধ্যে রাখা হয়েছিল। যেমন, তৃতীয় বাইলোরুশীয় ফ্রন্টের লড়াইয়ের এলাকাটি ছিল কঠিন এবং শত্রু এখানে শক্তিশালী, কাজেই আশু লক্ষ্য ছিল ৫০-৬০ কিলোমিটার গভীর পর্যন্ত অনুপ্রবেশ করা। দ্বিতীয় বাইলোরুশীয় ফ্রন্টের খণ্ডের যে অবস্থা তাতে অবিলম্বে মলাওয়া, ড্রোবিন লাইনে, মানে ৬০-৮০ কিলোমিটার অভ্যন্তরে ঢুকে পড়া যায়। প্রথম বাইলোরুশীয়, প্রথম ইউক্রেনীয় এবং অংশতঃ চতুর্থ ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের আশু লক্ষ্য হতে পারে ১২০-১৬০ কিলোমিটার ঢোকা, ওদিকে প্রথম বাইলোরুশীয় ও প্রথম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের পরবর্তী লক্ষ্য, সমতল পশ্চিম পোল্যাণ্ডে যুদ্ধের সময়, নির্দিষ্ট হল ১৩০-১৮০ কিলোমিটার গভীরতা।

আক্রমণের গতিপথও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে চিহ্নিত হল। দ্বিতীয় বাইলোরুশীয় ফ্রন্টের হানতে হবে দুটি, তাদের একটি পূর্ব প্রাশিয়া দলকে শত্রুর অবশিষ্ট সেনাদলগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন করে মেরিয়েনবার্গ-এ, অন্যটি অ্যালেনস্টাইনে, তাকে দ্বিধাবিভক্ত করে। প্রথম বাইলোরুশীয় ফ্রন্ট তার সৈন্যের একাংশের সাহায্যে ওয়ারশ-কে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবে, অন্যটির সাহায্যে দ্রুত এগিয়ে প্রথম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের সঙ্গে মিলিত হবে যে কিয়েলিস-রাদম শত্রুদলকে ছত্রভঙ্গ করবে। প্রথম ও চতুর্থ ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের যুক্ত আক্রমণকারী বাহিনী অগ্রসর হবে ক্র্যাকো-তে, ওদিকে দুটি দক্ষিণ ফ্রন্ট—দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইউক্রেনীয় ফ্রন্ট—লড়াইয়ের প্রথম পর্যায়ে তাদের আক্রমণের চরম লক্ষ্য হিসেবে ভিয়েনাকে বজায় রাখবে।

যখন ১৯৪৫-এর যুদ্ধের পরিকল্পনা রচনা করছিল তখন জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স ফ্রন্ট কম্যাণ্ডারদের বিশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠান করেনি যেটা সে আগে করেছে (যেমন ব্যাগ্রেশন পরিকল্পনার জন্য)। এবার প্রত্যেক ফ্রন্ট কম্যাণ্ডারকে পৃথকভাবে জেনারেল স্টাফ-এ ডাকা হয়েছে, বিশেষ ফ্রন্টের রণক্রিয়ার বিশদ ব্যাপারগুলি তার সঙ্গে আলোচিত হয়েছে এবং যেসব বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলি জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সকে রিপোর্ট করা হয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল এফ. আই. তোলবুখিন, কে. কে. রকোসোভস্কি এবং আই. এস. কোনেভ, এবং জেনারেল অব দি আর্মি আই. ডি. চেরনিয়াখোভস্কি

৭ই নভেম্বর পর্যন্ত, এমনকি ছুটির মধ্যেও জেনারেল স্টাফ-এ কাজ করেছেন। ছুটির পরে পরিকল্পনাটি সামগ্রিকভাবে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ আলোচিত হল। কোন গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন ঘটল না। সবাই একমত হল যে অভিযানটি ১৯৪৫-এর ২০শে জানুয়ারী অগ্রগতির মূল লাইনে আরম্ভ হওয়া উচিত, কিন্তু তখনকার মত পরিকল্পনাটিকে চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করা হল না এবং ফ্রন্টগুলির প্রতি কোন নির্দেশনামাও জারি হল না।

কয়েকদিন পরে সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক ঠিক করলেন যে বার্লিন অধিকার করার কথা যে বাহিনীগুলির তাদের অধিনায়কত্ব করবেন তাঁর প্রথম ডেপুটি সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল জি. কে. জুকভ। ১৯৪৪-এর ১৬ই নভেম্বর জুকভ প্রথম বাইলোরুশীয় ফ্রন্টের অধিনায়ক নিযুক্ত হলেন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল কে. কে. রকোসোভস্কিকে সরিয়ে আনা হল দ্বিতীয় বাইলোরুশীয় ফ্রন্ট-এ। তিনি এখানে জি. এফ. জাখারভ-এর দায়িত্বভার নিলেন। এ ব্যাপারে স্তালিন ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের টেলিফোনে জানিয়েছিলেন।

অগ্রগতির বার্লিন লাইনে গোটা চারটি ফ্রন্টের কার্যকলাপের মধ্যে সমন্বয় সাধনের দায়িত্বটি স্তালিন নিজ হাতে নিলেন। তার অর্থ তৃতীয় বাইলোরুশীয় ফ্রন্টে ভ্যাসিলেভস্কির কাজ করার আর দরকার নেই এবং জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর হাতে রইল কেবলমাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় বালটিক ফ্রন্টের রণক্রিয়ার দায়িত্ব। কিন্তু ১৯৪৫-এর ২০শে ফেব্রুয়ারী জেনারেল অব দি আর্মি চেরনিয়াখোভস্কি নিহত হবার পরে ভ্যাসিলেভস্কিকে তৃতীয় বাইলোরুশীয় ফ্রন্টে ফিরিয়ে আনা হল, এবার তার অধিনায়ক হিসেবে, এদিকে আন্তোনভ হলেন জেনারেল স্টাফ প্রধান।

তাই ১৯৪৫কে আহ্বান করে আনা হবে অগ্রগতির বার্লিন লাইনে কয়েকটি ফ্রন্টের যুগপৎ আক্রমণে। এইসব আক্রমণের লক্ষ্য ছিল শত্রুর ফ্রন্টকে ছিন্ন করা, তার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা, সেই এলাকার বিভিন্ন শত্রুসংগঠনের পারস্পরিক সমন্বয়কে বিপর্যস্ত করা এবং যুদ্ধের প্রথম পর্যায়েই তার মূল বাহিনীগুলিকে ধ্বংস করা। এর ফলে যুদ্ধ শেষ করার পক্ষে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হবে।

প্রথম বাইলোরুশীয় ফ্রন্টের প্রতি মনোযোগে অগ্রাধিকার দেওয়া হল, এই ফ্রন্টের ফৌজগুলিকে যেতে হবে ম্যাগনাশেভ ও পুলাওয়ে সেতুমুখ থেকে। বৃহত্তম

অস্বাভাবিক রকম দ্রুত হওয়া দরকার। একই সময়ে সেতুমুখগুলির অস্তিত্বটাই শত্রুকে বুঝিয়ে দেয় আমাদের আক্রমণের সম্ভাব্য গতিমুখ এবং স্বাভাবিকভাবেই সে সংশ্লিষ্ট পাল্টা ব্যবস্থা নেবে।

অংশতঃ, এই কারণে প্রথম বাইলোরুশীয় ফ্রন্টের বাঁহাতি প্রতিবেশী প্রথম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টকে তার অভিযানটি গড়ে তুলতে হবে জার্মান সীমান্তের দিকে সংক্ষিপ্ততম পথে, তবে উত্তরদিকে কালিজ-এর দিকে একটু দোলা দিয়ে। এছাড়াও আরো কারণ ছিল যেজন্য জেনারেল স্টাফ বিবেচনা করেছিল যে প্রথম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের জন্য সংক্ষিপ্ততম পথটি সুপারিশ করা হবে না। পোল্যাণ্ডে এই পথটি গেছে উচ্চ সাইলেশিয় শিল্পাঞ্চলের মধ্য দিয়ে যার বাড়িগুলি প্রতিরক্ষায় অভ্যস্ত এবং তারপরে রয়েছে জার্মান সাইলেশিয়া যেখানকার প্রতিরক্ষার অবস্থাও একই রকম ভাল। ফলে রয়েছে দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের সম্ভাবনা, রণক্রিয়ার গতি হ্রাস এবং প্রচণ্ড অভূতপূর্ব ক্ষয়ক্ষতি। তাই মার্শাল কোনেভের সঙ্গে এই প্রশ্নে অনেক আলোচনার পর জেনারেল স্টাফ এবং পরে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সও উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর দিক থেকে সাইলেশিয়াকে পাশ কাটিয়ে যাবার বিকল্পটিকেই পছন্দ করল। এরকম একটা আক্রমণের ফলে প্রথম বাইলোরুশীয় ফ্রন্টের বিরুদ্ধে শত্রুবাহিনীর পশ্চাদভাগের পক্ষে গভীর এক বিপদের সৃষ্টি হবে এবং এভাবে পোজনানের দিকে তার অগ্রগতির যথেষ্ট সুবিধা হবে। তাছাড়াও এর অর্থ হবে সাইলেশিয়ার শিল্প-কারখানাগুলির সংরক্ষণ। সাইলেশিয়ার শিল্পাঞ্চলকে অক্ষত রাখার দিকে স্তালিন বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং এটিকে প্রথম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের অধিনায়ক মার্শাল কোনেভ-এর সঙ্গে আলোচনার বিষয় করেছিলেন।

২৭শে নভেম্বর জেনারেল-হেড কোয়ার্টার্স-এর আহ্বানে জুকভ মস্কোয় উপস্থিত হলেন। ফ্রন্টের অনুসন্ধানের ভিত্তিতে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে প্রথম বাইলোরুশীয় ফ্রন্টের পক্ষে সোজাসুজি পশ্চিমে আক্রমণ করাটা অত্যন্ত অসুবিধাজনক হবে ঐ অঞ্চলে অসংখ্য জনবহুল প্রতিরক্ষা লাইন থাকার জন্য। তিনি মনে করলেন যে সাফল্য অর্জনের বেশি সম্ভাবনা থাকবে মূল বাহিনীগুলি লোজ-এর দিকে লক্ষ্য স্থির এবং পোজনানের দিকে অনুবর্তন করলে। এই সংশোধনের সঙ্গে সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক একমত হলেন এবং প্রথম বাইলোরুশীয় ফ্রন্টের প্রাথমিক রণক্রিয়ার রণক্রিয়াগত দিকগুলির রদবদল করা হল।

এতে ফ্রন্টের বাঁ-হাতি প্রতিবেশীর অবস্থানকে বদলে দিল। প্রথম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের পক্ষে কালিজ্-এ আঘাত করার পক্ষে কোন যুক্তি আর থাকল না, তাই মার্শাল কোনেভকে মূল লক্ষ্যবস্তু হিসাবে ব্রেসলাউকে নির্দিষ্ট করা হল।

স্বাভাবিকভাবেই, পরিকল্পনাটিকে যখন পরীক্ষা করা হচ্ছিল এবং সবরকম খুঁটিনাটি নিয়ে তাকে সম্পূর্ণ করা হচ্ছিল তখন যুদ্ধের প্রস্তুতিও এগিয়ে চলছিল। মজুরদের সমাবেশ চলছিল। ফ্রন্টগুলিকে পূর্ণ করে দেওয়া হচ্ছিল প্রয়োজনীয় সবরকম সরবরাহ দিয়ে।

নভেম্বরের শেষদিকে আসন্ন অভিযানের চিত্রটি সম্পূর্ণ পরিষ্কার ছিল যদিও ডিসেম্বর শেষ হবার আগে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স পরিকল্পনাগুলিকে অনুমোদন করেনি। কেবল যে কোন পরবর্তী তারিখে তাদের প্রাসঙ্গিক সংশোধন করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনটি—অভিযানের তারিখটিকে এগিয়ে আনা—ঘটেছিল আর্দেনেস-এ আমাদের মিত্রপক্ষের সংকটজনক অবস্থার জন্য। ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি জার্মানরা সেখানে খুব জোরালো লড়াই চালিয়েছিল এবং চার্চিল, যিনি তখন ছিলেন বৃটিশ সরকারের প্রধান, সাহায্যের জন্য স্তালিনের কাছে আবেদন করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

মিত্রপক্ষের প্রতি তাদের বাধ্যবাধকতা অনুসারে সোভিয়েত ফৌজগুলি ১২ই জানুয়ারী এক দৃঢ়সংকল্প আক্রমণ চালাল। তার গতি, যা বলেছি, আমাদের সব প্রত্যাশাকে ছাপিয়ে গেল। মধ্যখণ্ডে প্রথম বাইলোরুশীয় এবং প্রথম ইউক্রেনীয় ফ্রন্ট ২৪শে জানুয়ারী নাগাদ পোজনান-ব্রেসলাউ রেখায় পৌঁছাল। আর্মি গ্রুপ মধ্য-এর মূল বাহিনীগুলি, যেগুলি পোল্যাণ্ডের জার্মান প্রতিরক্ষা গঠন করেছিল, ভীষণভাবে পরাজিত হল এবং তার যেটুকু অবশিষ্ট রইল তা পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমে হটে গেল।

১৯৪৫-এর জানুয়ারীর শেষে যে অবস্থার উদ্ভব হল তার বিশ্লেষণে বার্লিনের গোটা পথ ধরে স্থায়ী অভিযানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আগে আমরা যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম তাই সমর্থিত হল। সেই সব দিনে অবশ্য বার্লিনের পতনকে জার্মানীর সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ বলে গণ্য করা যেত না। তখনো পশ্চিম ইউরোপ ও হাঙ্গেরীতে জার্মানীর বেশ শক্তিশালী বাহিনী ছিল। তখন আমাদের হিসেব অনুসারে কেবল বুদাপেস্ট অঞ্চলেই জার্মানীর এগারটি প্যাঞ্জার ডিভিশন ও অন্যান্য বাহিনী ছিল যাদের তখনো প্রতিরোধ করার ক্ষমতা ছিল, যদিও; তা হয়তো বেশিদিনের জন্য নয়। তাঁর তথাকথিত "অ্যালপাইন দুর্গ" থেকে লড়াই চালিয়ে যাবার

হিটলারী বাসনার খবর আমরা রাখতাম। মিত্রপক্ষও তা জানত। উইনস্টন চার্চিল জিজ্ঞেস করেছিলেন যে "যদি হিটলার দক্ষিণদিকে যান" তখন রুশরা কি করবে। তবে, যে কোন দিক দিয়েই বার্লিন দখল অবশ্যই তৃতীয় রাইখের ভিত্তি চূর্ণ করে দেবে।

হিসেবের কোনরকম মারাত্মক ভুলকে এড়ানোর জন্য অতীতের মতই জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স ও জেনারেল স্টাফ আগে থেকে ফ্রন্ট অধিনায়কদের সঙ্গে আলোচনা না করে লড়াইয়ের দ্বিতীয় পর্যায় সম্পর্কে কোন রকম চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি। যখন আমাদের ফৌজ পোজনান-ব্রেসলাউ রেখায় পৌঁছায় তখন মস্কো প্রথম বাইলোরুশীয় ফ্রন্ট ও প্রথম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের অধিনায়কদের কাছে তাদের পরবর্তী রণক্রিয়ার প্রকৃতি সম্বন্ধে জানতে চাইল।

১৯৪৫-এর ২৬শে জানুয়ারী জেনারেল স্টাফ প্রথম বাইলোরুশীয় ফ্রন্টের অধিনায়কের রায় পেল যার অর্থ হল যতক্ষণ পর্যন্ত না জার্মানীর রাজধানী দখল করা যায় ততক্ষণ পর্যন্ত অবিরাম আক্রমণ চালিয়ে যাবার আহ্বান। তিনি চান চারদিনের মধ্যে তাঁর সেনাদলগুলিকে, বিশেষভাবে গোলন্দাজ বাহিনীকে, বিন্যস্ত করতে, পশ্চাদ্ভাগের ব্যবস্থাগুলিকে গড়ে তুলতে, গোলাগুলির ভাণ্ডার পূর্ণ করে নিতে, ট্যাংকগুলিকে গুছিয়ে নিতে এবং তৃতীয় আক্রমণকারী ফৌজ ও পোলিশ ১ম ফৌজকে প্রথম সারিতে সরিয়ে আনতে যাতে ১লা অথবা ২রা ফেব্রুয়ারী তারা ফ্রন্টের বাকি সেনাদলগুলির সঙ্গে তাল রাখতে পারে। আশু কর্তব্য হল ওডার-এর উপর দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া, পরবর্তী কাজ, বার্লিন-এর উপর আঘাত হানা। দ্বিতীয় ও প্রথম রক্ষী ট্যাংক ফৌজ যথাক্রমে উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব দিক থেকে শহরে মিলিত হবে।

পরদিন প্রথম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের অধিনায়কের রায় এসে পৌঁছাল। তিনিও চাইলেন প্রত্যক্ষ কোন বিরতি না দিয়ে ধাক্কা দিয়ে যেতে। অভিযানটি চালানো হবে ৫ই অথবা ৬ই ফেব্রুয়ারী, এবং ২৫ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারী নাগাদ এলব্ এ পৌঁছাবে, ফ্রন্টের দক্ষিণ প্রান্ত তখন বার্লিন দখলের জন্য প্রথম বাইলোরুশীয় ফ্রন্টের সঙ্গে কাজ করবে।

সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কও একই দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করলেন। ১৯৪৫-এর ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বিখ্যাত ইয়াল্টা সম্মেলনে তিনি, চার্চিল যাকে স্মরণ করেছেন পরিস্থিতির একটা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক মূল্যায়ন বলে, তাই দিলেন। তিনি বললেন, শত্রুর ফ্রন্ট

ইয়াল্টা সম্মেলনে মিত্রশক্তির তিন রাষ্ট্রপ্রধান। চার্চিল, রুজভেল্ট, ও স্ট্যালিন।
ফেব্রুয়ারী ১৯৪৫

ভেঙে গেছে এবং জার্মানরা কেবল ছিদ্রগুলি মেরামতের চেষ্টা করছে।

এইভাবে একটা ব্যাপারে সাধারণভাবে মতৈক্য হল। বার্লিন দখল না হওয়া পর্যন্ত বিরামহীনভাবে আক্রমণ চালিয়ে যেতে হবে। ফ্রন্টগুলি এই মর্মে মস্কো থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী পেল এবং তারাও ফৌজগুলিকে নির্দেশ দিল।

জেনারেল স্টাফকে কেবল একটা মাত্র ছোট্ট ব্যাপার উদ্বিগ্ন করল। মার্শাল জুকভের অধীনস্থ বাহিনী দ্বারাই বার্লিন অধিকার করতে হবে স্তালিনের এ নির্দেশের সঙ্গে কিভাবে দুটি ফ্রন্টের বার্লিন অভিযানকে মেলান যায়? উত্তপ্ত আলোচনার পরে প্রস্তাব করা হল যে উভয় ফ্রন্টের অধিনায়কের সিদ্ধান্তকেই অনুমোদন করা হোক। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স একমত হলেন। তবে মার্শাল জুকভের ২৬শে ফেব্রুয়ারীর সুপারিশ অনুযায়ী দুটি ফ্রন্টের মধ্যবর্তী সীমারেখাটি স্থির করলেন: শ্নিগিয়েল-আমরুস্ট্যাড-ফাউলিওবার নদী-ওডার নদী-রাজডর্ফ-ফ্রিডল্যাণ্ড-গ্রস করিস্-মিচেনডর্ফ। বাস্তবিক পক্ষে এই রেখা প্রথম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টকে বার্লিনের দক্ষিণে সরিয়ে দিল, জার্মান রাজধানীর উপর ধাক্কা দেবার তার কোন পথ রইল না কারণ তার দক্ষিণ প্রান্ত পরিচালিত হল গুবেন এবং ব্রাণ্ডেনবুর্গের দিকে।

স্পষ্টতঃই এটা ছিল অযৌক্তিক। একদিকে মার্শাল কোনেভের বার্লিন আক্রমণের সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করা হয়েছে, অন্যদিকে আবার একটা ভেদরেখা নির্দিষ্ট করা হয়েছে তাঁকে এটি করা থেকে নিবৃত্ত করার জন্য। একমাত্র এই তথ্যটিই আমাদের ভরসা দিল যে বার্লিন এখনো দূর অস্ত, এই ভুল বোঝাবুঝি দূর করার সময় আমরা পেয়ে যাব। যুদ্ধের গতিপথে প্রয়োজনীয় সংশোধনের কাজ পরিস্থিতিই করবে। এবং বাস্তবিক পক্ষে এটাই ঘটেছিল। তবে তা ফেব্রুয়ারীতে নয়, মার্চ-এ নয়, এমনকি এপ্রিলেও নয়। ঘটনাবলীর পরবর্তী বিকাশ পরিকল্পিত সময়সূচী অনুযায়ী আমাদের বার্লিন অভিযান থেকে নিবৃত্ত করেছে।

১৯৪৫-এর ১লা ফেব্রুয়ারী প্রথম বাইলোরুশীয় ফ্রন্টের ৫ম আক্রমণকারী ফৌজ, এবং তারপরে ৮ম রক্ষী ফৌজ ওডার নদীর উপর দিয়ে আক্রমণ চালাল এবং কুস্ট্রিন দুর্গের কাছে কয়েকটি সেতুমুখ দখল করল যেগুলি খুব বড় নয়। খাস দুর্গটি অবশ্য শত্রুর কবলেই রইল। আরো দক্ষিণে, ৬৯তম ফৌজ ওডার-এ পৌঁছাল যদিও জার্মানরা তাদের দিক থেকে এই বাহিনীর সেক্টরে, ফ্রাংকফুর্টের কাছে একটি সেতুমুখ বজায় রাখতে সক্ষম হল। ৩৩শ বাহিনীও ওডার-এ

পৌঁছাল। তারপর, বিশেষ একটা অবকাশ না দিয়ে, প্রতিবেশী প্রথম ইউক্রেনীয় ফ্রন্ট দক্ষিণে একটি স্ফীতিমুখে ওডার বরাবর অবস্থানগুলি দখল করল। এই রেখায় এসে সোভিয়েত ফৌজের গতি স্তব্ধ হল।

রণক্রিয়াগত অবস্থার বিকাশ ঘটল আমাদের প্রতিকূলে। প্রথম বাইলোরুশীয় ফ্রন্ট, যে আপ্রাণ বার্লিনের দিকে এগোবার চেষ্টা করছিল অথচ তা দখলের ক্ষমতার তখন তার অভাব ছিল, এগিয়ে গেল। বার্লিন খণ্ডে, প্রকৃত পক্ষে, তার ছিল চারটি ফিল্ড আর্মি এবং দুটি ট্যাংক ফৌজ—সবগুলি কমজোরী। যুদ্ধে যে প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি ঘটল তা ছাড়াও তাদের দুটি (অষ্টম রক্ষী ও ৬৯তম) বাধ্য হল পোজনানে পরিবেষ্টিত গ্যারিসন-এর মোকাবিলা করার জন্য কিছু সৈন্যকে ছেড়ে দিতে। আরেকটিকে (৫ম আক্রমণকারী) বার্লিন আক্রমণের সঙ্গে যুগপৎ কুস্ট্রিন অবরোধ চালাতে হল।

মার্শাল জুকভ বাধ্য হলেন তাঁর ফিল্ড আর্মির বাকি অংশকে উত্তরমুখী পূর্ব পমেরানিয়ার দিকে ঘুরিয়ে দিতে যেখানে শত্রু উল্লেখযোগ্য সেনাদল গড়ে তুলছিল এবং আমাদের বাহিনী পোল্যাণ্ডের মধ্য দিয়ে যাবার সময় ভয়ংকর প্রতিরোধ সৃষ্টি করছিল। ক্রমে প্রথম বাইলোরুশীয় ফ্রন্টের পার্শ্বদেশ কয়েকশ কিলোমিটার প্রসারিত হয়ে পড়ল। এটি রক্ষিত হচ্ছিল তৃতীয় আক্রমণকারী, প্রথম পোল এবং ৪৭শ ও ৬১তম ফৌজের দ্বারা, কিন্তু তবু স্নিডমুল এবং অন্যান্য জনপূর্ণ এলাকায় পরিবেষ্টিত জার্মান সৈন্যদের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য কিছু সৈন্যকে তাদের পাঠিয়ে দিতে হল।

পার্শ্বদেশের প্রসারণের ফলে অগ্রগতির মূল রেখায় একটি যথেষ্ট শক্তিশালী বাহিনী সৃষ্টি সম্ভব হল এবং ক্রমবর্ধমান শত্রু প্রতিরোধের ফলে ব্যূহভেদের বিপদ আমাদের পশ্চাদ্ভাগে এসে পড়ল। এই বিপদ আরো বেশি করে সত্য হয়ে উঠল এইজন্যে যে প্রথম ও দ্বিতীয় বাইলোরুশীয় ফ্রন্টের মধ্যে এখন বিরাজ করছিল একটা প্রকাণ্ড এবং প্রায় অভূতপূর্ব একটা ফাঁক।

জুকভ অগ্রগতির মূল রেখায় ৪৭শ ফৌজকে পুনর্গঠিত করার চেষ্টা করলেন কিন্তু শত্রু এতে বাধা দিল। শত্রুকে পার্শ্বদেশে পরাজিত করার জন্য একক লড়াইয়ের সাহায্যে অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টাও অসম্ভব বলে প্রমাণিত হল। এসবের ফলে সোভিয়েত বাহিনীর আক্রমণ ক্ষমতা দ্রুত কমে গেল কিন্তু জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর বার্লিন অধিকার করার আদেশ বাতিল হল না।

পূর্ব পোমেরানিয়াতে শত্রুসৈন্য দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল, এদিকে প্রতিদিন আমাদের সৈন্যক্ষয় হচ্ছিল। যেমন, অষ্টম ফৌজের রেজিমেণ্টগুলি, যারা গোটা পথ কঠিন লড়াই করে ৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত দূরত্ব অতিক্রম করেছিল 'তারা দুটি মাত্র ব্যাটেলিয়নকে হাজির করতে পারত যার প্রতি কোম্পানীতে মাত্র ২২-৪৫ জন লোক। বার্লিন অভিমুখে পরিচালিত আমাদের ফৌজগুলি সম্বন্ধেও একই কথা সত্য।

সরবরাহের অবস্থাও ছিল চূড়ান্ত খারাপ। সেনাদলগুলিতে হতাশাজনকভাবে গোলাগুলির অভাব ছিল। ভিশ্চুলার পূর্বদিকের ভাণ্ডার থেকে আনা হচ্ছিল গোলা এবং কার্তুজ।

১৯৪৫-এর ৮ই ফেব্রুয়ারী ৮ম রক্ষী ফৌজের অধিনায়ক ভি. আই. চুইকভ জুকভকে রিপোর্ট করলেন :

"বাহিনীর গোলাগুলি সরবরাহের গড় ০·৩-০·৫ প্রতি বেতায়। গোলাগুলির দৈনন্দিন খরচ খুব বেশি...।

"ফৌজের মোটর পরিবহণ ভিশ্চুলা অঞ্চল থেকে সরবরাহ লাইন বজায় রাখতে পারে না।

"সোবোলেভো স্টেশনে ২রা ফেব্রুয়ারীতে বোঝাই হওয়া মালগাড়ী ৮ই ফেব্রুয়ারীর আগে বাহিনীর মালখালাস কেন্দ্র স্নুইজেন-এ পৌছায়নি।

"সেতুমুখে শত্রুর ক্রমবর্ধমান ক্রিয়াকলাপ এবং পোজনানে অবিরাম যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে আমি অনুরোধ করছি যে আগামী ২-৩ দিনের মধ্যে গোলাগুলি সরবরাহের জন্য সাহায্য করুন।"

সেইদিনই ফৌজি অধিনায়ক রিপোর্ট করলেন: "৪৩শ কামান-গোলন্দাজী ব্রিগেড আর এগোতে পারবে না। ট্রাক্টরগুলি ভেঙে টুকরো টুকরো। মেরামত অসম্ভব, কোন বাড়তি যান্ত্রাংশ নেই।"

একই টেলিগ্রাম এলো ৫ আক্রমণকারী, ৬১তম এবং ৩৩তম ফৌজ থেকে। তারা সবাই সাহায্য ও সহায়তার জন্য অনুরোধ করল, তাদের বিশেষ কিছু দেবারও সম্ভাবনা ছিল না।

বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার নানা উপায় বের করা হল। সেতু মুখটিকে প্রসারিত করার লড়াইতে ৮ম রক্ষী ফৌজ দখল করা বন্দুক ও গুলি ব্যবহার করল। কিন্তু একটা অনুবর্তন এবং শত্রুর রাজধানী দখলের পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণভাবে দখল করা অস্ত্রের উপর নির্ভর করে করাটা হত আমার্জনীয়

মূর্খতা।

গোলাগুলি ও জ্বালানীর অভাব সেদিন আমাদের যা প্রধান অস্ত্র ছিল—গোলন্দাজ বাহিনী—তাকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে দেয়নি। আর তাছাড়া গোলন্দাজ বাহিনী ছাড়া এগোবার সবরকম চেষ্টা গোড়া থেকেই ব্যর্থ হতে বাধ্য।

আমাদের বাহিনী যখন ওডার-এ পৌঁছাল তখন আকাশের হালও বদলে গেছে। জার্মান বিমান বহর হঠাৎ অনেক বেশি তৎপর হয়ে উঠল, বিশেষতঃ সেতুমুখের সৈন্যদের ব্যাপারে। বার্লিনে বিছান স্থায়ী বিমান বন্দরের জালকে ভিত্তি করে তারা কাজ করতে পারত এমনকি প্রচণ্ড তুষারপাত ও বর্ষার মধ্যেও, যা নোংরা বিমান বন্দরগুলোকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে দিত যেখান থেকে আমাদের ১৬শ বিমান ফৌজের মূল বাহিনীগুলি কাজ করত। অধিকন্তু, আমাদের এই ত্রুটিপূর্ণ বিমান বন্দরগুলি ছিল রণাঙ্গন থেকে ১২০-১৪০ কিলোমিটার দূরে। এই রকম ঘাঁটি নিয়ে লড়িয়ে বিমান বহর আমাদের সৈন্যদের প্রয়োজনীয় সাহায্য দিতে পারেনি। অথচ শত্রু কয়েকদিনের মধ্যে ৩০০০ বার পর্যন্ত হানা দিতে পেরেছিল এবং স্পষ্টতঃই আকাশে কর্তৃত্ব করছিল। এর ফলে বিমান-বিরোধী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অনেকগুলি সমূহ সমস্যা দেখা দিল। অন্যান্য ফ্রণ্ট থেকে বিমান-বিধ্বংসী কামান দ্রুত নিয়ে আসতে হল।

এই রকম একটা পরিস্থিতিতে জার্মানরা আমাদের উদ্যোগ কেড়ে নিয়ে আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল করে দিতে পারত। আমাদের গতিবিধির উপরে তারা তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিল এবং এমন কি জানুয়ারীর শেষে আমরা যখন বার্লিনের বিরুদ্ধে অবিরাম অভিযানের সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম তারা কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করেছিল। কয়েকটা অফিসারদের বিদ্যালয় এবং রিজার্ভ সংগঠনকে ওডারে নিয়ে আসা হয়েছিল যেখানে ৯ম ফৌজের মূল বাহিনীগুলি টিকে থাকছিল। সামগ্রিকভাবে বার্লিন সেক্টরের প্রতিরক্ষা ন্যস্ত হয়েছিল এস. এস. ও এর উপরে এবং খোদ হিমলারকে নিযুক্ত করা হয়েছিল নবসৃষ্ট আর্মি গ্রুপ ভিশ্চুলাকে পরিচালনার জন্য যার মধ্যে আসলে ৯ম ও ২য় ফৌজ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

হিমলারকে এই আর্মি গ্রুপের অধিনায়ক নিযুক্ত করার খাস ঘটনাটির মধ্যে অবশ্য গুরুত্ব কিছু নেই; কিন্তু থাকলেও তা জার্মান কম্যাণ্ডকে শক্তিশালী না করে দুর্বলই বরং করেছে। যাতে এসে যায় তা হল এইসব অস্বাভাবিক ব্যবস্থা অবলম্বন

করে শত্রু বার্লিন সেক্টরে শক্তির ভারসাম্যকে নিজের অনুকূলে ঘুরিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিল, বিশেষ করে তার পূর্ব পোমেরানিয়ার পার্শ্বে, এবং আমাদের ফৌজকে অত্যন্ত অসুবিধাজনক অবস্থায় ফেলে দিয়েছিল।

যে বাহিনী সরাসরি বার্লিন সেক্টরকে রক্ষা করছিল তা হল ৯ম ফৌজ, যার কিছু সৈন্য ছিল ওডার-এর পূর্বদিকে। ২য় ফৌজ ছিল পূর্ব পোমেরানিয়ায়, একই সঙ্গে সে লড়ছিল প্রথম বাইলোরুশীয় ফ্রণ্টের দক্ষিণ প্রান্ত এবং দ্বিতীয় বাইলোরুশীয় ফ্রণ্টের বাম প্রান্তের বিরুদ্ধে।

জার্মান তথ্য অনুসারে ১লা ফেব্রুয়ারী ৯ম ফৌজের ছিল ৫টি পদাতিক ডিভিশন এবং একটি প্যাঞ্জার ডিভিশন। দুটি পদাতিক ডিভিশন ও একটি ব্রিগেডকে আর্মি গ্রুপ ভিস্‌চুলার মজুতের মধ্যে নিয়ে আসা হচ্ছিল। তখন, দুর্ভাগ্যক্রমে, এই খবর আমরা পাইনি এবং শত্রু সম্বন্ধে আমাদের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ নির্ভুল ছিল না। তখন আমাদের হিসেব অনুযায়ী প্রথম বাই-লোরুশীয় ফ্রণ্টকে প্রতিরোধ করেছিল মাত্র এগারটি ডিভিশন ও কয়েকটি ডট্যাচমেণ্ট।

তার সৈন্য ও সহায়সম্বলকে নিপুণভাবে কাজে লাগাবার শত্রুর ক্ষমতা জার্মান কেন্দ্রভূমিতে যুদ্ধ এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলল। চমৎকার সড়ক ও রেলপথের প্রাচুর্য ছিল। সমুদ্রকে তখনো কিছু পরিমাণে কাজে লাগানো যেত কুরল্যাণ্ড থেকে সৈন্য বের করে আনার জন্য এবং বাস্তবিক পক্ষে কেবল ফেব্রুয়ারীর প্রথম দশ দিনেই কয়েকটি সংগঠনকে এই পথে বের করে আনা হয়েছিল।

১০ই ফেব্রুয়ারী নাগাদ জার্মানরা নতুন ১১শ ফৌজটি গঠন করেছিল যে ২য় ফৌজের পশ্চিমে একটি সেক্টরে বাস করছিল। তার অর্থ হল এই তারিখ থেকে আর্মি গ্রুপ ভিস্‌চুলার ছিল ৩৮টি ডিভিশন (৮টি প্যাঞ্জার ডিভিশন সহ) এবং ৬টি ব্রিগেড। তার সঙ্গে যোগ করতে হবে সেই সৈন্যদলগুলিকে যেগুলি সাংগঠনিক ভাবে আর্মি গ্রুপ ভিস্‌চুলার অংশ না হলেও ১১শ এবং ২য় ফৌজের (পরে তারা দুটো ডিভিশন—"বারওয়ালদে" এবং "কোয়েজলিন—"র ভিত্তি রচনা করেছিল) এলাকায় লড়ছিল।

এতেও কিন্তু বার্লিন সেক্টর সহ প্রধান স্ট্র্যাটেজিক সেক্টরগুলিতে শত্রুর সৈন্যদল গড়ে তোলার ক্ষমতা ফুরিয়ে যায় নি। ১৯৪৫-এর ৪ঠা ফেব্রুয়ারী

ক্রিমিয়ায় তিন প্রধানের সম্মেলনে জেনারেল অব দি আর্মি এ. আই. আন্তোনভ এই তথ্যটি হাজির করেছিলেন :

"(ক) আমাদের ফ্রন্টে ইতিমধ্যেই হাজির হয়েছে :

জার্মানীর মধ্যাঞ্চলগুলি থেকে—	৯ ডিভিশন
পশ্চিম ইউরোপীয় ফ্রন্ট থেকে—	৬ ডিভিশন
ইতালী থেকে—	১ ডিভিশন
	১৬ ডিভিশন

"(খ) বদলীতে :

৪ প্যাঞ্জার ডিভিশন

১ মোটরায়িত ডিভিশন

৫ ডিভিশন

"(গ) সম্ভবতঃ ৩০-৩৫টি ডিভিশনকে এখনো বদলি করা হয় নি (পশ্চিম ইউরোপীয় ফ্রন্ট, নরওয়ে, ইটালী এবং জার্মানীর মজুত থেকে)।

"এইভাবে আমাদের ফ্রন্টে অতিরিক্ত ৩৫-৪০টি ডিভিশনের আবির্ভাব ঘটতে পারে।"

কেউ যদি এটা হিসেবের মধ্যে আনে যে শত্রু এইসব ডিভিশনের অনেকগুলিকেই পূর্ণশক্তিতে নিয়ে এসেছিল যদিও তখন আমাদের ডিভিশনগুলিতে ছিল গড়ে মাত্র ৪০০০ জন, কেউ যদি হিসেবের মধ্যে আনে গুলিগোলা, জ্বালানী ও অন্যান্য সরবরাহ নিয়ে যেসব অসুবিধা আমরা ভোগ করছি তার কথা এবং আকাশে শত্রুর আধিপত্যের কথাও, তবে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে আমরা বার্লিনের উপরে অবিরাম অভিযান চালিয়ে যেতে পারতাম না। এটা একটা অপরাধ হত এবং তা অবশ্যই সর্বোচ্চ কম্যাণ্ড, জেনারেল স্টাফ অথবা ফ্রন্ট কম্যাণ্ডারেরা করতে পারত না।

পরবর্তী ঘটনাবলীতে যেমন সমর্থিত হয়েছে, জেনারেল স্টাফ-এর ভবিষ্যদ্বাণী মূলতঃ নির্ভুল বলেই প্রমাণিত হল। ১৯৪৫-এর ফেব্রুয়ারীতে বাস্তবিকই

নাৎসী কম্যাণ্ডের হাতে বার্লিন প্রতিরক্ষার জন্য বিরাট সৈন্যদল ছিল এবং প্রয়োজনে তাকে সে আরো বাড়াতে পারত। এমন কি মৃত্যুকালীন আক্ষেপের মুহূর্তেও ফ্যাসিস্ট জন্তুটা ছিল একটা সাংঘাতিক জানোয়ার যে তার সঙ্গে লক্ষ মানুষের জীবনকে কবরে নিয়ে যেতে পারে। তাছাড়া বার্লিনে যে কোন ব্যর্থতা মারাত্মক রাজনৈতিক পরিণতি ডেকে আনতে পারে।

শত্রুর এইসব প্রধান পুনর্গঠনের খবরগুলি মিলে গেল জেনারেল স্টাফের পাওয়া এই খবরগুলির সঙ্গে যে শত্রুর মতলব প্রথম বাইলোরুশীয় ফ্রন্টের অতিমাত্রায় এগিয়ে যাওয়া ফৌজের বিজিত হবার মত দশাকে জার্মান কম্যাণ্ড কাজে লাগাতে চায় এবং উত্তরে পোমারেনিয়ার আর্নসওয়াল্ডে থেকে আর দক্ষিণে সাইলেশিয়ার গ্লোগাউ-গুবেন অঞ্চল থেকে আসা সমকেন্দ্রাভিমুখী আঘাতে বিচ্ছিন্ন করতে চায়। এখন জানা গেছে যে এই পরিকল্পনাটি সুপারিশ করেছিলেন জার্মানীর স্থলবাহিনীর জেনারেল স্টাফ প্রধান গুডেরিয়ান এবং তা কার্যকরী করার কথা ছিল আমরা যথেষ্ট সংখ্যক শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে আসতে পারার আগেই বিদ্যুতগতিতে। জানুয়ারীর শেষে শত্রু সেইসব বাহিনীর সমন্বয় সাধনের বাস্তব কাজে নিযুক্ত ছিল যারা এই পরিকল্পনাটিকে কার্যকরী করবে।

প্রথম বাইলোরুশীয় ফ্রন্টকে বিপন্ন করছিল যে বিপদ মস্কোয় তা সতর্কভাবে হিসেব করা হল। সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক এবং জেনারেল স্টাফ জুকভ ও তাঁর স্টাফ এবং ফৌজি অধিনায়কদের সঙ্গে অবিরত যোগাযোগ রক্ষা করে চললেন। বার্লিন খণ্ড ও পোমেরানিয়াতে শত্রুর পরিকল্পনা ও শক্তি পরীক্ষা যাচাই করার জন্য সংবাদ সংগ্রহের অন্যান্য সমস্ত সূত্রের ব্যাপক ব্যবহার হল।

প্রথম বাইলোরুশীয় ও প্রথম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের মধ্যবর্তী সীমানায় সাইলেশিয়ার দিক থেকে বিপদ-এর ব্যাপারে আমরা অনেক কম উদ্বিগ্ন ছিলাম। শত্রু তখনো এখানে আক্রমণকারী বাহিনী তৈরী করেনি এবং কোন পাল্টা আক্রমণের জন্য প্রয়োজন পড়বে ওডার জবর দখল এবং উত্তরদিকে বেশ একটা অনিশ্চিত পার্শ্ব মহড়া।

আমি অনুভব করি যে এই জায়গায় নাৎসী জার্মানী যে রাজনৈতিক কৌশল অবলম্বন করছিল আরেকবার তা স্মরণ করাটা আমার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ঠিক এই সময় সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে শান্তি স্থাপনের পথ সক্রিয়ভাবে অন্বেষণ করছিল। তৃতীয় রাইখের অনেক চাঁই আলাপ-আলোচনার জটিল জাল রচনা করছিল যার লক্ষ্য হিটলার বিরোধী জোটভুক্ত সদস্যদের মধ্যে

বিবাদ সৃষ্টি করা, কিছুটা সময় পাওয়া এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের আড়ালে নাৎসীবাদের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করে ফেলার জন্য আমাদের মিত্রদের প্রলুব্ধ করা। এই পরিস্থিতিতে, আমাদের উপরে যখন প্রভিটি গৃহীত সিদ্ধান্তের জন্য একটা বিশেষ ঐতিহাসিক দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে, আমরা কোন কুবিবেচনাপ্রসূত কাজের ঝুঁকি নিতে পারি না। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স, জেনারেল স্টাফ এবং সমর পরিষদগুলি বারবার শত্রুর সঙ্গে আমাদের শক্তির তুলনা করেছে এবং পরিশেষে সর্বসম্মতভাবে আমাদের আগের সিদ্ধান্তে ফিরে এসেছে যে ভাণ্ডারে যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ জমা না করে, বিমান বহর ও গোলন্দাজ বাহিনীর পূর্ণ সদ্ব্যবহারের ক্ষমতা অর্জন না করে, আমাদের পার্শ্বদেশগুলির নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করে, আমরা আমাদের ফৌজকে জার্মানীর রাজধানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিক্ষেপ করতে পারি না। এখন ঝুঁকি নেবার কথা বলার সময় নয়। যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে ব্যর্থতার রাজনৈতিক ও সামরিক পরিণাম অপূরণীয় না হলেও আমাদের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক হতে পারে।

প্রথম প্রয়োজন হল পূর্ব পোমেরানিয়া ও সাইলেশিয়া থেকে শত্রুর সমকেন্দ্রাভিমুখী আক্রমণের পরিকল্পনাটিকে বানচাল করা এবং আমাদের পার্শ্বদেশগুলিতে কেন্দ্রীভূত শত্রু বাহিনীগুলিকে পরাজিত করা। সহায়ক রণক্রিয়ার সাহায্যে এরকম একটি কাজের মোকাবিলা করা সম্ভবতঃ প্রথম বাইলোরুশীয় ফ্রন্টের পক্ষে সম্ভব হবে না। এর জন্য প্রয়োজন তিনটি ফ্রন্টের সমবেত প্রয়াস—দ্বিতীয় বাইলোরুশীয়, প্রথম বাইলোরুশীয় এবং প্রথম ইউক্রেনীয়। ইতিমধ্যেই, ৮ই ফেব্রুয়ারী আমরা নিম্ন সাইলেশিয়ায় অত্যন্ত শক্তিশালী শত্রুদলকে চূর্ণ করার উদ্দেশ্যে প্রথম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের সাহায্যে একটি রণক্রিয়া এবং এভাবে এই খণ্ডে পার্শ্বিক আক্রমণের বিপদ দূর করার জন্য বাস্তব পদক্ষেপগুলির কথা বিবেচনা করেছিলাম। দ্বিতীয় বাইলোরুশীয় ফ্রন্টকে পূর্ব পোমেরানিয়ায় ঘুরে যাওয়া, সেখানে জার্মান দ্বিতীয় ফৌজকে ধ্বংস করা এবং বাল্‌টিক বন্দরগুলিতে পৌছানোর জন্য একই রকমভাবে দ্রুত কাজ করতে হবে। শেষতঃ, ট্যাংক ফৌজগুলি সমেত প্রথম বাইলোরুশীয় ফ্রন্টের মূল বাহিনীগুলিকে স্টারগার্ড দলের উপর আছড়ে পড়তে হবে যেটি গুরুভার হয়ে তার পার্শ্বদেশে চেপে আছে।

এই পরিকল্পনাটি সেই সময়ের চাহিদা পূরণ করে, এবং জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স এটি অনুমোদন করল।

শুরু থেকেই প্রথম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের নিম্ন সাইলেশিয়া অভিযান চমৎকারভাবে

অগ্রসর হল। গোগাউ অঞ্চল অবিলম্বে শত্রুমুক্ত হল। এর পরে নাৎসী কম্যাণ্ডের পরিকল্পিত সমকেন্দ্রাভিমুখী আক্রমণ সফল হবার সম্ভাবনা ছিল কম কারণ এই অঞ্চলে শত্রু তার আরম্ভকালীন অবস্থাটি হারিয়ে ফেলেছিল এবং সাইলেশিয়া দলটি নিদারুণ পরাজয় বরণ করেছিল। নীস্ নদী পর্যন্ত পৌছানোর আগে আমাদের বাহিনীগুলিকে রোধ করা হয়নি।

দ্বিতীয় বাইলোরুশীয় ফ্রণ্টে ব্যাপার কিছু অন্য রকম ছিল। ফ্রণ্ট তার অভিযান শুরু করে ১০ই ফেব্রুয়ারী, সে একটা যথেষ্ট শক্তিশালী আক্রমণ দল গঠন করার সময় পাবার আগেই। তার বাহিনীগুলি ছড়ানো ছিল এবং ধীরগতিতে অগ্রসর হচ্ছিল। অবশ্য বিগত লড়াইগুলির ফলাফলের প্রভাবও দেখা যাচ্ছিল। তার ডিভিশনগুলির মধ্যে ছাব্বিশটির গড় শক্তি তিন হাজারে নেমে এসেছিল এবং অন্য আটটির প্রত্যেকটিতে ছিল মাত্র চার হাজার লোক। মাত্র ২৯৭টি ট্যাংক লড়বার মত অবস্থায় ছিল। বিমান সহায়তা বাধা পেয়েছিল কারণ বেশির ভাগ বিমানক্ষেত্রই ছিল অনেক দূরে। ১৯শ ফৌজ, যাকে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স থেকে ফ্রণ্টের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল, তখনো পথে। অন্যদিকে, সুনির্মিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে এবং হ্রদ ও অরণ্যময় ভূখণ্ডের সুযোগ নিয়ে এই অঞ্চলে এক দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। ১৪ই ফেব্রুয়ারী নাগাদ, অর্থাৎ অভিযানের পাঁচদিন পরে, আমাদের বাহিনী মাত্র ১০-৩০ কিলোমিটার এগোতে পেরেছিল।

তখনো প্রথম বাইলোরুশীয় ফ্রণ্ট তার মূল বাহিনীর সাহায্যে আক্রমণের জন্য তৈরী হয়নি এবং তখনকার মত সীমিত লড়াই লড়ছিল মাত্র। কিন্তু পোমেরানিয়া থেকে পার্শ্বিক আক্রমণের বিপদ দূর হওয়া দূরে থাক, প্রতিদিন বেড়ে চলেছিল।

১৫ই ফেব্রুয়ারী সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক জুকভ ও রকোসোভস্কির কাছ থেকে পরবর্তী রণক্রিয়া সম্বন্ধে তাঁদের চিন্তাভাবনার কথা জানতে চাইলেন। রকোসোভস্কি প্রস্তাব করলেন যে ২৪শে ফেব্রুয়ারীর আগেই ১৯শ ফৌজ ও ৩য় রক্ষী ট্যাংক কোরকে দ্বিতীয় বাইলোরুশীয় ফ্রণ্টের বামপ্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়া দরকার যাতে এই অঞ্চল থেকে কোয়েসলিন-এর উপরে একটা সংহত আক্রমণ হানা যায়। এতে তাদের বাল্টিক উপকূলে বের করে আনবে, শত্রুর পোমেরানিয় দলকে বিভক্ত করবে এবং পরবর্তী সময়ে তাকে ধ্বংস করা সহজ করে তুলবে।

জুকভের ইচ্ছা প্রথম বাইলোরুশীয় ফ্রণ্টের দক্ষিণ প্রান্তিক বাহিনীগুলির সাহায্যে

শত্রুকে পিছনে হটিয়ে দেওয়া, পশ্চিমের সঙ্গে তার সংযোগ ছিন্ন করা এবং এভাবে তার প্রতিবেশীর ঝেসিন-এর দিকে অগ্রগতিকে দ্রুততর করা। ১৯শে ফেব্রুয়ারী এই রণক্রিয়া শুরু হবার কথা।

স্তালিন ফ্রন্ট অধিনায়কদের প্রস্তাবগুলির সঙ্গে একমত হলেন এবং ফ্রন্টগুলি এই রণক্রিয়াগুলির জন্য প্রস্তুতির পথে বাস্তব পদক্ষেপ নিল।

যাই হোক, বাস্তব ঘটনাবলী সম্পূর্ণ ভিন্নপথ নিল। ১৭ই ফেব্রুয়ারী শত্রু স্টারগার্ড অঞ্চল থেকে প্রথম বাইলোরুশীয় ফ্রন্টের বাহিনীগুলির উপর এক জোরালো পাল্টা আক্রমণ শুরু করল এবং তাদের প্রায় ৮-১২ কিলোমিটার দক্ষিণে ঠেলে দিল। যেহেতু সাফল্যের সঙ্গে লড়বার জন্য সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই দ্বিতীয় বাইলোরুশীয় ফ্রন্ট তৈরী হয়ে যাবে তাই এটা খুবই সম্ভব ছিল যে জার্মান ২য় ফৌজের ইউনিটগুলি এই সেক্টরে হাজির হবে। সেই মুহূর্তে তার সত্যিকারের সুযোগ ছিল বার্লিনের দিকে লক্ষ্য করে রয়েছে আমাদের যে বাহিনীগুলি তাদের পার্শ্ব এবং পশ্চাদভাগ আক্রমণকে কাজে লাগাবার জন্য একে ব্যবহার করার। সেই বিপদ আরো বেড়ে গেল এই কারণে যে ঠিক সেই মুহূর্তে প্রথম বাইলোরুশীয় ফ্রন্ট তার বাহিনীগুলিকে পুনর্গঠিত করছিল।

যে অবস্থার উদ্ভব হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে জুকভ ২০শে ফেব্রুয়ারী জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সকে রিপোর্ট করলেন যে ওডারে অবস্থিত সৈন্যগুলি সহ সমগ্র প্রথম বাইলোরুশীয় ফ্রন্টের উচিত সাময়িকভাবে একটা পাষাণ-প্রাচীর আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া। তাঁর ইচ্ছা শত্রুকে হয়রান করে রাখা যতক্ষণ না দ্বিতীয় বাইলোরুশীয় ফ্রন্টের অভিযান আরম্ভ হয়, এবং তারপর পূর্ব পোমেরানিয়ার জার্মান দলকে জার্মানীর বাকি অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য তার বাহিনীর একাংশের সাহায্যে গলনাউতে আঘাত হানা। রকোসোভস্কির অভিযান ভালভাবে চললে প্রথম বাইলোরুশীয় ফ্রন্টের দক্ষিণ প্রান্তের বাহিনীগুলির উত্তর-পশ্চিম মুখে আক্রমণ করতে হবে এবং শত্রুকে পূর্ব পোমেরানিয়ায় সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলার কাজে দ্বিতীয় বাইলোরুশীয় ফ্রন্টের সঙ্গে হাত মেলাতে হবে।

জুকভের চিন্তাগুলি গভীরভাবে বিবেচনা করা হল এবং সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক এগুলিকে কাজে পরিণত করার জন্য অনুমোদন করলেন।

বার্লিন খণ্ডে সাময়িকভাবে আত্মরক্ষা করার ফলে শত্রুকে পূর্ব পোমেরানিয়ায় ছত্রভঙ্গ করার জন্য আমাদের পক্ষে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সৈন্য পাঠানো সম্ভব হয়েছিল। এখানে ১৯৪৫-এর ২৬শে ফেব্রুয়ারী থেকে ৪ঠা এপ্রিল পর্যন্ত যুদ্ধ

চলেছে। ছুটি পরস্পর ক্রিয়াশীল ফ্রন্ট-এর বাহিনী এটা কার্যকরী করে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে সোভিয়েত বাল্‌টিক নৌবহর তাদের সাহায্য দেয়।

স্টারগার্ড অঞ্চল থেকে হানা শত্রুর সব আক্রমণ প্রথম বাইলোরুশীয় ফ্রন্ট সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করল। ১লা মার্চ এই ফ্রন্ট তার দক্ষিণ প্রান্তকে একটি জোরদার আক্রমণকারী দলসহ আক্রমণের স্টারগার্ড-কোলবার্গ রেখায় অগ্রসর হল, তার বর্শামুখটি প্রথম ও দ্বিতীয় রক্ষী ট্যাংক ফৌজ নিয়ে গঠিত। জার্মানদের অদম্য প্রতিরোধ চূর্ণ হল এবং ৪ঠা মার্চ সোভিয়েত ট্যাংক কোলবার্গ অঞ্চলে বাল্‌টিকে পৌঁছাল শত্রুর পূর্ব পোমেরানিয়া দলের একটা উল্লেখযোগ্য অংশকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে। এটি এবং পরবর্তী লড়াইয়ের ফল হল এগারোটি পদাতিক, ছুটি মোটরায়িত এবং একটি প্যাঞ্জার ডিভিশনের ধ্বংস যার দ্বারা পূর্বতন জার্মান ১১শ ফৌজ অংশতঃ গঠিত ছিল। আমি "পূর্বতন" বললাম কারণ যুদ্ধের শেষদিকে ১১শ ফৌজটি পুনর্গঠিত হয়ে ৩য় প্যাঞ্জার ফৌজে পরিণত হয়েছিল।

একই সময়ে দ্বিতীয় বাইলোরুশীয় ফ্রন্ট কোয়েজলিন-এ তার অভিযানকে সম্প্রসারিত করল। যখন লড়াই বাস্তবিক অগ্রসর হল তখন শত্রু আত্মরক্ষায় রত জার্মান দ্বিতীয় ফৌজকে কুরল্যাণ্ড থেকে আসা সংগঠনগুলি এবং জার্মানীর অন্যান্য অংশ থেকে নতুন স্থানান্তরিতদের দিয়ে শক্তিশালী করল। আমাদের অভিযানের শুরুতে তার অন্তর্ভুক্ত ছিল তেরটি পদাতিক ডিভিশন, ছুটি প্যাঞ্জার ডিভিশন এবং তিনটি ব্রিগেড কিন্তু ১লা মার্চ সে রণাঙ্গনে হাজির করেছিল আঠারোটি পদাতিক ডিভিশন, ছুটি প্যাঞ্জার এবং একটি মোটরায়িত ডিভিশন এবং তা ছাড়া একটি পদাতিক এবং একটি প্যাঞ্জার ব্রিগেড। এই সব সংগঠনগুলি চূর্ণ হয়েছিল। অবশিষ্টাংশ চেষ্টা করেছিল জার্মান নৌবহরের সাহায্যে দান্‌স্ক ও দিনিয়ার সুরক্ষিত এলাকায় টিকে থাকতে। কিন্তু সোভিয়েত বাহিনী এই ব্যূহগুলিকে একইরকমভাবে চূর্ণ করে এবং কেবল দান্‌স্ক-এই ১০০০০ জনকে বন্দী করে এবং প্রচুর বন্দুক ও সাজসরঞ্জাম দখল করে।

৪ঠা এপ্রিল নাগাদ শত্রুর পূর্ব পোমেরানিয়া দলকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করার কাজ সম্পূর্ণ হল। বার্লিনের বিরুদ্ধে আমাদের যে কোন অভিযান জার্মানীর দিক থেকে পার্শ্বিক বা পিছন থেকে আক্রমণে বানচাল হবার বিপদ এখন দূর হল। বার্লিন অভিযানকে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার আদেশ, যা এড়ানোর উপায় ছিল না, আমাদের চূড়ান্ত জয়লাভকে সুনিশ্চিত করল। পুরোপুরিভাবে প্রস্তুত ও সব দিক দিয়ে সজ্জিত হয়ে এই রণক্রিয়াটি হল

সম্পূর্ণভাবে অভিভূত করার মত। ১৯৪৫-এর এপ্রিল-মে মাসে শত্রুর উপরে আমাদের চূড়ান্ত আঘাতগুলি ছিল নিয়তির মত দুর্নিবার।

এই হল ঐতিহাসিক তথ্য।

চূড়ান্ত আক্রমণগুলির পরিকল্পনা রচনায় জেনারেল স্টাফের কাজ অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়ে প্রথম বাইলোরুশীয় ফ্রন্টের বিশেষ ভূমিকা সম্পর্কে স্তালিনের সুনির্দিষ্ট আদেশের ফলে। বার্লিনের মত বিরাট এক নগরকে জয় করার কাজ, যাকে অনেক আগে থেকে প্রতিরক্ষার উপযুক্ত করে প্রস্তুত করা হয়েছে, একটি ফ্রন্টের ক্ষমতার বাইরে, তা হোক না কেন প্রথম বাইলোরুশীয়র মত একটি শক্তিশালী ফ্রন্ট। পরিস্থিতির এটা ছিল জোরালো দাবী যে অন্ততঃ পক্ষে প্রথম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টকে অতিরিক্ত হিসেবে বার্লিন অভিমুখী করা উচিত। উপরন্তু, মূল বাহিনীর সাহায্যে ব্যর্থ মুখোমুখি আক্রমণও অবশ্য এড়ান উচিত।

উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে প্রথম বাইলোরুশীয় ফ্রন্টের সাহায্যে পার্শ্বদেশ অতিক্রম করে আক্রমণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ও পশ্চিম দিক থেকে প্রথম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের আক্রমণের সাহায্যে বার্লিন অধিকার করার সেই জানুয়ারীর চিন্তায় আমাদের ফিরে যেতে হল। দুটি ফ্রন্টের মধ্যে সংযোগ ঘটার কথা ব্রাণ্ডেনবার্গ, পটাসডাম অঞ্চলে।

সবচেয়ে প্রতিকূল অনুমানগুলির উপর আমাদের পরবর্তী সব হিসেবগুলোকে স্থাপন করা হল: বার্লিনের পথে প্রচণ্ড ও দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ের অনিবার্যতা, পরিবেষ্টনের গণ্ডীর বাইরে পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে জার্মান পাল্টা আক্রমণের সম্ভাবনা, বার্লিনের পশ্চিমে শত্রুর প্রতিরক্ষার পুনরুদ্ধার এবং পরিণামস্বরূপ অভিযান অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তা। আমরা এমন কি একটা পরিস্থিতি বিবেচনা করলাম যাতে কোন কারণে আমাদের পশ্চিমী মিত্রেরা তাদের বিরুদ্ধ শত্রুসৈন্যের প্রতিরোধ অতিক্রম করতে সক্ষম না হতে পারে এবং দীর্ঘকালের জন্য আটকা পড়ে যেতে পারে।

আমাদের মিত্রপক্ষের রণক্রিয়ার প্রশ্নটি অবশ্য শিগগিরই মীমাংসিত হল। ধীরে এবং সতর্কভাবে তারা সামনের দিকে চাপ দিচ্ছিল। ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ মাসের মধ্যে মিত্রপক্ষের সৈন্যবাহিনী শত্রুকে রাইনের ওপারে তাড়িয়ে দিল

এবং তার পূর্বতীরে সেতুমুখ অধিকার করল।

পশ্চিম হাঙ্গেরীতে অগ্রগতির ভিয়েনা লাইনের রণক্রিয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল হয়েছিল। হিটলার চেয়েছিলেন সোভিয়েত বাহিনীকে এখানে ধ্বংস করতে, দানিয়ুব বরাবর রণাঙ্গনটির পুনরুদ্ধার করতে এবং এভাবে ছুটি পাওয়া সৈন্যদের, বিশেষ করে প্যাঞ্জার বাহিনীকে, বার্লিনে স্থানান্তরিত করতে। ইটালী এবং পশ্চিম ইউরোপ থেকে রিজার্ভকে, বিশেষভাবে ষষ্ঠ এস. এস. প্যাঞ্জার ফৌজকে এই অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছিল।

স্রোতকে তার দিকে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টায় শত্রু তৃতীয় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। ব্যালাটন হ্রদে দশদিনের অত্যন্ত তিক্ত লড়াই আরম্ভ হল। কিন্তু এটা ছিল হিটলারের আরেক বেপরোয়া জুয়া মাত্র যা ব্যর্থ হল, ব্যর্থ হ'তে তা বাধ্য, আর তখন আমাদের বাহিনী ভিয়েনার উপর আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ল। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স তৃতীয় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের অধিনায়ককে এই মর্মে সতর্ক করেছিল যে ৯ম রক্ষীবাহিনীকে এই উদ্দেশ্যে অবশ্যই রিজার্ভ রাখতে হবে, তাকে ব্যালাটনের যুদ্ধে কিছুতেই টেনে আনা চলবে না। একই সঙ্গে দ্বিতীয় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের বাহিনীগুলি উত্তরদিক থেকে অস্ট্রিয় রাজধানীর দিকে ধাবিত হচ্ছিল, এদিকে চতুর্থ ইউক্রেনীয় ফ্রন্ট দিনের পর দিন ঠেলে এগিয়ে চলল, শত্রুকে আঘাত করে কার্পেথিয়া, ট্রান্সকার্পেথিয়া এবং পূর্ব চেকোশ্লোভাকিয়ার বাইরে বিতাড়িত করল।

১৩ই এপ্রিল ভিয়েনা মুক্ত হল এবং আমাদের বাহিনী পশ্চিমমুখী ঠেলে চলল। ঘটনাবলীর এই পরিবর্তন কেবল আমাদের অনুকূলে বার্লিনে ক্রিয়াশীল ছিল তাই নয়, মিত্রপক্ষকে সক্রিয় করে তোলার ব্যাপারেও তার লক্ষণীয় প্রভাব ছিল যারা এখন অনেক দ্রুততর গতিতে এগোতে শুরু করল। উল্লেখযোগ্য শত্রুদল যা রুর-এ পরিবেষ্টিত হয়েছিল তা বিভক্ত হল এবং শিগগিরই সব প্রতিরোধ বন্ধ করল। মূল মার্কিন ও বৃটিশ বাহিনী ক্ষীণ প্রতিরোধ অতিক্রম করে দ্রুত এল্‌ব-এর দিকে এবং লুবেক অঞ্চলে বাল্‌টিক উপকূলের দিকে ধাবিত হল।

কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে মিত্রপক্ষ চেয়েছিল আমাদের আগেই বার্লিন অধিকার করতে, যদিও ইয়াল্টায় উপনীত চুক্তি অনুসারে জার্মানীর রাজধানীকে সোভিয়েত দখলদারী অঞ্চল হিসাবে বরাদ্দ করা হয়েছিল। প্রয়াত উইনস্টন চার্চিলের স্মৃতিকথা থেকে আমরা জানতে পারি কিভাবে তিনি রুজভেল্ট ও আইসেনহাওয়ারকে এই পথ নিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিলেন। মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে ১লা এপ্রিল, ১৯৪৫-এ পাঠানো এক বার্তায় চার্চিল লিখেছিলেন: বার্লিনের পতনের মত আর কিছুতেই প্রতিরোধকারী সমস্ত জার্মান বাহিনীগুলির উপর এতটা হতাশজনক মানসিক প্রতিক্রিয়ার চাপ পড়বে না। অন্যদিকে, তার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে রুশদের অবরোধ অব্যাহত রাখার জন্য তাকে যদি ফেলে রাখা হয় তবে তা অস্ত্রধারী সমস্ত জার্মানের প্রতিরোধকে উদ্দীপ্ত করবে।

"উপরন্তু আরেকটি দিক আছে যা আপনার এবং আমার বিবেচনা করা দরকার। রুশ বাহিনী নিঃসন্দেহে সমগ্র অস্ট্রিয়া জয় ও ভিয়েনায় প্রবেশ করবে। যদি তারা বার্লিনও নেয় তবে কি অন্যায়ভাবে তাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যাবে না যে আমাদের এই সাধারণ জয়লাভে তাদের অবদানই অবিসংবাদী, এবং এর ফলে তাদের মধ্যে কি এমন একটা মনোভাবের সৃষ্টি হবে না ভবিষ্যতে যার জন্য গুরুতর ও ভয়ানক অসুবিধা দেখা দিতে পারে? তাই আমি মনে করি যে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আমাদের উচিত জার্মানীর অভ্যন্তরে যতটা সম্ভব পূর্বদিকে অগ্রসর হওয়া এবং বার্লিন আমাদের নাগালে থাকলে অবশ্যই তাকে অধিকার করা। সামরিক দিক দিয়েও এটা সঠিক বলে মনে হয়।"

আমাদেরও অসতর্ক থাকার ইচ্ছা ছিল না। ইতিমধ্যে জেনারেল স্টাফ বার্লিন রণক্রিয়ার জন্য সমস্ত মূল ধারণাগুলি নির্ণয় করে ফেলেছিল। এই কাজের সময় আমরা ফ্রন্টগুলির স্টাফ প্রধান এ. এম. বোগোলিউকভ, এম. এস. মালিনিন এবং ভি. ডি. সকোলোভস্কি (পরে আই. ওয়াই. পোপভ-এর) সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করেছিলাম এবং যখনই প্রথম লক্ষণগুলি দেখা গেল যে বার্লিন সম্পর্কে মিত্রপক্ষের মতলব আছে, জুকভ ও কোনেভকে মস্কোয় ডেকে পাঠান হল।

৩১শে মার্চ তাঁরা এবং জেনারেল স্টাফ অতঃপর ফ্রন্টগুলি কি রণক্রিয়া চালাবে তা নিয়ে বিচার বিবেচনা করল। তাঁর ফ্রন্ট ও প্রথম বাইলোরুশীয় ফ্রন্টের মধ্যেকার সীমারেখার ব্যাপারে মার্শাল কোনেভ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছিলেন, এর ফলে তাঁকে বার্লিনে আঘাত হানার কোন সুযোগ দেওয়া হয়নি। যাই হোক জেনারেল স্টাফের কেউ এই বাধা দূর করতে পারত না।

পরদিন, ১৯৪৫-এর ১লা এপ্রিল, বার্লিন রণক্রিয়ার পরিকল্পনাটি নিয়ে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ আলোচনা হল। রণাঙ্গনের অবস্থা, মিত্রপক্ষের রণক্রিয়া ও তাদের পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তৃত রিপোর্ট দেওয়া হল। এর থেকে স্তালিন সিদ্ধান্ত

করলেন যে আমাদের যথাসম্ভব কম সময়ে বার্লিন দখল করতে হবে। রণক্রিয়া শুরু করতে হবে ১৬ই এপ্রিলের আগে এবং তা শেষ করতে ১২ থেকে ১৫ দিনের বেশি লাগানো চলবে না। ফ্রন্ট অধিনায়কেরা এতে সম্মত হলেন এবং জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সকে আশ্বাস দিলেন যে ঠিক সময়ে সেনাদলগুলি তৈরী হয়ে যাবে।

দুই ফ্রন্টের মধ্যেকার সীমারেখার দিকে সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের মনোযোগ আকর্ষণ করা জেনারেল স্টাফ প্রধান প্রয়োজন মনে করলেন। জোর দিয়ে বলা হল যে এই রেখা প্রকৃতপক্ষে প্রথম ইউক্রেনীয় ফৌজকে বার্লিনের জন্য লড়াইয়ে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করা থেকে সরিয়ে রাখছে এবং এতে তালিকা অনুসারে রণক্রিয়া চালাবার অসুবিধা হতে পারে। মার্শাল কোনেভ একই সুরে কথা বললেন, প্রথম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের বাহিনীগুলির একাংশ, বিশেষতঃ ট্যাংক ফৌজ-গুলিকে বার্লিনের দক্ষিণ-পশ্চিম উপান্তের অভিমুখী করার পক্ষে তিনি যুক্তি দিলেন।

স্তালিন একটা আপস করা ঠিক করলেন। নিজের মতটিকে তিনি পুরোপুরি পরিত্যাগ করলেন না, আবার জেনারেল স্টাফ দ্বারা সমর্থিত মার্শাল কোনেভের কথাকেও সম্পূর্ণ বাতিল করলেন না। রণক্রিয়াটির পরিকল্পনা চিহ্নিত মানচিত্রে সীমারেখাটির যে অংশ ইউক্রেনীয় ফ্রন্টকে বার্লিন থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে তিনি নীরবে সেটি কেটে দিলেন, তাকে লুবেন (রাজধানীর ৬০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে) পর্যন্ত যাবার অনুমতি দিলেন, তার বেশি নয়।

পরে তিনি আমাদের বলেছিলেন, "যে প্রথম ব্যূহভেদ করবে সে-ই বার্লিন দখল করুক।"

ঘটনার যে পরিণতি ঘটল এতে জেনারেল স্টাফ খুশি হল। দুই মাসেরও বেশিকাল এই হতভাগা সীমারেখাটা আমাদের ভাবিয়ে এসেছে। মার্শাল কোনেভেরও আপত্তি রইল না, এই সমাধানে তিনিও বেশ সন্তুষ্ট হলেন।

সেই দিনই স্তালিন বার্লিন দখলের রণক্রিয়া এবং মাসের শেষে এলবু-এ পৌছানো সম্পর্কে প্রথম বাইলোরুশীয় ফ্রন্টের অধিনায়কের উদ্দেশে নির্দেশনামায় স্বাক্ষর করলেন। মূল আক্রমণ করতে হবে চারটি ফিল্ড আর্মি এবং দুটি ট্যাংক ফৌজের সাহায্যে কুসট্রিন সেতুমুখ থেকে ; পরেরটিকে কাজে নামানো হবে কেবল ব্যূহভেদের পর উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে বার্লিনের উপর একটা সাঁড়াশী এঁটে দিয়ে তার সাফল্যকে কাজে লাগাবার জন্য। অগ্রগতির মূল লাইনে ফ্রন্টের

দ্বিতীয় সারিকেও—কর্নেল-জেনারেল এ. ভি. গরবাতভ-এর অধীনে তৃতীয় ফিল্ড আর্মি—ব্যবহার করতে হবে।

প্রথম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের অধিনায়কের কাছে নির্দেশনামাটি জারী হল ২রা এপ্রিল। তাঁর কাজ হল কটবাস অঞ্চল ও বার্লিনের দক্ষিণে শত্রুকে ছত্রভঙ্গ করা, ১২-১৪ এপ্রিলের মধ্যে বিলিজ্-উইটেনবার্গ রেখায় পৌছান এবং তারপরে এল্‌ব বরাবর ড্রেসডেন পর্যন্ত চাপ দেওয়া। ফ্রন্টের মূল আক্রমণের লক্ষ্য হল স্প্রেম বার্গ-বিলজিগ-এর দিকে, অর্থাৎ বার্লিনের পঞ্চাশ কিলোমিটার দক্ষিণে। ট্যাংক ফৌজগুলিকে (দুটি ছিল—৩য় ও ৪র্থ রক্ষী) পাঠাতে হবে শত্রুব্যূহ ভেদের পর অগ্রগতির মূল রেখায় সাফল্যকে কাজে লাগানোর জন্য। অতিরিক্ত বিকল্প হিসাবে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স প্রথম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের ট্যাংক ফৌজগুলিকে বার্লিনের দিকে ঘুরিয়ে দেবার সম্ভাব্যতাও বিবেচনা করল, তবে তা হবে তারা লুবেন পেরোবার পরেই।

৬ই এপ্রিল দ্বিতীয় বাইলোরুশীয় ফ্রন্টেও একটি নির্দেশনামা পাঠানো হল। এই ফ্রন্ট বার্লিন দখলে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করবে না কিন্তু তার রয়েছে পশ্চিমদিকে বার্লিনের উত্তরের অঞ্চলে আক্রমণ করার, ষ্টেসিন-এ শত্রুর শক্তিশালী দলকে চূর্ণ করার এবং এইভাবে সমস্ত রণক্রিয়াটিকে এই খণ্ডে নিরাপদ করার অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজ।

তার চূড়ান্ত রূপটিতে বার্লিন রণক্রিয়ার ধারণা ও পরিকল্পনাটিতে, যা নাৎসী জার্মানীর সশস্ত্র বাহিনীকে আত্মসমর্পণের লাইনে নিয়ে আসবে, বিবেচনা করা হয়েছিল রাজধানীর পূর্বদিকে শত্রুকে বিভক্ত ও পরিবেষ্টন করা এবং একই সঙ্গে পরিবেষ্টিত বাহিনীগুলিকে ধ্বংস করার বিষয়টি। পশ্চিম মুখে সোভিয়েত ফৌজের দ্রুত অগ্রগতিকেও হিসেব করা হয়েছিল একটি নতুন রণাঙ্গন সৃষ্টির কোনরকম সুযোগ থেকে নাৎসীদের বঞ্চিত করার জন্য।

আক্রমণের মূল লাইনে বিপুল পরিমাণে কামান, ট্যাংক ও বিমানের শক্তিশালী দলগুলির সমাবেশ করা হল। নির্ধারিত সময়ে অভিযান শুরু হল এবং শত্রুর সম্পূর্ণ পরাজয়ের মধ্যে তা শেষ হল। ২রা মে বার্লিন প্রতিরোধ বন্ধ করল এবং ছয়দিন পরে সমগ্র নাৎসী জার্মানী বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করল।

ইউরোপীয় যুদ্ধের শেষ লড়াইতে সবচেয়ে ভালভাবে প্রদর্শিত হল নাৎসী যুদ্ধ-যন্ত্রের উপর আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর প্রাধান্য। এর মূল লড়াইগুলি উল্লেখযোগ্য

হয়ে রয়েছে রাজনৈতিক লক্ষ্যের স্পষ্টতা, পরিমিত বিবেচনা এবং দৃষ্টিভঙ্গীর বাস্তবতার জন্য। সোভিয়েত রণনীতিবিদেরা দক্ষতার সঙ্গে তাঁদের কষ্টার্জিত সমগ্র যুদ্ধের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করেছেন এবং যাঁরা প্রতিটি স্তরে সৈন্য পরিচালনা করেছেন—ফ্রন্ট, ফৌজ, সংগঠন, ইউনিট ও উপইউনিটগুলির অধিনায়কেরা—তাঁদের সমস্ত গুণাবলীর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন। তাঁদের যোগ্যতার সঙ্গে সাহায্য করেছেন সমস্ত স্তরের কর্মীরা যাঁরা ইতিমধ্যে অর্জন করেছিলেন এক উচ্চমানের সেনা নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

কোয়ানটুং বাহিনী ছত্রভঙ্গ

বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী সাক্ষাৎ করলেন সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের সঙ্গে ।। সোভিয়েত ইউনিয়নের দূরপ্রাচ্য সীমান্তে সেনা-সন্নিবেশ ।। কোয়ানটুং বাহিনী, তার শক্তি ও সন্নিবেশ ।। বিস্ময়ের সমস্যা ।। আর. ওয়াই. ম্যালিনোভ্স্কি জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ আহূত হলেন ।। পটাসডাম সম্মেলন ও তার প্রতিক্রিয়া ।। জেনারেল স্টাফের অন্তরালে গোপন ঘটনা ।। শূন্য ঘণ্টা ।। বিমানবাহিত সেনাদলের দুঃসাহসিক লড়াই ।। জাপানের আত্মসমর্পণ ।।

ইউ এস. এস. আর-এর উপর হিটলারী জার্মানীর আক্রমণের সময় থেকেই আমাদের দূরপ্রাচ্য সীমান্তের অবস্থা আরো বেশি কঠিন হয়ে পড়ল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জাপানের মধ্যে যে নিরপেক্ষতার চুক্তি বহাল ছিল তা সত্ত্বেও জাপানী বিপদ বেড়েছিল। বৃহৎ জাপানী বাহিনীগুলি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল মাঞ্চুরিয়ায়, তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর আক্রমণ এবং সাইবেরিয়া ও আমাদের দূরপ্রাচ্য অঞ্চলগুলি কেড়ে নেবার জন্য অনুকূল মুহূর্তের অপেক্ষা করছিল। জাপানী সমরবাদীরা অহরহ রাষ্ট্রীয় সীমান্ত, আমাদের আঞ্চলিক দরিয়া ও আকাশ সীমা লঙ্ঘন করছিল। মস্কোয় নাৎসী বাহিনীর ব্যর্থতা তাদের উৎসাহকে কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা করলেও তারা তাদের সম্প্রসারণবাদী পরিকল্পনাগুলি আদৌ ত্যাগ করেনি, একতিল সন্দেহের অবকাশ মাত্র না রেখে এটা আমরা জানতে পারি প্রধান জাপানী যুদ্ধাপরাধীদের আন্তর্জাতিক বিচারের নথিপত্র থেকে।

জেনারেল স্টাফ আমাদের প্রতিবেশীর অমিত্রসুলভ আচরণের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখল। বার্লিন-রোম-টোকিও অক্ষে হিটলারের পূর্বাঞ্চলীয় অংশীদারটি ইউ এস এস আর-এর পক্ষে একটা আশু বিপদ হিসেবেই কেবল আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। "জাপানী সমস্যা-"-টির আরো তাৎপর্য ছিল। এটি সরাসরি যুক্ত ছিল যুদ্ধকে সংক্ষিপ্ত করার কর্তব্যের সঙ্গে যা অবশ্যই করা দরকার ছিল পীড়িত মানবতার স্বার্থে। সাম্রাজ্যবাদী জাপানের পরাজয়কে বাদ দিয়ে বিশ্বশান্তি অকল্পনীয়। এবং শেষ কথা, এশিয়ার, বিশেষতঃ চীনের জনগণকে বিদেশী শৃঙ্খল

ছুঁড়ে ফেলার জন্য সাহায্য করাও ছিল দরকার।

যুদ্ধরত ফ্রন্টগুলির দিকে আসল মনোযোগ নিবদ্ধ থাকলেও আমরা কখনোই দূরপ্রাচ্যের কথা ভুলিনি। বাস্তবিক, নাৎসী দখলদারদের সঙ্গে যুদ্ধের সংকটমুহূর্তগুলিতে আমাদের পূর্বাঞ্চলীয় উদ্বেগ দ্বিগুণ হত।

পাঠক ইতিমধ্যেই জানেন যে ১৯৪২-এর কঠিন দিনগুলিতে আমরা দূরপ্রাচ্যের জন্য জেনারেল স্টাফ-এর ডেপুটি প্রধান-এর পদটি প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম এবং রণক্রিয়া বিভাগে ছিল একটা বিশেষ দূরপ্রাচ্য খণ্ড, এর প্রধান ছিলেন সেই অভিজ্ঞ রণক্রিয়া অফিসার মেজর জেনারেল এফ. আই. শেভচেংকো।

১৯৪৩-এর জুনে দূরপ্রাচ্য ফ্রন্টের ডেপুটি স্টাফ প্রধান মেজর জেনারেল এন. এ. লোমভ রণক্রিয়া বিভাগে বদলী হলেন এবং জেনারেল স্টাফ থেকে মেজর-জেনারেল শেভচেংকোকে পাঠান হল দূরপ্রাচ্যে তাঁর জায়গা নিতে। এইভাবে দূরপ্রাচ্য পেল এমন এক সেনাপতি যিনি এই অঙ্গনটিকে জানা ছাড়াও এ সম্পর্কে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর দৃষ্টিভঙ্গী এবং জেনারেল স্টাফের চাহিদাগুলি কি তা জানতেন। একই সময়ে জেনারেল স্টাফ লোমভ-এর মধ্যে পেল একজন বিশেষজ্ঞ যিনি দূর-প্রাচ্যের যাবতীয় খুঁটিনাটিগুলি পর্যবেক্ষণ করেছেন।

যুদ্ধের আগে, ১৯৩৮-এ, দূরপ্রাচ্য সামরিক জেলাটিকে একটি ফ্রন্ট হিসাবে পুনর্গঠিত করা হয়েছিল ; ১৯৪১-এ ট্রান্স-বৈকাল সামরিক জেলা সম্বন্ধেও একই ব্যাপার ঘটে। তাদের উচ্চপর্যায়ের অফিসার যাঁদের লড়াইয়ের অভিজ্ঞতার অভাব ছিল যুদ্ধচলাকালীন তাঁদের জায়গায় আনা হল হিটলারী জার্মানীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন এমন সেনাপতি ও অফিসারদের। এইভাবে এম. এ. পুরকায়েভ, যিনি আগে কালিনিন ফ্রন্ট পরিচালনা করেছেন তাঁকে বসান হল দূরপ্রাচ্য ফ্রন্টের অধিনায়কত্বে এবং জেনারেল অব দি আর্মি আই. আর. আপানাসেংকোকে ভরোনেজ ফ্রন্টে পাঠান হল অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য। অন্যান্য দূরপ্রাচ্য অধিনায়কেরাও রণক্ষেত্রে ফৌজ নিয়ে যুদ্ধের আস্বাদ নিয়েছেন।

১৯৪৩-এর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সোভিয়েত-জার্মান রণাঙ্গনে যখন যুদ্ধের গতি আমাদের অনুকূলে ঘুরলো তখন ঘটনাবলীর সমগ্র যুক্তিধারা এই তথ্যের দিকে নির্দেশ করল যে শিগগিরই হোক বা দেরিতেই হোক জার্মানীর পতনকে অনুসরণ করবে জাপানের পতন। আমাদের পশ্চিমী মিত্রেরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দূরপ্রাচ্যের যুদ্ধে আমাদের টেনে আনার জন্য ব্যাকুল ছিল, কিন্তু তেহ্‌রান সম্মেলনেই মাত্র, যেখানে ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন

খোলার ব্যাপারে একটা নির্দিষ্ট বোঝাপড়ায় পৌঁছানো গেল, সোভিয়েত প্রতিনিধিরা নীতিগতভাবে স্বীকার করল যে ইউ এস এস আর সাম্রাজ্যবাদী জাপানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। উপরন্তু এটাও মেনে নেওয়া হল যে হিটলারী জার্মানীর পরাজয়ের পরেই কেবল আমরা কাজে নামব।

এতে সন্তুষ্ট না হয়ে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসক মহল সোভিয়েত সরকারকে চাপ দিয়ে চলল। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে মিত্রপক্ষের এই নীতির উদ্ভবের কারণ বিশ্বশান্তির মহান লক্ষ্যকে ত্বরান্বিত করা। তেমন এক নীতি বাস্তবিকপক্ষে সম্পূর্ণ অন্য ফল দিত। সোভিয়েত ইউনিয়ন তার যুদ্ধ প্রচেষ্টার অপচয় ঘটাত এবং তার বাহিনীগুলিকে মূল জার্মান রণাঙ্গন থেকে সরিয়ে আনত যেখানে তখনো শত্রু পরাজিত হয়নি এবং হিটলারী জার্মানীর বিরুদ্ধে সংগ্রামকে কোনরকমভাবে দীর্ঘায়িত করলে তা চূড়ান্ত জয়কে বিলম্বিত করত এবং কার্যতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্থায়িত্বকে বৃদ্ধি করত। রণনীতির দিক থেকে এটা হত অত্যন্ত কুবিবেচনাপ্রসূত পদক্ষেপ এবং তা আমরা গ্রহণ করিনি।

১৯৪৪-এর গ্রীষ্মকালে শেষপর্যন্ত যখন দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হল তখন মিত্রপক্ষ নতুনভাবে প্রয়াস পেল জাপানী প্রশ্নে সোভিয়েত সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে। জুনের শেষে মস্কোয় মার্কিন সামরিক মিশনের প্রধান মেজর জেনারেল জন ডীন মার্কিন আর্মি স্টাফ প্রধানের পক্ষ থেকে আমাদের জেনারেল স্টাফ প্রধান সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল এ. এম. ভ্যাসিলেভ্স্কির কাছে জরুরী আবেদন করলেন এই মর্মে অনুরোধ রেখে যে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের যোগদান ত্বরান্বিত করা হোক। সোভিয়েত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে অবহিত থাকায় ভ্যাসিলেভ্স্কি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করলেন যে এবিষয়ে কোন কথাই ওঠে না যতদিন না হিটলারী জার্মানী চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়। চার্চিলের কাছ থেকে একই রকম প্রশ্নের জবাবে স্তালিনও জানালেন যে সোভিয়েত সরকারের অবস্থা অপরিবর্তিত রয়েছে।

সেপ্টেম্বর মাস শেষ হবার পরেই কেবল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ নিয়মিত রিপোর্টগুলির একটি পেশ করা হলে আমরা সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের কাছ থেকে দূরপ্রাচ্যে সৈন্য সমাবেশ এবং সরবরাহ ও চলাচল সম্পর্কে হিসেব তৈরী করার দায়িত্ব পেলাম।

"এগুলি হয়তো তাড়াতাড়ি দরকার হবে," এই সংক্ষিপ্ত, প্রায় সাধারণ কথাবার্তার সমাপ্তি হিসেবেই স্তালিন মন্তব্যটি করলেন।

অক্টোবরের গোড়াতে হিসেবটি তৈরী হল এবং মাসের মাঝামাঝি স্তালিন এই প্রথম সেগুলিকে ব্যবহার করলেন চার্চিল ও ইডেনের সঙ্গে আলোচনায় যাঁরা মস্কোতে এসেছিলেন।

সেই উপলক্ষ্যে আমি একবার মাত্র বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীকে দেখেছিলাম, তা হল এক সন্ধ্যায় যখন জেনারেল আন্তোনভ ও আমি চিরাচরিত রিপোর্ট পেশের জন্য জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ গিয়েছিলাম। সংলগ্ন ঘরটিতে আমাদের সতর্ক করে দেওয়া হল যে চার্চিল স্তালিনের সঙ্গে রয়েছেন এবং সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক নির্দেশ দিয়েছেন যে এখানে পৌছানর সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেন ভেতরে যাই।

চার্চিল ও স্তালিন আরামচেয়ারে মুখোমুখি বসে, দুজনেই ভীষণভাবে ধূম উদ্গীরণ করছেন। একজনের চুরুট, অন্যজনের অপরিহার্য পাইপ। ডেস্ক-এ বসে দোভাষী ভি. এন. পাভলভ।

স্তালিন আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং বললেন যে মিঃ চার্চিল রণাঙ্গনগুলির অবস্থা সম্বন্ধে রিপোর্ট শুনতে চান। আন্তোনভ রিপোর্ট করলেন তবে সাধারণতঃ জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে যে ভঙ্গীতে করা হয় তার চেয়ে একটু অন্যভাবে। এক্ষেত্রে রণাঙ্গনগুলিকে ধরা হল পরপর উত্তর থেকে দক্ষিণে এবং তাদের প্রত্যেকটির অবস্থা বর্ণনা করা হল তথাকথিত সংক্ষিপ্ত ভাষায়। চার্চিল টেবিলে এলেন, যে ম্যাপটা সেখানে বিছানো ছিল তা মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করলেন এবং একটিমাত্র প্রশ্ন করলেন: আইসেনহাওয়ারের বিরুদ্ধে জার্মানদের কতগুলি বাহিনী রয়েছে। আন্তোনভ তাঁকে বললেন।

এরপর আমাদের যেতে দেওয়া হল কিন্তু আমরা পাশের ঘরে রয়ে গেলাম এই আশায় যে চার্চিল শিগগিরই বিদায় নেবেন এবং আমরা কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ দলিল সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ককে তাঁর স্বাক্ষরের জন্য পেশ করতে পারব। কুড়ি মিনিটের মধ্যে সেই সুযোগ আমরা পেলাম।

আমরা বিদায় নেবার আগে স্তালিন পসক্রিওবাইশেভকে ডাকলেন।

"চার্চিল আমাকে যে হুইস্কী আর চুরুট উপহার দিয়েছেন তা সামরিক লোকদের দিয়ে দিন," তিনি নির্দেশ দিলেন, তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন, "ওগুলো খেয়ে দেখুন, মনে হয় বেশ ভালোই হবে।"

যখন আমরা গাড়ীতে উঠলাম তার মধ্যেই এক পেটি হুইস্কী এবং এক বাক্স চুরুট সেখানে পৌঁছে গেছে।

চার্চিল ও ইডেনের সঙ্গে কথাবার্তা প্রথমদিকে চলেছিল কোন সামরিক পুরুষের বিনা অংশ গ্রহণে, কিন্তু আবার যখন দূরপ্রাচ্যের প্রশ্নটি উঠল তখন আন্তোনভ ও শেভচেংকোকে ডেকে নেওয়া হল। পরের জন এর মধ্যে লেফটেন্যান্ট-জেনারেল হয়েছেন এবং দূরপ্রাচ্য ফ্রন্টের স্টাফ প্রধানের পদ অলংকৃত করছেন। সোভিয়েত সরকার জাপানের বিরুদ্ধে তার যোগদানের প্রতিশ্রুতি সমর্থন করল, তার সঙ্গে যোগ করল যে এটা ঘটবে নাৎসী জার্মানীর আত্মসমর্পণের মোটামুটি তিন মাস পরে। এই সময়কালটি ছিল সম্পূর্ণ বাস্তবোচিত এই শর্তে যে মিত্রশক্তি দূরপ্রাচ্যে জ্বালানী, খাদ্য ও পরিবহণের উপকরণগুলির দুই বা তিন মাসের একটা ভাণ্ডার গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। মিত্রপক্ষ এই সরবরাহের একটা অংশও দূরপ্রাচ্য বন্দরগুলিতে অর্পণ করলেও আমাদের বাহিনীগুলির পুনর্গঠনের অনেক সুবিধে হবে এবং মধ্য রাশিয়া থেকে মাল পাঠানোর সময় ও পরিমাণ কমে যাবে। মিত্রপক্ষ আমাদের যুক্তি মেনে নিল এবং কিছু মাল পাঠাবার ব্যবস্থা করল।

যতদূর মনে পড়ে ১৯৪৪-এর অক্টোবরের আলোচনার পরে জাপানের বিরুদ্ধে রণক্রিয়ার রণনৈতিক পরিকল্পনা সম্পর্কে বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেবার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। সেই সময় এমন কোন লক্ষণ ছিল না যে নাৎসী বাহিনীর প্রতিরোধের অবসান ঘনিয়ে এসেছে, যদিও সে একের পর এক কালান্তক পরাজয় বরণ করে চলেছে।

১৯৪৫-এর ফেব্রুয়ারীতে তিন মিত্রশক্তির প্রধানদের নতুন একটা সম্মেলন বসল। এবার ক্রিমিয়ায়। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সঙ্গে এটাও চূড়ান্তভাবে স্থির করা হল যে ইউরোপে যুদ্ধাবসানের দুই অথবা তিনমাস পরে জাপানের বিরুদ্ধে ইউ. এস. এস. আর-এর যুদ্ধে নামা উচিত। সোভিয়েত প্রতিনিধিরা এর জন্য তিনটি শর্ত হাজির করল :

১। মঙ্গোলীয় গণপ্রজাতন্ত্রের বর্তমান মর্যাদা বজায় রাখা,

২। ১৯০৪-এ জাপানের যে সব অধিকার অমান্য করেছে তা প্রত্যর্পণ : দক্ষিণ সাখালিন ফেরৎ দেওয়া ; দাইরেন-এর আন্তর্জাতিকীকরণ এবং সোভিয়েত নৌঘাঁটি হিসাবে পোর্ট আর্থারের লীজের নবীকরণ : চীনা পূর্ব ও দক্ষিণ মাঞ্চুরিয় রেলপথকে চীন-সোভিয়েত যুক্তভাবে ব্যবহার করা,

৩। ইউ এস এস আর-এর হাতে কিউরাইল অর্পণ করা।

৫ই এপ্রিল সোভিয়েত সরকার জাপানের সঙ্গে তার নিরপেক্ষতার চুক্তি বাতিল বলে ঘোষণা করল। জাপানী পক্ষ যখন নির্লজ্জভাবে একে লঙ্ঘন করছে তখন আমাদের পক্ষে এই চুক্তির বাধ্যবাধকতা মেনে নেওয়াটা অসম্ভব ব্যাপার হত। সবাই উপলব্ধি করেছে যে পরবর্তী ত্রিশ কিংবা চল্লিশ দিনের মধ্যে পশ্চিমের যুদ্ধ আমাদের পরিপূর্ণ জয়লাভের মধ্যে শেষ হবে। জাপানের সুজুকি সরকারের কাছেও এটা নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। তাঁর নিজের দেশের স্বার্থেই সুজুকির উচিত ছিল প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার ব্যর্থতার কথা বিবেচনা করা। নিরপেক্ষতার চুক্তি সোভিয়েত কর্তৃক বাতিল হওয়া একটা দারুণ সতর্ক সংকেত, কিন্তু তা পাত্তা পেল না। জাপানে যুদ্ধের উন্মাদনাকে তখনো যে কোন মূল্যে যুদ্ধ জয়ের নামে চাঙ্গা করা হচ্ছিল। প্রধানমন্ত্রী সুজুকি তাঁর সরকারের তরফ থেকে ঘোষণা করলেন: "আমরা অবিচলিতভাবে যুদ্ধের সফল পরিসমাপ্তির দিকে এগিয়ে যাব।"

মিত্রদের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য আমাদের প্রস্তুতি চালিয়ে যাওয়া ছাড়া আমাদের কোন বিকল্প ছিল না। সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক জেনারেল স্টাফকে আদেশ দিলেন ট্রান্স-বৈকাল ও দূরপ্রাচ্য ফ্রন্টের এবং প্রিমোরি (নৌ) দলের ও কর্মিবৃন্দ ও উচ্চতর পদগুলিকে এমন সব লোক পাঠিয়ে শক্তিশালী করার জন্য হিটলারী জার্মানীর বিরুদ্ধে যাদের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আছে, বিশেষ করে তারা যারা দূরপ্রাচ্যেও কাজ করেছে। একই সময়ে সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক নির্দেশ দিলেন যে সেনাদলগুলির বদলীর ব্যাপারটাও পরিকল্পনা করতে হবে যাতে দূরপ্রাচ্যে পাঠানো বাহিনীগুলি হয় প্রধানতঃ এমন ফৌজ ও সংগঠন যারা মোটামুটি এই জায়গার কাছাকাছি পরিস্থিতির মধ্যে লড়াই করেছে।

সেখানে ইতিমধ্যেই অবস্থিত বাহিনী সংগঠনগুলিকে না ভাঙাই ঠিক হল। দূরপ্রাচ্য ফ্রন্ট এম. এ. পুরকায়েভ-এর অধিনায়কত্বে তার আগের সংগঠন বজায় রাখবে। প্রিমোরি (নৌ) দলকে পূর্বতন ক্যারেলীয় ফ্রন্টের স্টাফ-এর অধীনে রাখা হল যাকে পূর্বে বদলী করা হবে। এই কম্যাণ্ডটি দেয়া হল সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল কে. এ. মেরেৎস্কভকে।

"ইয়ারোস্লাভের এই চতুর লোকটি জাপানীদের চূর্ণ করার একটা পথ বের করবে", এই নিয়োগটি সম্বন্ধে সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের এই ছিল মন্তব্য। "জঙ্গলে যুদ্ধ করা এবং সুরক্ষিত অঞ্চল চূর্ণ করা তাঁর এই প্রথম নয়।"

মূল ট্রান্স-বৈকাল খণ্ডের জন্য দরকার ছিল গতির যুদ্ধের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন

সেনাপতিদের। যদি আমি ঠিক স্মরণ করে থাকি, তিনি হলেন ভ্যাসিলেভস্কি, দূরপ্রাচ্য যুদ্ধের অন্যতম সবচেয়ে সক্রিয় পরিকল্পনা রচয়িতা, যিনি এই পদের জন্য প্রথম প্রস্তাব করেন সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল ম্যালিনোভস্কির নাম এবং ম্যালিনোভস্কির স্টাফ-এর দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হবার জন্য সুপারিশ করলেন সবচেয়ে অভিজ্ঞ ফ্রন্ট স্টাফ প্রধানদের একজন জেনারেল অব দি আর্মি এম. ভি. জাখারভকে।

সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের এই প্রস্তাব ভাল লাগল। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে একজন প্রতিভাবান যুদ্ধ পরিচালক, এবং ঐকান্তিক, স্থিরমস্তিষ্ক গভীর চিন্তাশীল সামরিক নেতা হিসাবে তাঁর সুনাম ছিল প্রতিষ্ঠিত। তাঁর যে কোন অনুরোধ হত সুসঙ্গত, যে কোন রিপোর্ট অত্যন্ত প্রাঞ্জল।

১৯৪৫-এ এপ্রিলে বাহিনীগুলি ও তাদের সদর দপ্তর পূর্বদিকে রওনা হতে শুরু করল। পূর্বতন ক্যারেলীয় ফ্রন্টের সদর দপ্তর প্রথম বেরিয়ে পড়ল ভরোশিলভ শহরের উদ্দেশ্যে। আমাদের পরিকল্পনা যাতে অকালে ফাঁস না হয় সেজন্য প্রিমোরি দলের অধিনায়কের নতুন পদে যোগদানের জন্য মার্শাল মেরেৎসকভ-এর যাওয়াটা সামান্য পিছিয়ে গেল। সেনাবাহিনীর বাইরেও বহু মানুষের কাছে মেরেৎসকভ খুব পরিচিত ছিলেন।

ইস্টারবুর্গ থেকে ট্রান্স-বৈকাল অঞ্চলে কর্নেল-জেনারেল আই. আই. লিউদ-নিকভের ৩৯শ বদলী সম্পর্কে একটি নির্দেশনামা ৩০শে এপ্রিল তারিখ জারী হল। যখন জার্মানী চূড়ান্তভাবে আত্মসমর্পণ করল তখন অন্যান্য বিখ্যাত ফৌজগুলিও তাদের দীর্ঘযাত্রায় বেরিয়ে পড়ল—কর্নেল জেনারেল ক্রাইলভ-এর অধীন ৫মটি গেল প্রিমোরি দলে এবং কর্নেল-জেনারেল আই. এম. ম্যানাগারভ-এর অধীন ৫৩তম আর তার অধিনায়ক বর্মাবৃত্ত বাহিনীসমূহের কর্নেল জেনারেল এ. জি. ক্র্যাভচেংকোসহ ৬ষ্ঠ রক্ষী ট্যাংক ফৌজ গেল ট্রান্স-বৈকাল ফ্রন্ট-এ। সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল আর. ওয়াই. ম্যালিনোভস্কি, জেনারেল অব দি আর্মি এম. ভি. জাখারভ, কর্নেল-জেনারেল আই. এ. প্লিয়েভ, লেফটেন্যান্ট জেনারেল এন. ও. প্যাভলোভস্কি প্রভৃতি পূর্বতন দ্বিতীয় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের অনেক অধিনায়কও চিতার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল। লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ. এ. লুচিনস্কি ট্রান্স-বৈকাল অঞ্চলে অধিষ্ঠিত ৩৬শ ফৌজের অধিনায়ক নিযুক্ত হলেন। কর্নেল জেনারেল

এ. পি. বেলোবোরোডভ (১ম লাল পতাকা ফৌজ), কর্নেল জেনারেল আই. এম. চিসত্যিয়াকভ (২৫শ) এবং লেফটেন্যান্ট জেনারেল এন. ডি. জাখভাতায়েভ (৩৫শ) বেরিয়ে পড়লেন প্রিমোরি অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়া ফৌজগুলির নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্য। প্রাক্তন ফৌজি সেনাপতিরা প্রায় সবাই এই নতুন সেনাপতিদের ডেপুটি হলেন কারণ এই এলাকা সম্বন্ধে তাদের আগাগোড়া জানা ছিল এবং তা নিঃসন্দেহে কাজে লাগবে।

এপ্রিল মাসে আমরাও দূরপ্রাচ্য ট্যাংক সংগঠনগুলির সাজসরঞ্জাম নতুন করে তুলতে লাগলাম।

ইতিমধ্যে জেনারেল স্টাফ জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের চূড়ান্ত পরিকল্পনা রচনার জন্য নির্দেশ পেল। প্রাথমিকভাবে কাজটি একটা খুব মামুলীভাবে সূত্রায়িত হয়েছিল একটি মাত্র নির্ধারক নীতর সাহায্যে, যার উপর সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক জোর দিতেন, অর্থাৎ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যুদ্ধ শেষ করতে হবে।

এতে ছিল বহু অজানা তথ্য নিয়ে কারবার।

আমরা সুনিশ্চিতভাবে জানতাম না জাপানী সমরবাদীরা যখন উপলব্ধি করল যে হিটলারী বাহিনীর পরাজয় অবধারিত তখনো তারা সোভিয়েত দেশকে আক্রমণের বাসনা পরিত্যাগ করেছিল কিনা। হিটলারী জার্মানীর সংকটজনক অবস্থা নিশ্চয়ই তার এশিয় মিত্রকে তাদের উভয়ের স্বার্থরক্ষার কাজে নামতে উদ্দীপ্ত করেছিল। সোভিয়েত সীমান্ত বরাবর বিপুল সংখ্যক জাপানী স্থলবাহিনী মোতায়েন এবং জাপানী বিমান ও নৌঘাঁটিগুলি থেকে সোভিয়েত ভূমির নৈকট্য এইসব ক্ষিপ্ত সমরবাদীদের পক্ষে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা ও বাহিনীগুলির উপর তাদের আক্রমণকে সম্ভব করে তুলেছে, আমাদের পক্ষে যার পরিণাম অত্যন্ত মারাত্মক। কাজেই এটা পরিষ্কার যে দূরপ্রাচ্য যুদ্ধের যে কোন পরিকল্পনাতেই হঠাৎ আক্রমণের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখা দরকার। যেটা দেখা গেল, সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর পক্ষে আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ের কোন দরকার নেই। তা সত্ত্বেও, প্রতিরক্ষামূলক উপাদান পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হল, প্রতিরক্ষার বন্দোবস্ত রাখা হল এবং নথিপত্রের রেকর্ডে প্রধান রণকৌশল ও রণনীতির ব্যাপারে জেনারেল স্টাফের চিন্তার এই বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে।

আমাদের দিক থেকে আক্রমণ ঘটলে সেক্ষেত্রে জাপানী পরিকল্পনা ও কর্মধারা কি হবে তার যথেষ্ট পরিষ্কার কোন ধারণাও আমাদের ছিল না। জাপানের সশস্ত্র বাহিনীর মূল উপাদান ছিল তার নৌ ও স্থলবাহিনী।

জাপানী বিমানবহরকে আমরা অপেক্ষাকৃত দুর্বল মনে করতাম। স্থল ও নৌবাহিনীগুলির মূল দলগুলির বিন্যাস নানাধরনের মিলন-মিশ্রণকে সম্ভবপর করে তুলেছিল। যুদ্ধের সবচেয়ে যুক্তিপূর্ণ পরিকল্পনার উদ্ভাবন করতে হলে এ সব কিছুই ঝাড়াই বাছাই করা দরকার।

জাপানের স্থলবাহিনী ছিল ছড়ান। চীনে তারা প্রধানতঃ ফৌজি দলে সেই বিশাল দেশের সমগ্র ভূখণ্ডে ছড়িয়ে ছিল। একই জিনিস দেখা যেত ইন্দোচীনে। কিন্তু জাপানী সেনাদল বিশেষভাবে ছত্রভঙ্গ ছিল দক্ষিণ সমুদ্র দ্বীপপুঞ্জে যেখানে তারা কেবল বিরাট এক একটি সমুদ্র বা মহাসাগরের অংশের জন্যেই নয়, স্থলভাগে অরণ্য ও পর্বতের জন্যেও বিচ্ছিন্ন ছিল। বিপুল শক্তিশালী রিজার্ভসহ স্থলবাহিনীর বিশাল একদল জাপানী রাজধানীতে অধিষ্ঠিত ছিল যেখানে প্রধান বিমান ও নৌবাহিনীরও ঘাঁটি ছিল। আমাদের মিত্রেরা শহরটি আক্রমণ করতে সাহস পায়নি এবং অদূর ভবিষ্যতে তা করার কথা চিন্তাও করে নি।

লড়াইয়ের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত সবচেয়ে সংহত ও শক্তিশালী বাহিনী ছিল জেনারেল ইয়াঘাদ-এর অধীনে মাঞ্চুরিয়ার তথাকথিত কোয়ানটুং ফৌজ। জাপানের বহু অফিসার ও সেনাপতি সেখানে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল।

গুরুত্বপূর্ণ সেই যোগসূত্রটি যার বিনাশ জাপানের সামরিক প্রতিরোধের গোটা ব্যবস্থাটারই পতন ঘটাবে তার সন্ধানে আমরা অসংখ্য বিকল্প পরিকল্পনা বিবেচনা করলাম। ব্যয় করার মত সময় ছিল এবং বিশেষ কোন তাড়াহুড়ো ছাড়াই আমরা কাজ করতাম। নিকোলাই লোমভ ছিলেন গোটা ব্যাপারটার কেন্দ্রীয় ব্যক্তি এবং তাঁর পাকা বন্দোবস্ত দূরপ্রাচ্য পরিস্থিতির আনুপূর্বিক বিশ্লেষণের বিশেষ সহায়ক ছিল।

এটা হল মাঞ্চুরিয়া এলাকা, যেখানে কোয়ানটুং ফৌজ মোতায়েন ছিল, সেটি অবশ্য আমাদের সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করে। এই ফৌজটির ধ্বংসসাধন স্থলভাগে জাপানের প্রধান আঘাতকারী বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করবে এবং তার দিক থেকে আর সব প্রতিরোধকে সক্রিয়ভাবে দুর্বল করে দেবে। প্রথমে জেনারেল স্টাফ এবং পরে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সকে এই চিন্তাটি পেয়ে বসল এবং শেষ পর্যন্ত এটিই গড়ে তুলল আমাদের যুদ্ধ পরিকল্পনার ভিত্তি।

কোয়ানটুং বাহিনীর শক্তি ছিল এক মিলিয়নের কাছাকাছি। সরবরাহ ও

সৈন্যচলাচলবিদ্যা এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুদ্ধ ক্ষমতার দিক দিয়ে এটা ছিল জাপানী বাহিনীর মধ্যে সেরা। এর অফিসার ও সৈন্যদের সম্রাট ও জাপানী সাম্রাজ্যবাদের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের এবং অন্য দেশের জনগণ, বিশেষতঃ সোভিয়েত জনগণ ও মঙ্গোলিয়া ও চীনের মানুষের প্রতি ঘৃণার ভাবধারায় শিক্ষিত করা হয়েছিল।

যুদ্ধ শুরু হবার সময় পর্যন্ত কোয়ানটুং বাহিনী প্রথম ও দ্বিতীয় ফ্রন্ট, ৪র্থ স্বয়ন্তর ফৌজ ও ২য় বিমান ফৌজ নিয়ে গঠিত ছিল। যখন যুদ্ধ শুরু হয় তখন পুনর্গঠিত সপ্তদশ ফ্রন্ট ও ৫ম বিমান ফৌজ দিয়ে তার শক্তি বৃদ্ধি করা হয়।

জেনারেল কিতা-র অধীনে ১ম, অথবা পূর্ব মাঞ্চুরিয় ফ্রন্ট (তৃতীয় ও ৫ম ফৌজ)-এ ছিল দশটি রাইফেল ডিভিশন ও একটি ব্রিগেড। এটি মোতায়েন ছিল প্রিমোরি-র সীমান্ত বরাবর, তার মূল বাহিনীগুলি অগ্রগতির মুতানকিয়াং লাইন থেকে হারবিন ও কিরিন পর্যন্ত। ফ্রন্টের সদর দপ্তর মুতানকিয়াং-এ।

তৃতীয় ফ্রন্ট (৩০শ এবং ৪৪শ ফৌজ) জেনারেল উশিরোকু দ্বারা পরিচালিত, তার কিছু সৈন্য ছিল মঙ্গোলীয় গণপ্রজাতন্ত্রের কাছে, এদিকে তার মূল দল (৬টি রাইফেল ডিভিশন, তিনটি পদাতিক ব্রিগেড এবং একটি ট্যাংক ব্রিগেড) মোতায়েন ছিল মুকদেন অঞ্চলে মাঞ্চুরিয়ার মর্মস্থলে যেখানে ফ্রন্টের সদর দপ্তরটিও অবস্থিত।

জেনারেল উয়েমুরার অধীনে ৪র্থ স্বয়ন্তর বাহিনী উত্তর মাঞ্চুরিয়ার বিশাল অঞ্চলে আয়তক্ষেত্রের আকারে ছড়ান ছিল যেটি গঠিত ছিল হাইলার, ৎসিৎসিহার, হারবিন ও সাখালিন নিয়ে। এটির অন্তর্ভুক্ত ছিল তিন পদাতিক ডিভিশন ও চার ব্রিগেড।

সপ্তদশ ফ্রন্ট (৩৪শ ও ৫৯শ ফৌজ) অবস্থিত ছিল কোরিয়ায়, সদরদপ্তর সিওলে। এই ফ্রন্ট পরিচালনা করতেন জেনারেল কোজুকী, যাঁর নয়টি পদাতিক ডিভিশন ছিল।

কোয়ানটুং বাহিনীর অধিনায়কের রিজার্ভ-এর মধ্যে ছিল একটি পদাতিক ডিভিশন, একটি পদাতিক ব্রিগেড এবং একটি ট্যাংক ব্রিগেড। গোয়েন্দাগিরি ও ট্যাংক ধ্বংসের জন্য ছিল একটা বিশেষ উদ্দেশ্যসাধক আত্মহননকারী দল। আত্ম-হননকারী সৈন্য বিমান ও নৌবাহিনীতেও ছিল।

জেনারেল হারাদা-র ২য় বিমান ফৌজ, যেটি অধিষ্ঠিত ছিল মাঞ্চুরিয়ার কেন্দ্রে, এতে ছিল প্রায় ১২০০টি বিমান কিন্তু তার মধ্যে মাত্র ২০০টির সামান্য বেশি

সংখ্যক ছিল যুদ্ধের উপযোগী। কোরিয়ায় ছিল ৬০০-টি বিমান নিয়ে ৫ম বিমান ফৌজ।

কোয়ানটুং বাহিনীর অধিনায়ক মাঞ্চুকুয়ো, অন্তর্মোঙ্গলিয়া এবং সুইয়ুয়ান প্রদেশের বাহিনীগুলিকেও নিয়ন্ত্রিত করতেন, এর অন্তর্ভুক্ত ছিল প্রায় কুড়িটি পদাতিক ডিভিশন এবং ১৪-১৫টি অশ্বারোহী ব্রিগেড। তারা ছিল বাজেভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অস্ত্রসজ্জিত যেটা জাপানীবাহিনীসুলভ নয়। তবে তাদের মোট সংখ্যা ছিল ৩০০০০০-এর কাছাকাছি।

জাপানী কম্যাণ্ড কোয়ানটুং বাহিনীকে পিকিং অঞ্চলে অবস্থিত (২টি আর্মি, ৬-৮টি ডিভিশন) স্ট্র্যাটেজিক রিজার্ভ সৈন্য পাঠিয়ে সাহায্য করতে পারত।

কোয়ানটুং বাহিনীর রণনৈতিক অবস্থানের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক হল রাজধানী থেকে তার দূরত্ব। তার যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রসারিত ছিল এবং জাপানের সঙ্গে তার সংযোগ সর্বত্র সুবিধাজনক ছিল না। মাঞ্চুরিয়ার উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চল-গুলিতে রেলপথের অভাব খুবই অনুভব করা যেত, ওদিকে মধ্য ও পূর্ব অঞ্চলের প্রধান রেলপথগুলি ছিল সোভিয়েত বিমান বহরের পাল্লার মধ্যে।

প্রায় ৪৫০০ কিলোমিটার দূরত্ব নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মঙ্গোলিয় গণপ্রজাতন্ত্রের সীমান্ত রেখা নিয়ে গঠিত বিশাল এক বৃত্তাংশের মধ্যে ছিল কোয়ানটুং বাহিনীর অবস্থান। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল তার চীনা পশ্চাদ্‌ভূমির নির্ভরযোগ্যতার অভাব। মাঞ্চুকুয়ো পুতুল রাষ্ট্র, যেটি জাপান সৃষ্টি করেছিল তার সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে ঢাকবার জন্য, তার জনগণ দখলদার বাহিনীর প্রতি ছিল মারমুখী। সমগ্র চীন ছিল জাপান সমরবাদীদের দুশমন। ঘটনাবলীর বিকাশ ঘটেছিল এমনভাবে যে চিয়াং-কাই-শেক পর্যন্ত জাপানের শত্রু ছিলেন, চীনা জাতীয় মুক্তিফৌজ তো অন্য কথা।

জেনারেল ইয়ামাদাকে কোরিয়ার উপর নির্ভর করতে হয়েছিল যেখানে জাপানীরা অনেকদিন হল প্রতিষ্ঠিত। কোয়ানটুং বাহিনীর পক্ষে কোরিয়া ছিল তার খাদ্যের প্রধান উৎস এবং জরুরী অবস্থায় রণক্রিয়ার ঘাঁটি, দুটোই। কিন্তু কোরিয়াতে পর্যন্ত জনগণের বিপুল অংশ দখলদারী বাহিনীর প্রতি ভয়ংকর ঘৃণা পোষণ করত। তদুপরি কোরিয়া ছিল মাঞ্চুরিয়ার জাপানী বাহিনীর থেকে বহু দূরে এবং সোভিয়েত প্রিমোরি থেকে একটি খোঁচায় অপেক্ষাকৃত সহজে তাকে বিচ্ছিন্ন করা যায়। এইভাবে কোয়ানটুং বাহিনীর পশ্চাদ্‌ভাগ সমস্ত কিছু থেকেই বিপন্ন ছিল।

চীনে তাদের বহু বছরের দখলদারীর সময় জাপানী সমরবাদীরা আত্যন্তিক প্রয়াস নিয়োজিত করেছিল সোভিয়েত সীমান্ত বরাবর দুর্গ নির্মাণে। জলায় ভরা পাইনের বন আর পর্বতে সুসন্নিবিষ্ট দুর্গায়িত অঞ্চলগুলির একটি রেখা সোভিয়েত প্রিমোরির সীমান্তবর্তী শৈলশিরা বরাবর মালার মত গাঁথা। কংক্রীটে তৈরী এই প্রতিরক্ষা কর্মের এবং প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতার পিছনে জাপানী সেনাপতিরা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ বোধ করতেন। উত্তরে মাঞ্চুরিয়ার প্রবেশমুখগুলি কেবল ক্ষুদ্র খিন্‌গান পর্বতশ্রেণীর পর্বতগুলির দ্বারাই আবৃত ছিল তাই নয়, তা ছিল আমুর নদীর দ্বারাও। উত্তর পশ্চিমে রয়েছে ইলহুরি-আলিন পর্বতের শৈলশিরা এবং বৃহৎ খিনগান পর্বতশ্রেণীর কঠিন ও তীক্ষ্ণ অভিক্ষিপ্তাংশ। সমুদ্রতলের উপরে ১০০০ থেকে ১১০০ মিটার উন্নত বিষণ্ণ বৃহৎ খিন্‌গান পর্বতমালা খোদ মাঞ্চুরিয়া এলাকার উপর দিয়ে মধ্যরেখা বরাবর প্রসারিত হয়ে গেছে শত শত কিলোমিটার পথ, কোন কোন জায়গায় (সোলান খণ্ড) তা সীমান্তের ৫০ কিলোমিটারের মধ্যে পৌঁছে গেছে, আবার কোথাও বা তার থেকে ২০০-২৫০ কিলোমিটার দূরে সরে গেছে। অন্তর্মঙ্গোলিয়ায় বৃহৎ খিনগান এসে মিলেছে একটি আধা-মরুভূমির সঙ্গে, এক বালুকাময় মালভূমি যেটি গোবি মরুভূমির বর্ধিতাংশ গঠন করেছে—এটি অবস্থিত দক্ষিণ-পশ্চিমে।

এটা অবশ্য লক্ষণীয় যে এমন এক বিশাল এলাকায় জাপান সম্ভবতঃ সমস্ত সীমান্ত ও স্বাভাবিক প্রতিরক্ষা লাইনে লোক নিয়োগের জন্য যথেষ্ট সৈন্য হাজির করতে পারত না। সবচেয়ে সম্ভাব্য রণক্রিয়াগত গতিপথ বলে যেটিকে তাদের মনে হল এলোমেলোভাবে তাদের তাই বেছে নিতে হত। সোভিয়েতের এবং অংশতঃ মঙ্গোলিয় গণপ্রজাতন্ত্রের সীমান্ত বরাবর তারা দুর্গায়িত অঞ্চল তৈরী করেছিল প্রধান গিরিপথগুলির প্রবেশ মুখকে আড়াল করে। মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয়-গণ-প্রজাতন্ত্রের মধ্যবর্তী সীমান্তে কয়েকটি বিস্তৃত অংশে, যেখানে যে কোন ধরনের সেনাবাহিনী কাজ করতে পারে, সেখানে কোনরকম সুরক্ষা ব্যবস্থাই ছিল না এবং কোন রক্ষীবাহিনীও নয়। ডোলন-নর-এর দিকে এবং মঙ্গোলিয় পার্শ্বদেশের চরম দক্ষিণে অগ্রগতির রেখাটি ছিল বিশেষভাবে দুর্বল এবং রণক্রিয়ার পরিকল্পনা রচনার সময় এটা আমরা অবশ্যই হিসেবের মধ্যে রেখেছিলাম।

একই সময়ে ভবিষ্যৎ রণাঙ্গনের কতগুলি সেক্টরে কোয়ানটুং বাহিনীর অধিকৃত কিছু অবস্থান তাকে দিয়েছিল অবিসংবাদিত সুবিধা। এটা বিশেষভাবে অনুভব করা গেছে সোভিয়েত দূরপ্রাচ্যে। যেকথা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে আমরা অভিযান চালাতে পারতাম সেইসব খণ্ডের প্রিমোরি সীমান্ত রোধ করে

ছিল দুর্গায়িত অঞ্চল এবং পূর্ব মাঞ্চুরিয় ফ্রন্টের বাহিনীগুলি, যাকে বলা যায় প্রতিরক্ষার প্রথম সারি এরা তাই গঠন করেছিল। অদূরেই ছিল সপ্তদশ ফ্রন্টের বাহিনীগুলি প্রয়োজনে যাদের পূর্ব মাঞ্চুরিয়ায় ব্যবহার করা যেত। এই অঞ্চলে আমাদের আক্রমণাত্মক রণক্রিয়া অনিবার্যভাবেই জড়িত হত কয়েকদফা দুর্গায়িত অঞ্চল ও তৎসহ শৈলশিরা ও জলায় ভরা পাইনের বন ভেদ করার সঙ্গে, অর্থাৎ সবচেয়ে কঠিন ধরনের অভিযান যার জন্য প্রয়োজন সংখ্যার দিক থেকে অবিসংবাদী প্রাধান্য ও আক্রমণের বিপুল পরিমাণ উপায় উপকরণ।

স্বাভাবিক প্রতিবন্ধক, দুর্গায়িত অঞ্চল ও প্রতিরোধমূলক অবস্থানগুলির ওপারে মাঞ্চুরিয়ার সমভূমিতে শত্রু তার রণক্রিয়ার অভ্যন্তরীণ রেখায় স্বচ্ছন্দে সৈন্যচালনা করতে, বিপন্ন সেক্টরগুলিতে সৈন্য পাঠাতে এবং সুবিধাজনকভাবে তাদের মোতায়েন করতে পারত। এমনকি হটে যাবার সময়েও, যদি প্রয়োজন ঘটে, জাপানীরা তাদের অভ্যন্তরীণ রণক্রিয়া রেখাগুলিকে ব্যবহার করতে পারত বাহিনীগুলির এক সংহত দলকে রক্ষা করার জন্য। স্বাধীনভাবে সৈন্য পরিচালনার গ্যারান্টি হিসেবে যথেষ্ট পরিমাণে সড়ক ও রেলপথ ছিল।

এইসব সুবিধা যা জাপানীদের ছিল সেগুলি স্বাভাবিকভাবেই আমরা মনে রেখেছিলাম।

কোয়ানটুং বাহিনীর অবস্থানের উপর সতর্ক পর্যবেক্ষণের ফলে জেনারেল স্টাফের পক্ষে সম্ভব হল কয়েকটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক সিদ্ধান্ত টানা। সবার উপরে, এটা সুস্পষ্ট যে মাঞ্চুরিয় পরিস্থিতিতে অন্যান্য জাপানী সেনাবাহিনীর দল থেকে অপেক্ষাকৃত বিচ্ছিন্ন অবস্থায় সে লড়তে বাধ্য হবে। এই আপেক্ষিক বিচ্ছিন্নতাকে পূর্ণ করার জন্য আমাদের মূল বাহিনীর প্রয়াসের সঙ্গে যুগপৎ যুক্ত করতে হবে সেই সব অঞ্চলের উপর আক্রমণকে যেখান থেকে ইয়ামাদা প্রাথমিকভাবে কোরিয়া এবং কিছু পরিমাণে দক্ষিণ সাখালিন থেকে সাহায্য পেতে পারে। আকাশে আমাদের আধিপত্যেরও উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব থাকবে। সৈন্যচালনার ধরন সম্বন্ধে, শত্রুর বিষয়ে আমাদের জ্ঞানের এই পর্যায়ে আমরা অনুভব করলাম যে আমাদের বাহিনীগুলিকে বের করে কিরিন, মুকদেন অঞ্চলে নিয়ে আসার জন্য পার্শ্বভাগের চলাচলটাই হবে সবচেয়ে উপযুক্ত। এতে মাঞ্চুরিয়ার সমস্ত জাপানী বাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে এবং কোরিয়ার দলগুলি ও পিকিংয়ের চারপাশে রিজার্ভ-এর সঙ্গে তাদের সমন্বয়কে বিপর্যস্ত করবে। কোয়ানটুং বাহিনীর মঙ্গোলিয় পার্শ্বের দুর্বলতার ফলে এই অঞ্চলে শত্রুকে তার পশ্চাতে ধরে ফেলার উপরে ভরসা রাখাটা

সম্ভব হল।

যেভাবে কোয়ানটুং বাহিনীর স্তরবিন্যাস হল তা আমাদের দেখিয়ে দিল যে যদি তাদের বিরুদ্ধে মাঞ্চুরিয়ায় যুদ্ধ চলে তবে জাপানী কম্যাণ্ড তাদের বাহিনী মুক্তাঞ্চলের উত্তর ও পশ্চিম দিক থেকে সরিয়ে নেবে কোরিয় সীমান্তের দিকে, এইভাবে রণক্রিয়া চালানোর সুযোগ তারা বাড়াবে। জেনারেল স্টাফ ভুল করেনি। জাপানীদের বাস্তবিকই এরকম পরিকল্পনা ছিল তবে কখনোই তা কাজে পরিণত হয়নি সোভিয়েত আক্রমণের গতি ও অদম্য শক্তির জন্য।

একথাও মনে রাখতে হবে যে আমাদের আক্রমণকারী দলগুলি যদি একযোগে আক্রমণ না করত জাপানীরা তবে সৈন্যদের এক সেক্টর থেকে অন্য সেক্টরে নিয়ে এসে তাদের খণ্ড খণ্ড ভাবে মোকাবিলা করতে পারত। এটাও আমাদের বাস্তব সিদ্ধান্ত টানার দিকে নিয়ে গিয়েছিল।

রণক্রিয়ার সেই আসল পরিকল্পনা রচনা করতে এসে জেনারেল স্টাফ নিজেকে একগাদা সমস্যার মুখোমুখি দেখতে পেল। যে সংক্ষিপ্ত সময় দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে জাপানের উপরে জয়লাভ করতে হলে অভিযানটি হওয়া দরকার দ্রুতগতি। চীন অথবা কোরিয়ার অভ্যন্তরে সরে যেতে না দিয়ে কোয়ানটুং বাহিনীকে একেবারে চূর্ণ করে ফেলতে হবে।

দূরপ্রাচ্যে সোভিয়েত ফৌজ ১৯৪৫-এর এপ্রিল পর্যন্ত যেভাবে দলবদ্ধ ছিল তাতে এটা করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই দলগুলি ছিল সম্পূর্ণভাবে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে। তখন তাদের নিয়োগ করে আমরা কেবল অগ্রগতির মুতানকিয়াং লাইন (প্রিমোরি থেকে) এবং হিলার-ৎসিৎসহার লাইনে (ট্রান্স-বৈকাল অঞ্চল থেকে)-এ আক্রমণ করতে পারতাম। কিন্তু এই রকম আক্রমণে কোয়ানটুং বাহিনীকে পরিবেষ্টন করা হবে না অথবা তার যোগাযোগ ব্যবস্থাও ছিন্ন করা যাবে না। তারা তাড়িয়ে দিতে পারত কিন্তু শত্রুকে ধ্বংস করতে পারত না— জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স একেবারেই এটা চাইছিল না। যদি শত্রুকে ঠেলে বের করে দেওয়া চলে তবে সে পশ্চাদ্‌ভূমি, বিশেষতঃ কোরিয়া থেকে তার বাহিনীকে পূর্ণ করে চলবে এবং দ্রুত যুদ্ধের পরিসমাপ্তি তখন প্রশ্নাতীত হয়ে দাঁড়াবে। তার বাহিনীগুলি রিজার্ভ-এর মত অবধারিতভাবে জমায়েত হবে এবং ইতিমধ্যে ট্রান্স-বৈকাল ফ্রন্টের দক্ষিণ পার্শ্ব মঙ্গোলিয় গণপ্রজাতন্ত্রের সীমান্ত বরাবর শত্রুর

দুর্গায়িত অঞ্চলগুলির দ্বারা বিপন্ন হয়ে পড়বে।

সংগঠিতভাবে হটে যাওয়া থেকে জাপানীদের বাধা দেবার জন্য আমাদের বাহিনী মোতায়েনে পরিবর্তন করতে হল এবং মূল প্রয়াসের শ্রেষ্ঠ গতিপথ বাছাই করতে হল। সাফল্য গড়ে তোলার উপযুক্ত শর্তগুলি সম্বন্ধেও আমাদের সুনিশ্চিত হওয়া দরকার ছিল, অর্থাৎ গভীরতার দিক দিয়ে ফ্রন্টকে নির্ভুল সংগঠনটি দেওয়া, যেখানে দরকার দ্বিতীয় স্তরটি বিন্যস্ত করা, প্রাথমিক আক্রমণের ক্ষতি পূরণ করে পশ্চিমদিক থেকে অতিরিক্ত সৈন্য নিয়ে আসা।

আমাদের মনে হয়েছিল যে আক্রমণের সবচেয়ে ভাল রেখাটি হবে মঙ্গোলিয়ার এলাকা থেকে ফ্রন্টগুলির একটার সাহায্যে আক্রমণ এবং একই সঙ্গে ঘটবে প্রিমোরির দিক থেকে একটা সমকেন্দ্রাভিমুখী খোঁচা। এর ফলে কোয়ানটুং বাহিনী পুরো-পুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। একই সময়ে আমুর পেরিয়ে এবং সুঙ্গারি বরাবর উত্তর দিক থেকে মুখোমুখি আক্রমণের চিন্তাটাও আমরা পরিত্যাগ করিনি, এটা জাপানী বাহিনীকে টুকরো করে ধ্বংস করে দেওয়ার পক্ষে সহায়ক হবে।

যে কোন অবস্থাতেই প্রিমোরি থেকে আক্রমণের সঙ্গে জড়িত থাকবে শত্রুর দুর্গায়িত অঞ্চলগুলিকে ভেদ করা। যদি এটা মাঞ্চুরিয়ার কেন্দ্রের দিকে হানা হয় তবে তা প্রথম জাপানী ফ্রন্টের পরাজয় ডেকে আনবে এবং আমাদের বাহিনীকে সরাসরি নিয়ে আসবে চ্যাঙচুন-এ, যেখানে রয়েছে কোয়ানটুং বাহিনীর সদর দপ্তর।

মঙ্গোলিয়ার দিক থেকে অভিযানের জন্য আমরা অবশ্য আমাদের বাহিনীকে প্রতিশ্রুতিহীন সেক্টরগুলিতে দিক পরিবর্তন করে পাঠাতে পারি না যেখানে কোন শত্রুসৈন্য নেই, চরম দক্ষিণ পার্শ্বে কালগান-পিকিং খণ্ডের বিশাল মরুভূমিতেও তাদের কেউ নেই। এইদিকে অভিযানের মধ্যে কোন প্রতিশ্রুতি নেই একমাত্র প্রাকৃতিক বিপদের বিরুদ্ধে ব্যর্থ সংগ্রাম ছাড়া। আমরা যেখানে শ্রেষ্ঠ ফল পাওয়া যাবে, যেখানে তা শত্রুর মূল বাহিনীকে পঙ্গু করে দেবে সেখানেই মূল আঘাত হানার সুপরীক্ষিত নীতির দ্বারা পরিচালিত হতে বাধ্য ছিলাম। আমাদের কাছে মনে হয়েছিল যে সোলান-এর দিকটা আমাদের এইসব চাহিদার অনেকটা কাছাকাছি।

আমাদের বাহিনীর সংগঠন গড়ার ব্যাপারেও আমরা অনেক চিন্তা করেছি। কতগুলি এবং কোন্ ধরনের সৈন্যদল আমাদের দরকার? কোন্ ধরনের সংগঠন শত্রুর বিরুদ্ধে সফলতার সবচেয়ে বেশি সুযোগ এনে দেবে এবং তাদের পর্বত, জলাময় পাইনের বন, মরুভূমি, বিস্তীর্ণ নদী ও দুর্গায়িত অঞ্চলগুলি পেরিয়ে

সবচেয়ে ভালভাবে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে? এই সমস্ত বিষয় যখন বিবেচনা করা হল তখন স্পষ্ট হয়ে উঠল যে একটা ট্যাংক ফৌজ, বহুতর ট্যাংক সংগঠন ও অশ্বারোহী বাহিনী ছাড়া মাঞ্চুরিয়ায় কিছুই অর্জিত হবে না। নৌবহরের এবং সব রকমের বিমান বাহিনীরও বিপুল শক্তিতে দরকার হবে, বিশেষভাবে আমুর ও সুঙ্গারিতে।

কোথায় ট্যাংক ফৌজকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে এবং তাকে কিভাবে ব্যবহার করতে হবে একথা যখন আমরা আলোচনা করলাম তখন জেনারেল স্টাফ আবার ট্রান্স-বৈকাল রণাঙ্গনের দিকে ফিরল যেখানে নেই কোন জলপূর্ণ আমুর, কোন জলায় ভরা পাইনের বন আর নেই খুব বেশি দুর্গায়িত অঞ্চল। এই ফ্রন্টের অভিযানকে কার্যকরী শক্তি, গতি ও ভেদ করবার গভীরতা দেবার সবচেয়ে কার্যকরী উপায় হল একটি ট্যাংক ফৌজ। একথা সত্যি যে শেষ পর্যন্ত সে বৃহৎ খিনগান পর্বতমালার মুখোমুখি এসে পড়বে যা ট্যাংকের পক্ষে হয়ে দাঁড়াবে দুর্লঙ্ঘ্য এক বাধা। কিন্তু জেনারেল স্টাফ-এর মনে হল, বিপুল পরিমাণ বর্মের এই প্রথাবহির্ভূত ব্যবহারের মধ্যেই রয়েছে রণক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্যটির চাবিকাঠি এবং আমরা বৃহৎ খিনগানের মধ্য দিয়ে অগ্রগতির মূল লাইনে ট্যাংক ফৌজ ব্যবহারের সপক্ষে জোর সুপারিশ করলাম। উপরন্তু ফ্রন্টের রণক্রিয়াগত সংগঠনের মধ্যে একে অবশ্যই প্রথম সারিতে থাকতে হবে।

এর উদ্দেশ্য ছিল এই যে এই অঞ্চলে এরকম একটা আক্রমণের কথা জাপানীরা আশাই করতে পারবে না। আমাদের খবর অনুসারে খিনগানে তাদের অবস্থানটিকে ঠিকভাবে তৈরী করা হয় নি এবং কতকগুলি সুরক্ষিত জায়গায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল বাহিনী রাখা হয়েছিল। ওদিকে পর্বতগুলি অভিজ্ঞ ট্যাংক চালকের কাছে অলঙ্ঘ্য বাধা হবে না। যদি আমরা শত্রু টের পাবার আগেই গিরিপথগুলি দখল করতে পারি তবে ট্যাংক ফৌজকে রুখবার মত যথেষ্ট সৈন্য জমায়েত করতে পারবে না।

উদ্যোগ কেড়ে নেবার প্রশ্নটি কোনক্রমেই আমাদের শেষ বিবেচনার বিষয় ছিল না। বিস্ময়ের সুযোগ নিয়ে একটা শক্তিশালী ও দ্রুতগতি ট্যাংক বাহিনী অলৌকিক সব কাণ্ড ঘটাতে পারে এবং তা ফ্রন্টের সমগ্র রণক্রিয়াটিকে সঠিক ছন্দে বেঁধে ফেলতে পারবে।

ফ্রন্টগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের কাজটি সহজ ছিল না, বিশেষতঃ প্রাথমিক আক্রমণের সময়ে। এই ধরনের কাজের গুরুত্ব সাধারণতঃ স্বীকার করা হয় কিন্তু

মাঞ্চুরিয়ায় নানা ফ্রন্টের প্রয়াসগুলির নির্ভুল সমন্বয়ের ব্যাপারটি এক বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল তার কারণ বিভিন্ন সেক্টরের অতিমাত্রায় জটিল ও অসমপরিস্থিতি।

প্রিমোরি দলের লড়াইয়ের এলাকা থেকে জাপানী বাহিনীগুলিকে টেনে নিয়ে আসার বুদ্ধিটা বেশ প্রলুব্ধকর। প্রথম দর্শনে মনে হল যেন এটা করার সবচেয়ে ভাল উপায় হল ট্রান্স-বৈকাল ফ্রন্টের অভিযানের তারিখটিকে এগিয়ে আনা। আমরা হিসেব করলাম যে শত্রু তাহলে রণক্রিয়ার দশম দিনে প্রিমোরি অঞ্চল থেকে তার সৈন্যদের নিয়ে আসতে পারে এবং এটাই হবে খাস প্রিমোরি থেকে আক্রমণের সময়।

কিন্তু এই নক্সাটির মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে আছে নানা বিপদ। কেউ গ্যারান্টি দিতে পারে না যে জাপানী কম্যাণ্ড প্রিমোরি সেক্টরকে দুর্বল করবে এবং ট্রান্স-বৈকাল অঞ্চল থেকে আমাদের অগ্রগতিকে রুখতে অন্যান্য বাহিনীকে ব্যবহার করবে না। তা যদি হয় তবে শত্রুকে সুযোগ দেওয়া হবে সোভিয়েত ফ্রন্টগুলিকে একটি একটি করে আঘাত করার। তা ছাড়া, প্রিমোরি থেকে আমাদের আক্রমণের মধ্যে তখন আর বিস্ময়ের ভাগটা থাকবে না। শত্রু এই অঞ্চলে একটা আক্রমণের আশংকা করবে এবং নিশ্চয়ই তা প্রতিহত করার ব্যবস্থা করবে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে সমস্ত ফ্রন্টের দ্বারা একযোগে আক্রমণই সঙ্গত মনে হল।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য কোন বিকল্পই বাদ দেওয়া হল না। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর নির্দেশে জেনারেল স্টাফ তার প্রত্যেকটিকেই বিবেচনা এবং তৈরী করতে লাগল। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর বিশ্বাস ছিল যে যুদ্ধের প্রাগ মুহূর্তের পরিস্থিতিই সঠিক সমাধানটি বলে দেবে।

বিস্ময় পাবার জন্য আমাদের প্রয়াস অনেকটা বাধা পেল এই ঘটনায় যে জাপানীরা বহুদিন যাবৎ সুনিশ্চিত ছিল যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যুদ্ধ অনিবার্য। সামরিক বিস্ময় সম্ভবতঃ ছিল সম্ভাব্যতার সীমার বাইরে। সে যা-ই হোক, এই সমস্যাটি নিয়ে বিচার করতে গিয়ে যে লড়াই তখনো আমরা করছিলাম তার প্রথম দিনগুলির কথা আমরা একাধিকবার ভেবেছি। আমাদের দেশও যুদ্ধের আশংকা করছিল, সেজন্য প্রস্তুত হয়েছিল, তবু জার্মান আক্রমণ এসেছিল বিস্ময়ের মত। কাজেই এই চিন্তাটি অকালে পরিত্যাগ করার কোন দরকার ছিল না।

জাপানীদের অসতর্ক অবস্থায় পাওয়াটা প্রধানতঃ নির্ভর করছিল কত ভালভাবে

সোভিয়েত প্রস্তুতির কথা গোপন রাখা গেছে তার উপর। এই উদ্দেশ্যে পুনর্গঠনের বিশেষ এক পদ্ধতি বের করা হল এবং তা কঠোরভাবে পালন করা হল। কাউকেই অবশ্য লড়াই শুরুর তারিখটা জানান হল না। সৈন্য ও মালচলাচলের অস্বাভাবিক ভঙ্গীর উপরেও বিস্ময় নির্ভর করছিল। আমরা সিদ্ধান্ত করেছিলাম যে শত্রু যদিও আমাদের মিত্রদের মালপত্র পাঠানোর কথা জানতে পারবে, তবু একমাত্র ট্রান্স-সাইবেরিয় রেলপথ মারফৎ এই সরবরাহ আনতে যে সময় লাগবে তাকে নির্ঘাৎ তারা বাড়িয়ে ভাববে। এটা প্রত্যাশিত ছিল যে এই রেলপথের অপেক্ষাকৃত কম ক্ষমতার কথা জেনে জাপানীরা আক্রমণের তারিখটি নির্ধারণ করবে শরৎকালের কোন একটা সময়ে এবং হয়ত শেষ পর্যন্ত তার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুতও থাকবে না।

আবহাওয়ার প্রতিকূল অবস্থায় সোভিয়েত বাহিনী আক্রমণ শুরু করবে না শত্রুর এই অনুমানের উপরেও আমরা নির্ভর করেছিলাম। তথ্যের দিক দিয়ে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়টা মিত্রদের সঙ্গে মিলছে—"জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ হবার দুই অথবা তিন মাস পরে"—ব্যাপারটা আমাদের নিয়ে আসে দূর-প্রাচ্যের বর্ষাকালে, যেটা প্রথাগত সামরিক যুক্তির দিক দিয়ে সবচেয়ে প্রতিকূল। এই যুক্তির যাবতীয় নিয়ম অনুযায়ী জাপানী কম্যাণ্ড আমাদের আক্রমণকে আরেকটু পরে আশা করবে যখন চমৎকার আবহাওয়া এসে পড়বে। পরে দেখা গিয়েছিল যে এই অনুমানটি জেনারেল স্টাফ ভুল করেনি। জাপানী কম্যাণ্ড আশা করেছিল যুদ্ধ শুরু হবে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি।

যেটা আগেই উল্লেখ করেছি, ভূখণ্ডটিকেও বিস্ময়ের একটা উপাদান হিসাবে কাজে লাগাবার কথা। শত্রুর পক্ষে কোন আক্রমণ আশা না করাটাই ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, দুর্গম পর্বত, তাইগা ও মরুভূমির মধ্য দিয়ে ট্যাংক আক্রমণ তো দূরের কথা। এটা ফ্রন্টের মঙ্গোলিয় খণ্ড সম্পর্কে মূলতঃ সত্য যা মাঞ্চুরিয়া ও অন্তর্মঙ্গোলিয়া থেকে বৃহৎ খিনগান ও গোবির সীমান্তবর্তী প্রায় জলশূন্য স্তেপভূমি দ্বারা বিচ্ছিন্ন। কিন্তু পর্বতমালা, তাইগার ঝোপঝাড় এবং মরুভূমির চোরাবালি এসব কিছু কেতাবী যুক্তি দাবী সত্ত্বেও সোভিয়েত অস্ত্রের মিত্র হয়ে উঠল।

শেষতঃ, সোভিয়েত আক্রমণের দুঃসাহস ও গতিকে কেউ অবজ্ঞা করতে পারে না। যে কোন আক্রমণ অভিযানের স্বাভাবিক উপাদান বলেই এগুলিকে মনে হতে পারে। কিন্তু জাপানী সশস্ত্র বাহিনীর ইতিহাসটিও হিসেবের মধ্যে রাখতে হবে। অতীতে প্রথম আঘাতটি সচরাচর জাপানীরাই হেনেছে এবং তা হতবুদ্ধি-

কর বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যে। এরকম ঘটেছে ১৯০৪-এ যখন রাশিয়ার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল যুদ্ধকে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে ১৯৪১-এর ৭ই ডিসেম্বর, পার্ল-হারবার-এ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে তার প্রতিরক্ষার লড়াইতে জাপান এক শত্রুর মোকাবিলা করছিল যে, সচরাচর, অতিরিক্ত সতর্ক ও সুশৃঙ্খল-ভাবে অভিযান করেছে শক্তিশালী গোলন্দাজী ও বিমান প্রস্তুতি এবং সহায়তা নিয়ে। যতদূর জানি, বড় ট্যাংক আক্রমণ তাকে কখনো ঠেকাতে হয়নি। প্রতিপক্ষের এই ভীরুতা ও কেতাদুরস্ত আচরণে এবং অগ্রগতির অপেক্ষাকৃত শ্লথ হারে জাপানী বাহিনী অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। অন্যদের অভিজ্ঞতাকেও স্পষ্টতঃ অবজ্ঞা করা হত। কাজেই সামরিক বিস্ময় ছাড়াও আমরা রণক্রিয়া ও কৌশলগত আকস্মিকতার, বিশেষ করে গোলন্দাজী প্রস্তুতি ও নৈশ লড়াই ছাড়াই, সম্ভবপর প্রত্যেকটি উপায়কেই কাজে লাগাতে চেষ্টা করলাম। এটাও আমাদের জয়লাভে কিছু পরিমাণে সাহায্য করেছে।

মে মাস অলক্ষ্যে পেরিয়ে জুন এল।

গ্রীষ্মের প্রথম মাসের প্রথম দিনগুলিতে কোয়ানটুং বাহিনীর বিরুদ্ধে রণক্রিয়ার পরিকল্পনা মোটামুটিভাবে তৈরী হল। সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের কাছে প্রয়োজনীয় হিসেব সহ পেশ করা হল। স্তালিন বিনা আপত্তিতে সবকিছু মেনে নিলেন, কেবল আমাদের বললেন মার্শাল ম্যালিনোভ্স্কি এবং জেনারেল অব দি আর্মি এম. ভি. জাখারভ-কে মস্কোতে ডেকে পাঠাতে, কারণ অন্যান্য ফ্রন্ট অধিনায়কদের থেকে কিছু আগেই তাঁদের বিজয় প্যারেডে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল।

দূরদৃষ্টিবশতঃ ম্যালিনোভ্স্কি ও জাখারভ তাঁদের ফ্রন্টে রণক্রিয়া প্রধান এন. ও. পাভলোভ্স্কিকে সঙ্গে এনেছিলেন এবং তাঁদের ফ্রন্টের রণক্রিয়া পরিকল্পনা রচনার জন্য পাঁচদিন দেওয়া হলে তাঁরা তৎক্ষণাৎ কাজ শুরু করলেন। জেনারেল স্টাফ-এ তাদের অবশ্য সামরিক ধারণা, ফ্রন্টের গঠন ও সেনা সমাবেশের তপসিল প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হল। শেষে সংগঠনগুলির ১লা থেকে ৫ই আগস্টের মধ্যে ট্রেন থেকে অবতরণ করার কথা।

১৮ই জুন ম্যালিনোভ্স্কি তাঁর রিপোর্ট পেশ করলেন। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর দাবী অনুসারে ট্রান্স-বৈকাল ফ্রন্টের অধিনায়ক যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে

কোয়ানটুং বাহিনীকে চূর্ণ করার প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে তাঁর পরিকল্পনা করেছিলেন। ছয় থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে তার মূল বাহিনীগুলিকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করতে হবে, যদিও এটুকু হাতে থাকল যে অনুকূল পরিস্থিতি পেলে শত্রুকে অনেক আগেই খতম করা যেতে পারে।

ট্রান্স-বৈকাল খণ্ডে আমরা জাপানী ট্যাংক ও তৎসহ বিরাট জাপানী পদাতিক বাহিনী, মাঞ্চুকুয়োর বাহিনী এবং অন্তর্মঙ্গোলিয়া থেকে আসা প্রিন্স দেবান-এর-ও মুখোমুখি হবার আশা করেছিলাম। ম্যালিনোভ্স্কি লিখলেন, "জাপানীরা এই সেক্টরকে শক্তিশালী করার জন্য তাদের ক্ষমতায় যতদূর কুলোয় তার সবই করবে। তাই এটা অবশ্যই অনুমান করে নিতে হবে যে তারা উত্তর চীন থেকে ৭ বা আট পদাতিক ডিভিশনের সমান সৈন্য এনে হাজির করবে। যুদ্ধের প্রথম ছয় থেকে আট সপ্তাহ ট্রান্স-বৈকাল ফ্রন্ট ১৭ থেকে ১৮ জাপানী ডিভিশন, ৩ থেকে ৭টি মাঞ্চুকুও এবং অন্তর্মঙ্গোলিয়ার এবং ২টি ট্যাংক ডিভিশনের সম্মুখীন হতে পারে।"

চারটে ফিল্ড আর্মি (১৭শ, ৩৬শ, ৩৯শ এবং ৫৩শ), ৬ষ্ঠ রক্ষী ট্যাংক ফৌজ, একটি যন্ত্রায়িত অশ্বারোহী দল এবং ১২শ বিমান ফৌজ ফ্রন্টের এই শক্তি নিয়ে ফ্রন্ট অধিনায়ক তাঁর সম্ভাবনাগুলি খতিয়ে দেখলেন এবং এই সিদ্ধান্ত টানলেন: "ট্যাংক ও গোলন্দাজীতে আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের কথা মনে রাখলে বলা যায় এই বাহিনীগুলি ১৮-২৫টি জাপানী ডিভিশনের প্রতিরোধ অতিক্রম করতে এবং অনুকূল পরিস্থিতিতে তাদের ধ্বংস করতে সক্ষম।"

জেনারেল স্টাফ-এর মতই ম্যালিনোভ্স্কিও মনে করতেন যে সোল্যান, জেপিঙকাই-এর দিকটাই সবচেয়ে সুবিধাজনক। লক্ষ্য অর্জন করতে হবে দুটি রণক্রিয়ার সাহায্যে, প্রথমটি মধ্য মাঞ্চুরিয়া দখলের উদ্দেশ্যে, আর দ্বিতীয়টি আমাদের বাহিনীকে মাঞ্চুরিয়া ও উত্তর চীনের মধ্যবর্তী সীমান্তে বের করে আনবে এবং লিয়াওতুং উপদ্বীপটি মুক্ত করবে।

ফ্রন্টের থাকবে দুটি স্তর এবং ৬ষ্ঠ রক্ষী ট্যাংক ফৌজকে রাখা হবে "ফ্রন্টের আক্রমণকারী দলের পিছনে লড়বার জন্য।" অভিযানের জন্য নির্ধারিত হয়েছে ২০শে এবং ২৫শে আগস্টের মধ্যবর্তী একটা সময়।

মূলগতভাবে জেনারেল স্টাফ এই পরিকল্পনার সঙ্গে একমত ছিল তবে সে ট্যাংক ফৌজ ব্যবহার সম্পর্কে তার আগের মতটাই পোষণ করত। দ্বিতীয় সারিতে তা খিনগান পেরিয়ে ফ্রন্টের আঘাতে অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারে না যেহেতু

তার পূর্বমুখী অগ্রগতি নিয়ন্ত্রিত হবে তার সম্মুখবর্তী পদাতিক বাহিনীর দ্বারা। একই সময়ে এই বর্মাবৃত বর্শামুখটি পার্বত্য গিরিপথগুলিকে পদাতিক বাহিনীর দখল ও তার অধিকার কায়েম রাখার সময় স্পষ্টতঃই তাকে কোন সাহায্য করতে অক্ষম হবে। এই আশা করাও নিরর্থক যে পদাতিক বাহিনীর আচ্ছাদনে ট্যাংক-গুলি এই সংকীর্ণ গিরিপথগুলি ভেদ করে মাঞ্চুরিয়ার সমতলভূমিতে যেতে পারবে। যখন এইসব গিরিপথ ও পার্বত্য সড়ক পদাতিক বাহিনী ও তাদের যানবাহনে বোঝাই থাকবে ঠিক তখন তা ভেদ করার চেষ্টা! সংক্ষেপে, এই রণক্রিয়াগত সংগঠনটি ট্যাংককে তার যুদ্ধ করবার আসল ক্ষমতা থেকেই বঞ্চিত করে।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স জেনারেল স্টাফ-এর যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করল। ম্যালিনোভস্কিকে বলা হল যে ট্রান্স-বৈকাল অঞ্চলে উপস্থিত হবার পরে তাঁকে পরিকল্পনাটির বিতর্কিত উপাদানগুলির পরিবর্তন করতে হবে, তাঁর সঙ্গে যে-সব মতের অমিল রয়েছে অকুস্থলে সেগুলিকে অনুধাবন করতে হবে এবং তারপরে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ম্যালিনোভস্কি তা করতে রাজি হলেন এবং পরে এই প্রস্তাব পেশ করলেন যে ৬ষ্ঠ ট্যাংক ফৌজকে প্রথম স্তরেই ব্যবহার করা দরকার।

১৯৪৫-এর ২৭শে জুন, সমস্ত ফ্রন্ট অধিনায়কের সঙ্গে এইভাবে গঠনমূলক কাজের ফলে সোভিয়েত হাই কম্যাণ্ডের সামরিক পরিকল্পনা বিষয়বস্তুটি পরিষ্কারভাবে নির্ণীত হল। একই সঙ্গে তিনটি সর্বাত্মক আক্রমণ হানতে হবে। তারা কেন্দ্রীভূত হবে মধ্য মাঞ্চুরিয়ায়। ট্রান্স-বৈকাল ফ্রন্ট আঘাত হানবে তথাকথিত তাম্‌ৎসাক স্ফীতিমুখ থেকে মঙ্গোলিয় গণপ্রজাতন্ত্রের সীমান্তে, দ্বিতীয় দূরপ্রাচ্য ফ্রন্ট খাবারোভস্ক-এর দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল থেকে এবং প্রথম দূরপ্রাচ্য ফ্রন্টের প্রধান দল প্রিমোরি থেকে। এইসব আক্রমণের লক্ষ্য কোয়ানটুং বাহিনীকে বিভক্ত করা, মধ্য ও দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ায় তাকে বিচ্ছিন্ন করা এবং খণ্ড খণ্ড করে তাকে ধ্বংস করা।

ট্রান্স-বৈকাল ফ্রন্টের এক চূড়ান্ত ভূমিকা গ্রহণ করার কথা কারণ তার আঘাতের লক্ষ্য ছিল মুকদেন, চ্যাঙচুন এবং পোর্ট আর্থারের মত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলি যেগুলির দখল যুদ্ধের ফলাফলকে নির্ধারিত করে দেয়।

প্রথম দূরপ্রাচ্য ফ্রন্টের আঘাত হানতে হবে প্রিমোরি থেকে কিরিন-এর দিকে, ট্রান্স-বৈকাল অঞ্চল থেকে হানা আঘাতের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য। আমুর অঞ্চলে দ্বিতীয় দূরপ্রাচ্য ফ্রন্টের আক্রমণ কোয়ানটুং বাহিনীর গতি স্তব্ধ করে দিয়ে তাকে পরাজিত করতে সাহায্য করবে।

কোয়ানটুং বাহিনীকে পরাজিত করার পরিকল্পনা

পরিকল্পনাটি এই আকারে দূরপ্রাচ্যের সোভিয়েত বাহিনীর প্রধান সেনাপতি মার্শাল ভ্যাসিলেভস্কির মানচিত্রে সন্নিবেশিত হল এবং ফ্রন্টগুলিতে পরবর্তী প্রস্তুতির কাজ চলাকালে এতে সামান্য কিছু সংশোধনমাত্র হল। এটা পরিষ্কারভাবে কোয়ানটুং বাহিনীকে বিচ্ছিন্ন ও ধ্বংস করার সোভিয়েত সর্বোচ্চ হাই কমাণ্ডের মূল চিন্তাটিকে প্রতিফলিত করেছে এবং মাঞ্চুরিয়ায় রণক্রিয়া সম্পর্কে পরবর্তী জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর নির্দেশনামার ভিত্তি রচনা করেছে।

২৭শে জুন মেরেৎসকভ দূরপ্রাচ্যে যাত্রা করার অনুমতি পেলেন। তিনি ভ্যাসিলেভস্কি ও ম্যালিনোভস্কির কয়েকদিন আগে মস্কো পরিত্যাগ করলেন।

নিরাপত্তার জন্য তাঁদের তিনজনকেই নির্দেশ দেওয়া হল মার্শালের চিহ্ন কাঁধে না আঁটতে।

মেরেৎসকভ তাঁর নতুন নিয়োগের জায়গায় চললেন কর্নেল-জেনারেল ম্যাক্সিমভ হিসেবে। এবং যেটা তিনি পছন্দ করতেন, ট্রেনে নয়, বিমানে। স্তালিনের ভয় ছিল যে ট্রেনে মেরেৎসকভকে চিনে ফেলবে। উপরন্তু সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক উড়তে কতটা সময় নেবে সেটা যাচাই করতে চাইলেন।

মেরেৎসকভ ৩৬ ঘণ্টা ৫৫ মিনিটে ভরোশিলভ শহরে পৌঁছালেন, সঠিক উড্ডয়নের সময়টা হল ২৮ ঘণ্টা ৩০ মিনিট। তিনি তাঁর গন্তব্যস্থলে পৌঁছালেন ২৯শে জুন।

ম্যালিনোভস্কি, যিনি আপাততঃ কর্নেল-জেনারেল মরোজভ নামে পরিচিত হবেন, চিতা-য় এলেন ৪ঠা জুলাই। এম. ভি. জাখারভ তাঁর সঙ্গে এলেন কর্নেল-জেনারেল জলোটভ নামে। ৫ই জুলাই এ. এম. ভ্যাসিলেভস্কি, দলিলপত্রে যাঁর পরিচয় "প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত জনগণের ডেপুটি কমিশার কর্নেল-জেনারেল ভ্যাসিলিয়েভ," তিনিও চিতা-য় উপস্থিত হলেন।

ভ্যাসিলেভস্কির প্রথম কাজ হল ম্যালিনোভস্কির হাতে আসন্ন রণক্রিয়া সম্পর্কে স্তালিনের নির্দেশনামাটি অর্পণ করা। এই দলিলটিতে ফ্রন্টের সীমান্তগুলির মধ্যে সহজভাবে রেলচলাচল ও যে অঞ্চলে আমাদের মূল বাহিনীগুলি মোতায়েন হয়েছে সেই অঞ্চলকে আড়াল দেবার ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

ট্রান্স-বৈকাল ফ্রন্ট ও মঙ্গোলিয় জনগণের বিপ্লবী বাহিনীর যৌথ অভিযানের

প্রস্তুতি শেষ করার কথা ২৫শে জুলাই নাগাদ। রণক্রিয়াটির উদ্দেশ্য—কোয়ানটুং বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ এবং শিয়েং, মুকদেন, চ্যাঙচুন, চালানতুং অঞ্চল দখল—সাধন করতে হবে ট্রান্সবৈকাল এবং দূরপ্রাচ্য ফ্রন্টের বাহিনীগুলির সঙ্গে সুনির্ধারিত সমন্বয়ে আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে দ্রুত মধ্য মাঞ্চুরিয়ায় অনুপ্রবেশ করে। নির্দেশনামায় বৃহৎ খিনগান অধিকারের কাজটা জাপানীদের আগেভাগেই সারার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে তিনটে ফিল্ড আর্মি (৩৯শ, ৫৩শ ও ১৭শ) এবং একটা ট্যাংক আর্মি (৬ষ্ঠ রক্ষী)-র একটা শক্তিশালী আক্রমণকারী দলকে হালুন-আরশান দুর্গায়িত অঞ্চলের পার্শ্বভাগ অতিক্রম করতে এবং চ্যাঙচুন-এ অগ্রসর হতে হবে। শত্রুর পর্বতে সরে যাওয়াকে রুখতে হবে। ফ্রন্টের আশু লক্ষ্য ছিল বিরুদ্ধ শত্রু বাহিনীকে চূর্ণ করা, বলপূর্বক বৃহৎ খিনগান পর্বতশ্রেণী দখল করা এবং অভিযানের পঞ্চদশ দিনে তার মূল বাহিনীগুলিকে নিয়ে তাপানশাঙ, লুপে, সোলান লাইনে পৌঁছান। এই লাইনটি দখল ও বৃহৎ খিনগান পর্বতশ্রেণীর উপর দৃঢ় অধিকার কায়েম রণক্রিয়াটির পরবর্তী সফল অগ্রগতির পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ছিল।

স্তালিন কোন রকম অস্পষ্টতা পছন্দ করতেন না এবং কোন্ ক্রমে ট্যাংক-বাহিনীকে ব্যবহার করা হবে এ বিষয়ে আমাদের সাম্প্রতিক বিতর্কের কথা স্মরণ করে নির্দেশনামাটিতে স্বাক্ষর করার সময় আমাদের আদেশ দিলেন এই কথাটা তার অন্তর্ভুক্ত করতে: "সাধারণভাবে চ্যাঙচুন-এর দিকে মূল প্রয়াসের এলাকার মধ্যে যুদ্ধরত ৬ষ্ঠ রক্ষী ট্যাংক বাহিনী যুদ্ধের দশম দিনে বলপূর্বক বৃহৎ খিনগান দখল করবে, পর্বত মধ্যস্থ গিরিপথগুলিকে শক্তিশালী করবে এবং যতক্ষণ না আমাদের মূল পদাতিক বাহিনী এসে উপস্থিত হয় ততক্ষণ মধ্য ও দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া থেকে আসা শত্রুর রিজার্ভকে ঠেকিয়ে রাখবে।" এই সূত্রায়ণ ফ্রন্টের রণক্রিয়াগত সংগঠনে ট্যাংক বাহিনীর স্থান সম্পর্কে সব সন্দেহ দূর করল। এটা কেবলমাত্র প্রথম স্তরেই হতে পারে এবং তাকে অন্য সব বাহিনীর অগ্রবর্তী হয়ে এগোতে হবে।

ফ্রন্টের পরবর্তী লক্ষ্য তার মূল বাহিনীগুলিকে নিয়ে শিয়েং, মুকদেন, চ্যাঙচুন, চালানতুং লাইনে অর্থাৎ, কোয়ানটুং বাহিনীর বিন্যাসের মধ্যে পৌঁছানো।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর নির্দেশনামায় অগ্রগতির গৌণ রেখাগুলির রণক্রিয়ার ব্যাখ্যাও দেওয়া হল, যার উপসংহার করা হল আমাদের সমস্ত গোপন প্রস্তুতিকে আড়াল করে রাখার জন্য কড়া নির্দেশ দিয়ে। "ফ্রন্ট অধিনায়ক, সমর

পরিষদের সদস্য, ফ্রন্টের স্টাফ প্রধান এবং ফ্রন্ট স্টাফ অপারেশনস্ বিভাগের প্রধানকে অনুমতি দেওয়া হবে রণক্রিয়া পরিকল্পনা প্রস্তুত করায় পূর্ণ অংশ গ্রহণের। বিভিন্ন বিভাগ ও সংগঠনের প্রধানদের পরিকল্পনায় তাদের বিশেষ বিভাগটি প্রস্তুতে অংশ নিতে দেওয়া যেতে পারে তবে তাঁরা ফ্রন্টের সাধারণ লক্ষ্য সম্বন্ধে জানতে পারবেন না। ফৌজি অধিনায়কদের তাঁদের লক্ষ্যের কথা মুখে জানান হবে, তাঁদের হাতে লিখিত ফ্রন্ট নির্দেশনামা না দিয়ে। কোন আর্মির রণক্রিয়া পরিকল্পনা রচনার পরিকল্পনাটিও হবে ফ্রন্টের মতই। লড়াইয়ের জন্য সৈন্যদলের নক্সা সংক্রান্ত সমস্ত দলিল রাখতে হবে ফ্রন্টের অধিনায়ক ও আর্মিগুলির অধিনায়কদের ব্যক্তিগত সিন্দুকে।"

এইসব নিরাপত্তামূলক নির্দেশ সাধারণভাবে দূরপ্রাচ্যের সমস্ত বাহিনী সম্বন্ধেই প্রযোজ্য হল।

চিতা-য় ভাসিলেভস্কির অবস্থানের একেবারে প্রথম দিনেই ফ্রন্টের সমর পরিষদের সঙ্গে একটা বিরাট সংখ্যক সাংগঠনিক সমস্যা নিয়ে বিচার-বিবেচনা করতে হয়। তার কিছু মস্কোর জরুরী হস্তক্ষেপ ছাড়াই সমাধান করা যায়—যেমন, রেলের জন্য যথেষ্ট কয়লা নেই এটা। স্থানীয় সরবরাহ নিঃশেষ, সেজন্য যুদ্ধের ট্র্যাফিক চলাচলে যাতে বিঘ্ন না ঘটে সেজন্য রাষ্ট্রীয় জরুরীকালীন রিজার্ভ ব্যবহারের অনুমতি নিতে হল।

যে হারে গোলাগুলির মজুত গড়ে তোলা হচ্ছিল তাতে গুরুতর বিপদের কারণ সূচিত করল। কারখানা থেকে পাঠানো এবং তা বাহিনীর কাছে এসে পৌঁছানোর ব্যাপারটা ত্বরান্বিত করা অবশ্য প্রয়োজন ছিল। রণাঙ্গনে বিমান বয়ে নেবার কাজ যথেষ্ট দ্রুত চলছিল না।

সেনাবাহিনীতে জলবহনের পাত্রের গুরুতর ঘাটতি ছিল। জল ছাড়া আমাদের অভিযান অনিবার্যভাবে মরুভূমি ও মাঞ্চুরিয়ার পর্বতাঞ্চলে এসে হয়রান হয়ে থেমে যাবে।

সংকেতকারী যথেষ্ট নেই, চিকিৎসার বন্দোবস্ত চলছে ধীরগতিতে। আমাদের বর্মগুলি মেরামতের কাজও বাজেভাবে পরিচালিত হচ্ছিল।

৬ষ্ঠ রক্ষী ফৌজের অবস্থান ও পরিস্থিতি বিশেষ উদ্বেগের কারণ ঘটাল। তার সৈন্য ও সাজসরঞ্জাম বহনকারী ট্রেনগুলি প্রতিদিন নির্ধারিত তালিকা থেকে

পিছিয়ে পড়তে লাগল। বাহিনীর কোন মোটর যান ছিল না, সেগুলি তার পূর্ববর্তী স্থান পরিবর্তনের জায়গায় রয়ে গেছে। বাহিনীটির নিয়মিত সংখ্যার চেয়ে ২২১৪টি ইউনিট কম ছিল, তবে যেহেতু দুই ডিভিশন মোটরায়িত পদাতিক বাহিনীর সাহায্যে তার শক্তিবৃদ্ধি করা হয়েছিল, তার মোট ঘাটতি দাঁড়িয়েছিল ৩০০০।

গোটা জুলাই মাস লাগল বিলি বন্দোবস্ত ও সম্মেলনে। পরবর্তী দিনগুলিতে ভাসিলেভস্কি ও ম্যালিনোভস্কি একত্রে ও আলাদাভাবে ট্রান্স-বৈকাল ফ্রন্টের যুদ্ধের মূল খণ্ডগুলি পরিদর্শন করলেন, ফৌজি অধিনায়কদের সঙ্গে বিস্তৃতভাবে অনুসন্ধানের কাজ চালালেন এবং ব্যক্তিগতভাবে বাহিনী পরিদর্শন করলেন। অকুস্থলে এইসব কার্যকলাপের মধ্য দিয়েই জন্ম নিয়েছিল বহু চিন্তা যেগুলি ফ্রন্টের রণক্রিয়াকে চমৎকারভাবে সাফল্যমণ্ডিত করার বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করেছিল।

ফ্রন্ট অধিনায়ক যুদ্ধ পরিচালনার মূল পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটালেন। তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে জেনারেল স্টাফের চিন্তা অনুযায়ী দশম দিনের পরিবর্তে ৬ষ্ঠ রক্ষী ট্যাংক বাহিনীকে বৃহৎ খিনগান প্রান্তশ্রেণী বলপূর্বক অধিকার করার জন্য বড় জোর যুদ্ধের পঞ্চমদিন পর্যন্ত সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া সম্ভব। প্রথমে দুরূহ পার্বত্য পরিস্থিতিতে অগ্রগতির এই হারটি অবিশ্বাস্য মনে হলেও কাজে কিন্তু ফৌজটি সত্যি তা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

দুটি ফিল্ড আর্মির যে সময়ের মধ্যে মাঞ্চুরিয়ার সমভূমিতে পৌঁছানোর কথা তা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দেওয়া হল। যেমন ৩৬শ আর্মি, ফ্রন্টের বামপার্শ্বে যার এগোবার কথা, গোড়ায় তাকে হাইলার দখলের জন্য সময় নির্দিষ্ট ছিল যুদ্ধের দ্বাদশ দিন, এখন তা করতে হবে দশম দিনে তার অনুক্রম করতে হবে চালানতুন, খসিংসুখার-এর দিকে অগ্রসর হয়ে। ৫৩শ ফৌজকে আদেশ দেওয়া হল ট্যাংকগুলির ঠিক পিছনে থাকতে, তার মানে খিনগান পেরোবার জন্য পদাতিক বাহিনীকে যে সময় দেওয়া হয়েছিল তা ধাপ্ করে কমিয়ে দেওয়া হল। ইতিপূর্বে ১৭শ ফৌজ কর্তৃক ছাপানশাও দখলের পরিকল্পনা ছিল অভিযানের পঞ্চদশ দিনে। এখন আর্মি অধিনায়ক এ. আই. দানিলভ-এর পরামর্শে তা কমিয়ে দশ দিন করা হল। বাস্তবিকপক্ষে, ১৭শ ফৌজের অগ্রবর্তী ইউনিটগুলি তাদের লক্ষ্যে পৌঁছাল এবং শত্রুর অশ্বারোহী বাহিনী ধ্বংস করল যুদ্ধের পঞ্চম দিনে।

ফ্রন্টের দক্ষিণ পার্শ্বে, যেখানে আই. এ. প্লিয়েভ-এর অধীনে সোভিয়েত-মঙ্গোলিয় বাহিনীর একটি যান্ত্রিক অশ্বারোহী দল রণক্রিয়া করছিল, সেখানেও কালগান ও

ভোলন-নয়-এ পৌছানোর সময়কে উল্লেখযোগ্যভাবে কমাবার আশা করা হল। এই ব্যাপারে চীনের জনগণের বিপ্লবী ফৌজের সঙ্গে একটি বৈঠকের পরিকল্পনা হল এবং তা বাস্তবিক অনুষ্ঠিত হল।

স্থানীয় পরিস্থিতিগুলিকে খুঁটিয়ে পর্যালোচনার পরে ম্যালিনোভস্কি পরিকল্পনায় এইসব উন্নতিবিধানের যে প্রস্তাব দিলেন স্বভাবতঃই জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স তার সঙ্গে একমত হল।

একই রকম কাজ হল প্রিমোরি ও আমুর অঞ্চলের অন্য দুটি ফ্রন্টে। ব্যক্তিগতভাবে এবং সক্রিয় ভূমিকায় স্বয়ং ভ্যাসিলি রভস্কির সঙ্গে মেরেৎসবভ ও পুরকায়েভ, তাঁদের স্টাফ, রাজনৈতিক সংস্থাগুলি এবং সংগঠন প্রধানগণ সমস্ত কিছু দেখাশোনা করলেন, ভূখণ্ড শত্রু ও তাঁদের নিজ নিজ সৈন্যদল পর্যবেক্ষণ করলেন, রণক্রিয়ার সময়সূচীর সংশোধন করলেন এবং সৈন্য ও মালচলাচলের উন্নতির জন্য ব্যবস্থা নিলেন। এই যুদ্ধটা হবে একটা নতুন দক্ষ ও বিপজ্জনক শত্রুর বিরুদ্ধে চরম অস্বাভাবিক এবং কঠিন এক জায়গায়। সবকিছু নিখুঁতভাবে হিসাব করতে হবে, নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে চার বছর ব্যাপী কষ্টকর যুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত বিপুল অভিজ্ঞতাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে।

ফ্রন্টগুলির কাজকর্মে কিভাবে সমন্বয় সাধন করতে হবে জেনারেল স্টাফ প্রথমটা তা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায়নি। এ ব্যাপারে আমাদের একটা পদ্ধতি ছিলই— জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স প্রতিনিধি, যেটা সমগ্র যুদ্ধকালে ব্যবহারের মধ্যদিয়ে সুপরীক্ষিত হয়েছে।

অবশ্য যে পরিস্থিতি ও দায়িত্বের মোকাবিলা সাম্রাজ্যবাদী জাপানের বিরুদ্ধে রণক্রিয়ায় জেনারেল স্টাফকে করতে হচ্ছিল পশ্চিমের থেকে তার তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য ছিল। রণক্রিয়ার এলাকাটির বিশাল আয়তন ও দূরত্ব, এতে নিযুক্ত বাহিনীগুলি ও উপকরণের জটিলতা ও বিভিন্নতা, বাড়তি অসুবিধার সৃষ্টি করেছিল। পশ্চিমে, পাশাপাশি ফ্রন্টগুলি সাধারণত সমান্তরালভাবে পরস্পর ঘনিষ্ঠ সংযোগ রেখে অগ্রসর হয়েছে। দূরপ্রাচ্যে শত্রুর অস্বাভাবিক অবস্থানের দরুন তাদের তিনটে ভিন্ন দিক থেকে সমকেন্দ্রাভিমুখী আঘাত হানতে হবে নৌবহরের সক্রিয় সাহায্য নিয়ে। তাদের মধ্যে কার্যকরীভাবে সমন্বয় বজায় রাখার জন্য একটা শক্তিশালী ও উপযুক্ত পরিচালন সংস্থার প্রয়োজন হবে।

স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে জড়িত একগুচ্ছ সমস্যা সম্পূর্ণ ভিন্ন আকারে এই অঞ্চলে দেখা দিল। এই ব্যাপারে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর সবচেয়ে ক্ষমতাবান প্রতিনিধিরও কোন অধিকার ছিল না। সত্যি কথা বলতে, এমনকি ফ্রন্টগুলিও তাঁর অধীন নয়।

দূরপ্রাচ্যস্থ সোভিয়েত বাহিনীসমূহের প্রধান সেনাপতিকে সম্পূর্ণ অন্য অধিকারে কাজ করতে হল। ১৯৪৫-এর এপ্রিলে স্তালিন এ বিষয়ে কথা বলেছিলেন তিনি যখন ভ্যাসিলেভস্কিকে দূরপ্রাচ্যে পাঠানোর কথা প্রথম তাঁকে জানিয়েছিলেন তখন। এই কথাবার্তার সময় আন্তোনভ ও আমি উপস্থিত ছিলাম। পরবর্তীকালে পার্টি ও সরকার প্রধান সেনাপতিকে বিপুল ক্ষমতা অর্পণ করেন এবং নির্ভরযোগ্য সব সহকারী দেন।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স দূরপ্রাচ্য সোভিয়েত বাহিনীসমূহের সমরপরিষদের সদস্য হিসেবে কর্নেল-জেনারেল আই. ভি. শিখিন-এর নিয়োগকে অনুমোদন করলেন। হাইকমাণ্ড এর স্টাফ প্রধানের পদে, আমি যতদূর জানি, স্তালিন জেনারেল অব দি আর্মি এম. ভি. জাখারভকে সুপারিশ করেছিলেন। চিতা-য় আসার পর ভাসিলেভস্কি একথা জাখারভের সঙ্গে আলোচনা করলেন কিন্তু জাখারভ রাজি হলেন না এবং তিনি একথা হিসেবে রাখতে বললেন যে ট্রান্স-বৈকাল ফ্রন্টের স্টাফ প্রধানের কাজটা অনেক বেশি কর্মমুখর হবে। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স এবং ব্যক্তিগতভাবে ভ্যাসিলেভস্কি এই যুক্তি গ্রহণ করলেন, একথাও স্মরণ করা হল যে জাখারভ বহুদিন ম্যালিনোভস্কির সঙ্গে একত্রে কাজ করেছেন। ভ্যাসিলেভস্কি, আমার বিশ্বাস, জেনারেল অব দি আর্মি ভি. ভি. কুরাসভকেও এই পদে আহ্বান জানিয়েছিলেন, কিন্তু তিনিও যেখানে তিনি ছিলেন তাঁকে সেখানেই থাকতে দেবার জন্য অনুরোধ করলেন। চিফ অব স্টাফ পদে নিয়োগটি এর পরে দেওয়া হল কর্নেল জেনারেল এস. পি. আইভানভকে।

সদর দপ্তরের কর্মিমণ্ডলীও অবিলম্বে গঠিত হল। এর অন্তর্ভুক্ত হল সেইসব জেনারেল ও অফিসার যাঁরা ভাসিলেভস্কি-র সঙ্গে এসেছেন এবং জেনারেল স্টাফ-এর এক দল অফিসার যাঁরা মেজর-জেনারেল এন. এফ. মেস্লিনৎসেভ-এর অধীনে দূপ্রাচ্যে কাজ করছেন। বিমান বহরের কম্যাণ্ড প্রায় সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীভূত হল বিমানবহরের চিফ মার্শাল এ. এ. নোভিকভ-এর অভিজ্ঞ হাতে, হাই কম্যাণ্ড সদর দপ্তরে লেফটেন্যান্ট-জেনারেল ওয়াই. এম. বেলিৎস্কি-র অধীনে ছোট একটি কম্যাণ্ড গ্রুপকে কেবল রেখে দেওয়া হল। ইঞ্জিনীয়ারিং কাজকর্মের

অধিনায়ক হলেন কর্নেল-জেনারেল এস. ভি. স্তরংসেভ। হাই কমাণ্ড সদর দপ্তরে সমস্ত কেন্দ্রীয় বিভাগের দায়িত্বশীল প্রতিনিধিরাও ছিলেন সৈন্য ও মাল চলাচল ব্যবস্থার দায়িত্বে। অন্য সময়ে যে সব প্রশ্নের মীমাংসা হত মস্কোয় তা এখন এঁদের সহায়তায় অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে হতে লাগল। সশস্ত্র বাহিনীর চলাচল সংক্রান্ত ডেপুটি প্রধান কর্নেল-জেনারেল ভি. আই. ভিনোগ্রাদভ-এর দ্বারা পরিচালিত হতে লাগল ৫২ জন অফিসারের এই দলটি।

সমগ্র ঘটনাপ্রবাহে পরবর্তীকালে দেখা গেছে এই পরিচালনা সংগঠনটি সম্পূর্ণ সঙ্গত ছিল।

জার্মানীর আত্মসমর্পণের অব্যবহিত পরেই স্তালিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট রাজনীতিক হ্যারি হপকিন্স-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। জেনারেল স্টাফকে তখন মিত্রশক্তির নতুন এক সম্মেলনের প্রস্তুতি নেবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হল। এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৫ সালের জুলাই মাসের দ্বিতীয়ার্ধে পটাসডামে প্রাশিয়ার রাজাদের প্রাক্তন বাসভবনে।

সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন স্তালিন। সম্মেলনে সামরিক প্রতিনিধি ছিলেন জি. কে. জুকভ, এন. জি. কুজনেৎসভ, এফ. ওয়াই. ফালালেইয়েভ এবং এস. জি. কুচারভ। জেনারেল স্টাফ থেকে ছিলেন এ. আই. আন্তোনভ, এ. এ. গ্রিজলভ, এন. ভি. স্লাভিন, এম. এ ভাসিলভ এবং একটি ক্ষুদ্র সহায়ক কর্মীদল।

রুজভেল্টের অনুপস্থিতিতে সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হল, হিটলারি জার্মানীর পরাজয়ের সামান্য আগে তাঁর মৃত্যু হয়। পটাসডাম-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেণ্ট হ্যারি ট্রুম্যান যিনি স্বাভাবিক নিয়মেই প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন।

চার্চিলও সম্মেলনের দ্বিতীয়ার্ধে উপস্থিত ছিলেন না, তিনি শ্রমিক নেতা ক্লিমেণ্ট এ্যাটলীর কাছে তাঁর পদটি হারিয়েছিলেন যিনি সবেমাত্র বৃটেনের সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হন।

পটাসডামে যে মূল প্রশ্নটি বিবেচিত হল তা ছিল যে সব দেশ হিটলার বিরোধী জোটে অংশ গ্রহণ করেছিল জার্মানী সম্পর্কে তাদের এক যৌথ নীতি গ্রহণ করা। মিত্রপক্ষ একমত হয়ে জার্মানীর অসামরিকীকরণ, তার জনগণকে গণতান্ত্রিক পথে পুনর্শিক্ষিত করা, নাৎসী অভিযানের ফলে যে সব দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণ এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে রাষ্ট্রীয় সীমান্ত নির্ধারণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করে।

জার্মানীর ভবিষ্যৎ ও ইউরোপীয় শান্তি সংক্রান্ত আরো বহু প্রশ্ন সম্পর্কে এখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সম্মেলনের প্রথম দিন সোভিয়েত প্রতিনিধিদল জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের দায়ের কথা পুনরায় অনুমোদন করে। জেনারেল আন্তোনভ দূরপ্রাচ্যে সোভিয়েত পরিকল্পনা সম্পর্কে একটি বিস্তৃত রিপোর্ট দেন। আমাদের মিত্ররাও তাঁদের মনোভাবের কথা বলেন। অবশ্য আণবিক বোমা সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নি। সম্মেলনের কাজ সপ্তাহখানেক চলার পরেই কেবল ট্রুম্যান চার্চিলের জ্ঞাতসারে স্তালিনকে জানালেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে অস্বাভাবিক ক্ষমতা-সম্পন্ন এক বোমা আছে। এটা ঘটেছিল দুই নেতার মধ্যে এক অনুষ্ঠানবহির্ভূত গোপন কথাবার্তার সময় যখন সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা সাধারণতঃ ক্লান্তিকর এক অধিবেশনের পর বিদায় নিতে ব্যস্ত। কিন্তু প্রেসিডেন্ট এই বোমা ব্যবহারের পরিকল্পনার কথা উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি।

আন্তোনভ পরে আমাকে বলেছেন যে স্তালিন তাঁকে আমেরিকানদের হাতে অত্যন্ত প্রচণ্ড ধ্বংসক্ষমতাসম্পন্ন এক বোমা থাকার কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু আন্তোনভ এবং আপাতঃদৃষ্টে স্তালিন ট্রুম্যানের সঙ্গে আলোচনায় কেউ আভাস-মাত্র পাননি যে এই অস্ত্র সম্পূর্ণ এক নতুন তত্ত্বের উপর তৈরি। সে যাই হোক, জেনারেল স্টাফকে কোন অতিরিক্ত নির্দেশ দেওয়া হল না।

পটাসডামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও চীন এক যৌথ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করে যাতে এক চরমপত্রের আকারে দাবি করা হয়েছে জাপানের শর্তহীন আত্মসমর্পণ। এই দলিলের মূল বক্তব্যটি ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আগে আমাদের দেশ সেই মত চতুর্থ অংশীদার হিসেবে ঘোষণাটির সঙ্গে যুক্ত হল।

৩রা আগস্ট, সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক পটাসডাম থেকে ফেরামাত্র মার্শাল ভ্যাসিলেভস্কি অভিযানের প্রস্তুতির হাল সম্বন্ধে, যা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তাঁকে বিস্তৃতভাবে অবহিত করেন। ট্রান্স-বৈকাল ফ্রন্ট লিউদনিকভ এবং মানাগারভ-এর বাহিনী তাদের সমাবেশের জায়গায় প্রবেশ করেছে যেটি মঙ্গোলিয় গণপ্রজাতন্ত্র ও মাঞ্চুরিয়ার মধ্যবর্তী রাষ্ট্রীয় সীমান্ত থেকে মাত্র পঞ্চাশ বা ষাট কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ৬ষ্ঠ রক্ষী ট্যাংক বাহিনী এবং ফ্রন্টের অন্যান্য বাহিনীর সঙ্গে একত্রে তারা যুদ্ধের জন্য ৫ই আগস্ট ভোরে প্রস্তুত হবে।

আমাদের অন্যান্য আক্রমণকারী দলও ছিল সমাবেশের এলাকায় বা তার

কাছাকাছি। ইতিমধ্যে তাদের বস্তুগত অবস্থিতি অনুযায়ী ফ্রন্টগুলির নাম ঠিক করে নেওয়া হচ্ছিল। যেমন, ২য়া আগস্ট থেকে পূর্বতন দূরপ্রাচ্য ফ্রন্ট হল দ্বিতীয় দূরপ্রাচ্য ফ্রন্ট এবং প্রিমোরি দল পরিচিত হল প্রথম দূরপ্রাচ্য ফ্রন্ট নামে। যে সময় জাপানের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু হবার মুখে তখন আমাদের মোট প্রস্তুত ছিল দেড় মিলিয়ন সৈন্য, ২৬০০০-এর বেশি বন্দুক ও মর্টার, ৫৫০০-র বেশি ট্যাংক এবং স্বয়ংচালিত কামান এবং প্রায় ৩৯০০টি লড়িয়ে বিমান।

আমাদের প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবহরকেও ৫-৭ আগস্ট নাগাদ পূর্ণ প্রস্তুত অবস্থায় রাখতে হবে।

ভ্যাসিলেভস্কি মনে করতেন যে সীমান্ত অতিক্রমের তারিখটি ৯-১০ আগস্টের পরে ধার্য হওয়া উচিত নয়। ট্রান্স-বৈকাল অঞ্চলে যে অনুকূল আবহাওয়া দেখা দিয়েছিল তার সুযোগ অবশ্যই নিতে হবে। এতে আমাদের বিমান ও ট্যাংকের পূর্ণ ব্যবহার করতে সুবিধা হবে। এটা সত্যি যে তখনো প্রিমোরিতে বৃষ্টি চলছিল, তবে তা সড়ক এবং সুনির্মিত বিমানবাহিনীর অবতরণ ক্ষেত্রকে অকেজো করতে পারে নি। নৌবাহিনীর বিমান ক্ষেত্রগুলির শোচনীয় অবস্থা হয়েছিল, তারা প্লাবিত হয়েছিল। তবে প্রিমোরিতেও ৬ থেকে ১০ আগস্টের মধ্যে ভাল আবহাওয়া আশা করা হচ্ছিল।

যুদ্ধ আর মুলতুবী রাখাটা স্পষ্টতঃই আমাদের পক্ষে অসুবিধার হবে কারণ গোয়েন্দারা মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়ায় জাপানী বাহিনীগুলির পুনর্গঠনের কিছু চিহ্ন লক্ষ্য করেছিল। জুন মাসে সেখানে শত্রু ডিভিশনগুলির সংখ্যা ১৯ থেকে বেড়ে ২৩ হয়েছিল এবং লড়িয়ে বিমানের সংখ্যা ৪৫০ থেকে ৮৫০টি। প্রধানতঃ প্রিমোরি ও সোলান খণ্ডে পদাতিক বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করা হয়েছিল। এই তথ্যগুলি ছিল অস্বস্তিকর। তার অর্থ এই হতে পারে যে শত্রু আমাদের মতলব বুঝে ফেলেছে এবং তাকে বানচাল করার জন্য ব্যবস্থা নিচ্ছে।

দূরপ্রাচ্যে সোভিয়েত বাহিনীগুলির প্রধান সেনাপতি বিবেচনা করলেন যে প্রথম ও দ্বিতীয় দূরপ্রাচ্য ফ্রন্টের আক্রমণ শুরু করা উচিত ট্রান্স-বৈকাল ফ্রন্টের সঙ্গে একই দিনে এবং সময়ে। এতে সাফল্যের আরো বেশি নিশ্চয়তা থাকে। অবশ্য যুগপৎ আক্রমণের কথাটা প্রযোজ্য একমাত্র শক্তিশালী অগ্রবর্তী ইউনিটগুলি সম্বন্ধে যাদের বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জাপানী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাগুলিকে দখল করার জন্য। এটা ফ্রন্টগুলির মূল বাহিনীগুলি সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। ভ্যাসিলেভস্কি প্রস্তাব করলেন যে প্রথম

দূরপ্রাচ্য ফ্রন্ট এবং তাই তার মূল বাহিনীগুলির মূল লড়াইটা "...ট্রান্স-বৈকাল ফ্রন্টের লড়াইয়ের বিকাশের উপর নির্ভর করে, এটি শুরু হবার ৫-৭ দিন পরে আরম্ভ করা উচিত।"

প্রধান সেনাপতি এই অনুরোধও করলেন যে নৌবাহিনী সংক্রান্ত জনগণের কমিশার এন. জি. কুজনেৎসভকে দূরপ্রাচ্যে দ্রুত পাঠানো উচিত স্থলবাহিনীর সঙ্গে নৌবাহিনীর রণক্রিয়ার সমন্বয় সাধনের এবং সৈন্য, সাজ-সরঞ্জাম, বিশেষতঃ ট্যাংক দিয়ে ফ্রন্টগুলিকে আরো শক্তিশালী করার ব্যবস্থা করার জন্য।

পরিকল্পনায় নির্ধারিত যুদ্ধের তারিখটি এগিয়ে আনা এবং যে ক্রমে প্রথম দূরপ্রাচ্য ফ্রন্ট যুদ্ধে নামবে সে বিষয়ে ভ্যাসিলেভস্কির প্রস্তাব জেনারেল স্টাফ খুঁটিয়ে বিচার করল এবং গাণিতিকভাবে পরীক্ষা করল। এইসব হিসেবের ভিত্তিতে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স পরিকল্পনার দুটি সংস্করণ ঘটনাবলীর সম্ভাব্য বিকাশের তুলনা করলেন। পরিশেষে ৯-১০ আগস্ট যুদ্ধ শুরুর ভ্যাসিলেভস্কির প্রস্তাবটি গ্রহণ করা হল। কিন্তু প্রথম দূরপ্রাচ্য ফ্রন্ট কর্তৃক অভিযান করার চিন্তাটি জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স বাতিল করলেন। এই আশঙ্কা ছিল যে যত শক্তিশালী-ই হোক না কেন অগ্রবর্তী ইউনিটগুলি পাঁচ থেকে সাতদিন একাকী লড়তে পারবে না। অগ্রবর্তী বাহিনীগুলির সাফল্যকে কাজে লাগাতে হবে তৎক্ষণাৎ মূল বাহিনীকে নামিয়ে দিয়ে।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর সিদ্ধান্ত তৎক্ষণাৎ ভ্যাসিলেভস্কিকে জানিয়ে দেওয়া হল। সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক অবশ্য ৭ই আগস্ট ১৬·৩০ মিঃ-এর আগে নির্দেশনামাটিতে সই করলেন না। নির্দেশনামাটি ফ্রন্টগুলির উপরে পূর্বে ন্যস্ত দায়িত্ব আবার অনুমোদন করল। বিমানবাহিনীকে সমস্ত ফ্রন্টে যুদ্ধ শুরু করতে হবে ৯ই আগস্ট সকালে। সেই সকালবেলাতেই ট্রান্স বৈকাল ফ্রন্ট ও প্রথম দূরপ্রাচ্য ফ্রন্টের স্থলবাহিনীগুলিকে সীমান্ত অতিক্রম করতে হবে। দ্বিতীয় দূরপ্রাচ্য ফ্রন্ট মার্শাল ভ্যাসিলেভস্কির নির্দেশ অনুযায়ী যুদ্ধ শুরু করবে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবহরকে সতর্ক করে দেওয়া হল। ৯ই আগস্ট ডুবো জাহাজগুলিও বিমানবাহিনীর সঙ্গে একযোগে যুদ্ধে নেমে পড়ল।

এই সময় দুঃস্বপ্নের মত যে প্রকৃত জরুরী ব্যাপারটি ঘটেছিল তার কথা মনে পড়ে।

যুদ্ধ শুরু হবার আক্ষরিক অর্থেই, কয়েকদিন আগে, সঠিকভাবে বলতে গেলে ... আগস্ট, প্রভাতী ডাকে আসা কাগজপত্রের মধ্যে আমি একখানা ছোট চিঠি

গেলাম যা আমার কাছে পাঠানো হয়েছে সামরিক সংবাদপত্র "রেড স্টার" থেকে। এটা স্বাভাবিক পথেই সংবাদপত্রটার কাছে পৌছেছিল এবং বাইরে থেকে পাঠকদের শত শত চিঠির সঙ্গে তার কোনই পার্থক্য নেই। অবশ্য প্রথম লাইনটি পড়েই আমরা হতবাক হয়ে গেলাম। মনে হল ঠিক যে মুহূর্তে যখন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ, পরিকল্পনাগুলি সম্পূর্ণ পাকা, সময় নির্ধারিত এবং মার্শাল ভ্যাসিলেভস্কি ও ফ্রন্ট অধিনায়কেরা দিনরাত বাহিনীগুলিকে তাদের যাত্রারম্ভের অবস্থানগুলিতে নিয়ে আসছেন, ঠিক তখনই খবর এলো যে সর্বাধিক গোপনীয় এই সব বিষয়ের খবর শত্রুর কবলে পড়তে পারে, অথবা ইতিমধ্যেই পড়ে গেছে।

আমাদের অপরিচিত সংবাদদাতা, যিনি পেত্রভ বলে নিজের নাম সই করেছেন তিনি লিখেছেন:

"এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতি আমাকে, একজন বৃদ্ধ মানুষকে, বাধ্য করেছে আপনাকে এই চিঠি লিখতে। জুলাই মাসের শেষদিকে কোন একটি সর্বসাধারণের জায়গায় যেখানে সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন জনাবিশেক লোক উপস্থিত ছিল সেখানে লেফটেন্যান্ট-কর্নেল পদের লাল ফৌজের এক অফিসার নিজেকে নিয়ে খুব অহংকার করছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে এমন সব কথা উদ্ঘাটিত করছিল যা সম্ভবতঃ সামরিক ও রাষ্ট্রীয় গুপ্তকথা। তার পদবী পোলাব কিংবা গোলাব, নাম ও বংশনাম হল নিকোলাই আইভানোভিচ। জাহির করা হয়েছে যে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের একটা জোর প্রস্তুতি চলেছে এবং জাপানের বিরুদ্ধে সামরিক ক্রিয়াকলাপ চালাবার জন্য মার্শাল ভ্যাসিলেভস্কির নেতৃত্বে অফিসারদের একটি দলকে দূরপ্রাচ্যে পাঠান হচ্ছে..."

পত্রলেখক এর পরে এই অসতর্ক বক্তাকে উচিত শিক্ষা দেবার কথা বলেছেন: "তাকে সমঝে দেওয়া দরকার যে আমাদের অর্থাৎ সাধারণ মানুষের কাছে, দেশের স্বার্থ এই যুবকের মঙ্গলের চেয়ে বেশ অনেক প্রিয়। নমস্কারান্তে, পেত্রভ।"

তদন্ত শুরু হল। যে লোকটির কথা পেত্রভ বলেছেন তাকে অচিরেই আবিষ্কার করা গেল। দেখা গেল ভ্যাসিলেভস্কির স্টাফ-এ কাজ করার জন্ত যে অফিসারদের নির্বাচিত করা হয়েছিল সে তাদেরই একজন। একথাও সংবিত হল যে এই অফিসারটি লোকসমক্ষে চড়া গলায় তার চিফ, যিনি তাঁর কাজের মাধ্যমে দূরপ্রাচ্যের হাই কম্যাণ্ডের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যুক্ত এমন একজন জেনারেল এবং জাপানের

বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্ম সোভিয়েত সর্বোচ্চ হাই কম্যাণ্ড-এর গৃহীত কতকগুলি ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথাই বলেছে।

তাকে অবশ্য প্রধান সেনাপতির বা অন্য কোনও স্টাফ-এ কাজ চালিয়ে যেতে দেওয়া হল না। তাকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হল। স্তালিনকে এ বিষয়ে জানান হল না।

চিঠিখানা আমাদের হতাশ এবং উৎসাহিত দুটোই করল। একদিকে কর্মী নির্বাচন ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে আমাদের মারাত্মক ভুলকে তা উদঘাটিত করল, অন্যদিকে তা দেখিয়ে দিল যে কোটি কোটি সোভিয়েত নাগরিক নজর রেখেছে যাতে সামরিক গোপনীয়তা বজায় থাকে। ভাগ্যক্রমে, এই অসাবধানী বক্তা যে খবর ফাঁস করেছিল তা সম্ভবতঃ যে দলের কথা পেত্রভ লিখেছিল তার গণ্ডী পেরোয়নি। অন্ততঃপক্ষে শত্রুর কাছে তা পৌছায়নি।

শূন্য ঘণ্টা এগিয়ে আসছে। আমরা তখনো মাঞ্চুরিয়ায় জাপানী বাহিনীর সংখ্যাবৃদ্ধি নিয়ে উদ্বিগ্ন আছি কিন্তু গোয়েন্দারা আর কোন বিপদের খবর দিল না, তাই আমাদের আশা করার কারণ রইল যে আমাদের প্রবঞ্চিত করে উদ্যোগ নিয়ে নেবার সময় শত্রু পাবে না।

এই সময়টা চিহ্নিত হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা সংঘটিত এক বর্বর কাজের জন্য, এটি ঘটল সমস্ত সাধারণ বুদ্ধি ও সামরিক প্রয়োজনকে নস্যাৎ করে। ৬ই আগস্ট প্রথম আণবিক বোমাটি বর্ষিত হল হিরোশিমার উপর এবং দুদিন পরে আরেকটি ভস্মীভূত করল নাগাসাকিকে। শহরটি যে যন্ত্রণা ভোগ করল তা বর্ণনাতীত।

আণবিক বোমাবর্ষণ অবশ্য জাপানের যুদ্ধ চালিয়ে যাবার ক্ষমতা এবং আমাদের সমর পরিকল্পনার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে নি।

৮ই আগস্ট সোভিয়েত সরকার মস্কোস্থ জাপানী রাষ্ট্রদূতকে এই মর্মে একটি উদ্দেশ্যমূলক বিবৃতি দিলেন যে ৯ই আগস্ট থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজেকে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধরত অবস্থায় বলে মনে করবে। একই সময় সোভিয়েত দূর-প্রাচ্যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হল।

৯ই আগস্ট স্থানীয় সময় ০০-১০টায় ট্রান্সবৈকাল রণাঙ্গনে অগ্রবর্তী ইউনিটগুলি যুদ্ধ আরম্ভ করল। সাড়ে চার ঘণ্টা পরে মূল বাহিনীগুলি আক্রমণ শুরু করল এবং

খুবই সামান্য বাধার সম্মুখীন হল।

প্রথম দূরপ্রাচ্য ফ্রন্টের বাহিনীগুলি সীমান্ত অতিক্রম করল ভোর একটায়। ৩৯শ ফৌজের এলাকায়, যে দক্ষিণ পার্শ্বে রণক্রিয়া করছিল, যেখানে অভিযানের সূত্রপাত হল ১৫ মিনিটের কামান আক্রমণ দিয়ে। আক্রমণের মূল লাইনে, অবশ্য, প্রথম লাল পতাকা ও ৫ম ফৌজ কোন গোলন্দাজী প্রস্তুতি ছাড়াই আক্রমণ শুরু করল (প্রিমোরির উপরে যে বজ্র-বিদ্যুৎ-ঝড় চলছিল তা না হলে বন্যা হতে পারত পূর্ব নৈঃশব্দের মধ্যে)। এই আঘাত শত্রুর বিস্ময় উৎপাদন করল এবং দিনের শেষে প্রথম দূরপ্রাচ্য ফ্রন্ট দশ কিলোমিটার, কোন কোন জায়গায় তার বেশি শত্রুর এলাকায় ঢুকে পড়ল। ৫ম ফৌজের এলাকায় সীমান্তের ওপরে প্রতিরোধের ভলিনস্কি কেন্দ্রটি দখল করা হল। বামপার্শ্বের ২৫শ ফৌজও সাফল্যের সঙ্গে অগ্রসর হল।

দুই ফ্রন্টের সমকেন্দ্রাভিমুখী অভিযানটি হল আগাগোড়া নিখুঁত সমলয়ে। জাপানীরা আলাদাভাবে সেনাদলগুলির সঙ্গে মোকাবিলা করার কোন সুযোগই পেল না। তাদের প্রতিরক্ষার নানা জায়গায় চিড় ধরছিল এবং আর মাত্র কয়েকদিন দরকার ছিল বিরাট সেই সাঁড়াশী অগ্রগতির সমাপ্তির জন্য যা কোয়ানটুং বাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

দ্বিতীয় দূরপ্রাচ্য ফ্রন্টের অভিযানও শুরু হল ৯ই আগস্ট ভোর একটায়। অন্যান্য ফ্রন্টের সঙ্গে এরও সম্পূর্ণ কার্যকরী সমলয় হল। ১৫শ ফৌজের অগ্রবর্তী ইউনিটগুলি এবং সীমান্ত রক্ষীরা আমুর অতিক্রম করল। তাদের কাজ ছিল দ্বীপপুঞ্জ এবং অপরতীরের কতকগুলি সেক্টর দখল করা। তারা চমৎকারভাবে এটি সম্পন্ন করল এবং বাহিনীর মূল সৈন্যদলগুলি তারপরে নদী দখলে উদ্যত হল।

৫ম স্বয়ম্ভর কোর-এর এলাকাতেও প্রায় একইভাবে ঘটনাবলীর বিকাশ ঘটল, তারা উসুরী দখল করল।

আমুর লাল পতাকা ক্ষুদ্র জাহাজবহরের জাহাজগুলি সুঙ্গারীর মুখে প্রবেশ করল এবং একটি জাপানী দুর্গান্বিত অঞ্চলে যুদ্ধে রত হল। কর্মী টর্পেডোগুলি তাদের প্রথম আঘাত হানল প্রশান্ত মহাসাগরে শত্রু জাহাজের উপর।

বিমানবহর ও তার পারামত্ত জাপানী বাহিনীও অন্যান্য সামরিক লক্ষ্যবস্তুগুলিকে আক্রমণ করল।

সব জায়গাতেই চমৎকারভাবে শুরু হল।

এখন জেনারেল স্টাফের প্রধান চিন্তা হল যাতে অভিযানের গতি কোনভাবে শ্লথ না হয়। শত্রুকে সামলে নেবার এবং দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তোলবার কোন সুযোগ অবশ্যই দেওয়া চলবে না।

আমাদের বাহিনীগুলির যে অগ্রগতি ঘটছিল তাতে আমাদের উদ্বেগের কোন কারণ ছিল না। ১২ই আগস্ট নাগাদ ৬ষ্ঠ রক্ষী ট্যাংক ফৌজের মূল সম্পত্তি বৌর বৃহৎ খিনগান অতিক্রম করল এবং বেরিয়ে এল মাঞ্চুরিয় সমভূমিতে। প্রধান একটা প্রাকৃতিক বাধা যেখানে জাপানীরা একটা দৃঢ় প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে পারে সেটি ইতিমধ্যেই আমাদের পেছনে পড়ে গেছে। এখন মাঞ্চুরিয়ার কেন্দ্রস্থলে "১নং লক্ষ্য", তখন মুকদেনের এই নাম দেওয়া হয়েছিল, যাওয়া পর্যন্ত এই গতি বজায় রাখতে হবে। মুকদেনের পতনে মাঞ্চুরিয়ায় জাপানীদের সব প্রতিরোধ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।

দূরপ্রাচ্য রণাঙ্গনগুলিতেও চমৎকার অগ্রগতি হচ্ছিল। প্রিমোরিতে আমাদের পদাতিক বাহিনী একটার পর একটা শত্রুর সুরক্ষিত অঞ্চলগুলি জয় করে নিচ্ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিরোধ কেন্দ্রগুলির পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাতে অভিযানের গতি স্তিমিত না হয়।

জাপানী সরকার কৌশল খাটাতে চাইল। ১৪ই আগস্ট, সোভিয়েত বাহিনী যখন, তাইগা, পর্বতশ্রেণী এবং মরুময় স্তেপভূমি প্লাবিত করে মাঞ্চুরিয় সমভূমির উপর দিয়ে চলেছে তখন সে পটাসডাম ঘোষণাকে মেনে নেওয়া এবং মিত্রপক্ষের কাছে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণের ইচ্ছার কথা ঘোষণা করল। কিন্তু এই ঘোষণার অনুসরণ করে কোয়ানটুং অথবা অন্য কোন বাহিনীর কাছে কোন আদেশ গেল না। ফ্রন্টগুলি থেকে আসা রিপোর্টগুলিতে দেখা গেল যে জাপানী বাহিনীগুলি তখনো প্রতিরোধ করছে।

- জেনারেল স্টাফ সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ককে পরিস্থিতির রিপোর্ট করা হল। স্তালিন বেশ শান্তভাবে খবরটিকে নিলেন এবং আমাদের আদেশ দিলেন রণাঙ্গনের প্রকৃত পরিস্থিতির একটা ব্যাখ্যা সংবাদপত্রে প্রকাশ করতে, আর বাহিনীগুলিকে নির্দেশ দিতে যতক্ষণ শত্রুর বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ কার্যকরী না হয় ততক্ষণ যেন তারা লড়াই চালিয়ে যায়।

১৬ই আগস্ট সংবাদপত্রগুলি আন্তোনভের মন্তব্যসহ একটি বিবৃতি প্রকাশ করল। সোভিয়েত জেনারেল স্টাফের প্রধান ব্যাখ্যা করলেন যে জাপানী সম্রাটের বিনাশর্তে আত্মসমর্পণের ঘোষণা একটা সাধারণ ঘোষণা মাত্র। "এখনো পর্যন্ত বৈরিতা বন্ধের কোন আদেশ বাহিনীর উপর জারী হয় নি, জাপানী সেনাবাহিনী প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছে। জাপানী সশস্ত্রবাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে এটা তখনই বিবেচনা করা হবে যখন জাপানের সম্রাট তাঁর বাহিনীর প্রতি বৈরিতা বন্ধ ও অস্ত্র পরিত্যাগের আদেশ জারী করবেন এবং সে আদেশ বাস্তবে পালিত হবে..."

ইতিমধ্যে পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের অভিযান চলল। আমাদের অগ্রগতির স্রোতকে রুদ্ধ করতে না পেরে কোয়ানটুং বাহিনীর কম্যাণ্ড তার সৈন্যদের যুদ্ধ বন্ধ করার নির্দেশ দিতে বাধ্য হল। কিন্তু এই স্তরে পর্যন্ত চালাকি ছিল। এই নির্দেশে সৈন্যদের বন্দিত্ব স্বীকার করে নেওয়া সম্পর্কে একটি কথাও বলা হল না। পরে জেনারেল উয়েমুরা বলেছেন, বাহিনীগুলির কাছে যে বয়ান পাঠান হয়েছিল তা ছিল এই: "সম্রাটের ইচ্ছায় বৈরিতা বন্ধ করতে হবে।" অতিরিক্ত একটি কথাও ব্যাখ্যার জন্য নেই, যদিও তথাকথিত সামুরাই ঐতিহ্য অনুসারে জাপানী অফিসার ও সৈন্যরা বহু বছর ধরে শিক্ষা পেয়ে এসেছে নিজেদের বন্দী হতে না দিতে। স্বাভাবিকভাবেই বন্দিত্ব এড়ানর জন্য তারা প্রতিরোধ চালাল। উপরন্তু, কতকগুলি সেক্টরে এমন কি পাল্টা আক্রমণ চলল।

১৭ই আগস্ট দূরপ্রাচ্যের সোভিয়েত বাহিনীর প্রধান সেনাপতি কোয়ানটুং বাহিনীর সেনাপতির কাছে বেতার মারফৎ সুনির্দিষ্ট দাবী জানালেন সমস্ত জাপানী গ্যারিসনকে অস্ত্র পরিত্যাগ ও বন্দিত্ব বরণ করার আদেশ জারীর জন্য। ফাঁকি দেবার জন্য আর কোন কৌশলের সুযোগ ছিল না। সেই দিনই জাপানী কম্যাণ্ড আত্মসমর্পণের আদেশ জারী করল এবং কথাটা মার্শাল ভ্যাসিলেভস্কিকে জানিয়ে দিল। তবে এমনকি তারপরেও মাঞ্চুরিয়ার নানা অংশে যুদ্ধ চলল এবং কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ ও সাখালিনে অনেক তীব্রতার সঙ্গে যুদ্ধের আগুন জলে উঠল।

সত্যিকারের আত্মসমর্পণকে কার্যকরী করা এবং অনর্থক রক্তপাত বন্ধ করার জন্য ঠিক হল যে শত্রুর লাইনের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলিতে—হারবিন, কিরিন, মুকদেন, চ্যাঙচুন এবং মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়ার আরো কতকগুলো নগরে বিমান-

বাহিত সৈন্য নামান হবে।

১৮ই আগস্ট ১৭'০০ টায় ১২০ জন বিমানবাহিত সৈন্যের প্রথম দলটিকে নিয়ে লেফটেন্যান্ট কর্নেল আবেলিনের নেতৃত্বে হুরোল থেকে বিমান রওনা হল হারবিন-এর দিকে। এই বাহিনীর দায়িত্ব ছিল বিমান বন্দরটি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সামরিক সংস্থাগুলিকে দখল করা, সুঙ্গেরীর উপরকার সেতুগুলিকে রক্ষা করা এবং যতক্ষণ না প্রথম দূরপ্রাচ্য ফ্রন্টের মূল বাহিনীগুলি এসে পড়ে ততক্ষণ সেগুলির দখল কায়েম রাখা। বিমানবাহিত বাহিনীর প্রথম স্তরটির সঙ্গে ছিলেন ফ্রন্টের ডেপুটি স্টাফ প্রধান মেজর-জেনারেল জি. এ. শেলাকভ, যাঁকে সমর পরিষদের বিশেষ প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়েছিল। তাঁর দায়িত্ব ছিল হারবিন-এর জাপানী বাহিনীর কম্যাণ্ডের কাছে আত্মসমর্পণের চরমপত্র হাজির করা এবং তাদের কাছে শর্তগুলি নির্দেশ করা। শহরের পরিস্থিতি সেখানকার সোভিয়েত বাণিজ্য দূতাবাস সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন সংবাদ আমাদের কাছে ছিল না। মোটমাট যা আমরা জানতাম তা হল কোয়ানটুং বাহিনীর প্রথম ফ্রন্টের মূল বাহিনীগুলি মুতান্‌ঘিয়াঙ-এ পরাজিত হবার পর শেষ উপায় হিসেবে হারবিন-এ হাজির হয়েছে। তারা সেখানে একটা বেশ উল্লেখযোগ্য শক্তির সৃষ্টি করেছে।

তা সত্ত্বেও সোভিয়েত বিমানবাহিত দল হারবিন বিমানবন্দরে ১৯'০০ টায় অবতরণ করল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে তা সম্পূর্ণ দখল করল। অবিলম্বে কোয়ানটুং বাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল হাতা একদল অফিসার সঙ্গে নিয়ে বিমানবন্দরে এলেন। তিনি আমাদের বিশেষ প্রতিনিধির কাছে ঘোষণা করলেন যে হারবিনের জাপানী ইউনিটগুলি বিপর্যস্ত এবং তার উপর সদর দপ্তরের নিয়ন্ত্রণ খুব সামান্যই। শেলাকভ তাদের বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ দাবী করলেন এবং এই চরমপত্রটি দিলেন:

"১। নিরর্থক রক্তপাত এড়ানোর জন্য সোভিয়েত কম্যাণ্ড অবিলম্বে প্রতিরোধ বন্ধ ও সংগঠিতভাবে যুদ্ধবন্দী হিসাবে আত্মসমর্পণ করার জন্য প্রস্তাব করছে; এই উদ্দেশ্যে হারবিন অঞ্চলের সেনাবাহিনীগুলির রণ ও সংখ্যাগত শক্তি সম্পর্কে দু'ঘণ্টার মধ্যে তথ্যাদি হাজির করতে হবে;

"২। তারা যদি স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে তবে কোয়ানটুং বাহিনীর সেনাপতি ও অফিসারদের, সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের বিশেষ নির্দেশ সাপেক্ষে, তাদের তরবারি রাখতে এবং নিজেদের আস্তানায় থাকতে অনুমতি দেওয়া হবে;

"৩। অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, ভাঁড়ার, ঘাঁটিগুলি এবং সোভিয়েত বাহিনীর আবির্ভাবের সময় পর্যন্ত যাবতীয় মাল ও সাজসরঞ্জাম অর্পণের কাজ সংগঠিত করা এবং তা রক্ষা করার পূর্ণ দায়িত্ব জাপানী কর্তৃপক্ষের ;

"৪। সোভিয়েত বাহিনী উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত হারবিন নগরী ও তার সন্নিহিত জেলাগুলির শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব জাপানী ইউনিটগুলির, সেই উদ্দেশ্যে জাপানী অফিসারদের অধীনে সশস্ত্র কিছু অধস্তন ইউনিট রাখতে দেওয়া হবে।

"৫। হারবিন ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির প্রধান নির্মাণ বস্তুগুলি, যেমন, বিমানবন্দর, সুঙ্গেরী নদীর উপরকার সেতু, রেলজংশন, টেলিগ্রাফ, ডাকঘর, ব্যাংক এবং অন্য গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাগুলিকে বিমানবাহিত বাহিনীর ক্ষুদ্র ইউনিটগুলি অবিলম্বে দখল করবে ;

"৬। মাঞ্চুরিয়া অঞ্চলে সমগ্র কোয়ানটুং বাহিনীর নিরস্ত্রীকরণ ও আত্মসমর্পণ সম্পর্কে একমত হবার উদ্দেশ্যে আমি প্রস্তাব করি যে কোয়ানটুং বাহিনীর চিফ অব স্টাফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল হাতা, হারবিনে জাপানী বাণিজ্যদূত এফ. মিয়াকাওয়া এবং জাপানী কর্তৃপক্ষ যাঁদের প্রয়োজন বোধ করেন এমন অন্য যে কোন ব্যক্তি ১৯শে আগস্ট ০৭'০০ টায় আমাদের বিমানবাহিত বাহিনীর বিমানে উড়ে যাবেন প্রথম দূরপ্রাচ্য ফ্রন্টের পরিচালন ঘাঁটিতে।"

"প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রস্তুত"-এর জন্য হাতা তিনঘণ্টা সময় চাইলেন। তাঁর অনুরোধ মেনে নেওয়া হল।

২৩'০০ টায় ৪র্থ স্বয়ন্তর জাপানী ফৌজের অধিনায়ক মাঞ্চুরিয়ায় সমস্ত জাপানী বাহিনীর আত্মসমর্পণ, সেনাপতিদের ভূমিকা এবং হারবিন গ্যারিসনের সংখ্যাগত শক্তির খবর প্রভৃতি বিষয়ে একটি আদেশ জারী করল। ইতিমধ্যে জি. এ. শেলাকভ সোভিয়েত বাণিজ্য দূতাবাসে রয়েছেন, আমাদের বাণিজ্যদূত জি. আই প্যাভলিচেভও সেখানে। শহরের সব সেতু এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণগুলি আমাদের বিমানবাহিত বাহিনী অধিকার করে নিয়েছে।

১৯শে আগস্ট হাতা, মিয়াকাওয়া এবং তাঁদের সঙ্গী সেনাপতি ও অফিসারদের মেরেৎস্কভ-এর পরিচালন ঘাঁটিতে নিয়ে আসা হল। দূরপ্রাচ্যে সোভিয়েত বাহিনীগুলির প্রধান সেনাপতিও উপস্থিত হলেন এবং ব্যক্তিগতভাবে জাপানীদের কোয়ানটুং বাহিনীর আত্মসমর্পণের পদ্ধতি সম্বন্ধে নির্দেশ দিলেন। আত্মসমর্পণ ও নিরস্ত্রীকরণ ২০শে আগস্ট ১২'০০ টার মধ্যে আরম্ভ হবে।

এইসব 'কথাবার্তা' যখন এগিয়ে চলেছে তখন সোভিয়েত বিমানবাহিত

ফৌজগুলি মাঞ্চুরিয়ার আরো কয়েকটি বিন্দুতে নেমে পড়ল।

১৯ আগস্ট উষাকালে বিশেষ প্রতিনিধি কর্নেল আই. টি. আর্তিওমেংকো সোজা উড়ে এলেন ট্রান্স-বৈকাল ফ্রন্ট থেকে চ্যাঙচুন-এ, যেখানে কোয়ানটুং বাহিনীর সদর দপ্তরটি অবস্থিত ছিল। তার কাজ ছিল চ্যাঙচুন গ্যারিসন ও শহরের আশপাশের অন্য সব জাপানী বাহিনীর আত্মসমর্পণ গ্রহণ করতে। পাঁচটি লড়াকু বিমানের সহযাত্রী রক্ষীদের বাদ দিলে কর্নেলের সঙ্গে ছিল পাঁচজন অফিসার ও ছয়জন লোক।

তাঁরা অপ্রত্যাশিতভাবে চ্যাঙচুন কেন্দ্রীয় বিমানবন্দরের উপরে এসে উপস্থিত হলেন যেখানে প্রায় শ'তিনেক শত্রু বিমান দাঁড়িয়ে ছিল। তারা কয়েকটা চক্কর দিয়ে অবতরণ করার জন্য একত্র হতে লাগল। সোভিয়েত বিমান রানওয়ে দখল করল এবং কিছুক্ষণ বিমানবন্দরটি বন্দুক দিয়ে আচ্ছাদন করে রইল। যখন নিশ্চিন্ত হলেন যে কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই তখনই কেবল আর্তিওমেংকো বিমান-বাহিত ফৌজের ঐকমত্য সংকেতটি দিলেন চ্যাঙচুন-এ নেমে পড়ার জন্য, নিজেও তিনি বেরিয়ে পড়লেন কোয়ানটুং বাহিনীর অধিনায়কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

ইয়ামাদার অফিসে একটি সম্মেলন চলছিল। কর্নেল আর্তিওমেংকো এতে বাধা দিয়ে অবিলম্বে ও নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের একটি দাবীপত্র জাপানীদের পেশ করলেন। সেনাপতি কোন উত্তর দিলেন না। যখন আমাদের বোমারু ও সৈন্যবাহী যানগুলি শহরের উপরে এসে পড়ল কেবল তখনি তিনি তাঁর বাক্‌শক্তি ফিরে পেলেন। তিনি তখন চেষ্টা করলেন তাঁর নিজের কিছু শর্ত আরোপ করতে। নির্দেশ অনুসারে কর্নেল আর্তিওমেংকো এগুলি সরাসরি অগ্রাহ্য করলেন এবং অবিলম্বে আত্মসমর্পণের জন্য জিদ করলেন। জাপানী সেনাপতি হলেন প্রথম যিনি তরবারি খুলে বিশেষ প্রতিনিধিকে সমর্পণ করলেন, এভাবে তিনি নিজেকে সোভিয়েত ফৌজের একজন বন্দী হিসেবে স্বীকার করে নিলেন। অফিসের অন্য সব জাপানী সেনাপতি তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলেন।

১১'০০ টা নাগাদ 'সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর' রক্ষী মেজর পি. এন. আভ্রামেংকো পরিচালিত সমগ্র বিমানবাহিত সৈন্যবাহিনী বিমান বন্দরে অবতরণ করেছিল। এর অন্তর্ভুক্ত ছিল ৩০০শ রক্ষী স্বয়ংক্রিয় ব্রিগেডের অফিসার ও লোকজন। বিমানবাহিত সৈন্যেরা শত্রুর বিমানবন্দর রক্ষীদের নিরস্ত্র করল,

সার্বিক প্রতিরক্ষার দায়িত্ব নিয়ে নিল এবং জাপানী-মাঞ্চুরিয় বাহিনীকে নিরস্ত্র করতে শুরু করল।

ইয়ামাদার অফিসেও ঘটনাবলী তার আপন পথে চলছিল। জাপানী সেনাপতি ও মাঞ্চুকুয়োর প্রধানমন্ত্রী চ্যাঙচুন গ্যারিসনের আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করছিলেন।

১৯শে আগস্ট সন্ধ্যায় কোয়ানটুং বাহিনীর সদর দপ্তরে উড্ডীন জাপানী পতাকা নামিয়ে দিয়ে তার জায়গায় একটি সোভিয়েত পতাকা তোলা হল। বিমানবাহিত সৈন্যবাহিনীর ইউনিটগুলি রেল জংশন, ব্যাংক, ডাকঘর, বেতার কেন্দ্র এবং টেলিগ্রাফ দখল করল। শত্রু বাহিনী শহর ত্যাগ করল। ২০শে আগস্ট সকালে ৬ষ্ঠ রক্ষী বাহিনীর অগ্রবর্তী ইউনিটগুলি চ্যাঙচুন-এ প্রবেশ করল।

১৯শে আগস্ট ১৩·১৫ টায় এই বাহিনীর ২২৫ জন দুঃসাহসী অফিসার ও সৈন্যের এক বাহিনী মুকদেনে অবতরণ করল। তাদের সঙ্গে বিশেষ প্রতিনিধি ছিলেন ট্রান্স-বৈকাল ফ্রন্ট স্টাফ-এর রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান মেজর-জেনারেল এ. ডি. প্রিতুলা।

চ্যাঙচুন-এর তুলনায় ঘটনাবলী কিছু ভিন্ন পথ নিল। বিমানবাহিত সৈন্যদের সঙ্গে দেখা হল মাঞ্চুকুয়ো সম্রাটের একজন প্রতিনিধি এবং মুকদেন গ্যারিসনের অধিনায়কের সঙ্গে। বিমানবন্দরের বাড়িগুলি খানাতল্লাসীর সময় তাদের একটিতে অপ্রত্যাশিতভাবে আবিষ্কৃত হলেন "সম্রাট" পিউ ই স্বয়ং।

ঘটনাচক্রে তিনি মুকদেনে আটকা পড়ে গেছেন। তাঁর প্রভুরা তাঁকে আদেশ দিয়েছিল জাপানে তাদের কাছে হাজির হবার জন্য, কিন্তু উপযুক্ত কোন বিমান পাওয়া যায়নি, ফলে "সম্রাট" এবং তাঁর দলবল তখনো একখানা বিমানের জন্য বিমান বন্দরে অপেক্ষা করছিলেন, ইতিমধ্যে আমাদের বাহিনী এসে পড়ে।

তৎক্ষণাৎ পিউ ই প্রার্থনা জানালেন যেন তাঁকে জাপানীদের হাতে তুলে দেওয়া না হয়, তারপর জাপানী দখলদারীর সময় স্থানীয় লোকদের উপর যে অত্যাচার চলেছে তা নিয়ে মায়া-কান্না কাঁদলেন এবং পরিশেষে আমাদের বিশেষ প্রতিনিধির হাতে এই মৌলিক বিবৃতিটি অর্পণ করলেন: সোভিয়েত ইউনিয়নের জেনারেলিসিমাস স্তালিনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবশতঃ আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতার ভাব প্রকাশ করছি এবং হিজ এক্সেলেন্সীর স্বাস্থ্য কামনা করছি।"

মুকদেনের পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত জটিল। ১৭০০০০০ অধিবাসীর মধ্যে জাপানীর (যে সৈন্যরা শহরে ছুটে এসেছিল তাদের হিসেবে না ধরে)

সংখ্যা ৭০০০০ এবং প্রায় ১৫০০ শ্বেত রুশ দেশান্তরী। জার্মান বাণিজ্য দূতাবাস, এমন কি নাৎসী সংগঠনগুলির "ফুয়েরার" তখনো শহরে সক্রিয়। ১৮০টি নানা ধরনের শিল্পসংস্থা, যার মধ্যে বিমান ও ট্যাংক মেরামতি কারখানাও আছে, পুরোপুরি কার্যরত অবস্থায় রয়েছে। তাদের জাপানী মালিকেরা পালিয়েছে।

এমনি এক শহরের শাসন ২২৫ জন বিমানবাহিত সৈন্যের ক্ষমতার সম্পূর্ণ বাইরে। পরদিন বাড়তি সৈন্য এসে গেল তবু মুকদেনে সোভিয়েত গ্যারিসনে লোক দাঁড়াল মাত্র এক হাজার আর তার কাজ হল ৫০০০০ জাপানীকে নিরস্ত্র করা। কোন ঘটনা ঘটেনি তবে উদ্বেগ ও উত্তেজনা ছিল অতিমাত্রায়। মেজর-জেনারেল কোভতুন-স্তায়কেভিচ-এর পরিচালনায় একটি সোভিয়েত কম্যাণ্ডাণ্ট-এর অফিস স্থাপিত হল ২০শে আগস্ট। তাঁর ১নং আদেশ বলে তিনি শহরের আইন ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনলেন।

এই পরিস্থিতিতে কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেনি এমন নয়। আমাদের বাহিনী মুকদেন দখল করার পর দ্বিতীয় দিনে একটি মার্কিন বিমান শহরের কেন্দ্রস্থলের উপরে হাজির হল এবং জাপানী বাহিনীর উদ্দেশ্যে চীনের মার্কিন বাহিনীর অধিনায়কের একটি আবেদন সম্বলিত পুস্তিকা ছড়াল। আবেদনে বলা হয়েছে মার্কিন সমর কর্তৃপক্ষ মিত্রবাহিনীর অফিসার ও সৈন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে যারা জাপানীদের বন্দী এবং তারা তদের প্রতিনিধিদের মুকদেন বিমানবন্দরে অবতরণ করাতে চায়। একথা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে এই প্রতিনিধিদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই। যদি জাপানীরা রাজি হয় তবে তাদের একখানা সাদা কাপড় বিছিয়ে দিতে হবে। আমাদের সৈন্যেরা একখানা সাদা কাপড় বিছিয়ে দিল। মার্কিন বিমান অবতরণ করল। তারপর, নবাগতদের সে যে কি বিস্ময় যখন তাদের সঙ্গে সোভিয়েত বাহিনীর লোকদের দেখা হল।

আমাদের মহাভুলও কিছু ঘটেছে। শহরে যা পরিস্থিতি তাতে পিউ ই এবং তার দলবলের নিরাপত্তার গ্যারান্টি কেউ দিতে পারে না। কোনরকম অপ্রীতিকর বিস্ময় এড়ানোর জন্য বিমানবাহিত সৈন্যেরা "সম্রাট"কে ফাটকে বন্দী করে কড়া পাহারায় রাখাটাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ বলে বিবেচনা করেছিল। একথা যখন ভ্যাসিলেভস্কিকে জানান হল তিনি তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তারের এই সিদ্ধান্ত বাতিল করে আদেশ জারী করলেন এবং এই ধরনের ব্যক্তিদের সঙ্গে কেমন আচরণ করতে হয় সবার কাছে তা ব্যাখ্যা করার জন্য আদেশ দিলেন।

আমার পক্ষে একথা বলা কঠিন যে এই ধরনের আর কিছু অন্যান্য বিমান-বাহিত লড়াইয়ের ক্ষেত্রে ঘটেছিল কিনা। তবে আমি এটা সত্য বলে জানি যে সমস্ত বিমানবাহিত সৈন্যদল কোয়ানটুং বাহিনীর আত্মসমর্পণকে ত্বরান্বিত করার দায়িত্ব নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করেছে। তাদের নিঃস্বার্থ শৌর্য, অনাবিল দুঃসাহস দিয়ে সোভিয়েত বিমানবাহিত সৈন্যেরা সর্বত্র জাপানী সমরবিভাগের উপর এক বিরাট নৈতিক ছাপ ফেলেছিল। নির্ভীক ও দক্ষ তারা শিল্পোদ্যোগ-গুলিকে, শক্তিকেন্দ্র, যোগাযোগ ব্যবস্থা, রেল ও বহু সামরিক নির্মাণকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছে, শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা সম্ভব করেছে এবং বহু রাজনৈতিক চতুরতা ও বিপজ্জনক প্রয়াসকে রোধ করেছে।

মাঞ্চুরিয়ার জাপানী বাহিনীগুলি অস্ত্রত্যাগ আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে শত্রু যে-সব জায়গায় আত্মসমর্পণ করেছে সেখানেও বৈরিতা বন্ধ করতে হবে। কিন্তু সোভিয়েত ফৌজ ও ডিভিশনগুলি তাদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলল, তাদের সামনে লড়াই করে চলেছে শক্তিশালী অগ্রবর্তী ইউনিটগুলি। মূল বাহিনী তাদের পিছনে, কার্যতঃ, শত্রুর আত্মসমর্পণ গ্রহণ করছে।

আমাদের বাহিনী কোরিয়ার ভূখণ্ডে প্রবেশ করল। সমুদ্রবাহিত আক্রমণকারী দলগুলি তার প্রধান বন্দরগুলি অধিকার করল। সোভিয়েত সৈন্যেরা একটি জায়গায় পদার্পণ করল যেটি তাদের কাছে পবিত্র—পোর্ট আর্থার।

কোয়ানটুং বাহিনীর পরাজয় এখন এক বাস্তব সত্য। সাখালিনে ২৫-২৬শে আগস্ট পর্যন্ত কোন কোন জায়গায় প্রতিরোধ চলল এবং কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জে আমাদের সমুদ্রবাহিত অবতরণ দলগুলি আগস্টের শেষ দিনটির আগে পর্যন্ত জাপানী বাহিনীর আত্মসমর্পণ গ্রহণের কাজ শেষ করতে পারেনি।

১লা সেপ্টেম্বর ট্রান্স-বৈকাল ফ্রন্টের সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হল চ্যাঙচুন-এ একটি বাড়িতে যেটি আগে কোয়ানটুং বাহিনীর সদরদপ্তর দখল করেছিল। জেনারেল ইয়ামাদা, যিনি এখন একজন যুদ্ধবন্দী, যেটি একদিন তাঁর অফিস ছিল এখন সেখানে বসে মার্শাল ম্যালিনোভস্কি এবং জাখারভ, কোভালেভ এবং তেভচেংকো প্রভৃতি জেনারেলের কাছে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হচ্ছেন।

২২শে আগস্ট থেকে গোটা মাঞ্চুরিয়া ভূখণ্ডে এবং সাখালিনে যুদ্ধকালীনঃ

নিষ্প্রদীপ ব্যবস্থা উঠে গেল। শহরগুলি সন্ধ্যার সময় আবার অগণিত উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হল।

যখন বৈরিতা সম্পূর্ণ বন্ধ হল তখন যে প্রশ্নটি আমাদের অত গভীরভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল আমরা, জেনারেল স্টাফের লোকেরা, তার বিস্তৃত এক জবাব পেলাম। আমরা কি বিস্ময় উৎপাদনের ব্যাপারে সফল? ঐতিহাসিক তথ্যাবলী উত্তরটি যোগান দিয়েছে, তার সমর্থন করেছেন বন্দী জাপানী সেনানায়কেরা। শত্রু কখনই আগস্ট মাসে আমাদের আক্রমণ ঘটবে বলে আশংকা করেনি। তারা অনুমান করেছিল যে এটা অনেক পরে আরম্ভ হবে। এই কারণে কেবল ট্রান্স-বৈকাল ও প্রিমোরি খণ্ডেই নয়, জেপিংকাই, মুকদেন লাইনে ও যেখানে তারা মূল আক্রমণ ঘটবে বলে আশংকা করেছিল, তারা তাদের প্রতিরক্ষা লাইনের প্রস্তুতি নিতে দেরি করেছিল। জাপানী ৪র্থ ফৌজের বন্দী সেনাপতি জেনারেল উয়েমুরা বলেছিলেন যে সেখানে প্রতিরক্ষা লাইন সজ্জিত করার কাজ ১৯৪৫-এর অক্টোবরেই কেবল শেষ হতে পারত। জেনারেল শিমিজু, যিনি ৫ম ফৌজের প্রাক্তন অধিনায়ক, তিনিও বলেছেন যে প্রতিরক্ষার অবস্থানগুলির নির্মাণের কাজ শেষ হয় নি।

একই কথা বলা যেতে পারে জাপানী বাহিনীর পুনর্গঠন সম্পর্কে। যখন আমাদের লড়াই শুরু হয় তখনো তা শেষ হয় নি।

কোয়ানটুং বাহিনীর চিফ অব স্টাফ মেজর-জেনারেল এম. তোমোকাৎসুর দেওয়া সাক্ষ্যটি খুবই বৈশিষ্ট্যসূচক। আপাতদৃষ্টে বাহিনীটির সদর দপ্তর জেনেছিল যে ১৯৪৫-এর মার্চ থেকেই মাঞ্চুরিয়ার সীমান্তে সোভিয়েত সৈন্যের সংখ্যা নিয়মিতভাবে বেড়ে চলেছে। কিন্তু কখন সোভিয়েত রাশিয়া যুদ্ধে নামবে তার সঠিক সময়টি তাদের কাছে এক অজানা তথ্যই থেকে গিয়েছিল।

"৪ঠা আগস্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধ ঘোষণা কোয়ানটুং বাহিনীর কাছে ছিল পুরোপুরি একটা বিস্ময়ের ব্যাপার," তোমোকাৎসু ঘোষণা করেছিলেন। আমাদের আক্রমণের মাত্রা ও গতি এবং মূল আক্রমণগুলির গতিপথ সম্পর্কেও বিস্ময় ছিল।

"আমরা রুশদের কাছ থেকে এমন বিদ্যুৎগতি আক্রমণ আশা করিনি," শিমিজু সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। "এবং আমরা কখনো আশা করিনি যে রুশ বাহিনী আদৌ তাইগা পেরোতে পারবে।"

কাজেই এটা বোঝা যায় যে আমাদের সুষ্ঠু সমন্বিত ব্যবস্থাবলীর দ্বারা যা কিছুর উপর ভরসা রেখেছি, যা অর্জন করতে চেয়েছি তা ঠিক আমাদের ইচ্ছা-মতই ঘটেছে।

১৯৪৫-এর ২রা সেপ্টেম্বর জাপান সরকার বিনাশর্তে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল। সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজের কাঁধে চূড়ান্ত বোঝা বহন করেছে এবং পশ্চিম ও পূর্ব দুই জায়গাতেই বলগাহীন সমরবাদকে পরাজিত করার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বিজেতা ও নায়কদের জন্য :

পার্টি ও জনগণ সম্মানিত করল উপযুক্ত লোকদের ।। প্রথম সম্মানপদকগুলি ও প্রথম রক্ষী সৈন্যেরা ।। অভিনন্দন জানিয়ে প্রথম আদেশ ।। মস্কোর অভিবাদন, তার ইতিহাস ও কিভাবে আমরা ঐতিহ্য বজায় রাখলাম ।। বিজয়-প্যারেড ।। মহান ক্রেমলিন প্রাসাদে অভ্যর্থনা ।। আমাদের সমর নায়কেরা ।।

সব কিছুর পরিসমাপ্তি ঘটল এবং যুদ্ধের চারটি বছরকে পরিব্যাপ্ত করে এই স্মৃতিচারণও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু স্মৃতির দুয়ার বন্ধ করার আগে, আমি অনুভব করি, সেই মানুষদের সম্পর্কে কিছু আমার বলা উচিত যাঁরা কত নির্ভীক-ভাবে তাঁদের সোভিয়েত মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন।

এ পর্যন্ত যা ছিল এই পরিচ্ছেদে আমার উদ্দেশ্য তার থেকে কিছুটা আলাদা। এখানে আমার নিজের স্মৃতিচারণের সঙ্গে মিলেমিশে যাবে সেইসব দলিল যেগুলি পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে কিভাবে আমাদের পার্টি ও সরকার সেই মানুষদের যোগ্য সম্মান দিয়েছেন যাঁদের বীরত্বপূর্ণ সেবায় আমাদের বিজয় সম্ভব হয়েছে। সেই সঙ্গে আমি চেষ্টা করব এইসব দলিলের ইতিহাস অনুসন্ধানের, যেগুলি জেনারেল স্টাফের হাত ঘুরে গেছে, যার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে তার দৈনন্দিন কাজকর্মের আরেক দিক।

জেনারেল স্টাফ-এ যখন আমরা রণক্রিয়া পরিকল্পনা করেছি, তাদের গতিবিধি পরীক্ষা করেছি এবং ফলাফল বিশ্লেষণ করেছি তখন আমাদের সম্পর্ক থাকত বিপুল সংখ্যক সৈন্য, সেই সঙ্গে তাদের বিরাট সব রণক্রিয়াগত সংগঠনের লড়বার ক্ষমতা যাদের সফলতম প্রয়োগ করতে হত যুদ্ধের সব নিয়ম ও আইন-কানুন অনুযায়ী শত্রুর বিরুদ্ধে। তাহলে, ব্যক্তির প্রতি আমাদের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া কিভাবে সম্ভব ছিল? আপাতদৃষ্টে জেনারেল স্টাফকে মনে হবে এমন এক সংস্থা যেটি সাধারণ স্তরের সৈনিক ও তাদের নিকটতম ধাপের অধিনায়কের কাছ থেকে বহুদূরবর্তী।

একথা অনস্বীকার্য, সৈনিকদের অবস্থান ও কাজের সঙ্গে জেনারেল স্টাফের অবস্থানের ও কাজের অনেক তফাৎ। এবং এই তফাৎটা নিশ্চয়ই অনেকখানি। কিন্তু বাস্তবে এই তফাৎটুক আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি।

যুদ্ধে ব্যক্তির ভূমিকার দার্শনিক দিকগুলির মধ্যে ডুব না দিয়ে আমি এটা বলবই যে আমরা তখন আগের তুলনায় অনেক বেশি তীক্ষ্ণভাবে সচেতন ছিলাম যে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে আমাদের চিন্তা ও পরিকল্পনাগুলি কতটাই না নির্ভর করত সোভিয়েত সৈন্য ও তাদের শত্রুজয়ের ইচ্ছার উপর। রণক্রিয়া বুলেটিন এবং লড়াইয়ের রিপোর্টগুলির নির্ভেজাল নির্ভুলতার মধ্য দিয়ে জীবনটা নিজেই আমাদের এই সত্য প্রতিদিন স্মরণ করিয়ে দিত। "শৌর্য", "সাহস", "বীরত্ব" এইসব ধারণাগুলি জেনারেল স্টাফ-এর কাছে ছিল অতি বাস্তব ও অনুভূতিগ্রাহ্য।

১৯৪১-এর ২৪শে জুন কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক সিদ্ধান্তে রণাঙ্গনের পরিস্থিতি ও আমাদের বাহিনীগুলির যুদ্ধের উদ্দীপনা সম্পর্কে সংবাদ দেবার জন্য একটি সংস্থা গঠিত হল। এটি তার মালমশলা সংগ্রহ করত নানা সূত্রে যার মধ্যে একটি হল জেনারেল স্টাফ। এই সংস্থাটি হল সোভিয়েত তথ্য সরবরাহ ব্যুরো। তার জন্য আমাদের উপর মালমশলা প্রস্তুতের দায়িত্বভার দিয়ে পার্টি সৈন্যদের সঙ্গে আমাদের বন্ধনকে আরো দৃঢ় করে তুলল এবং আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করল সেই লোকটির উপর যে পার্টির নাম মুখে নিয়ে যুদ্ধে যায়, জন্মভূমি ও জনগণের স্বাধীনতা ও স্বয়ম্ভরতার জন্য যে আত্মদানে প্রস্তুত।

যুদ্ধের গোড়ার দিকে অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতি সত্ত্বেও বীরদের যথাযোগ্য স্বীকৃতিদানের প্রশ্নটি ভুলে যাওয়া হয় নি। নাৎসী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধগুলিতে যাঁরা নিজেদের বিশিষ্টতায় চিহ্নিত করেছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত তাঁদের অচিরে খেতাব ও পদকে ভূষিত করেছে এবং যাঁরা বিশেষ শৌর্য প্রদর্শন করেছেন তাঁদের অত্যুচ্চ "সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর" উপাধি দিয়েছে। খেতাব দানের শান্তিকালীন স্বাভাবিক পদ্ধতির সঙ্গে অবশ্য যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি এবং যে গণবীরত্ব প্রদর্শিত হয়েছে তা ঠিক খাপ খায় না। কাজেই সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী ১৯৪১ সালের ১৮ই আগস্ট এক ডিক্রী জারী করে তার পরিবর্তন করে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সর্বোচ্চ সংস্থার

নামে খেতাব ও পদক রণক্ষেত্রের সৈন্যবাহিনীর ব্যক্তিদের সরাসরি অর্পণের অধিকার ন্যস্ত হল ফ্রন্ট, নৌবহর ও স্বতন্ত্র ফৌজগুলির সমর পরিষদগুলির উপর।

কিন্তু এই পদক্ষেপও যে যথেষ্ট নয় তা প্রমাণিত হল কারণ প্রয়োজনীয় দলিলগুলি মস্কো হয়ে আসতে খুব সময় লাগত। সেই বছরেই ২২শে অক্টোবর সমর পরিষদগুলিকে কেবলমাত্র অর্পণের নয় উপরন্তু নিজেদের উদ্যোগে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর নামে বাস্তবিক খেতাব দেবার অধিকারও দেওয়া হয়। যাঁরা পুরস্কার পাবার যোগ্য তাঁদের কেউ যাতে নজর এড়িয়ে না যান এবিষয়ে সুনিশ্চিত হবার জন্য সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী, পরে, ১৯৪২-এর ১০ই নভেম্বরের ডিক্রীতে পুরস্কার দানের ক্ষমতা কোর, ডিভিশন, ব্রিগেড এবং রেজিমেন্ট এর অধিনায়ক এবং পরে বাহিনীর শাখা অধিনায়ক পর্যন্ত প্রসারিত করেন।

যুদ্ধের প্রথম বছরটিতে সামরিক লোকদের তিনটি খেতাবে ভূষিত করা হত— অর্ডার অব লেনিন, রেড ব্যানার ও রেড স্টার এবং এছাড়া নানারকম পদক। সমগ্র যুদ্ধকালে ৮৮০০টি অর্ডার অব লেনিন, ২৩৮০০০টি অর্ডার অব দি রেড ব্যানার এবং ২৮১১০০০টি অর্ডার অব দি রেড স্টার দেওয়া হয়েছিল।

পরে বিশেষভাবে নাৎসী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অফিসার ও সৈন্যেরা যেসব বীরত্বপূর্ণ কাজ করেছেন তার স্বীকৃতি দেবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হল। এই উদ্দেশ্যে ১৯৪২-এর ২০শে মে একটি নতুন খেতাব প্রবর্তিত হল— প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্ডার অব দি প্যাট্রিয়টিক ওয়ার যা অফিসার ও সৈনিক উভয়কেই দেওয়া যেতে পারত।

১৯৪২-এর ২৯শে জুলাই অর্ডার অব স্যুভোরভ এবং কুতুজভ, দুটোই তিন শ্রেণীর, এবং অর্ডার অব আলেকজাণ্ডার নেভস্কি প্রবর্তিত হল। কেবল অফিসারেরাই এই খেতাবগুলি পেতে পারত এবং প্রত্যেকটি খেতাবের নিয়মে লিপিবদ্ধ করা ছিল কি কাজের জন্য কোন স্তরের অফিসার এটি পাবেন।

যুদ্ধের সময় প্রদত্ত খেতাবে মোটামুটিভাবে মোট সংখ্যা, সংক্ষেপে: অর্ডার অব দি প্যাট্রিয়টিক ওয়ার, ১ম শ্রেণী ৩২৪৮০০, ২য় শ্রেণী ৯৫১০০০, অর্ডার অব আলেকজাণ্ডার নেভস্কি ৪০০০০; অর্ডার অব স্যুভোরভ, ১ম শ্রেণী ৩৪০, ২য় শ্রেণী ২১০০, ৩য় শ্রেণী ৩০০০; অর্ডার অব কুতুজভ, ১ম শ্রেণী ৫৭০; ২য় শ্রেণী ২৫৭০; ৩য় শ্রেণী ২২০০।

১৯৪৩-এর অক্টোবরে যখন ইউক্রেনকে মুক্ত করার জন্য ভয়ংকর যুদ্ধ এগিয়ে চলেছে তখন অর্ডার অব বোগদান খ্মেলনিৎস্কি প্রবর্তিত হল, এটিও তিন শ্রেণীর। এটি দেওয়া হত সোভিয়েত সেনাবাহিনীর জেনারেল, অফিসার ও সৈন্যদের, পার্টিজান অধিনায়ক ও তাদের ডিটাচমেন্টের সদস্যদের। সবশুদ্ধ ২০০ লোক এই খেতাব পেয়েছে ১ম শ্রেণীর, ১৪৫০ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং ৫৪০০ জন ৩য় শ্রেণীর।

১৯৪৪-এর ৩রা মার্চ মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী নৌবাহিনীর জন্য প্রবর্তন করেন অর্ডার অব উশাকভ ও নাখিমভ। প্রত্যেকটির দুটি করে শ্রেণীর, তাছাড়া এই দুই অ্যাডমিরালের নামে পদক। তাদের নিয়ম অনুসারে এইসব খেতাব দেওয়া হবে নৌবাহিনীর অ্যাডমিরাল, জেনারেল এবং অফিসারদের এবং পদকগুলি নেতৃস্থানীয় নাবিক ও নাবিকদের। যুদ্ধের সময় ৬০ জন ব্যক্তিকে অর্ডার অব উশাকভ ১ম শ্রেণীর এবং ১৮০ জনকে ২য় শ্রেণীর দেওয়া হয়, অর্ডার অব নাখিমভ-এর বেলায় ঐ সংখ্যা ৭০ এবং ৪৫০। উশাকভ পদক দেওয়া হয় ১৪০০০ এবং নাভিকভ পদক ১২৮০০।

সৈন্যদের তিন শ্রেণীর অর্ডার অব গ্লোরি প্রবর্তিত হয় ৮ই নভেম্বর ১৯৪৩ যেটি মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের খেতাবগুলির এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। এটি বিমান বাহিনীর বিমান কর্মী জুনিয়র লেফটেন্যান্টদের দেওয়া হত। এই পুরস্কার তৃতীয় শ্রেণী থেকে আরম্ভ করে পর পর দেওয়া হত। অর্ডার অব গ্লোরি, ১ম শ্রেণী, দিতে পারত কেবলমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী। ২২০০ লোক এই তিন শ্রেণীর সবগুলি খেতাব পেয়ে অর্ডাব অব গ্লোরির পূর্ণ সদস্য হয়েছেন। তাঁদের তিনজন, আই. জি. দ্রাচেংকো, এ. ভি. অ্যালিওশিন এবং পি. কে. দুবিন্দাকে হিরো অব দি সোভিয়েত ইউনিয়ন উপাধিতেও ভূষিত করা হয়। দি অর্ডার অব গ্লোরি, ২য় শ্রেণী দেওয়া হয় ৪৬০০০ জন কর্মীকে এবং ৩য় শ্রেণী ৮৬৮০০০ জনকে।

১৯৪৩-এর ৮ই নভেম্বরে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতি-মণ্ডলী সর্বোচ্চ সামরিক খেতাব দি অর্ডার অব ভিক্টরি-র প্রবর্তন করল। এটি দেওয়া হত সেনাপতিদের বিরাট আকারের রণক্রিয়া সাফল্যের সঙ্গে সমাধা করার পরে। এর প্রাপক হলেন এ. আই. আন্তোনভ, এল. এ. গোভোরভ, আই. এস. কোনেভ, আর. ওয়াই. ম্যালিনোভস্কি, কে. এ. মেরেৎস্কভ, কে. কে. রকোসোভস্কি, এস. কে. টিমোশেংকো এবং এফ. আই. তোলবুখিন। এ. এম.

ভ্যাসিলেভস্কি, জি. কে. জুকভ এবং জে. ভি. স্তালিন অর্ডার অব ভিক্টরি পুরস্কার পেয়েছেন।

পুরস্কারের বার্ষিক পরিসংখ্যান কিছু আকর্ষণীয় অগ্রগতির কথা প্রকাশ করে। তা পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দেয় আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর ঊর্ধ্বগামী গতিবেগকে। যুদ্ধের প্রথম বছরে পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল ৩২৭০০-র কিছু বেশি। ১৯৪২-এ এই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে আনুমানিক ৩৯৫০০০। ১৯৪৩-এ, যে বছরটি কয়েকটি বিরাট সোভিয়েত জয়ের দ্বারা চিহ্নিত, পুরস্কারের সংখ্যা প্রকাণ্ড একলাফে হয়েছে ২০৫০০০০। ১৯৪৪-এ এই সংখ্যা আরো বেড়েছে, হয়েছে ৪৩০০০০০। ১৯৪৫-এ ইউরোপের যুদ্ধ ছয় মাস স্থায়ী হয় কিন্তু পদকের সংখ্যা ৫৪৭০০০০ ছাড়িয়ে যায় যার মধ্যে ৩৫৩০০০০টি রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডারদের আদেশে দেওয়া হয় অর্থাৎ সরাসরি রণক্ষেত্রে।

১৯৪৮-এর ১লা সেপ্টেম্বরেব পরিসংখ্যান অনুসারে নাৎসী দখলদার ও জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কৃতিত্ব ও সাহসের জন্য মোট ৫৩০০০০০টিরও বেশি খেতাব দেওয়া হয়, এদিকে ১১৬০৩ জনকে, যার মধ্যে আছেন ৭৬ জন মহিলা, হিরো অব দি সোভিয়েত ইউনিয়ন উপাধি দেওয়া হয়। এই উপাধি ১০৪ জন কর্মীকে দুইবার দেওয়া হয়, তিন বার দেওয়া হয় মাত্র তিনজন লোক-কে—জি. কে. জুকভ, আই. এন. কোঝেডাব এবং এ. আই. পোক্রিশকিনকে।

বিরাট সংখ্যক লোক শৌর্য ও লড়াইয়ের সার্ভিস পদক পেয়েছে। প্রথমটি দেওয়া হয়েছে ৪২৩০০০০ জন লোককে, দ্বিতীয়টি ৩৩২০০০০ জনকে।

মনে হয়েছিল যে কারো কথাই ভুলে যাওয়া হয়নি। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এব নির্দেশে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত জনগণের কমিশার শত্রু বিমান ও ট্যাংক ধ্বংস, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আহত ও তাদের অস্ত্রশস্ত্র বয়ে নিয়ে যাওয়া এবং নদী দখল করা প্রভৃতির জন্য পুরস্কার সৃষ্টির পদ্ধতি বিস্তৃতভাবে রচনা ও বিশেষ আদেশ ঘোষণা করলেন। যে সব লোক নিজেদের বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছেন জল-বাধাগুলি সবলে অতিক্রম করায়, জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁদের সুপারিশ করতে হবে হিরো অব দি সোভিয়েত ইউনিয়ন উপাধি এবং যুদ্ধ খেতাবগুলিতে ভূষিত করার জন্য, যার মধ্যে আছে অর্ডার অব সুভোরভ ও কুতুজভ। তবু, এসব সত্ত্বেও যখন শেষ গুলিটি নিক্ষিপ্ত হল, দেখা গেল যে দৃষ্টি আকর্ষক নন এমন বহু সংখ্যক বীর নজর এড়িয়ে গেছেন। ১৯৪৬ এ ২৪০০০০ লোককে যুদ্ধকালীন কৃতিত্বের জন্য সম্মানিত করা হয়েছে, ১৯৪৭-এ ৪০৮০০০কে,

এবং ১৯৪৮-এ ৪০০০কে। এমনকি আজও এক্ষেত্রে কাজ চলেছে যেটা বোঝা যায় ২০শ জয় বিজয় দিবসের পুরস্কার দানের তালিকাটি থেকে। যাঁরা রণক্ষেত্রে রক্ত ঝরিয়েছেন তাঁরা বিশেষ সম্মানের অধিকারী। যুদ্ধোত্তর বছরগুলিতে অতিরিক্ত ৮৪০০০০ জন যুদ্ধে আহতকে সম্মানিত করা হয়েছে।

লেনিনগ্রাদ রক্ষাব জন্য, ওডেসা রক্ষার জন্য, সেবাস্তোপোল রক্ষার জন্য ও স্তালিনগ্রাদ রক্ষার জন্য পদকগুলি প্রবর্তিত হয় ১৯৪৪-এ। মস্কো, ককেশাস ও সোভিয়েত সুমেরু-র জন্য অন্য তিনটি ১৯৪১-এ যুক্ত হয়। এবং পরিশেষে, যুদ্ধের কিছু পরে ১৯৬১-র ২১শে জুন কিয়েভের রক্ষার জন্য পদকও তৈরি হল। এই সব সম্মান এইভাবে দেওয়া হয়: লেনিনগ্রাদ রক্ষার জন্য ৯৩০০০০-টির বেশি, মস্কো, ৪৭৭০০০, ওডেসা, প্রায় ২৫০০০, সেবাস্তোপোল, ৩৯০০০-র বেশি, স্তালিনগ্রাদ, ৭০৭০০০, কিয়েভ, ৬২০০০, ককেশাস, ৫৮০০০০, সোভিয়েত সুমেরু, ৩০৭০০-টির বেশি। এর অতিরিক্ত ৬৭১৬০০০ জন লোককে বুদাপেস্ট, কোনিগসবার্গ, ভিয়েনা ও বার্লিন দখলের জন্য এবং বেলগ্রেড, ওয়ারশ ও প্রাগ মুক্ত করার জন্য পদকে ভূষিত করা হয়েছে।

বিশেষ পদক তৈরি হয় নাৎসী জার্মানী ও সমরবাদী জাপানের উপর আমাদের পূর্ণ জয়কে উদ্‌যাপিত করার জন্য। প্রায় ১৩৬৬৬০০০ জনকে-১৯৪১-৪৫-এর মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধে জার্মানীর বিরুদ্ধে জয়ের জন্য সম্মানিত করা হয় এবং ১৭২৫০০০ জনের সামান্য কিছু কম লোক পান জাপানের বিরুদ্ধে জয়ের জন্য।

শেষতঃ, ১২৭০০০ জনের বেশি অসাধারণ পুরুষ ও মহিলা পার্টিজানকে এবং পার্টিজান আন্দোলনের নেতাকে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর "টু এ পার্টিজান অব দি প্যাট্রিয়টিক ওয়ার" বিশেষ পদক দেওয়া হয়।

যাঁরা মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন তাঁদের যে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে তার মোট সংখ্যা ৩৫২৩৪০০০ ছাড়িয়ে গেছে।

রণক্ষেত্রে সেনা ও নৌবাহিনীর সংগঠন ও ইউনিটগুলির জন্য যৌথ পুরস্কার প্রবর্তিত হয় ১৯৪৩-এ। ২০০টি অর্ডার অব লেনিন, ৩২৭০ রেড ব্যানার, ৬টি সুভোরভ ১ম শ্রেণী, ৫টি উশাকভ ১ম শ্রেণী, ৩টি কুতুজভ ১ম শ্রেণী, ১০টি বোগদান খ্‌মেলনিৎস্কি ১ম শ্রেণী, ৫টি নাখিমভ ১ম শ্রেণী, ৬৭৬টি সুভোরভ ২য় শ্রেণী, ১৩টি উশাকভ ২য় শ্রেণী, ৫৩০-র বেশি কুতুজভ ২য় শ্রেণী, ৮৫০টি বোগদান খ্‌মেলনিৎস্কি

২য় শ্রেণী, ২টি নাখিমভ ২য় শ্রেণী, ৮৪১টি স্থভোরভ ৩য় শ্রেণী, ১০৬০টি কুতুজভ ৩য় শ্রেণী, ২১৬টি বোগদান খমেলনিৎস্কি ৩য় শ্রেণী, ১৪৮০-র বেশি আলেকজাণ্ডার নেভস্কি, ৭টি অব দি প্যাট্রিয়টিক ওয়ার ১ম শ্রেণী এবং ১৭৪০টির বেশি রেড স্টার সহ ১০৯০০টির বেশি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

বাহিনীগুলিকে সফল ও নিপুণভাবে পরিচালিত রণক্রিয়ার জন্য উৎসাহিত করার জন্য কোন উপায় ছিল না।

সেই ১৯৪১-এই ১০০তম, ১২৭তম, ১৫৩তম এবং ১৬১তম, এই চারটি পদাতিক ডিভিশন আমাদের পশ্চাদপসরণের কঠিন অবস্থার মধ্যে বিরাট বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে লড়াই করেছিল। মূল সামরিক খণ্ডে লড়াই করে তারা শত্রু বাহিনীর উপর আঘাত হেনে পঙ্গু করে দেয় যারা মরীয়া হয়ে মস্কোর দিকে এগোবার চেষ্টা করছিল। যুদ্ধে এইসব কৃতিত্ব, সংগঠন, শৃঙ্খলা এবং আদর্শ দক্ষতার জন্য প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত জনগণের কমিশার ১৮ই সেপ্টেম্বর এক আদেশে তাদের গার্ডস ডিভিশন উপাধি দেন। সেইদিন থেকে এই ডিভিশনগুলি যথাক্রমে ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ রক্ষী পদাতিক ডিভিশন নামে পরিচিত হয়।

এইভাবেই সোভিয়েত গার্ডস-এর সৃষ্টি হয়।

সমস্ত রক্ষী ইউনিটকে চাকুরীর বিশেষ স্থবিধা মঞ্জুর করা হয়। তাদের কম্যাণ্ড ও প্রশাসনিক অফিসারেরা তাদের স্বাভাবিক বেতনের দেড়গুণ এবং অন্যান্য সবাই দ্বিগুণ পান। একটি বিশেষ রক্ষীব্যাজ এবং রক্ষীব্যানারও প্রবর্তিত হয় ইউনিট ও সংগঠনগুলির জন্য।

পরে, ১৯৪৩-এর ১৬ই এপ্রিল জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স রক্ষী ইউনিটগুলিকে ব্যবহার করা সম্পর্কে নিয়মাবলী প্রস্তুত করেন। রক্ষী ডিভিশনগুলি সবচেয়ে অভিজ্ঞ ও দৃঢ় বাহিনী হিসেবে রাখা হল আক্রমণ অভিযান এবং প্রতিরক্ষা পাল্টা অভিযানের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য। সবদিক দিয়ে এটি ছিল বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত এবং রক্ষী উপাধির মর্যাদা আরো বাড়িয়ে দিল যদিও ইতিমধ্যেই এটি সামরিক শৌর্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং এর চেয়ে বড় সম্মান কোন বাহিনীকে দেওয়া সম্ভব ছিল না।

১৯৪৩-এর অসাধারণ ইউনিট, সংগঠন ও সৈন্যবাহিনীর বৃহৎ দলের জন্য উৎসাহদানের পদ্ধতির আরেকটি পরিবর্তন চালু করা হল ১৯৪৩-এ। সবাই জানেন; এটি ছিল যুদ্ধের গতিতে এক মৌলিক পরিবর্তনের বছর। একেবারে গোড়াতেই সোভিয়েত-জার্মান স্ট্র্যাটেজিক রণাঙ্গনের গুরুত্বপূর্ণ খণ্ডগুলোর

হিটলারের বাহিনীগুলি আকস্মিক পরাজয় বরণ করে। তার সবচেয়ে গুরুত্ব-পূর্ণ বর্শামুখগুলির একটিকে স্তালিনগ্রাদের তুষারের মধ্যে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়া হচ্ছিল। শত্রুকে ভরোনেজ-এ ধ্বংস করার পর সোভিয়েত বাহিনী বাধা ভেঙে চলে আসে খারকভের দূরবর্তী প্রবেশমুখগুলিতে এবং দনবাস-এর দুয়ারে আঘাত করতে থাকে। সোভিয়েতের মাটি থেকে হানাদার বাহিনীগুলির পাইকারী বিতাড়ন শুরু হয়ে গিয়েছিল। এইসব জয়কে উদ্‌যাপিত করার জন্য জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স জেনারেল স্টাফকে পরামর্শ দেয় যে আটটি ফ্রন্টের বাহিনীগুলির জন্য একটি অভিনন্দন পত্র তার রচনা করা উচিত।

১৯৪৩-এর ২৫শে জানুয়ারী সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের প্রথম অভিনন্দন পত্রটি ছিল সাধারণ চরিত্রের। কোন ইউনিট বা তার অধিনায়কের নাম উল্লেখ করা হয়নি। এমন কি আর্মি ও ফ্রন্ট অধিনায়কের নামও নয়। বক্তব্যটি ছিল সংক্ষিপ্ত এবং বিষয়ানুগ।

"দুই মাস যাবৎ আক্রমণাত্মক যুদ্ধের পরে লালফৌজ নাৎসী ব্যূহকে বিস্তীর্ণ এর রণাঙ্গনে বিদীর্ণ করেছে, ১০২টি ডিভিশনকে ছত্রভঙ্গ করেছে, ২০০০০০ জনের বেশি বন্দী করেছে এবং ১৩০০০ বন্দুক এবং অন্যান্য বহু সাজসরঞ্জাম দখল করেছে, ৪০০ কিলোমিটার পথ অগ্রসর হয়েছে। আমাদের বাহিনী একটি বিরাট জয়লাভ করেছে। তাদের অভিযান এখনো চলছে।

"আমি দক্ষিণ-পশ্চিম, দক্ষিণ ডন, উত্তর ককেশীয়, ভরোনেজ, কালিনিন, ভলকোভ এবং লেনিনগ্রাদ ফ্রন্টের সৈন্য, অফিসার এবং রাজনৈতিক কর্মীদের নাৎসী দখলদার ও তাদের মিত্র—স্তালিনগ্রাদ, ডন, উত্তর ককেশাস, ভরোনেজ, ভেলিকিয়ে লুকি অঞ্চল এবং লাদোগা হ্রদের দক্ষিণে রুমানিয়া, ইতালীয় এবং হাঙ্গেরীয়দের উপর তাদের বিজয় অর্জনের জন্য অভিনন্দন জানাই।

"আমি নির্ভীক সেনাদলগুলি এবং তাদের অধিনায়কদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই যাঁরা স্তালিনগ্রাদের প্রবেশমুখে হিটলারী বাহিনীকে পরাজিত করেছেন, লেনিনগ্রাদের অবরোধ চূর্ণ করেছেন এবং জার্মান দখল থেকে কান্তেমিরোভ্‌কা, বেলোভদ্স্ক, মোরোজোভ্‌স্কি, খিলেয়োভো, স্টারোবোম্‌স্ক, কোটেলনিকভ, জিমোভনিকি, এলিস্টা, সাল্‌স্ক, মজদক, নালচিক, মিনারেল-নিয়েভোডি, স্টাভরোপোল, আরমাভির, ভালুইকি, রোসোশ, অস্ত্রোগোঝ্‌স্ক, ভেলিকিয়ে লুকি, শ্লিসেলবার্গ, ভরোনেজ এবং অন্যান্য শহরগুলি এবং তৎসহ হাজার হাজার জনাকীর্ণ স্থানগুলিকে মুক্ত করেছেন।"[১]

পত্রটির পরিসমাপ্তি হয়েছে এক আহ্বান জানিয়ে যাতে পরবর্তী কর্তব্যের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হয়েছে :

"জার্মান দখলদার বাহিনীকে পরাজিত এবং আমাদের মাতৃভূমি থেকে তাদের বিতাড়িত করার জন্য এগিয়ে যান!"

এই দলিলটি সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে এবং বেতারে কয়েকবার প্রচারিত হয়েছে।

এক সপ্তাহ পরে ১৯৪৩-এর ২রা ফেব্রুয়ারী রাতে জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স প্রতিনিধি গোলন্দাজ বাহিনীর মার্শাল এন. এ. ভরোনভ এবং ডন ফ্রন্টের অধিনায়ক কর্নেল-জেনারেল রকোসোভস্কি স্তালিনগ্রাদে পরিবেষ্টিত শত্রুবাহিনী-গুলির সম্পূর্ণ ধ্বংসের কথা রিপোর্ট করলেন। সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক এর জবাবে অবিলম্বে টেলিগ্রাম পাঠাবার নির্দেশ দিলেন। তৎক্ষণাৎ তা রচিত হল এবং তার চূড়ান্ত রূপটি এ রকম : "আমি আপনাকে এবং ডন ফ্রন্টের বাহিনীগুলিকে স্তালিনগ্রাদে পরিবেষ্টিত শত্রুবাহিনীগুলিকে সাফল্যের সঙ্গে চূড়ান্তভাবে ধ্বংসের জন্য অভিনন্দন জানাই।"

৩রা ফেব্রুয়ারী সকালে জেনারেল স্টাফের উদ্যোগে সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের আদেশ হিসাবে বিনা পরিবর্তনে টেলিগ্রামের জন্য প্রস্তুত হল।

যুদ্ধ চলতো। ১৯৪৩-এর ৫ই জুলাই বিখ্যাত কুর্স্ক যুদ্ধের আত্মরক্ষামূলক পর্যায় শুরু হয় শত্রুর আক্রমণের মধ্য দিয়ে। ২৩শে জুলাই দিনের শেষে আমাদের বাহিনী শত্রুকে তাদের পূর্ববর্তী লাইনে বিতাড়িত করে এবং নিজস্ব অবস্থানটির পুনরুদ্ধার করে।

সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের কাছে দৈনিক রিপোর্ট দেবার আগে জেনারেল স্টাফের কর্মরত প্রধান এ. আই. আন্তোনভের অফিসে চিরাচরিতভাবে পরিস্থিতির সার-সংক্ষেপের কাজ চলছিল। উপসংহার টানা হল এই বলে যে ওরেল-কুর্স্ক খণ্ডে নাৎসীবাহিনীর আক্রমণ ব্যর্থ হয়েছে এবং তারই সঙ্গে তার গ্রীষ্মকালীন অভি-যানের পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়েছে। পরবর্তী কর্তব্য হল শত্রুর প্রধান দলগুলিকে পরাজিত করা এবং সোভিয়েত সর্বোচ্চ কম্যাণ্ডের পরিকল্পনা অনুসারে এক অভিযান গঠন করা।

২৩শে জুলাই রাতে এইসব স্তালিনকে রিপোর্ট করা হয় এবং পরদিন সকালে তিনি জেনারেল স্টাফকে ফোন করে যে সব বাহিনী কুর্স্ক-এ শত্রুকে পরাজিত করেছে তাদের জন্য তৎক্ষণাৎ আমাদের একটি অভিনন্দন বার্তা

প্রস্তুত করতে বলেন। এটা হল এই ধরনের তৃতীয় বার্তা। দুপুর নাগাদ আমরা খসড়াটি শেষ করলাম। এটি সম্বোধন করা হয়েছিল মধ্য, ভরোনেজ ও ব্রিয়ানস্ক ফ্রন্টের অধিনায়ক, জেনারেল অব দি আর্মি কে. কে. রকোসোভস্কি, জেনারেল অব দি আর্মি এন. এফ. ভাতুতিন এবং কর্নেল জেনারেল এম. এম. পোপভকে।

প্রায় ১৬'০০ টার সময় আন্তোনভ ও আমাকে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে ডাকা হল। স্তালিন উল্লসিত ছিলেন। আমাদের রিপোর্টটি শোনার বদলে, যার বিষয়বস্তু ইতিমধ্যেই তিনি জেনেছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ আমাদের বললেন আমরা যে বার্তার খসড়াটি তৈরি করেছি সেটি পড়তে।

শুরুতে আমাদের খসড়ায় লালফৌজের অর্জিত গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ফলাফলের উপর জোর দেওয়া হয়েছে: "গতকাল, ২৩শে জুলাই ওরেল-এর দক্ষিণ অঞ্চল এবং বেলগোরোদ-এর উত্তর থেকে কুর্স্ক-এর দিকে জার্মানদের জুলাই অভিযানকে চূড়ান্তভাবে পর্যুদস্ত করেছে আমাদের বাহিনীর সফল রণক্রিয়া।"

তারপর আছে শত্রু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ: "৫ই জুলাইয়ের সকালে নাৎসী বাহিনী ওরেল-কুর্স্ক এবং বেলগোরোদ-কুর্স্ক খণ্ডে অভিযান শুরু করে। এই অভিযানে জার্মানরা ওরেল ও বেলগোরোদ অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত তাদের বাহিনীগুলিকে নামিয়ে দেয়।"

এইভাবে শুরু করায় সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক কোন আপত্তি করেন না, পাঠ চলতে থাকে:

"...১৭টি প্যাঞ্জার, ৩টি মোটরায়িত এবং ১৮টি পদাতিক ডিভিশন শত্রুর অভিযানে অংশ গ্রহণ করে।

"রণাঙ্গনের সংকীর্ণ খণ্ডগুলিতে এইসব বাহিনীকে জমায়েত করে জার্মান কম্যাণ্ড ভরসা করেছিল যে উত্তর ও দক্ষিণ থেকে কুর্স্ক-এর সাধারণ লক্ষ্যে এক সমকেন্দ্রাভিমুখী আক্রমণে আমাদের ব্যূহভেদ এবং কুর্স্ক স্ফীতিমুখে অবস্থিত আমাদের বাহিনীগুলিকে তারা পরিবেষ্টন ও ধ্বংস করতে পারবে।"

অতঃপর বলা হয়েছে যে জার্মান আক্রমণ আমাদের বাহিনীকে বিস্মিত করেনি। তারা কেবল জার্মান আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত ছিল তাই নয়, পাল্টা আক্রমণ হানতেও তৈরি ছিল। তথ্যদ্বারা এটি সমর্থিত হয়:

"সৈন্য ও মালমশলার প্রভূত ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে শত্রু কেবলমাত্র আমাদের ওরেল-কুর্স্ক খণ্ডের প্রতিরক্ষা ব্যূহে ৯ কিলোমিটার গভীর এবং বেলগোরোদ-কুর্স্ক খণ্ডে ১৫-৩৫ কিলোমিটার গভীর কীলক প্রবেশ করাতে সক্ষম হয়েছে। ভয়ংকর যুদ্ধে

আমাদের বাহিনী জার্মান ক্র্যাক ডিভিশনগুলিকে অস্ত্র ও রক্তশূন্য করে ফেলেছে এবং তাদের পরবর্তী দৃঢ় পাল্টা আক্রমণে শত্রুকে কেবল প্রতিরোধ করেছে, অথবা এই জুলাই পর্যন্ত তারা যে অবস্থানগুলিতে ছিল সেগুলির পুনরুদ্ধার করেছে তাই নয়, উপরন্তু, শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যূহকে ভেদ করেছে এবং পনের থেকে ত্রিশ কিলোমিটার পর্যন্ত ওরেলের দিকে এগিয়ে গেছে।

যখন আমরা উপসংহারে পৌছালাম, "এইভাবে গ্রীষ্মাভিযানের জার্মান পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলে বিবেচনা করা যায়" সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক পড়া বন্ধ করিয়ে এই কথাগুলো জুড়বার জন্য বললেন: "এইভাবে জার্মানরা সর্বদাই তাদের গ্রীষ্মাভিযানে সফল হয় আর সোভিয়েত বাহিনী বাধ্য হয় হটে যেতে এই কল্পকথা মিথ্যা বলেই উদঘাটিত হল।"

"এটা বলা দরকার," তিনি ব্যাখ্যা করলেন, "মস্কোয় তাদের শীতকালীন পরাজয়ের পর থেকেই গোয়েবল্‌সের নেতৃত্বে নাৎসীরা ক্রমাগত এই কল্পকথা প্রচার করে আসছে।"

এরপরে আদেশটিতে গণনা করা হয়েছে সেই ইউনিটগুলির সংখ্যা যারা বিশিষ্টতা অর্জন করেছে এবং ফৌজগুলির অধিনায়কদের নামের উল্লেখ করা হয়েছে। যেভাবে এটি শেষ হয়েছে সেদিক থেকে অন্যান্য আদেশ থেকে এটির তফাৎ আছে। যাঁরা আমাদের জয়লাভের জন্য প্রাণ বিসর্জন করেছেন এখানে আমরা তাঁদের নাম উল্লেখ করতে ভুলিনি। আদেশটি এভাবে শেষ হয়েছে:

"আমি আপনাকে এবং আপনার নেতৃত্বাধীন বাহিনীগুলিকে জার্মানদের গ্রীষ্মাভিযানকে সফলতার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে খতম করে দেবার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি।

"আপনার নেতৃত্বাধীন বাহিনীগুলির যুদ্ধরত সমস্ত সৈনিক, অধিনায়ক ও রাজনৈতিক কর্মীকে চমৎকার লড়াই চালানোর জন্য আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

"আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও সম্মান রক্ষার জন্য রণক্ষেত্রে যাঁরা যুদ্ধে আত্মবিসর্জন করেছেন সেই সব বীরদের জন্য রইল অন্তহীন গৌরব!"

তৎক্ষণাৎ আদেশটি স্বাক্ষরিত এবং বেতারে প্রচারিত হল। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ চমৎকারভাবে গ্রহণ করা হল। আমাদের ভবিষ্যতে এই ভঙ্গীটি বহাল রাখতে বলা হল, অর্থাৎ আদেশটিতে ফ্রন্ট কম্যাণ্ডারদের সম্বোধন করা এবং আর্মি অধিনায়ক ও যে সব ইউনিটের অধিনায়কেরা বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন

তাঁদের নাম উল্লেখ করা এবং সংক্ষেপে যুদ্ধের ফলাফলের উল্লেখ করা। নিহত বীরদের সম্মান জানিয়ে সমাপ্তিটিও রক্ষা করতে হবে। মাঝে মাঝে এর উন্নতি সাধন করে শেষ পর্যন্ত এই বয়ানটি প্রতিষ্ঠিত হল :

"যে সব বীর আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও স্বয়ন্তরতার জন্য যুদ্ধে আত্মদান করেছেন তাঁদের গৌরব অনন্তকাল স্থায়ী হোক। জার্মান দখলদার মুর্দাবাদ!"

যুদ্ধে বিজয়ের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করে প্রচারিত আদেশের অংশবিশেষ গঠিত হয় এই শেষাংশটুকু দিয়ে, অবশ্য শেষের পাঁচটি শব্দ ছাড়া।

৫ই আগস্ট যখন ওরেল এবং বেলগোরদ অধিকৃত হয় তখন জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের একটা নতুন চিন্তা আসে। ফ্রন্ট অধিনায়কেরা সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ককে এই শহরগুলি দখলের খবর দেবার সঙ্গে সঙ্গে (তাঁরা সবাই এই ধরনের জয়ের খবর তাঁকে সরাসরি দিতে চেষ্টা করতো), জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ জেনারেল আন্তোনভ ও আমাকে ডেকে পাঠান হল। স্তালিন সবে কালিনিন রণাঙ্গন থেকে ফিরেছেন। জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সের অন্য সব সদস্য উপস্থিত আছেন।

"আপনারা কি সামরিক ইতিহাস পড়েন?" সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক আন্তোনভ ও আমাকে জিজ্ঞেস করলেন।

আমরা বিমূঢ়, কি জবাব দেব বুঝতে পারছি না। একটা বিস্ময়কর প্রশ্ন বলেই মনে হয়। তখন আমাদের ইতিহাসের জন্য সময় কোথায়?

ইতিমধ্যে স্তালিন বলে চলেন :

"যদি আপনারা পড়েন তবে দেখবেন যে আগেকার দিনে সৈন্যেরা যুদ্ধজয় করার পর সেনাপতি ও সৈন্যদের সম্মানে সমস্ত ঘণ্টা বাজত। আমরা যদি কেবল অভিনন্দন আদেশ জারী না করে আমাদের জয়লাভকে চিহ্নিত করার জন্য আরো কিছু করি তবে মন্দ হয় না। ভাবছি," এই জায়গায় তিনি টেবিলের সামনে বসা জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এর সদস্যদের দিকে মাথা নাড়লেন, "অসাধারণ সৈন্যবাহিনী ও তাদের অধিনায়কদের সম্মানে গোলন্দাজী সেলাম জানাবার কথা। আর কোনরকম আলোর ব্যবস্থা।"

এইভাবে আমাদের সেনাবাহিনীর বিজয়কে চিহ্নিত করার জন্য মস্কোয় কামান-দাগার সিদ্ধান্ত হল, প্রতিটি গোলার ঝাঁকের সঙ্গে থাকবে বহুবর্ণের রকেট—আগেই সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের আদেশটি সোভিয়েত ইউনিয়নের বেতার ব্যবস্থা মারফৎ

প্রচার করা হবে। সব ব্যবস্থা করার দায়িত্ব অর্পণ করা হল জেনারেল স্টাফের উপর।

সেই দিনই, ৫ই আগস্ট একটি অভিনন্দন আদেশ বেতারে সম্প্রচারিত হল এবং ওরেল ও বেলগোরদের মুক্তির সম্মানে কামান দাগা হল। একই সঙ্গে তিনটি পদাতিক ডিভিশনকে (৫ম, ১২৯শ এবং ৩৮০ তম) ওরেল ডিভিশন উপাধি দেওয়া হল, অন্য দুটিকে (৮৯ তম ও ৩০৫ তম) বেলগোরদের নামাঙ্কিত করা হল।

প্রথম সম্মানসেলাম জানাল ১২৪টি কামান ১২ ঝাঁক গোলা বর্ষণ করে। আমরা এই কায়দাটি বজায় রাখার কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু ২৩শে আগস্ট, যখন খারকভ অধিকৃত হল, আমরা উপলব্ধি করলাম যে একই মাপকাঠিতে সব জয়কে পরিমাপ করা যায় না। খারকভ একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা এবং তাই প্রস্তাবিত হল যে তার মুক্তি উদ্‌যাপিত হবে ২২৪টি কামানে ২০ ঝাঁক গোলাবর্ষণে। তাই হল।

উদ্দীপনার সঙ্গে মস্কোবাসীরা এবং রণক্ষেত্রে সেনাবাহিনী একইভাবে এই সেলামকে গ্রহণ করে। জনগণ দিনে কয়েকবার ফোন করতে আরম্ভ করল, তাদের দাবী দখল করা প্রতিটি জনাকীর্ণ জায়গার জন্য সেলাম জানাতে হবে। এক ধরনের স্তরভেদ চালু করতেই হল। কিয়েভ এবং বারদিচেভ-এর মুক্তি, যাই হোক, এক কথা নিশ্চয়ই নয়, অথবা রিগা এবং সিয়াউলিয়াই কিংবা মিন্স্ক এবং দুখোভশ্চিনা।

সময় কেটে যায়, জেনারেল স্টাফ রচনা করে এবং সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক অনুমোদন করেন তিন শ্রেণীর সেলাম: ১ম শ্রেণী—৩২৪টি কামানে ২৪টি ঝাঁক, ২য় শ্রেণী—২২৪টি কামানে ২০টি ঝাঁক এবং ৩য় শ্রেণীতে ১২৪টি কামানে ১২টি ঝাঁক। প্রত্যেকটি সেলামের অনুমতি সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক নিজে দিতেন। বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া মস্কো এখান থেকে কিংবা ওখান থেকে শত্রু বিতাড়নে বিজয়ীদের সেলাম জানিয়েছে। আদেশে যেসব ইউনিট ও অধিনায়কদের নামের উল্লেখ করা হবে তাদের নামের তালিকা পেশ করতেন ফ্রন্ট কম্যাণ্ডার। আদেশটি প্রস্তুত করত রণক্রিয়া বিভাগ, এবং তার ভূমিকা অংশ যেখানে আলোচ্য বাহিনী কি করেছে তার বর্ণনা থাকত তা সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ককে জানাতে হত। সাধারণতঃ এটা করতে হত টেলিফোনে এবং কোন শ্রেণীর সেলাম দেওয়া হবে সে বিষয়ে তৎক্ষণাৎ একমত হওয়া যেত।

ভূমিকার এই অংশগুলি সর্বদাই লিখতেন লেফ্‌টেন্যান্ট জেনারেল এ. এ. গ্রিজলভ, নতুবা আমি। এই কাজে গ্রিজলভ বিশেষ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। কদাচিৎ তার সংশোধন করা হত; যে সব সংশোধন হত তার বেশির ভাগই ইতিহাসমূলক। যেমন, ১৯৪৫-এর ২৭শে জানুয়ারীর আদেশ যেটি জারী হয়েছিল মাসুরিয় হ্রদ অঞ্চলে শত্রু ব্যূহভেদকে চিহ্নিত করার জন্য, এতে সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক যোগ করেছিলেন এই বাক্যবন্ধটি, "প্রথম বিশ্বযুদ্ধকাল থেকেই জার্মানরা যাকে অভেদ্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করে এসেছে।" এতে যে জয়টি অর্জিত হয়েছে তার তাৎপর্যের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

১ম শ্রেণীর সেলাম—২৪টি ঝাঁক ৩২৪টি কামানে—বর্ষিত হত কেবলমাত্র কোন ইউনিয়ন রিপাবলিকের রাজধানী অথবা অন্য কোন দেশের রাজধানী মুক্ত করার ক্ষেত্রে এবং আরো কিছু অসাধারণ ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে। যুদ্ধের সময় সবশুদ্ধ মোট ২৩টি এই সেলাম জানানো হয়েছে। এগুলি চিহ্নিত করেছে শত্রুর পরাজয় এবং কিয়েভ, ওডেসা, সেবাস্তোপোল, পেত্রোজাভোদস্ক, মিন্‌স্ক, বুখারেস্ট, তালিন, রিগা, বেলগ্রেড, ওয়ারশ, ভিলিনাস, কিশিনেভ, বুদাপেস্ট, ক্রাকো, ভিয়েনা, প্রাগ থেকে শত্রু বিতাড়ন এবং তাছাড়া কোনিগস্‌বার্গ ও বার্লিন দখলকে চিহ্নিত করেছে। তদতিরিক্ত, প্রথম শ্রেণীর সেলাম দেওয়া হয়েছে যখন আমাদের বাহিনী ১৯৪৪-এর ২৬শে মার্চ দক্ষিণ রাষ্ট্রের সীমান্তে, ১৯৪৪-এর ৮ই এপ্রিল দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে পৌঁছোয় তখন এবং যখন ১৯৪৫-এর ২৭শে এপ্রিল টরগো অঞ্চলে বৃটিশ ও মার্কিন বাহিনী যুক্ত হয় তার সম্মানে। তাছাড়াও সাম্রাজ্যবাদী জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে প্রথম দুই শ্রেণীর সেলাম দেওয়া হয়—একটি কোয়ানটুং বাহিনীর পরাজয়কে চিহ্নিত করার জন্য, অন্যটি ১৯৪৫-এর ৩রা সেপ্টেম্বর জাপানের উপর পরিপূর্ণ জয়লাভের সম্মানে।

মস্কো দ্বিতীয় শ্রেণীর ২১০টি সেলাম জানিয়েছে—২২৪টি কামানের ২০ ঝাঁক। এর মধ্যে ১৫০টি বৃহৎ নগরের মুক্তি, ২৯টি দৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত শত্রু ব্যূহভেদ, ৭টি বৃহৎ শত্রুদলের পরিপূর্ণ পরাজয় সাধন, ১২টি বলপূর্বক নদী অতিক্রম, ১২টি জার্মান প্রদেশে প্রবেশ, কার্পেথিয়ান অতিক্রম ও দ্বীপপুঞ্জ দখল প্রভৃতির জন্য।

মোট ১২২টি তৃতীয় শ্রেণীর সেলাম—১২ ঝাঁকের ১২৪টি কামান দেওয়া হয়েছে, তাদের বেশির ভাগ রেল ও সড়ক জংশন এবং রণক্রিয়াগত গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ জনাকীর্ণ অঞ্চল দখলের জন্য।

১৯৪৫-এর ৯ই মে নাৎসী জার্মানীর উপর জয়ের দিনটি চিহ্নিত করা হল

১০০০টি কামানের ৩০টি ঝাঁকের সাহায্যে সেলাম জানিয়ে।

এছাড়াও আদেশ থাকত প্রশংসাসূচক বার্তা বহন করে তবে তার সঙ্গে সেলাম থাকত না। যেমন ১৯৪৩ এর ১২ই আগস্ট এই ধরনের একটি আদেশ প্রকাশিত হল যখন আমাদের চারটি ডিভিশন কারাচেভ শহরটি দখল করে। ১৯৪৩-এর ১৮ই সেপ্টেম্বর এই রকম একটি আদেশ স্বাক্ষরিত হল। এতে ২য় রক্ষী অশ্বারোহী কোরকে শত্রুর পশ্চাদভাগ ভেদ করা, বলপূর্বক দেশনা অতিক্রম করা এবং প্রধান বাহিনী না আসা পর্যন্ত সেতুমুখটি দখল করে থাকার জন্য কৃতজ্ঞতা জানান হয়েছে। নীপার বলপূর্বক অতিক্রম করার ব্যাপারটিকে চিহ্নিত করা হল অনুরূপ আদেশে।

কোন কোন সময় এরকম ব্যাপারও ঘটত। ১৯৪৩-এর ৬ই নভেম্বর কিয়েভের মুক্তির সম্মানে সেলাম জানান হল, এবং তার দশদিন পরে জানা গেল যে বিজয়ী ফ্রণ্ট আমাদের কাছে পাঁচটি স্বয়ন্তর রেজিমেন্টের নাম উল্লেখ করেনি (তিনটি মর্টার, একটি কামান-গোলন্দাজী এবং একটি ট্যাংক) যারা ইউক্রেনের রাজধানী দখলের লড়াইতে অংশগ্রহণ করেছিল। আমরা এটা সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ককে রিপোর্ট করলাম, তিনি আমাদের নির্দেশ দিলেন একটি সেলাম ছাড়া অতিরিক্ত আদেশ জারীর এবং এই পাঁচটি রেজিমেন্টকে কিয়েভের খেতাব দেবার জন্য।

মোট ৩৭৩টি প্রশংসা বার্তাসহ আদেশ হিটলারী জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় জারী করা হয় যার মধ্যে ২০টি সেলাম ছাড়া। সেগুলি বিভিন্ন বছরে এভাবে ছড়ানো: ১৯৪৩-এ ৫৫টি, ১৯৪৪-এ ১৬৬টি, ১৯৪৫-এর ৯ই মে পর্যন্ত ১৪৮টি। একই বছরে পাঁচটি অতিরিক্ত সেলামসহ আদেশ জারী করা হয় ২২শে জুনের বিজয় প্যারেডের জন্য, সোভিয়েত নৌবাহিনীর সম্মানে, ২২শে জুলাই, সোভিয়েত বিমান-বহরের সম্মানে ১৯শে আগস্ট, কোয়ানটুং বাহিনীর উপর জয়ে ২৩শে আগস্ট এবং ৩রা সেপ্টেম্বর জাপানের বিনাশর্তে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষরকে চিহ্নিত করার জন্য।

১৯৪৩-এ পাঁচদিন প্রতিদিন দুটি করে সেলাম, দুই দিন তিনটি ক'রে সেলাম জানানো হয়। ১৯৪৪-এর ২৬ দিন মাতৃভূমি প্রতিদিন দুটি ক'রে, ৪ দিন তিনটি ক'রে, এবং এক দিন, ২৭শে জুলাই পাঁচবার কামান গর্জন হয়েছে সেই বীরদের সম্মানে যাঁরা বেলোস্টক, স্তানিস্লাভ, দাউগাভপিলস, ল্‌ভোভ এবং সিয়াউলিয়াই-এর উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায় এবং দখল করে।

১৯৪৫-এর একটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক হল সেলামের আরো সংখ্যাবৃদ্ধি। ২৫টি দিন দিনে দুটি ক'রে, ১৫ দিন তিনটে, ৩ দিন ৪টে এবং ২ দিন ৫টি করে। পাঁচটি সেলাম দেওয়া হয় ১৯শে জানুয়ারী যখন তাসলো, ক্র্যাকো, ম্লাওয়া এবং লোজ মুক্ত হয় এবং বাধা ছিন্ন করে পূর্ব প্রাশিয়ায় প্রবেশ করা হয় এবং তাছাড়া ২২শে জানুয়ারী যখন আমাদের বাহিনী ইনস্টারবার্গ (ইনইউরোস্ক), অলেনস্টাইন, নিয়েজনো এবং অষ্টারোড দখল করে। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সেলাম পায় স্বাভাবিকভাবেই সেই ফ্রন্টগুলি যাদের বাহিনী হিটলারী জার্মানী বা তার প্রবেশমুখে জয়লাভের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ শেষ করেছিল তারা। মস্কো প্রথম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টকে ৬৮ বার, প্রথম বাইলোরুশীয় ফ্রন্টকে ৪৫ বার, দ্বিতীয় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টকে ৪৫ বার, দ্বিতীয় বাইলোরুশীয় ফ্রন্টকে ৪৪ বার, তৃতীয় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টকে ৩৯ বার, তৃতীয় বাইলোরুশীয় ফ্রন্টকে ২৯ বার এবং চতুর্থ ইউক্রেনীয় ফ্রন্টকে ২৫ বার সেলাম জানিয়েছে।

সচরাচর সেলাম দেওয়া হত একটি বিশেষ ফ্রন্টের বাহিনীগুলির সম্মানে। তবে ২৭টি ক্ষেত্রে সেলাম দেওয়া হয় তিনটি, চারটি, এমন কি পাঁচটি পরস্পর সম্পর্কিত ফ্রন্টকে। উপকূল শহর যার মুক্তিতে যুদ্ধজাহাজ সাহায্য করেছে এমন ক্ষেত্রে নৌবহরকেও সেলাম দেওয়া হত।

অবশ্য প্রশংসাবার্তাসহ আদেশপত্র রচনা এবং সেলাম অনুষ্ঠানের বন্দোবস্ত করাটা ছিল এক প্রীতিকর কর্তব্য যেহেতু তা আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর বিজয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। যদিও রণক্রিয়া বিভাগের কাজকর্মের ক্ষেত্রে কোন দিক দিয়েই এর স্থান প্রথমে নয়, তবু এর জন্য প্রয়োজন হত অনেকটা সময় ও মনোযোগ। আদেশপত্র রচনার সময় সমস্ত ইউনিট ও সংগঠনের সংখ্যাগুলি এবং অধিনায়কদের নামগুলো যাচাই করতে হত, কোন রকম ভুল অথবা বাদ পড়ে যাওয়া চলত না। কাজটির জন্য দু'ঘণ্টার বেশি সময় আমরা খুব কমই পেতাম, কাজেই কাজটা সর্বদাই ছিল তাড়াহুড়োর। শহর দখলের রিপোর্ট সাধারণতঃ আসতে শুরু করত সন্ধ্যা নাগাদ। অন্ধকার হবার আগে কোন সেলাম দেওয়া যেত না (তাহলে রকেটে কাজ হত না, আবার ২৩·০০ পরে দেওয়াটাও হত অর্থহীন)। কোন কোন দিন একটার পর একটা সেলাম দেবার ব্যাপার থাকত, আমরা অসুবিধাগুলির সঙ্গে কোনমতে খাপ খাইয়ে নিতাম, আমাদের জেনারেল ও অফিসারদের ধন্যবাদ জানাতে হয়, তাঁরা নিখুঁতভাবে পরিস্থিতি, ইউনিটগুলির নম্বর এবং

অধিনায়কদের নাম জানতেন। এই সব আদেশনামা সাধারণতঃ আমার অফিসে তৈরী হত এবং যখন আমি ভূমিকা অংশটুকু সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ককে রিপোর্ট করতাম তখন আমার ঘনিষ্ঠতম সহকারীরা বয়ানের বাকি অংশটুকু শেষ করতেন।

১৯৪৪-এর ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত প্রশংসাসূচক আদেশপত্রগুলিতে সম্বোধন করা হত কেবল ফ্রন্ট অধিনায়কদের। পরে নতুন একজন প্রাপকের আবির্ভাব ঘটল—ফ্রন্টের স্টাফ প্রধান। এখানে উদ্যোগটা এল নীচের থেকে। যখন দ্বিতীয় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের বাহিনীগুলির সম্মানে একটি আদেশপত্র তৈরী করছিলাম তখন আমরা যথারীতি ফ্রন্ট চিফ অব স্টাফ কর্নেল-জেনারেল এম. ভি. জাখারভকে নিয়ে নানারকম খুঁটিনাটি পরীক্ষা করতে শুরু করলাম। জাখারভ স্টাফ-এর ভূমিকাকে খাটো করার জন্য আমাদের সমালোচনা করলেন। তিনি তর্ক তুললেন যে আদেশপত্রে প্রত্যেকেরই অবদানের কথা উল্লেখ করা হয় কেবল স্টাফদের সম্পর্কেই একটাও কথা বলা হয় না। এটা সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ককে রিপোর্ট করা হল, নালিশটির প্রতিক্রিয়া হল, তিনি বুঝলেন।

"জাখারভ ঠিক বলেছেন। স্টাফ বিরাট এক ভূমিকা পালন করে। এখন থেকে আদেশগুলিতে দুজন ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হবে—অধিনায়ক ও স্টাফ প্রধান।"

এবং তাই আমরা করলাম। এভাবে প্রথম যে আদেশপত্রটিতে সম্বোধন করা হল তা সেদিনই, ১৯৪৪-এর ৩০শে নভেম্বর, দ্বিতীয় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টকে।

এই সব প্রশংসার আদেশপত্র ও সেলামের ব্যবস্থা করার কাজটা সব সময় মসৃণভাবে ঘটত না। কখনো কখনো তর্ক উঠতো কে কোন স্থান নিয়েছে তাই নিয়ে। যখন জেনারেল স্টাফ কোন একটা সেলামকে স্বীকৃতি দিতেন না তখন লোকজন বিক্ষুব্ধ হত। কিছু ফ্রন্টের অধিনায়কেরা, যারা অল্প কিছু জনবহুল অঞ্চলসহ ভূখণ্ডে রণক্রিয়া করেছে তারা অপেক্ষাকৃত ছোট জায়গা দখলকে চিহ্নিত করার জন্য সেলামের ব্যাপারে চাপ দিত। জেনারেল স্টাফ রাজি না হলে তারা সরাসরি সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের কাছে আবেদন করত, তিনি কোন কোন সময় তাদের অনুরোধ রাখতেন, যেমন হয়েছিল দুখোভশ্চিনার মুক্তির ক্ষেত্রে। অন্য সময়, সেলাম নাকচ করার পর স্তালিন তাসত্ত্বেও আমাদের নির্দেশ দিতেন প্রশংসাসূচক আদেশপত্র তৈরীর জন্য।

আদেশপত্রগুলি খুব সতর্কভাবে লেখা হত। সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক ব্যাপারটা

নিজে দেখতেন এবং ভুল তিনি ক্ষমা করতেন না। একদিন তিনি আমাদের নির্দেশ দিলেন যে আমরা যখন কোন শহরের নাম উল্লেখ করব যার কোন সময় নতুন নামকরণ হয়েছে, তখন পুরানো নামটিরও বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করতে হবে। যেমন, তারতু (ইউরেভ, দেপ্ত)। একজন বিশেষ লোককে হুকুম দিতে হত এই সব বিষয় যাচাই করার জন্য। পরে, যখন পোল্যাণ্ডের মুক্তি ঘটছিল, তখন তাকে এটা দেখার দায়িত্ব দেওয়া হল যেন শত্রুর কবল থেকে দখল করা হয়েছিল তাদের নাম যেন পোলিশ ও জার্মান দুটোতেই রাখা হয়।

আসলে প্রত্যেক আলাদা ইউনিট ও সংগঠন, প্রশংসাসূচক আদেশপত্রে যার উল্লেখ করা হয়েছে, যে শহর সে মুক্ত করতে সাহায্য করেছে তার নামের উপর নির্ভর করে একটা সম্মানসূচক উপাধি পেত। এভাবে ভরোনেজ, কুস্ক এবং খারকভ ডিভিশনের সৃষ্টি হয়। কিন্তু যতই আমাদের অভিযান এগিয়ে চলল ততই নতুন শহর ও নগর মুক্ত হল এবং তখন প্রশ্ন উঠল যে ইউনিটগুলি তিনটে অথবা চারটে নগর কিংবা তার চেয়ে বেশিকে মুক্ত করেছে তাদের সম্পর্কে কি হবে। চারটের নামে তাদের নাম রাখা যায় না। এ বিষয়েও সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট নির্দেশ এল। সম্মানসূচক উপাধি দ্বিগুণ করে দেওয়া যায়, যেমন ২৯১ তম ভরোনেজ-কিয়েভ আক্রমণকারী বিমান ডিভিশনের ক্ষেত্রে। বিশিষ্টতামণ্ডিত কাজের দীর্ঘ রেকর্ড আছে এমন বাহিনীকে অতিরিক্ত উৎসাহদানের ব্যবস্থা হল। তাদের হয় খেতাব দেওয়া হল নয়তো রক্ষী উপাধির জন্য সুপারিশ করা হল।

সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের সঙ্গে আমাদের প্রশংসাসূচক আদেশপত্রের আক্ষরিকভাবে সমস্ত খুঁটিনাটির ব্যাপারেই মৌলিক বোঝাপড়া ছিল। তবু তাড়াহুড়োয় কোন সময় বয়ান তৈরিতে মারাত্মক ভুল হয়ে যেত। একদিন যখন আমরা রিপোর্ট পেশ করছি কোনেভ ফোন করলেন এবং স্তালিনকে ব্যক্তিগতভাবে কোন একটা বড় জনাকীর্ণ এলাকা জয়ের কথা বললেন। তখন প্রায় ২২'০০টা কিন্তু স্তালিন সেদিনই সেলামের আদেশ দিলেন। গোটা প্রস্তুতির জন্য আমাদের এক ঘণ্টার বেশি সময় ছিল না। আমি আদেশপত্রটির ভূমিকা অংশটুকু সেখানেই লিখে ফেললাম। তা অনুমোদিত হল। পাশের ঘর, যেখানে টেলিফোন ছিল, সেখান থেকে আমি প্রথমে গ্রিজলভকে ফোন করলাম তৎক্ষণাৎ ইউনিটগুলির নম্বর ও অধিনায়কদের নাম পাঠিয়ে দেবার জন্য, তারপরে পুজিনকে রেডিওতে,

সেদিনের আসন্ন আদেশপত্রটি সম্পর্কে, এবং শেষে নগর কম্যাণ্ডাণ্টকে সেলামের ব্যবস্থা করার জন্ত। আমি ভূমিকা অংশটুকু টাইপিস্টকে দিলাম এবং বাকি অংশটুকু লেখার জন্ত বসলাম, ব্যবহার করলাম আমার সঙ্গে যে কাজের ম্যাপ এবং অধিনায়কদের তালিকা ছিল সেটি। আধ ঘণ্টার মধ্যে গ্রিজ্‌লভ এবং আমি আমাদের তথ্যগুলি মিলিয়ে দেখলাম, আবার টাইপের জায়গায় গেলাম, বয়ানের বাকি অংশ বললাম, আদেশপত্রটি রেডিওতে পাঠিয়ে দিলাম, সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের অফিসে ফিরে তাঁকে জানালাম যে সব প্রস্তুত, ২৩'০০টার সময় সেলামটি ধ্বনিত হবে।

"আমরা শুনব," স্তালিন বললেন এবং তাঁর টেবিলের মোচাকৃতি সাধারণ লাউডস্পিকারটি চালু করলেন।

আদেশপত্রটি সর্বদাই এমনভাবে পড়া হত যে শেষ বাক্যটির এক মিনিটের মধ্যে কামানগুলি গর্জন করবে। ঠিক তাই এখন ঘটার কথা। তাঁর অননুকরণীয় আনুষ্ঠানিক কণ্ঠে লেভিতান শুরু করলেন:

"প্রথম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের অধিনায়কের প্রতি! প্রথম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের বাহিনীগুলি, ফলস্বরূপ...।" হঠাৎ স্তালিন চিৎকার করে উঠলেন, "কেন লেভিতিন কোনেভের নাম বাদ দিল? বয়ানটা দেখি!"

বয়ানটিতে কোনেভের নামের কোন উল্লেখ নেই এবং আমারই দোষ। ভূমিকাটি যখন লিখি আমি শিরোনামাটি সংক্ষেপে লিখেছিলাম, ভুলে গিয়েছিলাম যে আমি জেনারেল স্টাফের টাইপিস্ট-এর সঙ্গে কারবার করছি না, যারা সংক্ষিপ্ত শিরোনামাকে সব সময় নিজেরাই বাড়িয়ে নিত।

স্তালিন ভয়ানক ক্রুদ্ধ হলেন।

"কেন আপনি কম্যাণ্ডারের নামটি বাদ দিলেন?" সোজা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে তিনি প্রশ্ন করেন।" এটা কি ধরনের নামহীন আদেশপত্র?... আপনার কাঁধের উপর এটা কি মাথা, নাকি অন্ত কিছু?"

আমি চুপ।

"এখনই বেতার প্রচার বন্ধ করে আবার এটা পড়া হোক।" স্তালিন আদেশ দিলেন।

আমি টেলিফোনের দিকে ছুটে গেলাম। পরিচালন ঘাঁটিকে পড়া শেষ হবার পর কামান দাগা বন্ধ করতে বলে আমি রেডিওতে ফোন করলাম যেখানে লেভিতিন ইতিমধ্যে পড়া শেষ করেছেন। তাঁকে গোটা আদেশপত্রটি পুনরাবৃত্তি

করতে বললাম, আর কোনেভের নাম যেন অবশ্যই উল্লেখ করা হয়।

প্রায় কোন বিরতি না দিয়েই লেভিতিন আদেশপত্রটি পড়তে আরম্ভ করলেন এবং আমি আবার পরিচালন ঘাঁটিকে ফোন করলাম এবং স্বাভাবিক নিয়মে তাদের কামান দাগতে বললাম। গোটা ব্যাপারটা সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের পূর্ণদৃষ্টির সামনেই ঘটল, তিনি সম্ভবতঃ আমার প্রতিটি গতিবিধি লক্ষ্য করছিলেন এবং যখন আমি আমার ভুল সংশোধনে শেষ পর্যন্ত সফল হলাম তখন তিনি বিরক্তভাবে বললেন, "আপনি যেতে পারেন।"

আমি টেবিল থেকে ম্যাপগুলো গুটিয়ে নিলাম, ঘর ছেড়ে আন্তোনভের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

"গতিক ভালো নয়", অফিস থেকে বেরিয়ে আসবার পর আন্তোনভ বললেন।

আমার আগে যেহেতু রণক্রিয়া বিভাগে পাঁচজন প্রধান যথাক্রমে ছিলেন, কি ঘটতে চলেছে তা বুঝতে পারলাম। সত্যি বলতে কি এবিষয়ে আমার মিশ্র প্রতিক্রিয়া হল। একদিকে দুঃখ, অন্যদিকে আনন্দ। বরখাস্ত হলে আমার রণক্ষেত্রে যাবার সুযোগ আসবে। এটা এমন ব্যাপার যা আমরা অনেকেই কামনা করতাম কারণ জেনারেল স্টাফে ছিল এক অবিশ্বাস্য স্নায়বিক চাপ থেকে নিষ্কৃতি নেই এমন কাজ। তাছাড়া রণাঙ্গনে যাবার ইচ্ছাটা তখন যে কোন সোভিয়েত মানুষের পক্ষে ছিল স্বাভাবিক।

জেনারেল স্টাফ কিংবা রণাঙ্গনে আদেশপত্রের এই দুর্ভাগ্যজনক বাদ পড়াটা কেউ লক্ষ্য করেনি। এবিষয়ে কেবল যে প্রশ্নটি উঠল তা দ্বিতীয়বার পড়ার বিষয়ে। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের শিক্ষা হয়ে গেল। সবাইকে কঠোর-ভাবে সতর্ক করে দেওয়া হল খসড়ায় কোন সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহার না করতে, পুরো বানান ও শিরোনামা লিখতে।

দুই দিন আমি জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ রিপোর্ট করিনি, সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কও যথারীতি আমাকে সকালে ফোন করেননি। জেনারেল স্টাফ সংক্রান্ত সমস্ত কিছু কারবার তিনি আন্তোনভের সঙ্গেই করলেন।

তৃতীয় দিন হাল রিপোর্ট সঙ্গে নিয়ে আন্তোনভ জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ চলে গেলে একটা বার্তা এল যে দ্বিতীয় ইউক্রেনীয় ফ্রন্ট কোন একটা জনবসতিপূর্ণ অঞ্চল দখল করেছে। যথারীতি আমরা তাড়াতাড়ি একটা প্রশংসাসূচক আদেশের মুখবন্ধটি তৈরি করে ফেললাম। আমি পসক্রিয়োবাইশেভকে ফোন করে এটা

আন্তোনভকে রিপোর্ট করতে বললাম। প্রায় তখনই আন্তোনভ আমাকে ফোন করলেন।

“আদেশপত্রটি নিয়ে আপনি নিজে চলে আসুন।”

কয়েক মিনিট পরে আমি সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের অফিসে প্রবেশ করলাম।

“ওটা পড়ুন,” তিনি আদেশ দিলেন, “নামটা বাদ দেননি তো?”

আমি আদেশপত্রটি পড়ি এবং তা প্রচারের অনুমতি পাই। এরপর যথারীতি দিন কাটে।

“সেলামের আদেশগুলো”, আমরা একে তাই বলতাম, প্রতিদিন আমাদের অনেক বেশি পীড়া দিতে লাগল। এগুলো তৈরির সময়টাই আমরা পেতাম না। অনেক সময় আদেশপত্রটি ভাগে ভাগে বেতার প্রচার কেন্দ্রে পাঠানো হত। লেভিতান যখন দ্বিতীয় পৃষ্ঠা পড়ছেন তখন তৃতীয় পৃষ্ঠা তৈরি হচ্ছে। কিন্তু লেভিতান এবং আমরা পরিস্থিতিটাকে মানিয়ে নিলাম। মনে হচ্ছিল সবকিছু বেশ চলছে, হঠাৎ একটা বাধা এসে পড়ল।

এটা একেবারে যুদ্ধশেষের ব্যাপার, বার্লিন দখলের জন্য আমরা সেলাম দেবার পর। এই ঘটনাকে চিহ্নিত করে রচিত আদেশে জেনারেল ভি ভি নোভিকভ-এর নাম উল্লেখ করা হয়নি। এটা ত্রুটি সন্দেহ নেই: এটি উল্লেখ করতে ভুল হয়েছে নয়তো, এটা জেনারেল স্টাফে আমাদের ভুল। তবে বাস্তব ধারণাটা এই ছিল যে জার্মানীর রাজধানী দখলে ৭ম ট্যাংক কোর অংশ নেয়নি। পরদিন নোভিকভ সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের কাছে টেলিগ্রাম করে তার বিরক্তি প্রকাশ করলেন।

সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক ভয়ানক ক্রুদ্ধ হলেন এবং আমাদের সম্বন্ধে কিছু অপ্রীতিকর বিশেষণ ব্যবহার করলেন। তার সঙ্গে তিনি যোগ করলেন, জেনারেল স্টাফ হয়তো অন্য কমান্ডারদের নামও বাদ দিয়েছে। শেষে, আমাদের নোভিকভের জন্য আলাদা একটা আদেশপত্র প্রকাশ করে ব্যক্তিগতভাবে তার কাছে পাঠাতে বলা হল, রেডিওতে প্রচারের জন্য নয়। আর অপরাধীদের শাস্তি দিতে বলা হয়। ৪ঠা মে স্তালিন নিজে আদেশপত্রটিতে স্বাক্ষর করলেন, তার নম্বর ১০৮০। এতে বলা হয়:

“ট্যাংক বাহিনীগুলির মেজর জেনারেল নোভিকভের অধীনে ৭ম রক্ষী ট্যাংক কোর, সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের আদেশপত্রে দেওয়া যে সব সংগঠন বার্লিন দখলে অংশগ্রহণ করেছিল সেই তালিকায় যার নাম ভুল করে দেওয়া হয়নি, তা

আদেশপত্রে অতিরিক্ত যুক্ত হবে এবং কোরের ইউনিটগুলিকে সুপারিশ করা হবে বার্লিন উপাধি ও খেতাবে ভূষিত করার জন্য।"[১২]

সোভিয়েত আপাততঃ তৃপ্ত হলেন। কিন্তু এটা আমাদের মধ্যে একটা অপ্রীতিকর মনোভাবের সৃষ্টি করল, অনেকের শাস্তি হল… ।

অক্টোবর বিপ্লব বার্ষিকী, মে দিবস ও লাল ফৌজ দিবসে বিশেষ আদেশপত্র লেখা হত এবং তা বেতারে সারা দেশে প্রচারিতও হত। যুদ্ধকালীন এইসব আদেশে সর্বদাই থাকত রণাঙ্গনের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ, গৃহাঙ্গনে কর্মী ও বাহিনীগুলির সামনে পার্টি ও সরকারের নামে নিকট ভবিষ্যতের কর্তব্য তুলে ধরা হত, এবং যুদ্ধে ও শ্রমে যাঁরা বীর তাঁদের অভিবাদন জানানো হত। পরবর্তী ধাপটি হল সশস্ত্র বাহিনীর নানা শাখার সম্মানে বিশেষ দিনগুলিকে চিহ্নিত করা : গোলন্দাজ দিবস, ট্যাংক দিবস ইত্যাদি। এমনি দিনে মস্কোর আকাশে অভিবাদনের গর্জন হত, রাজধানীতে এখন বীর নগরীগুলি প্রতিধ্বনিত।

আমাদের জাতীয় ছুটিগুলির অনুষ্ঠানে সেলাম এবং আতসবাজী হয়ে উঠল এক স্থায়ী অঙ্গ।

১৯৪৫-এর ৮ই মে জার্মান সশস্ত্র বাহিনীর বিনাশর্তে আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরিত হয় বার্লিনের শহরতলী কার্লসহর্স্ট-এ। হিটলারের যুদ্ধযন্ত্র চূড়ান্তভাবে ধ্বংস হয়েছে, তৃতীয় রাইখের অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধ তার জয়লাভে পরিসমাপ্ত হল।

আমরা অবশ্য ১৯৪৫-এর ৮ই মের রাতটি কাটালাম কিছুটা উদ্বেগ নিয়ে। আত্মসমর্পণের শর্তগুলি নাৎসী নেতারা কি কার্যকরী করবে, নাকি আগের মতো তাদের আন্তর্জাতিক দায়দায়িত্ব সম্পর্কে তাদের আচরণ হবে? সকাল নাগাদ এরকম আশংকার কারণ কমে গেল। সর্বত্র জার্মানরা অস্ত্রত্যাগ করছে এবং আত্মসমর্পণ করছে এই রিপোর্ট জেনারেল স্টাফ ও জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ পৌঁছাতে লাগল। কেবল চেকোস্লোভাকিয়াতে পরিস্থিতি রইল উত্তেজনায় কঠিন। এখানে শত্রু আত্মসমর্পণ করেনি, বরং তখনো প্রতিরোধ করছে এবং চেষ্টা করছে দক্ষিণ এবং পশ্চিমে সরে পড়তে। প্রথম, চতুর্থ ও দ্বিতীয় ইউক্রেনীয় ফ্রন্ট বিদ্রোহী প্রাগ-এর সাহায্য ও শত্রুকে জোরালো আঘাত হানার জন্য দ্রুত ধাবমান।

বার্লিনের কাছ থেকে দুটি রক্ষী ট্যাংক ফৌজ—৩য় এবং ৪র্থ—একই লক্ষ্যে ছুটেছে। ভোরে তারা চেকোস্লোভাকিয়ার রাজধানীতে ফেটে পড়ল। প্রাগের নাগরিকদের সহযোগিতায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এই নগরী শত্রুমুক্ত হল। অপরাহ্ণে চতুর্থ ইউক্রেনীয় ফ্রন্ট প্রাগে প্রবেশ করল। সন্ধ্যায় দ্বিতীয় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টও সেখানে এল। হিটলারের ফিল্ড মার্শাল ভন শোরনার ও জেনারেল ওয়েলার এর অধীন জার্মান সমর বিভাগের হতভাগ্য অবশেষ তাদের শেষ মরীয়া চেষ্টা চালাচ্ছিল, এবং এটা স্পষ্ট যে তাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে।

এদিকে মস্কো উৎসব মুখর। ৯ই মে ঘোষিত হয়েছে জাতীয় ছুটির দিন হিসেবে—বিজয় দিবস। সকালে প্রথম কাজটি আমাদের বিজয় অভিবাদনের আদেশপত্রটি রচনা। রীতিভঙ্গ করে বেতার সম্প্রচারের জন্য লেভিতানকে জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ ডেকে পাঠানো হয়েছে এবং ২১·০০ টায় ক্রেমলিন থেকে স্তালিন সোভিয়েত জনগণের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে এখন জার্মানীর আত্মসমর্পণ হয়ে উঠেছে এক বাস্তব ঘটনা। তিনি কিন্তু শোরনার ও ওয়েলার-এর দলের প্রতিরোধের কথা এড়িয়ে গেলেন না।

"কিন্তু আমি আশা করি," সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক যোগ করলেন, "যে লাল ফৌজ তার চেতনা ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হবে। এখন আমরা সম্পূর্ণ ন্যায্যতঃই বলতে পারি যে জার্মানীর চূড়ান্ত পরাজয়ের ঐতিহাসিক দিনটি, সাম্রাজ্যবাদী জার্মানীর উপর জনগণের মহান জয়ের দিনটি সমাগত। আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও স্বয়ন্তরতার নামে যে বিরাট আত্মত্যাগ আমরা করেছি, যুদ্ধের সময়ে আমাদের জনগণ যে অপরিমেয় কষ্ট ও দুঃখ ভোগ করেছে, রণাঙ্গনে ও তার পিছনে যে উৎসর্গীত কাজ পিতৃভূমির বেদীমূলে অর্পিত হয়েছে, তা নিষ্ফল হয়নি, শত্রুর পরিপূর্ণ পরাজয়ে তার পুরস্কার মিলেছে…।"

এই তথ্যটি আমি লিপিবদ্ধ করতে চাই যে কঠোর নিয়ম জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ সমগ্র যুদ্ধকালে রক্ষিত হয়েছে এপ্রিলের শেষে হঠাৎ তা বিপর্যস্ত হল। আন্তোনভ এবং আমাকে নানা সময়ে দিনে কয়েকবার ডেকে পাঠান হত। আমরা সেখানে দলিলগুলি রচনা করতাম। ঘটনাবলীর বিদ্যুৎগতি কোনরকম সময়সূচির মধ্যে ধরে রাখা যেত না।

২রা মে, যেদিন বার্লিন অধিকৃত হয়, সেদিন থেকে মস্কো এক বন্য উত্তেজনার মধ্যে রইল। রাস্তায় এক উৎসবের মেজাজ। রেডস্কোয়ারে দিনরাত ভীড়ের চাপ। মে মাসের গোড়ায় একদিন নিয়ম পাল্টে আন্তোনভ ও আমি প্যাসকী

ফটক দিয়ে ক্রেমলিন থেকে আমাদের অফিসে ফিরছিলাম, আমরা উৎসবমুখর মস্কোর মানুষদের দেখতে চেয়েছিলাম। এই সিদ্ধান্ত কতখানি ভুল ছিল আমরা বিলক্ষণ টের পেলাম যখন আমাদের গাড়িকে আক্ষরিকভাবেই জোর ক'রে জনাকীর্ণ স্কোয়ারে থামিয়ে দেওয়া হল। উৎফুল্ল জনতা গাড়ি থেকে আমাদের টেনে বের করতে আরম্ভ করল আমাদের নিয়ে লোফালুফি করার জন্য। সেই সময় সামরিক পোষাক গায়ে প্রত্যেককেই এরকম লোফালুফি করা হত, আমরাও অবশ্যই তার ব্যতিক্রম নই। বোঝাবার চেষ্টা করে কোন ফল হল না। পরিণামে আন্তোনভকে গাড়ি থেকে বের করা হল এবং পরমুহূর্তে শূন্যে তাঁর পাদুটিকে এক ঝলক দেখতে পেলাম, এদিকে ফুলে ওঠা ব্রীফ কেসদুটি আঁকড়ে বসে স্টাফ অপারেশনের কাগজ পত্রগুলির ভাগ্যের কথা ভেবে আমি কাঁপতে লাগলাম। ক্রেমলিন রক্ষীদের সাহায্যেই কেবল আমরা পায়ে হেঁটে ক্রেমলিনে ফিরে আসতে পারলাম এবং অন্য গাড়িতে কেরোভিৎস্কি ফটক দিয়ে জেনারেল স্টাফ-এ ফিরে এলাম।

কয়েকদিন পরে বিজয় আদেশ সই করার পর সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক হিটলারী জার্মানী জয়কে চিহ্নিত করার জন্য আমাদের প্যারেডের প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করতে এবং তাঁর কাছে রিপোর্ট করতে আদেশ দিলেন।

"একটা বিশেষ প্যারেডের ব্যবস্থা এবং তা কার্যকরী করতে হবে," তিনি বললেন। "সমস্ত ফ্রন্ট ও শাখার প্রতিনিধিদের অবশ্যই অংশ গ্রহণ করতে হবে। রুশ রীতি অনুযায়ী খাবার টেবিলেও বিজয় উৎসব পালন এবং ক্রেমলিনে একটা বিরাট ভোজ উৎসবের আয়োজন করা বেশ একটা ভাল ব্যাপার হবে। আমরা ফ্রন্ট অধিনায়ক এবং জেনারেল স্টাফের প্রস্তাবিত অন্য সামরিক লোকদের নিমন্ত্রণ করব। ভোজ উৎসবের বিষয়টা বেশিদিন ফেলে রাখা ঠিক হবে না—প্রস্তুতি নেবার জন্য দশ-বারোদিন যথেষ্ট।"

পরদিন আমরা জেনারেল স্টাফ-এ কাজে বসলাম। দুটো দল গঠিত হয়েছে। একটা ভোজ উৎসবে যে সব লোককে নিমন্ত্রণ করা হবে তাদের তালিকা তৈরিতে প্রধান রাজনৈতিক বিভাগকে সাহায্য করছে, দ্বিতীয়টি আত্মনিয়োগ করেছে প্যারেডের ব্যাপারে। কারা প্যারেডে অংশ নেবে, যথোপযুক্ত অনুষ্ঠান, কি পোশাক পরতে হবে, ফ্রন্টগুলি থেকে যাঁরা মস্কোয় আসবেন তাঁদের ব্যবস্থা ও প্রস্তুতির সময় এসব তৈরি করতে হবে। আরো বহু সাংগঠনিক সমস্যা ছিল যার নির্ভুল সমাধান দরকার ছিল।

দুতিন দিনের মধ্যে প্রাথমিক হিসাব শেষ হল। যেভাবেই প্যারেডের পরিকল্পনা হোক না কেন, দু মাস লাগবে। তার প্রধান কারণ দশ হাজার সেট ইউনিফর্ম পোষাক তৈরি করতে হবে। ফ্রন্টের এবং ফ্রন্টের পেছনে সর্বত্রই আমরা এসব জিনিস ভুলে গিয়েছিলাম। কারোরই আর উৎসবের পোষাক ছিল না। আর, কিছুটা সময় অন্ততঃ প্যারেড ড্রিল-এ খরচ করতে হবে। যুদ্ধের সুদীর্ঘ চারটি বছরে তার কখনো হয়নি।

প্যারেডের জন্য আমরা প্রস্তাব করলাম প্রত্যেকটি সক্রিয় ফ্রন্ট থেকে অধিনায়কেরা ছাড়া ১০০০ জন সৈন্যের এক মিশ্র রেজিমেন্টের মার্চ করে যাওয়ার। মিশ্র রেজিমেন্ট প্রতিনিধিত্ব করবে সশস্ত্র বাহিনীর সব বিভাগ ও শাখার এবং তারা মার্চ করে রেড স্কোয়ারে যাবে বিশেষ ফ্রন্টের সবচেয়ে বিশিষ্ট সংগঠন ও ইউনিটের ৩৬টি পতাকা নিয়ে।

ফ্রন্টগুলির প্রতিনিধিত্ব করে সবশুদ্ধ দশটি মিশ্র রেজিমেন্ট এবং নৌবাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করে একটি রেজিমেন্ট, মোট ৩৬০টি পতাকা নিয়ে প্যারেডে অংশ গ্রহণ করবে। সামরিক আকাডেমী, সামরিক স্কুল ও মস্কো গ্যারিসনের বাহিনীগুলিও প্যারেডে অংশ নেবে।

যে বিজয় পতাকা বার্লিনের রাইখস্টাগের চূড়ায় উড়ছিল, আমরা ভাবলাম, মিছিলের সামনে সেটিকে রাখা এবং হিটলারী জার্মানীর রাজধানীতে এটি যারা তুলেছিল—এম. ভি. কান্তারিয়া, এম. এ. ইয়েগোরভ, আই. ওয়াই. সিয়ানভ, কে. ওয়াই. সামসোনভ এবং এস. এ. নিউসট্রোইয়েভ—তাদের দ্বারা একে বহন ও রক্ষা করে নেওয়া উচিত।

২৪শে মে, বৃহৎ ভোজ উৎসবের দিন আমরা এসব স্তালিনকে রিপোর্ট করলাম। তিনি আমাদের প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করলেন কিন্তু প্রস্তুতির সময়টা নয়।

"ঠিক এক মাসের মধ্যে প্যারেড করতে হবে, ২৪শে জুন" তিনি আদেশ দিলেন এবং মোটামুটি এই কথা বললেন : "যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি কিন্তু জেনারেল স্টাফ শান্তির সময়ের গতিতে চলে এসেছে। দেখবেন যেন বরাদ্দ সময়ের মধ্যে এটা হয়। আরেকটা কথা—নাৎসী পতাকাও প্যারেডে নিতে হবে এবং বিজয়ীদের পায়ে সেগুলিকে ঘৃণায় ছুঁড়ে ফেলতে হবে। এটা কিভাবে করা উচিত তা ভাবুন…। আর, প্যারেড কে কম্যাণ্ড করবেন? কে তাকে পরিচালনা করবেন?"

আমরা কোন উত্তর দিলাম না, কারণ আমরা নিশ্চিত যে ইতিমধ্যে বিষয়টি

তিনি স্থির করে ফেলেছেন এবং নেহাৎ নিয়ম মাফিক আমাদের জিজ্ঞেস করছেন। এর মধ্যে আমরা জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স-এ ব্যবস্থাটার সমস্ত খুঁটিনাটি পরীক্ষা করেছি, আমাদের অনুমানে পারতপক্ষে কোন ভুল ছিল না। এবারও আমরা ভুল করিনি। সংক্ষিপ্ত বিরতির পর সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক ঘোষণা করলেন, "জুকভ প্যারেড পরিচালনা করবেন আর রকোসোভস্কি কম্যাণ্ড করবেন··· ।"

সেইদিন এন. এম. শ্ভেরনিক, জি. কে. জুকভ, কে. কে. রকোসোভস্কি, আই. এস. কোনেভ, আর. ওয়াই. ম্যালিনোভস্কি এবং এফ. আই. তোলবুখিন প্রভৃতি মার্শালকে অর্ডার অব ভিক্টরি উপহার দিলেন।

সোভিয়েত সামরিক কুশলতার এই অসাধারণ প্রতিনিধিদের নাম মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের ইতিহাসে এক সুনিশ্চিত স্থান লাভ করেছে। চমৎকার সব রণক্রিয়ার পরিকল্পনাগুলি, যার পরিণতিতে রাইখস্ট্যাগে বিজয়পতাকা উড্ডীন হয়েছে এবং হিটলারী জার্মানীর পূর্ণ পরাজয় ঘটেছে, রচিত এবং প্রয়োগ হয়েছে তাঁদের নির্দেশ। হিটলারী জার্মানীর বিরুদ্ধ যুদ্ধের সময় আরো দুবার সোভিয়েত ইউনিয়নে বীরের স্বর্ণতারকালাভ করেছেন, প্রথমটির সঙ্গে এগুলি যুক্ত হয়েছে যেটি তিনি পেয়েছিলেন ১৯৩৯ সালে। এই সম্মান কোনেভ, রকোসোভস্কি এবং ম্যালিনোভস্কি দুবার পেয়েছেন। তোলবুখিনকে দেওয়া হয়েছে তাঁর মৃত্যুর পর, ১৯৬৫ সালে।

মার্শাল জুকভ সম্বন্ধে আগের সব পরিচ্ছেদে অনেক কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে এর মধ্যে যা বলা হয়েছে তার সঙ্গে একথা যোগ করতে হবে যে তিনি সৈনাপত্যের এক মহান প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, দুঃসাহসী, মৌলিক চিন্তার অধিকারী এবং নিজের সিদ্ধান্তগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করার ব্যাপারে অত্যন্ত দৃঢ়, যে কারণে যুদ্ধ তার লক্ষ্য পূরণে কোন বাধাই তাঁর গতিরোধ করতে পারত না। যখন কোন বিতর্কিত বিষয়ে নিজেকে তিনি নির্ভুল বলে বোধ করতেন তখন জুকভ বেশ জোরের সঙ্গে স্তালিনের বিরোধিতা করতে পারতেন যা আর কেউ করতে সাহস পেতেন না।

কনস্তানতিন রকোসোভস্কি ছিলেন একজন অত্যন্ত আনন্দময় সেনাপতি। ১৯৪১-এ স্মলেনস্ক-এর বিখ্যাত যুদ্ধে এবং মস্কোর প্রবেশ মুখে প্রতিরক্ষার লড়াইতে তিনি এক কঠিন ভূমিকা পালন করেছেন। স্তালিনগ্রাদে ডন ফ্রন্টের অধিনায়ক হিসেবে তিনি অবরুদ্ধ নাৎসী বর্শামুখটিকে ধ্বংসের কাজ চমৎকারভাবে শেষ করে-

ছিলেন। এর পরে তাঁর অধীনে মধ্য ফ্রন্ট কুর্স্ক স্ফীতিমুখে জার্মানদের প্রচণ্ড আক্রমণ দৃঢ়ভাবে সহ্য করেছে এবং পরবর্তীকালে অন্যান্য ফ্রন্টের সহযোগিতায় পাল্টা আক্রমণে শত্রুর ওরেল দলকে চূর্ণ করেছে। রকোসোভস্কি প্রথম বাইলোরুশীয় ফ্রন্ট পরিচালনা করেছেন যেটি ঐতিহাসিক বাইলোরুশীয়ার যুদ্ধে অগ্রগতির মূল লাইনে লড়াই করেছে। তাঁর নাম পূর্ব প্রাশিয়া, পূর্ব পোমেরানিয়া এবং পরিশেষে বার্লিন রণক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত। তিনি ছিলেন এক অপ্রতিরোধ্য ব্যক্তিগত আকর্ষণসম্পন্ন মানুষ। মনে হয় একথা বললে ভুল করব না যে চাকুরী জীবনে তাঁর সাহচর্যে যারা এসেছে তাদের সবার কাছ থেকে তিনি যে কেবল সীমাহীন শ্রদ্ধালাভ করেছেন তাই নয়, পেয়েছেন তাঁদের আন্তরিক ভালবাসাও।

আইভ্যান কোনেভের সামরিক প্রতিভার পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে কালিনিন, স্তেপ এবং পরে দ্বিতীয় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের অধিনায়ক হিসাবে। তাঁর নেতৃত্বে সোভিয়েত বাহিনী ১৯৪৩ সালে খারকভ মুক্ত করে, নীপার অধিকার করে এবং কিরোভোগ্রাদের রণক্রিয়া চালায়। কোরসান-শেভচেংকোভস্কি রণক্রিয়া, যার সঙ্গে কোনেভের নাম অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত, হল মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের অতিবিশিষ্ট একটি পৃষ্ঠা। উমানে শত্রুসৈন্যকে পরাজিত করায় তিনি ছিলেন চূড়ান্ত সফল। তারপরে এলোলভোভ-স্যান্ডোমির্জ অভিযান, যার পরিণতিতে পশ্চিম ইউক্রেন মুক্ত হয়। তারপরে পোল্যাণ্ডের ভূমি থেকে শত্রু বিতাড়ন শুরু করেন। ১৯৪৫-এ কোনেভের অধিনায়কত্বে প্রথম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের বাহিনীগুলি অন্যান্য ফ্রন্টের সঙ্গে সমন্বয়ে সাইলেশিয়ায় শত্রুকে গুরুতরভাবে পরাজিত করে এবং বার্লিন রণক্রিয়াকালে সত্যিই এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে। সর্বশেষে, যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে কোনেভ দ্রুত প্রাগ রণক্রিয়াটিকে কার্যকরী করেন যার পরিণতি ঘটে ভ্রাতৃত্বমূলক চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজধানীর মুক্তিতে। সামরিক মহলে কোনেভ পরিচিত ছিলেন অটল ও স্থিরচিত্ত সেনাপতি হিসেবে। তাঁর প্রাণশক্তি ও উদ্যোগের জন্য আমরা তাঁর প্রতি এক বন্ধুত্বমূলক ঈর্ষা পোষণ করতাম। পরিস্থিতি যাই হোক না তিনি নিজে রণক্ষেত্র দেখার উপর জোর দিতেন। প্রত্যেক রণক্রিয়ার জন্য তিনি অত্যন্ত সতর্কভাবে প্রস্তুতি নিতেন এবং তার প্রতিটি দিককে আক্ষরিকভাবে অনুসন্ধান করে দেখার জন্য তাঁর প্রয়াস অধস্তনদের থামিয়ে ছাড়ত।

রোদিয়ন ম্যালিনোভস্কি স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধে খ্যাতি অর্জন করেন। ২য় রক্ষী

বাহিনী, যেটি ৫১তম ফৌজের সঙ্গে সহযোগিতা করছিল তার অধিনায়ক হিসাবে তিনি হিটলারের পেয়ারের ফিল্ড মার্শাল ম্যানস্টাইনের উপর মর্মান্তিক আঘাত হানেন। তারপরে তাঁর বাহিনী শত্রুকে রোস্তভ থেকে বিতাড়িত করে এবং তোলবুখিনের দক্ষিণ ফ্রন্টের সহযোগিতায় ডনবাস মুক্ত করে। এরপরে তারা নীপার অধিকার ও নীপারের পশ্চিমে ইউক্রেনের মুক্তিতে অংশ গ্রহণ করে। ম্যালিনোভস্কির কৃতিত্বের মধ্যে রয়েছে জেসী-কিশিনভ রণক্রিয়া—তৃতীয় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের সঙ্গে যুক্তভাবে যেটি চমৎকারভাবে কার্যকরী করা হয়েছে, বুদাপেস্ট ও ভিয়েনার জয় এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার মুক্তির জন্য যুদ্ধ। পরে, আগেই বর্ণনা করা হয়েছে, ম্যালিনোভস্কি কোয়ানটুং বাহিনীর বিরুদ্ধে অগ্রগতির মূল লাইনে ট্রান্স-বৈকাল ফ্রন্টের অধিনায়কত্বের অধিনায়কত্ব করেন।

ফিয়োদোর তোলবুখিন স্টাফ-এ কাজ করার পরে একজন ফিল্ড কম্যাণ্ডার হন। এই পদে থেকে স্তালিনগ্রাদ যুদ্ধে খ্যাতি অর্জন করেন এবং ১৯৪৩-এর জুলাই মাসে দক্ষিণ ফ্রন্টের অধিনায়ক হন। তিনি মিউস্ নদী অতিক্রম ও দক্ষিণ ডনবাস মুক্তির রণক্রিয়ার দায়িত্বে ছিলেন। তিনি মোলোচনায়া নদী ও সিভাস অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদের শত্রুকে পরাজিত করেন এবং ক্রিমিয়ার মুক্তি সাধন করেন। তাঁর অধিনায়কত্বে তৃতীয় ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের বাহিনীগুলি কিশিনভ অঞ্চলে শত্রুকে ছত্রভঙ্গ করেন, বলকানে প্রবেশ করেন, বুলগেরিয়ার মুক্তি সাধন করেন এবং যুগোশ্লাভিয়ার দেশপ্রেমিকদের সহযোগিতায় বেলগ্রেডকে দখলদার বাহিনীর কবল থেকে মুক্ত করেন। তাদের পরবর্তী অগ্রগতি চিহ্নিত হয়েছে বালাটন হ্রদের জয়লাভে এবং অষ্ট্রিয়ার রাজধানীর বিরুদ্ধে সফল রণক্রিয়ায়। ব্যক্তিগতভাবে তোলবুখিনকে আমার মনে পড়ে একজন অত্যন্ত দয়াবান এবং সম্ভবতঃ ফ্রন্ট কম্যাণ্ডারদের মধ্যে সবচেয়ে বিনয়ী মানুষ হিসেবে। তাঁর স্টাফ অফিসারের তাঁর প্রতি আকর্ষণ আজীবন ছিল এবং কোন কোন সময় তা কম্যাণ্ডের প্রতিপক্ষপাতকেও ছাড়িয়ে যেত। তিনি সর্বদাই তাঁর অধস্তনদের ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ দিতেন।

আমাদের অর্থাৎ জেনারেল স্টাফ অফিসারদের কাছে ১৯৪৫-এর ২৪শে মে তারিখটি ছিল জার্মান আত্মসমর্পণের পর মোটামুটিভাবে আমাদের ব্যস্ততম দিন। স্তালিনকে বিজয় প্যারেড সম্পর্কে আমাদের প্রস্তাবগুলি জানাবার পরেই ফ্রন্টের

প্রতি নির্দেশনামাগুলিকে চূড়ান্ত রূপ দেবার কাজে লেগে গেলাম এবং ক্রেমলিনে মহাভোজ উৎসবের আগেই তা পাঠিয়ে দিতে পারলাম। যেহেতু, আমার বিশ্বাস, সাধারণ মানুষের প্রাপ্তব্য কোন ছাপা রচনায় প্রকাশিত হয়নি সেইজন্য এই দলিলটি এখানে পুরোপুরি উধৃত করছি।

"সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক আদেশ দিয়েছেন :"

"১। জার্মানী জয়ের সম্মানে মস্কোয় এক প্যারেডে অংশ গ্রহণের জন্য প্রত্যেক ফ্রন্ট থেকে একটি করে মিশ্র রেজিমেণ্ট পাঠানোর জন্য আদেশ হবে।

"২। মিশ্র রেজিমেণ্টগুলি এভাবে গঠিত হবে: পাঁচটি ব্যাটেলিয়ন যার প্রত্যেকটিতে থাকবে একশ সৈন্যের দুটি কোম্পানী (প্রতিটিতে ১০ জন করে ১০টি অংশ)। তার অতিরিক্ত এইভাবে নিযুক্ত ১৯ জন অফিসার—একজন কমাণ্ডিং অফিসার, ২ জন ডেপুটি কম্যাণ্ডার (যুদ্ধ ও রাজনৈতিক), ১ জন রেজিমেণ্ট স্টাফ প্রধান, ৫ জন ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার, ১২ জন কোম্পানী কম্যাণ্ডার এবং তাছাড়া ৩৬ জন পতাকা বাহক তার সঙ্গে চারজন সহকারী অফিসার, মিশ্র রেজিমেণ্টে থাকবে ১০৫৯ জন লোক, তার মধ্যে ১০ জন রিজার্ভ।

"৩। মিশ্র রেজিমেণ্টের অন্তর্ভুক্ত থাকবে ৬টি পদাতিক কোম্পানী, ১টি গোলন্দাজী কোম্পানী, একটি ট্যাংক কোম্পানী, একটি বিমান কোম্পানী এবং একটি অশ্বারোহী, ইঞ্জিনীয়ার ও সংকেতকারীদের মিশ্র কোম্পানী।

"৪। কোম্পানীগুলি এমনভাবে গঠিত হবে যে সেকশন কম্যাণ্ডাররা হবে কমিশন্ড অফিসার এবং সেকশনগুলিতে থাকবে প্রাইভেট ও সার্জেণ্ট।

"৫। প্যারেডে অংশগ্রহণকারীদের সেই অফিসার ও সৈন্যদের মধ্য থেকে নির্বাচন করা হবে যারা বিশিষ্ট ও খেতাবপ্রাপ্ত।

"৬। মিশ্র রেজিমেণ্টকে এইভাবে অস্ত্রসজ্জিত করতে হবে: তিনটি পদাতিক কোম্পানী, রাইফেল; তিনটি পদাতিক কোম্পানী, সাবমেশিন-গান; একটি গোলন্দাজী কোম্পানী, ঝোলানো ক্যারবাইন; এক কোম্পানী ট্যাংক সৈন্য এবং এক কোম্পানী বিমানসৈন্য, পিস্তল; এক কোম্পানী ইঞ্জিনীয়ার, সংকেতকারী ও অশ্বারোহী, ঝোলানো ক্যারবাইন, আর তার অতিরিক্ত অশ্বারোহী সৈন্যেরা তাদের বাঁকা তলোয়ার।

"৭। ফ্রন্ট অধিনায়ক বিমান ও ট্যাংক বাহিনীসহ অন্য সব আর্মি অধিনায়ক প্যারেডে যোগ দেবে।

"৮। মিশ্র রেজিমেন্টগুলি মস্কোয় উপস্থিত হবে ১০ই জুন ফ্রন্টের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংগঠন ও ইউনিটের ছত্রিশটি পতাকাসহ এবং যুদ্ধে দখল করা শত্রু সংগঠন ও ইউনিটের সমস্ত পতাকা—তা সে যত সংখ্যকই হোক না কেন—সঙ্গে নিয়ে।

"৯। রেজিমেন্টগুলির প্যারেড ইউনিফর্ম মস্কোয় দেওয়া হবে।

২৪শে মে, ১৯৪৫।

আন্তোনভ।"

সন্ধ্যা আটটা নাগাদ জেনারেল স্টাফের প্রবীণ সদস্যেরা ক্রেমলিনে আমন্ত্রিত হলেম। সেখানে, গেওর্গিয়েভস্কি হল-এ সামরিক লোকদের সঙ্গে সমবেত হয়েছেন সরকার ও পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শিল্পকলাক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

প্রথম টোস্ট-টি করা হল লালফৌজ ও নৌবহরের সৈন্য, তাদের অফিসার, জেনারেল ও অ্যাডমিরালদের উদ্দেশে। দ্বিতীয়টি, বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে, পার্টি এবং তার কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্দেশে।

তারপরে একটি টোস্ট গণতান্ত্রিক ও বন্ধু পোল্যাণ্ড যার জনগণ প্রথম হিটলারী হানাদারদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল তাদের উদ্দেশে। আমাদের অনুষ্ঠানে দর্শনীয় পোশাকে পোলখনি শ্রমিকদের এক প্রতিনিধিদল যোগ দিয়েছিলেন যাঁরা মস্কোর জন্য উপহার হিসেবে একটি ট্রেন বোঝাই কয়লা নিয়ে এসেছেন। পোল কমরেডরা উঁচু টেবিলটির কাছে এলেন যেখানে বসেছিলেন পার্টি ও সরকারের নেতৃবৃন্দ এবং সেই সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শালেরা, তাঁদের উষ্ণ অভিনন্দন জানালেন এবং গানের মধ্য দিয়ে একটি টোস্ট প্রস্তাব করলেন। তাঁদের চমৎকার গানকে বিপুল হর্ষধ্বনি জানিয়ে পুরস্কৃত করা হল।

মিখাইল কালিনিন-এর উদ্দেশে একটি টোস্টকে সোৎসাহে অভিনন্দন জানানো হল। তারপরে টোস্ট হল প্রত্যেক ফ্রন্ট অধিনায়ক এবং লালফৌজের প্রবীণ নেতা—ভরোশিলভ, বুদিয়ন্নি এবং টিমোশেংকোর উদ্দেশে। নৌবহরের নেতৃবৃন্দ, সেনাবাহিনীর বিভিন্ন বিভাগের আলাদা আলাদাভাবে নানা শাখার মার্শালদের, রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটি ও তার চেয়ারম্যান এবং জেনারেল স্টাফকেও ভোলা হয়নি।

টোস্টগুলির মাঝখানে দীর্ঘবিরতির ফাঁকগুলি পূর্ণ করা হল চমৎকার কনসার্ট অনুষ্ঠান দিয়ে। মঞ্চ থেকে রুশ সঙ্গীত উৎসারিত হল। ব্যালে ও লোকনৃত্য অনুষ্ঠিত হল অতিথিদের জন্য।

উপসংহারে স্তালিন তাঁর গ্লাসটি তুলে ধরলেন এবং দাঁড়িয়ে উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করে বললেন :

"কমরেডস্, আমাকে আরেকটি, শেষ টোস্ট-এর প্রস্তাব করতে দিন। আমি সোভিয়েত জনগণের স্বাস্থ্য কামনা করে, এবং সর্বোপরি রুশ জনগণের স্বাস্থ্য কামনা করে একটি টোস্ট এর প্রস্তাব করছি।"

হল সাড়া দিল হর্ষধ্বনি ও উত্তাল জয়ধ্বনি করে।

"আমি", স্তালিন বলে চললেন, "সর্বোপরি রুশ জনগণের স্বাস্থ্য পান করি এই কারণে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন যে সব জাতি নিয়ে গঠিত তাদের মধ্যে তারাই বিশিষ্টতম।

"আমি রুশ জনগণের উদ্দেশে টোস্টের প্রস্তাব করছি এই কারণে যে আমাদের দেশের জাতিসমূহের মধ্যে পরিচালক শক্তি হিসেবে এই যুদ্ধে তার সর্বজনস্বীকৃতি পাওয়া দরকার।

"রুশ জনগণের স্বাস্থ্যের উদ্দেশ্যে আমি টোস্টের প্রস্তাব কেবল এই কারণে করছি না যে তারা নেতৃস্থানীয় জাতি, তাদের নির্মল, দৃঢ় চরিত্র ও ধৈর্যও তার কারণ।

"আমাদের সরকার বেশ কিছু ভুল করেছে। ১৯৪১-৪২-এ আমাদের কিছু হতাশার মুহূর্ত এসেছে যখন আমাদের সেনাবাহিনীকে পশ্চাদপসরণ করতে হয়েছে, ইউক্রেন, বাইলোরুশীয়া, মলদাভিয়া, লেনিনগ্রাদ অঞ্চল, বাল্টিক দেশগুলি, কারেলো-ফিনিশীয় প্রজাতন্ত্রে আমাদের নিজেদের গ্রাম ও শহরগুলি পরিত্যাগ করতে হয়েছে, পরিত্যাগ করতে হয়েছে কারণ এছাড়া কোন পথ ছিল না। অন্য কোন দেশের লোক তাদের সরকারকে বলতে পারত : আমাদের প্রত্যাশা তোমরা পূর্ণ করনি, তোমরা বিদায় হও। আমরা অন্য সরকার বসাব যারা জার্মানীর সঙ্গে শান্তি স্থাপন করবে এবং আমাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবে। কিন্তু রুশ জনগণ সেই পথ গ্রহণ করেনি কারণ তারা তাদের সরকারের নির্ভুলতায় বিশ্বাস করেছে, জার্মানীর পরাজয়কে সুনিশ্চিত করার জন্য তারা আত্মোৎসর্গ করেছে। এবং রুশদের সোভিয়েত সরকারের উপর এই বিশ্বাসই হল সেই নির্ধারক শক্তি যা মানবতার শত্রু ফ্যাসীবাদের ঐতিহাসিক পরাজয়কে সুনিশ্চিত করেছে।

"এই বিশ্বাসের জন্য রুশ জনগণকে ধন্যবাদ

"রুশ জনগণের স্বাস্থ্যের উদ্দেশ্যে !"

আমরা স্তালিনের এই কথাগুলিকে এভাবে গ্রহণ করলাম যেন খোদ পার্টিই এসব কথা আমাদের বলছে। প্রাসাদের অভ্যন্তর প্রদেশ নতুন করে দেওয়া জয়ধ্বনিতে কেঁপে উঠল।

ঐ সন্ধ্যা আমাদের সবার হৃদয়ে গভীর এক ছাপ রেখে গেল। আমাদের রইল অনেক স্মৃতি, অনেক চিন্তা।

যুদ্ধের অবস্থা থেকে আমাদের দেশ ফিরে আসছে শান্তিপূর্ণ মেহনতের দিকে। সামনে পড়ে রয়েছে ধ্বংস ও ঘাটতি পূরণ, যুদ্ধে পঙ্গুদের স্বাস্থ্য ও কর্মশক্তি পুনরুদ্ধার, অনাথের প্রতি, বিধবা ও পুত্রহারা মায়ের প্রতি যত্ন ও মনোযোগ দেবার কাজ। কত দুরূহ এই কাজ !

ইতিমধ্যেই জেনারেল স্টাফ দেশের অর্থনীতিতে লক্ষ লক্ষ সৈনিকের ফিরে আসার বিষয়টি নিয়ে পরিকল্পনা তৈরি করছিল।

এদিকে ফ্রন্টগুলি মিশ্র রেজিমেন্টগুলিকে ট্রেনে যাবার স্টেশনগুলিতে সংগঠিত ও একত্রিত করার কাজে লেগে গেছে। এইসব প্রতিনিধিত্বমূলক রেজিমেন্টকে এইসব অধিনায়কের নেতৃত্বাধীনে রাখা হয়েছে: ক্যারেলীয় ফ্রন্ট, মেজর-জেনারেল জি. ওয়াই, কালিনোভস্কি; লেনিনগ্রাদ ফ্রন্ট, মেজর জেনারেল এ. টি. স্টুচেংকো; প্রথম বাল্টিক ফ্রন্ট, লেফটেন্যান্ট-জেনারেল এ. আই. লোপাতিন; তৃতীয় বাইলোরুশীয় ফ্রন্ট, লেফটেন্যান্ট জেনারেল পি. কে. কোশেভয়; দ্বিতীয় বাইলোরুশীয় ফ্রন্ট, লেফটেন্যান্ট-জেনারেল কে. এম. ইরাস্তভ; প্রথম বাইলোরুশীয় ফ্রন্ট, লেফটেন্যান্ট জেনারেল আই. পি. রোজলি; প্রথম ইউক্রেনীয় ফ্রন্ট, জি. ভি. বাকলানভ; চতুর্থ ইউক্রেনীয় ফ্রন্ট, লেফটেন্যান্ট জেনারেল জি. ভি. বন্দারেভ; দ্বিতীয় ইউক্রেনীয় ফ্রন্ট, লেফটেন্যান্ট জেনারেল আই. এম. আফোনিন; তৃতীয় ইউক্রেনীয় ফ্রন্ট, লেফটেন্যান্ট-জেনারেল এন. আই. বিরিয়ুকভ। তাঁরা প্রায় সবাই রণক্ষেত্রে কোর পরিচালনা করেছেন।

যে মিশ্র রেজিমেন্ট নৌবাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করেছে সেটির অধিনায়কত্ব করেছেন ভাইস-অ্যাডমিরাল ভি. জি. ফাদেয়েভ।

এটা উল্লেখ করতে হবে জেনারেল স্টাফ-এর বিশেষ অনুমতিতে কিছু ফ্রন্টে

শে মে-র নির্দেশনামায় উল্লিখিত লিপিবদ্ধ সংগঠনের তুলনায় সামান্য ভিন্ন সংখ্যক ব্যাটেলিয়ন ও কোম্পানী ছিল।

যখন আমরা রেজিমেণ্টগুলির আসার অপেক্ষায় ছিলাম তখন মস্কোর প্রায় প্রত্যেক পোশাকের কারখানা সৈনিকদের ইউনিফর্ম তৈরিতে নিযুক্ত ছিল। বিরাটসংখ্যক কারখানা ও দর্জি প্রতিষ্ঠান অফিসার ও জেনারেলদের জন্য কাজ করছিল। প্যারেডে অংশগ্রহণকারীদের জন্য থাকার ব্যবস্থাও করা দরকার। কেন্দ্রীয় বিমানবন্দরটিকে আলাদা রাখা হয়েছে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে।

বিজয় সেলাম ও আতসবাজীর জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি হচ্ছিল। প্রধান রাজনৈতিক বিভাগ প্রস্তাব দিল প্রতিকৃতি, লাল পতাকা এবং অর্ডার অব ভিক্টরি ও রেড স্টার-এর মডেল সহ মস্কোর আকাশে ব্যারেজ বেলুন উড়ানোর। এগুলোর মাপ হবে ১৮×১৮ মিটার বর্গ এবং তা শক্তিশালী সার্চলাইট দিয়ে আলোকিত হবে। বেলুনে শক্তিশালী লাউডস্পীকারও উড়ানো হবে।

১০ই জুন প্যারেড ইউনিটগুলি মস্কোয় সমবেত হল এবং ড্রিল শুরু করল। এর মধ্যেই জুকভের জন্য ঘোড়া বাছাই করা হয়েছিল, তিনি প্যারেড পরিচালনা করবেন, আর যিনি একে কম্যাণ্ড করবেন সেই রকোসোভস্কির জন্যেও। প্রথম জনের জন্য একটা সাদা, দ্বিতীয় জনের কালো। যেহেতু তাঁরা দুজনেই এক সময় অশ্বারোহী বাহিনীতে কাজ করেছেন, তাঁদের প্রশিক্ষণের বিশেষ দরকার ছিল না।

মিত্র রেজিমেণ্টগুলি তাদের সঙ্গে বহু সংখ্যক পতাকা নিয়ে এসেছিল যেগুলো ছিল পরাজিত জার্মান সংগঠন ও ইউনিটগুলির, এমনকি তার মধ্যে হিটলারের নিজস্ব পতাকাও ছিল। তার সবগুলিকে রেড স্কোয়ারে নিয়ে যাবার কোন দরকার ছিল না। আমরা মাত্র দুশটি বেছে নিলাম, একটি বিশেষ কোম্পানীকে এগুলি বহন করার হুকুম দেওয়া হল। ঠিক হল যে এগুলিকে তারা নিচের দিকে নামিয়ে বয়ে নিয়ে যাবে যাতে পতাকার কাপড় প্রায় মাটিতে লুটায় এবং তারপরে কয়েকডজন ড্রামের বাজনার সঙ্গে তাদের লেনিনের সমাধির পাদমূলে ছুঁড়ে ফেলা হবে।

আমরা যে অনুষ্ঠানটির ব্যবস্থা করেছিলাম তা সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের কাছে রিপোর্ট করার চেষ্টা করলাম কিন্তু তিনি তা শুনতেও চাইলেন না।

"এটা সামরিক লোকদের ব্যাপার। এটা নিজেরাই ঠিক করুন", তিনি বললেন।

তারপর থেকে প্যারেডের আয়োজনের সবটুকু ন্যস্ত হল জুকভ ও রকোসোভস্কির হাতে, তাঁরা অনুষ্ঠানের যাবতীয় কাজ দেখাশুনা করতে লাগলেন। যে পতাকা নিয়ে মিশ্র রেজিমেন্টগুলি মার্চ করে রেড স্কোয়ারে যাবে তার দিকে তাঁরা বিশেষ মনোযোগ দিলেন। এই ৩৬০টি পতাকার প্রত্যেকটি কোন ইউনিট অথবা সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করে। প্রত্যেকটির পেছনে রয়েছে উষ্ণ শোণিত আর রয়েছে মস্কো ও স্তালিনগ্রাদ থেকে ককেশাসের পাদদেশ ও বিপ্লবের সূতিকাগার লেনিনগ্রাদ থেকে, বুখারেস্ট, ভিয়েনা এবং বেলগ্রেড বার্লিন এবং প্রাগ—সেই শেষ বিন্দু যেখানে হিটলারের শেষ সৈন্যেরা তাদের হাত তুলেছিল—সেই পর্যন্ত প্রসারিত দীর্ঘপথ।

আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে-বিজয় পতাকাটি রাইখস্ট্যাগের উপরে উড়ানো হয়েছিল তাকে বিশেষ-সামরিক সম্মান দিয়ে মস্কোয় আনতে হবে। ২০শে জুনের সকালে বার্লিনের এক বিমানবন্দরে ৩য় আক্রমণকারী বাহিনীর রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান কর্নেল এফ. ওয়াইং লিসিৎসিন এটি দিলেন সার্জেন্ট সিয়ানভ, জুনিয়ার সার্জেন্ট কান্তারিয়া, সার্জেন্ট ইয়েগোরভ, ক্যাপটেন সামসোনভ এবং ক্যাপটেন নিউসট্রোইয়েভ প্রভৃতি সোভিয়েত ইউনিয়নের বীরদের হাতে। সেইদিনই তাঁরা উপস্থিত হলেন মস্কোর কেন্দ্রীয় বিমান বন্দরে। এখানে বিজয় পতাকাটিকে গার্ড অব অনার দিলেন মস্কো গ্যারিসন থেকে পতাকাবাহী হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর সিনিয়র সার্জেন্ট এফ. এ. স্কিরেভ এবং তাঁর সহকারী হিসেবে আরো দুজন সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর রক্ষীদলের সার্জেন্ট মেজর আই. পি. প্যানিশেভ এবং সার্জেন্ট পি. এস. ম্যাসটাকভ।

২৩শে জুন প্যারেডের প্রাক্কালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের একটি অধিবেশনের সমাপ্তি হল। জেনারেল স্টাফ প্রধান এ. আই. আন্তোনভের রিপোর্ট শোনার পর এখানে বয়স্কদের সক্রিয় বাহিনী থেকে অবসর দেবার ব্যাপারে একটি প্রস্তাব গৃহীত হল। পরদিন যে বিজয় প্যারেড হবে তা যেন ঠিক এরই যুক্তিপূর্ণ পরিণতি। সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন শান্তির পর্যায়ে প্রবেশ করছে।

২৪শে জুন সকালে মস্কোতে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়লো কিন্তু প্রত্যেকেই তখন রয়েছে এক উদ্দীপিত অবস্থায়। আমরা অবশ্য উদ্বিগ্ন হলাম কারণ আমরা আসন্ন প্যারেডের অসাধারণ চরিত্রটি উপলব্ধি করেছিলাম। সোভিয়েত সশস্ত্র

বাহিনীর সমগ্র ইতিহাসে এমন প্যারেড কখনও আর হয়নি। বাস্তবিক পক্ষে তার ৮০০ বছরের অস্তিত্বের কালে রেড স্কোয়ার নিজেও এমন কিছু কখনো দেখেনি।

০৯.৪৫ টায় হাততালির একটা ঢেউ বয়ে গেল দাঁড়াবার জায়গার উপর দিয়ে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের ডেপুটি, মস্কোর কারখানাগুলির সেরা সব শ্রমিক, বিজ্ঞানী ও শিল্পী এবং বিদেশাগত অসংখ্য অতিথি সবাই স্বাগত জানাচ্ছেন সরকার এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরো সদস্যদের যাঁরা এইমাত্র সমাধির উপর উপস্থিত হয়েছেন। সমাধির সামনে একটা বিশেষ মঞ্চে দাঁড়িয়েছেন সোভিয়েত জেনারেলরা। মার্শাল রকোসোভস্কি সেই জায়গাটিতে দাঁড়িয়েছেন যেখান থেকে তিনি মার্শাল জুকভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এগিয়ে যাবেন যখন তিনি প্যারেড পরিচালনা করতে আসবেন।

ক্রেমলিনের ঘড়ি সময় ঘোষণা করল। শেষ, দশম ঘণ্টাটি শেষ হল, "সাবধান", এই আদেশের সঙ্গে। নিঃস্তব্ধতা নামল, তার মধ্যে দুটো ঘোড়ার খুরের স্পষ্ট আওয়াজ, তারপরে রিপোর্ট করছেন প্যারেডের অফিসার ইন-কম্যাণ্ড—তাঁর কণ্ঠস্বর এবং সবশেষে সামরিক ব্যাণ্ড-এর সাড়া জাগানো বাজনা স্কোয়ারটিকে ভাসিয়ে দিল।

প্রথমে বাহিনী পরিদর্শন। মার্শাল জুকভের অভিনন্দন বাণীর জবাবে মিশ্র রেজিমেণ্টগুলি জানালো বিপুল হর্ষধ্বনি। তারপর যখন দুই মার্শাল সমাধিতে ফিরে এলেন তখন এই আনন্দধ্বনি গোর্কি স্ট্রীট এবং টিয়াট্রালনায়া ও মানিজ স্কোয়ার ছাড়িয়ে কোন একজায়গা থেকে প্রতিধ্বনিত এবং আরো বেশি তীব্র হয়ে আবার যেন রেড স্কোয়ারে ফিরে এলো।

মেজর-জেনারেল এস. এ. চেরনে স্কির পরিচালনায় ১৪০০ জন বাজিয়ের ম্যাস ব্যাণ্ড "রুশ জনগণের গৌরব" বাজাতে বাজাতে কেন্দ্রস্থলে মার্চ করে গেল।

সোভিয়েত সরকার এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির নামে ও তাদের নির্দেশে সমাধির মঞ্চ থেকে জুকভ একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন এবং জয়ের জন্য উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানালেন। এই অভিনন্দন বার্তাটি দেশময় বেতারে প্রচারিত হল। এটি জার্মানী, পোলাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া এবং যুগোশ্লাভিয়ায় অবস্থিত আমাদের বাহিনীগুলির কাছে পৌঁছাল। পশ্চিমে জয়লাভের পরে যারা দূরপ্রাচ্যে রওনা হয়েছিল তারাও এটি

শুনতে পেল।

যে ক্রমে আমাদের ফ্রন্টগুলিতে সাজান হয়েছিল সেই অনুসারে মিশ্র রেজিমেন্টগুলি উত্তর থেকে দক্ষিণে মার্চ পাস্ট শেষ করল। প্রথমে এল ক্যারেলীয় ফ্রন্টের রেজিমেন্ট, পরিচালক মার্শাল কে. এ. মেরেৎসকভ। তার পেছনে মার্শাল এস. এ. গোভোরভ-এর নেতৃত্বে লেনিনগ্রাদ ফ্রন্ট। তারপরে এল জেনারেল অব দি আর্মি আই. কে. ব্যাগ্রামিয়ান-এর নেতৃত্বে প্রথম বাল্টিক ফ্রন্টের রেজিমেন্ট। মার্শাল ভ্যাসিলেভস্কি মার্চ করলেন তৃতীয় বাইলোরুশীয় ফ্রন্টের পুরোভাগে। দ্বিতীয় বাইলোরুশীয় ফ্রন্ট পরিচালনা করলেন মার্শাল রকোসোভস্কির ডেপুটি কর্নেল-জেনারেল কে. পি. ত্রুবনিকভ এবং লেফটেন্যান্ট-জেনারেল আই. পি. রোজলি-র নেতৃত্বে এবং ফ্রন্টের ডেপুটি কম্যাণ্ডার জেনারেল অব দি আর্মি ভি. ডি. সকোলোভস্কিকে পুরোভাগে রেখে প্রথম বাইলোরুশীয় ফ্রন্ট।

পোল বাহিনীর প্রতিনিধিরা একটা আলাদা সারি গঠন করল, তার পুরোভাগে পোলিশ জেনারেল স্টাফ প্রধান ডব্লিউ. ডব্লিউ. কোরঝিক।

এর পরে এল মার্শাল আই. এস. কোনেভ-এর পরিচালনায় প্রথম ইউক্রেনীয় ফ্রন্ট, ফ্রন্টের পতাকা বহন করলেন তিনবার সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর এ. আই. পক্রিশকিন।

চতুর্থ ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের রেজিমেন্ট পরিচালনা করলেন জেনারেল অব দি আর্মি এ. আই. যেরেমেংকো। তাকে অনুসরণ করল দ্বিতীয় ইউক্রেনীয় ফ্রন্ট এবং তার অধিনায়ক মার্শাল ম্যালিনোভস্কি। তারপরে এল সবচেয়ে দক্ষিণের ফ্রন্ট তৃতীয় ইউক্রেনীয় ফ্রন্ট, তার সঙ্গে মার্শাল এফ. আই. তোলবুখিন এর পুরোভাগে এবং মার্চপাস্ট করল ভাইস-অ্যাডমিরাল ভি. জি. ফাদেয়েভ-এর নেতৃত্বে নৌ রেজিমেন্ট।

বাহিনীগুলি চলছে, তার সঙ্গে বাজছে মস্ত ব্যাণ্ডে যুদ্ধের বাজনা, একের পরে এক বিরামহীনভাবে। হঠাৎ বাজনা পৌছে গেল শীর্ষবিন্দুতে, তারপরে থেমে গেল। আকস্মিক স্তব্ধতাকে মনে হল অন্তহীন যতক্ষণ না শেষ পর্যন্ত গভীর নীরবতার মধ্যে ড্রামগুলি বেজে উঠল এবং দুশ শত্রু পতাকা বহন করে সারিটি এসে গেল। পতাকাগুলি প্রায় সিক্ত পথে লুটিয়ে আছে। সমাধির সামনে এসে হঠাৎ সারিটির বিভিন্ন অংশ ঝট্ করে ডাইনে ঘুরে গেল এবং তাদের ঘৃণ্য বোঝাগুলো রেড স্কোয়ারের পাথরের উপর ছুঁড়ে দিল।

দাঁড়াবার জায়গাগুলোয় সকলরব প্রশংসাধ্বনি ফেটে পড়ল। দর্শকদের অনেক হর্ষধ্বনি করল। কিন্তু তখনো ব্যাণ্ড বেজে চলল আর সমাধির সামনে ঘৃণানিক্ষিপ্ত

পতাকার স্তূপ ক্রমেই উঁচু হয়ে উঠল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আবার ব্যাণ্ড বেজে ওঠে এবং মস্কো গ্যারিসনের বাহিনীগুলি স্কোয়ারে প্রবেশ করে। প্রথম আসে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত জনগণের কমিশারের মিশ্র রেজিমেণ্ট। তাকে অনুসরণ করে সামরিক আকাডেমী—ফ্রুনজ্ আকাডেমী, গোলন্দাজী, ট্যাংক, বিমান এবং অন্য সব আকাডেমীর বাহিনীগুলি। আকাডেমীর পরে দাঁড়াবার জায়গাগুলির সামনে দিয়ে জোর কদমে যায় অশ্বারোহী বাহিনী, তাকে অনুসরণ করে গোলন্দাজী, ট্যাংক এবং স্বয়ং পরিচালিত বন্দুক।

প্যারেড দু ঘণ্টা স্থায়ী হল। এর মধ্যে বৃষ্টি চলেছে কিন্তু যে হাজার হাজার মানুষ স্কোয়ারের মধ্যে সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে তারা এটা লক্ষ্য করেছে বলেই মনে হয় না। খারাপ আবহাওয়ার জন্য অবশ্য শ্রমিকদের প্রদর্শনীটি বাতিল করা হল।

সন্ধ্যায় বৃষ্টি থামে, মস্কোর পথ আবার তার উৎসবের মেজাজ ফিরে পায়। লাল রংএর পতাকা দূর আকাশে উড়তে থাকে জোরালো সার্চ লাইটের আলোয়। সেখানে অর্ডার অব ভিক্টরিও রয়েছে, রাজকীয় মহিমায় আলোয় ভাসছে। স্কোয়ারের মধ্যে ব্যাণ্ডের বাজনা, শিল্পীদের অনুষ্ঠান আর জনতার নাচ।

পরদিন, ২৫শে জুন, এক অভ্যর্থনার আয়োজন হল যাঁরা বিশাল ক্রেমলিন প্রাসাদের প্যারেডে সেদিন যোগ দিয়েছেন তাঁদের সম্মানে। বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, সাহিত্য এবং শিল্পক্ষেত্রের বিশিষ্ট মানুষদেরও এতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। মস্কোর কারখানাগুলি থেকে স্টাখানোভাইটেরা,* যৌথ খামারগুলির স্বেচ্ছাকর্মীবাহিনী, রণাঙ্গনের জন্য যারা অস্ত্রশস্ত্র এবং সামরিক বাহিনী ও নৌবহরের জন্য পোশাক তৈরী করেছে সেই সব কর্মী, সবাই ক্রেমলিনে এল। মোট ২৫০০ লোক নিমন্ত্রিত হল।

আগের অভ্যর্থনা সভার মত প্রথম টোস্ট হল লালফৌজ ও নৌবাহিনীর অফিসার ও সৈন্যদের উদ্দেশে। তারপর সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক, প্রত্যেক ফ্রণ্ট অধিনায়ক ও তাঁদের লড়াইয়ের সাথী: ক্যারেলীয় ফ্রণ্টের অধিনায়ক সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল কে. এ. মেরেৎস্কভ এবং তাঁর ফৌজী কম্যাণ্ডার জেনারেল

---

* সোভিয়েত ইউনিয়নে বিশেষ দক্ষতা ও উদ্যোগ দেখানোর জন্য যে শ্রমিকদের বিশেষ সুবিধা ও বোনাস দেওয়া হয়। —অনুবাদক

ভি. আই. শেরবাকভ ও এল. এস. স্ক্ভিরস্কির, লেনিনগ্রাদ ফ্রন্টের অধিনায়ক সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল এল. এ. গোভোরভ এবং তাঁর ফৌজী কম্যাণ্ডার জেনারেল এম. আই. কাজাকভ ও এন. পি. সিমোনিয়াক-এর; প্রথম বাল্‌টিক ফ্রন্টের অধিনায়ক জেনারেল অব দি আর্মি আই. কে. ব্যাগ্রামিয়ান এবং তাঁর ফৌজী কম্যাণ্ডার আই. এম. চিস্‌তিয়াকভ, পি. জি. চান্‌চিবাজ্‌ এবং ওয়াই. জি. ক্রিজার-এর; তৃতীয় বাইলোরুশীয় ফ্রন্টের সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল এ. এম. ভ্যাসিলেভ্‌স্কি এবং জেনারেল কে. এন. গ্যালিৎস্‌কি, এ. পি. বেলোবোরোভভ এন. আই. গুসেভ, এফ. পি. ওজারভ এবং টি. টি. খ্রিউকিন-এর দ্বিতীয় বাইলোরুশীয় ফ্রন্টের অধিনায়ক সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল কে. কে. রকোসোভস্কি এবং তাঁর জেনারেল ভি. এস. পোপভ, পি. আই. বাটভ, আই. টি. গ্রিশিন, আই. আই. ফেদিয়ুনিন্‌স্কি এবং কে. এ. ভারশিনিন।

যখন তাঁদের নামের উল্লেখ করা হল তখন ফ্রন্ট ও আর্মির সরকারী টেবিলে এসে সেখানকার সবার গ্লাসের সঙ্গে নিজের গ্লাস স্পর্শ করলেন, এদিকে গ্যালারীতে অর্কেস্ট্রায় তূর্য কিংবা মার্চ-এর বাজনা বাজান হল। প্রায় প্রত্যেককেই সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক কিছু না কিছু বললেন।

প্রথম বাইলোরুশীয় ফ্রন্টের অধিনায়ক জি. কে. জুকভ এবং তাঁর জেনারেল ভি. ডি. সকোলোভ্‌স্কি, ভি. আই. চুইকভ, ভি. আই কুজনেৎসভ, এস. আই. বোগদানভ, এম. ওয়াই. কাতুকভ, এ. ভি. গরবাতভ, পি. এ. বেলভ, ভি. ওয়াই. কোলপাকচি, এফ. আই. পারখোরোভিচ এবং এস. আই. রুদেংকোর উদ্দেশে টোস্ট-এর প্রস্তাব এবং তাঁদের টেবিলে আসা শেষ হবার পরে স্তালিন চুইকভ-এর গ্লাসটি নিলেন এবং তা বদলে একটা বড় গ্লাস দিলেন। চুইকভ সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়কের গ্লাসের সঙ্গে তাঁরটি ছোঁয়ালেন এবং এক নিঃশ্বাসে নিজের গ্লাসটি খালি করে পান করলেন।

এর পরে একটা টোস্ট প্রস্তাব করা হল প্রথম ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের অধিনায়ক মার্শাল আই. এস. কোনেভ এবং তাঁর আর্মি কম্যাণ্ডার—বর্মাবৃত বাহিনীগুলির মার্শাল পি. এস. রাইবাল্‌কো, জেনারেল ডি. ডি. লেলিয়ুশেংকো, এ. এস. ঝাদভ, আই. টি. কোপেভনিকভ, ডি. এন. গুসেভ, ভি. এন. গরভভ, এন. পি. পুখভ, ভি. এ. গ্লুজদোভ্‌স্কি, পি. জি. শাক্রানভ, এস. এ. ক্রাসোভ্‌স্কি এবং কে. এ. কোরোতেইয়েভ-এর স্বাস্থ্য কামনা করে।

তারপর সরকারী টেবিলে এলেন: চতুর্থ ইউক্রেনীয় ফ্রন্টের অধিনায়ক

জেনারেল অব দি আর্মি এ. আই. যেরেমেংকো, জেনারেল কে. এস. মোস্কালেংকো, এ. এ. গ্রেচকো, পি. এ. কুরোচকিন, এ. আই. গ্যাসটিলোভিচ এবং এস. কে, গরিয়ুনভ।

আমরা স্বাস্থ্য পান করলাম দ্বিতীয় ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টের অধিনায়ক আর. ওয়াই. ম্যালিনোভস্কি এবং তাঁর আর্মি কম্যাণ্ডার জেনারেল জি. এফ. জাখারভ, এফ. এফ. ঝ্মাচেংকোং, আই. এম. মানাগারভ; এম. এস. শুমিলভ, আই. এ. প্লিয়েভ, এ. জি. ক্রাভচেংকো এবং এস. কে. গোরয়ুনভ-এর।

সবচেয়ে টোস্ট ঘোষণা করা হল তৃতীয় ইউক্রেনীয় ফ্রণ্টের অধিনায়ক মার্শাল এফ. আই. তোলবুখিন এবং জেনারেল ভি. ভি. গ্লাগোলেভ, এস. জি. ত্রোফিমেংকো, এম. এন. শারোখিন, এস. এস. বিরিয়ুজভ, ভি. এ. সুদেৎস, এন. ডি. জাখভাতায়েভ এবং এন. এ. গ্যাগেন-এর উদ্দেশে।

একথা পরিষ্কার করে বলতে চাই যে আর্মি কম্যাণ্ডারদের গৌরবময় দলের একাংশ মাত্র বিরাট ক্রেমলিন অভ্যর্থনায় উপস্থিত ছিলেন। যুদ্ধের সময় কেবল রণক্ষেত্রের বাহিনীগুলিতেই প্রায় ২০০ জন ব্যক্তি এই পদে ছিলেন। অত্যন্ত বিরল ব্যতিক্রম বাদ দিলে তাঁদের সবাই ছিলেন অত্যন্ত যোগ্য সেনাপতি, সেনাবাহিনীতে বাস্তব কাজের বিপুল অভিজ্ঞতাসহ। তাঁদের ছেষট্টি জনকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর উপাধি দেওয়া হয় এবং এগারো জন পান স্বর্ণ তারকা পদক। তাঁদের চারজন—এ. এ. গ্রেচকো, এন. আই. ক্রাইলভ, কে. এস. মোসকালেংকো এবং ভি. আই. চুইকভ পরবর্তীকালে সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল হন।

বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে ট্যাংক ফৌজের অধিনায়কদের। এই রণক্রিয়াগত সংগঠনগুলি সোভিয়েত বাহিনীতে দেখা দেয় ১৯৪২-এ। ১৯৪৪-এ ট্যাংক ফৌজের সংখ্যা বেড়ে হয় ছয় এবং যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত তা অপরিবর্তিত থাকে। বিভিন্ন সময়ে এগুলির অধিনায়ক ছিলেন এগারো জন অধিনায়ক—এস. আই. বোগদানভ,, ভি. এম. বাদানভ, ভি. টি. ভলস্কি, এম. ওয়াই. কাতুকভ, এ. জি. ক্রাভচেংকো ডি. ডি. লেলিয়ুশেংকো, এ. আই. রাদ্‌জিয়েভস্কি, এ. জি. রোদিন, পি. এল. রোমানেংকো, পি. এ. রতমিস্ত্রভ এবং পি. এস. রাইবালকো। তাঁদের পাঁচজনকে দুবার করে সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর উপাধি দেওয়া হয়। যুদ্ধের পরে তাঁদের তিনজনকে সম্মানিত করা হয় বর্মাবৃত বাহিনীগুলির মার্শাল উপাধিতে এবং পি. এ. রতমিস্ত্রভ হন বর্মাবৃত বাহিনীগুলির চিফ মার্শাল।

ট্যাংক বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হতেন একমাত্র সেই সমস্ত সেনাপতি যাঁরা সবচেয়ে প্রতিভাবান, দুঃসাহসী এবং দৃঢ়চেতা, যাঁরা পেছনে না তাকিয়ে তাঁদের কাজের পূর্ণদায়িত্ব নিতে প্রস্তুত তাঁরা। কেবল তাঁরাই পারতেন ট্যাংক আর্মির যা কর্তব্য তার মোকাবিলা করতে কারণ সাধারণতঃ শত্রুব্যূহে যে ফাঁক সৃষ্টি করা হত তাদের সেই ফাঁকে ঠেলে দেওয়া হত এবং ফ্রন্টের মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাদের লড়াই করতে হত। শত্রুর রিজার্ভকে এবং তার পশ্চাদভাগের সংগঠনগুলিকে ধ্বংস করা, তার পরিচালন ব্যবস্থাটিকে বিপর্যস্ত করে দেওয়া এবং সুবিধাজনক রেখাটি ও মূল লক্ষ্যটিকে করায়ত্ত করা তাদের কাজ ছিল।

প্যাভেল রাইবালকো অন্য সবার চেয়ে বেশিদিন একটা ট্যাংক বাহিনীর অধিনায়কত্ব করেছেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত পণ্ডিত ও দৃঢ়চেতা মানুষ। যুদ্ধের ঠিক পরের বছরগুলিতে তিনি আমাদের সবগুলি বর্মাবৃত বাহিনীর অধিনায়কত্ব করেছেন এবং প্রভূত শ্রম ও শক্তি দিয়েছেন তাদের পুনর্গঠন ও অস্ত্রসজ্জিত করার ব্যাপারে।

প্যাভেল রতমিস্ত্রভও নিঃসন্দেহে ছিলেন আমাদের অসাধারণ ট্যাংক সেনাপতিদের মধ্যে একজন। রণক্ষেত্রে অর্জিত বিপুল বাস্তব অভিজ্ঞতা ও তাত্ত্বিক জ্ঞানের ভাণ্ডারের সাহায্যে তিনিও যুদ্ধোত্তরকালে ট্যাংক ইঞ্জিনীয়ারিং ও ট্যাংক অধিনায়কদের প্রশিক্ষণে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন।

মিখাইল কুতুকভ হলেন বর্তমানে জীবিত প্রবীণ ট্যাংক সেনাপতি। তিনি একজন প্রকৃত সৈনিক এবং বর্মাবৃত বাহিনীর যুদ্ধ প্রশিক্ষণ ও রণকৌশলে একজন মস্ত বিশেষজ্ঞ। মস্কোর যুদ্ধে যে ট্যাংক ব্রিগেডটির তিনি অধিনায়কত্ব করেছিলেন সোভিয়েত বাহিনীর মধ্যে এটিই প্রথম রক্ষী উপাধি পায়। মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কুতুকভ রণক্ষেত্রে ছিলেন।

দিমিত্রি লেলিয়ুশেংকো আমাদের সশস্ত্র বাহিনীতে ফিল্ড আর্মি অধিনায়ক হিসেবেই বেশি পরিচিত। মাত্র ১৯৪৪-এর মার্চ মাসে তাঁর কর্মশক্তি, আশাবাদ এবং গতিশীলতার জন্য তাঁকে ৪র্থ ট্যাংক ফৌজের দায়িত্বভার দেওয়া হয় যেটি তিনি যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত সসম্মানে পরিচালনা করেছেন। সহযোগীদের কাছে তিনি পরিচিত ছিলেন জেনারেল "আগুয়ান" হিসেবে, কদাচিৎ তিনি সদর-দপ্তরে বসে থাকতেন, দিনরাত কাটাতেন রণক্ষেত্রে এবং যুদ্ধচলাকালীন তাঁকে খুঁজে পাওয়া বড়োই মুস্কিল ছিল। মনে আছে ডনবাসে যুদ্ধের সময় একবার-

সর্বোচ্চ সর্বাধিনায়ক যখন তাঁর সঙ্গে নিজে কথা বলতে চেয়েছিলেন তখন জেনারেল স্টাফের তাঁকে খুঁজতে গোটা একটা দিন লেগেছিল, যদিও তাঁর আর্মি সদর দপ্তরের সঙ্গে চমৎকার যোগাযোগ ছিল। ফলে একটা বিশেষ নির্দেশনামা জারী হয় ফৌজী অধিনায়কদের কোন সময়ের জন্য পরিচালনা ঘাঁটি ছেড়ে যাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়। এখন পর্যন্ত তাঁর বয়স যদিও ষাট পেরিয়ে গেছে তবু একজন তরুণও এই জেনারেল অব দি আর্মি, দুইবার সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর ডি. ডি. লেলিয়ুশেংকোর সঙ্গে টেনিস অথবা ভলিবল মাঠে এঁটে উঠতে মুস্কিলে পড়ে যাবে।

২য় রক্ষী ট্যাংক ফৌজের অধিনায়ক সেমিওন বোগদানভ ছিলেন একজন বিস্ময়কর দুঃসাহসী মানুষ। ১৯৪৩-এর সেপ্টেম্বর থেকে তার ফৌজ যুদ্ধের প্রায় সমস্ত চূড়ান্ত লড়াইতে অংশ গ্রহণ করেছে। যুদ্ধের পরেও তিনি অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন একটি আকাডেমীর প্রধান হিসেবে এবং প্রায় পাঁচ বছর তিনি সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনী বর্মাবৃত বাহিনীগুলির অধিনায়ক পদটি অধিকার করে ছিলেন।

ষষ্ঠ ট্যাংক ফৌজের সমস্ত লড়াইয়ের সাফল্য, বিশেষ করে সেই অভূতপূর্ব বৃহৎ খিনগান অতিক্রম যুক্ত হয়ে আছে আন্দ্রেই ক্রাভচেংকোর নামের সঙ্গে।

বিমান ফৌজগুলির অধিনায়কেরা গঠন করেছিলেন একটি বিশিষ্ট দল। যুদ্ধের সময় ফ্রন্টগুলির বিমান বাহিনীতে ছিল সতেরোটি বিমান ফৌজ। দীর্ঘদিন যাঁরা এগুলির অধিনায়কত্ব করেছেন তাঁরা হলেন: এম এম গ্রোমভ, এস এ ক্রাসোভস্কি, এন এফ প্যাপিভিন, কে এ ভ্যারশিনিন, এস কে গোরিয়ুনভ, এফ পি পলিনিন, আই এম সকোলভ, টি টি খ্রিউকিন, এ এস সেনাটোরভ, ভি এ ভিনোগ্রাডভ, ভি এন বিবিকভ, টি এফ কুৎসেভালভ, এস ডি রাইবালচেংকো, আই পি ঝুরাভলেভ, এন এফ নাউমেংকো, এস আই রুদেংকো এবং ভি এ সুদেৎস। অন্য যে ছয়জন এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন: এস এ খুদিয়াকভ, কে এন স্মির্নভ, ভি এফ কোস্তাভিউক, ভি এন বাঝানভ, ভি ওয়াই স্লোবোজ্বান এবং আই জি পিয়াতিখিন। নৌবাহিনীর বিমানবহর পরিচালনা করতেন: এম আই সামোখিন, এন এ অস্ত্রিয়াকভ, ভি ভি য়েরমাচেংকভ, এ এ কুজনেৎসভ, এ কে আন্দ্রেইয়েভ, ওয়াই এন প্রিয়োব্রাঝেনস্কি এবং পি এন লেমেশকো।

আবার বলছি, এই যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সবাই ক্রেমলিনের অনুষ্ঠানগুলিতে

যোগ দিতে পারেন নি, তাঁদের সবার নামও উৎসবের টেবিলে করা হয়নি, কিন্তু আমাদের জয়ধ্বনি ছিল তাঁদের সবারই উদ্দেশে। তাঁদের কারও কারও লড়িয়ে জীবন ছিল সংক্ষিপ্ত কিন্তু তাঁদের অধীনস্থ বাহিনীগুলি বিরাট ফললাভ করেছিল। আমাদের লড়াইয়ের সাথীদের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ আমি পাঠকদের অল্প অধিনায়কদের নামগুলি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তাঁরা হলেন: এম এ আপ্লোনিস্তক, পি এফ আলফেরিয়েভ, কে এফ বারানভ, আই এ বোগদানভ, এ জি বাতিয়ুনিয়া, এন ই বারজারিন, আই ভি বোলডিন, ভি আই ভসপুট্‌খভ, এস ভি ভিশনেভস্কি, আই ভি গ্যালানিন, ভি এফ গেরাসিমেংকো, কে ভি গোলিউবেভ, এ এম গোরোদনিয়ানস্কি, এ ভি গরবাটভ, এ এ গ্রেচকিন, এম এন গেরাসিমভ, ভি এন ডোলমাতভ, এ আই দানিলভ, এ এন য়েরমাকভ, এফ এ য়েরশাকভ, এম জি ইয়েফ্রেমভ, ওয়াই পি ঝুরাভলেভ, আই জি জাখারকিন, এ আই জাইগিন, এম এম আইভানভ, পি এ আইভানভ, কে এস কালগানভ, এফ ভি কামকভ, এস এ কালিনিন, ভি ওয়াই কাচালভ, কে এম কাচানভ, জি পি কোরৎকভ, জি কে কোজলভ, পি এম কোজলভ, পি পি কোরজান, এন আই ক্রাইলভ, ভি ভি ক্রিয়ুচেংকিন, এন কে ক্লাইকভ, এফ ডি কুলিশেভ, ডি টি কোজলভ, জি পি কোতভ, এফ আই কুজনেৎসভ, এফ ওয়াই কোস্তেংকো, টি কে কোলোমিয়েৎস, এ এস ক্সেনোফনটভ, ভি এন কুরদিউমভ, জি আই কুলিক, ভি এ জাইৎসেভ, কে এন লেসেলিজে, এ আই লোপাতিন, পি আই লিয়াপিন, আই লিউবভৎসেভ, আই আই লিউদনিকভ, এম এফ লুকিন, ভি এন লভোভ, এম আই জি লাজারেভ, এ এম ম্যাক্সিমভ, পি এফ ম্যালিশেভ, কে এস মেলনিক, এন এ মস্কভিন, এস কে মামোনভ, আই এন মুজিচেংকো, ভি আই মোরোজভ, ডি এন নিকিশেভ, এন এন নিকিশিন, আই এফ নিকোলায়েভ, ভি ভি নোভিকভ, ডি পি ওনিউপ্রিয়েংকো, এম আই পোতাপভ, পি এস পশেন্নিকভ, পি জি পোনেডেলিন, আর আই পানিন, কে পি পোডলাস, ভি এস পোপেনভ, এম এ পারসেগভ, এ ভি পেত্রুশেভস্কি, এম পি পেত্রভ, এফ এ পারুশিনভ, কে আই রাকুতিন, এফ এন রেমেজভ, এল ভি রোগিনস্কি, পি এল রোমানেংকো, ভি জেড রোমানোভস্কি, এ আই রাইঝভ, এল ওয়াই রোঝদেস্তভেনস্কি, আই পি রোজলি, ডি আই রিয়াবাইশেভ, ভি এন রাজুভায়েভ, জি পি স্তায়েনভ, ডি পি সভিরিদভ, আই জি সোভেৎনিকভ, এ ভি সুখোমলিন, পি পি সোবেন্নিকভ, ভি এম সেলেজনেভ, জি জি সকোলভ, আই কে স্মির্নভ, এ কে

স্মির্নভ, ভি এফ সারগাৎসুকভ, এম এস সাভুশকিন, এফ এম স্টারিকভ, জি এফ তারাসভ, এ এ তিউরিন, এন আই ক্রুক্‌মভ, কে পি ত্রুবনিকভ, এম এস ফিলিপ্পোভস্কি, এ এ ফিলাটভ, পি এম ফিলাটভ, ভি এ ফ্রোলভ, এন ভি ফেকলেংকো, এস এস ফোমেংকো, এফ এম খারিতোনভ, এ এ খাদেয়েভ, ভি এ খোমেংকো, এ এ খিুয়াশ্চেভ, এ এ খারিতোনভ, জি এ খালিউজিন, এম এস খোজিন, জি আই খেতাগুরভ, ভি ডি ৎসভেতায়েভ, ভি ভি ৎসাইগানভ, ওয়াই টি চেরেভিচেংকো, এন ওয়াই চিবিসভ, এ আই চেরেপানভ, এস আই চেরনিয়াক, এন জি চেরেমিসভ, ভি এ চিস্তভ, ভি এম শারাপভ, টি আই শেভালদিন, ভি আই শভেৎসভ, আই টি শ্লেমিন, ভি এ ইয়ুশকেভিচ, ভি এফ ইয়াকভলেভ।

যুদ্ধের সময় যাঁরা আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলির এবং আলাদা শাখার দায়িত্বে ছিলেন তাঁদের প্রশংসা ও অভিনন্দনের ভাগ পেলেন। গোলন্দাজেরা সরকারী টেবিলে এলেন। তাঁদের নেতৃত্বে দীর্ঘকায় ঋজু গোলন্দাজ বিভাগের মার্শাল এন এন ভরোনভ। তাঁর পেছনে এলেন এন ডি ইয়াকভলেভ, এম এন চিস্তিয়াকভ প্রভৃতি গোলন্দাজী মার্শাল এবং জি ওয়াই দেগতিয়ারেভ, জি এফ ওদিনৎসভ, এন এম খ্লেবনিকভ, এম এম বারসুকভ, এ কে সকোলস্কি, ভি আই কাজাকভ, এস এস ভারেনৎসভ, এন এস ফোমিন এবং এম আই নেদেলিন প্রভৃতি জেনারেল।

তারপর আমরা উষ্ণ স্বাগত জানালাম এম আই কালিনিনকে যিনি সমস্ত সমরবিভাগের কর্মীর জন্য অনেক করেছেন, আমাদের কাজ বুঝতেন এবং সামরিক ঐতিহ্যের এবং সাহস, দুঃসাহস, সামরিক কর্তব্যজ্ঞান এবং মাতৃভূমির প্রতি আনুগত্য প্রভৃতি মহাননীতির একজন একনিষ্ঠ প্রচারক ছিলেন।

হর্ষধ্বনি ও টোস্ট পান করা হল কে ওয়াই ভরোশিলভ, এস এম বুদিওনি এবং এস কে টিমোশেংকো প্রভৃতি মার্শাল, বিমান বাহিনীর প্রধান মার্শাল এ এ নোভিকভ, বর্মাবৃত বাহিনীর মার্শাল ওয়াই এন ফেদোরেংকো এবং নৌবাহিনী সংক্রান্ত জনগণের কমিশার আডমিরাল এন জি কুজনেৎসভের উদ্দেশে।

যখন জেনারেল স্টাফের উল্লেখ হল তখন আন্তোনভ ও আমার নাম বলা হল। আমরাও সরকারী টেবিলে গেলাম, সবার সঙ্গে করমর্দন করলাম এবং আমাদের জয়ে পান করলাম।

সমস্ত হল লালফৌজের পশ্চাদভাগের সংগঠনগুলিকে এবং তাঁদের অক্লান্ত

ডিরেক্টর জেনারেল অব আর্মি এ ভি খ্রুলেভকে আন্তরিক হর্ষধ্বনি জানালো।

বিশেষ শ্রদ্ধা জানানো হল বিজ্ঞানীদের কাজকে যাঁদের প্রতিনিধিত্ব করলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাডেমীর সভাপতি ভি এল কোমারভ, আকাডেমীসিয়ান টি ভি লাইসেংকো, এ এ বাইকভ, পি এল কাপিৎসা, এন ডি জেলিনস্কি, এ এ বোগোমলেৎস, ভি এ ওব্রুচেভ, এল এ ওরবেলি, আই পি বারদিন, আই পি পাভলভ, আই এম ভিনোগ্রাদভ, আই আই মেশচানিনভ, ডি এন প্রিয়ানিশনিকভ, এন আই মুসখেলিশভিলি এবং এ আই আব্রিকোশভ।

গ্লাস তোলা হল আমাদের প্রথম সারির ডিজাইনারদের উদ্দেশে—এ এস ইয়াকভলেভ, বি জি শপিতালনি, ভি জি গ্রাবিন, এফ ভি তোকারেভ, ভি এ দেগত্যিয়ারেভ, সি জি সিমোনভ, এস ভি ইলিউশিন, এ এ মিকুলিন, এ আই মিকোইয়ান, এস এ লাভোচকিন, ভি এফ বোলখোভিতিনভ, এ ডি শ্ভেৎসভ, এ এন তুপোলেভ এবং ভি ওয়াই ক্লিমভ।

শেষ টোস্টটি আবার প্রস্তাব করলেন স্তালিন।

যখন ক্রেমলিন ত্যাগ করলাম তখন জুন মাসের দীর্ঘ দিনশেষের রশ্মিটুকু ক্রেমলিন ক্যাথিড্রালের চূড়ায় প্রতিফলিত হচ্ছে। চোখের সামনে তখনো স্পষ্ট রয়েছে উৎসবের সাজে সাজানো হল, তার বেশির ভাগ জেনারেল ও সামরিক লোকজনে ভর্তি। তাদের কোন একজন অন্যজনের মত নয়। কিন্তু তাদের বহিরঙ্গের, তাদের চরিত্র, কাজের ধরন, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের এই পার্থক্যে কিছুই এসে যায় না, তাদের সবার রয়েছে এক সবচেয়ে জরুরী এবং নির্ধারক চারিত্র্য বৈশিষ্ট্য: তারা সর্বদাই এবং যে কোন অবস্থাতেই তাদের মাতৃভূমির প্রকৃত দেশপ্রেমিক। প্রকৃত কমিউনিস্ট।

তারপর কেটে গেল অনেক দিন। আমাদের এই গ্রহে, আমাদের দেশে, আমাদের সেনাবাহিনীতে কত পরিবর্তন ঘটে গেছে। কিন্তু কমিউনিস্টদের কমিউনিস্ট থাকা থেমে যায়নি। তাদের শ্রেষ্ঠ গুণগুলি সঞ্চারিত হয়েছে পিতা থেকে পুত্রে, এবং পরবর্তী প্রজন্মে, যারা রয়েছে আজকের সোভিয়েত মানুষের শান্তিপূর্ণ কর্মকাণ্ডের প্রহরী হয়ে এবং যারা একে আগামী দিনেও রক্ষা করে যাবে তাদেরও মধ্যে।